ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা

গবেষক

সায়ীদ মুহাম্মদ ফারুক

পিএইচ. ডি. গবেষক

রেজিঃ নং- ১৪৯

শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই - ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম স্নেহময়ী মা রাজিয়া বেগম ও শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন শেখ এর উদ্দেশ্যে, যাদের আন্তরিক দু'আ ও অকৃত্রিম মায়াডোরে বাঁধা আমার এ জীবন।

এবং

আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, যাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অপার অবদানের বদৌলতে জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত আসা।

 Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে, “হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা” (Contribution of Ummahatul Mu’minin to narrate the Hadith: A Critical Review) শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য প্রণীত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য ও স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করি নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেন নি।

তারিখ, ঢাকা
২৯ জুলাই ২০১৩

সায়ীদ মুহাম্মাদ ফারুক
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং- ১৪৯
শিক্ষা বর্ষ: ২০১০-০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

 Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্রঃ তারিখঃ২৯/০১/২০১৩

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক সায়ীদ মুহাম্মাদ ফারুক কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদানঃ একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণা কর্ম, কোন যুগ্ম কর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী /ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয় নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সঙ্গীবৃন্দ ও অনুসারীগণের উপর।

আমি আমার অন্তর, মুখ ও সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং আজীবন এ শুকরিয়া আদায় করতে থাকব। যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে অস্তিত্বহীন থেকে উত্তম অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি আমাকে সবকিছু দিয়েছেন; কিন্তু আমি তাঁর অগণিত নিয়ামতের কিঞ্চিৎ পরিমাণ শুকরও আদায় করতে পারি নাই। অত্র গবেষণা কর্মটিও তাঁরই একান্ত অনুগ্রহরাজির একটি। রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এ হাদীসের আলোকে আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার মমতাময়ী মাতা রাজিয়া বেগম, পিতা মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন শেখ এর। আমার অস্তিত্বের প্রতিটি কণা যাদের কাছে চির ঋণী। তাদের আন্তরিক দু'আ আমার জীবন চলার পথে নিয়ামক শক্তি। বড় ভাই মো. নূরুল আমীন শেখের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, যার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় একদিন উচ্চ শিক্ষার আলোকিত স্বপ্ন দেখেছিলাম। হাতেখড়ি থেকে এ পর্যন্ত যে সকল শিক্ষক মহোদয়ের কাছে সল্প মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী সময় ধরে জ্ঞানার্জন করেছি, যাদের কথা থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে, সে সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি উজাড় মনে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। তাদের মধ্য থেকে যারা পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন, তাদের নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করছি, আর যারা জীবিত আছেন তাদের জন্য সুসাস্থ্য, দীঘায়ূ ও উভয় জগতের শান্তি ও মুক্তি প্রার্থনা করছি।

এ গবেষণা কর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অকুণ্ঠচিত্তে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম গভীর শ্রদ্ধা ও একান্ত মহব্বতের সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অত্র গবেষণা কর্মের স্বনামধন্য ও সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তরুণ বিদগ্ধ শিক্ষক ও মননশীল ইসলামী গবেষক অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি, যিনি আমার গবেষণাকর্মটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে একেবারে শুরু থেকে শুভ সমাপ্তি পর্যন্ত সুনিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় সাজানো, পরিচ্ছেদ বিন্যাস, তথ্য সংযোজন, তথসূত্র উদ্ধৃতির পদ্ধতিসহ সার্বিক বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হাজারো কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ অতি যত্নের সাথে পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অত্র অভিসন্দর্ভটির ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যবৃদ্ধি করে এর ভাবগর্ভ ও অলঙ্কৃত অবয়ব দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করতে অবর্ণনীয় সহায়তা করেছেন। এককথায় বলতে গেলে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি তাঁর কাছে যা আশা করেছিলাম, যা চেয়েছিলাম তার থেকেও অনেক অনেক বেশি পেয়েছি। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা, স্নেহ ও মহানুভবতার স্মৃতি আমি কখোনও ভুলবনা। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। এ গবেষণাকর্মের জন্য আমি তাঁর কাছ বিশেষভাবে ঋণী।

অতঃপর আমার মনে পড়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ স্যারকে, যিনি আমাকে মাদ্রাসা জীবন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ছোট ভাইয়ের মত বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁকে সময়-অসময় বিভিন্ন ব্যাপারে অনেক বিরক্ত করেছি। বিশেষভাবে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের পর দ্রুত পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য তিনি আগ্রহ যোগিয়ে ছিলেন এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের সন্ধান দিয়ে তাঁর কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়াও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে ও বই-পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার অভিভাবকতুল্য অসাধারণ শিক্ষা অনুরাগী, বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বায়তুশ শরফ মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জনাব ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম সাহেবকে, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে পিএইচ.ডি. গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহনের দায়দায়িত্ব নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করেন এবং উন্নতমানের একটি লেপটপ কম্পিউটার দিয়ে গবেষণার কাজকে সহজে পরিচালনার সুব্যবস্থা করেছেন।

তারপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদের স্যারের প্রতি যিনি আমাকে এম.ফিল গবেষণাকর্মের যুগোপযোগী শিরোনাম নির্ধারণ করতে নিঃস্বার্থ সহযোগিতা করেছেন, যা ছিল মূলত ঘোর অন্ধকারে পথহারা বিভ্রান্ত পথিকের হাতে আলোকবর্তিকা সরবারহের মত। সেই এম.ফিল ডিগ্রীই আজ আমার এই পিএইচ.ডি. গবেষণার মূলভিত্তি। আমি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর আল-হাদীস এন্ড ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ন. ম. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের, যিনি আমাকে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণায় প্রেরণা যোগীয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার বন্ধু আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আমীনুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রুহুল আমীনের, যারা বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে ও কিতাব দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আল-হাদীস এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, যাদের তত্ত্বাবধানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বন্ধু সীতাকুণ্ড কামিল (এম.এ) মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) জনাব আলতাফ হোসেনকে, যিনি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের প্রুফ দেখে এবং বিভিন্ন শব্দের সঠিক বানান নির্ধারণে সহায়তা করেছেন।

এরপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় এম. ফিল তত্ত্বাবধায়ক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফার্সি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ. স. ম. আব্দুল মান্নান চৌধুরীর, যার বিভিন্ন সহযোগিতার কথা এখনোও মনে পড়ে। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও আমার একান্ত বন্ধু মোঃ জসীম উদ্দীন ভূঁইয়াকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যিনি বিভিন্ন সময়ে বই-পুস্তক ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আল-হাদীস এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষক মহোদয়কে। বিশেষ করে ড. রুহুল আমীন, ড. সিকান্দার আলী, ড. মুজাম্মিল আলী, ড. আ.খ.ম. ওয়ালী উল্লাহ, ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ড. মোঃ মাকসূদুর রহমানসহ আরও অনেকের যাদের সুন্দর গঠনমূলক পাঠদান, উৎসাহব্যঞ্জক পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনে পরোক্ষভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করে।

এ মুহূর্তে আমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে নাজাতের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করছি অত্র বায়তুশ শরফ মসজিদের সাবেক সভাপতি মরহুম মাস্টার নুরুল আলম সাহেবের জন্য, যার পরিবারের সকল সদস্যের আমার এ গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ও কম-বেশি সহযোগিতা ছিল। বিশেষকরে তাঁর সুযোগ্য ছেলে বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী সি. আই. পি. জনাব মুহাম্মাদ আলী ও অধ্যাপক ইয়াকুব আলী সাহেবদ্বয়ের উৎসাহব্যঞ্জক ও সহযোগিতামূলক বিশেষ অবদান আমার গবেষণা কর্মে গতি সঞ্চার করেছে। এছাড়াও অত্র মসজিদের সম্মানিত ইমাম জনাব নুরুল আবসার ও মুয়াজ্জিন জনাব সরোয়ার আলমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, যারা অনেক সময় জুম'আর সালাত অন্য খতীবের মাধ্যমে

আদায়ের ব্যবস্থা করে, আমাকে গবেষণা কাজের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যত্র গমনের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ও আন্তরিকভাবে দু'আ করছি মরহুম হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান কায়েদ সাহেব হুজুরের (نور الله مرقده روضة من رياض الجنة) জন্য, যার দু'আ ও আদর্শ আমার জীবনের বাঁকে বাঁকে মনে পড়ে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁরই সুযোগ্য পুত্র আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যক্ষ খলীলুর রহমান নেছারাবাদীকে, আমার উচ্চ শিক্ষার প্রথম ধাপে তাঁর অনেক সহযোগিতা ও দু'আ ছিল।

গবেষণা কাজের শেষ পর্যায়ে আমার প্রিয় শিক্ষানবিশ মো. আবিদুল ইসলাম ধীর-স্থিরভাবে অত্র অভিসন্দর্ভটি আদ্যপ্রান্ত কয়েকবার পাঠ করে এটিকে সুন্দর, সাবলীল ও অযাচিত ত্রুটিমুক্ত করতে বেশ সাহায্য করেছে। এছাড়াও কম্পিউটার সংক্রান্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে উপকৃত করেছেন, মিজানুর রহমান, শাহেদুল ইসলাম ও ওসমান গণী। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়া ও আরিখাতের যাবতীয় হাসানাহ্ এর দু'আ করছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রিয় সহধর্মিনী হাফিজাতুল কুরআন মারইয়ামকে, যিনি গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। গবেষণা কর্মের সুদীর্ঘ চলার পথে ধাপে ধাপে তাঁর নিবিড় সহযোগিতা গবেষণা কাজ সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে অফুরন্ত উৎসাহ যুগিয়েছে। আমি বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার অতি আদরের শিশুপুত্র হাম্মাদের জন্য এই দু'আ করছি হে আল্লাহ! তুমি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে যাবতীয় কল্যাণ ও সাফল্য দান করো, যাকে গবেষণা সংক্রান্ত ব্যস্ততার জন্য তার ন্যায্য অধিকার পিতৃস্নেহ থেকে প্রায়ই বঞ্চিত করেছি। তবে তার কচি কণ্ঠে আধো-আধো বুলি শুনে আর কোমল মুখের মিষ্টি হাসি দেখে অনেক সময় দীর্ঘ গবেষণা ব্যস্ততা থেকে সৃষ্ট অবসাদ কেটে যেত এবং আমি প্রাণবন্ত, সতেজ সরস অবস্থা ফিরে পেতাম।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিং ফাহ্‌দ বিন আব্দুল আজীজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সীতাকুণ্ড কামিল মাদরাসার লাইব্রেরি, তবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ইলিকট্রনিক লাইব্রেরি থেকে। এ ছাড়াও অনেকের ব্যক্তিগত কালেকশন থেকে বেশ উপকৃত হয়েছি। যেমন- অধ্যাপক আমিনুল হক, অধ্যক্ষ মাহমুদুল হক, এডভোকেট সিদ্দিকুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মুহিব্বুল্লাহ আজাদ, সাহাবুদ্দীন, ফখরুল ইসলাম ও অন্যান্য। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং দু'আ করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরবারে এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ অধম বান্দার ক্ষুদ্র প্রতেষ্টা কবুল করেন।

সায়ীদ মুহাম্মাদ ফারুক
গবেষক

 Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী হরফের বাংলা প্রতিবর্ণ

উ وُ	া ـَ	দ /জ্ব ض	অ اَ
ঊ وُو	ি ـِ	ত ط	ব ب
বি/ভী وِى	ু ـُ	য ظ	ত ت
ইয়া ىَ	া ـَا	‘ ع	স ث
য়ি ىِ	ী ـِى	গ غ	জ ج
য়ী ىِ ى	ূ ـُو	ফ ف	হ ح
উ ىُ	আ اَ	ক/ক্ব ق	খ خ
ইউ يُو	আ أ	ল ل	দ د
‘আ/য়া‘ عَ	ই اِ	ম م	য ذ
‘আ/‘য়া عَا	য়ি اِى	ন ن	র ر
ই عُ	উ اُ	ও و	য ز
ঈ عِى	ঊ اِى	হ ـْ	স س
উ/য়ূ عُ	ওয়া وَ/وَا	, ء	শ ش
ঊ عُو	বি وِ	য় ي	স/ছ ص

দ্রষ্টব্য : ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে ـُ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন, مؤمن = মু’মিন
ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন, رعد = রা‘দ, جامع = জামি‘ ইত্যাদি
উল্লেখ্য, বহুল প্রচলিত বাংলা বানানগুলো অনেক স্থানে একইভাবে রাখা হয়েছে।
যেমন: ফরয, ওযু, ওহী ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	: অনুবাদ
অনূ.	: অনূদিত
আ.	: আলাইহিস সালাম (عليه السلام)
কা.	: কাররামাল্লাহু ওয়াজ হাহু। (كرم الله وجهه)
স.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।(صلى الله عليه و سلم)
রা.	: রাদিয়াল্লাহু (তা'আলা) আনহু। (رضى الله عنه)
রহ.	: রহমাতুল্লাহি আলাইহ। (رحمة الله علي)
১ম.	: প্রথম
২য়.	: দ্বিতীয়
৩য়	: তৃতীয়
৪র্থ	: চতুর্থ
৫ম	: পঞ্চম
৬ষ্ঠ	: ষষ্ঠ
৭ম	: সপ্তম
জ.	: জন্ম
মৃ.	: মৃত্যু
হি.	: হিজরী সন
হি. পূ.	: হিজরী পূর্ব
ব.	: বছর
মা.	: মাস
খ্রি / খৃ.	: খ্রিস্টাব্দ / খৃস্ট
(৫৮/৬৭৮)	: প্রথমোক্তটি হিজরী সন এবং পরবর্তীটি ঈসায়ী সাল।
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
খ.	: খণ্ড
ড.	: ডক্টর
পৃ.	: পৃষ্ঠা
তা. বি.	: তারিখ বিহীন
ই. ফা. বা.	: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
জানু.	: জানুয়ারী
সং.	: সংকেত
মু.	: মুদ্রন
সম্পা.	: সম্পাদক / সম্পাদিত
প্রকা/প্র.	: প্রকাশক
নং.	: নম্বর
p.	: Page
pp.	:pages
প্রাগুক্ত	: (বা পূর্বে উক্ত বা উল্লিখিত) বলতে কোন বই এর 'তথ্য সূত্র' পূর্বে উল্লিখিত সূত্রের সাথে হুবহু মিল হলে। প্রথম বার উল্লেখ করে, পরবর্তীতে বই এর নামের পর 'প্রাগুক্ত' উল্লেখ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণাপত্র iii
- প্রত্যয়নপত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন viii
- শব্দ সংক্ষেপ iv
- সূচিপত্র x

প্রথম অধ্যায় ০১ - ১৩
গবেষণা বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৪
- গবেষণার উদ্দেশ্য ৫
- গবেষণার পদ্ধতি ৬
- গবেষণার পরিধি/ব্যাপকতা ৬
- গবেষণার উৎস ৭
- গবেষণার সময়কাল ৭
- তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ৭
- অভিসন্দর্ভ গঠন/ গবেষণা পরিকল্পনা ১১
- উপসংহার ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫-৫৩
হাদীস পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : হাদীস, সুন্নাহ, খবর, আ-সা-র ১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা ২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ ৩৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৪৪
- আল-কুরআনে সনদের গুরুত্ব ৪৭
- আল-হাদীসে সনদের গুরুত্ব ৪৯
- মুহাদ্দিসগণের নিকট সনদের গুরুত্ব ৫১

তৃতীয় অধ্যায় ৫৫-১৫৪
উম্মাহাতুল মু'মিনীন পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যা নিরূপণ ৫৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনালেখ্য ৬০
১। হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুয়াইলিদ (রা.) ৬০
২। হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.) ৬৫

৩। হযরত 'আয়িশা বিন্ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.) ৬৭
৪। হযরত হাফসা বিন্ত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) ৯২
৫। হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা.) ৯৪
৬। হযরত উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.) ৯৬
৭। হযরত উম্মু সালামা বিন্ত আবূ উমাইয়্যা (রা.) ৯৮
৮। হযরত যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.) ১০২
৯। হযরত জুওয়াইরীয়া বিন্ত হারিস (রা.) ১০৬
১০। হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.) ১০৮
১১। হযরত মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস (রা.) ১১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তাঁদের জীবনপ্রবাহ ১১১ - ১২৯

১। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১১২
২। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১১২
৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২১
৪। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২৪
৫। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২৫
৬। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২৬
৭। উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২৭
৮। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২৭
৯। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ ১২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শামাইল ও ফাদাইল ১৩০ - ১৫৪

১। হযরত খাদীজা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৩০
২। হযরত সাওদা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৩৩
৩। হযরত 'আয়িশা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৩৫
৪। হযরত হাফসা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৩৯
৫। হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৪০
৬। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৪০
৭। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৪৫
৮। হযরত যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৪৭
৯। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৪৮
১০। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৪৯
১১। হযরত মায়মূনা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল ১৫২

চতুর্থ অধ্যায় ১৫৬ - ২৮৩

হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৫৭ - ১৭৪

১। হযরত 'আয়িশা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৫৭

- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) ১৫৯
- প্রথম খলীফা আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.) ১৬০
- দ্বিতীয় খলীফা 'উমার আল-ফারূক (রা.) ১৬১

- ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (স.) ১৬২
- সা'য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ১৬৩
- উসাইদা ইব্‌ন হুদাইর (রা.) ১৬৪
- জুদামা বিন্‌ত ওহাব (রা.) ১৬৪
- হামজা বিন্‌ত আমর (রা.) ১৬৫
- হিন্দা বিন্‌ত 'উতবা (রা.) ১৬৫
- আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) ১৬৬

২। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৬৬
৩। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৬৮
৪। হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৬৯
৫। হযরত মায়মূনা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৭১
৬। হযরত যয়নাব (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৭২
৭। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৭৩
৮। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৭৩
৯। হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ ১৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি ১৭৫ - ১৮১
হাদীস শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

- সাধারণ শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ ১৭৫
- নারীদের নির্দিষ্ট আসরে অংশগ্রহণ ১৭৬
- ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ১৭৬
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ১৭৭
- অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমে ১৭৮
- পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ১৮১
- 'আলম বা কর্ম দেখে শিক্ষাগ্রহণ ১৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ১৮২ - ২৮০
উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ব্যবহৃত হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

- মদীনা মুনাওয়ারার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ১৮২
- মক্কা মুকাররমার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ১৮৩

১। হযরত 'আয়িশা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ১৮৩
২। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৫১
৩। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৬০
৪। হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৬৫
৫। হযরত মায়মূনা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৬৯
৬। হযরত যয়নাব (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৭৪
৭। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৭৫
৮। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৭৮
৯। হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ ২৮০

 Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি ২৮১ - ২৮৩

◈ শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ২৮১
◈ উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষাদান ২৮১
◈ দলীলভিত্তিক শিক্ষাদান ২৮১
◈ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান ২৮২
◈ প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ২৮২
◈ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান ২৮৩

পঞ্চম অধ্যায় ২৮৫ - ৪০৫
উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঈমানিয়াত ও আকা'ইদ ২৮৫ - ২৯৪
◈ ওহীর সূচনা ও নবুওয়াত ২৮৫
◈ কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ২৮৭
◈ তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন ২৮৭
◈ আল্লাহর জন্য ভালবাসা ২৮৯
◈ মানুষ, ফেরেস্তা ও জিন জাতির সৃষ্টি তত্ত্ব ২৮৯
◈ শয়তানের ওয়াসওয়াসা ২৮৯
◈ কেয়ামতের আলামত ২৮৯
◈ কিয়ামত সন্নিকটে ২৯১
◈ কবর আজাব ২৯১
◈ কিয়ামতের অবস্থা ২৯১
◈ হাশরের ভয়ংকর অবস্থা ২৯১
◈ হিসাব-নিকাশ ও পুলসিরাতের অবস্থা ২৯২
◈ গুনার ভয় ও কান্না ২৯৩
◈ হারামকে অন্য নামে হালাল করণের ভবিষ্যদ্বাণী ২৯৩
◈ কারামত ২৯৪
◈ মু'জিযা ২৯৪
◈ পাপের ফল আযাব-গযব ২৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'আমলিয়াত ২৯৫ - ৩৭৪

◈ উত্তম আমল ২৯৫
◈ জ্ঞানার্জনই সর্বোত্তম আমল ২৯৬
◈ কুরআন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান ২৯৬
◈ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পর্ব ২৯৮ - ২৯৯
◈ মলমূত্র ত্যাগে শিষ্টাচার ২৯৭
◈ ঋতুস্রাব (হায়য) থেকে পবিত্রতা অর্জন ২৯৮
◈ ইস্তেহাযা থেকে পবিত্রতা অর্জন ২৯৯
◈ ওযু ও গোসল পর্ব ৩০০ - ৩০৭
◈ রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওযু ৩০০
◈ ওযু আবশ্যক হওয়ার কারণ ৩০০

◈	ওযুর সুন্নাতসমূহ	৩০১
◈	দশটি দীনী স্বভাব	৩০১
◈	মিসওয়াকের বিবরণ	৩০২
◈	গোসল	৩০২
◈	সুন্নাত গোসল	৩০৫
◈	অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা মুবাহ	৩০৫
◈	অপবিত্রকে পবিত্র করণ	৩০৬
◈	সালাত পর্ব	৩০৭ - ৩২৪
◈	সালাতের ওয়াক্ত	৩০৭
◈	আজান ও এর জবাব প্রদান	৩০৭
◈	সালাতের স্থানসমূহ	৩০৮
◈	সালাতের নিয়ম-কানুন	৩০৮
◈	সতর ঢাকা	৩০৯
◈	সুত্রা বা আড়াল করণ	৩০৯
◈	তাকবীরে তাহরীমার পর করণীয় আমল	৩১০
◈	নামাজে কের'আত পাঠ	৩১০
◈	রুকূ' সম্পর্কিত আলোচনা	৩১০
◈	সেজ্দা ও এর মাহাত্ম্য বর্ণনা	৩১০
◈	সালাতের মধ্যে যা করা বৈধ ও অবৈধ	৩১১
◈	শেষ বৈঠকের দু'আ	৩১১
◈	সালাতের পরের দু'আ	৩১২
◈	জামায়'াত ও তার মাহাত্ম্য	৩১২
◈	কাতার সোজা করা	৩১৩
◈	ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়াবার স্থান	৩১৩
◈	মুক্তাদির কর্তব্য এবং মাসবুকের বিধান	৩১৩
◈	সুন্নাত সালাত ও এর ফজিলত	৩১৪
◈	রাতের সালাত	৩১৬
◈	রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে উঠলে যে আমল করতেন	৩১৮
◈	রাতের বেলায় ইবাদতের জন্য উৎসাহ প্রদান	৩১৮
◈	বিতর ও তাহাজ্জুদ সালাত	৩১৯
◈	এশরাক বা চাশতের সালাত	৩২০
◈	সফরের সালাত	৩২১
◈	শা'বানের মধ্য রজনী	৩২১
◈	দুই ঈদের সালাত	৩২২
◈	সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত	৩২২
◈	বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত	৩২৩
◈	ঝড় তুফানে যা করণীয়	৩২৪
◈	যাকাত ও সাদাকাহ্ পর্ব	৩২৫ - ৩২৮
◈	যে সব জিনিসের যাকাত ফরয হয়	৩২৫
◈	যার জন্য যাকাত হালাল নয়	৩২৫
◈	দানের মর্যাদা ও কার্পণ্যতার নিন্দা	৩২৬
◈	দানের মাহাত্ম্য	৩২৭
◈	উৎকৃষ্ট দান	৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

◈	সিয়াম পর্ব	৩২৮ - ৩৩৪
◇	চাঁদ দেখে রোযা রাখা	৩২৮
◇	সাহারী ও ইফতার	৩২৮
◇	রোজার পবিত্রতা রক্ষা	৩২৯
◇	ভ্রমণকারীর রোযা	৩২৯
◇	কাযা রোযা	৩২৯
◇	নফল রোযা	৩৩০
◇	নফল রোযা ভাঙ্গা	৩৩১
◇	কদরের রাত্রি	৩৩২
◇	এ'তেকাফ	৩৩৩
◇	আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব	৩৩৩
◇	কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা	৩৩৪
◈	দু'আ ও ইসতিগফার পর্ব	৩৩৫ - ৩৩৭
◇	রাসূলুল্লাহর (স.) পছন্দনীয় দু'আ	৩৩৫
◇	তওবা ও ইসতিগফার	৩৩৫
◇	আপদ-বিপদ গুনার কাফ্ফারা	৩৩৫
◇	মজলিস সমাপ্তির দু'আ	৩৩৫
◇	বিভিন্ন সময়ের দু'আ	৩৩৬
◇	আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ	৩৩৬
◈	হজ্জ পর্ব	৩৩৭ - ৩৪৫
◇	ইহরাম ও তালবিয়্যাহ	৩৩৭
◇	বিদায় হজ্জ	৩৩৮
◇	মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ	৩৩৯
◇	আরাফাতে অবস্থান	৩৪০
◇	আরাফাত ও মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন	৩৪১
◇	কংকর নিক্ষেপ	৩৪১
◇	কুরবানির জন্য প্রেরিত পশু	৩৪১
◇	মাথা মুণ্ডন	৩৪২
◇	কুরবানি	৩৪২
◇	কুরবানী দিনের ভাষণ	৩৪৩
◇	যা হতে মুহরিমকে বেঁচে থাকতে হয়	৩৪৪
◇	বাধা প্রাপ্ত হলে যা করণীয়	৩৪৪
◇	আল্লাহই কা'বার মর্যাদা রক্ষক	৩৪৫
◇	আল্লাহই মদীনার মর্যাদা রক্ষক	৩৪৫
◈	বিবাহ পর্ব	৩৪৫ - ৩৫৭
◇	বিবাহের নীতি	৩৪৫
◇	পাত্রী দেখা	৩৪৫
◇	আবরণীয় অঙ্গ	৩৪৬
◇	পর্দা	৩৪৬
◇	বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ	৩৪৭
◇	বিবাহের বিজ্ঞপ্তি, খোতবা ও শত	৩৪৮
◇	যাদেরকে বিবাহ করা হারাম	৩৪৮
◇	দাসী মুক্তির পর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার	৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

◈	উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মাহ্‌র	৩৫০
◈	স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও অধিকার	৩৫১
◈	খোলা ও তালাক	৩৫৩
◈	তিন তালাক, ইলা ও যেহার	৩৫৪
◈	লে'আন ও যেনা/ ব্যভিচারের অপবাদ	৩৫৪
◈	ইদ্দত ও শোক পালন	৩৫৫
◈	স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ	৩৫৭
◈	দাস-দাসীর অধিকার	৩৫৭
◈	অর্থনীতি পর্ব	৩৫৭-৩৬০
◈	হালাল রিযিক উপার্জন	৩৫৭
◈	সম্পদ ব্যয়	৩৫৮
◈	ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন মাসআলা	৩৫৯
◈	অগ্রিম বিক্রয় ও বন্ধক রাখা	৩৫৯
◈	চাষাবাদ ও সেচ প্রকল্প	৩৫৯
◈	রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচার পর্ব	৩৬০ - ৩৬৬
◈	রাজনৈতিক বিষয়	৩৬০
◈	প্রশাসনিক বিষয়	৩৬৯
◈	বিচারিক বিষয়	৩৬১
◈	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়	৩৬২
◈	ধর্মত্যাগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি	৩৬৩
◈	হদ ছাড়া সাধারণ অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা	৩৬৩
◈	চোরের হাত কর্তন	৩৬৪
◈	দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ অগ্রহণীয়	৩৬৪
◈	মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শন	৩৬৪
◈	রাষ্ট্রীয় বিষয়	৩৬৫
◈	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৩৬৫
◈	জিহাদ পর্ব	৩৬৬ - ৩৬৮
◈	যুদ্ধবন্দীদের বিধি-বিধান	৩৬৬
◈	সন্ধি স্থাপন	৩৬৭
◈	গনীমতের মাল	৩৬৭
◈	কষ্টদায়ক জন্তু হত্যা	৩৬৭
◈	শপথ ও মান্নত পর্ব	৩৬৮
◈	শপথ ও মান্নত	৩৬৮
◈	গুনার কাজে মানতের কাফ্‌ফারা	৩৬৮
◈	খাদ্য ও পানীয় পর্ব	৩৬৮ - ৩৭২
◈	খাদ্যকে সম্মান করা	৩৬৮
◈	সন্দেহযুক্ত খাদ্য	৩৬৮
◈	শিশুদের জন্য দু'আ ও তাহনীক	৩৬৯
◈	পানীয় দ্রব্য	৩৭১
◈	নাকী' ও নাবীয	৩৭১
◈	মেহমানের সম্মান	৩৭২
◈	চিকিৎসা পর্ব	৩৭২ - ৩৭৪

- ভেষজ ঔষধ ৩৭২
- ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্র ৩৭২
- জ্যোতিষীর গণনা ৩৭৩
- যাদু-টোনা ৩৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখলাকিয়াত ৩৭৫ - ৪০২

- আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ ৩৭৫
- সালাম ও কোমলতা অবলম্বন ৩৭৫
- করমর্দন ও আলিঙ্গন ৩৭৬
- মুচকি হাসি ৩৭৬
- সুন্দর নাম রাখা ৩৭৬
- কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ ৩৭৭
- জিহবা সংযম, গীবত ও গাল-মন্দ ৩৭৮
- সৎ কাজ ও সদ্ব্যবহার ৩৭৯
- সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ ৩৭৯
- রুগীর সেবা–শুশ্রূষা ও রোগের প্রতিদান ৩৭৯
- মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা করণীয় ৩৮০
- মৃতের জন্য রোধন ৩৮১
- প্রতিবেশীর প্রতি অধিকার ৩৮২
- সম্পর্ক ত্যাগ ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা ৩৮২
- লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা ৩৮৩
- মন-গলানো উপদেশমালা ৩৮৩
- দান-হেবা বা উপহার ৩৮৪
- উত্তরাধিকার বিহীন মীরাস বণ্টন ৩৮৪
- পোশাক ও অঙ্গসজ্জা পর্ব ৩৮৪ - ৩৮৮
- পোশাক-পরিচ্ছদ ৩৮৪
- পাদুকা পরিধান ৩৮৬
- চুল আঁচড়ানো ৩৮৬
- ছবি ইসলামী সংস্কৃতি নয় ৩৮৮
- রাসূলুল্লাহ (স.) এর শামাইল, ফাদাইল এবং ওয়াফাত ৩৯০ - ৩৯৬
- রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাদাসিধা জীবনযাপন ৩৯০
- রাসূলুল্লাহ (স.) এর শামাইল ও মু'জেযা ৩৯০
- রাসূলুল্লাহ (স.) এর ফাদাইল ৩৯২
- রাসূলুল্লাহ (স.)এর স্বপ্ন ৩৯৩
- স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা ৩৯৩
- নারীদের সাথে ব্যবহার ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক ৩৯৩
- রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতকালীন অবস্থা ৩৯৪
- সাহাবীগণের ফদীলত পর্ব ৩৯৬ - ৪০২
- আবূ বকর (রা.) এর ফদীলত ৩৯৬
- ‘উমার (রা.) এর ফদীলত ৩৯৭
- আবূ বকর ও ‘উমার (রা.) উভয়ের ফদীলত ৩৯৭
- হযরত উসমান (রা.) এর ফদীলত ৩৯৭
- আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) এর ফদীলত ৩৯৮

◈ ‘আশরায়ে মুবাশ্‌শারাহ্ (রা.) এর ফদীলত ৩৯৮
◈ নবী (স.) এর পরিবার-পরিজনদের ফদীলত ৩৯৯
◈ উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর ফদীলত ৪০১
◈ সমষ্টিগতভাবে ফযীলতের বিবরণ ৪০২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাফসীর ৪০৩ - ৪০৫

◈ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো ৪০৩
◈ আয়াতুত্ তাত্হীর ৪০৪
◈ স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ আরোপ ৪০৪
◈ সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া ৪০৫

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪০৭ - ৪৫৪
উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার নীতি, প্রকৃতি ও বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতি ৪০৭ - ৪২৩

◈ ভালভাবে বুঝে বর্ণনা করা ৪০৭
◈ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ৪১১
◈ সনদ বলিষ্ঠকরণ ৪১২
◈ পবিত্র কুরআন বিরোধী বর্ণনা বর্জন ৪১৩
◈ অন্যের বর্ণনা সংশোধন করা ৪১৫
◈ মূল প্রেক্ষাপট উপস্থাপন ৪১৬
◈ নারী সংক্রান্ত বিধি-বিধান সুস্পষ্ট করণ ৪১৮
◈ ফিকহী সমাধান প্রদান ৪২০
◈ কুরআনুল কারীমের প্রাধান্য প্রকাশ ৪২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৫ - ৪২৮

১. হযরত ‘আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৫
২. হযরত উম্মু সালামা (রা.) বির্ণত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৬
৩. হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৭
৪. হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীসসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৭
৫. হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ প্রকৃতি ৪২৭
৬. হযরত যয়নাব (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৮
৭. হযরত সাফীয়্যা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৮
৮. হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৮
৯. হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি ৪২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ ৪২৯ -৪৪৪

সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহে উম্মাহাতুল মু’মিনীন বর্ণিত হাদীস ৪২৯
◈ প্রথম স্তরের কিতাবসমূহ ৪৩০
এক. উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩১
দুই. হযরত উম্মু সালামা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩২

 Dhaka University Institutional Repository

তিন. মায়মূনা, উম্মু হাবীবা ও হাফসা (রা.) ও তাদের সমমানের রাবী ৪৩২
চার. যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩৪
পাঁচ. হযরত সাফীয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩৫
ছয়. হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩৬
সাত. হযরত সাওদা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩৭
◈ দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহ ৪৩৮
এক. উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৩৯
দুই. হযরত উম্মু সালামা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৪০
তিন. মায়মূনা, উম্মু হাবীবা ও হাফসা (রা.) ও তাদের সমমানের রাবী ৪৪১
চার. যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৪২
পাঁচ. হযরত সাফীয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৪৩
ছয়. হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৪৩
সাত. হযরত সাওদা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী ৪৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : **রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু বিবাহ : হাদীস বর্ণনার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা** ৪৪৫-৪৫৪

১. রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) ৪৪৭
২. রাসূলুল্লাহ (স.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) ৪৪৮
৩. রাসূলুল্লাহ (স.) এর তৃতীয় স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা.) ৪৪৮
৪. রাসূলুল্লাহ (স.) এর চতুর্থ স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.) ৪৪৯
৫. রাসূলুল্লাহ (স.) এর পঞ্চম স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.) ৪৫০
৬. রাসূলুল্লাহ (স.) এর ষষ্ঠ স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা (রা.) ৪৫০
৭. রাসূলুল্লাহ (স.) এর সপ্তম স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.) ৪৫১
৮. রাসূলুল্লাহ (স.) এর অষ্টম স্ত্রী হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.) ৪৫১
৯. রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবম স্ত্রী হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) ৪৫২
১০. রাসূলুল্লাহ (স.) এর দশম স্ত্রী হযরত সাফীয়্যা (রা.) ৪৫২
১১. রাসূলুল্লাহ (স.) এর একাদশ স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা.) ৪৫৩

◈ উপসংহার ৪৫৬ - ৪৫৮

◈ গ্রন্থপঞ্জি ৪৫৯ - ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- গবেষণার উদ্দেশ্য
- গবেষণা কর্মের পদ্ধতি
- গবেষণা কর্মের পরিধি/ব্যাপকতা
- গবেষণা কর্মের উৎস
- গবেষণা কর্মের সময়কাল
- তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা
- অভিসন্দর্ভ গঠন/ গবেষণা পরিকল্পনা
- উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : হাদীস, সুন্নাহ, খবর, আ-সা-র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উম্মাহাতুল মু'মিনীন পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যা নিরূপণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনালেখ্য

১। হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুয়াইলিদ (রা.)
২। হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম‘আ (রা.)
৩। হযরত ‘আয়িশা বিন্‌ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)
৪। হযরত হাফসা বিন্‌ত ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)
৫। হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.)
৬। হযরত উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফইয়ান (রা.)
৭। হযরত উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়্যা (রা.)
৮। হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.)
৯। হযরত জুওয়াইরীয়া বিন্‌ত হারিস (রা.)
১০। হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.)
১১। হযরত মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিস (রা.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তাঁদের জীবনপ্রবাহ

১। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
২। উম্মুল মু'মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৪। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৫। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৬। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৭। উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৮। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ
৯। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শামাইল ও ফাদাইল

১। হযরত খাদীজা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
২। হযরত সাওদা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৩। হযরত ‘আয়িশা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৪। হযরত হাফসা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৫। হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৬। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৭। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৮। হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
৯। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
১০। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল
১১। হযরত মায়মূনা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

১। হযরত 'আয়িশা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
২। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৩। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৪। হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৫। হযরত মায়মূনা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৬। হযরত যয়নাব (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৭। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৮। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ
৯। হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি

- সাধারণ শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ
- নারীদের নির্দিষ্ট আসরে অংশগ্রহণ
- ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ
- অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমে
- পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ
- 'আমল বা কর্ম দেখে শিক্ষাগ্রহণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

১। হযরত 'আয়িশা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
২। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৩। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৪। হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৫। হযরত মাইমূনা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৬। হযরত যয়নাব বিন্‌তু জাহ্‌শ (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৭। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৮। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ
৯। হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি

- শ্রেণী কক্ষে পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষাদান
- উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষাদান
- দলীল ভিত্তিক শিক্ষাদান
- কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান
- ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহ বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঈমানিয়াত ও আকা'ইদ

ওহীর সূচনা ও নবুওয়াত
কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা
তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন
মানুষ, ফেরেস্তা ও জিন জাতির সৃষ্টি তত্ত্ব
শয়তানের ওয়াসওয়াসা
কেয়ামতের আলামত
কিয়ামত সন্নিকটে
কবর আজাব
কিয়ামতের অবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'আমলিয়াত

উত্তম আমল প্রসঙ্গে
পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার পর্ব
সালাত পর্ব
যাকাত ও সাদাকাহ্ পর্ব
সিয়াম পর্ব
হজ্জ পর্ব
কুরবানি
বিবাহ পর্ব
অর্থনীতি
রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা
রাষ্ট্রীয় বিষয়
জিহাদ
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা
চিকিৎসা পর্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখলাকিয়াত

শিষ্টাচার ও আচার-আচরণের বর্ণনা
পোশাক ও দেহ-সজ্জার বর্ণনা
রাসূলুল্লাহ (স.) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মু'জিযা ও এন্তেকাল
সাহাবীদের ফযিলত বর্ণনা
নবী (স.) এর পরিবার-পরিজনদের ফযীলত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাফসীর

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো
আয়াতুত্ তাত্হীর
স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ আরোপ
সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার নীতি, প্রকৃতি ও বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতি

- ভালভাবে বুঝে বর্ণনা করা
- সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন
- সনদ বলিষ্ঠ করণ
- পবিত্র কুরআন বিরোধী বর্ণনা বর্জন
- অন্যের বর্ণনা সংশোধন করা
- মূল প্রেক্ষাপট উপস্থাপন
- নারী সংক্রান্ত বিধি-বিধান সুস্পষ্ট করণ
- ফিকহী সমাধান প্রদান
- কুরআনুল কারীমের প্রাধান্য প্রকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

১. হযরত 'আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রক�ৃতি
২. হযরত উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি
৩. হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি
৪. হযরত হাফসা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি
৫. হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ প্রকৃতি
৬. হযরত যয়নাব (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি
৭. হযরত সাফীয়্যা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি
৮. হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি
৯. হযরত সাওদা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ

সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীস

- প্রথম স্তরের কিতাবসমূহে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীস
- দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু বিবাহ : হাদীস বর্ণনার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা

১. রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)
২. রাসূলুল্লাহ (স.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.)
৩. রাসূলুল্লাহ (স.) এর তৃতীয় স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা.)
৪. রাসূলুল্লাহ (স.) এর চতুর্থ স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.)
৫. রাসূলুল্লাহ (স.) এর পঞ্চম স্ত্রী হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা.)
৬. রাসূলুল্লাহ (স.) এর ষষ্ঠ স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা (রা.)
৭. রাসূলুল্লাহ (স.) এর সপ্তম স্ত্রী হযরত যয়নাব বিন্ত জাহশ (রা.)
৮. রাসূলুল্লাহ (স.) এর অষ্টম স্ত্রী হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)
৯. রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবম স্ত্রী হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)
১০. রাসূলুল্লাহ (স.) এর দশম স্ত্রী হযরত সাফীয়্যা (রা.)
১১. রাসূলুল্লাহ (স.) এর একাদশ স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা.)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
সায়ীদ মুহাম্মাদ ফারুক
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিঃ নং- ১৪৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই - ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

আল-হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। রাসূলুল্লাহ্ (স.)ই হলেন এর উৎপত্তিস্থল। হাদীস বা সুন্নাহ্ কুরআনুল কারীম-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও জীবন ঘনিষ্ঠ ব্যাখ্যা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিখুঁত জীবনালেখ্য। হাদীস ব্যতিত আল-কুরআনের মর্ম ও ভাব বুঝা অসম্ভব। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বহু হুকুম-আহকাম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ আহকাম এর বিস্তারিত বিবরণ এবং বাস্তবায়নের ব্যবহারিক পন্থা তুলে ধরেন নি; বরং এর দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর প্রিয় রাসূল (স.) এর উপর। তাই তিনি বিশ্বমানবতার শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে পরিশুদ্ধ করার গুরু দায়িত্ব সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সফল।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন একজন সার্বক্ষণিক চলমান শিক্ষক। তিনি নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তিনি সাহাবীগণ (রা.)কে তাঁর ভাষণ, বাণী, কর্ম, অসিহত-নসিহত, অনুমোদন, আকার-ইঙ্গিত, রেখা অঙ্কন, কঙ্কর ও কাঠির ব্যবহার, আল্লাহর নামে শপথগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর, পারস্পরিক সংলাপ, ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা, আকস্মিক ঘটনার সদ্ব্যবহার, হাস্য-রসিকতা, উপমা উপস্থাপন, পরীক্ষাগ্রহণ, অবস্থান বা ভঙ্গীমা পরিবর্তন ও বার বার নাম ডেকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁর পদ্ধতিগুলো ছিল মৌলিক, বিজ্ঞান সম্মত ও বর্তমান যুগের বিচারেও অত্যাধুনিক। সব পরিবেশে, সব বিষয়ে, সকল ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল শিক্ষকদের জন্যও উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর শিক্ষাদান কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি সর্ব অবস্থায় সব ধরনের লোকজনকে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে শিক্ষাদিতেন। মদীনায় হিজরাতের পর পরই মাসজিদুন নববী নির্মিত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কেন্দ্রীয় শিক্ষালয়। সেখানে নিয়মিত দারসূল হাদীস অনুষ্ঠিত হত। সেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ, ছোট-বড়, নেতা-কর্মী, আনসার-মুহাজির, স্থানীয়-বহিরাগত ও আম জনতার অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ্ (স.) জ্ঞানার্জনে নারীদের প্রবল আগ্রহ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দেখে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দরসে তাদেরকে শিক্ষা দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এরপর সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.) এর হাতেই ইলম হাদীসের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের শুভ সূচনা হয়। তারাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসকে মুখস্থকরণ, লিখন, অনুসরণ-অনুকরণ, শিক্ষাদান ও বর্ণনার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। যারা আমরণ ত্যাগ ও কঠোর চেষ্টা-সাধনার দ্বারা হাদীস বর্ণনায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে নারীদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। এ ক্ষেত্রে উম্মাহাতুল মু'মিনীন তথা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। কেবল নারীদের ইতিহাসেই নয়; বরং হাদীস বর্ণনার ইতিহাসে তারা ছিলেন পথিকার। হাদীস বর্ণনায় তারা সেই যুগপৎ অবদান না রাখলে পরবর্তী উম্মতের কাছে ইসলামের অনেক বিষয় হয়ত অজানাই থেকে যেতো।

পরিবারিক জীবন হল সার্বিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পারিবারিক জীবন প্রায় ৩৮ বছর। এর মধ্যে নবুওয়াতী জীবন ২৩ বছর। এই নবুওয়াতী জীবনের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে দীনি কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বহু স্ত্রী গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (ঈমানদাগণের মা) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তারা

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে জীবনের ধাপে ধাপে তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর পারিবারিক জীবনের অনুপম আদর্শের চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। তাদের সংখ্যা মোট এগারো জন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যখন এন্তেকাল করেন তখন তাদের সংখ্যা ছিল নয় জন।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন এ পৃথিবীর সকল মুসলিমের অন্তরে এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের আসনে চির সমাসীন। বিশ্বের নারী জাতির ইতিহাসে তারা অতুলনীয়া। রূপ ও গুণের অনন্যতায়, বর্ণনার সৌন্দর্যে, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, অন্তরের কোমলতায়, ধৈর্যের দৃঢ়তায়, ব্যবহারের মাধুর্যে, দয়া-মমতার প্রাচুর্যে, দান-সাদাকাতের প্রশস্ততায়, মেধা-মননের প্রখরতায়, ইবাদাত-বন্দেগীর একনিষ্ঠতায়, স্বামী সেবার পরিপক্কতায় তারা হলেন নারী সমাজের গরবিনী ও অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ নমুনা। বিশেষকরে মুসলিম নারীদের কর্তব্য হলো তাদের গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনালেখ্য জেনে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ধাপে তা অনুসরণ করা।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রায় সকলেই ছিলেন মেধাবী, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাগ্রণের সম্পূর্ণ উপযোগী। এ যেন বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের এক দল বাছাইকৃত একান্ত শিক্ষার্থী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর চলমান ব্যবহারিক জীবনের ভিতর-বাহির সবকিছু খুব কাছ থেকে দেখে, শুনে, বুঝে রাতে দিনে সব সময় শিখতেন। মদীনার মাসজিদুন নববী হলো রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সব ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। এ মাসজিদের এক অংশ ব্যবহৃত হত আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরাসমূহ ছিল মাসজিদের গা-ঘেঁষে। দিন-রাত এখানে যত তা'লীম-তারবীয়াতের আসর বসত, উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাতে ঘরে বসেই অংশগ্রহণ করতে পারতেন। দূরত্ব বা অন্যকোন কারণে কোন কথা বা কথার ভাব না বুঝলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) হুজরায় আসলে জিজ্ঞাসা করে সাথে সাথে বুঝে নিতেন। এভাবে তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে অসংখ্য হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ২৮২২টি।

ইল্‌ম হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আপন জীবন পরিক্রমা। তাই তাঁর জীবদ্দশায়ই মদীনার মাসজিদুন নববীই ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। অনুরূপভাবে তাঁর এন্তেকালের পর তাঁর কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন জানা ও বুঝার প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত মাসজিদ পানে মানুষের আনা-গোনা বাড়তে থাকে। আর উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মসজিদুন নববী সংলগ্ন হুজরাগুলো হাদীসের বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে। এখানে তারা নিয়মিত হাদীসের দার্‌স দিতেন। অর্ধশতাব্দিরও বেশি সময় যাবত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস বিতরণের কাজে নিরলস পরিশ্রম করে তারা ত্যাগের উজ্জ্বল উপমা সৃষ্টি করেছেন।

বরকত হাসিল ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইরাক, মিসর, সিরিয়া তথা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় আগত অসংখ্য মুসলিম নর-নারী উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরার দ্বারপ্রান্তে এসে তাদেরকে সালাম দিতেন। শর'ঈ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম পর্দার আড়াল হতে জিজ্ঞেস করতেন। কারণ তারা জানতেন যে, ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ের যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান তাদের কাছে পাওয়া যায়। এছাড়া অনেকে সর্বক্ষণ তাদের সাহচর্যে থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। মহিলারাও শরী'আতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের কাছ থেকে জেনে নিতেন। তাদের ছাত্রের সংখ্যা ছিল অগণিত। ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়।

নারী সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের হাদীস আমরা তাদের কাছ থেকেই জানতে পারি। এ ছাড়াও পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা, বাণিজ্যিক, পরকালীন অবস্থা, ইবাদাত-বন্দেগী প্রভৃতি বিষয়ে শর'ঈ বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

 Dhaka University Institutional Repository

যাতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নির্মল আদর্শ রয়েছে। সফল ও সার্থক জীবন গঠনে প্রত্যাশী সকল মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের আলোকে জীবন গড়ার একটি ভিত্তি উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে গ্রহণ করতে পারে। কারণ তাদের হাদীসগুলো মানব জীবনের চাহিদা পূরণের জন্য সকল দিক দিয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

প্রকৃত প্রস্তাবে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহকে একটি আলাদা কিতাবে বিষয় অনুসারে সাজানো হলে; তাতে 'আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, আদাব, আহকাম, ফিতান, আশরাত ও মানাকিব এ আটটি প্রধান বিষয়সহ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব দিকই এসে যাবে। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সে কিতাবটিকে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির দিক থেকে 'আল-জামি'উস সহীহ' নামে নামকরণ অত্যন্ত সার্থক, সুন্দর ও যৌক্তিক হবে। ফলে সবদিক থেকে বিবেচনা করে বিষয়টি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আর প্রাসঙ্গিকভাবে "হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা" অভিসন্দর্ভের পিএইচ.ডি. গবেষণার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research)

বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। আসমানী আর অআসমানী সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই নারীদের শিক্ষার রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছে। সে দ্বার দিয়ে প্রথম যাঁরা শিক্ষার আলোকিত ভুবনে প্রবেশ করেছিলেন, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতমা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পবিত্র সংস্পর্শে এসে তারা ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় অগাধ জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল সীমিত। অথচ তা ছিল সীমাহীন ভালবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, অসীম প্রেম ও নিষ্ঠায় ভরপুর। দারিদ্র্যের কষাঘাতসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের মধুর দাম্পত্যে কখনও ফাটল ধরেনি। সৃষ্টি হয়নি কোন রূপ মনোমালিন্য ও তিক্ততার। শরী'আতের মহান শিক্ষকের ঘরে একান্ত সান্নিধ্যে তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তারা রাত-দিন তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হতেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে তারা জ্ঞানে, গুণে ও আদর্শে সারা বিশ্বের নারী সমাজের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মতো বিদুষী মহিলাগণের জ্ঞানের জগতে বিপুল অবদান নিশ্চয়ই বিশ্বইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ইসলামের ইতিহাস তথা হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস তাদেরকে বাদ দিয়ে কল্পনাও করা যায় না। কারণ হাদীস শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় মানদণ্ড তাদের হাতেই তৈরি হয়েছিল। তাই নারী অধিকার, নারী আন্দোলন এবং নারী প্রগতির এ যুগে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের চাহিদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা সবচেয়ে বেশি। বিশেষত নারী জীবনের অনেক একান্ত খুঁটিনাটি বিষয় যা অন্যান্য সাহাবীর দ্বারা জানা সম্ভব ছিল না, তা মুসলিম নারী সমাজ আযওয়াজুম মুতাহ্হারাহ বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে অবহিত হয়েছেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন হাদীস শিক্ষা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের এ মহৎ উদ্যোগ না নিলে নারী বিষয়ক ও শার'ঈ বিধি-বিধানের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় মুসলিম উম্মাহর কাছে হয়ত অস্পষ্টই থেকে যেতো।

আমার বিশ্বাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষের যুগে ইসলামের ইতিহাসের এই ঐতিহাসিক মহিলাগণের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও হাদীস শিক্ষা-সম্প্রসারণে তথা হাদীস বর্ণনায় তাদের আমরণ আদর্শের সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। নারী সমাজ জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার একটি নিখুঁত অনুকরণীয় আদর্শের সন্ধান পাবে।

আজ থেকে প্রায় ১৩৪০ বছর আগে এই ঐতিহাসিক নারীগণ এ পৃথিবী থেকে স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু রেখে গেছেন তাদের সোনালী জীবনের কর্মময় মুহূর্তগুলোর উজ্জ্বল ছবি। এরপর তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এছাড়াও আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে তাদের জীবনালেখ্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসনাদ কিতাবসমূহে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসগুলো পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু যারা জীবনে একটি বিশেষ অংশে হাদীসের প্রধান ও একমাত্র উৎসের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে খুব কাছ থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছেন। অতঃপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস প্রচার-প্রসারের কাজে তারা তাদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। মানব জীবনের অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায় তিন হাজার হাদীস তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনায় তাদের অনবদ্য অবদান যথাযথ মূল্যায়ন কল্পে কোন গবেষণা হয় নি বা স্বতন্ত্র কোন কিতাব আমাদের জানামতে আজও রচিত হয় নি।

তাই সবদিক থেকে বিবেচনা করে হাদীস বর্ণনায় তাদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আর এ কারণেই গবেষণার বিষয়টিকে "হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ গবেষণা কর্মটি এখন সময়ের যৌক্তিক দাবী।

গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

হাদীস তথা ওহীয়ে গায়রে মাতলু সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের একটি উৎস। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও শান্তিময় করতে হলে ওহীলব্ধ অনুপম সন্দেহমুক্ত জ্ঞানের কাছে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। এই আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান চর্চা যত বাড়ছে, গবেষণাকর্ম যত বিস্তৃত হচ্ছে, ওহীর প্রামাণিক (authentic) জ্ঞানের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ততই অনুভূত হচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এ গবেষণা কার্যটি পরিচালনার পশ্চাতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো নিম্নোদ্ধৃত:

১. ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীস পরিচিতি ও হাদীস বর্ণনার প্রচলিত পদ্ধতি ও গুরুত্ব তুলে ধরা।
২. ইসলামের ইতিহাসের ঐতিহাসিক মহিলাগণ তথা উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণাঢ্য কর্মময় অনুপম জীবনালেখ্য তুলে ধরে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও শিক্ষণীয় দিকগুলো খুঁজে বের করা।
৩. আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এসব ঐতিহাসিক নারীগণ কিভাবে হাদীস চর্চা করেছেন; কিভাবে হাদীস শিখেছেন; কিভাবে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন; কোন কোন বিষয়ের হাদীস তাদের মাধ্যমে বেশি বর্ণিত হয়েছে; এবং সেগুলোর আবেদন কী; আধুনিক যুগে হাদীস চর্চায় তাদের অনুসৃত পদ্ধতিগুলো খুঁজে বের করে অনুসরণ ও অনুকরণের সুপারিশ পেশ করা।
৪. ইসলামী পর্দা প্রথা বা ইসলামী শরী'আত নারীদের শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধক নয়; বরং সহায়ক, প্রগতিশীল ও প্রেরণার উৎস তা প্রমাণের লক্ষ্যে হাদীস শিক্ষা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর আমরণ বলিষ্ঠ সংগ্রামের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা।

সর্বোপরি অত্র গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অনবদ্য অবদানকে গভীরভাবে জানা ও যথাযথ মূল্যায়ন করা।

গবেষণা কর্মের পদ্ধতি (Research Methodology)

প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি সামাজিক গবেষণার আওতাভুক্ত। সমাজ গবেষণায় একক কোন পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। গবেষণার সুবিধার্থে অনেক সময় একাধিক পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সাধারণত ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analysis Method) ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহ সাধারণত বেশি অনুসৃত হয়। এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব, উপাত্ত ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য আরবি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি (Scope of Research)

হাদীস বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হাদীস-সুন্নাহ্ পরিচিতি, হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো ও হাদীসের হুকুম নির্ধারণে সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এ গবেষণা কার্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিবৃত্ত অর্থাৎ জন্মের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে আগমনের পূর্বের জীবনকাহিনী, উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে তাদের জীবনচিত্র এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তাদের জীবনপ্রবাহ পর্যালোচনা এ গবেষণার পরিধিভূক্ত।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শিক্ষকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যাঁদের কাছে তারা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং তাদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রম ও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিসমূহ। তাদের হাদীস শিক্ষাদান কার্যক্রম, হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ এবং তাদের ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যারা তাদের থেকে কম বা বেশি সময় যাবত হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, এ সব বিষয়সমূহ এ গবেষণার আওতাভূক্ত ।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন- থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস ও ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু হাদীসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এর গবেষণা কর্মের আওতাভূক্ত।

এছাড়াও উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার জন্য সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে তাদের সমসাময়িক ও সমমানের সম্মানিত সাহাবী রাবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করা যে, তাদের বর্ণিত হাদীসই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়টিও গবেষণায় রয়েছে।

দীনের কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর এই সংখ্যাধিক্যতাই হাদীস বর্ণনার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপনারই অন্তর্ভূক্ত। এসব বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে এ গবেষণা পরিধির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

গবেষণার উৎস (Source of Data)

আলোচ্য গবেষণা কর্মটির প্রাথমিক উৎস (Primary Source) হিসেবে প্রথমত কুর'আনুল কারীম ও হাদীসের সংকলিত কিতাবসমূহকে গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের দিক দিয়ে হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে প্রথম স্তরের ও দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবগুলো বেশি প্রাধান্য দেয়া হবে।

আর দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে (Secondary Source) সাধারণত আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহ, ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ, ইসলামী সাহিত্য ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থসমূহ এবং পত্র-পত্রিকায় বা গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে সহায়তা নেয়া হবে।

গবেষণার সময়-সীমা (Time Schedule): দুই বছর।

তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সফল ও সার্থক জীবনে কর্মময় দিকগুলো তুলে ধরার লক্ষ্যে সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, বংলা ভাষায়ও কিছু বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। অপর দিকে সম্মানিত সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করা হয়। এ সব গ্রন্থসমূহ ও বই-পুস্তকগুলির কয়েকটি হলো:

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯) "আসহাবে রাসূলের জীবনকথা" গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মানিত সাহাবীগণের জীবনালেখ্য তুলে ধরা হয়েছে। অল্প কথায় বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.) এর পরিচয় তুলে ধরার প্রধান লক্ষ্য নিয়ে লেখা হয়েছে এ গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে এগারো জন উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনচিত্র অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তবে হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়ণের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে আলোচনা হয় নি। বিশেষকরে তাদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষা প্রদান, তাদের হাদীসের ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের পরিচয়, হাদীসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, হাদীস বর্ণনার মূলনীতি, তাদের বর্ণিত হাদীসে বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন আলোচনাই আসে নি।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম (প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫) "হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান" গ্রন্থটি মূলত একটি পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ। এ গ্রন্থে ৬৩ জন মহিলা সাহাবীদের জীবনী ও হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাদের অবদানের কথা আলোকপাত করা হয়েছে। এতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবন পরিক্রমা ও হাদীস শিক্ষা-সম্প্রসারণে তাদের অবদান, তথ্যভিত্তিক ও প্রামাণ্য আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা, শিক্ষক ও ছাত্রদের নাম, উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি হাদীস কোথাও বিষয় ভিত্তিক, কোথাও বিষয় উল্লেখ ছাড়াই তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু এ অভিসন্দর্ভের বিষয় "হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে মহিলা সাহাবীদের অবদান"। তাই অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়ন কল্পে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হয় নি। যেমন সম্মানিত গবেষক নিজেই তাঁর অভিসন্দর্ভের ৩১০ পৃষ্ঠায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেন যে, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর গৌরবোজ্জল অবদান সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন কল্পে বিস্তৃতভাবে ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। একজন বরেণ্য শিক্ষকের সত্যিকার পরিচয় তাঁর কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন-

 Dhaka University Institutional Repository

এর অসংখ্য কৃতি ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের পরিচিতি এ গ্রন্থে আনয়ন করা সম্ভব হয় নি। সংখ্যার দিক দিয়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর চেয়ে অনেক সাহাবী (রা.) বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের চেয়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস তুলনামূলকভাবে বেশি সহীহ। বুখারী ও মুসলিমসহ সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীসই অধিক স্থান পেয়েছে, তা প্রমাণের সুযোগ হয় নি এ গন্থে। এছাড়াও এতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত প্রায় তিন হাজার হাদীস বিষয় ভিত্তিক সন্নিবেশিত হয় নি। সর্বপরি বাংলা ভাষায় এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থ আমাদের জানামতে আর নেই বললেই চলে।

মাওলানা সাঈদ আনসারী, অনু. মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীন আত্তার (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬) "সিয়ারুস সাহাবিয়াত" গ্রন্থে মহিলা সাহাবীগণ (রা.) এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে; কিন্তু তাতে হাদীস বর্ণনায় অবদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তথ্য ভিত্তিক আলোচনায় আসে নি।

নিয়ায ফতেহপুরী, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯) "মহিলা সাহাবী" গ্রন্থটিতে সম্মানিত মহিলা সাহাবীগণ (রা.) এর জীবনকাহিনী আলোচিত হয়েছে। মহিলা সাহাবী হিসেবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনবৃত্তান্ত সুন্দরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাদের অবদানের বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় নি।

"আত্-তাবাকাতুল কুবরা" (প্রথম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০) এ গ্রন্থের প্রণেতা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'য়াদ ইব্ন মুনী' আল-হাশিমী (রহ. মৃ. ২৩০/৮৪৫), তিনি ইব্ন সা'য়াদ নামে বেশি পরিচিত। এটি রিজাল শাস্ত্রের (হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম, পরিচয় ও নৈতিক গুণাবলী ইত্যাদি) উপর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে সুপ্রাচীন ও বৃহৎ আকৃতির একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সাহাবী, অ-সাহাবী, সিকাহ্ ও য'ঈফ সকল শ্রেণীর রাবীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের ৮ম খণ্ডে মহিলা রাবীগণের জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে, সেখানে ৬২৭ জন মহিলার জীবনী এসেছে। এর মধ্যে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনালেখ্যও প্রামাণ্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। তবে এতে হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদানের দিকটি সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয় নি। তাদের হাদীসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শুধু নামই লেখা হয়; পরিচয় দেয়া হয় নি। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ছাত্ররা সকলেই যেহেতু সাহাবী বা তাবিঈ ছিলেন, সেহেতু তাদের জীবনবৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন অংশে এসেছে। তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা কোথাও কোথাও দেয়া হয়েছে; কিন্তু বিষয়ভিত্তিক তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ তুলে ধরা হয় নি।

"আত্-তারীখুল কাবীর" এ গ্রন্থের রচয়িতা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আল-মুগীরা আল-বুখারী (রহ. মৃ. ২৫৬/৮৭০) এ গ্রন্থে সাহাবীগণের যুগ থেকে ইমাম বুখারীর যুগ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার রাবীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে সিকাহ ও গায়র সিকাহ এবং নারী ও পুরুষসহ সকল ধরনের রাবীই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। ইলমুল জার্হি ওয়াত্-তা'দীল বা রাবীগণের দোষ-গুণ তথা সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা এতে প্রাধান্য পেয়েছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বিষয়ে তেমন বিশেষ কোন আলোচনা আসে নি। কারণ তারা জারাহ ও তা'দীলের বিষয়বস্তু নয়।

"তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল" এ গ্রন্থের প্রণেতা জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন ইউসূফ আল-মিয্যী (রহ. মৃ. ৭৪২/ ১৩৪২), তিনি ইমাম আল-মিয্যী নামে প্রসিদ্ধ।

 Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থটি ৩৫ খণ্ডে বিভক্ত বড় আকারের জীবন কোষ। এতে সাহাবী, অ-সাহাবী, সিকাহ্‌, গায়র সিকাহ্‌, য‘ঈফ সকল শ্রেণীর রাবীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর সংখ্যা ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সথে বিবাহের সন উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ খণ্ডে ব্যাপক পরিসরে তাদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। তবে তাদের জীবনালেখ্যের সাথে তাদের থেকে যাঁরা হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাদের শুধু নামই উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের পরিচিতি বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বর্ণানুক্রমিক অনুসারে এসেছে। তবে তাদের হাদীস বর্ণনার সংগ্রামী চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে আসে নাই। একম কি তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো বিষয় ভিত্তিক সন্নিবেশিত হয় নি। কারণ একটি তো আসমাউর রিজালের কিতাব; হাদীসের কিতাব নয়।

“তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব” এ গ্রন্থের প্রণেতা আবূল ফদল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (রহ. মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)। এটি বার খণ্ডে বিভক্ত রিজাল শাস্ত্রের উপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্যতম বৃহত্তম একটি কিতাব। এ গ্রন্থের প্রণেতা নিজেই এর সার-সংক্ষেপ রচনা করে এর নাম দেন, ‘তাকরীবুত তাহ্‌যীব’। এতে সাহাবী, তাবিঈ, তাব‘উত তাবিঈন এবং তাদের পরবর্তী যুগের যাঁরা হাদীস বর্ণনার সাথে জড়িত সিকা বা য‘ঈফ সকল শ্রেণীর বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। এর ১২তম খণ্ডে ৩২২ জন মহিলার জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। তাতে উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ আলোচনায় এসেছে; তবে হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা যথাযথভাবে আলোচিত হয় নি; কারণ এটিও রিজাল শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লেখা হয়েছে।

“সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা” এ গ্রন্থের রচয়িতা শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসমান আয্-যাহাবী (রহ. জ. ৬৭৩/১২৭৪- মৃ.৭৪৮/১৩৪৮)। তিনি মুসলিম বিশ্বে শুধু ইমাম আয্-যাহাবী নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে সাহাবীগণ থেকে শুরু করে তাঁর যুগ পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত রাজা-বাদশা, আমীর, উযির, চিকিৎসক, মুহাদ্দিস, ফকীহ্‌, কবি, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, দার্শনিক, মুতাকাল্লিম-এর থেকে ৫৯৬৪ জনের জীবনালেখ্য তিনি সংকলন করেছেন। তাতে উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর জীবনবৃত্তান্ত বিস্তারিত পরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের বর্ণনায় তাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শুধু নাম এসেছে, পরিচিতি আসে নাই। তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু বিষয়ভিত্তিক হাদীস আনয়ন করা হয় নাই। এছাড়াও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, হাদীস বর্ণনার মূলনীতি, বিশুদ্ধতা নির্ণয়সহ অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা এ গ্রন্থে আসে নাই।

“আল-ইস্তিয়াব ফী মা‘আরিফাতিল আসহাব” এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবূ উমার ইউসূফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল বার্‌র ইব্‌ন আসিম আন-নামরী আল-কুরতুবী (রহ. মৃ. ৪৬৩/১০৭১)। এটি সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম। এ গ্রন্থে সাধারণত সাহাবীগণের কে, কবে, কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কতদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহচর্য লাভ করেছেন, অতঃপর কবে কোথায় এন্তেকাল করেছেন, তাদের নিকট থেকে কে কোথায় হাদীস শিক্ষা করেছেন প্রভৃতি তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের প্রণেতা দাবি করেন যে, সকল সাহাবীর নাম এ কিতাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতে অনেক সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে। এ কারণে একাধিক ব্যক্তি এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। যেমন- ইব্‌ন ফাতহুন ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকূব প্রমুখ এর পরিশিষ্ট লিখেছেন। এ গ্রন্থে মোট ৩৯৮ জন মহিলা সাহাবীর

জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। তাদের ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে তাদের পরিচিতি তুলে ধরা হয় নি।

"আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা" এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবুল ফদল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (রহ. মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)। এটি মূলত সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল-ইস্তিয়াব ও উসুদুল গাবা গ্রন্থে যে সকল সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে, সেগুলো এ কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ. মৃ. ৯১১/১৫০৫) এ গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ তৈরি করে এর নাম দিয়েছেন 'আইনুল ইসাবা'। এ গ্রন্থে ১৫৪৫ জন মহিলা সাহাবীর জীবনকথা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থেই সব চেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা সাহাবীর নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনবৃত্তান্তও এসেছে; তবে ইল্ম হাদীসের খিদমাতের বিষয় যথাযথভাবে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয় নি।

"উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা" এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবুল কারম মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল কারীম ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী আজ্জাযুরী ইয্যুদ্দীন ইব্নুল আসীর (রহ. মৃ. ৬৩০ / ১২৩৩)। এটি একটি বৃহৎ আকারের গ্রন্থ। এতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার সাহাবীর নাম ও জীবনেতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে সাহাবীরূপে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে, যাঁরা আসলে সাহাবী নন। এর একটি খণ্ডে শুধু মহিলাদের জীবনকথা এসেছে। এ গ্রন্থে মোট ১০২২ জন মহিলা সাহাবীর নাম এসেছে। তাতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনচিত্রও রয়েছে। কিন্তু হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারনে তাদের অনবদ্য অবদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন আলোচনা-পর্যালোচনা নাই।

এছাড়াও রিজাল শাস্ত্রের উপর রচিত প্রসিদ্ধ আরো কিছু গ্রন্থাবলী রয়েছে, যাতে শুধু এক শ্রেণীর রাবী যেমন সাহাবী, সিকাহ বা য'ঈফ রাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অথবা রাবীদের কোন একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমনঃ রাবীগণের শুধু জন্ম-মৃত্যুর তারিখ অর্থাৎ কোন কোন কিতাবে কেবল রাবীগণের জন্ম-মৃত্যুর তারিখেরই বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়েছে। অথবা কোন কোন কিতাবে শুধু রাবীগণের নাম, লকব ও কুনিয়াতেরই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ ছাড়া কোন কোন গ্রন্থে কেবল বিশেষ বিশেষ কিতাবের রাবীগণেরই জীবনী পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাতেও উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা বা পর্যালোচনা হয়েছে। কিন্তু হাদীস বর্ণনায় তাদের অসাধারণ অবদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ আলোচনা, হাদীস শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি, হাদীস শিক্ষাদানের নিয়ম-নীতি, হাদীস বর্ণনার মূলনীতি, তাদের বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণকল্পে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা করা হয় নাই। তবে এসব কিতাব থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করে অত্র অভিসন্দর্ভ রচনায় আমরা এতটাই উপকৃত হয়েছি, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

"মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল" এ গ্রন্থের সংকলক আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন হিলাল ইব্ন আসাদ আশ-শায়বানী (রহ. জ. ১৬৪/৭৮১ - মৃ. ২৪১/৮৫৫)। এটি একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ মুসনাদ গ্রন্থ, যাতে সাহাবীগণ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাদের নামের আক্ষরিক ক্রমিকতার ভিত্তিতে পর পর সংকলিত হয়েছে। সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে ইমাম আহমাদ এই কিতাব সংকলন করেছেন। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত 'তাকরার' বাদে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস রয়েছে। এ কিতাবে সর্ব শেষ খণ্ডে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ একের পর এক সংকলিত হয়েছে। যেমনঃ মুসনাদুস সিদ্দীকা আয়িশা বিনত আস-সিদ্দীক (রা.) এ শিরোনামে হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত

 Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত হাদীস একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরপর অপর এক উম্মুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত সমস্ত হাদীস এক স্থানে একত্রিত করা হয়েছে। এ কিতাবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অধিকাংশ হাদীস এক স্থানে জমা হয়েছে মাত্র; কিন্তু বিষয়ভিত্তিক শিরোনামের আলোকে সাজানো হয় নি। তাদের হাদীস বর্ণনার মূলনীতি, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ইত্যাদি এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য নয়। উপরে উল্লেখিত কিতাবসমূহ ছাড়াও এ গবেষণা কর্মে আরো অনেক কিতাব থেকে সাহায্য নেয় হয়ে।

অভিসন্দর্ভ গঠন/ গবেষণা পরিকল্পনা (Structure of the study)

গবেষণার সুবিধার্থে "হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক এ পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার প্রতিটি অধ্যায়কে চারটি করে পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে প্রতিটি পরিচ্ছেদের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপশিরোনামের মাধ্যমে পরিচ্ছেদের বিষয়টিকে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলত ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুদীর্ঘ গবেষণার অবতারণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পরিধি, উৎস, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, সময়কাল ও অভিসন্দর্ভ গঠন বা গবেষণা পরিকল্পনা ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে অধ্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে এরসাথে সুন্নাহ, খবার ও আসারের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইলম হাদীসে মুহাদ্দিসগণের নিকট বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা ও সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ উদাহরণসহ তুলে ধরা হয়েছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সূত্রসহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের অত্র অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে পূর্ণপরিচয় তুলে ধরার জন্য এ অধ্যায়টিকেও কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করা হয়েছে। এরপর উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য তুলে ধরার জন্য তাদের জীবনপ্রবাহকে দু'টি ভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকাল পর্যন্ত তাদের জীবনালেখ্য এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ (স.) এর

Dhaka University Institutional Repository

এন্তেকালের পর তাদের জীবন প্রবাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন- এর শামাইল ও ফাদাইল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অত্র অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়ন কল্পে অধ্যায়টিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রম ও তাদের হাদীসের শিক্ষকবৃন্দের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কারণ বরেণ্য শিক্ষকের সংস্পর্শে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। কারণ একজন শিক্ষকের সত্যিকার স্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় তাঁর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ শিক্ষাদানের সার্থকতা ও সফলতার জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের এ পর্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে লেখা হয়েছে। এ খানে তাদের হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, তাদের বর্ণিত হাদীস মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবদিক অন্তর্ভূক্ত করে। আর এ লক্ষ্যে অত্র অধ্যায়কেও চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অধীনে অসংখ্য শিরোনামে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর শুরুতে ওহী সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ওহীই (وحى) ঈমান ও যাবতীয় ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র উৎস। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জ্ঞানার্জন, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন, সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ, কুরবাণী, দু'আ, ইসতিগফার, বিবাহ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, জিহাদ, শপথ-মান্নত, খাদ্য-পানীয় ও চিকিৎসা ইত্যাদি আমলি বিষয় সংক্রান্ত হাদীস এ পরিচ্ছেদে অন্তর্ভূক্ত করে এর নাম দেয়া হয়েছে 'আমালিয়াত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শিষ্টাচার ও আচার-আচরণ, সালাম-কালাম, হাসি-ঠাট্টা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ইহকালীন ও পরকালীন অবস্থা, কেয়ামত, হিসাব-নিকাত ও পুলসিরাত, সাহাবীগণের শামাইল ও ফাদাইল, রাসূলুল্লাহ (স.) এর বৈশিষ্ট্য, মু'জিযা ও ইন্তিকাল, দয়া-মায়া ও অনুগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস আলাদা আলাদা শিরোনামে জমা করে এর নাম দেয়া হয়েছে আখলাকিয়াত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আল-কুরআনুল হাকীম এর বিভিন্ন আয়াত ও সূরার তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস জামা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অত্র গবেষণাপত্রের সর্বশেষ অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার নীতি, প্রকৃতি, বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ ও হাদীস বর্ণনার স্বার্থেই তাদের সংখ্যা অধিক হওয়া প্রয়োজন ছিল এ বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে শেষ অধ্যায়কেটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতিসমূহ তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.) এর মধ্যে তাদের বর্ণনাসমূহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের

অধিকারি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে তাদের বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহে তুলনামূলকভাবে ভুল-ত্রুটি কম এবং বেশি বিশুদ্ধ। তাই সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থসমূহে তাদের বর্ণিত হাদীসই তাদের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের রাবীদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় বেশি স্থান পেয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যাধিক্যই ইলম হাদীস সংরক্ষরণ ও বর্ণনার জন্য বিশেষ নেয়ামত ও ঐশি ব্যবস্থাপনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর নাম দেয়া হয়েছে-রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু বিবাহ বনাম হাদীস বর্ণনার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা।

পরিশেষে গবেষণার বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার লক্ষ্যে সামগ্রিক ক্ষেত্রে লিখিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্যসমূহ একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করে এর যথার্থতা ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, এ অভিসন্দর্ভটি ইল্‌ম হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে ক্ষুদ্রাকারে হলেও একটু নতুন সংযোজন। তথাকথিত নারী অধিকার, নারী আন্দোলন ও নারী প্রগতির শ্লোগানে মুখরিত এ যুগে মুসলিম নারী সমাজের সুষম ও নৈতিক অগ্রগতি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ক্ষেত্রে অত্র গবেষণা কর্মটি ধ্রুবনক্ষত্রের মতো দিকনির্ণয়ে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। যারা ইসলামকে প্রগতির প্রতিবন্ধক মনে করে, বিশেষ করে যারা পর্দার বিধানকে নারীদের উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় ভেবে এ বিধানের বিরোধিতা করে, তারা শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক, সর্বযুগের সেরা শিক্ষিত নারী উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের গৌরবোজ্জ্বল জীবন পরিক্রমা অধ্যয়ন করলে জানতে পারবে যে, ইসলাম প্রগতির বন্ধু, আরো বুঝতে পারবে যে, পর্দা নারীদের রক্ষা কবজ, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহায়ক। কারণ, নারীজাতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে যে সকল মহিলা মনীষীর নাম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে পাওয়া যায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সামনে তাদেরকে অতি ম্রিয়মান দেখা যায়। অপরদিকে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে গ্লোবাল ভিলেজের এই বিশ্বে নানামুখি ষড়যন্ত্রের শিকার আত্মভোলা মুসলিমজাতি আজ হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অনবদ্য অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করে হাদীস চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সুপ্ত চেতনা ফিরে পাবে; শত ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করে আবার তাদের হারানো গৌবর ফিরে পেতে আগ্রহী হবে। আর তারা বুঝতে পারবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস অনুশীলন, অনুকরণ, অনুসরণ ও বাস্তবায়নে চরম অনিহার অঙ্গীকারই তাদেরকে এই কঠিন বাস্তবতায় নিয়ে এসেছে। বিশেষকরে মুসলিম নারীসমাজ উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বাস্তব জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার একটি নিঁখুত আদর্শের সন্ধান পাবে। কারণ তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহে জীবন ঘনিষ্ট প্রায় সব বিষয়ই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। হে আল্লাহ তা'আলা! ঐ মহৎ উদ্দেশ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

 Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
হাদীস পরিচিতি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সব কর্মকাণ্ডের সূত্র ও উৎসই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) এর জীবনধারা ও রীতি-নীতি মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস হিসেবে পরিচিত। হাদীস বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। এ অধ্যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : হাদীস, সুন্নাহ্, খবার ও আ-সা-র

১. হাদীস (حديث)

হাদীস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আভিধানিক অর্থ নতুন বস্তু,[১] যা কাদীম বা পুরাতনের বিপরীত[২] অর্থাৎ আধুনিক। ইসলামের আবির্ভাবের পর সমকালীন আরবদের চিন্তাধারা জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স.) নতুন নতুন বাণী-পদ্ধতি প্রচার করতে থাকেন, যার মধ্যে ছিল নতুনত্বের আমেজ ও আধুনিকতার ছাপ। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর প্রবর্তীত জীবন-পদ্ধতি বর্তমান সময়ের তুলনায়ও আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত। হাদীস শব্দের আরেক অর্থ বাণী বা কথা।[৩] স্বপ্নকালীন কথাবার্তাকে কুরআনুল কারীমে হাদীস বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আ.) এর ভাষায় বলা হয়েছে: وعلمتنى من تأويل الاحاديث। স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ।[৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই তাঁর বাণীকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য কোন ব্যক্তির হবে? রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, 'আমি মনে করি এ 'হাদীস' সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নি। বিশেষত এ কারণে যে, হাদীস শুনার জন্য তোমাকে সর্বাধিক আকাঙ্খিত ও আগ্রহান্বিত দেখতে পাচ্ছি। কিয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে খাঁটি মনে বলে, আল্লাহ ছাড়া আর

---

1 الحديث لغة: الجديد من الاشياء হাদীস এর অনিয়মিত বহুবচন أحاديث তবে এর বহুবচন حِدْثَانٌ وحُدْثَانٌ ও হয়ে থাকে। দ্র. মুহাম্মদ ইব্ন মুক্রিম ইব্ন আলী, আবুল ফযল, জামালুদ্দীন, ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*(বৈরূত: দারু সাদির, ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হি.), ফাসলুল হা আলমুহ্মালা, খ. ২, পৃ. ১৩৩; অন্য অভিধানে হাদীসের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে: الحديث: الجديد New, Recent, Fresh, Novel, Chat, Modern, Up-to-date, Talk, Discourse, Conversation, حديث: خبر- رواية Report, Tale, Narrative, Speach, Hadith, Prophetic Tradition দ্র. ড. রূহী বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, আরবী ইংরেজি অভিধান(বৈরূত: দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৫তম সংস্করণ ২০০১), পৃ, ৪৫৮

২ الحديث نقيض القديم দ্র. শিহাবুদ্দীন ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *হাশিয়াতু নুযহাতিন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকর*(দেওবন্দ: মাকতাবা থানভী, তা. বি.), পৃ. ৬; মুহাম্মদ জামালুদ্দিন আল কাসেমী, *কাওয়া'ইদুত-তাহদীস মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীস*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯), পৃ. ৬১; আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন মুকাররম আল-মারূফ ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব*(বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১৩১

৩ الحديث : كل ما يتحدث به من كلام و خبر : كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم দ্র. আবূ জীব সা'য়দী, *আল-কামূসুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইস্তিলাহান*(করাচি: ইদারাতুল কুরআন, তা.বি.), পৃ. ৮৯-৮০; ডক্টর মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসিরুল মুস্তালাহুল হাদীস*(করাচি: কাদিমী কুতুব খানা, তা.বি.), পৃ. ১৪; হাদীস অর্থ যখন বাণী হয় তখন বহুবচন হয় أحاديث যেমন قطيع এর বহুবচন أقاطيع ; আল-খতিব, মুহম্মদ আজ্জাজ বলেন: حدثان ও حدثان অর্থাৎ বাণী। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; *আল-মুনজিদ*(করাচি : দারুল ইশা'আত ১৩৭৫/১৯৭৪), পৃ. ১৯৩

৪ *আল-কুরআন*, ১২ : ১০১; এছাড়া আল-কুরআনের অন্যত্রও হাদীস শব্দটি বাণী বা কথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: (ক) فباى حديث بعده يؤمنون- অতঃপর তারা কোন কথাকে / বাণীকে বিশ্বাস করবে? দ্র. *আল-কুরআন*, ৭৭ : ৪০ (খ) - واذ أسرالنبى الى بعد أزواجه حديثا যখন নবী (স.) তাঁর এক স্ত্রীর নিকট গোপন কথা বললেন। দ্র. *আল-কুরআন*, ৬৬ : ৩ (গ) أ فمن هذا الحديث تعجبون- এ কথায় তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? দ্র. আল-কুরআন, ৫৩ : ৫৯

কোন উপাস্য নেই'।[৫] এ প্রসঙ্গে ইমাম আর-রাগিব ইস্পাহানী (রহ. মৃ. ৫০২/১১০৮) বলেনঃ হাদীস বা হুদুস বলতে-কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করাকে বুঝায়, চাই তা কোন মৌলিক বিষয় হোক কিংবা অমৌলিক। আর মানুষের নিকট ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কথা পৌঁছায়, তাকেও হাদীস বলে।[৬] এ হাদীস শব্দ থেকে তাহ্দীস (تحديث) শব্দের উৎপত্তি। কুরআনুল কারীমে উহা প্রকাশ করা, কথা বলা, বর্ণনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনের ভাষায়: وأما بنعمة ربك فحدث তুমি তোমার রবের নিয়ামতের কথা বর্ণনা কর।[৭] হাদীস শব্দটি সংবাদ বা খবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৮] চাই ধর্মীয় বিষয়ে হোক বা পার্থিব,[৯] বেশি হোক আর কম।[১০] ড. সুবহি সালিহ বলেনঃ কথা বা সংবাদ আদান প্রদানের নাম হাদীস।[১১]

মূলত কুরআন, হাদীস ও অভিধানের ব্যবহারের দৃষ্টিতে হাদীস শব্দের অর্থ- নতুন, কথা, বাণী, সংবাদ, খবার ইত্যাদি। তবে এখানে কথা বা বাণী বলতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথা বা বাণীই উদ্দেশ্য।

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় হাদীস একটি বিশেষ পরিভাষা। সুতরাং শাব্দিক অর্থ যা-ই হোক পারিভাষিক অর্থই এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ইসলামী গবেষক, পণ্ডিত, মুহাদ্দিস হাদীসের পারিভাষিক পরিচয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাতে শাব্দিক কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অর্থ ও ভাব প্রায় এক ও অভিন্ন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হল:

◈ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী [১২](রহ.) এর মতেঃ রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে যা কিছু এসেছে, তাকেই হাদীস বলে।[১৩]

---

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (لقد ظننت، يا أبا هريرة، أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصاً من قبل نفسه) দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(সাহরানপুরঃ মাতবাউ' আসাহহিল মাতালিব, তা. বি.), খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল হিরসি আ'লাল হাদীস, হাদীস নং ৯৯, পৃ. ২০

৬ الحديث و الحدوث كون الشئ بعد ان لم تكن عرضا كان أو جوهرا وكل كلام يبلغ الانسان من جهة السمع أو الوحى فى يقظته أو منامه يقال حديث- দ্র. আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আর-রাগীব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*(করাচিঃ নূরমুহাম্মদ কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১১০

৭ *আল-কুরআন*, ৯৩ : ১১

৮ *রা-ইদুত তুল্লাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮; আব্দুল হাফিয বালয়াভী, অনু ও সম্পাঃ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, *মিসবাহুল লুগাত*(ঢাকাঃ থানভী লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৩), পৃ. ১২৮; আল-কুরাআনুল করীমেও হাদীস শব্দটি নতুন খবার বা সংবাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ (ক) هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين - ইব্রাহিম (আ.) এর নিকট আগত সম্মানিত অতিথিদের খবর তোমার কাছে এসেছে কি? দ্র. ৫১: ২৪ (খ) هل أتاك حديث موسى - মুসা (আ.) এর খবার তোমার কাছে এসেছে কি? দ্র. ৭৯: ১৫ (গ) هل أتاك حديث الجنود সেই সৈনিকদের খবর তোমার কাছে এসেছে কি? দ্র. ৮৫: ১৭ (ঘ) هل أتاك حديث الغاشية - সব কিছু আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ তোমার নিকট এসেছে কি? দ্র. ৮৮: ১

৯ আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ৩য় সংস্করণ ১৪১৬ / ১৯৯৫), খ. ২, পৃ. ৪৭৬

১০ الحديث : الخبر قليله و كثيره جمعه أحاديث على غير القياس দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আব্দুল কাদির আর-রাজী, *মুখতারুস সিহাহি*(বৈরূত- লেবাননঃ দারুল জিল, ১৪০৭ / ১৯৮৭), পৃ. ১২৫

১১ ডক্টর সুবহী সালিহ, *উলূমুল হাদীস*(দামিষ্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৩), পৃ. ৩; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ৫ম সংস্করণ, ১৪১২), পৃ. ৬

১২ শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মাহমূদ ইব্ন আহমদ আল-আসকালানী আশ-শাফিঈ আল মিসরী (জ.৭৭৩ হি. ১৩৭১ খ্রি.- মৃ. ৮৫২ হি. ১৪৪৮ হি.)। তবে ইব্ন হাজার নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তিনি ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ২৮২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ফাতহুল বারী-বি শরহি সহীহিল-বুখারী, নুখবাতুল ফিকার, আল-ইসাবাহ্ ফী তাম্য়ীযিস সাহাবা, তাহযীবুত তাহযীব, তাকরীবুত তাহযীব, লিছানুল মিযান প্রভৃতি। দ্র. *তাহযীবুত তাহযীব*(বৈরূতঃ দারুল ফিকার, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪), খ. ১, পৃ.১-১৩

 Dhaka University Institutional Repository

- ইমাম সাখাবী[১৪] (রহ.) এর মতে: রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি, এবং তাঁর গুণ, এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভূক্ত।[১৫]
- মুহাদ্দিস আব্দুল হক আদ-দিহলবী[১৬] (রহ.) লিখেছেন: অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে হাদীস বলা হয় রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মুখঃনিসৃত বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে। অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবি'ঈর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১৭]
- The Encyclopedia of Islam- গ্রন্থে বলা হয়েছে: হাদীস বলতে বুঝায় এমন কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয়কে যা রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন বা করেছেন। কিংবা তাঁর সামনে কোন কথা বলা হয়েছে বা কোন কাজ করা হয়েছে এবং তাতে তাঁর মৌন সম্মতি ছিল।[১৮]
- The New Encyclopedia of Britannica- গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাদীস হলো: রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর এমন কতগুলো বৈশিষ্টপূর্ণ কথামালা যা ইসলামের অধিকাংশ আইনের উৎস ও নৈতিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অনুরণিত।[১৯]
- আল্লামা তীবী[২০] (রহ.) সহ কিছু সংখ্যক হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে: রাসূলুল্লাহ্ (স.), সাহাবী ও তাবী'ঈদের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির বর্ণনাকে হাদীস বলে।[২১] অনুরূপ কথা ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিঅনেও বলা হয়েছে। যেমন: The Hadith record what the Prophet said and did and sometimes what a companion or a follower said.[২২]

---

১৩ الحديث ما جاء عن النبى صلى الله عليه وعلى اله و صحبه سلم দ্র. ইব্নু হাজার আল-আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকার* (ইন্ডিয়া: নাহার বুকডিপু সাহারানপুর, দেওবন্দ, তা. বি.), পৃ. ১৪

১৪ তাঁর পুরো নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দির রহমান আস-সাখাবী (রহ. মৃ. ৯০২ / ১৪৯৭)

১৫ والحديث اصطلاحا: ما أضيف الى النبى صلى الله عليه و سلم قولا له أ و فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات و السكنات فى يقظته أو منامه يقاله حديث দ্র. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দির রহমান আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩), খ. ১, পৃ. ১০

১৬ শায়খ আব্দুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন মুহাদ্দিস দিহলবী (জ. ৯৫৪/১৫৫১- মৃ. ১০৫২/১৬৪২) দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ সূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষ আগা মুহাম্মাদ তুর্ক বুখারা হতে ভারতে আগমন করেন। তিনি ফারসী-আরবী, মা'কূলাত ও মানকূলাত প্রভৃতি যাবতীয় 'ইলম তাঁর পিতা ও দেশের কতিপয় বিশিষ্ট আলিমের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। অতঃপর মক্কা শরীফ গিয়ে (৯৯৬-১০০০হি.) চার বৎসর শায়খ আলী মুত্তাকীর বিশিষ্ট শাগরিদ ও খলীফা শায়খ আব্দুল ওহ্হাব মুত্তাকি বোরহানপুরী মক্কীর (মৃ. ১০১০ হি.) নিকট হাদীস ও তাসাউফের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেন। হাদীস, তাফসীর ও তারীখ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর শতের মত কিতাব রয়েছে। তিনি ১০৫২/ ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

১৭ الحديث فى اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله و تقريره و معنى التقرير أنه فعل احد أو قال شيئا فى حضرته صلى الله عليه وسلم و لم ينهه عن ذلك بل سكت و قرر كذلك يطلق على قول الصحابى و فعله و تقريره و على قول التابعى و فعله وتقريره- দ্র. মুহাদ্দিস আব্দুল হক আদ-দিহলবী, *আল-মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতিল মাসাবীহ*(দিল্লি: কুতুবখানা রশিদিয়াহ, তা. বি.), পৃ.৩

18 Hadith with the definite article is used for traditions, being an account of what the prophet said or did or of his tacit approval of something said or done in his presence. c.f.: The Encyclopedia of Islam (leiden: E. J. Brill, 1971), Vol-iii, p. 23

19 Hadith is the spoken traditions attributed to the prophet Muhammad (sm.) which are revered in Islam as a major source of religious law and moral guidance. c.f.: The New Encyclopedia Britannica, Ibid, Vol-5, p. 607

২০ মুহাম্মাদ হুসাইন ইব্ন আব্দুল্লাহ তীবী (রহ. মৃ.৭৪৩/১৩৪২)। তিনি আল-কাশেফ (الكاشف) নামে মিশকাতের একটি শরাহ লিখেন। এটাই মেশকাতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ।

২১ وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَدِيثُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفِعْلَهُمْ وَتَقْرِيرَهُمْ দ্র. আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, তাহকীক: আব্দুল ওয়াহ্হাব আব্দুল লতিফ, *তাদরীবুর রাবী*(মদীনা: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, ১৩৭৯/১৯৫৯), খ. ১, পৃ. ২৯; ডক্টর মুহাম্মদ আদীব সালিহ, *লামহাত ফী উসূলিল হাদীস*(বৈরূত: আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ২৭; *আন-নাহজুল হাদীস ফী মুখতাসার উলুমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; জ'াফর আহমদ উসমানী, *কাওয়াঈদ ফী উলুমিল হাদীস*(পাকিস্তান: ইরাদাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ১৯

22 *The Encyclopedia of Religion*, Ibid, Vol - 6, p. 140

◈ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে: ইসলামী পরিভাষায় হাদীস শব্দটি প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বাক্য, কর্ম, সমর্থন, ইত্যাদির বর্ণনার বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। পরবর্তীকালে সাহাবীগণের উক্তি, কার্য ও সমর্থনকেও হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণের বচন ও কর্মের লিখিত বিবরণ হাদীস নামে কথিত হয়। এ অর্থে হাদীসের সুবৃহৎ লিখিত সংকলনগুলো সমষ্টিগতভাবে হাদীসরূপে গণ্য এবং হাদীস সম্পর্কিত বিষয়াদির পর্যালোচনা, অনুসন্ধান, গবেষণা, ইত্যাদিকে 'ইলমুল হাদীস' বলা হয়।[২৩]

◈ কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আচরণ ও কর্মকাণ্ডই হাদীস বা সুন্নাহ্।[২৪]

এ সংজ্ঞানুসারে প্রাক-নবুওয়াত যুগে মুহাম্মাদ (স.) এর সকল কথা, কাজ, আমল ও আচরণ মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনুকরণীয় সুন্নাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়।

◈ ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (রহ.) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নবুওয়াত পূর্ব আচরণ উম্মতের জন্য অনুসরণীয় সুন্নাহ্ বা হাদীস নয়। তবে তা পরবর্তী জীবনে মুহাম্মদ (স.) এর নবী বা রাসূল হওয়ার অকাট্য সাক্ষ্য বহন করে।[২৫]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় হাদীস বলতে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নবুওয়াতী জীবনের সকল বাণী, কর্ম, অবস্থা ও অনুমোদনকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। এর অপর নাম মারফূ হাদীস। সাহাবীগণ (রা.) এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে মাওকূফ এবং তাবি'ঈদের কথা, কর্মকে মাকতূ' হাদীস বলা হয়।

(২) সুন্নাহ্ (سنة)

সুন্নাহ্ (سنة) শব্দটি একবচন, বহুবচনে সুনান (سنن)। এর আভিধানিক অর্থ: পথ, রীতি, কর্মপন্থা বা চরিত, তা ভালো হোক কিংবা মন্দ।[২৬]

◈ কেউ কেউ বলেন: সুন্নাহ্ অর্থ: পদ্ধতি, প্রথা, ব্যবহার, অভ্যাস, নীতি, সংবিধান প্রভৃতি।[২৭]

---

[২৩] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৬

[২৪] ডক্টর আজীজ আল-খতীব, *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয*(বৈরূত: মু'আসসাতুর রিসালা, ১৯৮৫), পৃ. ১৯-১৬; ড. আস-সুবাঈ মুস্তফা হুসনী, *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী আল-ইসলামী*(কায়রো: মাতবা'আ আল-মাদানী, ১ম সংস্করণ, ১৯৬১), পৃ. ৫৯; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আল-আ'যমী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীস আন-নববী*(বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫), খ. ১, পৃ. ১

[২৫] ইমাম ইব্ন তাইমিয়া, সংকলক আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম, *মাযমূউল ফাতওয়া*(মক্কা: মাকতাবা নাহযাতুল হাদীসা, ১৪০৪ হি.), খ. ১৮, পৃ. ১০-১১

[২৬] ইব্রাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*(দেওবন্দ: কুতুব খানায় হুসাইনিয়্যা, ২য় সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ৪৫৬; ইব্নু মনযুর, *লিছানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ১৩, পৃ. ২২৪-২২৫; *মুখতারুস সিহাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; ড. মুসতাফা আস-সুবা'ঈ, *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরি'ইল ইসলামী*(বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ৪৭; *লামহাত ফি-উসূলিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; *দিরাসাতুন ফিল হাদীস আন-নববী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১

[২৭] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬১; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকা: ই.ফা.বা. ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ. ১৬; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*(করাচি: ইরাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামীয়্যা, তা. বি.), পৃ. ২৪০; আবুজীব সা'দী, *আলকামূছুল ফিকহী*(করাচি: ইরাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামীয়া, তা. বি.), পৃ ১৮৩; Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (Lahor: the Ahmediyyah Anjuman Isha'at Islam, 1930), পৃ. ৫৮; সুন্নাহ্ এর অর্থ প্রসঙ্গে আরোও বলা হয়: Rubric, norm, rule, law, custom, practice, usage, convention, tradition, mores, line of conduct, mode of life, nature. দ্র. ড. রূহী বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, আরবী-ইংরেজী(বৈরূত: দারুল ইলম লিলমালঈন, সংস্করণ ১৫শ, সেপ্টেম্বর, ২০০১), পৃ. ৬৪৭

- কারো কারো মতে: তরীকা, পন্থা, শরী‘আত, স্বভাব, চিরন্তন নিয়ম, চেহারা, চেহারার গঠন কাঠামো ইত্যাদি।[২৮] সুন্নাহ্ এমন পথ বা পন্থা, যা পূর্বসুরীগণ কর্তৃক অনুসৃত এবং উত্তরসুরীগণ দ্বারা অনুসরণীয়।[২৯]

- শায়খ আলবানী [৩০](রহ. জ. ১৯১৪-মৃ. ১৯৯৯ ইং) বলেন: সুন্নাহ্ হলো সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণ রীতি বা পদ্ধতির নাম।[৩১] সুতরাং এখানে সুন্নাহ্ বলতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রবর্তিত ও প্রদর্শিত জীবন পরিচালনা পদ্ধতিকে (লাইফ স্টাইলকে) বুঝানো হয়েছে।

আল-কুরআনে সুন্নাহ্ শব্দের প্রয়োগ

আল-কুরআনে ‘সুন্নাহ্’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- প্রকৃতি, রীতি বা নিয়ম অর্থে। কুরআনে সুন্নাহ্ শব্দটি ১৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে।[৩২] ‘সুন্নাতুল্লাহ’ বা ‘আল্লাহর সুন্নাহ্’ বলতে- আল্লাহর বিধান বা তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মকে বুঝান হয়েছে। এছাড়া ‘সুন্নাতুল আওয়ালিন’ বা পূর্ববর্তী জামানার মানুষের সুন্নাহ্ বলতে নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করায় তাদের অভ্যাস, কর্ম ও স্বভাব এবং আল্লাহর অমোঘ শাস্তির বিধান যা তাদেরকে ধ্বংস করেছে, তাকে বুঝানে হয়েছে।[৩৩] ইরশাদ হচ্ছে: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده " যখন তারা আমার শাস্তি দেখল, এরপর আর তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না। এটাই হলো আল্লাহর সুন্নাহ্ (রীতি), যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে" (শাস্তি আসার পরে ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না)।[৩৪] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: فهل ينظرون إلا سنة الآولين فلم تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا- ‘তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের সুন্নাতের অপেক্ষা করছে? আপনি কখনই আল্লাহর সুন্নাতের কোন পরিবর্তন পাবেন না, আপনি কখনই আল্লাহর সুন্নাতের স্থানান্তর পাবেন না।’ [৩৫]

---

২৮ *আল-মুন্‌যিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আগলাম*(বৈরূত: দারুল মাশরিক আল-মাকতাবাতুশ-শারকিয়্যা, ৩৬ তম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫৩; মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার*(ঢাকা: মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৯৯), পৃ. ৭৮৮

২৯ *দিরাসাতুন ফিল হাদীস আন-নববী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১; শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধ মালা*(ঢাকা: ই.ফা.বা. ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮), পৃ. ৫০৬

৩০ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এর পূর্ণ নাম আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইব্ন আদম নাজাতী আল-আলবানী। তিনি ইউরোপ মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার এশকদারা নগরীতে ১৩৩৩/১৯১৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি পিতার সাথে দামিস্কে চলে আসেন। এখানেই তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর হাদীস ও ফিকহ এর বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ইসলামী পত্র-পত্রিকা পড়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন কুসংস্কার, দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ১৯৫৫ খ্রি. তিনি দামিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়-এর শরি‘আহ ফ্যাকাল্টির গৃহীত ইসলামী ফিকহ বিষয়ক বিশ্বকোষ এর ব্যবসা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের তাখরীজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হাদীস কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। ৬০ এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুল হাদীস মনোনীত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা তিন শতাধিক। তন্মধ্যে সিলসিলা সহীহাহ ও দয়ীফা, মুখতাসারুল বুখারী ও মুসলিম, সহীহ সুনানিল আরবা‘আ, দ‘য়ীফু সুনানিল আরবাআ, তাহকীকু মিশকাতিল মাসাবিহ, সিফাতু সালাতিন নবী প্রভৃতি গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্যে। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দির অন্যতম হাদীস বিশারদ। ১৯৯৯ সালে ২ অক্টোবর শনিবার আম্মানে নিজ গৃহে এন্তেকাল করেন। দ্র. ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবিদের অবদান*(ঢাকা: ই.ফা.বা. ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৫), টীকা নং ৮৪, পৃ. ৩৮

৩১ নাসিরউদ্দীন আলবানী, *আল-হাদীসু হুজ্জিয়ূ*(কুয়েত: সালাফিইয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ.১৫

৩২ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *আল-মু‘জামুল মুফাহরিস*(বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৮৭), পৃ. ৩৬৭

৩৩ ড. আ. ন. ম. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *এহইয়াউস সুনান*(ঢাকা: ইশা‘আতে ইসলাম কুতুব খানা, ২য় সংস্করণ, জানুয়রী, ২০০৩), পৃ. ২৫- ২৬

৩৪ *আল-কুরআন*, ৪০ : ৮৫; আল্লাহর সুন্নাহ্ বিষয়ক অন্য আয়াতগুলো হলো- ১৭ : ৭৭; ৩৩ : ৩৮ ও ৬২; ৪৮ : ২৩

৩৫ *আল-কুরআন*, ৩৫ : ৪৩, পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের সুন্নাহ্ সর্ম্পকিত আয়াতসমূহ- ৩ : ১৩৭; ৪ : ২৬; ৮ : ৩৮; ১৫ : ১৩; ১৮ : ৫৫

 Dhaka University Institutional Repository

আল-হাদীসে সুন্নাহ্ শব্দের ব্যবহার

হাদীস শরীফে সুন্নাহ্ শব্দটি রীতি, পদ্ধতি বা নিয়ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, কোন কাজ নিয়মিত রীতিতে পরিণত হলেই তাকে সুন্নাহ্ বলা হয়। ভালো বা মন্দ কোন কর্ম সমাজে প্রচলিত নিয়মে পরিণত হলে তাকে সুন্নাহ্ বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد فى الحرم و مبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية و مطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه অর্থাৎ-তিন প্রকারের মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত, তারা হলো: হেরেম শরীফে সীমালংঘনকারী, ইসলামের মধ্যে জাহিলিয়াতের রীতি প্রবর্তনকারী এবং অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত প্রবাহের দাবীদার।[৩৬]

জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এরশাদ করেছেন: من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجرمن عمل بها ولا ينقص من أجورهم شئ و من سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولاينقص من أجورهم شئ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভালো সুন্নাহ্ (রীতি) চালু করে অতঃপর অন্য মানুষেরা সে (রীতি) অনুযায়ী কর্ম করে তাহলে পূর্ববর্তী ঐ প্রবর্তক ব্যক্তি পরবর্তী কর্মকারীর কর্মের সমান সওয়াব ও পুরুস্কার পাবে, তবে এতে পরবর্তী কর্মকারীদের সওয়াব কমবে না। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন খারাপ সুন্নাহ্ (রীতি) চালু করে এবং অন্য মানুষেরা সে (রীতি) অনুসারে কাজ করে তাহলে পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের গোনাহর সমপরিমাণ গোনাহ লাভ করবে প্রথম প্রবর্তক ব্যক্তি, কিন্তু এতে পরবর্তী কর্মকারীদের গোনাহ কমবে না।[৩৭]

এ ছাড়াও আরব জাতির নিকট 'সুন্নাহ্' অর্থ এমন রীতি বা পদ্ধতি যা ইতিপূর্বে কেউ প্রবর্তন করে নি। যেমন- আরবদের উক্তি سننت لكم سنة فاتبعوها وأذا عملت عملا لم تستبق اليه আমি তোমাদের জন্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি, তোমরা তা অনুসরণ কর। এ শব্দটি ঐ সময় বলা হয়, যখন তুমি এমন কাজ কর যা তোমার পূর্বে কেউই করে নি। আর তুমি আশাবাদী যে অন্যেরা তোমার এ প্রবর্তিত কাজ অনুসরণ করুক।[৩৮]

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, সুন্নাহ্ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, স্বভাব-প্রকৃতি, রূপরেখা, প্রথা, ব্যবহার, অভ্যাস, আচরণ ইত্যাদি। তবে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে সুন্নাহ্ বলতে- রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর প্রদর্শিত রীতি-নীতি ও কর্ম পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে।

সুন্নাহ্ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় সুন্নাহ্ এর সংজ্ঞা নিরূপণে হাদীস বিশারদ, উসূলবিদ ও ফিকহবিদগণের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।[৩৯] যেমন:

- ◈ মুহাদ্দিসগণের নিকট সুন্নাহ্: তাঁরা সুন্নাহ্ বলতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি, দৈহিক গঠন ও চারিত্রিক গুণাবলী অথবা তাঁর জীবন চরিতকে বুঝান।[৪০] মুহাদ্দিসগণের নিকট সুন্নাহ্ হলো হাদীসের অপর নাম।[৪১]

---

৩৬ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মান তালাবা দামাম রিইম বিগাইরি হাক্কিন, হাদীস নং ৬৩৭৪, পৃ. ১০১৬

৩৭ *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়্যিআতান ওয়া মান দা'আ ইলা হুদা আও দলালাহ, হাদীস নং ১০১৭

৩৮ *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩৯ *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪০ قال العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في اصطلاح أهل الحديث ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية দ্র. আব্দুল কাদির ইব্ন হাবীবুল্লাহ আস-সিনদী, *হুজ্জিয়্যাতুস*

- ◈ উসূলবিদদের পরিভাষায় সুন্নাহ্: উসূলবিদদের নিকট মৌলিক বিধানগত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথা, কাজ এবং মৌন সমর্থনকে সুন্নাহ্ বলে। এমনিভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা, কাজ এবং সম্মতি ও উসূলবিদের নিকট সুন্নাহ্ হিসেবে পরিগণিত।[৪২] কেননা, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন: তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাহ্ এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা।[৪৩]

- ◈ ফিকহবিদদের পরিভাষায় সুন্নাহ্: ফিকহ শাস্ত্রে সুন্নাহ্ বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরয বা ওয়াজিব নয় বটে, কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।[৪৪] ফকীহগণের নিকট সুন্নাহ্ এর বিপরীত বিদ'আত। যেমন বলা হয়: তালাকে সুন্নী ও তালাকে বিদ'য়ী।[৪৫]

- ◈ ও'য়েযীন-এর পরিভাষায়: তাঁরা সুন্নাহ্ বলতে বিদ'আতের বিপরীত জিনিসকে বুঝান। সুতরাং বলা হয় যে অমুক ব্যক্তি সুন্নাহ্ এর উপর রয়েছে, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আমল অনুসারে আলম করেন। চাই সে বিষয়ে কুরআনুল কারীমে নস থাকুক বা না থাকুক। আর অমুক ব্যক্তি বিদ'আতের উপর রয়েছে, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আমলের খিলাফ আমল করে।[৪৬]

সুন্নাহ্ এর সংজ্ঞা নিরূপণে এরূপ মতপার্থক্যের কারণ হলো, প্রতিটি দলই তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সুন্নাহ্ এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কাজেই সুন্নাহ্ বিশারদগণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, জীবন চরিত সম্পর্কে যা কিছু পেয়েছেন, সবই আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা শরী'আতের হুকুম প্রতিষ্ঠিত হলো কি হলো না, এদিকে তাঁরা দৃষ্টি দেন নি। উসূলবিদগণ রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে দেখেছেন একজন শরী'আত প্রবর্তক হিসেবে। সুতরাং তাঁরা তাঁর কথা, কাজ ও তাকরীরসমূহ (মৌন সম্মতি), যার দ্বারা আহকামুশ শরী'আহ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ফিকহবিদগণও রাসূলুল্লাহ্ (স.) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদের লক্ষ্য ছিল শরী'আতের হুকুম নির্ধারণে যেন তাঁর কাজগুলো বাদ না পড়ে। তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার বান্দার কার্যাবলী

সুন্নাহ্ আন-নবাবীয়্যা ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়িল ইসলামী(মদীনা: আল-জামি'য়াতুল ইসলামিয়্যা বিল মদীনাতিল মুনাওয়ারা, ২য় সংস্করণ ১৩৯৫/১৯৭৫), পৃ. ৮০; আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ, *আস-সুন্নাতুন নবাবিয়্যাহ*(বৈরূত: আদ-দারুল কাওমিয়্যাহ, ১৯৬৫), পৃ.২৩

৪১ والسنة بهذا المعنى مرادفه للحديث النبوي عندهم দ্র. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ যহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*(কায়রো: দারুল ফিকর আল আরাবী, জমাদিউস সানী, ১৩৭৮ হি.), পৃ. ১০

৪২ যেমন: সুন্নাতের সংজ্ঞায় আল্লামা মুল্লাজীবন বলেন: السنة تطلق على قول الرسول ص و فعله و سكوته و على أقوال الصحابة و أفعالهم و الحديث يطلق على قول الرسول ص خاصة দ্র. শাইখ আহমদ মুল্লাজীবন, *নূরুল আনওয়ার*(কানপুর: মজীদীয়া পিন্টিং, তা. বি.), পৃ. ১৭৫; *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪৩ عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى দ্র. আবূ দাউদ, আস-সিজিস্তানী সুলাইমান ইব্নু আশ'আস, *সুনানু আবি দাউদ*(দেওবন্দ: আসাহহুল মাতাবি, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৬৩৫

৪৪ وعلماء الفقه، يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب দ্র. *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ বাজমা'আন, *আসুন্নাহ্ আন নবাবীয়্যাহ আল-মাসদারুস সানী লিত তাশরীয়িল ইসলামী ওয়া মাকানাতুহা মিন হায়সিল ইহতিজাজ ওয়াল আমাল*(মদীনা মুনাওয়ারা: মাজামাউল মালিক ফাহাদ লিতাবা'আতিল মাসহাফিশ শরীফ, তা. বি.), পৃ. ১০

৪৫ هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا দ্র. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; *আল-হাদীস আন-নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৪; *সুন্নাত ও বিদ'আত*, প্রাগুক্ত, পৃ. 8; Edited By Dr. A. H. M. Yahyar Rahaman & Others, *The Islamic University Studies*(Published By The Registrar, Islamic University Kustia, Bangladesh, 1994, Part-A, Vol. 2, No. 1, June-1993), pp. 108-109

৪৬ علماء الوعظ والإرشاد يريدون بالسنة ما قابل البدعة، فيقال عندهم فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك ما نص عليه في الكتاب العزيز، أم لا ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك وجوب দ্র. *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

সম্পর্কে শর'ঈ বিধান কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তা কি ফরজ, ওয়াজিব, হারাম না মুবাহ ইত্যাদি। মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এখানে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আর তা হলো হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ্।

পরিশেষে বলা যায় যে, হিজরির প্রথম শতকে সুন্নাহ্ বলতে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সকল প্রকার নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন; একথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শকে বুঝানো হত। এছাড়াও তাঁর সাহাবীদের কথা, কর্ম ও আদর্শকে সুন্নাহ্ বলা হত। পরবর্তীতে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ও অন্যক্ষেত্রে ও সুন্নাহ্ এই অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতক ও তার পরে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের কর্মগুলিকে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্রেণীবিন্নাস করেন। এবং কিছু ফিকহী পরিভাষা তৈরি করেন যেমন ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ্, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ, ইত্যাদি। তাঁরা সুন্নাহ্ বলতে শরী'আতে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন কর্মকে বুঝাতেন। অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিব-এর পরবর্তী, আবশ্যকীয় নয় এরূপ কর্ম, যা করা প্রয়োজন বা উত্তম। সাধারণত আমরা সুন্নাহ্ শব্দ শুনলে এ অর্থই বুঝে থাকি। এই দুই অর্থের মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নাই।

(৩) খবার (اَلْخَبَرُ)

খবার শব্দের বহুবচন আখবার (أخبار)[৪৭] এর আভিধানিক অর্থ হলো: সংবাদ, তথ্য, বার্তা (نبأ :News, message), যা বর্ণনা করা হয় বা যার দ্বারা অবহিত করা হয় এবং পরিবেশিত এ সংবাদটি সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে।[৪৮]
ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহাবীগণ এবং তাবে'ঈদের প্রতি সম্বন্ধিত কথা, কাজ, অনুমোদন, মানবীয় বা চারিত্রিক গুনাবলীকে খবার বলে।[৪৯]
আবার কেউ কেউ বলেন: সাহাবী, তাবেঈ বা তৎপরবর্তীদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে খবার বলা হয়।[৫০]

হাদীস ও খবারের মধ্যে পার্থক্য

হাদীস ও খবার এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণ সাধারণত তিনটি কথা বলেন:

- খবার হাদীসের সমার্থক অর্থাৎ পরিভাষায় উভয়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হয় (هو مرادف للحديث: أى معناهما واحد اصطلاحا)
- উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সম্পর্ক (هو مغايرله)। অর্থাৎ যা রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে এসেছে তাই হাদীস, আর যা অন্যের থেকে এসেছে তা খবার। (فالحديث ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره)
- খবার ব্যাপক অর্থবোধক (أعم منه) অর্থাৎ যা রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে এসেছে তাই হাদীস, আর যা তাঁর থেকে ও অন্যের (সাহাবী ও তাবি'ঈনের) থেকে এসেছে উভয়ই খবার (أى أن الحديث ما جاء عن النبى ص الخبر ما جاء عنه أو عن غيره)।[৫১]

---

৪৭ اَلْخَبَرُ) وَاحِدُ الْأَخْبَارِ) দ্র. যয়নুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আব্দুল কাদীর, *মুখতারুস সিহাহ্*(বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, আদ্ দারুন নামুযাজিয়্যা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৯/১৪২০), খ. ১, পৃ. ৮৭, সাধারণত বাংলা ভাষায় খিলিত অনেক বইতে খবর লেখা হয়। কিন্তু আমরা এ ক্ষেত্রে অভিধানের সঠিক উচ্চারণ খবার লিখেছি।

৪৮ الخبر: لغة: النبأ، وجمعه أخبار দ্র. ড. মাহমুদ আত-তাহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*(করাচি: কাদীমী কুতুব খানা, তা. বি.), পৃ. ১৪; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী -বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৫), পৃ. ৩৬২

৪৯ *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রগুক্ত, পৃ. ১০; *কাওয়াঈদ ফী উলূমিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; আইনুল বারী আলিয়াভী, *হাদীসের ইতিবৃত্ত*(কলকাতা: কাওমী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১৪

৫০ الخبر ما جاء عن غيره اى النبى صلىالله عليه و سلم দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

 Dhaka University Institutional Repository

(৪) আ-সা-র (اثار)

আ-সা-র শব্দের একবচন আসার (اثر)। অর্থ: চিহ্ন, নিদর্শন, পদচিহ্ন, অবশেষ, ছাপ, প্রাচীন নিদর্শন, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া, ফল, বর্ণনা, সুন্নাহ্, হাদীস, মেয়াদ, সময় ও কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ।[৫২] যেমন আল্লাহর বাণী: -و نكتب ما قدموا و أثارهم "এবং আমরা তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখি।"[৫৩] আবার কেউ কেউ বলেন: আসার অর্থ: ঐতিহ্য বা যা বিগতদের নিকট হতে বর্ণিত المنقول -(عن السا بقين)।[৫৪]
আসার এর পারিভাষিক অর্থ: এটি খবার এর সমার্থক শব্দ। মুহাদ্দিসগণ মারফূ' এবং মাওকূফ রেওয়ায়তকে আসার বলেন।[৫৫] আর খুরাসানের ফকীহগণ মাওকুফকে আ-সা-র এবং মারফূকে খবার নামে অভিহিত করেছেন।[৫৬] সার কথা হলো রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাহাবা ও তাবি'ঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ যদিও মোটামুটি ভাবে হাদীস নামে অভিহিত; কিন্তু তবুও শরী'আতের মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫৭]

আ-সা-র ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

হাদীস ও আ-সা-র এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে মুহাদ্দীসগণ দু'টি মত দিয়েছেন।
(ক) আসার হাদীসের সমার্থক অর্থাৎ পারিভাষিক দৃষ্টিতে উভয়ই এক।[৫৮]
(খ) উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সম্পর্ক অর্থাৎ যে সব কথা ও কর্ম সাহাবীগণ (রা.) এবং তাবি'ঈনের থেকে বর্ণিত হয়েছে তাকে আসার বলে। আর যা রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে বর্ণিত তাকে হাদীস বলে।[৫৯]

---

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

৫২ আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার*(ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৯), পৃ. ২১; الأثر لغة : بقية الشئ দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; Athar: Trace, Vestige. দ্র. Encyclopedia of Islam, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৫৩ *আল-কুরআন*, ৩৬ : ১২

৫৪ আলবানী, *আল-হাদীসু হুজ্জিয়াতুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; Athar: Trace, Vestige. c.f.; Encyclopedia of Islam, Ibid, p. 23

৫৫ এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিস এর অভিমত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আত-তাহাবী (রহ. জ. ২৩৯/ ৮৫৩ - মৃ. ৩২১/ ৯৩৩) তার গ্রন্থের নামকরণ করেছেন, শারহু মা'আনিল আ-সা-র, অথচ এতে অনেক মারফূ' হাদীস ও সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম আত-তাবারী(রহ. জ. ২২৪/৮৩৮ - মৃ. ৩১০/ ৯২৩), তার গ্রন্থের নাম রেখেছেন তাহযীবুল আ-সা-র, এতে শুধু মারফূ' হাদীস উল্লেখ করাই ছিল তার মুল উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও বহু মাওকূফ হাদীস এতে বর্ণিত হয়েছে।

৫৬ আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮), পৃ. ৪৩

৫৭ যেমন: রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কথা, কাজ, সমর্থন ও আচরণকে বলা হয় হাদীস বা সুন্নাহ্। এর অপর নাম মারফূ। সাহাবীর কথা, কাজও সমর্থনকে বলা হয় আ-সা-র। এর অপর নাম মাওকূফ। অনুরূপভাবে তাবি'ঈর কথা ও কাজের নাম দেয়া হয়েছে ফাতওয়া। এর অপর নাম মাকতু।

৫৮ هو مرادف للحديث : أى معناهما واحد اصطلاحا দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৫৯ هومغاير له: وهو ما أضيف الى الصحابة و التابعين من أقوال أو أفعاله দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

 Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা

(১) রাবী (راوى)

রাবী শব্দটি একবচন, বহুবচনে রুয়াত (رواة)। এই শব্দটি রাওয়া (روى) শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ পানি আনয়ন করা, বহন করা, সরবরাহ করা। অলংকারিক ভাবে প্রসারিত অর্থে: বহন করা, প্রচার করা বা আবৃত্তি করা বুঝায়। এর একটি প্রগাঢ় রূপ হলো 'রাবিয়া' এর অর্থ করা হয়েছে 'বহুল প্রচারক' (كثير الرواية)।[৬০]

আভিধানিক অর্থ: (من يروى- قاصّ- حاك) বর্ণনাকারী, গল্পকার, বিবরণদাতা, ইংরেজীতে : narrator, relater, storyteller, ইত্যাদি।[৬১] এর থেকে راوى الحديث বা হাদীস বর্ণনাকারী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।[৬২]

ইলম হাদীসের পরিভাষায় রাবীর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে: الراوى هو الذى ينقل الحديث باسناده سواء كان رجلا ام امرأة- । : রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি পুরুষ হন কিংবা নারী।[৬৩]

◈ কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে: রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি হাদীস রেওয়ায়ত করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি তার বর্ণিত বিষয়ে পারদর্শী হন অথবা না হন। সুতরাং কেউ যদি হাদীস রেওয়ায়ত করার পদ্ধতি [৬৪] অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা না করেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও সাহাবা কিংবা তাবি'ঈ ছাড়া অন্য কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তবে তাকে 'ইলম হাদীসের পরিভাষায় রাবী বলা যাবে না।[৬৫]

---

৬০ আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৪১৭/১৯৯৬), খ. ২২, পৃ. ২৭৯

৬১ ডক্টর রূহী বা'য়লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ, আরবী-ইংরেজী*(বৈরূত: দারুল ইলমে লিল মালায়ীন, ১৬ তম সংস্করণ), পৃ. ৫৭২

৬২ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৪১৩/১৯৯৩), খ. ২, পৃ. ১৩৮৩

৬৩ *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৬৪ হাদীস রেওয়ায়ত করার পদ্ধতি দ্বারা ৮টি পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে। সেগুলো হলো: (ক) القراة على الشيخ : উস্তাদ থেকে ছাত্র শুনবে। (খ) السماع من لفظ الشي: ছাত্র উস্তাদকে শুনাবেন। (গ) الاجازة : শায়েখ তার রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের (বর্ণনার) অনুমতিদান করবেন। (ঘ) المناولة: ওস্তাদ তাঁর রেওয়ায়তকৃত হাদীসের গ্রন্থ কাউকে এই বলে প্রদান করবেন যে, এগুলো আমার রেওয়ায়ত কৃত হাদীস, তোমাকে রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেয়া হলো। (ঙ) الوجادة : কোন হাদীস অন্বেষণ কারীর নিকট যদি এমন কোন হাদীসের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হয় যার সংকলক বা রচয়িতা পরিচিত মুহাদ্দিস হন তখন হাদীসের উক্ত পাণ্ডুলিপিকে বলা হয় বিজাদাহ। (চ) الاعلام : শায়েখ কাউকে একথা বলে দেবেন যে এটা আমার রেওয়ায়ত। যদিও এতে সুস্পষ্টভাবে হাদীস রেওয়ায়ত করার অনুমতি উল্লেখ করা হয় না। তবুও অধিকাংশের মতে এরূপ পদ্ধতিতেও হাদীস রেওয়ায়ত করা বৈধ। (ছ) الوصية কোন মুহাদ্দিস এর মৃত্যুকালে বা সফরে যাওয়ার সময় এরূপ ওয়াসিয়্যাত করে যাওয়া যে, অমুককে আমার রেওয়ায়তকৃত হাদীসসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো। কোন কোন মুহাদ্দিস এর মতে এরূপ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা জয়েয। (জ) الكتابة: কোন উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে শায়খ তার রেওয়ায়তকৃত হাদীস লিখে কিংবা লিখিয়ে প্রদান করবেন। শায়খ যদি হাদীস বর্ণনা করার লিখিত অনুমতি দান করেন তাকে ইজাযাহ বিল কিতাবাহ বা লিখিত অনুমতি বলে। দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৬৪

৬৫ *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

 Dhaka University Institutional Repository

(২) রেওয়ায়ত (رواي)

রেওয়ায়ত শব্দটি روى এর مصدر আভিধানিক অর্থ: বর্ণনা, কাহিনী, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি।[৬৬] সাধারণ অর্থে হাদীস বা আ-সা-র বর্ণনা করাকে রিওয়াত বলে। আবার কোন কোন সময় হাদীস বা আ-সা-রকেও রিওয়াত বলে (যেমন বলা হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে একটি রিওয়াত আছে)।[৬৭] পরিভাষায় হাদীস রেওয়ায়তের শব্দসমূহ[৬৮] দ্বারা হাদীস ও সনদ বর্ণনা করাকে রিওয়াত বলে।[৬৯]

(৩) সনদ (سند)

সনদ একবচন, বহুবচনে আসনাদ (أسناد) এর আভিধানিক অর্থ ঠেকনা, ঠেস, অবলম্বন, ভরসার স্থল, নির্ভরতার ক্ষেত্র, নজির, আকর প্রভুতিরূপে ব্যবহৃত গ্রন্থ বা দলীল, নির্ভর যোগ্য পণ্ডিত বা বিশারদ ব্যক্তি ইত্যাদি।[৭০] যেহেতু সনদ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতার প্রমাণ বহন করে তাই একে সনদ বলা হয়। আর নির্ভরযোগ্য এ অর্থে যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া এ সনদের ওপর নির্ভরশীল। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় সনদ বলা হয়: السند هو الطريق الموصلة الى المتن অর্থাৎ মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছাবার পরস্পরা বর্ণনা সূত্রকে।[৭১] কারো কারো মতে: মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছানোর বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।[৭২] অর্থাৎ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে বর্ণনা

---

৬৬ narration, relation, telling, narrating দ্র *আল-মাওরিদ*(আরবী-ইংরেজী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮; *আল-মানার*(আরবী-বাংলা অভিধান), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯০;

৬৭ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*(ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৩

৬৮ হাদীস রেওয়ায়তের শব্দসমূহ ৮টি স্তরে বিভক্ত। যেমন: (ক) سمعت (আমি শুনেছি) ও حدثنى (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)। আর এই শব্দদ্বয় তখন বলবে যখন স্বয়ং শায়েখ থেকে রেওয়ায়তটি শুনবে। এই শব্দ দু'টির মধ্যে حدثنى অপেক্ষা سمعت শব্দটি অধিক স্পষ্ট। حدثنى বললে বর্ণনাকারী একজনকে বুঝাবে। আর حدثنا (বহুবচন দিয়ে) বললে বুঝাবে বর্ণনাকারীর সাথে অন্যান্যরাও শায়খ থেকে হাদীস শুনেছেন। আবার কখনও রূপক হিসেবে বর্ণনাকারীর সম্মান প্রকাশার্থেও حدثنا শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কখনও অনুমতির স্থলে حدثنا বলা হয়। তবে এতে তাদলীস বা অস্পষ্টতা থাকে। (খ) قرأت আমি তার সামনে পাঠ করেছি) ও أخبرنى (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন) । যখন শায়খ তাঁর রেওয়ায়তকৃত কোন হাদীস শাগরিদকে শুনান, এই ক্ষেত্রেও أخبرنا (বহুবচন) বলার অর্থ এই দাড়ায় যে, আমাদের একটি জামা'আতকে উস্তাদ হাদীস শুনিয়েছেন। ফলে অনান্যদের সাথে আমিও তার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছি। (গ) قرأ عليه و أنا أسمع অর্থাৎ তাঁর সামনে পাঠ করা হয়েছে, তখন আমি শুনছিলাম। (ঘ) أنبأنى অর্থাৎ আমাকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন। (ঙ) ناولنى অর্থাৎ শায়খ নিজের মূল পাণ্ডুলিপি আমাকে প্রদান করেছেন। (চ) شافهنى بالاجازة অর্থাৎ শায়খ সরাসরি ও সামনা সামনি আমাকে অনুমতি প্রাদন করেছেন। (ছ) كتب إلى بالاجازة শায়খ আমাকে লিখিত অনুমতি প্রদান করেছেন। (জ) عن فلان অর্থাৎ অমুক হতে ইত্যাদি। তবে এই শব্দ দ্বারা শোনা বা না শোনা এবং অনুমতি দেয়া বা না দেয়া সব কিছুরই সম্ভাবনা থাকে। যেমন: قال বলেছেন ذكر উল্লেখ করেছেন এবং روى রেওয়ায়ত করেছেন ইত্যাদি। কোন কোন রাবী তার সমসাময়িক পর্যায়ের শায়েখ হতে عن শব্দ যোগে হাদীস রেওয়ায়ত করলে তা সিমা سماع শ্রবন পর্যায়ে গণ্য হবে। তবে শর্ত হলো রাবী মুদাল্লিস হতে পারবে না। আর সমসাময়িক না হলে তার রেওয়ায়ত মুরসাল কিংবা মুনকাতি হবে। আবার কারো কারো মতে عن শব্দযোগে সমসাময়ীক রাবীর রেওয়ায়ত সিমা (سماع) অর্থাৎ শ্রবণের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে উভয়ের মধ্যে কম পক্ষে গোটা জীবনে এক বার সাক্ষাত প্রমানিত হতে হবে। এটা আলী ইব্‌নুল মাদীনী (রহ.) ও ইমাম বুখারীর (রহ.) অভিমত। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন: যদি রাবী তাঁর শায়খের সমসাময়কি হন এবং তাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন সেই রাবীর শব্দ যোগে রেওয়ায়ত সিমা (سماع) অর্থাৎ শ্রবণের পর্যায়ে গণ্য হবে। মুফতি সাইয়িদ আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার*(ঢাকা: নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, আফলাতুন কায়ছার অনুদিত, ১৪১৮/ ১৯৯৭), পৃ. ৬১-৬৩

৬৯ *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৭০ *আল-মানার অভিধান*(আরবী-বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৭

৭১ *মীযানুল আখবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৭২ سلسلة الرجال الموصلة للمتن দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।[৭৩] আমরা এক কথায় বলতে পারি যে, হাদীস বর্ণনাকারী শিক্ষকদের নামের তালিকাই হল সনদ।[৭৪]

(৪) ইসনাদ (اسناد)

ইসনাদ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আসানীদ (اسانيد) অর্থাৎ সংযোগ, সম্পর্ক ইত্যাদি।[৭৫] পরিভাষায় হাদীসের সনদ বর্ণনা করাকে ইসনাদ বলা হয়। অন্য কথায় হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে তার মূল বক্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার নাম ইসনাদ। ইসনাদ কখনো সনদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ যাকারিয়া বলেন: মুহাদ্দিসগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ ও ইসনাদ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।[৭৬]

(৫) মুস্‌নিদ (مسند)

নূন অক্ষরে যের যোগে “মুসনিদ” ইসমে ফাইল। এর শাব্দিক অর্থ হলো সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী।[৭৭] ইল্‌ম হাদীসের পরিভাষায় মুসনিদ এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে: المسند هو من يروى الحديث باسناده سواء كان عنده علم به أم ليس له الا مجرد روايته- অর্থাৎ যিনি সনদসহ হাদীস রেওয়ায়ত করেন, তাকে মুসনিদ বলা হয়। তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিজ্ঞ হতেও পারেন অথবা উক্ত রেওয়ায়ত করা ছাড়া বিজ্ঞ নাও হতে পারেন।[৭৮]

(৬) মুসনাদ (مسند)

নূন অক্ষরে যবর যোগে “মুসনাদ” ইসমে মাফউল। বহুবচনে মাসানিদ (مسانيد) অর্থ: সনদযুক্ত (হাদীস)।[৭৯] এ পরিভাষাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত: মুত্তাসিল মারফূ রিওয়ায়তকে মুসনাদ বলে। দ্বিতীয়ত: ঐ গ্রন্থকে মুসনাদ বলা হয় যাতে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত: রাবীগণের বর্ণনা পরম্পরাকে মুসনাদ বলা হয়। তখন এটি সনদের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৮০]

---

73 †hgb: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه علىالمنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه). দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওহী, বাবুন কাইফা কানা বাদউল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ০১

৭৪ মূলত বর্তমান যুগে আমরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রেফারেন্স প্রদান করি। যেমন: এ হাদীসটি বুখারী বা মুসলিম শরীফের অমুক বাবে, অমুক নং পৃষ্ঠায়, উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। শিক্ষকের সেই নামের তালিকাই হল সনদ বা সূত্র। যেহেতু ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবীগণ ব্যক্তির নাম বলার (সনদ) রীতি প্রচলন করেন এজন্য পরবর্তী যুগগুলিতে সর্বদা সনদসহ হাদীস বর্ণনা ও সংকলিত করা হতো। দ্র. ড. আ. না. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর*(ঢাকা: বাইতুল হিকমা পাবলিকেশসন, প্রথম প্রকাশ ২০০৩), পৃ. ১১

৭৫ اسناد:عزو- نسبة: attribution, ascription, imputition, tracing back দ্র. *আল-মানার*(আরবী-বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; *আল-মাওরিদ*(আরবী-ইংরেজী), প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮

৭৬ ড. উমার ইব্‌ন হাসান ফালাতা, *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীস*(দিমাশক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১/১৯৮১), খ. ১, পৃ. ৮

৭৭ *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭

৭৮ *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৭৯ *আধুনিক আরবী- বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭

৮০ *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

(৭) রিজাল (رجال)

রিজাল শব্দটি রাজুল (رجل) এর বহুবচন, অর্থ ব্যক্তিবর্গ। হাদীসের রাবীর সমষ্টিকে রিজালুল হাদীস (رجال الحديث) বলে। আর যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী আলোচনা করা হয়, তাকে আসমাউর রিজাল বা রিজাল শাস্ত্র বলে।[৮১] ইলম হাদীসের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রিজাল শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন ও তারিখ তথা রাবীগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

(৮) মতন (متن)

মতন একবচন, বহুবচনে মুতূন (متون) বা মিতান (متان)। যেমন: সাহম (سهم) বহুবচনে সিহাম (سهام)। আভিধানিক অর্থ: কোন বস্তুর উপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লেখা, শক্ত, মযবুত ইত্যাদি।[৮২] এর থেকে হাবলুম মাতীনুন (حبل متين) মানে শক্ত রশি। ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু ভূমিকেও মতন বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি বস্তুর শক্ত ও মযবূত অংশকে মতন বলা হয়। যেমন মানুষ তার পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে শক্তিশালী হয়। এ কারণে পৃষ্ঠকেও মতন বলা হয়।[৮৩] পরিভাষায় হাদীসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন: সনদসূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার পরবর্তী অংশকে মতন বলা হয়।[৮৪] যেহেতু রাবী সনদ বর্ণনা করার মাধ্যমে হাদীসটিকে তার মূল বক্তা [রাসূলুল্লাহ্ (স.)] পর্যন্ত পৌঁছিয়ে শক্তিশালী, মযবুত ও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন, তাই একে মতন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(৯) মুহাদ্দিস (محدث)

মুহাদ্দিস শব্দটি ইসমে ফায়িল, বাবে তাফয়ীলের মাসদার, তাহদীস (تحديث) থেকে গঠিত।[৮৫] অর্থ: খবার দেয়া, আলোচনা করা, হাদীস বর্ণনা করা ইত্যাদি। সুতরাং মুহাদ্দিস অর্থ হাদীস বর্ণনাকারী, আলোচক, বক্তা ইত্যাদি।[৮৬] মুহাদ্দিসের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।
প্রথমত, যিনি সনদসহ হাদীস রেওয়ায়ত করেন এবং মতন (মূল হাদীস) সম্পর্কেও যার সম্যক ধারণা রয়েছে তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। এটা আল্লামা আল-জাযাইরী (রহ.) এর অভিমত।[৮৭]
দ্বিতীয়ত, যিনি পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন উস্তাদ, যিনি সদাসর্বদা হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, নিজের শায়েখের নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়ত করার অনুমতি লাভ করেছেন, হাদীসের নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং রেওয়ায়ত ও দিরায়াত সম্পর্কে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাকে মুহাদ্দিস বলা হয়।[৮৮]

---

৮১ মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*(ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ১ম সংস্করণ ২০০৪), পৃ. ৪

82 A DictionIhy of Modern Written Arabic, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯০-৮৯১; আরবী-বাংলা অভিধান, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০৭

৮৩ ما صلب وارتفع من الارض দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীস, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৮৪ ما ينتهي اليه السند من الكلام দ্র. আবদুল হক আদ-দিহলাবী, আল-মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতিল মাসাবীহ(দিল্লী: কুতুবখানা রাশীদিয়াহ, তা. বি.), পৃ.৩ ; *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৮৫ *আল-মানার অভিধান*(আরবী-বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮০

৮৬ *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

৮৭ *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৮৮ *মীযানুল আখবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮. ৬৬

তৃতীয়ত, যিনি হাদীসের সনদ, মতন, সূক্ষ্ম দোষ-ক্রুটি, আসমাউর রিজাল, সনদে আলী, সনদে নাযিল [৮৯]প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন, হাদীসের অধিকাংশ মতন[৯০] মুখস্ত করেছেন এবং সিহাহ সিত্তাহ সহ মুসনাদু আহমদ, সুনানুল বায়হাকি, মু'জামুত- তাবারানী এবং এর সাথে হাদীসের এক হাজার জুয[৯১] যার আয়ত্তে রয়েছে, তিনি মুহাদ্দিস।[৯২] এ থেকে আমরা বলতে পারি যে, যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়।

(১০) হাফিয (الحافظ)

হাফিয এর আভিধানিক অর্থ: হিফাযতকারী, রক্ষাকারী, কণ্ঠস্থকারী ইত্যাদি। হাফিয এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণের মতে: হাফিয ও মুহাদ্দিস এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুতাআখ্খিরীন (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণের মতে: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাদের (মুতাআখ্খিরীনের) মতে: হাফিয মুহাদ্দিস থেকেও উঁচু স্তরের এবং 'ইলমে হাদীস সম্পর্কে অধিক পারদর্শী। তাঁরা বিভিন্নভাবে হাফিয এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মত হলো: যিনি রাবীগণের সকল স্তর (ত্বকা) সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তিনি হাফিয।[৯৩] আবার কোন কোন মুহাদ্দিস এর মতে: ঐ হাদীস বিশারদকে হাফিয বলা হয় যিনি সনদ ও মতন সহকারে এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন, যিনি হাদীস চর্চায় মগ্ন থাকেন, রিওয়ায়াতে ও দিরায়াতে হাদীস সম্পর্কেও যার সুস্পষ্ট ধারণা আছে এবং যিনি তার নিজের উস্তাদ এবং উস্তাদের উস্তাদ সম্পর্কেও জ্ঞাত আছেন।[৯৪] কারো মতে: হাফিয[৯৫] ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয়, যিনি কোন হাদীস শোনামাত্রই বলে দিতে পারেন যে, তা সিহাহ সিত্তার হাদীস না অন্য কোন গ্রন্থের হাদীস। উপরন্তু যার এক হাজারেরও অধিক হাদীস অর্থসহ মুখস্থ আছে। কোন কোন ইমামের মতে: এক লক্ষ হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই পরিভাষা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[৯৬] আবার কেউ কেউ হাফিযের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: হাফিয এমন হাদীস বিশারদকে বলে যিনি উসূল (মৌলিক) এবং ফুরূ' (শাখা-প্রশাখা) সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস কণ্ঠস্থ করেছেন। হাফিয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক, যেমন এক লক্ষ হাদীসের হাফিয হওয়ার শর্ত নাই।[৯৭] এযাবত দুনিয়ায় কত জন হাদীসের হাফিয জন্মগ্রহণ করেছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। হাফিয আজ-জাহবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) তাঁর "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" নামক কিতাবে **১১** শতেরও অধিক হাদীসের হাফিযের জীবনী লিখেছেন।

---

[৮৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) পর্যন্ত সনদের ক্রমধারা যদি সংক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ রাবীর সংখ্যা কম হয় তাকে 'সনদে আলী' বলে। যেমন: ইমাম বুখারী (রহ.) এর সুলাসিয়াত (ثلاثيات) তিন রাবী বিশিষ্ট হাদীস। আর এর বিপরীত সনদ যাতে রাবীগণের ক্রমধারা দীর্ঘ হবে, তাকে 'সনদে নাযিল' বলে। দ্র. *মীযানুল আখবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৯০] কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে মুহাদ্দিসের জন্য কমপক্ষে (সনদ-মতন ও জারহ-তা'দীলসহ) বিশ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ থাকতে হবে। দ্র. *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৯১] যে হাদীস গ্রন্থে কেবল একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়, তাকে জুয বলে।

[৯২] ড. সুবহী সালিহ: *উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহু*(বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৭শ সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৭১

[৯৩] هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها الا اليسير على رأى بعض اهل العلم দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৯৪] মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ শামসুদ্দী আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*(লাহোর: ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১), খ. ১, পৃ. ২৫; *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

[৯৫] এ যাবত পৃথিবীতে কতজন হাফিজে হাদীস জন্মগ্রহন করেছেন তাদের সংখ্যা জানা নাই। তবে হাফিয ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪০ হি.) তার রচিত তাযকিরাতুল হুফফায নামক গ্রন্থে এগারশতেরও অধিক হাফিযের জীবনী লিপিব্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুতাআখখির মুহাদ্দিসগণের মধ্যে হাফিয ইব্ন হাজার আল আসকালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) ও আল্লামা আল-আইনী (রহ.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[৯৬] *মীযানুল আখবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৯৭] الحافظ: من حفظ غالب أصول الحديث و فروعه بلا تخصيص الحفظ بعدد معين كمأة الف حديث. দ্র. তাকীউদ্দীন নদবী: *ইলমু রিজালিল হাদীস*(লক্ষ্ণৌ: মাতবাআতু নাদওয়াতিল উলামা, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫), পৃ. ২১১-২১২

(১১) হুজ্জাত (حجة)

হুজ্জাত শব্দটি একবচন, বহুবচনে হুজাজুন (حجج) বা হিজাজুন (حجج)। এর শাব্দিক অর্থ যুক্তি, প্রমাণ, দলিল, ডকুমেন্ট ইত্যাদি।[৯৮]

পরিভাষায় হুজ্জাত ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয় যিনি সনদ ও মতনের যাবতীয় বৃত্তান্তসহ তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন। যেমন- ইমাম আহমদ (রহ.)[৯৯], বুখারী (রহ.)[১০০], মুসলিম (রহ.)[১০১] এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.)[১০২] প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। হাফিয এর উপরের স্তর হলো হুজ্জাত। হুজ্জাতগণ এত প্রখর স্মৃতিশক্তি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী যে, তারা একটি হাদীস দেখেই তার প্রকৃত অবস্থার কথা (যেমন হাদীসটি কি সহীহ, গায়র সহীহ না মওযূ? ইত্যাদি) বলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। যেহেতু তার রেওয়ায়ত সমসাময়িকগণের ওপর দলীল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তাই তাকে হুজ্জাত বলা হয়।[১০৩] হাদীসের হুজ্জাতগণের সংখ্যাও অনেক।

(১২) হাকিম (حاكم)

হাকিম শব্দের আভিধানিক অর্থ শাসক, শাসনকর্তা, প্রশাসক, গভর্ণর, বিচারক ইত্যাদি।[১০৪] আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) এবং আরো কতিপয় মুহাককিক আলিমের সংজ্ঞানুযায়ী হাকিম حاكم ঐ মুহাদ্দিসকে বলা হয়, যিনি সনদ ও মতন এবং জরাহ ও তা'দীল তথা রাবীগণের সার্বিক অবস্থাসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন।[১০৫] কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে: যিনি সনদ ও মতন এবং জরাহ ও তা'দীল সহ আট লক্ষ হাদীস মুখস্ত করেছেন, তাকে হাকীম বলা হয়।[১০৬]

হাফিয, হুজ্জাত ও হাকিমের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, (সাহাবী ও তাবি'ঈনের যুগের পর) যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাফিয এবং যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত ও যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা যায়। সংখ্যার দিক দিয়ে হাফিযের সংখ্যা অগণিত, হুজ্জাতের সংখ্যাও অনেক এবং হাকিমের সংখ্যাও কম নয়। হাদীস শাস্ত্রকে হিফাযাতের জন্য এসকল মহান মনীষীদের সৃষ্টিকে মুসলিম

---

৯৮ *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; *মীযানুল আখবার*, প্রাগুক্ত, পৃ.

৯৯ তাঁর পুরো নাম আবূ আব্দিল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বাল আশ-শাইবানী আল-মারীযী। তিনি প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বগদাদে ১৬৪ হি. / ৭৮১ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ (রহ.) 'ইলম হাদীসে এক অনন্য সাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের প্রায় সবকটি কেন্দ্রে সফর করেন এবং সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের অভিযানে প্রথম হতেই একটি নীতি পালন করে চলতেন। তা হচ্ছে- হাদীস শ্রবণের সাথে সাথে তিনি তা লিখে নিতেন। তিনি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন না; বরং যাই শুনতেন তাই লিখে নেয়া ছিল তাঁর স্থায়ীভাবে অনুসৃত নীতি। তাঁর থেকে সে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীস শ্রবণ করেছেন। যেমন: ইমাম বুখারী (বহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), আশ-শাফিঈ (রহ.) ও আব্দুর রায্যাকসহ প্রমুখ। তিনি ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ. এন্তেকাল করেন। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭

১০০ সহীহুল বুখারীর সংকলক মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (জ. ১৯৪/ ৮১০ - মৃ. ২৫৬/ ৮৭০)।

১০১ আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন কূশাদ আল-কুশাইরী নিশাপুরী (জ. ২০২/ ৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১-মৃ. ২৬১/৮৭৫)।

১০২ সুলায়মান ইব্‌নুল আশ-আস ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আমর (জ. ২০২/৮১৭-মৃ. ২৭৫/৮৮৯)।

১০৩ *আল-মানার*(আরবী-বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬; *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৫০

104 A DictionIhy of Modern Written Arabic, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭; *আধুনিক আরবী- বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

১০৫ যেমন: ইয়াহইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (রহ. জ. ১৫৮/ ৭৭৫ -মৃ. ২৩৩/ ৮৪৮) ও সা'ঈদ ইব্‌নুল কাত্তান (রহ.) প্রমুখ। দ্র. মুফতী আমীমুল ইহসান, *তারিখে ইলমে হাদীস*(ঢাকা: মুফতী মানযিল, ১৪০০ হি.), পৃ. ১৫৫

১০৬ *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

জাতির জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার অপার দান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওহীর (কুরআন ও হাদীস) সংরক্ষনের দায়িত্ব তিনি নিজ হাতে নিয়েছেন তার উজ্জ্বল প্রমাণ এসকল হাদীস বিশারদগণ।

(১৩) আমীরুল মু'মিনীন

এটি ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা বা শাসনকর্তার উপাধি বিশেষ। হাদীস শাস্ত্রেও এটি মুহাদ্দিসগণের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর হিসেবে পরিগণিত। 'ইলম হাদীসের পরিভাষায় যিনি রেওয়ায়ত ও দিরায়াত,[১০৭] জরাহ ও তা'দীল[১০৮] এবং রিজাল শাস্ত্র তথা এ বিষয়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় ও সঠিক মর্মসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস বলা হয়।[১০৯] যেমন- ইমাম বুখারী (রহ.)।

(১৪) আদালত (عدالة)

আদালত শব্দের অভিধানিক অর্থ ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ, ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি।[১১০] পরিভাষায় যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া [১১১]ও মুরুওয়াত[১১২] অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালত বলে। অর্থাৎ আদালত সেই সুদৃঢ় শক্তি, যার দ্বারা দীনের ওপর অটল ও অবিচল থেকে আল্লাহভীরুতা ও মনুষ্যত্ব অবলম্বন করতে এবং অন্যায় আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।[১১৩]

(১৫) আদল বা আদিল (عدل)

আদল বা আদিল এর আভিধানিক অর্থ ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, ন্যায়, ন্যায্য, সঠিক ইত্যাদি।[১১৪] পরিভাষায় যে ব্যক্তি আদালত গুণসম্পন্ন, তাকে আদল বা আদিল বলে। অর্থাৎ যিনি হাদীস সম্পর্কে

---

[১০৭] মুহাদ্দিসগণ দ্বিবিধ পদ্ধতিতে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা পরীক্ষা করতেন। প্রথমে হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীর চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও আমল- আকীদা ইত্যাদি বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিকে রেওয়ায়ত বলে। এভাবে বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততা প্রমানিত হলে তাদের বর্ণিত মূল বক্তব্যটির গুণাগুণ যুক্তি-প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিকে বলা হয় দিরায়াত। এ উভয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করে হাদীসটি সামগ্রিক ভাবে নির্ভর যোগ্য বিবেচিত হলে তা সহীহ বলে গ্রহণ করা হয়। আর এটাই হাদীস সমালোচনার সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা নিখুঁত ও নির্ভুল হাদীস লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

[১০৮] পরিভাষায় একে ইলমুল জারাহ্ ওয়াত তা'দীল বলা হয়। এটা এমন এক বিজ্ঞান, যাতে বিশেষ শব্দে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সমালোচনা করা হয় এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, টীকা নং ৩৬, পৃ. ৪৫

[১০৯] *আন-নাহজুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫; রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের হিফাযাতের জন্য এ মণীষীগণের সৃষ্টি মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের এক বিরাট কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

[১১০] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত'* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮; *আরবী-বাংলা আভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯; Justice, fairness, equitable, impertiality, unbiasedness দ্র. *আল-মাওরিদ* (আরবী-ইংরেজী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৩

[১১১] তাকওয়া' দ্বারা এখানে শিরক, বিদ'আত ও ফিসক প্রভৃতি কবীরা গুনাহ এবং পুনঃপুন সগীরা গুনাহ করা হতে বেঁচে থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

[১১২] 'মুরুওয়াত' বলতে অশোভন ও অভদ্রোচিত কার্যকলাপ হতে দূরে থাকাকে বুঝায় যদিও তা (বৈধ) মুবাহ হয়। যেমন: হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, হাঁটতে হাঁটতে কিছু খাওয়া, রাস্তার পাশে প্রসাব করা, উচ্চস্বরে চিৎকার করে কাউকে ডাকা-ডাকি করা ইত্যাদি। এরূপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। দ্র. *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯; *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[১১৩] *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০

[১১৪] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮; *আরবী-বাংলা আভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯; Just, fair, upright, honest, impartial. দ্র. *আল-মাওরিদ*(আরবী-ইংরেজী), প্রাগুক্ত, পৃ,৭৪২

 Dhaka University Institutional Repository

কিংবা সাধারণ কথাবার্তায় কখনও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন নি, যিনি মাজহূল বা অপরিচিত[১১৫] (দোষ-গুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায়নি এরূপ) রাবীও নন, যিনি ফাসিক[১১৬] কিংবা বিদআতী[১১৭] ও নন, তাকে আদল বা আদিল বলে।[১১৮]

(১৬) যাব্‌ত/দাব্‌ত (ضبط)

আভিধানিক অর্থ সংরক্ষণ করা, আটক করণ, বন্ধন, বিন্যাস, দখল, আটক, নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি।[১১৯] পরিভাষায় যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি ও বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখনই তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে আদায়ও করতে পারে তাকে দাবত বলে। এই দাবত দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমত, দাবতুস-সদর (মনে মনে স্মরণ রাখা) অর্থাৎ উস্তাদ হতে যা শুনেছে, তার অবিকল শব্দাবলী মনে মনে স্মৃতিতে স্মরণ রাখা। দ্বিতীয়ত, দাবতুল কিতাব (লিখিত ভাবে স্মরণ রাখা) অর্থাৎ যে গ্রন্থে বা পাণ্ডুলিপিতে উস্তাদের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেই গ্রন্থখানি রাবী বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত স্মরণ রাখা।[১২০] দাবত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাবিত বলে।[১২১] সুতরাং দাবত বলতে আমরা এমন ধীশক্তি বা স্মৃতিশক্তিকে বুঝি যার দ্বারা মানুষ জানা বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন চায় তখন তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে। তাহলে দাবিত হল যিনি খুব বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

(১৭) সিকাহ (ثقة)

সিকাহ একবচন। বহুবচনে সিকা-ত (ثقات)। আভিধানিক অর্থ নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত ইত্যাদি।[১২২] যে রাবীর মধ্যে 'আদালত' (শরী'আতে নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শালিনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া) ও তামুয-যাবত (পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তি)[১২৩] উভয় গুণ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকে,

---

১১৫ ইলমে হাদীসের পরিভাষায় অজ্ঞাতনামা অপরিচিত রাবী, রিজাল শাস্ত্রে যার জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নি, তাকে মাজ্হুল বলা হয়। মুহাদ্দিসগনের নিকট এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১১৬ ফাছিক فاسق শব্দটি ইসমু ফাইল ফিসক فسق শব্দ থেকে এসেছে অর্থ: আল্লাহর আনুগত্য না করা, পাপ করা, অন্যায় করা, অপকর্ম করা ইত্যাদি। পরিভাষায় যে ব্যক্তি (মুসলিম) কবীরা গুনা করে বা বার বার ছগীরা গুনাহ করে তাকে ফাসিক বলে। দ্র. সা'দী আবু জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*(করাচি: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ২৮৬; মুফতী আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ*(দেওবন্দ: আশরাফি বুকডিপু, তা. বি.), পৃ. ৪১২

১১৭ বিদ'আত মানে নতুন আবিষ্কার, নতুন প্রবর্তক, নতুনত্ব, ইসলামের নতুন বিষয় আবিষ্কার ইত্যাদি। দ্র. মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভী, অনূ. মাওলানা আহমদ করিম সিদ্দীক, *আল-কামূসুল জাদীদ*(ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ১৬৯; দীনের ভেতরে কুরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থি পরিপন্থি এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন ও সংযোজন করাকে বিদ'আত বলা হয়। বিদ'আত দু'প্রকার প্রথমত, যে বিদ'আতের কারণে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ বিদ'আতির রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, যে বিদআতের কারণে ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তি যদি বেদ'আতের প্রচারক ও নিজের বিদ'আতের প্রতি লোকদেরকে আহ্বানকারী না হয় তাহলে অধিকাংশের নিকট তার রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য। দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-২৩; *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১১৮ *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১১৯ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

১২০ *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১২১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব, অনু. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, *মেশকাতুল মাসাবীহ্*(ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৮ম সংস্করণ ১৯৯৩), খ. ১, পৃ. গ

১২২ Trustworthy, trusty, reliable, dependable. দ্র. *আল-কামূছুল জাদীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬; *আল-মাওরিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

১২৩ পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তি (تام الضبط) বলতে বুঝায় যাদের স্মরণ শক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। বিবরণসমূহ সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখার পূর্ণ ক্ষমতা যাদের আছে, প্রয়োজনবোধে বিবরণটি অবিকল হুবহু আবৃত্তি করতে পারেন। অথবা

তাঁকে (সিকাহ) নির্ভরযোগ্য রাবী বলে।[১২৪] সুতরাং আমরা বলতে পারি- যে ব্যক্তির মধ্যে আদালত ও দাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাঁকে সেকাহ রাবী বলে।

(১৮) শায়খ (شيخ)

শায়খ (شيخ) একবচন, বহুবচনে 'শুয়ূখ' (شيوخ)। এর আভিধানিক অর্থ: বয়োঃবৃদ্ধ, ভদ্রলোক, সম্মানিত ব্যক্তি, উস্তাদ, অধ্যাপক ইত্যাদি।[১২৫]

'ইলম হাদীসের পরিভাষায় শায়খ ঐ হাদীসবিশারদকে বলা হয় যিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন, অধিকাংশ সময় হাদীস শিক্ষাগ্রহণে, হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে এবং হাদীস শিক্ষাদানে নিমগ্ন থাকেন। নিজের উস্তাদগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষাদানে অনুমতি প্রাপ্ত, হাদীসের নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত এবং রেওয়ায়ত ও দিরায়াত সম্পর্কে যার অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে। এরূপ হাদীস বিশেষজ্ঞকে মুহাদ্দিস বা ইমামও বলা হয়ে থাকে।[১২৬]

মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী বলেন, হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁর শাগরেদদের তুলনায় শায়খ বলা হয়ে থাকে।[১২৭] তাহলে এককথায় বলা যায় যে, ইলম হাদীসের পরিভাষায় হাদীসের প্রবীণ শিক্ষককে শায়খ বলা হয়।

(১৯) শায়খান (شيخان)

ইমাম বুখারী [১২৮](রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)কে[১২৯] একসঙ্গে শায়খান বলা হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) উভয়ে কোন একটি হাদীস রেওয়ায়ত করলে সে ক্ষেত্রে রাওয়াহুশ শায়খান (رواه الشيخان) বলা হয়ে থাকে।[১৩০] আবার খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শায়খান বলতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমার ফারুক (রা.)কে শায়খান বলা হয়। এভাবে হানাফী ফিকাহতে শায়খান বলতে 'ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.)কে বুঝায়'।

(২০) সিহাহ সিত্তাহ (الصحاح الستة)

সিহাহ (صحاح) শব্দটি বহুবচন। একবচনে সহীহ (صحيح)। অর্থ: নির্ভুল, বিশুদ্ধ। আর সিত্তাহ (ستة) মানে ছয়। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে 'ইলম হাদীসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই শতকেই অনেক বড় বড়

বিবরণ শোনা হতে আবৃত্তি করা সময় পর্যন্ত নিজ পুস্তকে সর্তকতার সাথে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১২৪ সিকাহ রাবিকে কখনও সাবিত কিংবা সাবাতও বলা হয়। দ্র. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

125 Title of the ruler of any one of the sheikhdoms along the persain gulf, professors of spiritual institutions of higher learning. Tile of the Grand Mufti, The stiritual head of Islam. c.f.; A DictionIhy of Modern Written Aribic, Ibid, পৃ. ৪৯৬

১২৬ *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১২৭ *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১২৮ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌নুল মুগীরাহ ইব্‌ন বারদিযাবাহ(জ. ১৯৪ হি. / ৮১০ খৃ. - মৃ. ২৫৬ হি. / ৮৭০ খৃ.)। বারদিযবাহ শব্দের অর্থ কৃষক। তাঁর প্রপিতামহ বারদিযাবাহ ছিলেন অগ্নি উপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ বুখারার তৎকালীন গভর্নর আল-ইয়ামানুল জু'ফী এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখানী (রহ.) এর দাদা ইবরাহীম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে তাঁর পিতা ইসমাঈল ছিলেন একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস। দ্র. আহমদ আলী সাহারানপুরী, *মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী*(করাচি: আসাহহুল মাতাবি, ১৯৩৮), পৃ. ৩

১২৯ তাঁর পুরো নাম মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী (র)। ইমাম যাহাবী (র.) এর মতে, তিনি খুরাসানে ২০২/৮১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন, ইব্‌নুলূ আসীর (র) এবং ইব্‌ন খাল্লিকান (র.) এর মতে তিনি ২০৬/৮২১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্যের কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। দ্র. ডক্টর মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১ম সংস্করণ ১৯৯৮), পৃ. ৪৭ - ৪৮

১৩০ *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

মুহাদ্দিস, হাদীসের হাফিয ও হাদীস বিজ্ঞানের ইমামগণ আবির্ভূত হন। বিশ্ব-বিশ্রুত ছয়খানা সহীহ হাদীস গ্রন্থও এ শতকেই সংকলিত হয়। এগুলো হচ্ছেঃ ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত 'সহীহুল বুখারী'[১৩১] ইমাম মুসলিম[১৩২] (রহ.) সংকলিত 'সহীহু মুসলিম', ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)[১৩৩] সংকলিত 'সুনানু আবী দাউদ', ইমাম তিরমিজী (রহ.)[১৩৪] সংকলিত আল-জামি'উত তিরমিযী[১৩৫] ইমাম নাসাঈ[১৩৬] (রহ.) সংকলিত 'সুনানুন নাসাঈ'[১৩৭] ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.)[১৩৮] সংকলিত 'সুনানু ইব্‌ন মাজাহ'। এ ছয়খানা হাদীস গ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে সিহাহ সিত্তাহ (صحاح الستة) বা ছয়খানা নির্ভুল গ্রন্থ বলা হয়।[১৩৯] তবে সিহাহ সিত্তাহ এর ষষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[১৪০]

(২১) সহীহান (الصحيحان)

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহুল বুখারী ও সহীহু মুসলিমকে একসঙ্গে সহীহান বলা হয়।[১৪১] গোটা মুসলিম উম্মাহর নিকট পবিত্র কুরআনের পরেই এ গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত।[১৪২] তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহুল বুখারীই অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।[১৪৩]

---

১৩১ সহীহুল বুখারীর পুরো নামঃ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه و سلم و سننه و ايامه দ্র. *মুকাদ্দিমাতুল সহীহিল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৩২ ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১ এবং এন্তেকাল করেন ২৬১/৮৭৫

১৩৩ তাঁর পুরো নাম সুলায়মন ইব্‌নুল আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন শাদ্দাত ইব্‌ন আমর (জ. ২০২/ ৮১৭ - মৃ. ২৭৫/৮৮৯)। তিনি সিজিস্তান-এ জন্মগ্রহন করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান (রহ.) এর মতে এটি বসরার নিটকবর্তী একটি গ্রামের নাম। এর অপর নাম সানজার। এ জন্য ইমাম আবু দাউদকে সানজারীও বলা হয়। দ্র. *ইমাম তহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৩৪ তাঁর পুরো নাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরাহ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন যাহহাক আস-সুলামানী আত-তিরমিযী আল-বুগী (রহ.) (জ.২০৬/৮২১ - মৃ.২৭৯/৮৯২)। তিনি জিহুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত 'তিরমিয' নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহন করেন। দ্র. *ইমাম তহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১- ৫২

১৩৫ হাজী খলীফা এ গ্রন্থটিকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী বলে মনে করেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ গ্রন্থ সংকলন করে হিজায, ইরাক, এবং খুরাসানের আলিমগণের সামনে পেশ করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন। - من كان فى بيته فكأنما النبى صلى الله عليه وسلم فى بيته يتكلم এ গ্রন্থটিকে সুনান নামে ও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এতে ফিকহ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দ্র. *ইমাম তহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৩৬ তাঁর পুরো নাম আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন শু'আইব আলী ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন বাহার আবূ আব্দির রহমান আন-নাসাঈ (জ. ২১৫/ ৮৩০ - মৃ. ৩০৩/ ৯১৫)। তিনি খুরাসানের নাসা নামাক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দ্র. প্রাগুক্ত।

১৩৭ প্রথমে আস-সুনানুল কুবরা নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। মিসরের আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিত হন। এরপর নামলার শাসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ এ গ্রন্থের সবগুলো হাদীস কি বিশুদ্ধ? ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর জবাবে বলেন, এর সবগুলো হাদীস বিশুদ্ধ নয়। তখন আমির তাঁকে শধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের একটি সংকলন করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে তিনি আস-সুনানুল কুবরা থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলো ছাঁটাই করে 'আল-মুজতাবা বা সুনানুস-সুগরা' নামে এটি সংকলন করেন। এটিই সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৩৮ তাঁর পুরো নাম হাফিয আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী (রহ) (জ.২০৯/৮২৪- মৃ.২৭৩/৮৮৬)। তিনি আযার বায়যান প্রদেশের 'কাযবীন' নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন। এটা বর্তমানে ইরানে অবস্থিত। দ্র. *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; *ইমাম তহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

১৩৯ এ ছয়টি গ্রন্থকে বিশুদ্ধ বা নির্ভুল বলার কারন এই যে, এর অধিকাংশ হাদীসই সহীহ এবং আমলযোগ্য। তবে সহীহান (বুখারী-মুসলীম) ছাড়া অন্য চারখানা সুনান (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) গ্রন্থে সহীহ, গায়র সহীহ তথা য'ঈফ (দুর্বল) রিওয়ায়তেরও সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং এ চারখানা (সুনান) গ্রন্থের মর্যাদা সহীহানের অনুরূপ নয়। দ্র. *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

১৪০ কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তাকে আবার কিছু সংখ্যক আলিম সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। শায়েখ আবুল হাসান সিন্ধী (রহ.) ইমাম তাহাবী (রহ.) সংকলিত মা'আনীল আসার (তাহাবী শরীফ) গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এমনকি ইমাম হাজম ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহ.) তাহাবী শরিফকে নাসাঈ ও আবু দাউদ শরীফের স্তরে গণ্য করেছেন। দ্র. *বুখারী শরীফ*(অনুবাদ ও সংকলন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৪১ প্রাগুক্ত।

 Dhaka University Institutional Repository

(২২) সুনানু-আরবা‘আ (السنن الاربعة)

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহান (সহীহুল বুখারী ও মুসলিম) বাদে অপর চারখানা গ্রন্থ- সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানুন নাসাঈ ও সুনানু ইব্‌ন মাজাহকে একসঙ্গে সুনানু আরবাআ‘ বলা হয়।[১৪৪]

(২৩) মুত্তাফাকুন আলাইহ (متفق عليه)

যে হাদীস একই সাহাবী হতে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ের সহীহ্ কিতাবদ্বয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে ‘মুত্তাফাকুন আলাইহ্’ বলে।[১৪৫] হাফিয্ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ‘তাদরীবুর রাবী’ গ্রন্থে লিখেছেন: মুহাদ্দিসগণ যখন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে ‘মুত্তাফাকুন আলাইহ’[১৪৬] (متفق عليه) শব্দ প্রয়োগ করেন, তখন এর দ্বারা বুঝায় যে, হদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) উভয়ই একমত। এর দ্বারা সকলের ঐকমত্য বুঝায় না। কিন্তু প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা ইব্‌নুস সালাহ (রহ. মৃ. ৬৪৩ হি.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন: এর দ্বারা সকলের ঐক্যমতই বুঝায়। কেননা বুখারী ও মুসলিম (রহ.) এর হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত।[১৪৭]

(২৪) কুতুবুল খাম্‌সা (الكتب الخمسة)

সুনানু ইব্‌ন মাজাহ বাদে সিহাহ সিত্তাহর অপর পাঁচখানা গ্রন্থ সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী ও সুনানুন নাসাঈকে এক সঙ্গে ‘কুতুবুল-খামসা’ (الكتب الخمسة) বলা হয়। উপরোক্ত খ্যাতিমান পাঁচজন মুহাদ্দিস কোন একটি হাদীস রেওয়ায়তের ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছলে মুহাদ্দিসগণ সে ক্ষেত্রে ‘রাওয়াহুল খামসা’ (رواه الخمسة) শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন।[১৪৮]

(২৫) আল-জামি (الجامع)

যে সব গ্রন্থে (১) আকা‘ইদ (বিশ্বাস), (২) আহকাম (আদেশ-নিষেধ ও শরী‘আতের ব্যবহারিক নিয়ম), (৩) রিকাক (দয়া-সহানুভূতি) পানাহারের নিয়ম-পদ্ধতি (৪) পবিত্র কুরআনের তাফসীর, (৫) শামাইল, ইতিহাস, (৬) ফিতান (বিশৃংখল-বিপর্যয়), (৭) যুদ্ধ-সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় বাহিনী প্রেরণ, (৮) প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা প্রভৃতি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-

---

১৪২ اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخارى و مسلم দ্র. *মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৪৩ اتفق الجمهور على أن صحيح البخارى أصحهما صحيحا أكثرهما فوائد দ্র. *মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; এর কারন এই যে, হাদীস গ্রহনের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৪৪ হাদীস বিশারদের মতে, বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহায়নের পরে সুনান গ্রন্থের মধ্যে নাসা’ঈর স্থান প্রথমে। এর পরে যথাক্রমে সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত তিরমিযী এবং পরিশেষে সুনানু ইব্‌ন মাজাহ এর স্থান। দ্র. *তারীখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

১৪৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৪৮; *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৪৬ মুত্তাফাক আলাইহ হাদীসের সংখ্যা ২৩২৬টি। মুহাদ্দিসগণের নিকট বিশুদ্ধতার দিক থেকে মুত্তাফাক আলাইহ হাদীস এর স্থান সর্ব প্রথম। তারপর শুধু ইমাম বুখারী (রহ.) এর একক বর্ণনার স্থান। তারপর ইমাম মুসলিম (রহ.) এর একক বর্ণনার স্থান। তারপরে স্থান হলো বুখারী এবং মুসলিম (রহ.) উভয়ের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসসমূহের। এরপরে স্থান হলো শুধু ইমাম বুখারী (রহ.) এর শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসের। অতঃপর স্থান হলো শুধু ইমাম মুসলিম (রহ.) এর শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসের। এরপর ঐ সকল মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীস সমূহের স্থান যারা হাদীস বর্ণানার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার শর্তারোপ করেছেন। দ্র. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

১৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১; *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১৪৮ فاذا قرأنا فى ذيل لعض الاحاديث مثل هذه العبارة رواه الخمسة فمن ذلك ان البخارى و مسلما او ابا داود و النسائ و الترمذى قد ااتفقوا جميعا على رواية هذا الحديث এ হাদীসটি রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম দাউদ (রহ.) ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম নাসা’ঈ প্রমুখ সকলেই একমত। দ্র. *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

 Dhaka University Institutional Repository

জামি'[১৪৯] (বহুবচনে-জাওয়ামি' (الجوامع) বলে। [১৫০] এক কথায় এ জাতীয় কিতাবে ইসলামের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাদীস সন্নিবেশিত হয়। যেমন- ইমাম বুখারীর 'সহীহুল বুখারী'র অপর নাম জামি'উস সহীহ, ইমাম তিরমিযীর 'জামি'উত তিরমিযী' যা সুনান নামেও প্রসিদ্ধ।

(২৬) আস-সুনান (السنن)

যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবল শরী'আতের হুক্‌ম-আহ্‌কাম (বিধি-বিধান) এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সজ্জিত করা হয়, তাকে 'আস-সুনান' (السنن) বলা হয়। যেমন- সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ ও সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌। জামি'উত তিরমিযী ও সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।[১৫১] এ ধরনের কিতাবকে মুসান্নাফও বলা হয়। যেমন-মুসান্নাফু আবী শায়বা ও মুসান্নাফু আব্দুর রায্‌যাক প্রভৃতি।

(২৭) আল্‌-মুসনাদ (المسند)

যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আক্ষরিক ক্রমিকতার ভিত্তিতে পর পর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল-মুস্‌নাদ' বহুবচনে আল্‌-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন আবূ বকর (রা.) (মৃ.১৩/৬৩৪)-এর বর্ণিত সমস্ত হাদীস একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা। এরপর অপর এক সাহাবীর বর্ণিত সমস্ত হাদীস এক স্থানে একত্রিত করা।[১৫২] যথা মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদু তায়ালসী, মুসনাদু আব্দ্‌ ইব্‌ন হুমাইদ প্রভৃতি।

(২৮) আল-মু'জাম (المعجم)

যে হাদীস গ্রন্থে 'আল্‌-মুস্‌নাদ' গ্রন্থের পদ্ধতিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে এক-একজন উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়, তাকে আল্‌-মু'জাম বলে। যেমন- ইমাম তাবারানী (রহ. মৃ. ৩৬০

---

[১৪৯] জামি' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে গ্রন্থে বিভিন্ন মূল গ্রন্থ থেকে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলিত হয়েছে, তাকেও জামি' বলা হয়। দ্র. *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; সর্বপ্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী (রহ.) (জ. ৯৭/৭১৬-ম.১৬১/৭৭৮)। সহীহ হাদীস সম্বলিত নিখুঁত জামি' রচনা করেছেন ইমাম আল-বুখারী (রহ. মৃ. ২৫৬/৮৭০) আর সহীহ ও হাসান সম্বলিত জামি সংকলন করেছেন ইমাম আত-তিরমিযী (রহ. মৃ. ২৭৯/৮৯২)। সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে এ দু'খানি গ্রন্থই জামি এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিম যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই এটি জামি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্র. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩৪; *তারীখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[১৫০] *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫

[১৫১] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫; মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান (রহ. জ. ১৩২৯/১৯১১-মৃ. ১৩৯৪/১৯৭৪), লিখেছেন, সুনান শ্রেণীর সংকলন শুরু হয়েছে সম্ভবত সুনান সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (রহ. মৃ. ২৫৩ হি.) থেকে। অতঃপর আবু দাউদ (রহ. জ. ২০২/৮১৭ - মৃ. ২৭৫/৮৮৯) আত-তিরমিযী (রহ. জ.২৬০/৮২১-মৃ. ২৭৯/৮৯২) ইমাম নাসাঈ (রহ. জ.২১৫/৮৩০-মৃ. ৩০৩/৯১৫), ইব্‌ন মাজাহ (রহ. জ.-২০৯/৮২৪-মৃ. ২৭৩/৮৮৬), ইমাম দারিমী (রহ. মৃ. ২৫৫ হি.) এবং ইমাম দারা কুতনী (রহ. মৃ. ৩৮৫ হি.) প্রমুখ সুনান গ্রন্থ সংকলন করেছেন। দ্র. *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত; কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর (৮ম খ্রি.) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন নাদীম (রহ. মৃ. ৩২৬ হি.) তার আল-ফিহরিসত গ্রন্থে হি. দ্বিতীয় শতাব্দীতে (৭ম খ্রি.) রচিত প্রায় অর্ধশত হাদীস গ্রন্থের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ইমাম মাকহূল শামী (রহ. মৃ. ১১৬ হি.) সর্বপ্রথম সুনান গ্রন্থ সংকলন করেন। দ্র. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[১৫২] আল-মুসনাদ, গ্রন্থের সংকলন দু'ভাবে হতে পারে: আক্ষরিক ক্রমিকতা সহকারে যেমনঃ প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা.) এর বর্ণিত হাদীস, তারপর উসামা ইবন যায়দ (রা.) এর বর্ণিত হাদীস। অথবা বর্ণনাকারী সাহাবীর পদমর্যাদা বা বংশমর্যাদার ভিত্তিতে কিংবা বর্ণনাকারীর ইসলাম গ্রহণের অগ্রগণ্যের ভিত্তিতেও হাদীসসমূহ সজ্জিত করা হতে পারে। যেমনঃ প্রথমে ক্রমিকধারায় খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ, তার পরে অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা। দ্র. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪-৩৫; সর্ব প্রথম 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (রহ. মৃ.২০৪/৮১৯)। তবে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন ইমাম আহমাদ (রহ. মৃ. ২৪১/৮৫৫)। দ্র. *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

হি.) সংকলিত তিনখানা গ্রন্থ।[১৫৩] যথা-আল-মু'জামুল কাবীর, আল-মু'জামুস সগীর, আল-মু'জামু আওছাত। এ মু'জাম পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হল ইব্‌নু কানে' (রহ. মৃ. ৩৫১ হি.)।[১৫৪]

(২৯) আর-রিসালাহ্ (الرسالة)

যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে, তাকে আর্-রিসালাহ্ (الرسالة) বলে। যেমন- ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (রহ. মৃ. ৩১১ হি.) রচিত 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এতে শুধু তাওহীদ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। সা'ঈদ ইব্‌নে জুবাইর (রহ. মৃ. ৯৫ হি.) রচিত 'কিতাবুত্ তাফ্‌সীর' এতে কেবল তাফ্‌সীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে।[১৫৫]

(৩০) আল্-জুয (الجزء)

যে সব হাদীস গ্রন্থে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়, চাই তিনি সাহাবী হন অথবা পরবর্তী পর্যায়ের কোন উস্তাদ, তাকে আল-জুয্ বলে।[১৫৬] যেমন জুয্'উ হাদীসে মালিক (جزء حديث مالك)। কিন্তু কোন কোন হাদীস বিজ্ঞানীর মতে একে বলা হয় 'আল্-মুফ্‌রাদ'। তাঁদের মতে আল্-জুয্ বলা হয় ঐ গ্রন্থকে, যাতে একই বিষয় সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়। যেমন ইমাম আল্-বুখারী[১৫৭](রহ.) সংকলিত জুয্'উল কিরা'আত (جزء القرأة) ও জুয্'উ রাফ্'ইল ইয়াদাইন (جزء رفع اليدين) ইমাম মুসলিম[১৫৮] (রহ.) সংকলিত 'কিতাবুল মুনফারিদাত ওয়াল ওয়াহদান'(كتاب المنفردات والوحدان) ইত্যাদি।[১৫৯]

(৩১) আল্-গারীবাহ্ (الغريبة)

হাদীসের কোন উস্তাদ যদি তাঁর বহুসংখ্যক শাগরিদের মধ্য হতে শুধু একজনকে বিশেষ কিছু হাদীস লিখিয়ে দেন, তবে এরূপ সংকলনকে 'আল্-গারীবাহ (الغريبة) বলে।[১৬০]

---

১৫৩ المعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا مثل المعاجم الثلاثة - للطبرانى দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; এ পদ্ধতির আবিস্কারক হলেন ইব্‌ন কানী' (রহ) (মৃ. ৩৫১), দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; এ গ্রন্থগুলো হল: আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত এবং আল-মু'জামুস-সগীর। দ্র. *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫; *ইলমে হাদীসের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৫৪ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, *মুকাদ্দামাতু মেশকাত শরীফ*(ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা:) লিঃ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭), পৃ. *ঠ*

১৫৫ *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২; এ পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.)। তিনি রিসালাতুল ফারাইয এর মাধ্যমে সূচনা করেন। দ্র. *ইলমে হাদীসের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৫৬ الجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء। দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮ - ৬৯

১৫৭ (জ. ১৯৪/৮১০-মৃ. ২৫৬/৮৭০)।

১৫৮ (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৬১/৮৭৫)।

১৫৯ *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫- ৩৬, প্রখ্যাত তাবি'ঈ আবূ বুরদাহ (রহ.) সর্বপ্রথম ৭৫ হি. সনে 'আল-জুয' সংকলন করেন। তারপরে আব্বান (রা.) এবং সুলায়মান (রা.) প্রমুখ 'আল-জুয' লিখেন। দ্র. *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬-৪৭, ইমাম আল-মারুযী (রহ.) সংকলিত জুয এর নাম 'জুয'উ ফী কিয়ামিল্লাইল' (جزء فى قيام الليل)ইমাম সুয়ূতী (রহ.) (মৃ. ৯১১/১৫০৪) ও 'সালাতুদ-দুহা' (صلاة الضحى) নামক একটি জুয সংকলন করেন। দ্র. *উলূমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৮

১৬০ *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫- ৩৬

 Dhaka University Institutional Repository

(৩২) আল্-মুস্তাদ্রাক (المستدرك)

যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি অথচ তা সেই গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ, এরূপ হাদীস যে গ্রন্থে একত্রিত করা হয়, তাকে 'আল্-মুস্তাদ্রাক' বহুবচনে-(আল্-মুস্তা্দ্রাকাত (المستدراكات) বলে। যেমন ইমাম আল-হাকিম[১৬১] (রহ.) সংকলিত 'আল্-মুস্তাদ্রাক'[১৬২] গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৬৩]

(৩৩) আল্-মুস্তাখ্রাজ (المستخرج)

কোন হাদীস গ্রন্থকে সামনে রেখে ঐ গ্রন্থের সহায়ক হিসেবে পূর্বেকার হাদীসের সনদ ও মতন অবিকৃত রেখে অনুরূপ ধারায় (নিজের উস্তাদকে মূল সংকলক অথবা সংকলকের উস্তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে) যে গ্রন্থ রচনা করা হয়, তাকে আল্-মুস্তা্খ্রাজ বহু বচনে আল্-মুস্তাখ্রাজাত (المستخرجات) বলে।[১৬৪] যেমন- সহীহাইন এবং পৃথক পৃথকভাবে সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের উপর বহু 'মুস্তাখ্রাজ গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে।[১৬৫]

---

১৬১ তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ (মৃ. ৪০৫/১০১৪)। আল-হাকিম নিশাপুরী নামে তিনি পরিচিত। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম আল-হাকিম একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে আলমুসতাদরাক, মারিফাতু উলুমিল হাদীস ও তারীখে নিশাপুর এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্র. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৬; মুহাম্মদ আবু যহু, *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল আবারী, ১৯৮৪), পৃ. ৪০৮

১৬২ ইমাম হাকিম (রহ.) বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করে তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। তার বিশ্বাস এই গ্রন্থের সমস্ত হাদীসই শায়েখান অথবা উভয়ই এর যেকোন একজনের শর্তের মানদণ্ডে পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ এবং সহীহ কিন্তু তারা তাদের গ্রন্থে সংকলন করেন নি। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৬৩ المستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الاحاديث التى استدركها على كتاب اخر مما فاتته على شرطه দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১৬৪ المستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين باسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الاول و ربما اجتمع معه فى سيخه او من فوقه দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ, ৩৯; *তারিখে ইলমে হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; *উলুমুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

১৬৫ সহীহাইনের উপর যারা 'আল-মুসতাখরাজ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন: হাফিয মুহাম্মাতদ ইব্ন ইয়াকুব আশ-শায়বানী নিশাপুরী (রহ.) মৃ. ৩৪৪ হি.। তিনি ইব্নুল আখরাম নামে পরিচিত। তাঁর গ্রন্থটি যেমনি পূর্ণাঙ্গ, তেমনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য এ গ্রন্থটি জার্মানির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেন: হাফিয আবু যার আল-হারবী (রহ. মৃ. ৪৩৪ হি.), হাফিয আবু মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী (রহ. মৃ. ৪৪৯ হি.) এবং হাফিয আবু না'ঈম আহমাদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইসফাহানী (রহ.) মৃ. ৪৩০ হি. প্রমুখ। শুধু সহীহুল বুখারী এর ওপর যারা 'আল-মুসতাখরাজ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন হাফিয আবু বকর আ-ইসমা'ঈল আল-জুরজানী (রহ. মৃ. ৩৭১ হি.) হাফিয আবূ বকর আল-বারকানী (রহ. মৃ. ৪২৫ হি.) হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াহ (রহ. মৃ. ৪১৬ হি.) (আত-তাখীর ওয়াত তাফসীরিল মুসনাদ গ্রন্থের প্রণেতা), প্রমুখ। এমনিভাবে অনেকে সহীহ মুসলিমের উপরও পৃথকভাবে আল-মুসতাখরাজ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, হাফিয আবু আওয়ানা ইয়া'কুব ইব্ন ইসহাক আল ইসফারাইনী (রাহ. মৃ. ৩১৬ হি.) হাফিজ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন রাজা নিষাপুরী (রহ. মৃ. ২৮৬ হি.) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল জাওযাকী নিশাপুরী (রহ. মৃ. ৩৮৮ হি.) এবং আহমাদ ইব্ন সালামাহ আল-বাযযার (রহ. মৃ. ২৮৬ হি.) প্রমুখ। দ্র. *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪ - ৪০৬

 Dhaka University Institutional Repository

(৩৪) কিতাবুল্ ‘ইলাল (كتاب العلل)

দোষযুক্ত হাদীসসমূহ কোন গ্রন্থে সংকলিত করা হলে এবং সেই সঙ্গে হাদীসসমূহের দোষ-ত্রুটিও পর্যালোচনা করা হলে এরূপ গ্রন্থকে ‘কিতাবুল ইলাল’ বলা হয়।[১৬৬] হাদীসের বিজ্ঞ ইমামগণ এ বিষয়ের উপরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে আলী ইব্নুল মাদীনী (র.) [১৬৭] রচিত ‘কিতাবুল ‘ইলাল’, ইমাম আল্-বুখারী [১৬৮](রহ.) রচিত ‘কিতাবুল ‘ইলাল’ (كتاب العلل), ইমাম মুসলিম[১৬৯] (রহ.) রচিত ‘কিতাবুল ‘ইলাল’ এবং ইমাম তিরমিযী [১৭০](রহ.) রচিত ‘কিতাবুল ‘ইলাল’-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭১]

(৩৫) কিতাবুল-আত্‌রাফ (كتاب الاطراف)

হাদীসসমূহের এমন কোন অংশের উল্লেখ করা, যা থেকে অবশিষ্ট অংশও বুঝা যায়। এরূপ গ্রন্থকে ‘কিতাবুল- আত্‌রাফ’ বলা হয়। এরূপ পদ্ধতিতে কখনো সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করা হয়, আবার কখনো কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়।[১৭২] এ বিষয়ের ওপরেও অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলো: হাফিয্ ইব্‌রাহীম ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে উবাইদ আদ্-দিমাশকী (রহ. মৃ. ৪০০ হি.) রচিত ‘আত্‌রাফুস্-সহীহাইন’, আবূ মুহাম্মদ খালাফ[১৭৩] ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-ওয়াসিতী (রহ. মৃ. ৪০১ হি) রচিত ‘আতরাফুস সহীহাইন’(أطراف الصحيحين) ইব্‌ন আসাকির আদ্-দিমাশকি (রহ. মৃ. ৫৭১/১১৭৫) রচিত ‘আতরাফুস সুনানিল আরবা‘আ’[১৭৪] (أطراف السنن الأربعة) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল্-মাকদিসী (রহ. মৃ. ৫০৭ হি.) রচিত ‘আতরাফুল কুতুবিস্-সিত্তাহ’ (أطراف الكتب الستة) প্রভৃতি।[১৭৫]

---

১৬৬ هى الكتب المشتملة على الاحاديث المعلولة مع بيان عللها و ذلك مثل العلل لابن أبى حاتم و العلل للدارقطنى দ্র. *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; মুহাম্মদ আবুদর রাহমান আল-মুবারাকপুরী, *তুহফাতুনল আহওয়াযী*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ৫৮

১৬৭ তাঁর পূর্ণ নাম আবূল হাসান আলী ইব্‌নু আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী (জ. ১৬১/৭৭৮ মৃ. ২৩৪/৮৪৯)। তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন। ইবুল মাদীনী সংক্ষিপ্ত নামে তিনি পরিচিত। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইমাম। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২০০ শত। তাঁর কিতাবু ইলালিল মুসনাদ, গ্রন্থটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৬৮ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী রহ. জ. ১৯৪/৮১০ মৃ. ২৫৬/৮৭০

১৬৯ ইমাম মুসলিম রহ. জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১ মৃ. ২৬১/৮৭৫

১৭০ ইমাম আত তিরমিযী (রহ.) এর জ. ২০৬/৮২১ মৃ. ২৭৯/৮৯২

১৭১ ইমাম আত-তিরমিযী (রহ.) রচিত কিতাবুল ইলাল গ্রন্থটির শরাহ লিখেছেন হাফিয আবুল-ফারাজ আবদির রহমান ইব্‌ন আহমাদ আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.৭৯৫)। দ্র. *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮ - ৪৭৯

১৭২ كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذى يدل على بقيته ثم يذكر اسانيد كل متن من المتون اما مستوعبا او مقيدا لها ببعض الكتب দ্র. *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

১৭৩ তাঁর পুরো নাম আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হাসান (রহ.)। তিনি ইব্‌ন আসাকির নামে পরিচিত। তিনি হি. ৫ম শতাব্দিতে তার পিতা ও তার ভাই যিয়াউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। তিনি প্রায় চৌদ্দশ মুহাদ্দিস থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে আবু সামআনী (রহ.) আবূ জাফর কুরতুবী (রহ.) প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস রয়েছেন। তিনি তারীখ প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা। দ্র. *ইমাম তাহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

১৭৪ এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। আরবী বর্ণানুক্রমে একে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আর এর নাম দেওয়া হয়েছে আল-আশরাফু আলা মা’রিফাতিল আতরাফ। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৭৫ *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

হাদীস বর্ণনায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি আটটি। যথা:

(১) আস-সিমা' মিন লাফযিশ শায়খ (السماع من لفظ الشيخ) এ পদ্ধতির ধরন: শায়খ (হাদীসের শিক্ষক) হাদীস পাঠ করবেন ছাত্র শুনবেন। চাই তিনি মুখস্ত পাঠ করুক অথবা কিতাব দেখে পাঠ করুক। আর ছাত্র শুধু শুনবে অথবা যা শুনেছে তা লিখে রাখবে।

ব্যবহৃত শব্দাবলী: ছাত্র যখন স্বয়ং শায়খ থেকে রেওয়ায়তটি শুনবে তখন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে حدثنى/ حدثنا , سمعت শব্দাবলী ব্যবহার করবে। حدثنا/ حدثنى থেকে سمعت শব্দটি অধিক স্পষ্ট। حدثنى বললে বর্ণনাকারী একজনকে বুঝাবে। حدثنا বললে বর্ণনাকারীর সাথে অন্যান্যরাও শায়খ থেকে হাদীস শুনেছেন বুঝা যাবে। আবার কখনো রূপক হিসেবে বর্ণনাকারীর সম্মান প্রকাশার্থেও حدثنا শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জুমহুর উলামার নিকট এটি হাদীস বর্ণনার বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সর্বত্তোম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৭৬] হাদীসের প্রধান ও প্রথম উৎস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর যুগেও এ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হত। তার প্রমাণস্বরূপ ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ কিতাবের কিতাবুল 'ইলম অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেন এভাবে (باب: قول المحدث حدثنا) মুহাদ্দিসের উক্তি হাদ্দাসানা।[১৭৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) বলেন: وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত শাকীক (রা.) আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন: وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. অর্থাৎ-আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে এরূপ উক্তি শুনেছি। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন: وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭৮]

তাই দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রী স্বরূপ সাহাবীগণের মধ্যে এ পদ্ধতি (السماع من لفظ الشيخ) বহুল ব্যবহৃত হত। বর্তমান যুগেও 'ইলম হাদীসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিমা' পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হয়।

(২) আল-কিরা'আত 'আলাশ শায়খ (القرأءة على الشيخ) এ পদ্ধতির ধরন: ছাত্র হাদীস পাঠ করবে শায়খ শুনবেন। চাই ছাত্র নিজে পাঠ করুক অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি পাঠ করুক। কিতাব দেখে দেখে পাঠ করুক অথবা মুখস্ত পাঠ করুক।

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনা করার সময় বলবে قرأت (আমি তাঁর সামনে পাঠ করেছি) ও أخبرنى (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। যখন শায়খ তাঁর রেওয়ায়তকৃত কোন হাদীস শাগরিদকে শুনান, এ ক্ষেত্রে أخبرنا (বহু বচন) বলার অর্থ এই দাড়াঁয় যে, আমাদের একটি জামাতকে উস্তাদ হাদীস শুনিয়েছেন। ফলে অন্যদের সাথে আমিও তাঁর নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছি।

জুম্হুর উলামাদের মতে এটি হাদীস বর্ণনার একটি অত্যন্ত সহীহ পদ্ধতি। তবে এর মরতবা বর্ণনায় হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম মালিক ও অধিকাংশ কুফা ও হিজায এর আলিম বলেন, এটি (আল-কিরায়াত 'আলাশ শায়খ) প্রথম পদ্ধতি (আস-সিমা মিন লাফযিশ

---

[১৭৬] *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮

[১৭৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু কাওলিল মুহাদ্দিস হাদ্দাসানা, পরিচ্ছেদ নং ৪৬, পৃ.

[১৭৮] *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু কাওলিল মুহাদ্দিস হাদ্দাসানা, পরিচ্ছেদ নং ৪৬ এর যথার্থতা প্রমাণ স্বরূপ তিনি সাহাবাগণ (রা.) এর উক্তি তথা কয়টি হাদীস বর্ণনা করেন।

 Dhaka University Institutional Repository

শায়খ) এর সমমানের পদ্ধতি। আহলুল মাশরিক এর জুমহুর উলামার মতে এটি প্রথম পদ্ধতির নিম্নমানের তবে সহীহ পদ্ধতি। আবূ হানীফা, ইব্‌ন আবী যি'ব ও ইমাম মালিক এর এক বর্ণনায়, এটি প্রথম পদ্ধতির চেয়ে উচ্চ মানের পদ্ধতি।[১৭৯] ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ কিতাবের 'ইলম অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেন এভাবে (باب القراءة والعرض على المحدث) পরিচ্ছেদ: হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা।[১৮০] প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ হাসান আল-বসরী, সুফইয়ান আস-সাওরী ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিসের সামনে হাদীস পেশ করা জায়েয। কোন কোন মুহাদ্দিস উস্তাদের সামনে হাদীস পাঠ করার সপক্ষে যিমাম ইব্‌ন সা'লাবা (রা.) এর হাদীস পেশ করেন।[১৮১] তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে বলেছিলেন, আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাবী বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সামনে পাঠ করা।[১৮২]

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (রহ.)... হাসান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উস্তাবৃন্দের সামনে শাগরিদের পাঠ করতে কোন বাধা নেই। 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (রহ.) সুফইয়ান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাদ্দিসের সামনে (কোন হাদীস) পাঠ করা হয়। তখন حدثنى (তিনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ 'আসিমকে মালিক ও সুফইয়ান (রহ.) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, উস্তাদবৃন্দের সামনে পাঠ করা এবং উস্তাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ের।[১৮৩]

(৩) আল-ইজাযাহ (الاجازة بالمكاتبة / الاجازة بالمشافهة) এপদ্ধতির ধরন: শায়খ তাঁর রেওয়ায়তকৃত হাদীসের অনুমতি প্রদান করবেন। যেমন- শায়খ তাঁর কোন একজন ছাত্রকে বলবেন, আমি তোমাকে আমার থেকে সহীহুল বুখারী বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম। অনুমতি প্রদান দু'ভাবে হতে পারে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে।

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনা করার সময় বলবে اجازنى فلان (অমুক আমাকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন), حدثنا اجازة (সে আমাদের কাছে অনুমতিসহ হাদীস বর্ণনা করেছেন) أخبرنا اجازة(সে আমাদের কাছে অনুমতিসহ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।[১৮৪]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর সকল শিক্ষার্থীকে হাদীস বর্ণনার সাধারণ অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন: আমার নিকট থেকে তোমরা একটি হাদীস (বাক্য) শিখে থাকলেও তোমরা তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।[১৮৫] এছাড়াও তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে

---

১৭৯ *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

১৮০ *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল কির'আতি ওয়াল আরদি 'আলাল মুহাদ্দিস, পরিচ্ছেদ নং ৪৭

১৮১ فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر (তিনি বনী সা'য়াদ ইব্‌ন বকর গোত্রের প্রতিনিধি, তাঁর নাম যিমাম ইব্‌ন সালাবা।) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল কিরআতি ওয়াল আরদি আলাল মুহাদ্দিস, হাদীস নং ৬২

১৮২ ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: (نعم). قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، দ্র. *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল কিরআতি ওয়াল আরদি আলাল মুহাদ্দিস, পৃ. ৫০

১৮৩ حدثنا محمد بن سلام: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن عوف، عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء দ্র. *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল কিরআতি ওয়াল আরদি আলাল মুহাদ্দিস, হাদীস নং ৬১

১৮৪ *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০ - ১৬১

১৮৫ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بلغوا عني ولو آية দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু মা যুকিরা আন বানী ইসরাঈল, হাদীস নং ৩২৭৪

 Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত লক্ষাধিক সাহাবীগণ (রা.) এর সামনে ঘোষণা দেন, ليبلغ الشاهد الغائب এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশি মুখস্থ রাখতে পারবে।[১৮৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে হাদীস শিক্ষাদানের পর বললেন: এ কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।[১৮৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর হাদীসের শিক্ষার্থীগণকে সম্বোধন করে আরও বলেন: এখন তোমরা (আমার কাছ থেকে হাদীস) শুনছ, অন্যরা শুনবে তোমাদের থেকে, তৎপরবর্তী লোকজন শুনবে তাদের থেকে, যারা তোমাদের থেকে শুনেছে।[১৮৮]

(৪) আল-মুনাওয়ালাহ (المناولة) শায়খ্ বা উস্তাদ যদি তাঁর বর্ণিত হাদীসের কিতাব, মূল ফর্দ বা উহার পাণ্ডুলিপি প্রার্থীকে প্রদান করেন অথবা প্রার্থীর নিকট শায়খের যে মূল কপি আছে প্রথমে তা গ্রহণ করে পরে প্রার্থীকে প্রদান করে উহাকে المناولة বলে। স্মরণযোগ্য যে, المناولة দ্বারা বর্ণনা করার জন্য দু'টি সূরাত রয়েছে। যথা:

◈ কপি বা পাণ্ডুলিপি প্রদানের সময় শায়খের প্রার্থীকে বলে দিতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি হতে এটা আমার বর্ণনা বা রেওয়ায়ত। তুমি আমার হতে তা বর্ণনা করতে পার।

◈ শায়খ্ প্রার্থীকে ঐ মূলকপি বা পাণ্ডুলিপির মালিক বানিয়ে দেবেন কিংবা ধার হিসেবে দেবেন এবং প্রার্থী উহাকে অনুলিপি করে রাখবেন।[১৮৯]

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনা করার সময় বলবে ناولنى فلان (অমুক আমাকে পাণ্ডুলিপি দিয়েছেন), ناولنى و اجازلى (সে আমাকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন), اخبرنا مناولة واجازة(সে আমাদেরকে অনুমতিসহ পাণ্ডুলিপি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করছেন), حدثنا مناولة (অমুক আমাকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

অনুমতিসহ মুনাওয়ালা পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয। তবে এ পদ্ধতিটি আস্-সিমা 'আলাশ শায়খ ও আল-কিরা'য়াত 'আলাশ শায়খ এর নিম্ন মানের। কিন্তু অনুমতি ছাড়া মুনাওয়ালা পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা জায়িয নাই। এ পদ্ধতিটিকে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ কিতাবে একটি পরিচ্ছেদ এর শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন: باب: ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان অর্থাৎ পরিচ্ছেদ: শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং আলিম কর্তৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ।[১৯০] হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত 'উসমান (রা.) কুরআনুল কারীমের বহু কপি তৈরি করিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠান। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.), ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ ও মালিক (রা.) এটাকে জায়েয মনে করেন। কোন কোন হিজাযবাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর এ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। অতঃপর তিনি যখন সে স্থানে

---

[১৮৬] ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه দ্র. *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (স.) রুব্বা মুবাল্লিগিন আওয়া মিন সামি'য়িন, হাদীস নং ৬৭

[১৮৭] وقال: (احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদায়িল খুমুসি মিনাল ঈমান, হাদীস নং ৫৩

[১৮৮] عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল 'ইলম, বাবু ফাদলি নাশরিল 'ইলম, হাদীস নং ৩৬৫৯

[১৮৯] মুফতী আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী আল-বরকতী, অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন, *মীযানুল আখবার*(ঢাকা: আল-বারাকা লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ৬৯-৭০; দ্র. ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, *উসূলুল হাদীস*(ঢাকা: আল-বারাকা লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ৩১০

[১৯০] *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মা ইউযকারু ফিল মুনাওয়ালাতি ওয়া কিতাবি আহলিল ইলম বিল ইলম ইলাল বুলদান, পরিচ্ছেদ নং ৪৭

 Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছলেন, তখন লোকের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নির্দেশ তাদেরকে জানান।[১৯১]
হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরায়নের গভর্নর এর কাছে তা পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরায়নের গভর্নর তা কিসরা (পারস্য সম্রাট) এর কাছে পৌঁছে দিলেন।[১৯২]

(৫) আল-কিতাবাহ / আল-মুকাতাবাহ (الكتابة/المكاتبة) কোনো উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে শায়খ তাঁর রেওয়ায়তকৃত হাদীস লিখে কিংবা লিখিয়ে প্রদান করবেন। উত্তম মুকাতাবা উহাকে বলে, যার সাথে অনুমতিও থাকবে।[১৯৩]

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনা করার সময় বলবে كتب الى فلان (অমুক আমার কাছে হাদীস লিখে দিয়েছে), حدثنى فلان او اخبرنى كتابة (অমুক আমাকে লিখিত অনুমতি দিয়েছেন অথবা সে আমার কাছে লিখিতভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন)
হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) একখানি পত্র লিখলেন অথবা একখানি পত্র লিখতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, তারা (রোমবাসীরা) সীলমোহর যুক্ত ছাড়া কোন পত্র পড়ে না। এরপর তিনি একটি রুপার আংটি (মোহর) তৈরি করালেন যার নকশা ছিল محمد رسول الله আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।[১৯৪] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (স.) জনগণের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। অতঃপর আবূ শাহ নামের ইয়ামানের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (স.) কথাগুলো আমাকে লিখে দিন। রাসূলুল্লাহ্ বললেনঃ তোমরা আবূ শাহকে কথাগুলো লিখে দাও।[১৯৫]

(৬) আল-ই‘লাম (الاعلام) এর শাব্দিক অর্থ জানিয়ে দেয়া। এ পদ্ধতির ধরন : শায়খ ছাত্রকে জানিয়ে দিবেন যে, এ হাদীসটি বা এ কিতাবটি আমার শ্রবনকৃত হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। হুকুম : এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করার হুকুম প্রসঙ্গে সম্মানিত উলামাগণ দু’ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও উসূলবিদ এ পদ্ধতির বর্ণনাকে জায়িয বলেছেন। আবার একাধিক মুহাদ্দিস ও ফকীহ বলেছেন, এটা সহীহ্ তবে এতে ত্রুটি আছে। কারণ, শায়খ জানিয়েছেন এটা তাঁর শ্রবণকৃত হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। তবে ত্রুটি থাকায় তাকে অনুমতি দেন নি। তাই এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নেই। তবে অনুমতি দিলে তখন এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয আছে।

---

১৯১ ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: (لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا). فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم দ্র. সহীহুল বুখার, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ‘ইলম, বাবু মা ইউযকারু ফিল মুনাওয়ালাতি ওয়া কিতাবি আহলিল ইলম বিল ইলম ইলাল বুলদান, ইমাম বুখারী (রহ.) বাবের দলীল স্বরূপ সাহাবীগণ (রা.) এর উক্ত উক্তিগুলো উল্লেখ করেন।

১৯২ عبد الله بن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى দ্র. *সহীহুল বুখার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ‘ইলম, বাবু মা ইউযকারু ফিল মুনাওয়ালাতি ওয়া কিতাবি আহলিল ‘ইলম বিল‘ইলম ইলাল বুলদান, হাদীস নং ৬৪

১৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৯৪ عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا - أو أراد أن يكتب - فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ‘ইলম, বাবু মা ইউযকারু ফিল মুনাওয়ালাতি ওয়া কিতাবি আহলিল ‘ইলম বিল‘ইলম ইলাল বুলদান, হাদীস নং ৬৫

১৯৫ حدثني أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يارسول الله، اكتبوا لي فقال: "اكتبوا لأبيشاهٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ‘ইলম, বাবুন ফী কিতাবিল ‘ইলম, হাদীস নং ৩৬৪৯

 Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনা করার সময় বলবে اعلمنى شيخى بكذا [১৯৬] (আমার শায়খ আমাকে এভাবে অবহিত করেছেন)।

(৭) আল-ভিজাদাহ (الوجادة) হাদীস তলবকারীর নিকট যদি শায়খের রেওয়ায়াতকে লিখিত আকারে এমনভাবে পাওয়া যায় যে, উহার সম্পর্কে তার বিশ্বাস যে ইহা শায়খেরই লিখিত, তখন হাদীসের উক্ত পাণ্ডুলিপিকে বলা হবে ভিজাদাহ।

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে হাদীসের প্রাপক বর্ণনা করার সময় বলবে وجدت بخط فلان او قرأت بخط فلان كذا [১৯৭] (অমুকের লিখনীর মাধ্যমে আমি পেয়েছি অথবা অমুকের লিখনীর মাধ্যমে পেয়ে আমি এরূপ পাঠ করেছি)।

হুকুম: এক্ষেত্রে উক্ত মুহাদ্দিস হতে রেওয়ায়েত বা বর্ণনা করার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত أخبرنى فلان (অমুক ব্যক্তি আমাকে খবার দিয়েছে) বলে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। উক্ত বর্ণনাকে ইলম হাদীসের পরিভাষায় (الوجادة مقرونة بالاجازة) বলে। তবে وجدت بخط فلان বলে হাদীস বর্ণনা করতে পারবে।

(৮) আল-ওয়সিয়্যাত (الوصية) কোন মুহাদ্দিসের মৃত্যুকালে বা সফরে যাবার সময় এরূপ অসিয়ত করে যাওয়া যে, অমুককে আমার রেওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো। তবে যদি কোন মুহাদ্দিস মৃত্যুকালে বা সফরে যাওয়ার সময় এ অসিয়ত করেন যে, এ কিতাব বা কিতাবগুলো, অথবা লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো অমুককে প্রদান করা হোক, তবে এটাকে وصية بالكتاب বলে।

ব্যবহৃত শব্দাবলী: এ ক্ষেত্রে যাকে ওসীয়াত করা হয়েছে, সে হাদীস বর্ণনা করার সময় বলবে اوصى الى فلان بكذا او حدثنى فلان وصية [১৯৮](অমুক আমাকে এরূপ ওয়সিয়্যাত করেছে অথবা অমুক আমার কাছে ওয়সিয়্যাতের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

হুকুম: মুতাকাদ্দেমীনের একদল আলেম মাত্র ওয়াসিয়্যাত দ্বারা বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু জুমহুর ওলামার মতে: রেওয়ায়তের অনুমতি না হওয়া পর্যন্ত উহা বর্ণনা করা জায়েয হবে না।[১৯৯]

---

১৯৬ *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

১৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের প্রধান মানদণ্ড সনদ। হাদীসের বর্ণনা সূত্র বা Reference কে বলা হয় সনদ। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে দুইটি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। প্রথম অংশ: হাদীসের সূত্র বা সনদ ও দ্বিতীয় অংশ: হাদীসের মূল বক্তব্য বা মতন। একটি হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার সময় সংকলনকারী থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) পর্যন্ত অন্তর্বর্তী বর্ণনাকারীদের বর্ণনা ধারার পরস্পরতাকে সনদ বা ইসনাদ বলা হয়। যেমন- তৃতীয় হিজরী শতকের বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সংকলক ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেন:
حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» অর্থাৎ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন হুমায়দী আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, তিনি বলেন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন সুফইয়ান, তিনি বলেন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া ইব্‌ন সায়ীদ আল-আনসারী, তিনি বলেন আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন ইব্রাহীম আত তাইমী, তিনি আল কামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল-লাইসী এর কাছে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) এর কাছে মিম্বারে অবস্থান কালে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে বলতে শুনেছি: কর্মের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তা রয়েছে যা সে নিয়্যাত করে। সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিমুখে, তার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই। পক্ষান্তরে যার হিজরাত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে তাঁর হিজরাত তো হবে কেবল সে উদ্দেশ্যেই যে উদ্দেশ্যে সে হিজরাত করেছে।[২০০] উপরের হাদীসের প্রথম অংশ " حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه علىالمنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول পর্যন্ত" হাদীসের সনদ বা সূত্র। শেষে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বাণীটুকু হাদীসের 'মতন' বা বক্তব্য।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে শুধু শেষের বক্তব্যটুকুই নয়, বরং সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপকেই হাদীস বলা হয়। একই বক্তব্য দুই বা ততধিক পৃথক সনদে বর্ণিত হলে তাকে দুইটি বা ততধিক হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় শুধু সনদকেই হাদীস বলা হয়।[২০১] যেমন- শুধু নিয়্যাত সম্পর্কিয় (إنما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ সাত শতের মত সনদ রয়েছে।[২০২] তাই মুহাদ্দিসগণের নিকট: এটি একটি নয়, বরং (৭০০) সাত শত হাদীস হিসেবে গণ্য।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করে হাদীসকে নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য হাদীসের সনদ বা সূত্র বা reference বলার রীতি হিজরী ১ম শতাব্দী তথা সাহাবীদের যুগ থেকেই শুরু হয়। এই যুগে আমরা তথ্য যাচাইয়ের জন্য বা তথ্যের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সাধারণত পুস্তকের সূত্র প্রদান করে থাকি। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখিত পুস্তকের সূত্র প্রদান না করে শুধুমাত্র 'মৌখিক বর্ণনা'র উপর কেন নির্ভর করতেন। তাঁরা কেন

---

২০০ মালিক ইব্‌ন আনাস, *আল-মু'আত্তা*(কায়রো: দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১), খ. ১, পৃ. ১০৮

২০১ ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আহমাদ ইব্‌ন আলী, *লিসানুল মীযান*(বৈরূত: মু'আসসাতু আল-'আলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬), খ. ৩, পৃ. ২৫৩

২০২ মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*, অনুবাদ ও সংকলন(ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ সংস্করণ. এপ্রিল ২০০২), খ. ১, পৃ. ১৭

(حدثنا,أخبرنا) অর্থাৎ 'আমাকে বলেছেন' ও 'আমাকে সংবাদ দিয়েছেন' ইত্যাদি কেন বলতেন? তাঁরা কেন বললেন না, অমুক পুস্তকের এই কথাটি লিখিত আছে.....ইত্যাদি? প্রকৃত বিষয় হল, সাহাবীগণের যুগ থেকেই 'পুস্তক'এর চেয়ে 'ব্যক্তি'র গুরুত্ব বেশি দেয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপি-নির্ভরতা ও এতদসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা দূর করার জন্য মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনাকারী উস্তাদ থেকে স্বকর্ণে শ্রবণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। এজন্য হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় (حدثنا,أخبرنا) অর্থাৎ 'আমাকে বলেছেন' কথাটির অর্থ হল আমি তাঁর পুস্তকটি তাঁর নিজের কাছে বা তাঁর অমুক ছাত্রের কাছ থেকে নিজ কানে শুনে তা থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করছি। কেউ কেউ 'আমি তাঁকে পড়তে শুনেছি' বা 'আমি পড়েছি' এরূপ বললেও, সাধারণত 'হাদ্দাসানা' বা 'আখবারানা' বা 'আমাদেরকে বলেছেন' বলেই তাঁরা এক বাক্যে বিষয়টি উপস্থাপন করতেন।[২০৩]

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী এই হাদীসটি মুয়াত্তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه و أشاربيده يقللها

অর্থাৎ- আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা বলেছেন মালিক থেকে, তিনি আবূয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: এই দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাই তাকে প্রদান করেন। তবে এই সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।[২০৪]

এখানে ইমাম বুখারী মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসটি হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এখানে মুয়াত্তা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নি। বরং তিনি ইমাম মালিকের একজন ছাত্র থেকে হাদীসটি শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যত পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে, ইমাম বুখারী মূলত শ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় কখনোই তা নয়। ইমাম মালিকের নিকট থেকে শতাধিক ছাত্র মুয়াত্তা গ্রন্থটি পূর্ণরূপে শুনে ও লিখে নেন। তাঁদের বর্ণিত লিখিত মুয়াত্তা গ্রন্থ তৎকালীন বাজারে 'ওয়ার্‌রাক' বা 'হস্তলিখিত পুস্তক' ব্যবসায়ীদের দোকানে পাওয়া যেত। ইমাম বুখারী যদি এইরূপ কোনো পাণ্ডুলিপি কিনে তার বরাত দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করতেন তবে মুহাদ্দিসগণের বিচারে বুখারীর উদ্ধৃতিটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতো। কারণ পাণ্ডুলিপি নির্ভরতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি তাঁর মুখ থেকে আগাগোড়া শুনে ও পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করতেন যে সকল মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী সে সকল মুহাদ্দিসের নিকট যেয়ে মুয়াত্তা গ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বকর্ণে শুনেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসগুলি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু কখনোই গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। বরং যাদের কাছে তিনি গ্রন্থটি পড়েছেন তাদের সূত্র প্রদান করেছেন। যেমন এখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামার সূত্র উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর কথার অর্থ হলো আমি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামার' নিকট ইমাম মালিকের গ্রন্থটির মধ্যে এই হাদীসটি আমি স্বকর্ণে পঠিত শুনেছি।[২০৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির সমন্বয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপি বা পুস্তকের বরাত প্রদানের পরিবর্তে শ্রবণের বরাত প্রদানের নিয়ম প্রচলন করেন। তাঁদের এই পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক। বর্তমান যুগে প্রচলিত গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ করে 'Reference' বা তথ্যসূত্র দেয়ার চেয়ে এভাবে শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে 'Reference' দেয়া অনেক নিরাপদ ও যৌক্তিক। তৎকালীন হস্তলিপি গ্রন্থের যুগে শুধুমাত্র গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থ

---

২০৩ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি*, *প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা*(ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ্ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, মে, ২০০৬), পৃ. ৯০ - ৯১

২০৪ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জুম'আহ, বাবুস সা'আতিল লাতি ফি ইওয়ামিল জুম'আতি, হাদীস নং ৯৩৫, পৃ. ৩১৬

২০৫ *হাদীসের নামে জালিয়াতি*: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১

 Dhaka University Institutional Repository

পাঠে ভুলের সম্ভাবনা, গ্রন্থের মধ্যে অন্যের সংযোজনের সম্ভাবনা ও অনুলিপিকারের ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু গ্রন্থকারের মুখ থেকে গ্রন্থটি পঠিতরূপে গ্রহণ করলে এ সকল ভুল বা বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে না।

ইয়াহুদি-খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থ লিখতেন পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে। এতে বাইবেলের বিকৃতি সহজ হয়েছিল। ইয়াহুদি-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে লক্ষ্য লক্ষ্য বিকৃতি বিদ্যমান, যেগুলিকে তাঁরা (erratum) বা ভুল এবং (various readings) বা পাঠের বিভিন্নতা বলে অভিহিত করেন।[২০৬] বাইবেল বিশেষজ্ঞ মিল প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এইরূপ ত্রিশহাজার ভুল রয়েছে। আর এক বাইবেল বিশেষজ্ঞ ক্রিসবাখ প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এইরূপ একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভুল রয়েছে। আর শোলয এর মতে এইরূপ বিকৃতি বাইবেলের মধ্যে এত বেশি যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না।[২০৭] এই বিকৃতি ও ভুলের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পেরেছিলেন মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির বিষয়ে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে।

হাদীস তৃতীয় শতাব্দীতে বা পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে মনে করাও ভুল। মূলত প্রথম শতাব্দী থেকেই হাদীস সংকলন করা হয়েছে। পরবর্তী সংকলকগণ তাঁদের গ্রন্থে পূর্ববর্তী সংকলকদের সংকলিত পুস্তকগুলি সংকলিত করেছেন। তবে মুহাদ্দিসগণ কখনোই হাদীস বর্ণনার তথ্য সূত্র তথা সনদ হিসেবে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেন নি। বরং পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির উপরে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২০৮]

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই হাদীস বর্ণনায় সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করা হত। এ ক্ষেত্রে অন্যান্যদের মত হযরত আবূ বকর (রা.)ও অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। যেমন- ما جاء عن ابى لكر الصديق رضى الله عنه انه: لما جاءته الجادة تسئل عن ميراثها؟ قال لها: ما لك فى كتاب الله شئ وما علمت لك فى سنة نبى الله شيئا , فارجعى حتى أسأل الناس , فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاها السدس , فقال ابو كبر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضى الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة, فأنفذه ابو بكر ل " দাদী তাঁর নাতির মীরাস পাবে কি না এ ব্যাপারে যখন হযরত আবূ বকর (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বলেন: এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাতে কিছু আছে কি না সাহাবীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ। হযরত মুগিরা ইব্ন শু'বা ষষ্ঠাংশ পাওয়ার হাদীস পেশ করলে, উমার বলেন, তোমার এ কথার সপক্ষে অন্য কোন সাক্ষি আছে? তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা.) অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করলেন। অতঃপর উমার (রা.) ষষ্ঠাংশ দেয়ার হুকুম দিলেন।[২০৯] আর এই জন্য বলা হয়, আবূ বকর (রা.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন, যিনি হাদীস বর্ণনার মূলনীতি তথা সনদ প্রণয়ন করেন।[২১০] আর হযরত উমর (রা.) এর কঠোরতায় অনেকেই হাদীস বর্ণনা করতে সাহস করতেন না।

---

[২০৬] T. H. Horne, *An Introduction to The Critical Study And Knowledge* of The Holy Scriptures (London, 3rd Edition, 1822), Vol - 2. p. 325

[২০৭] রাহমাতুল্লাহ কিরানবী, *ইযহারুল হক*(রিয়াদঃ দারুল ইফতা, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৯), খ. ২, পৃ. ৫৪২

[২০৮] *হাদীসের নামে জালিয়াতি*: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[২০৯] মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা আল-কাযভীনী, তাহাকীক: মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল বাকীর, *সুনানু ইব্ন মাজা*(মিসরঃ দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, ১৯৫৩), হাদীস নং ২৭২৪

[২১০] ان ابا بكر اول من احتاط فى قبول الاحاديث حيث وضع اصلا فى اصول الرواية و هوالاسناد দ্র. Edited By Dr. A. H. M. Yahyar Rahaman & Others, *The Islamic University Studies*(Published By The Registrar, Islamic University Kustia, Bangladesh, 2000, Part-A, Vol. 7, No. 1, December-1998). p. 100

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উসমান আয্ যাহাবী বলেন: হযরত উমার (রা.) এমন ব্যক্তি যিনি মুহাদ্দিসগণের জন্য হাদীস বর্ণনায় যাচাই-বাছাইয়ের রীতি প্রবর্তণ করেন।[২১১] এ সময় হাদীস বর্ণনাকারী থেকে শপথ এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো।[২১২]
হযরত আলী মোরতাজা (রা.) একদিকে যেমন হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট হতে হলফ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে তিনি (অসাহাবীদের) সনদ ব্যতিরেকে হাদীস বর্ণনা করতেও নিষেধ করেন। হযরত আলী (রা.) হাদীস শিক্ষার্থীগণকে সনদ ব্যতিত হাদীস না লিখতে নির্দেশ দিয়াছেন।[২১৩] উসমান ও আলী (রা.) এর খিলাফতকালে ইসলামে বিভিন্ন ফিতনার উদ্ভব হয় এবং জাল হাদীসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। তখন থেকেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদও অপরিহার্য করা হয় এবং হাদীস সংকলনের যুগে এসে সনদ মতনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে সনদ স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রের রূপ পায়। সে দিকে ঈগিত করে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরিন বলেন: এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো না কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করছো আমাদের কাছে তাঁদের নাম বর্ণনা কর। তাতে দেখা যাবে তাঁরা আহ্লুস্ সুন্নাহ্ কিনা? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হন, তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ‘আতী, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।[২১৪]
পরবর্তী যুগগুলিতে সনদ সংরক্ষনের বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়। হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তির প্রসিদ্ধি, সততা, মহত্ব, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি যত বেশিই হউক না কেন, তিনি কার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং তিনি কোন সূত্রে হাদীসটি বলেছেন তা উল্লেখ না করলে মুহাদ্দিসগণ কখনোই তার বর্ণিত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেন নি। উপরন্ত তিনি এবং তার সনদে বর্ণিত প্রত্যেক রাবী পরবর্তী রাবী থেকে হাদীসটি নিজে শুনেছেন কিনা তা যাচাই করেছেন।

আল-কুরআনে সনদের গুরুত্ব

ওহী গায়রি মাতলু তথা হাদীসের নামে মিথ্যা বা অনুমান-নির্ভর কথা বলা ও প্রচার করার পথ রুদ্ধ করার জন্য কুরআনুল কারীম দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর নামে মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর কথা বলার নিষেধাজ্ঞা।
দুই. কারো প্রচারিত কোন তথ্য যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা।

এক. মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞা

সাধারণত সব ধরনের কিথ্যা কথা বলা ইসলামে হারাম। কিন্তু সে মিথ্যা যদি আল্লাহ তা‘আলার নামে হয়? তবে তা কত বড় হারাম হবে! তাই আন্দাজে, ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে আল্লাহর নামে কিছু বলতে কুরআনুল কারীমে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নামে মিথ্যা বলার অর্থ আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) আল্লাহর পক্ষথেকেই কথা বলেন। কুরআনের মত হাদীসও আল্লাহর ওহী। কুরআন ও হাদীস উভয় প্রকারের ওহীই একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী পেয়েছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নামে কোন প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট,

---

২১১ ان عمر رضى الله عنه هو الذى سن للمحدثين التثبت فى النقل দ্র. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উসমান আয্ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*(হায়দারাবাদ: মাজলিসু দাইরাতুল মা‘আরিফিল উসমানিয়া, ১৯৫৫), খ. ১, পৃ. ৭

২১২ *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

২১৩ انه أمر طلبة الحديث ان لاينسخوا الحديث الا باسناده দ্র. মুফতী আমীমূল ইহসান আল-বরকতী, *তারীখুল হাদীস*, পৃ. ৯৩

২১৪ لم يكونوا يسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم দ্র. ইয়াহইয়া ইব্ন শারফুদ্দীন আন-নববী, *সহীহ মুসলিম বি-শারহিন নববী*(বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৮৪

 Dhaka University Institutional Repository

অনুমান নির্ভর কথা বলার অর্থই আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা। কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

* ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا "আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে?"[২১৫]

*ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى "দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদের শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে।"[২১৬]

* يا أيها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا على الله ما لاتعلمون- "হে মানব জাতি পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না এমন সব বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়।"[২১৭]

* قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لاتعلمون- "আপনি বলে দিন: আমার প্রতিপালক কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন-যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা-যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।"[২১৮]

এভাবে কুরআনুল কারীমে ওহীর জ্ঞানকে সকল প্রকার ভেজাল ও মিথ্যা থেকে রক্ষার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশনার আলোকেই সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বহুগুনে বেড়ে যায়।

দুই. তথ্য গ্রহণের পূর্বে যাচাইয়ের নির্দেশ

স্বয়ং আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (স.) এর নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের কোনো অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর বর্ণনা বা বক্তব্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। যে কোনো সংবাদ বা বক্তব্য গ্রহণে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে কুরআনুল কারীম। আল্লাহ তা'আল বলেন: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنباء أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين- "হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"[২১৯]

এই নির্দেশের আলোকে, কেউ কোনো সাক্ষ্য বা তথ্য প্রদান করলে তা গ্রহণের পূর্বে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সততা ও তথ্য প্রদানে তাঁর নির্ভুলতা যাচাই করা মুসলিমের জন্য ফরয। জাগতিক সকল বিষয়ের চেয়েও বেশি সতর্কতা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিষয়ক বার্তা বা বাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে। কারণ জাগতিক বিষয়ে ভুল তথ্য বা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করলে মানুষের সম্পদ, সম্ভ্রম বা জীবনের ক্ষতি হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস বা ওহীর জ্ঞানের বিষয়ে অসতর্কতার পরিণতি ঈমানের ক্ষতি ও আখিরাতের অনন্ত জীবণের ধ্বংস।[২২০] এজন্য মুসলিম উম্মাহ সর্বদা সব

---

২১৫ এ আয়াতটি কুরআনুল কারীমে বারংবার এসেছে। আল-কুরআন, ০৬ : ২১, ৯৩, ১৪৪; ৭ : ৩৭; ১০ : ১৭; ১১ : ১৮; ১৮ : ১৫; ২৯ : ৬৮; ৬১ : ৭

২১৬ *আল-কুরআন*, ২০ : ৬১

২১৭ *আল-কুরআন*, ২ : ১৬৮-১৬৯

২১৮ *আল-কুরআন*, ৭ : ৩৩

২১৯ *আল-কুরআন*, ৪৯ : ৬

২২০ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি, প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা*(ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ্ পারলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, মে ২০০৬), পৃ. ৪২

 Dhaka University Institutional Repository

ধরনের তথ্য, হাদীস ও বর্ণনা পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন। তারই অংশ হিসেবে সনদের প্রচল শুরু হয় ও সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আল-হাদীসে সনদের গুরুত্ব

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার বিকৃতি, ভুল বা মিথ্যা থেকে হাদীসকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর উম্মতকে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. বিশুদ্ধরূপে হাদীস মুখস্থ রাখার ও প্রচারের নির্দেশনা

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর হাদীস বা বাণী হুবহু বিশুদ্ধরূপে মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। জুবায়র ইব্ন মুত‘য়িম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলা সমুজ্জ্বল করবেন সেই ব্যক্তির চেহারা যে আমার কোনো কথা শুনল, অতঃপর তা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করল ও মুখস্থ করল এবং যে তা শুনে নি, তার কাছে তা পৌঁছে দিল।[২২১] এই অর্থে আরো অনেক হাদীস অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নামে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।[২২২] যুবায়র ইব্নুল আউয়াম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।[২২৩]
সালামাহ ইব্নুল আকওয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ আমি যা বলি নি, সে কথা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।[২২৪] এভাবে ‘আশারায়ে মুবাশ্শারাহ’ সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোন হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় নি।[২২৫]

৩. মুখস্ত বা জানা ছাড়া হাদীস বর্ণনায় নিষেধাজ্ঞা

বিশুদ্ধ মুখস্ত ও নির্ভুলতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে হাদীস বর্ণনা করতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমনঃ

- ◈ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা পরিহার করবে, শুধু যা তোমরা জান তা ছাড়া।[২২৬]

---

২২১ نضر الله عبدا سمع مقالتى (حديثا) فوعاها (وحفظها) ثم أداها إلى من لم يسمعها দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল ইলম আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবুন ফিল হাসসি আলা তাবলীগিস সিমা, হাদীস নং ২৭৯৪ / ২৭৯৫

২২২ لا تكذبوا على فانه من كذب (يكذب) على فليلج النار দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ‘ইলম, বাবুন ইসমু মান কাজাবা আলান নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ১০৬

২২৩ من كذب على فليتبوأ مقعده من النار দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ‘ইলম, বাবুন ইসমু মান কাজাবা আলান নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ১০৭

২২৪ من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ‘ইলম, বাবুন ইসমু মান কাজাবা আলান নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ১০৭

২২৫ ইয়াহইয়া ইব্নু শারাফ আন-নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*(বৈরূতঃ দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.), খ. ১, পৃ. ৬৮

২২৬ اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ‘আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফিল্লাজি ইউফাসসিরুল কুরআন বিরায়ইহি, হাদীস নং ৪০২৩

◈ আবূ মূসা মালিক ইব্ন উবাদাহ্ আল-গাফিকী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে সর্বশেষ ওসীয়াত ও নির্দেশ প্রদান করে বলেন: তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ও অনুসরণ করবে। আর অচিরেই তোমরা এমন সম্প্রদায়ের নিকট গমন করবে যারা আমার নামে হাদীস বলতে ভালবাসে। যদি কারো কোনো কিছু মুখস্থ থাকে তাহলে সে তা বলতে পারে। আর যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কিছু বলবে যা আমি বলি নি, তাকে জাহান্নামে তার আবাসস্থল গ্রহণ করতে হবে।[২২৭]

◈ রাসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা.)কে ঘুমানোর আগে পড়ার জন্য একটি দু'আ শিক্ষা দেন। দু'আটির শেষের দিকে এ কথাগুলো ছিল, اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম আপনার কিতাবের উপর যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবী (স.) এর উপর যাকে আপনি পাঠিয়েছেন। হযরত বারা' (রা.) বলেন, আমি পরবর্তীতে দু'আটি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে শুনাই, কিন্তু بنبيك এর স্থলে برسولك পড়ি। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, (لا، ونبيك الذي أرسلت) না, রাসূলিকা বলা যাবে না, নাবিয়্যিকাই বলতে হবে।[২২৮] এভাবে তিনি আমাকে সংশোধন করে দেন। সমার্থক শব্দ বললে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এতটুকু ভুলও রাসূলুল্লাহ্ (স.) মেনে নেন নি; বরং তিনি তা সংশোধন করে দিয়েছেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.) رواية باللفظ বা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের শব্দ ও বাক্য হুবহু বর্ণনার উপর জোর দিতেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা আমল করতেন।

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর উম্মতকে তাঁর হাদীস হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ রাখতে ও এইরূপ মুখস্থ হাদীস প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে পরিপূর্ণ মুখস্থ না থাকলে বা সামান্য দ্বিধা থাকলে সে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তিনি যা বলেন নি সে কথা তাঁর নামে বলা নিষিদ্ধ ও কঠিনতম পাপ। ভুলক্রমেও যাতে তাঁর হাদীসের মধ্যে হেরফের না হয় এজন্য তিনি পরিপূর্ণ মুখস্থ ছাড়া হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন।

৪. মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান

নিজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের বানানো মিথ্যা গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব হবে বলে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমন- আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: من سيكون فى أخر الزمان الناس من أمتى يحدثونكم بما تسمعوا انتم و لا أباءكم فإياهم "শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুনেন নি। খবারদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দুরে থাকবে।"[২২৯]

---

২২৭ على من عليكم بكتاب الله وسترجعون الى قوم يحبون الحديث عنى او كلمة تشبهها فمن حفظ شيئا فليحدث به ومن قال ما لم أقل فليتيوأ مقعده من النار দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, বাব হাদীসু আবী মূসা আল-গাফিকী, হাদীস নং ১৮৯৪৬

২২৮ اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: (لا، ونبيك الذي أرسلت) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওযূ, বাব ফাদলু মান বাতা আলাল ওযূ, হাদীস নং ২৪৪

২২৯ لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس فى الاسواق يقول : حدثنى فلان بن فلان بكذا بكذا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবু যিহাবিল ঈমান আখিরায যামান, হাদীস নং ২৩৪

 Dhaka University Institutional Repository

- ওয়াসিলাহ ইব্‌নুল আসকা' (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: কেয়ামতের পূর্বেই শয়তান বাজারে-সমাবেশে ঘুরে ঘুরে হাদীস বর্ণনা করে বলবে: আমাকে অমুকের ছেলে অমুক এই এই বিষয়ে এই হাদীস বলেছে।[২৩০]
- রাসূলুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) কে বলেন: শয়তান মানুষের রূপধারণ করে মানুষদের মধ্যে আগমন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এরপর মিথ্যা হাদীসগুলি শুনে সমবেত মানুষ সমাবেশ ভেঙ্গে চলে যায়। অতঃপর তারা সে সকল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে বলে: আমি এক ব্যক্তিকে হাদীসটি বলতে শুনেছি যার চেহারা আমি চিনি তবে তার নাম জানি না।[২৩১]

৫. সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ্ (স.) যাচাই না করে কোনো হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীস বানানোর জন্য নয়, শুধুমাত্র সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে হাদীস গ্রহণ করাই তাকে মিথ্যাবাদী বানানোর জন্য যথেষ্ঠ বলে হাদীসে বলা হয়েছে। উপরন্তু, যদি কোনো ব্যক্তি সেই হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে ও মিথ্যা হাদীস বলার পাপে পাপী হবে। যেমন-

- আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع "একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য একটুকুই যথেষ্ঠ যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।"[২৩২]
- সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব ও মুগীরাহ ইব্‌ন শু'বা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: من حدث عنى حديثا و هو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين "যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।"[২৩৩]

উপরে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, হাদীসের নামে মিথ্যা বা মানুষের কথাকে হাদীস বলে চালানো জঘন্যতম পাপ ও অপরাধ। অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতমূলক ভুলও হাদীসের ক্ষেত্রে বড় পাপ।

কুরআন ও হাদীসের এসব স্পষ্ট বিধি-নিষেধের করণেই সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ তথা সনদ ছাড়া তাঁরা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তী কালে ইলম হাদীসের ক্ষেত্রে এই সনদই মূলভিত্তি রূপে স্থাপিত হয়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই এর জন্য সনদ একান্তই অপরিহার্য। তাই অন্যের বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সনদ বা সূত্র বলার প্রচলন শুরু হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই।

মুহাদ্দিসগণের নিকট সনদের গুরুত্ব

আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পায় মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসকে সনদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকৃতি ও বিভ্রান্তির রাহু গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। মুহাদ্দিসগণ সনদের গুরুত্ব বুঝাতে বিভিন্ন কথা বলেছেন। এমনকি তাঁরা সনদকে দ্বীনের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। সনদ ছাড়া ইলম হাদীসের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। নিম্নে তাঁদের কিছু অভিমত তুলে ধরা হল :

---

২৩০ আবূ আহমদ আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আদী, *আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল*(বৈরূত: দারুল ফিকর, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮), খ. ১, পৃ. ১১৫

২৩১ إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى ما اسمه يحدث দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, মুকাদ্দিমাতুল ইমাম মুসলিম, বাব ফিদ দু'আফা ওয়াল কায্‌যাবিন ওয়া মান ইয়ারগাবু আন হাদীসিহিম, পৃ. ১২

২৩২ *আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১১৫

২৩৩ *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

◈ সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রথম হিজরীর প্রখ্যাত তাবি‘ঈ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন বলেন: নিশ্চয়ই এই জ্ঞান হল দ্বীন (ধর্ম)। তাই তুমি কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ তা ভেবে দেখবে।[২৩৪]

◈ দ্বিতীয় হিজরীর অন্যতম মুহাদ্দিস সুফইয়ান ইব্ন সাঈদ আস্-সাওরী (রহ.) (জ. ৯৭/৭১৬ - মৃ. ১৬১/৭৭৮) বলেন : সনদ হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র। তার নিকট যদি অস্ত্রই না থাকে, তবে সে শত্রুর সাথে লড়াই করবে কি দিয়ে? [২৩৫]

◈ সুফিয়ান ইব্ন উ'আইনাহ (১৯৮ হি.) বলেন : একদিন ইব্ন শিহাব যুহরী (১২৫ হি.) হাদীস বলছিলেন। আমি বললাম : আপনি সনদ ছাড়াই হাদীসটি বলুন। তিনি বলেন : তুমি কি সিঁড়ি ছাড়াই ছাদে আরোহণ করতে চাও?[২৩৬]

◈ উতবাহ ইব্ন আবী হাকীম (১৪০ হি.) বলেন : একদিন আমি ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী ফারওয়া (১৪৪ হি.) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ইব্ন শিহাব যুহরী (১১৫ হি.) উপস্থিত ছিলেন। ইব্ন আবী ফারওয়া হাদীস বর্ণনা করে বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন ....। তখন ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী তাকে বলেন: হে ইব্ন আবী ফারওয়া, আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করুন! আপনি হাদীস বলছেন অথচ হাদীসে সনদ বলছেন না। আপনি আমাদেরকে লাগামহীন হাদীস বলছেন।[২৩৭]

◈ প্রসিদ্ধ তাবি‘উত তাবি‘ঈন আব্দুল্লাহ ইব্নুল মুবারক (১৮১ হি.) বলেন: সনদ বর্ণনা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সনদ বর্ণনার প্রচলন না থাকলে যে যা চাইত তাই বলত। তিনি আরো বলেন: আমাদের ও লোকদের মাঝে খুঁটি বা সেতুবন্ধন রয়েছে, আর তা হল সনদ। অর্থাৎ খুঁটি বিহীন ঘরের অবস্থা যা, সনদবিহীন হাদীসের অবস্থাও তা। তিনি আরো বলেন: সনদ-সূত্র ব্যতিত দ্বীন সন্ধান করা সিঁড়ি ছাড়া ছাদে আরোহন করার মত।[২৩৮]

◈ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল বলেন: আমরা যখন হালাল, হারাম, সুনান ও আহকাম সম্পর্কে রাসূল (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতাম, তখন সনদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করতাম। আর যখন হুকুম আরোপ ও রহিতকরণ ব্যতিত ফাদাঈলুল ‘আমাল, সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতাম, তখন সনদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করতাম। যদি সনদ বর্ণনার প্রচলন না থাকত, তবে যে যা চাইত তাই বলত।[২৩৯]

◈ ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) বলেন: যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া হাদীস সন্ধান করে, সে ঠিক রাতের অন্ধকারে কাঠ আহরণকারীর মত। সে কাঠের বোঝা বহন করছে, অথচ তার মধ্যে বিষধর সর্প রয়েছে। তা তাকে দংশন করে; কিন্তু সে টেরই পায় না।[২৪০]

---

[২৩৪] إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكن দ্র. *সহীহুল মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ১৪

[২৩৫] الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه السلاح فبأى شيء يقاتل দ্র. মাজদুদ্দীন আবূস সা‘আদাত আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল আসীর আল-জাজরী, *জামিউ‘ল উসূল ফী আহাদীসুর রসূল*(বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১০৯

[২৩৬] وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ يَوْمًا بِحَدِيثٍ؛ فَقُلْتُ: هَاتِهِ بِلَا إِسْنَادٍ؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَتَرْقَى السَّطْحَ بِلَا سُلَّمٍ দ্র. *তাদরীবুর রাবী*, খ. ২, পৃ. ১৬০

[২৩৭] মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপূরী, *মা‘রিফাতু উলুমিল হাদীস*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৭), পৃ. ৬

[২৩৮] الاسناد من الدين و لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء দ্র. *মুকাদ্দামতু সহীহি মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫

[২৩৯] الاسناد اذا روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحلال و الحرام والسنن و الاحكام تشددنا فى الاسانيد واذا روينا عنه فى فضائل الاعمال و ما لايضع حكما ولايرفعه تساهلنا فى الاسانيد ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء দ্র. *জামিউ‘ল উসূল ফী আহাদীসুর রসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

[২৪০] لحام مثل الذى يطلب الجديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة الحطب فيها افعى تلدغه و هو لا يدرى দ্র. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলেন ইতিহাস*(ঢাকা: ইফাবা, ১৪০৭/১৯৮৬), পৃ. ৫৭২

 Dhaka University Institutional Repository

- ইমাম আস-সাওরী (রহ.) বলেন: সনদ হল হাদীসের অলংকার, যে ব্যক্তি সনদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ, সে সৌভাগ্যবান।[২৪১]

- ইয়াজীদ ইব্ন জুরায়হ সনদকে ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্য নিয়োজিত অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে তুলনা করে বলেন: প্রত্যেক ধর্মের একটি অশ্বারোহী বাহিনী আছে। এই ধর্মের অশ্বারোহী বাহিনী হল সনদের বর্ণনাকারীগণ।[২৪২]

- ইমাম ইব্ন হাজম বলেন: সনদ আল্লাহর একটি বিশেষ দান যা তিনি শুধু এই জাতিকেই দান করেন।[২৪৩]

- কেউ কেউ বলেন: সনদ উম্মাতে মুহাম্মাদির বৈশিষ্ট্য। দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ সনদ সহীহ হাদীসকে চেনার ও মাওদূ হাদীস থেকে সহীহকে পার্থক্য করার একমাত্র মাধ্যম।[২৪৪]

- ইমাম আওযা'ঈ বলেন: সনদ চলে যাওয়ার মাধ্যমে ইলমের অন্তর্ধান ঘটবে।[২৪৫]

- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শো'বা বলেন: যে হাদীসের শুরুতে حدثنا وأخبرنا শব্দ নেই, সে হাদীস ঐ খাদ্যের অনুরূপ, যা ভক্ষণ করলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন: সনদ ছাড়া হাদীসের উদাহরণ এমন ব্যক্তির মত, যে বিস্তীর্ণ মাঠে লাগামহীন উট নিয়ে বিচরণ করছে। সুতরাং এ ব্যক্তির জন্য যেমন লাগামহীন উটকে সঠিক পথে পরিচালিত করা অসম্ভব, তেমনি সনদবিহীন হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করাও মুহাদ্দিসগণের পক্ষে দুরূহ।[২৪৬]

- ড. মাহমুদ আত-তহান বলেন: সনদ আসলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ উম্মতের জন্য বিশেষ রহমত। এ উম্মত বৈ পূর্ববর্তী কোন উম্মতের জন্য এরূপ কোন বিশেষ দান ছিল না।[২৪৭]

হাদীস বিশারদগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, 'ইলম হাদীসের ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব হল ঘরের খুঁটি এবং মানব দেহের পায়ের মত। খুঁটি ছাড়া ঘর হয় না। আর পা ব্যতিত মানুষ দাঁড়াতে পারে না। তেমনি সনদ ছাড়া হাদীসের অস্তিত্বই বিপন্ন। তাই 'ইলম হাদীসের ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। হাদীস বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনার সর্বোচ্চ মানদণ্ড হল সনদ। সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ এবং গাইরে সহীহ হাদীসের পার্থক্য নিরূপণ করা অতি সহজ হয়ে যায়।

---

[২৪১] الاسناد من الدين و لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء দ্র. *মুকাদ্দামাতু সহীহি মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫

[২৪২] لكل دين فرسان ,وفرسان هذا الدين أصحاب الاسناد দ্র. *জামিউ'ল উসূল ফী আহাদীসুর রসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

[২৪৩] মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*(ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ১ম সংস্করন জানু. ২০০৪), পৃ. ১১৩

[২৪৪] The Islamic University Studies, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[২৪৫] খতীব আল-বাগদাদী, *শরফু আসহাবিল হাদীস*(মিসর: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়াহ, তা. বি), পৃ. ৪২

[২৪৬] ড. সুবহী আস-সালিহ, *উলূমুল হাদীস*(ইরান: মানুশুরাতুর রিদা, ১৩৬৩/১৯৮২), পৃ. ১৩১

[২৪৭] *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উম্মাহাতুল মু'মিনীন পরিচিতি

'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' দু'টি শব্দের সমন্বয় গঠিত বাক্যের একটি অংশ। (امهات) 'উম্মাহাত' (ام) উম্ম শব্দের বহুবচন অর্থঃ মায়েরা, মাতাগণ, জননীগণ। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ حرمت عليكم امهاتكم আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।[১] 'মু'মিনীন' শব্দটি মু'মিন[২] শব্দের বহুবচন অর্থঃ ঈমানদারগণ, বিশ্বাসীগণ। সুতরাং 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' অর্থ মু'মিনীন বা বিশ্বাসীদের মাতাগণ। রাসূলুল্লাহ (স.) এর পূণ্যবতী স্ত্রীগণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিয়ে-শাদী হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মার মা স্বরূপ।[৩] রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) এর সাথে মুসলিম উম্মার সম্পর্ক পিতা-মাতার চেয়েও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়। তাদের কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী কিংবা অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উম্মতের মা বলেছেন। উপরন্তু তাদেরকে দুঃখ দিলে রাসূলুল্লাহ (স.)কেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।[৪] তবে এ মাতৃ সম্পর্কের কারণে মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই; বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।[৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণকে আল-কুরআনে (أَزْوَاجِكَ - ازواجه) আযওয়াজুহু ও আযওয়াজুকা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] যাওজ (زوج) এর বহুবচন আযওয়াজ অর্থঃ কোন জিনিসের জোড়া, দু'য়ের সমষ্টি, স্ত্রী, স্বামী, পতি ইত্যাদি।[৭] আল-কুরআনে হযরত হাওয়া (আ.) কে হযরত আদম (আ.) এর যাওজ বলা হয়েছে। যেমনঃ (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে

---

১ *আল-কুরআন*, ৪: ২৩

২ মু'মিন যে ব্যক্তি শরী'আতের যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে এবং এগুলোকে নিজের দীন হিসেবে বরণ করে নেয়। পরিপূর্ণ মু'মিন সে ব্যক্তি যিনি শরী'আতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন এবং এগুলোর মৌখিক স্বীকৃতিসহ বাস্তব জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে আমল করে চলেন। দ্র. অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*(ঢাকাঃ ই.ফা. বা. ৯ম সংস্করণ জানু. ২০১০), পৃ. ৩৯

৩ Believers' mothers as regards respect and marrage দ্র. ড. মুহাম্মদ তাকিউদ্দীন আল-হিলালী ও ড. মুহাম্মদ মুহসীন খান, *দি নোবেল কুরআন*(মদীনা মুনাওয়ারাঃ কে. এস. এ. মদীনা, ১৪২০ হি.), পৃ. ৫৬০

৪ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৫৩

৫ হযরত মাওলানা মুফতী মুহ্ম্মদ শাফী, অনু. মাওলানা মহিউদ্দীন খান, *তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*(সউদী আরবঃ খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি.), সূরা আল-আহাযাব, পৃ. ১০৭১

৬ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়) ও وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (তাঁর স্ত্রীগণ তোমাদের মাতা স্বরূপ) দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৫৩, ৬; تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ (আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য), وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন)। দ্র. *আল-কুরআন*, ৬৬ : ০১, ০২

৭ مُقَارَنَةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ দ্র. আহমাদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া আল-কাযভীনী আর-রাযী আবুল হুসাইন, আল-মুহাক্কিকঃ আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ হারুন, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাত*(বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯/১৯৭৯), খ. ৩, পৃ. ৩৫; الْبَعْلُ وَالزَّوْجُ أَيْضًا الْمَرْأَةُ দ্র. যয়নুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর আব্দুল কাদির, মুহাক্কিকঃ ইউসূফ আশ-শায়খ মুহাম্মাদ, *মুখতারুস সিহা*(বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা-আদ-দারুন নামূযাজিয়্যা, ৫ম সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯), পৃ. ১৩৮

 Dhaka University Institutional Repository

বসবাস কর।[৮] আবার জিনিসের জোড়াকেও যাওজ বলা হয়েছে। যেমন: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।[৯]
এভাবে তাদেরকে সম্বোধন করে ঈগিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যুগলবন্দি হয়ে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ সান্নিধ্য লাভ করায় তারা অন্যান্য নারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী।

আল-কুরআনে উম্মাহাতুল মু'মিনীন- কে (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ) হে নবী স্ত্রীগণ! বলে দু'স্থানে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) হে নবীর মহিলাগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও।[১০] (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) অর্থাৎ হে নবী স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।[১১]
এখানে বিশ্বের সকল নারীদের থেকে তাদের সতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে।[১২] অর্থাৎ তাদের একটি পাপ অন্যদের দু'টি পাপের সমান হবে। অনুরূপভাবে তাদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন এবং সম্মানজনক রিযিক প্রাপ্ত হবেন।[১৩] অর্থাৎ তারা একটি সওয়াবের কাজ করলে অন্যদের দু'টি সওয়াবের কাজের সমান হবে এবং সম্মানজনক রিযিকও পাবেন।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণকে আল-কুরআনে (اهل البيت) আহলুল বায়ত বা নবী পরিবারের সদস্যবর্গ বলা হয়। সূরাতুল আহ্যাব এর ৩০ হতে ৩৪ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণকে তাদের কর্মের পরিশুদ্ধি, নবীর সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য কতিপয় বিশেষ দিকনির্দেশনা প্রদানের পর বলা হয়েছে: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا[১৪] এর মর্মার্থ হচ্ছে- হে নবী স্ত্রীগণ! তোমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করার উদ্দেশ্যে এসব নির্দেশাবলী দেয়া হয় নি; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- তোমাদেরকে যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবিলতা ও কলুষতা হতে বিমুক্ত করা।

বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার আর একটি দিক উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) আল্লাহর আয়াত ও (হিকমত) জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।[১৫]

---

৮ *আল-কুরআন*, ০২ : ৩৫
৯ *আল-কুরআন*, ৫১ : ৪৯
১০ *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩২
১১ *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩০
১২ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا অর্থাৎ হে নবী স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩০
১৩ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দুবার পুরুস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩১
১৪ *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৩
১৫ *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৩

 Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ তাফসীরকারকগণের মতে (الْحِكْمَةِ) হিকমত অর্থ রাসূলুল্লাহ (স.) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ।[১৬] অর্থাৎ হাদীস ও কুরআনের যা কিছু তাঁদের গৃহে, তাদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ও আমলের মাধ্যমে সুন্নাতকে জীবন্ত ও স্মরণীয় করে রাখার নির্দেশ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে।

ইব্‌ন আরাবী আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট থেকে কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস শোনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌঁছে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি কুরআনের যেসব আয়াত রাসূলুল্লাহ (স.) এর পূণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট থেকে তারা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌঁছানো উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অপরিহার্য কর্তব্য।[১৭]

আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কর্মময় জীবনের আদর্শের সঠিক চিত্র উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর গৃহ হয়ে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এ ক্ষেত্রে উম্মাহাতুল মু'মিনীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর অর্ধ শতাব্দিরও বেশি সময় ধরে আমল ও বর্ণনার মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে ইল্‌ম হাদীস বিতরণের কাজে নিরলস পরিশ্রম করে তারা ত্যাগের উজ্জ্বল উপমা সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে কিতাবুল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইসলামী হুকুম-আহকামের শিক্ষাদান 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর চেয়ে ভালো আর কারা করতে পারতেন? কারণ অন্যরা তো কেবল বাইরের রাসূলুল্লাহ (স.)কে প্রত্যক্ষ করতেন, অভ্যন্তরের রাসূলুল্লাহ (স.) থাকতেন তাদের দৃষ্টির আড়ালে। পক্ষান্তরে 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' বাহির ও অভ্যন্তর-সর্ব অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)কে খুব কাছে থেকে দেখা, জানা ও বুঝার সৌভাগ্য লাভ করতেন।

---

১৬ যেমন: بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أحكام دين الله، ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কাসীর, আবূ জাফর আত-তাবারী, আল-মুহাক্কিক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, *জামিউল বায়ান ফী তাভীলিল কুরআন*(বৈরূত: মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ ১৪২০/২০০০), খ. ২০, পৃ. ২৬৮

১৭ *তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যা নিরূপণ

হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ, যারা বিবাহিতা স্ত্রীরূপে তাঁর সাথে স্বল্প ও দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন, তারা মোট এগার (১১) জন।[১৮] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'য়াদ (মৃ. ২৩০ হি.) তাদের ক্রমধারা এভাবে বর্ণনা করেন:[১৯]

১। হযরত খাদীজা বিন্ত খুয়াইলিদ (রা.)

২। হযরত সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.)

৩। হযরত আয়িশা বিন্ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)

৪। হযরত হাফসা বিন্ত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.)

৫। হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা.)

৬। হযরত উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.)

৭। হযরত উম্মু সালামা বিন্ত আবূ উমাইয়্যা (রা.)

৮। হযরত যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.)

৯। হযরত জুওয়াইরীয়া বিন্ত হারিস (রা.)

১০। হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.)

১১। হযরত মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস (রা.)

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত যয়নাব বিন্তু খুযায়মা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় এন্তেকাল করেন।[২০] বাকি (৯) নয় জন রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওয়াফাতের পর জীবিত ছিলেন।[২১] এছাড়া রাইহানা বিন্তু শাম্উন ও মারীয়া কিবতীয়া নামে তাঁর দুইজন বাদী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ইয়াহুদী বনু কুরাইযার বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।

---

১৮ ইমাম আল-মিয্যী (রহ. মৃ. ৭৪২/১৩৪২) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল" এ একে একে এগার জন উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর নাম ও বিবাহের সন উল্লেখ করে বলেন, فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة দ্র. জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন ইউসূফ আল-মিয্যী, তাহকীক: ড. বাশ্শার আওয়াদ মা'রূফ, *তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*(বৈরূত: মুয়াস্সাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ ১৪০০/১৯৮০), খ. ১, ফসল ফী যিকরি আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স. রা.), পৃ. ২০৫

১৯ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'য়াদ, তাহকীক: আব্দুল কাদির আতা, *আত্ তাবাকাতুল-কুবরা*(বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০), খ. ৮, বাব যিকরু আদাদি আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স.), পৃ. ১৭৪-১৭৭

২০ মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নূ'মানী ও মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী (রহ.), অনু. মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মা'আরিফুল হাদীস*(ঢাকা: ই.ফা.বা, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৭), খ. ৮, পৃ. ৩৫৭

২১ عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة امرأة توفي في حياته اثنتان منهن، ومات صلى الله عليه وسلم عن التسع الباقيات দ্র. *মাজাল্লাতুল বুহূস আল-ইসলামিয়্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

 Dhaka University Institutional Repository

এসময় তাদের অধিকাংশ মুসলিমগণের হাতে গ্রেফতার হয়, তখন তাদের মধ্যে রাইহানা বিন্‌ত শাম‘উনও ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে আযাদ করে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তবে কতক অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা তাঁর অর্জিত হয় নি; বরং বাদী হিসেবে তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের কয়েকদিন পূর্বে, অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি এন্তেকাল করেন।[২২] হযরত মারীয়া কিবতীয়াও (রা.) তাঁর বাদী ছিলেন। ইস্কান্দরিয়ার শাসক মকূকাস/মুকাওকাস অন্যান্য হাদীয়ার সাথে হাদীয়াস্বরূপ তাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর গর্ভে একটি ছেলে জন্মলাভ করেছিলেন, যার নাম ইব্রাহীম রাখা হয়েছিল। দুধপানের দিনগুলোতেই প্রায় দেড় বছর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন। এরপর শরী‘আতের নির্দেশ মুতাবিক তিনি ‘উম্মে ওয়ালাদ’ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পাঁচ (৫) বছর পর হযরত ‘উমার (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি এন্তেকাল করেন।[২৩] তবে হযরত কাতাদা (রা.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল (১৫) পনের জন। তাদের মধ্যে ছয়জন কুরায়শ বংশের, একজন হালীফু কুরায়শ, সাতজন আরবের অন্যান্য মহিলাদের থেকে এবং একজন বনী ইসরাইলের থেকে। জাহিলী যুগে তিনি মাত্র একজনকে বিবাহ করেছিলেন।[২৪] তবে এ বর্ণনার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্যদিকে এ হাদীসের সনদও সঠিক নয়।[২৫] সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত সঠিক মত হলো উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর সংখ্যা মোট (১১) এগার জন। সম্মানিত উলামা, মুহাদ্দিসীন ও ঐতিহাসিগণের প্রায় সকলেই এ মতের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। নিম্নে তাদের বিস্তারিত পরিচিতি ক্রমধারা অনুসারে তুলে ধরা হয়েছে।

---

২২ *মা‘আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৫৭

২৩ *মা‘আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৬

২৪ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، سِتٌّ مِنْهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ، وَسَبْعَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নাইসাপুরী, তাহকীক: মুস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহায়ন*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯০), খ. ৪, হাদীস নং ৬৭১২, পৃ. ৪; সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আইয়ূব ইব্‌ন মুতীর আবুল কাসিম আত্‌-তিবরানী, তাহকীক: হামদা ইব্‌ন আব্দুল মাজীদ আস-সালফী, *আল-মুজামুল কাবীর*(কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন তায়মিয়্যা, ২য় সংস্করণ তা. বি.), খ. ২২, হাদীস নং ১০৮৬

২৫ وَفِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ مَقَال দ্র. ইব্‌নুল মুলকিন সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস উমার ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আহমাদ আশ-শাফী আল-মিসরী, তাহকীক: আব্দুল্লাহ বাহারুদ্দীন অব্দুল্লাহ, *গাইয়াতুস সুওল ফী খাসায়িসির রাসূল স.*(বৈরূত: দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ১৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবনালেখ্য

১। হযরত খাদীজা বিন্ত খুয়াইলিদ (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (خديجة) খাদীজা। কুনিয়াত (ام هند) উম্মু হিন্দ, প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কন্যার নামে[২৬] ও (ام القاسم) উম্মুল কাসিম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে প্রথম সন্তান আল-কাসিম এর নামে তিনি কুনিয়াত গ্রহণ করেন।[২৭] লকব 'তাহিরা' ও সায়্যিদাতু কুরায়শ।[২৮] পিতার নাম (خُوَيْلِد) খুওয়াইলিদ ও মাতার নাম ফাতিমা বিন্তু যায়িদ। পিতৃ-বংশের উর্ধতন পুরুষ কুসাঈ পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ (স.) এর বংশের সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আব্দুল 'উয্যা ইব্ন কুসাঈ। এই 'কুসাঈ' রাসূলুল্লাহ (স.) এরও ৪র্থ উর্ধ্বতন পুরুষ।[২৯] খাদীজা (রা.) এর মাতা ফাতিমাও ছিলেন কুরায়শ বংশীয়া।[৩০] রাসূলুল্লাহ (স.) ও হযরত খাদীজা (রা.) এর মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর-সম্পর্ক ছিল। এ কারণে, নুবুওয়াত লাভের পর হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। সম্ভবত বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি এ কথা বলেছিলেন।[৩১]

জন্ম

عام الفيل বা হস্তী বছরের পনের (১৫) বছর পূর্বে তথা হিজরতের ৬৮ বছর আগে, ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীর কুরায়শ বংশের এক অভিজাত, বিত্তবান ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়।[৩২] বিখ্যাত সাহাবী হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) বলেন: খাদীজা আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাঁর জন্ম হস্তী সনের পনের বছর পূর্বে। আর আমার জন্ম হাতীর বছরের তের বছর আগে।[৩৩] জন্মের পর খাদীজা (রা.) তাঁর মা ও বাবার সাথে সুন্দর পরিবেশে অতি পূতঃপবিত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেন। পিতা খুওয়াইলিদ তাঁর মেয়ের নির্মল ও পরিশুদ্ধ স্বভাব ও প্রকৃতির কথা ভেবে সে সময়ের বিশিষ্ট তাওরাত

---

[২৬] (وهند من زوجها الأول) كانت تكنى بأم هند দ্র. খয়রুদ্দীন ইব্ন মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন ফারিস আয-যিরিকলী, আদ্-দিমাশকী, *আল-আ'লাম*(বৈরূত: দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৫তম সংস্করণ, মে ২০০২), খ. ২, পৃ. ৩০২

[২৭] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ وُلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ الْقَاسِمُ. وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى দ্র.আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সায়াদ ইব্ন মানী' আল-হাশিমী, তাহকীক: মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আতা, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০), খ. ১, পৃ. ১০৬

[২৮] فعرفت بين القاصى والدانى بلقبى الطاهرة و سيدة قريش দ্র. মুহাম্মাদ আলী কুতুব, *যাওজাতুন নাবী স.*(ইসকান্দারীয়্যা: দারুদ দা'ওয়া, ৩য় সংস্করণ ২০০৮/১৪১৯), পৃ. ১১

[২৯] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ দ্র. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১

[৩০] وأمها فاطمة بنت زائدة، قرشية من بني عامر بن لؤيّ দ্র. আবূল ফযল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, তাহকীক: আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজূদ ও অন্যান্য, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*(বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি.), খ. ৮, পৃ. ৯৯

[৩১] ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় সংস্করণ ১৪২৭/২০০৬), খ. ৫, পৃ. ১১

[৩২] ولدت بمكة، ونشأت في بيت شرف ويسار দ্র. *আল-আ'লাম*,প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০২

[৩৩] وكانت خديجة أسن مني بسنتين. وولدت قَبْلَ الْفِيلِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَوُلِدْتُ أَنَا قبل الفيل بثلاث عَشْرَةَ سَنَةً দ্র. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩

বিশেষজ্ঞ খাদীজার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল এর সাথে তাঁর বিবাহের চিন্তা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তা কার্যকরী হয় নি।[৩৪]

শুভ বিবাহ

হযরত খাদীজা (রা.) এর বয়স যখন পনের বছরে পৌঁছে, তখন তাঁর প্রথম বিবাহ হয় তামীম গোত্রের ধনাঢ্য তরুন আবূ হালা ইব্‌ন যারারাহ আত-তামীমীর সাথে।[৩৫] কিছু দিন পর আবূ হালা মৃত্যু বরণ করলে আতীক ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর আল-মাখযুমীর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। তিনিও এন্তেকাল করলে খাদীজা বিধবা হন।[৩৬] অতঃপর মক্কার অনেক অভিজাত কুরায়শ যুবক হযরত খাদীজা (রা.)কে সহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল। কারণ তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। কিন্তু হযরত খাদীজা (রা.) তাদের সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৭] তবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যবসা পরিচালনায় সততা, দক্ষতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতা দেখে তিনি তাঁর বান্ধবী 'নাফীসা বিন্‌ত মানিয়্যা'কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর মনোভাব জানার জন্য তাঁর কাছে পাঠান। নাফীসা এসে এভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করলেন:

নাফীসা : হে মুহাম্মাদ! আপনি বিয়ে করছেন না কেন? মুহাম্মাদ বললেন, বিয়ে করার মতো অর্থ-সম্পদ তো আমার হাতে নেই। তখন নাফীসা বললেন, যদি আপনাকে একটি সুন্দরের প্রতি আহবান জানানো হয়, অর্থ, বিত্ত, মর্যাদা ও অভিজাত বংশের প্রস্তাব দেয়া হয়, আপনি কি তাতে রাজি হবেন? বিস্ময়ে মুহাম্মাদ বললেন: কে তিনি? নাফীসা বললেন, খাদীজা। শুনে মুহাম্মাদ বললেন, এ আমার জন্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে? নাফীসা বললেন, সে দায়িত্ব আমার। তখন মুহাম্মাদ বললেন, তা হলে আমি রাজি।

নফীসা বলেন, অতঃপর আমি এসে খাদীজাকে তা অবহিত করি।[৩৮]

এভাবে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে খাদীজা (রা.) নিজেই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (স.)ও তাঁর চাচাদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন।[৩৯] এরপর উভয় পক্ষের মুরব্বিদের আলাপ-আলোচনার একপর্যায় হযরত হামযা, আবূ তালিব ও অন্যান্য চাচাগণ খাদীজা (রা.) এর চাচা আমর ইব্‌ন আসাদ এর কাছে গিয়ে ভাতিজির বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।[৪০] এরপর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত খাদীজা (রা.) এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইব্‌ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত খাদীজা (রা.) কে বিশ 'বাক্‌রাহ' দেনমোহর প্রদান

---

৩৪ وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ قَدْ ذُكِرَتْ لِوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ দ্র. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩

৩৫ ولما بلغت الخامسة عشرة من عمرها خطبها ابو هالة بن زرارة التميمى فتى قومه بنى تميم واكثرهم مالا واوسعهم ثراء দ্র. *যাওজাতুন নাবী* (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩৬ كَانَت خَدِيْجَةُ أَوَّلاً تَحْتَ أَبِي هَالَةَ بنِ زُرَارَةَ التَّمِيْمِيِّ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ عَتِيْقُ بنُ عَابِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُوْمٍ ثُمَّ بَعْدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন কায়মায আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*(কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭/ ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ৪০৯

৩৭ وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالاً، كل قومها قد كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر على ذلك দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আল-মুত্তালিবী আল-মাদানী, তাহকীক: সুহায়ল যাকার, *সীরাতু ইব্‌ন ইসহাক*(বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ. ৮২

৩৮ فَأَرْسَلَتْنِي دَسِيسًا إِلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ فِي عِيرِهَا مِنَ الشَّامِ. فَقُلْتُ: [يَا مُحَمَّدُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزَوَّجَ؟ فَقَالَ: مَا بِيَدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ كُفِيتَ ذَلِكَ وَدُعِيتَ إِلَى الْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ أَلا تُجِيبُ؟ قَالَ: فَمَنْ هِيَ؟ قُلْتُ: خَدِيجَةُ. قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَتْ قُلْتُ: عَلَيَّ. قَالَ: فَأَنَا أَفْعَلُ فَذَهَبْتُ فَأَخْبَرْتُهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৫; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭

৩৯ فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر ذَلِك لَا عِمَامَة فَخَرَجَ مَعَهُ দ্র. আব্দুল মালিক ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আইয়্যূব আল-হুমায়রী, তাহকীক: মুস্তফা আস-সিকা ও অন্যান্য, *আস-সীরাতুন নববীয়্যা লি ইব্‌ন হিশাম* (মিসর: শিরকাতু মাকতাবাহ্, ২য় সংস্করণ ১৩৭৫/১৯৫৫), খ. ১, পৃ. ১৮৯

৪০ فذهب أبو طالب و حمزة و غيرهما إلى عم خديجة عمرو بن أسد وخطبوا إليه ابنة أخيه দ্র. মাহমূদ মাহদী আল-ইসতামবূলী ও মুস্তফা আবুন নসর আশ-শালবী, *নিসাউ হাওলার রাসূল স.*(জিদ্দা: মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ৫ম সংস্করণ ১৪১৫ /১৯৯৫), পৃ. ৩৯

 Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৪১] আল-কালবী বলেন, বারো উকিয়া ও এক নশ স্বর্ণ। এক উকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম।[৪২] রাসূলুল্লাহ (স.) যখন হযরত খাদীজা (রা.) কে বিবাহ করেন সর্বাধিক সঠিক মতানুসারে তখন খাদীজা (রা.) এর বয়স চল্লিশ আর রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর।[৪৩] এভাবে হযরত খাদীজা (রা.) 'উম্মুল মু'মিনীন' এর মর্যাদা লাভ করেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে তিনি প্রথমা। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তত দিন আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি।

ইসলাম গ্রহণ

এই শুভ বিবাহের পনের বছর পর রাসূলুল্লাহ (স.) নবুওয়াত লাভ করেন। বিচক্ষণ খাদীজা (রা.) স্বামী মুহাম্মাদ (স.) এর আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে আগে থেকেই তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) যখনই ওহি প্রাপ্ত হয়ে খাদীজা (রা.) এর কাছে আসলেন, তখন কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই তিনি তা গ্রহণ করলেন। মনে হয় যেন খাদীজা (রা.) আগে থেকেই এমন একটি সংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় সেই সত্যটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি প্রথম ওহির সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া-এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা.) এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহি এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি পাঠক (লেখা-পড়া করা ব্যক্তি) না। তিনি বললেন, তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি বললাম, আমি পাঠক না। তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, আমি পাঠক না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহা মহিমান্বিত। পড়ুন, আপনার রব মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না'।[৪৪] তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তারা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা.) এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাকে বললেন, আমি আমার নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা বললেন: كلا و الله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل و تكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق (আল্লাহর কসম, কখ্খনো না। আল্লাহ আপনাকে কখ্খনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং

---

৪১ صداق خديجة: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَصْدَقَهَا رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِشْرِينَ بَكْرة দ্র. প্রাগুক্ত।

৪২ فزوجها رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اثنتي عشرة أوقية ونشا. والأوقية أربعون درهما দ্র. আহমাদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন জাবির ইব্ন দাউদ আল-বালাযুরী, তাহকীক: সুহায়ল যাকার এবং রিয়াদ আয-যিরিকলী, *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*(বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ / ১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ৯৭

৪৩ فَبَنَى بِهَا وَلَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً. وَكَانَتْ أَسَنَّ منه بخمس عشرة سنة দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৯

৪৪ إقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق إقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم দ্র. *আল-কুরআন*, ৯৬ : ১-৫

দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।) এরপর তাকে নিয়ে খাদীজা (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন আব্দুল উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা.) তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? রাসূলুল্লাহ (স.) যা দেখেছিলেন খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাকে বললেন, ইনি তো সে দূত যাঁকে আল্লাহ মুসা (আ.) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।....[৪৫]

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ অর্থাৎ হযরত খাদীজা (রা.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং সবার আগে তাকে সত্যায়ন করেন।[৪৬]

ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য প্রতিপন্ন করেন।[৪৭]

ইব্‌নুল আসীর বলেন: وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة অর্থাৎ এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ একমত হয়েছেন যে, হযরত খাদীজা (রা.) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন পুরুষ বা নারী তাঁর থেকে অগ্রগামী হতে পারেন নি।[৪৮]

সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া বলেছেন: اول من أمن بالله و رسوله خديجة وأبوبكر وعلى رض অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন হযরত খাদীজা, আবূ বকর ও আলী (রা.)।[৪৯]

হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: خديجة سابقة نساء العالمين الى الايمان بالله و بمحمد (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে খাদীজা (রা.) বিশ্বের সকল নারীর অগ্রবর্তিনী।)[৫০]

ওহির প্রাথমিক ঘটনাবলী শুনে ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর গতি-বিধি গভীরভাবে অবলোকন করে, হযরত খাদীজা (রা.) বলেন: সুসংবাদ, আল্লাহ আপনার কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ করবেন না। আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তা গ্রহণ করুন। তা অবশ্যই সত্য।[৫১]

ইসলাম প্রচারে তাঁর ত্যাগ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর সব ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব দীনের তাবলীগের লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ করেন।[৫২] রাসূলুল্লাহ (স.) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলাম প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সব ধরনের আয় বন্ধ হয়ে যায়। তারসাথে বাড়তে থাকে খাদীজা (রা.) এর দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন।[৫৩] এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) হলেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেন এবং যারা মুহাম্মাদ (স.) যা তাঁর রবের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন তা সত্যায়ন

---

৪৫ মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদি, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ সংস্করণ. এপ্রিল ২০০২), খ. ১, পৃ.৪-৬

৪৬ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৮

৪৭ عن ابن إسحاق، قال: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله، وصدق بما جاء به দ্র. আবূল হাসান আলী ইব্‌ন আবূল কারম মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী, ইব্‌নুল আসীর, আল-মুহাক্কিক: আলী মুহাম্মাদ মুয়াওয়ায ও অন্যান্য, *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ /১৯৯৪), খ. ৭, পৃ. ৮০

৪৮ প্রাগুক্ত।

৪৯ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১২

৫০ প্রাগুক্ত।

৫১ *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা* , প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০০

৫২ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১১

৫৩ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫

 Dhaka University Institutional Repository

করে তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন। মক্কার মুশরিকদের অবিশ্বাস ও দীনের আহবান প্রত্যাখ্যান করার কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) যে ব্যথা অনুভব করতেন, হযরত খাদীজা (রা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিতেন। কারণ তিনি তাকে সাহস দিতেন ও প্রেরণা যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সব ধরনের অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে যুক্তিসহকারে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।[৫৪]

ইব্ন ইসহাক আরো বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য ইসলাম প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে একজন যথার্থ উপদেষ্টা। (কাফিরদের শত কষ্ট-যন্ত্রনা প্রদান সত্ত্বেও) তিনি তাঁর কাছে শান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।[৫৫] রাসূলুল্লাহ (স.) সকল বিপদ-আপদে তাঁর কাছে মনের কথা বলতেন, অভিযোগ করতেন। হযরত খাদীজা (রা.) মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন, তাকে অভয় দিতেন, দীন প্রচারের কাজে সাহস ও প্রেরণা যোগাতেন। দুঃখ ও কষ্টের সময় তাঁর কাছে থেকে আহার, বিশ্রাম ইত্যাদির তদারকি করতেন। নুবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরায়শরা মুসলিমগণকে বয়কট করলে, তারা 'শি'য়াব আবূ তালিব'-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে খাদীজা (রা.)ও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর বনু হাশিম দারুণ অভাব ও দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা- হাকীম ইব্ন হিযাম, আল বুখতারী ও যুম'আ ইব্নুল আসওয়াদ- সকলে ছিলেন কুরায়শ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা বিভিন্নভাবে একঘরে করা মুসলিমগণের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৫৬]

একদিন আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব 'শিয়াব আবূ তালিব' থেকে খাদ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথে আবূ জাহল তাঁর উপর আক্রমন করার ষড়যন্ত্র করে। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেন। এ ঘটনা জানতে পেরে হযরত খাদীজা (রা.) চাচা যাম'আ ইব্ন আল-আসওয়াদকে (দূতের মাধ্যমে) বলেন, আবূ জাহল খাদ্য ক্রয়ে বাঁধা দিচ্ছে, বাড়াবাড়ি করছে। তাকে কিছু কটুকথা শুনিয়ে দিন। হযরত খাদীজা (রা.) এর কথামত যাম'আ আবূ জাহলকে এমন কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিল যে, এরপর থেকে আবূ জাহল এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে।[৫৭]

কোন একসময় হাকীম ইব্ন হিযাম গোলামের মাধ্যমে কিছু গম বা আটা তাঁর ফুফু হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছে পাঠাচ্ছিলেন। তখন তাঁর ফুফু রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে শিয়াব আবূ তালিবে বয়কটের মধ্যে পড়েছিলেন। পথিমধ্যে আবূ জাহলের সাথে তার দেখা হয়। সে রাগান্বিত হয়ে বল্‌ল, বনু হাশিমের কাছে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছ? আমি কিছুতেই যেতে দেব না। এমন সময় আবূল বুখতারী ইব্ন হাশিম সেখানে হাজির হয়ে বললেন: এ খাদ্য তো তাঁর ফুফুর, হাকীমের কাছে ছিল। ফুফুর ঐ খাদ্য সে তাকে দিতে যাচ্ছে, তুমি তাতে বাঁধা দিওনা, তাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল সে কথা বিশ্বাস করল না। তখন দু'জনের মধ্যে এনিয়ে তুমুল কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মারামারি লেগে গেল।[৫৮] এরূপ অনেক ঘটনায়

---

৫৪ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ وَآزَرَهُ عَلَى أَمْرِهِ، فَكَانَ لا يَسْمَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ مِنْ رَدٍّ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبٍ لَهُ إِلا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا، تُثَبِّتُهُ وَتُصَدِّقُهُ، وَتُخَفِّفُ عَنْهُ، وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنْ قَوْمِهِ দ্র. আবূ আমর ইউসূফ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল বার ইব্ন আসিম আন-নামরী আল-কুরতুবী, আল-মুহাক্কিক: আলী মুহাম্মাদ আল-বুজাবী, *আল-ইসতীয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*(বৈরূত: দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২), খ. ৪, পৃ. ১৮২০

৫৫ وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام كان يسكن (يشكو) إليها দ্র. *আস-সীরাতুন নববীয়্যা লি ইব্ন হিশাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৩

৫৬ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬

৫৭ وخرج العباس بن عبد المطلب من شعب أبي طالب ليشتري طعاما. فأراد أبو جهل أن يسطو به، فمنعه الله منه. وأرسلت خديجة بنت خويلد إلى زمعة بن الأسود: إن أبا جهل يمنع من ابتياع ما تريد ، فأسمع أبا جهل كلاما. فأسمعه، فأمسك দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৫

৫৮ وَقَدْ كَانَ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ لَقِيَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلد بْنِ أَسَدٍ، مَعَهُ غُلَامٌ يَحْمِلُ قَمْحًا يُرِيدُ بِهِ عَمَّتَهُ خَدِيجَةَ بِنْتَ خوَيلد، وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهُ فِي الشِّعْب، فَتَعَلَّقَ بِهِ وَقَالَ: أَتَذْهَبُ بِالطَّعَامِ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ؟ وَاللَّهِ لَا تبرحْ أَنْتَ وطعامُك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البَخْتري بْنَ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهُ؟ فَقَالَ: يَحْمِلُ الطَّعَامَ إِلَى بني هاشم؟ فقال أَبُو

 Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর চরম দুর্দিনে হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর পাশে ছিলেন। কাফিরদের সর্বাত্মক অত্যাচার, নির্যাতন ও প্রতিরোধের মধ্যেও নিজস্ব প্রভাবে তাঁর ভাতিজাদের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করাসহ দীন প্রচারে রাসূলুল্লাহ (স.)কে সার্বিক সহযোগিতা করতেন।

এন্তেকাল

হযরত খাদীজা (রা.) এর এন্তেকালের সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম নববী (রহ.) বলেন: হিজরতের তিন, চার ও পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর এন্তেকালের কথা বলা হলেও, তিন বছর পূর্বের কথাটি সঠিক। কারণ তাঁর মৃত্যু হয় আবূ তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর।[৫৯] ইমাম আয-যুহরী (রা.) উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, সালাত ফরয হওয়ার আগে হিজরতের তিন বছর পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) এন্তেকাল করেন।[৬০] হযরত খাদীজা (রা.) এর ভাতিজা হাকীম ইব্ন হিযাম বলেন: আমরা তাকে মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত 'হাজুন' নামক গোরস্তানে দাফন করি। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কবরে নামেন। তাঁর মৃত্যু হয় নুবুওয়াতের দশম বছর রমজান মাসে। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর।[৬১]

সন্তান-সন্তদি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। প্রথম স্বামীর ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দুই কন্যার জন্ম হয়।[৬২] রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে আল-কাসিম, আত-তাহির, আত-তায়্যিব, যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা.) নামে তিনি সাত সন্তানের জননী হন।[৬৩]

২। হযরত সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (سَوْدَةُ) সাওদা। পিতার নাম যাম'আ ইব্ন কায়স। মাতার নাম শামূসু বিন্ত কায়স ইব্ন আমর ইব্ন যায়িদ ইব্ন লবীদ মদীনার বিখ্যাত নাজ্জার খান্দানের মেয়ে।[৬৪] কুনিয়াত উম্মুল আসওয়াদ। নসব: সাওদা বিন্ত যাম'আ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আবদ শামস ইব্ন 'আবদ ওয়াদ্দ ইব্ন নসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসল ইব্ন আমির ইব্ন লুয়াই।[৬৫]

البَخْتري: طَعَامٌ كَانَ لِعَمَّتِهِ عِنْدَهُ بَعَثَتْ إِلَيْهِ فِيهِ أَفَتَمْنَعُهُ أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامِهَا؟ خلِّ سبيلَ الرَّجُلِ؛ فَأَبَى أَبُو جَهْلٍ حَتَّى نَالَ أحدهما من صاحبه، فأخذ أَبُو البخْتري لَحْي بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَشَجَّهُ দ্র. *আস-সীরাতুন নববীয়্যা লি ইব্ন হিশাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫

৫৯ ثم توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بخمس، وقيل: بأربع، والصحيح الأول، وكانت وفاتها بعد وفاة أبى طالب بثلاثة أيام দ্র. আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহিয়া ইব্ন শারফ আন্-নববী, *তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৩৪২

৬০ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاةُ. وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪

৬১ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. فخرجنا بِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا حَتَّى دَفَنَّاهَا بِالْحَجُونِ. وَنَزَلَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حُفْرَتِهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫

৬২ وولدت له بنتين هما : هالة و هند দ্র. প্রাগুক্ত।

৬৩ ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة: القاسم، وعبد الله، وفاطمة، وأم كلثوم، وزينب، ورقية দ্র. *সীরাতু ইব্ন ইসহাক*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৫; *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬০

৬৪ وأمها الشموس بنت قيس بن عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ لَبِيدِ بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النجار من الأنصار দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪২

৬৫ سَوْدَةُ بِنْت زَمْعَةَ بْن قَيْس بْن عَبْد شمس بْن عَبْد ود بْن نصر بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لؤي দ্র. প্রাগুক্ত।

 Dhaka University Institutional Repository

শুভ বিবাহ

যখন তিনি যৌবনে পদার্পন করেন, তখন তাঁর চাচাত ভাই সাকরান ইব্‌ন ‘আমর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। পিতা যাম‘আ এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সাকরানের সাথে তাকে বিবাহ পড়িয়ে দেন। এটি ছিল জাহিলী যুগে তাঁর প্রথম বিবাহ।[৬৬]

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

রাসূলুল্লাহ (স.) এর নুবুওয়াত লাভের প্রথম পর্বে হযরত সাওদা ও তাঁর স্বামী সাকরান একই সময়ে একত্রে ইসলাম কবুল করেন। কুরায়শদের অত্যাচারের মাত্রা সীমাহীনভাবে বেড়ে গেলে তারা দু’জন দ্বিতীয় পর্বে মুসলিমগণের সাথে হাবশায় হিজরত করেন।[৬৭] হযরত ‘উমার ইব্‌ন খাত্তাব ও হযরত হামজা ইব্‌ন ‘আব্দুল মুত্তালিব (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে হাবশায় হিজরতকারীদের অনেকে মক্কায় ফিরে আসতে শুরু করেন। তাদের সাথে সাওদাও সাকরানকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন, কারণ তাঁর স্বামী প্রবাস জীবনে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন।[৬৮] মক্কায় আসার পর তাঁর স্বামীর অসুস্থতা আরো বেড়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পূর্বে তিনি মুসলিম অবস্থায় মক্কায় এন্তেকাল করেন।[৬৯] রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে মক্কায় দাফন করেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাঁর স্বামী সাকরান আবিসিনিয়াতেই এন্তেকাল করেন। তাই তিনি বিধবা হয়ে মক্কা মুকার্‌রমা প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় পিতার নিকট অবস্থান করেন।[৭০]

উম্মুল মু’মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

উম্মুল মু’মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) এর এন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (স.) দারুণ বিমর্ষ ও বেদনাহত হয়ে পড়েন। কারণ একদিকে মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন অপর দিকে কাফির-মুশরিকদের পৈশাচিক অত্যাচার-নির্যাতন। এমন অবস্থায় জলীলুল কদর সাহাবী হযরত ‘উসমান ইব্‌ন মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, পাত্রী কে? খাওলা বললেন, কুমারী ও বিধবা উভয় ধরনের পাত্রীই আছে। কুমারী পাত্রী আয়িশা বিন্‌ত আবূ বকর (রা.)। আর বিধবা পাত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম‘আ। এরপর খাওলা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মতি নিয়ে সাওদাকে প্রস্তাব দেন। এভাবে খাওলা বিন্‌ত হাকীমের ওকালতিতে মদীনায় হিজরতের তিন বছর আগে নুবুওয়াতের দশম বছরে রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত সাওদা (রা.) এর বিবাহ সম্পাদিত হয়।[৭১] যেহেতু সাওদা ও আয়িশা (রা.) এর বিবাহ কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল এবং হযরত খাওলা একই সাথে হযরত আয়িশা ও সাওদা (রা.) এর বিবাহের প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে দিয়েছিলেন আর রাসূলুল্লাহ (স.)ও উভয় প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়ে খাওলা (রা.)কে পাত্রী পক্ষের সাথে কথা বলার অনুমতি দান করেছিলেন, সেহেতু আয়িশা ও সাওদা (রা.) এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) কাকে আগে বিবাহ করেছিলেন সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বিরাজ

---

৬৬ نشأت سودة فى مكة فيها ترعرعت حتى بلغت مبلغ الصبا و الفتوة فتقدم لخطبتها و الزواج منها السكران بن عمروفقبل به أبوها وزوجها منه দ্র. *যাওজাতুন নাবী (স.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৬৭ وأسلمت بمكة قديمًا وبايعت. وأسلم زوجها السكران بن عمرو. وخرجا جميعًا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪২

৬৮ وباسلام كل من عمر بن الخطاب و حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما تشجع بعض المهاجرين إلى الحبشة فى العودة إلى مكة وأثرالاخرون البقاء وكانت سودة رض مع زوجها ممن أسرعوا بالعودة وتعود أسباب سرعتها فى العودة إلى ما كان قد أصيب به زوجها من أمراض وعلل فى غربته الوحشة দ্র. *যাওজাতুন নাবী* (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৬৯ قَدِمَ السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرٍو مَكَّةَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ سَوْدَةُ بِنْت زَمْعَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪২

৭০ *মা‘আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৭

৭১ أقبلت خولة بنت حكيم واقتربت... عرضت خولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترحت عليه أن يتزوج ... ولم يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة بل وافق على ذلك... দ্র. আস-সায়্যিদ আল-জামীলী, *নিসউন নাবিয়্যি স.*(বৈরূত: দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৪১৬হি.), পৃ. ৩৪-৩৫

 Dhaka University Institutional Repository

করছে। কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সাওদা ও আয়িশা (রা.) এর বিবাহ হলেও হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে সাওদা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘরে আসেন। নুবুওয়াতের দশম বছরের রমজান মাস থেকে ত্রয়োদশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আয়িশা (রা.) এর বিয়ের পর প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন এবং প্রথম হিজরী সনে তিনি স্বামীগৃহে গমন করেন। এ সময় সাওদা (রা.) একক গৃহিণী হিসেবে অতি সুষ্ঠুভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর গার্হস্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। মাতৃহারা কন্যা ফাতিমাসহ অন্য কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্বও তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন।[৭২]

৩। হযরত আয়িশা বিন্‌ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (عائشة) আয়িশা।[৭৩] এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (স.) কখনো তাকে হে 'আয়িশ! (يا عائش সংক্ষিপ্তাকারে (على الترخيم) ডাকতেন।[৭৪] আবার কখনো হে মুঅফ্‌ফাকাহ (يا موفقة),[৭৫] তবে, হে সিদ্দীকের কন্যা[৭৬](يا بنت الصديق) ও হে আবূ বকরের কন্যা (يا بنت أبى بكر) বলেই অধিকাংশ সময় সম্বোধন করতেন।[৭৭]

কুনিয়াত বা উপনাম

আবূন (أب) বা উম্মুন (أم) শব্দ সন্তানের নামের পূর্বে ব্যবহার করে কুনিয়াত গঠন করা হয়। তৎকালীন আরবে কুনিয়াত ছিল মর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতীক। অভিজাত শ্রেনীর লোকদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম ছিল না; উপনামেই তাদেরকে সম্বোধন করা হতো। হযরত আয়িশা (র.) নিঃসন্তান ছিলেন তাই তিনি স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.)কে সম্বোধন করে বললেন, আপনার অন্য স্ত্রীগণ তাদের পূর্ব স্বামীর সন্তানদের নামে নিজেদের কুনিয়াত ধারণ করেছেন, আমি কার নামে কুনিয়াত ধারণ করি? রাসূলুল্লাহ (স.) বল্লেন: কেন, তোমার বোন আসমার ছেলে আব্দুল্লাহর নামে। সেই দিন থেকে তিনি উম্মু 'আবদিল্লাহ (أم عبد الله) বা 'আব্দুল্লাহর মা' কুনিয়াত পেলেন।[৭৮]

---

৭২ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭

৭৩ 'আয়িশা শব্দটি আইশ (عيش) শব্দ থেকে এসেছে এর অর্থ: জীবন, জীবন পদ্ধতি, জীবন যাত্রা, জীবিকা ইত্যাদি। তাহলে আয়িশা عائشة অর্থ হয়: জীবন্ত বা প্রানবন্ত নারী, তরুণী, নবযৌবনা, কিশোরী, যুবতী ইত্যাদি। দ্র. *আল-মাওরিদ* (আরবী ইংরেজী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০, ৭৮৮; আধুনিক 'আরবী-বাংলা অভিধান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১, ৫৮৩; আব্দুল হামিদ তোহমায, *আস-সাইয়্যেদা আয়িশা রা.*(দামেস্ক: দারুল কলাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৯), পৃ. ১৩

৭৪ يَا عَائِشَ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*(ইন্ডিয়া: দেওবন্দ, মাকতাবয়ে মুস্তাফায়ী নাশেরনে কুরআন মাজীদ, তা.বি.), খ. ১, বাব ফাদলু আয়িশা (রা.), হাদীস নং ৩৭৬৮, পৃ. ৫৩২

৭৫ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ দ্র. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা আত্‌-তিরমিযী, *শামা'য়েলুত্‌ তিরমিযী*(দিল্লী: কুতুবখানায় রশিদিয়া, তা.বি.), বাবু মা যাআ ফি ওফাতে রাসূলিল্লাহি (স.), হাদীস নং ১০৬২, পৃ. ২৯

৭৬ لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু ওয়া মিন সূরাতিল মু'মিনূন, হাদীস নং ৩১৭৫

৭৭ প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মাসরুক ইব্‌ন আজদা আল-হামাদানী উল্লেখ করেন, الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة فى السماء দ্র. *আস-সাইয়্যিদা আয়িশা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; দামেস্কী, হাফিজ ইব্‌ন কাসীর, *তাফসীরু ইব্‌ন কাসীর*(পাকিস্তান: মাকতাবায়ে হক্কানীয়া, ৫ম সংস্করণ. ১৯৯৯), খ. ৩, পৃ. ৬৫৮

৭৮ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ দ্র. *সুনানু আবী দাঊদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল মারআতি তুকান্না, হাদীস নং ৪৯৭০, পৃ. ৬৭৯, *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৪৮১০

Dhaka University Institutional Repository

লকব বা উপাধী

তাঁর লকব (حميراء) হুমায়রা (কারণ তিনি রক্তাভ গৌরবর্ণ সুন্দরী ছিলেন), উম্মুল মু'মিনীন ও সিদ্দীকাহ্।[৭৯] রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে মাঝে মাঝে হুমায়রা বলে ডাকতেন। তিনি সাহাবীদিগকে বলতেন, (خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء) তোমরা হুমায়রার নিকট থেকে ধর্ম- তত্ত্বের অর্ধেক গ্রহণ কর বা শেখ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, (خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء) তোমরা হুমায়রার গৃহ থেকে ধর্ম- তত্ত্বের এক তৃতীয় অংশ শেখ।[৮০]
একদিন হযরত আয়িশা (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (স.) বসে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক বেদুইন সর্দার রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে প্রবেশ করে বললেন, (يا رسول الله من هذه الحميراء) " হে আল্লাহর রাসূল আপনার পাশে উপবিষ্ট এই রূপসী কে?" তখনও পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ইনি মু'মীন জননী আয়িশা (রা.)। তিনি বললেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুন্দরীটিকে কি আমি আপনার পর বিবাহ করিতে পারি না? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: হে উয়াইনা (عيينة) আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করে দিয়েছেন। তৎক্ষনাত আয়াত নাযিল হল।[৮১] البنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم অর্থাৎ নবী (স.) মু'মিনদের কাছে তাদের আত্মার চেয়েও অধিক প্রিয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ তোমাদের মাতা স্বরূপ।[৮২]

হযরত আয়িশা (রা.) এর মহান পিতা

তাঁর পিতার নাম 'আব্দুল্লাহ জাহিলী যুগে তিনি 'আব্দুল কা'বা' নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ।[৮৩] তাঁর কুনিয়াত আবূ বকর। রাসূলুল্লাহ (স.) এ নামেই তাকে বেশি ডাকতেন। লকব: সিদ্দীক ও আতিকুল্লাহ।[৮৪] ইতিহাসে তিনি আব্দুল্লাহ নয় বরং আবূ বকর নামেই যেমনি বেশি পরিচিত তেমনি আতিকুল্লাহ নয়, সিদ্দিক লকবেই বেশি বিখ্যাত।[৮৫] পুরুষ সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি।[৮৬]

হযরত আয়িশা (রা.) এর মুহ্তারমা মাতা

তাঁর মাতার নাম উম্মু রুমান (রা.) তবে কেউ কেউ বলেন: যয়নব, আবার কেউ কেউ বলেন, দা'য়াদ বিন্ত 'আমের।[৮৭] তাঁর প্রথম বিয়ে হয় 'আব্দুল্লাহ ইব্নুল হারিস ইব্ন সাখীরার সাথে। ইসলাম পূর্বযুগে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে মক্কায় আসেন এবং আবূ বকর (রা.) এর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে সেখানে

---

৭৯ كانت امرأة بيضاء جميلة و من ثم يقال لها الحميراء দ্র. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, *আস-সিদ্দিকা বিন্ত আস-সিদ্দিক*(কায়রো: নাহযা মিসর, ১৯৯৬), পৃ. ৩২; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

৮০ আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুর রহিম মুবারক পুরী, *তুহফাতুল আহওজী, সরহু 'জামি'ইত তিরমিযী*(কায়রো: দারুল হাদীস, প্রথম প্রকাশ, ২০০১), খ. ৬, পৃ. ৩৫৩

৮১ ثُمَّ قَالَ: مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ؟ দ্র. *তাফসীরু ইব্ন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৫৮

৮২ *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৬

৮৩ মুহাম্মাদ সাঈদ মুবাইয়্যাদ, *মাওসূআ'তু হায়াতিস সাহাবিয়্যাত*(সিরিয়া: মাকতাবাতুল গাজালী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ. ৫১৯; *ইসলামের ইতিহাস*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৮৪ أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবু আবি বকর (রা.), হাদীস নং ৩৬৭৯

৮৫ *মাওসূআ'তু হায়াতিস সাহাবিয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

৮৬ أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবি আবি বকর (রা.), হাদীস নং ৩৭৩৭; يا رسول الله أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪২

৮৭ ام رومان بنت عامر....واختلف فى اسمها فقيل زينب و قيل دعد দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা* , প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৯২; *নিসাউ হাওলার রাসূল স.* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস শুরু করেন। অতঃপর ‘আব্দুল্লাহ মারা গেলে হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে বিবাহ করেন।[৮৮] তিনি মদিনায় হিজরতসহ ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সর্ম্পকে বলেছেন, যদি কেউ ডাগর চোখ বিশিষ্টা কোন রমনীকে দেখতে চায় সে যেন উম্মু রুমানকে দেখে নেয়।[৮৯] তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় ৪র্থ / ৫ম বা ৬ষ্ঠ হিজরীতে[৯০] মতান্তরে উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) এন্তেকাল করেন। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।[৯১]

হযরত আয়িশা (রা.) এর ভাই-বোন

উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর ছিল দুই বোন হযরত আসমা ও হযরত উম্ম কুলসুম এবং তিন ভাই হযরত ‘আব্দুল্লাহ, ‘আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ। তাঁর পিতা আবূ বকর (রা.) জাহিলী যুগে কাতিলা (কাতেলা/কুতায়লা) বিন্ত আব্দুল উজ্জা আল করসীয়াকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত ‘আব্দুল্লাহ ও আসমার জন্ম হয়। তাঁর পরে তিনি উম্মু রূমানকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে হযরত ‘আব্দুর রহমান ও হযরত আয়িশা (রা.) জন্মলাভ করেন। অতঃপর আসমা বিন্ত ‘উমাইয়েস (রা.)কে বিবাহ করেন তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরপর হাবীবা বিন্ত খারিজা (রা.)কে বিবাহ করেন তাঁর গর্ভে উম্মু কুলসুম (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।[৯২]

জন্ম

উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে বেশ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন হাজার (রহ.) বলেন, নবুয়তের ৫ম সনের শাওয়াল মুতাবিক ৬১৪/৬১৩ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এই মতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়।[৯৩] এ. এফ. এম. আব্দুল মজিদ রূশদী উল্লেখ করেন, নবুওয়াতের ১ম বর্ষের শেষ ভাগে ও হিজরতের প্রায় দশ বৎসর পূর্বে, শাওয়াল মুতাবিক ৬১২ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক মুহাম্মাদ সালেহ আওয বলেন, তিনি নবুয়তের ৪র্থ বা ৫ম সনে জন্মগ্রহণ করেন। এসব মতপার্থক্যের মধ্য থেকে সঠিক সময়কাল বের করতে একটি সহীহ হাদীসকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তা হল: হযরত খাদিজার মৃত্যুর পর হিজরতের তিন বছর

---

৮৮ وكانت أم رومان امرأة الحارث بن سخبرة .. وقدم الحارث بن سخبرة من السراة إلى مكة ومعه امرأته أم رومان وولده منها فحالف أبا بكر الصديق ثم مات الحارث بمكة فتزوج أبو بكر أم رومان দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২১৬; আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৪০৬/১৯৮৬), খ. ১, পৃ.৭

৮৯ من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা‘আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২০; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২১৬

৯০ ال أبو عمر: كانت وفاتها فيما زعموا في ذي الحجّة سنة أربع أو خمس عام الخندق. وقال ابن الأثير: سنة ست. وكذلك قال الواقديّ في ذي الحجة سنة ست. وتعقب ابن الأثير من زعم أنها ماتت سنة أربع أو خمس، لأنه قد صح أنها كانت في الإفك حية দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, ৩৯২

৯১ الصحيح أنها توفيت بعد ذلك لأن الامام البخارى ذكرها عن تاريخه الاوسط و الصغير فى من مات فى خلافة عثمان و قال إبن حجر و الذى ظهر لى بعد التأمل أن الصواب مع البخارى দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল মাগাযী, বাবু হাদীসিল ইফক, হাদীস নং ৩৯১০, পৃ. ৫৯৪-৫৯৬; ৬৯৬-৬৯৮; আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৮

৯২ وكان لأبي بَكْر من الولد عَبْد الله وأسماء وأمهما قُتَيْلَةُ وعبد الرَّحْمَن وعائشة وأمهما أُمُّ رُومَانَ ومحمد بْن أبي بَكْر وأمه أَسْمَاءُ وأم كلثوم بِنْت أبي بَكْر وأمها حبيبة দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৫; *মাওসুআ’তু হায়াতিস সাহাবিয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯-৫২০; *আস-সাইয়্যিদা আয়িশা* (র.), পৃ. ১৬-১৭

৯৩ ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، فقد ثبت في الصّحيح أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم تزوجها وهي بنت ست দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা* , প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩১-২৩২; *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে ছয় বছর বয়সে আয়িশা (রা.) এর বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামীর গৃহে যান।[৯৪]

এই হাদীস হিসেবে তাঁর জন্মের সঠিক সময় কাল হবে নবুয়তের ৫ম বছরের শেষের দিকে। অর্থাৎ হিজরত পূর্ব নবম সনের শাওয়াল বা জুলাই মাসে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে। যারা বলেন: নবুয়াতের ৪র্থ বছরের সূচনায় বা প্রথম বর্ষের শেষ দিকে। সে হিসেবে তাঁর বিবাহের সময় অর্থাৎ নবুয়তের দশম বছরে তাঁর বয়স হয় ৭ বছর বা ৯ বছর। তাই এই মত গুলো সঠিক বলে মনে হয় না।

ইসলাম গ্রহণ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ঐ সকল ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নর-নারীদের একজন, যাদের কর্ণকুহরে মুর্হূতের জন্যও কুফর কিংবা শিরকের আওয়াজ পৌঁছে নি। যেমন: তিনি নিজেই বলেন, যখন থেকে আমি আমার বাবা-মাকে চিনেছি তখন থেকেই তাদেরকে মুসলিম পেয়েছি। আমাদের উপর এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় নি, যে দিন সকালে ও বিকালে রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে আসেন নি।[৯৫] তাই তিনি কখন কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? এসব প্রশ্ন তাঁর ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

বাল্যকাল ও শৈশব

আরব দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথা অনুযায়ী হযরত আয়িশা (রা.) জন্মের পর হযরত ওয়ায়েল (রা.) এর স্ত্রীর দুধে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। হযরত ওয়ায়েল ও তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.) কে নিজ সন্তানের মত তিন বৎসর ধরে অতিস্নেহ ও যত্নের সাথে লালন-পালন করছিলেন। এ সময় হযরত আয়িশা (রা.) এর চঞ্চলতা, বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ চালচলন তাদেরকে এমনভাবে বিমুগ্ধ করেছিল যে, ধাত্রীগৃহ ছেড়ে পিতৃগৃহে চলে আসলেও তারা আয়িশা (রা.) কে কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই ওয়ায়েল ও তাঁর ভাই আফলা (আয়িশার দুধ চাচা) হযরত আয়িশা (রা.) এর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য মাঝে মাঝে মদীনায় আসতেন। আয়িশা (রা.)ও তাদেরকে আপনজনদের মত সম্মান করতেন। পর্দার হুক্‌ম নাযিল হওয়ার পর একদিন আফলা হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আয়িশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে দেখা করার অনুমতি দিব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) আগমন করলে আয়িশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আফলা আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে আমি আপনার অনুমতি ব্যতিত দেখা দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার (দুধ সর্ম্পকীয়) চাচাকে দেখা করার অনুমতি দিতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? আমি বল্লাম আমাকে তো কোন পুরুষ দুধ পান করায় নি; দুধ পান করিয়েছে আবূ কু'আয়স এর স্ত্রী। তিনি বললেন, অনুমতি দাও, সে তোমার (দুধ) চাচা।[৯৬]

শৈশব থেকেই হযরত আয়িশা (রা.) প্রকৃত ইসলামী পরিবারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুনজরে বেড়ে ওঠার সুযোগ পান। তখন আল-কুরআনের নূর একটু একটু করে তাঁর কোমল মন-মগজে মিশে একাকার হয়ে খাঁটি ও পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে যান। এ সময় (৪-১০ নববী সাল) মক্কার মুসলিমগণের উপর চলছিল

---

৯৪ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المَدِينَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল বুনইয়ানুল কা'বা, বাব তাজভীজুন নাবী (স.) 'আয়িশা ওয়া কুদুমুহুল মদীনা, হাদীস নং ৩৮৯৬

৯৫ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَرَفَيِ النَّهَارِ: بُكْرَةً وَعَشِيَّةً দ্র. প্রাগুক্ত, কিতাবুস সলাত, বাবুল মাসজিদি ইয়াকূনু ফিত তারীকি মিন গায়রি দরার বিন নাছ, হাদীস নং ৪৭৬

৯৬ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুত তাফসীল, বাবু কাওলিহি ইন তুবদূ শাইআন আও তুখফুহু, হাদীস নং ৪৭৯৬

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা। কাফের-মুশরিকদের সম্মিলিত নির্যাতনের স্টিম রোলার থেকে কেউই রেহাই পায় নি, এমন কি আয়িশা (রা.) এর মহান পিতা হযরত আবূ বকর (রা.)ও।

শৈশব থেকেই হযরত আয়িশা (রা.) এর মধ্যে এমন সব গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়, যা পরিণত বয়সে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করে। শৈশবের স্মৃতি সাধারণত বিস্মৃতির অতল গহবরে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু তিনি ছিলেন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় হিজরত কালে আয়িশা (রা.) এর বয়স আট/নয় বছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের ঘটনার যত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা আর কোন সাহাবী (রা.) দিতে পারেন নি।[৯৭]

বাল্যকালে হযরত আয়িশা (রা.) খেলাধুলার প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল। দৌড়াদৌড়ি, চড়ুইভাতি, দোলনা দোলা ও পুতুল খেলায় তিনি বেশি আনন্দ পেতেন।[৯৮] একদা আয়িশা (রা.) পুতুল নিয়ে খেলছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এসে উপস্থিত হলেন। পুতুলগুলোর মধ্যে একটি দুই পাখা বিশিষ্ট ঘোড়াও ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) সে ঘোড়াটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'ঘোড়ার তো কোন পাখা হয় না।' আয়িশা (রা.) সাথে সাথে বলে উঠলেন, কেন? সুলায়মান (আ.) এর ঘোড়াগুলোর পাখা ছিল। একথা কি আপনি জানেন না? আয়িশা (রা.) এর তাৎক্ষনিক যৌক্তিক ও বিচক্ষণ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) মুচকি হাসলেন।[৯৯] এ ঘটনাটি হযরত আয়িশা (রা.) এর স্বভাবজাত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার ইঙ্গিত বহন করে।

হযরত আয়িশা (রা.) এর বাল্যকাল ও শৈশবের ছোট বড় অনেক ঘটনার মাধ্যমে আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ কল্যাণময়ী মহীয়সীরূপে আবির্ভূত হয়ে মুসলিম উম্মার ইতিহাসে একটি কিংবদন্তিতে পরিণত হবেন।

পিতৃ গৃহে শিক্ষা

শিক্ষা জ্ঞানার্জন ও মানসিক শক্তি বিকাশের মাধ্যম। মানুষের প্রকৃত শিক্ষা শৈশবে মাতাপিতার নিকট শুরু হয়। তাদের সংসর্গেই শিশুরা আদব-কায়দা, কথাবার্তা ও চাল-চলন শিক্ষালাভ করে থাকে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর ক্ষেত্রেও তেমনটি দেখা যায়। বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন আরবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিলনা। শিক্ষা-দীক্ষায় আরবরা অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল। যেমনটি ঐতিহাসিক বালাযুরীর কথা দ্বারা বুঝা যায়। তিনি বলেন, ইসলামের সূচনা লগ্নে কুরায়শ বংশে মাত্র সতের জন লোক লেখা-পড়া জানতো।[১০০] তন্মধ্যে 'শিফা বিন্ত আব্দুল্লাহ'[১০১] নামে মাত্র একজন মহিলা ছিলেন, যিনি

---

৯৭ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মদীনা, হাদীস নং ৩৬০৮-৩৬৩০, পৃ. ৫৫১-৫৫৮, ইমাম বুখারী (রহ.) ২২টি হাদীস বর্ণনা করেন তার অধিকাংশ হাদীসের রাবী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)। দ্র. নিয়ায ফতেহ পুরী, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, *মহিলা সাহাবী*(ঢাকা: আল-ফালাহ পাবলিকেশন্স, খ. ১, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৪৩

৯৮ كان أحب اللعب إليها هو اللعب بالبنات والعرائس و الاراجيح দ্র. সীরাতু সাইয়্যিদা আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাবু ফী ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৪০

৯৯ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল-লা'য়াবে বিল বানাত, হাদীস নং ৪৯৩২

১০০ قال: دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب দ্র. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন দাউদ আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*(বৈরূত: দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮), পৃ. ৪৫৩

১০১ তিনি ইসলামের প্রথম শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত। তাঁর নাম শিফা, কেউ কেউ বলেন, লায়লা। কুরায়শ বংশের আদী গোত্রে তাঁর জন্ম। পিতা আব্দিল্লাহ ইব্‌ন আব্দু শামছ আল-আদবীয়্যা আল করশীয়্যা। মাতা ফাতিমা বিন্ত ওয়াহাব। স্বামী আবূ হাসমা ইব্‌ন হুযায়ফা। তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম হিজরতকারিনী ও বয়াতগ্রহণ কারিনী, যা সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে উল্লেখ, করা হয়েছে। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও সম্মানিত শিক্ষিতা নারীদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম নারীদের শিক্ষাদেয়ার কাজে তিনি

লেখা-পড়া জানতেন।[১০২] তিনিই পরবর্তীতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর গৃহ শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১০৩] শিক্ষিতদের মধ্যে আয়িশা (রা.) এর পিতা হযরত আবূ বকর (রা.)ই ছিলেন সর্বপ্রধান।[১০৪] বয়স্ক নও মুসলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম পুরুষ।[১০৫] রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।[১০৬] আয়িশা (রা.) এমন মহান পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন, যিনি গোটা কুরায়শ খান্দানের মধ্যে কুলজি বিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। ফলে বংশগতভাবে তাঁর মধ্যে এ দু'টি শাস্ত্রের প্রীতি ও পারদর্শিতা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও আবূ বকর (রা.) নিজের সন্তানদের সুশিক্ষা ও আদব আখলাক শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে কঠোরতাও করতেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। একবার ছেলে আবদুর রহমানকে মারতে উদ্যত হন শুধু এই কারণে যে, মেহমানদের খাবার দিতে দেরী করেছিলেন।[১০৭] অপর দিকে আয়িশা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং তীক্ষ্ণ মেধাবী। তাই ছোটবেলার সব কথাই তাঁর স্মৃতিতে ছিল। জন্মেরপরই হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর পিতৃ গৃহটি ওহির আলোতে আলোকিত পেয়েছেন, যেখানে সদা সর্বদা তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাতসহ ইসলামের যাবতীয় হুকুম চর্চা হতো। আর আয়িশা (রা.) সেসব দেখে দেখে শিখতেন ও আমলে অভ্যস্ত হতে থাকেন। এছাড়াও হযরত আবূ কবর (রা.) নিজ গৃহের পাশে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন। সেখানে বসে তিনি অত্যন্ত বিনয় ও ভয়-বিহবল চিত্তে কুরআনুল হাকীম তিলাওয়াত করতেন।[১০৮] আয়িশা (রা.) তখন তা শুনে শুনে মুখস্ত করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সূরাতুল কামার এর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত, "بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى وامر" (বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর) মক্কায় নাযিল হয় তখন আমি এক ছোট্ট মেয়ে, খেলছিলাম।[১০৯] তাই তিনি অল্প বয়সেই কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

সর্বপরি পিতৃগৃহে থাকাবস্থায়ও হযরত আয়িশা (রা.) ভাগ্যক্রমে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নেকনজরে থেকে দু'আ ও বরকত লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কারণ হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকতেও রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন সময় হযরত আবূ বকর (রা.) এর গৃহে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। যেমনঃ উম্মুল

আত্মো নিয়োগ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)সহ অন্যান্যদের লেখা শিক্ষা দিতেন। দ্র. আবুল ফদল আহমাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-মুহাক্কিক: মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, *তাকরীবুত তাহযীব*(সিরিয়া: দারুর রশীদ, ১ম প্রকাশ ১৪০৬/১৯৮৬), খ. ১২, পৃ. ৩৭৯

১০২ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّةِ .... وَكَانَتِ الشِّفَاءُ كَاتِبَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ দ্র. *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

১০৩ عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي: أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবু মা জাআ ফির রুকা, হাদীস নং ৩৮৮৭

১০৪ عن أَبِي بكر بْن عَبْد اللَّهِ بْن أبى جهم العدوى قال: دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب عُمَر بْن الخطاب দ্র. *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

১০৫ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلَامٌ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ দ্র. সুনানুত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭৩৪

১০৬ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফাদলি আবী বকর বা'দান নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩৬৬২; সুনানুত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবু আবি বকর (রা.), হাদীস নং ৩৭৩৭, পৃ. ২০৬; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলুস সাহাবা (রা.), বাবু মিন ফাদলি আবী বকর আস-সিদ্দীক (রা.), হাদীস নং ২৩৮৪

১০৭ *আসহাবে রাসূলেব জীবনকথা*, খ. ৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১০৮ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাসাব, বাবু আফনিয়াতিদ দুওয়ারি ওয়াল জুলূসি ফীহা ওয়াল জুলূসি আলাস সা'উদাত, এখানে বাবের দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্যত্র হাদীস নং ৪৭৬; ৩৯০৫

১০৯ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু কাওলুহু সাইউহযামুল জাম'উ ওয়া ইউওয়াল্লুনাদ দুবুর, হাদীস নং ৪৪৯৮

মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এমন দিন খুব কমই এসেছে, যাতে সকাল-সন্ধ্যা আবূ বকর (রা.) এর গৃহে যান নি। [১১০]

বিবাহের প্রস্তাব ও 'আক্দ

সুখ ও দুঃখের সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রা.) এর এন্তেকালের পর একদিকে শত্রুদের লাঞ্ছনা, অন্যদিকে প্রিয়তমার বিরহ ও অল্প বয়সী কন্যা হযরত উম্মু কুলছুম ও ফাতিমার যত্নের চিন্তায় রাসূলুল্লাহ (স.) খুব বেশি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খালা খাওলা বিন্ত হাকীম (উসমান ইব্ন মায'উনের স্ত্রী)[১১১] বল্লেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) জানতে চাইলেন, কাকে? খাওলা বললেন, বিধবা বা কুমারী দুই রকম পাত্রীই আছে। বিধবা পাত্রীটি সাওদা বিন্ত যাম'য়া' আর কুমারী পাত্রীটি আবূ বকরের মেয়ে আয়িশা।[১১২] খাওলা যুক্তি দেখালেন সাওদা ভার নিতে পারবে আপনার দুই নাবালিকার আর আয়িশা আপনার ইসলামকে জীবনী শক্তি দান করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, একটু ভেবে দেখি........

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ

এ বিবাহের প্রস্তাব পাকাপাকি করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহ অন্যসকল মানুষের মত নয়। পাত্রি নির্বাচন ও 'আকদ সম্পাদন সবই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ওহির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।[১১৩] যেমন: ইমাম তিরমিযী (রহ) বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা.) বলেন, জিব্রাইল (আ.) তাঁর একটি প্রতিকৃতি সবুজ রেশমের একটি টুকরায় জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট নিয়ে এসে বলেন, ইনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।[১১৪] এরূপ দুই বার[১১৫] আর এক বর্ণনা অনুসারে তিন রাতে হযরত আয়িশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) স্বপ্নে দেখেন।[১১৬] নবীগণের স্বপ্ন প্রকারান্তে ওহির পর্যায়ভূক্ত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স.) সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারলেন যে, আয়িশা (রা.)কে বিবাহ করার এটি আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত নির্দেশ। তাই তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও অপরিণত বয়স্কা বালিকার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন না করে সানন্দে সম্মতি প্রদান করলেন।

---

১১০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু ইযা ইশতারা মাতাআন আও দাব্বাতান ফাওদাআহু ইন্দাল বাই'য়ি, হাদীস নং ২১৩৮

১১১ নাম খাওলা বা খুওয়ায়লা। পিতা হাকীম ইব্ন উমাইয়্যা। উপাধী উম্মু শারীক। বংশ বনূ সুলায়ম। মাতা যা'ইফা বিন্তুল আস। খাওলা (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খালা হতেন। দ্র. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৮, পৃ. ১৫৮

১১২ لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا؟ قَالَ: فَمَنِ الْبِكْرُ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَمَنِ الثَّيِّبُ؟ قَالَتْ: سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদুস সিদ্দীকা আয়িশা (রা.) বিন্ত আস-সিদ্দীক, হাদীস নং ২৫৭৬৯

১১৩ كان تزويجه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله بأمر الله، ولم يكن زواجا كما يحدث بين آحاد الناس، إذ إن الله تعالى هو الذي اختار له صلى الله عليه وسلم، দ্র. *নিসউন নাবিয়্যি (স.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১১৪ أَنَّ جِبْرِيلَ، جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহি (স.), বাবু মিন ফাদলি 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ৩৮১৫, পৃ. ২২৮

১১৫ أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَاكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাবীর, বাবু সিয়াবিল হারীর ফিল মানাম, হাদীস নং ৬৬১০/৬৬০৯, পৃ. ১০৩৮

১১৬ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা (রা.), বাবু ফী ফাদলি আয়িশাতা (রা.) , হাদীস নং ৭৯

ওহির (স্বপ্নের) ইঙ্গিত পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) খালা খাওলাকে বললেন, ভালো, তুমি তাদের (আয়িশার অভিভাবকদের) সাথে কথা বল। হযরত খাওলা সম্মতি পেয়ে প্রথমে আবূ বকর (রা.) এর বাড়ি এসে প্রস্তাব দেন। আরবের জাহিলী রীতি ছিল তারা আপন ভাইয়ের সন্তানদেরকে যেমনি বিয়ে করা বৈধ মনে করত না, তেমনি সৎ ভাই, জ্ঞাতি ভাই বা পাতানো ভাইয়ের সন্তানদেরকেও বিয়ে করা বৈধ মনে করত না। এ কারণে প্রস্তাবটি শুনে আবূ বকর (রা.) বললেন, খাওলা! আয়িশা তো রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাতিজী। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে তার বিয়ে হয় কেমন করে? খাওলা আবার ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, আবূ বকর আমার দীনি ভাই। আর এ ধরনের ভাইদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) এ প্রস্তাব মেনে নেন।[১১৭] কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আয়িশা (রা.) এর বিয়ের প্রস্তাব আসার আগে যুবায়র ইব্নু মুত‘ইম ইব্নু আদীর সাথে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। তাই আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি যুবায়রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এখন কি করা যায়? আমি তো জীবনে কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করি নি। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না। মুতঈমের পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নি। আবূ বকর (রা.) তাদের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে, মুতঈমের স্ত্রী বলল: এ মেয়েকে আমাদের ঘরে আনলে ছেলে ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাবে। এ কারণে তারা এ প্রস্তাবে তাদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। ফিরে এসে আবূ বকর (রা.) খাওলাকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে নিয়ে আসুন। অতঃপর আবূ বকর (রা.) নিজে তাঁর বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।[১১৮] তবে ঐতিহাসিক বালাজুরী অন্য কারো সাথে আয়িশা (রা.) এর বিবাহের প্রস্তাব ছিল এ মত সঠিক নয় বলে অভিহিত করেছেন।[১১৯]

বিবাহের সময়

সাইয়্যিদা হযরত আয়িশা (রা.) এর বিবাহের সময় ও তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইসমাঈল বুখারী বলেন, আয়িশা (রা.) এর বিবাহ হয় ছয় বছর বয়সে এবং স্বামীগৃহে গমন করেন নয় বছর বয়সে। মুহাদ্দিস ইমাম আবূল হাসান মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.) বলেন, আয়িশা (রা.) এর বিবাহ হয় সাত বছর বয়সে এবং স্বামীগৃহে গমন করেন নয় বছর বয়সে। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর মুসনাদ কিতাবেও এরূপ কথা বলা হয়। ঐতিহাসিক ইব্ন সা‘য়াদ ও মুহাদ্দিস ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন, ‘আক্দ হয় নয় বছর বয়সে এবং স্বামী সংসারে গমন করেন চৌদ্দ বছর বয়সে। ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ডা. মারগোলিয়াথ বলেন, মুহাম্মাদ (স.) আবূ বকর (রা.) এর সাত বছরের শিশু কন্যা আয়িশা (রা.) কে বিবাহ করেন। তবে তিনি স্বামীগৃহে গমনের সময় উল্লেখ করেন নি। স্যার উইলিয়াম মূর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আয়িশা (রা.)কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং দশ বছর বয়সে তাকে স্বীয়গৃহে তুলে আনেন।[১২০] এই জটিল মতানৈক্যগুলি স্পষ্ট করার জন্য নিম্নের তালিকাটি তৈরি করা হল:

---

১১৭ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু তাযভীজিস সিগারি মিনাল কিবার, হাদীস নং ৫০৮১, পৃ. ৭৬০; *সীরাতু আস-সাইয়্যেদা ‘আয়িশা উম্মুল মু’মিনীন*, (রা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১১৮ قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ، فَوَاللهِ مَا وَعَدَ وَعْدًا قَطُّ، فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى، فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ لَعَلَّكَ مُصْبِئُ صَاحِبَنَا مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَقَوْلُ هَذِهِ تَقُولُ، قَالَ: إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ فَرَجَعَ، فَقَالَ لِخَوْلَةَ: ادْعِي لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَتْهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ দ্র. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ৬, অধ্যায় মুসনাদু ‘আয়িশা (রা.) হাদীস নং ২৫৭৬৯; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক, খ. ২, পৃ. ১৪৯; *সীরাতু আস-সাইয়্যেদা ‘আয়িশা উম্মুল মু’মিনীন* (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৮

১১৯ والثبت أنها لَمْ تسم لأحد قَبْلَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৯; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবিদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

১২০ *হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

 Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১

	মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ	বিবাহের সময় বয়স	বিবাহের তারিখ	স্বামীগৃহে গমন সময় বয়স	স্বামীগৃহে গমনের তারিখ	আকদ ও স্বামীগৃহে গমনের মাঝে যে সময় অতিবাহিত হয়
১	ইমাম বুখারী	৬ ব.	হি.পু. ৩ ব. শাওয়াল	৯ ব.	হি. ২য়.ব. শাওয়াল	৩ ব. ৫ মাস
২	ইমাম মুসলিম	৭ ব.	”	”	”	নীরব
৩	ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল	৭ ব.	”	”	”	”
৪	ঐতিহাসিক ইব্ন সা'য়াদ	৯ ব.	”	১৪	”	৫ ব.
৫	মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইব্ন হাজার	৯ ব.	”	১৪	”	৫ ব.
৬	'আল্লাম বদরুদ্দীন আল-আইনী	নীরব	২	নীরব	”	৪
৭	ঐতিহাসিক ইব্ন হিশাম	”	১ ব. ৬ মা.	”	”	নীরব
৮	স্যার উঃ মূর সাহেব (প্রাচ্যবিদ)	৬ ব.	নীরব	১০ ব.	”	”
৯	ডা. মারগোলিয়াথ (প্রাচ্যবিদ)	৭ ব.	”	নীরব	”	”

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, 'আক্দের সময় ও স্বামীগৃহে গমনের সময় হযরত আয়িশা (রা.) বয়স কত ছিল? এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তুমুল মতানৈক্য রয়েছে। 'আক্দের তারিখ নিয়ে সামান্য মতানৈক্য ও স্বামীগৃহে গমনের তারিখ নিয়ে একেবারে কোন মতানৈক্যই নেই। সর্ব প্রথম আমরা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করব যে হযরত আয়িশা (রা.) এর 'আক্দ ও স্বামীগৃহে গমনের মাঝে কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) এর মতেঃ আয়িশা (রা.) এর 'আক্দ ও স্বামীগৃহে গমনের মধ্যে সময় ছিল তিন বছর। ইমাম মুসলিম (রহ.) এর মতেঃ দুই বছর। আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর মতেঃ দুই বছর। ইব্ন সা'য়াদ ও ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতেঃ পাঁচ বছর। এ ছাড়াও তারা 'আক্দ ও স্বামীগৃহে গমনের যে তারিখ দিয়েছেন তা থেকেও বুঝায় যায় ঐ সময় ছিল পাঁচ বছর। ইমাম বুখারী যে তিন বছর পাঁচ মাস উল্লেখ করেছেন তার সাথে হিজরতের দুই বছর যোগ করলে হয় পাঁচ বছর পাঁচ মাস। কোন কোন মুহাদ্দিস নিরব থাকলেও ইব্ন সা'য়াদ ও ইব্ন হাজার পাঁচ বছরের কথা বলেছেন। এ থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, 'আক্দ ও স্বামীগৃহে গমনের মাঝে পাঁচ বছরই অতিবাহিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে 'আক্দের সময় আয়িশা (রা.) এর বয়স কত ছিল? উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উহা ছয় ও নয় বছরের মধ্যে ফেলেছেন। কিন্তু ইব্ন সা'য়াদ ও ইব্ন হাজার আসকালানি ব্যতিত অন্য সকলেই এই বয়স নিরূপণে যে ভুল করেছেন তা উপরে দেখা গেছে। তাদের মধ্যে এত বেশি মতানৈক্য থাকার কারণে কোন একজনের বক্তব্য সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইব্ন হাজার (রহ.) আমাদেরকে এ রহস্য উদঘাটনে অনেক সাহায্য করেন।

প্রথমত, ইব্ন হাজার তার রচিত 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এর ছোট মেয়ে ফাতিমা (রা.) এর জন্ম হয় নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে যে বছর কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল। ঐ গ্রন্থের অন্য জায়গায় তিনি বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা (রা.) আয়িশা (রা.) এর পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। এখন এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়িশা (রা.) এর জন্ম হয় নবুয়তের প্রথম সনে। তাহলে নবুওয়াতের দশম সনে তাঁর বয়স ছিল কমপক্ষে নয় বছর এবং নয় বছর বয়সেই তাঁর আকদ হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ঐ গ্রন্থে তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা (রা.) এর বিবাহ হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। যখন আয়িশা (রা.) ফাতিমা (রা.) হতে পাঁচ বছরের

 Dhaka University Institutional Repository

ছোট ছিলেন তখন দ্বিতীয় হিজরী সনে স্বামী গৃহে গমনের সময় তাঁর বয়স কিছুতেই ১৩ বছরের কম হতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মূর ও ড. মারগোলিয়াথ বলেন যে, ৬/৭ বছর বয়সে আয়িশা (রা.) এর আকদ হয়েছিল। তারা সম্ভবত উপরোক্ত ইমামদের যঈফ রেওয়ায়েতই গ্রহণ করেছেন। তাই এ বিষয়ে তাদের সমালোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না। পরিশেষে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ইব্‌ন সা'য়াদ ও ইব্‌ন হাজারের উক্তি অনুসারে, ৯ বছর বয়সে আয়িশা (রা.) এর আক্‌দ হয়েছিল এবং ৫ বছর পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি স্বামী গৃহে গমন করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল কমপক্ষে ১৪ বছর। সুতরাং সেই যুগের দৃষ্টিতে এটি বাল্য বিবাহের মধ্যে পরে না।

প্রাচ্যবিদগণের অপবাদ ও এর অপনোদন

কতিপয় প্রাচ্যবিদ (ওয়ারিয়েন্টালিস্ট) ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত, অজ্ঞতাবশত হযরত আয়িশা (রা.)কে বিবাহ করার কারণে, বাল্যবিবাহের অপবাদের বাণে বিদ্ধ করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাদের এসব উদ্ভট অপবাদের জবাব প্রদানের আগে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, হিংসুটে ও মূর্খ (ইসলাম সম্পর্কে) প্রাচ্যবিদরা[১২১] প্রায় দেড় হাজার বছর পরে বাল্যবিবাহের অপবাদ তুলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি ভীষণ কাম-লিপ্সার কলঙ্ক লেপনে সচেষ্ট অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগের বড় বড় কাফের ও মুশরিক, যারা সব সময় রাসূলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের খুঁত অন্বেষণে লিপ্ত ছিল; তারা তো কখনও এ (বাল্য বিবাহ) অপবাদ দেয় নি। কারণ তারা জানত সে যুগে কন্যাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ছিল ৯-১৪ বছর। সুতরাং একথা বলাটা সে যুগেই হাস্যকর ছিল। বর্তমান যুগে এ অপবাদ উত্থাপন করার প্রশ্নই উঠে না।

✸ ইসলামী আইনে ৯ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সের মেয়েদের বিবাহ বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য নয়। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.) বলেন: কোন মেয়েকে যদি ৯ বছর বয়সে বিবাহ দেয়া হয় এবং সে যদি ঐ বিবাহে রাজি (সন্তুষ্ট) থাকে তাহলে বিবাহ শরী'আত সম্মত। পরবর্তীতে তার বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকবে না। তাদের দলীল: আয়িশা (রা.) এর বাণী (بحديثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم بَنَىَ بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ وقد قالت عَائِشَةُ إذا بلغتْ الجاريةُ تسعَ سنينَ فهي امرأةٌ) কন্যা যদি ৯ বছরে উপনিত হয়, তবে সে রমণী বা মহিলা অর্থাৎ নাবালেগা বা বালিকা নয়।[১২২]

---

১২১ প্রাচ্যবিদ (ওয়ারিয়েন্টালিস্ট) শব্দের অর্থ: প্রাচ্যবিশারদ, প্রাচ্যের ভাষা, শিল্প ইত্যাদির গবেষক। দ্র. জিল্লুর রহমান সিদ্দীকী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারি*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৩১ তম পুর্নমুদ্রিত, মাঘ, ১৪১৪/ জানু. ২০০৮), পৃ. ৫৩৩; এর আরবী প্রতি শব্দ মুসতাশরিকুন (مستشرقون) দ্বারা এমন কতিপয় গবেষক যারা আরব এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি অর্থাৎ আরবী ভাষা ও ইসলামী সংস্কৃতির উৎস কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করে (খুঁত খুঁজে) ইসলামের ভাব-মর্যাদা নষ্টের ষড়যন্ত্র করে। কুরআন-সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন:

✸ আধুনিক ইসলামী গবেষক ড. এডওয়ার্ড সায়ীদের ভাষায়: المستشرق هم كل من يدرس أو يكتب عن الشرق أو يبحث فيه দ্র. এডওয়ার্ড সায়ীদ, *আল-ইসতিশরাক*(নিউইয়র্ক: নভেম্বর ১৯৭৮), পৃ. ৮

✸ গবেষক মুহাম্মাদ ফাতহুল্লাহ আয-যীয়াদীর ভাষায়: المستشرق هم كل من تعرض لحضارة العرب و الاسلام بالدراسة و خاصة من اتصف بالدس و الكيل على الاسلام দ্র. ড. মুহাম্মাদ ফাতহুল্লাহ যিয়াদী, *যাহিরাতু ইন্তিশারিল ইসলাম ওয়া মাওকিফুল মুস্তাশরিকীনা মিনহা*(ত্রিপলি: আল-মানশাআতুল আম্মাতু লিন নশর ওয়াত তাওযী, ১৯৮৩, পৃ. ৬২

✸ ইসলামী চিন্তাবিদ মালেক ইব্‌ন নাবীর ভাষায়: إننا نعنى بالمستشرقين الكتاب الذين يكتبون عن الفكر الاسلامى و الحضارة الاسلامية দ্র. মালেক ইব্‌ন নাবী, *ইন্তাজুল মুস্তাশরিকীন ও আসারুহু ফিল ফিকরিল ইসলামী আল-হাদীস*(মিশর: মাকতাবাতু আম্মার, ১৯৭০), পৃ. ১০

১২২ নাবালেগা কন্যার বিবাহের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: নাবালেগা কন্যার বিবাহ বালেগা হওয়া পর্যন্ত মুলতবি থাকবে। বালেগা হওয়ার পর সে যদি বিবাহকে বহাল রাখতে চায় তাহলে পারবে আর যদি সে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে চায় তাও পারবে। এটা কতিপয় তাবি'ঈর মত। ইমাম সুফইয়ান আস-

Dhaka University Institutional Repository

✸ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক রীতি-নীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। অতীতে যেখানে কন্যাদের ১০ - ১৫ বছরের মধ্যে বিবাহ দেয়া হত, বর্তমানে সেখানে ১৮ - ২৫ বছরের মধ্যে বিবাহ দেয়া হয়। বর্তমানে বিলম্বে বিবাহের বড় কারণ শিক্ষা ও আধুনিক যুগের উচ্চ জীবন নির্বাহ ব্যয় (লিভিং কস্ট)।[১২৩]

✸ সাবালিকা হওয়ার ক্ষেত্রেও সব কন্যারা সমান না। প্রকাশ থাকে যে, হযরত আয়িশা (রা.) দ্রুতবর্ধনশীলা কন্যা ছিলেন। তাই অল্প বয়সেই তিনি বিবাহ যোগ্য হয়ে যান। তার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহের অনেক আগেই যুবায়র ইব্‌ন মুত'য়িম ইব্‌ন আদী তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১২৪]

✸ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণেও বিবাহের বয়সের ভিন্নতা ঘটে। যেমন: গ্রাম্য, পার্বত্য ও উষ্ণ অঞ্চলের কন্যাদের অল্প বয়সে বিবাহ হয় শহর ও ঠাণ্ডা অঞ্চলের কন্যাদের থেকে। এই পার্থক্য আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়।[১২৫] সুতরাং এটা এক ধরনের ইতিহাস নিয়ে তামাশা, কারণ স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিয়ের হুকুমও ভিন্ন হয়।

✸ রাসূলুল্লাহ (স.) এর অল্প বয়স্ক কন্যাকে বিবাহের ঘটনা অতীত ও বর্তমান যুগে কোন একমাত্র ঘটনা নয়। বরং অতীত ও বর্তমানে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। বর্তমান আধুনিক যুগে সহশিক্ষার ব্যর্থতার ফলে নীতি বহির্ভূত ভাবে নারী-পুরুষ (ছাত্র-ছাত্রীরা) বিবাহের পূর্বেই বিবাহোত্তর স্বাদ আস্বাদন করে। বৃটেনের বেসরকারী শিক্ষক সমিতি জোর দিয়ে বলেছেন যে, সহ শিক্ষার ফলে ছাত্রীরা ১৬ বছরের আগেই গর্ভবর্তী হয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যবিদদের (ওরিয়েন্টালিস্টদের) এ নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নাই। অথচ ১৪০০ বছর আগে রাসূলুল্লাহ (স.) ১৪ বছর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করেছেন এজন্য তাদের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে।[১২৬]

✸ অল্প বয়স্কাদের বিবাহ শরিয়ত সম্মত। কারণ কখনও কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক বয়স্ক অল্প বয়স্কাদের বিবাহ করতে বাধ্য হয়। যদিও উত্তম হল বর কনের সমবয়সী হওয়া। তবে প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম রয়েছে। আর প্রয়োজন আইন মানে না।[১২৭]

✸ রাসূলুল্লাহ (স.) এর আয়িশা (রা.) কে বিবাহ করার মধ্যে হাজার কল্যান নিহীত রয়েছে। মহব্বত ও ভাতৃত্বের সম্পর্ক দৃঢ় করণের মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য ডান হস্তকে শক্তিশালী করা। তিনি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শৈশব থেকেই ইসলামের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন। এরপর

সাওরী, শাফেয়ী ও অন্যান্য তাবি'ঈগণ। দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, খ. ১, কিতাতুন নিকাহ আন রাসূলিল্লাহ, বাবু মাজাআ ফী ইকরাহিল ইয়াতীমাতি আলাত তাযবীজ, হাদীস নং ১০২৭, পৃ. ১৩১

১২৩ فارق الزمن فالبنت فى الماضى كانت تتزوج فى سن مبكر يتراوح بين العاشرة و الخامسة عشر أما اليوم فيتراوح عمر الزواج بين سنة و الدراسة عامل هام فى تأخير الزواج و كذا تكاليف الحياة المعاصرة দ্র. *মাওসূ'আতু হায়াতিস সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

১২৪ মাহমুদুল হাদী ইসতামবুলী এবং আবুনছর সালবী মুস্তাফা, *নিসাউ হাওলার রাসূল (স.) ওয়ার রদ্দু 'আলা মুফতারাইয়াতিল মুসতাশরিকীন*(জিদ্দাহ: মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৩৩৭

১২৫ اختلاف سن الزواج من بيئة لاخرى فهوفى الريف و المناطق الجبلية و الحارة أبكر منه فى المدن و المناطق الباردة و تتضح هذه الظاهرة فى المناطق الجبلية الأمريكية أيضا দ্র. *মাওসূ'আতু হায়াতিস সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪, দেখুন: *নিসাউ হাওলার রাসূল (স.)* ওয়ার রদ্দু 'আলা মুফতারাইয়াতিল মুসতাশরিকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

১২৬ إن زواج الرسول الكريم من فتاة صغيرة ليس هو الزواج الوحيد فى العصور القديمة الحديثة أنه ظاهرة منتشرة فى المناطق الريفية قديما و المناطق المدينة و الصناعية حديثا و بشكل غير مشروع إسمع إن شئت ما نشرت جريدة المسلمون بعددها ১১৮ سنة ثالثة حول فشل التعليم المختلط (حيث أكدت النقابة القومية للمدرسين البريطانيين إن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا و عمرهن أقل من16 سنة) فلماذا يغضون أنظارهم عنها و يستغربوا زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة (رض) لصغر سنها দ্র. *মাওসূ'আতু হায়াতিস সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

১২৭ إقرار تشريع الزواج بصغيرة : إذ قد يضطر كبير السن للزواج من صغيرة لظروف خاصة و إن كان الافضل أن يكون سن العروسين متقاربا و لكن لكل قاعدة شواذ و الضرورات تبيح المحظورات দ্র. *মাওসূ'আতু হায়াতিস সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়তের মাদ্রাসায় দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যে অগাধ পাণ্ডিত্য তিনি অর্জন করেছেন তা মুসলিম নর-নারী তথা মুসলিম উম্মার মধ্যে সম্প্রসারণ করতে পারবেন।[১২৮]

✸ ঐসকল ঐতিহাসিক বা প্রাচ্যবীদগণ যদি প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র মন নিয়ে সঠিক ইতিহাস পড়ত, তাহলে তারা প্রথমেই বুঝতে পারত যে, খাওলার মত একজন বিজ্ঞ রমনী হযরত আয়িশা (রা.)কে শারীরিক ও বয়সের দিক দিয়ে যদি বিবাহ উপযুক্ত মনে না করতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সমীপে তাকে কখনো পেশ করতেন না। তারা আরো বুঝতে পারত যে, আয়িশা (রা.) এর মাতাও তাঁর মেয়ের মধ্যে সাবালিকত্বের আভা না দেখে এই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন না।[১২৯]
লন্ডনের 'পিয়ারসন' পত্রিকার ১৯৩৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় জনৈক পণ্ডিত লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা.) আয়িশা (রা.) কে টোপ (bait) স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) কে দিয়েছিলেন। বাসনা ছিল এই, বিবাহ দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রধান মন্ত্রী হবেন।[১৩০]

এই মিথ্যা অপবাদ কোন অমুসলিম ঐতিহাসিকও স্বীকার করেন না। কেননা ঐ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর ভীষণ অত্যাচার-নির্যাতন চলছিল। এমনকি তাদের জীবনও নিরাপদ ছিল না। এমন বিপদের সময় হযরত আবূ বকর তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিয়ে নিজের পদমর্যাদা ও সম্মান বাড়াবেন ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর মন্ত্রী হবেন এমন আকাঙ্খা কখনও সম্ভব ছিল না, যুক্তি যুক্তও ছিল না।[১৩১]

তাছাড়াও তিনি মক্কার একজন বিশিষ্ট সওদাগর ছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। তাঁরই অর্থে অনেক দুস্থ ও গরীব দাসত্ব-শৃঙখলে আবদ্ধ নও মুসলিমগণকে মুক্ত করে তাদের নিষ্ঠুর প্রভুদের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিলেন।[১৩২] এছাড়াও তাঁর দুনিয়ায় বেশি সম্পদ লাভ ও উচ্চ পদে আসীন হওয়ার কোন খাহেশ ছিল না। তার অসংখ্য প্রমাণ তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে পাওয়া যেত। বিশেষ করে যখন তাঁর পিতা বললেন, হে আবূ বকর! আমি লক্ষ্য করছি, তুমি দুর্বল লোকদেরকে অনেক অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করছ। তুমি যদি এ টাকাটা শক্তিমান যুবকদের মুক্তির জন্য খরচ করতে, তাহলে তারা তোমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হতে পারত। উত্তরে আবূ বকর (রা.) বললেন: (أى اباه إنما أريد ما عند الله) আব্বাজান! আমি তো এই কাজের দরুন আল্লাহর নিকট প্রতিফল পেতে চাই।[১৩৩]
সর্বপরি আবূ বকর (রা.) নিজে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেন নি। বরং খাওলা বিন্‌ত হাকীম যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব তাঁর কাছে দেন। প্রস্তাবটি শুনে আবূ বকর (রা.) বলেছিলেন: খাওলা! আয়িশা তো রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাতিজী। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে তার বিয়ে হয় কেমন করে?[১৩৪]

মূলত এই বিবাহ রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের এক প্রধান ঘটনা। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের বিরাট সংস্কারক। এই বিবাহ দ্বারা তৎকালীন আরব সমাজের বহু ভ্রান্ত রীতি ও কুসংস্কার দূর হয়। আয়িশা (রা.) এর বিবাহ নব-দীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম কুমারী কন্যার বিবাহ। তৎকালীন সমাজে বিবাহে পাত্র-পাত্রীর আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অত্যাধিক মাহ্‌র ধার্য, অতিমাত্রায় জাঁক-জমক, বাদ্য-বাজনা এবং বিশ্রী নাচ-গান হত। বিবাহ-সাদীতে ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা ছিল, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ

---

১২৮ প্রাগুক্ত।

১২৯ *নিসাউ হাওলার রাসূল (স.)* ওয়ার রদ্দু 'আলা মুফতারাইয়াতিল মুসতাশরিকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৪৯

১৩০ *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৩২ خولة بنت حكيم فدخلت بيت ابى بكر فوجدت ام رمان ام عائشة فقالت يا ام رمان ماذا ادخل الله عليكم من الخير و البركة ؟ ارسلنى رسول الله (ص) أخطب عليه عائشة ......فقال ابو بكر هل تصلح له ؟ انما هى بنت اخيه দ্র. *মাওসূ'আতু হায়াতিস সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১

১৩৩ *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১৪৪

১৩৪ عن عروة ان النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابى بكر فقال: له ابو بكر انما انا اخوك فقال: انت اخى فى دين الله و كتابه و هى لى حلال দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৭৯৩, পৃ. ৭৬০

Dhaka University Institutional Repository

হত না এমন কি এক মুর্তির উপাসক অন্য মূর্তির উপাসককে বিবাহ করতে পারত না। নাবালেগা মেয়ের সাথে ৪০ বছরের বেশি বয়সের বরের বিবাহ হলে ঐ বরকে কা'বার চর্তুদিকে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ৭ বার বিবস্ত্র হয়ে দৌড়াতে হত। নব বধুর সম্মুখে আগুন জ্বালাত; নাবালেগা মেয়েকে বিবাহ করার পরদিনই বরের বাড়ীর পথে উটের উপরস্থ হাওদা কিংবা পাল্কীতে উঠিয়ে সহবাস করত; হায়েয হবার পর খান্দানী ঘরের পুরুষের কাছে স্বামী আপন স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত (যাকে নিকহাতুল ইস্তি্দা বলা হত)। বিবাহ করে দুই বন্ধু একে অন্যের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করত (যাকে নিক্হাতুল বদল বলা হয়)। তাছাড়া আরবরা মেয়েদেরকে ঘৃনার চোখে দেখত। শাওয়াল মাসে বিবাহ কার্যাদীকে মনহুস (খারাপ) মনে করত।[১৩৫] এ রূপ অনেক সামাজিক কুপ্রথা দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.) এর বিবাহের এতটা সার্থকতা।

মাহ্‌র

ইসলামে মাহ্‌র স্ত্রীদের শর'ঈ অধিকার।[১৩৬] এ বিবাহে রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আয়িশা (রা.)কে কত মাহ্‌র দিয়েছিলেন? তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মত পার্থক্য বিদ্যমান। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'য়াদের (জ. ১৬৮হি. মৃ. ২৩০হি.) মতেঃ রাসূলুল্লাহ (স.) দেনমোহর হিসেবে আয়িশা (রা.)কে ৫০ দিরহাম মূল্যের একটি ঘর দান করেন।[১৩৭] অপর এক বর্ণনায়, ইব্‌ন সা'য়াদের মতেঃ মাহ্‌র ছিল বারো আওকিয়া ও এক নশ, যা পাঁচশ দিরহামের সমান।[১৩৮] সহীহ মুসলিম শরীফে আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের মাহ্‌র হতো সাধারণত (৫০০) পাঁচশ দিরহাম।[১৩৯] ইমাম নাসাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন, তাঁর স্ত্রীদের মাহর ছিল সাধারণত ৪০০ দিরহাম।[১৪০] ইমাম আহমাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, আবূ হাদরাদ আল-আসলামী রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের কত মাহর দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ২০০ দিরহাম।[১৪১]

এ বিয়ে অত্যন্ত সাদামাটা এবং অনাড়ম্বরভাবে সুসম্পন্ন হয়। আয়িশা (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন, যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমি কিছুই জানতাম না। যখন আমার মা আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করতে লাগলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। অতঃপর আমার মা আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেন।[১৪২] বিবাহের পর রাসূলুল্লাহ (স.) তিন বছর কাল মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর নবুয়তের চতুর্দশ বর্ষে রবীউল আওয়াল মাসের বার তারিখ তিনি পরিবারবর্গকে মক্কায় রেখে আবূ বকর (রা.) কে

---

১৩৫ *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৩৬ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة দ্র. *আল-কুরআন*-৪ : ৪

১৩৭ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু সিদাকিন নিসা, হাদীস নং ১৮৯০

১৩৮ *আত-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৩; كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ অর্থাৎ- এক নশ = অর্ধ উকিয়া। এক উকিয়া = এক দিরহাম। সুতরাং বারো উকিয়া ও এক নশ = ৫০০ দিরহাম। দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু সিদাকিন নিসা,হাদীস নং ১৮৮৬, পৃ. ৬০৮

১৩৯ فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله (ص) لأزواجه দ্র. *সহীহ্‌ মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুস সিদাক ওয়া জাওয়ু কাওনিহি তালীমিল কুরআন ওয়া খাতিমু হাদীদ, হাদীস নং ১৪২৬, পৃ. ৪৫৮

১৪০ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকহ, বাবুল কিসত ফিল আসদিকাতি, হাদীস নং ৩৩৫০

১৪১ عَنْ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ كَمْ أَمْهَرْتَهَا قَالَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, বাবু হাদীসু আবী হাদরাত আল-আসলামী, হাদীস নং ১৫১৫১

১৪২ عائشة قالت: تزوجني رسول الله وَإِنِّي لأَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي. فَمَا دَرَيْتُ أَنَّ رسول اللَّهِ تَزَوَّجَنِي حَتَّى أَخَذَتْنِي أُمِّي فَحَبَسَتْنِي فِي الْبَيْتِ عَنِ الْخُرُوجِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي تَزَوَّجْتُ দ্র. *আত্‌-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৬-৪৭

সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।[১৪৩] মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (স.) মোটামুটি স্থির হওয়ার পর রেখে আসা পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনার ইচ্ছা পোষণ করেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) ও আবূ রাফি (রা.) কে এবং আবূ বকর (রা.) স্বীয় পরিবারকে আনার জন্য আব্দুল্লাহ ইব্ন উরায়কাত কে দু'তিনটি উট দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন। অবিলম্বে তারা উভয়ের পরিবারকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন।[১৪৪] মসজিদে নববীর আশে পাশে নব নির্মিত গৃহসমূহের কোন এক ঘরে সাওদা (রা.) ও নবী কন্যাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[১৪৫]

এদিকে হযরত আয়িশা (রা.) স্বীয় পরিজনের সাথে মদীনার বনু হারিস ইব্ন খাযরাজের মহল্লায় সাত/আট মাস মায়ের স্নেহে অতিবাহিত করেন। নবাগত মুহাজিরদের জন্য মদীনার আবহাওয়া অনেকটা প্রতিকূলে ছিল। ফলে তাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আয়িশা (রা.)ও জ্বরে আক্রান্ত হন। এতে তার মাথার সব চুল প্রায় উঠে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। অল্প কিছু দিন কঠিন পীড়া ভোগ করার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। প্রতিবেশি বান্ধবীদের সহিত বালিকা সুলভ খেলা ধুলায় তার হৃদয় আবার আকৃষ্ট হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে মাতা উম্মু রুমান (রা.) কন্যাকে স্বামীর গৃহে প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করেন। আনসারী মহিলারা নব বধূকে বরণ করে নেয়ার জন্য আবূ বকর (রা.) এর গৃহে সমাগত হলেন। আয়িশা (রা.) এ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। নিত্য দিনের ন্যায় ঐ দিনও তিনি খেলাধুলায় মশগুল ছিলেন। মায়ের ডাক শুনে তিনি গৃহে ফিরে আসেন। মা মেয়ের হাত মুখ ধৌত করে মাথার চুল পরিপাটি করে দেন। অতঃপর অপেক্ষমান আনসার মহিলাদের কাছে নিয়ে আসেন। নব বধুকে তারা মুবারকবাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তারা নব বধুকে সাজালেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (স.) শুভাগমন করলেন।[১৪৬] অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। আয়িশা (রা.) স্বামী গৃহে প্রেরিত হলেন। মসজিদুন নববীর পাশে নির্মিত ছোট একটি ঘরে আয়িশা (রা.) কে এনে উঠান। আয়িশা (রা.) এর বিয়ে ও স্বামী গৃহে গমন এ উভয় কাজই শাওয়াল মাসে সুসম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে তৎকালীন আরবে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিলোপ সাধিত হয়।[১৪৭]

---

১৪৩ هكذا هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى المدينة وتركوا أهاليهم بين هؤلاء الاعداء و عندما حل الركاب النبى المبارك بالمدينة كان الثانى عشر من شهر ربيع الاول من العام الرابع عشر দ্র. *সীরাতু সায়্যিদা আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১; *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ১৩-২৬; *হাযাতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৭

১৪৪ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَبَا رَافِعٍ مَوْلَيَيْهِ. فَحَمَلا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَفَاطِمَةَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ. وَحَمَلَ زَيْدٌ أُمَّ أَيْمَنَ امْرَأَتَهُ، وَأُسَامَةَ ابْنَه ُ... অর্থাৎ- আবূ রাফি ও যায়িদ ইব্ন হারিসার সঙ্গে ফাতিমা, উম্মু কুলসূম, সাওদা বিন্ত যাম'আ উম্মু আয়মান ও উসামা ইব্ন যায়িদ এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন উরায়কাতের সাথে আবু বকর (রা.) এর পুত্র আব্দুল্লাহ, স্ত্রী উম্মু রুমান এবং কন্যা 'আয়িশা ও আসমা (রা.) মদীনায় আগমন করেন। দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৪; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ ১৮৩

১৪৫ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَالْمَسْجِدَ يُبْنَى وَأَبْيَاتٌ حَوْلَهُ. فَمَكُثْنَا أَيَّامًا দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৪; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫২; *হায়তুস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ৩৭০

১৪৬ فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাব তাযভীজিন নাবিয়্যি (স.) আয়িশাতা ওয়া কুদূমুহাল মদীনাতা ওয়া বানাইহি বিহা, হাদীস নং ৩৮৯৪, পৃ. ৫৫২; *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, খ. ১, পৃ.৪১০; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬২

১৪৭ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْبِنَاءِ بَنَى بِعَائِشَةَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي بَابُهُ شَارِعٌ إِلَى الْمَسْجِدِ দ্র. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৫; তৎকালীন আরবে শাওয়াল মাসকে বিবাহ-শাদী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্য অশুভ মনে করা হতো। কারণ এ মাসে কোন এক সময় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল এ মাসে এবং দিনের বেলায় নব বধূকে ঘরে আনলে সম্পর্ক মধূর হয় না। এ ছাড়াও মুখ বলা ভাই এর মেয়ের সাথে বিবাহকেও তারা নিষিদ্ধ মনে করতো। এ বিবাহের মাধ্যমে আরবদের তথাকথিত এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। দ্র. *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

 Dhaka University Institutional Repository

স্বামী গৃহে গমন

রাসূলুল্লাহ (স.) নববধু আয়িশা (রা.)কে মসজিদুন নববী সংলগ্ন গৃহে তুললেন। ঘরটি ছিল কাঁচা মসজিদের পূর্ব দিকে। একটি দরজা ছিল মসজিদ অভিমুখী ঠিক পশ্চিম দিকে। রাসূলুল্লাহ (স.) সেই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন। ই'তিকাফ কালে তিনি কখনও মাথা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন, আর আয়িশা (রা.) চুলে চিরুনী করে দিতেন।[১৪৮] আবার কখনও তিনি মাথা ধুয়ে দিতেন।[১৪৯] রাসূলুল্লাহ (স.) প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফের সময় মসজিদ থেকে বাইরে যেতেন না।[১৫০] ঘরটি ছয় হাত প্রশস্ত ছিল। দেয়াল ছিল মাটির, উপরে খেজুরের পাতা ও ডালের ছাদ। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য উপরে ছিল কম্বল। এক পাল্লার একটি দরজা ছিল এবং তাতে কম্বল ঝুলানো থাকতো।[১৫১] ঘরে অপ্রয়োজনীয় কিছু ছিল না এবং খুব সামান্য আসবাব পত্র ছিল। অনেক সময় রাতের বেলায় ঘরে বাতি জ্বালানোর সামর্থ্যও ছিল না। খাবার তৈরি ও রান্না বান্নার সুযোগ খুব কমই আসতো। আয়িশা (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন, 'কখনও একাধারে তিন দিন এমন যায় নি যে, নবী পরিবারের লোকেরা পেট ভরে খেয়েছেন'।[১৫২] তিনি আরও বলতেন, মাসের পর মাস ঘরে আগুন জ্বলতো না।[১৫৩] প্রায়ই সাহাবায়ে কিরাম নবী পরিবারে হাদিয়া পাঠাতেন। বিশেষত আয়িশা (রা.) এর গৃহে অবস্থানের দিনে বেশি করে উপহার পাঠাতেন।[১৫৪] খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সহধর্মিনীদের জন্য বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করেন হযরত আবূ বকর (রা.) ও 'উমার (রা.) এর খিলাফত কালেও এ ভাতার প্রচলন ছিল।[১৫৫]

দাম্পত্য-জীবন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র নয় বছরের। অথচ তা ছিল সীমাহীন ভালবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, অসীম প্রেম ও নিষ্ঠায় ভরপুর। দারিদ্র্যের কষাঘাতসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের মধুর দাম্পত্যে কখনও ফাটল ধরে নি। সৃষ্টি হয় নি কোন রূপ মনোমালিন্য ও তিক্ততার। হযরত আয়িশা (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) এর অকৃত্রিম ভালবাসা অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সকল স্ত্রীর পরামর্শে উম্মু সালামা (রা.) এ বিষয়ে কথা বলতে আসলে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, আয়িশা (রা.) এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে বিরক্ত করবে না। কারণ আয়িশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর গৃহে আমার উপর ওহি নাযিল হয় নি।[১৫৬] ইমাম যাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর এ বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যদের তুলনায় আয়িশা (রা.) কে অধিক ভালবাসার

---

১৪৮ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাবুল হায়িয তুরাজ্জিলু রাসাল মু'তাকিফ, হাদীস নং ২০২৮

১৪৯ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাবু গাসলিল মু'তাকিফ, হাদীস নং ২০৩১

১৫০ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাবু লা ইয়াদ খুলুল বাইতা ইল্লা লিহাজাতি /বাবুল হায়য তারজুলুল মু'তাকিফ, হাদীস নং ২০২৯

১৫১ وَجَعَلَ طُولَ الْجِدَارِ بَسْطَةً. وَعُمُدَهُ الْجُذُوعَ. وَسَقْفَهُ جَرِيدًا দ্র. আত-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৫

১৫২ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আতইমা, বাবু মা কানান নাবিয়্যু (স.) ওয়া আসহাবুহু ইয়াকুলুনা, হাদীস নং ৫৪১৬; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, হাদীস নং ২৯৭০; ২৯৭১; ২৯৭৪

১৫৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ مَا يُوقِدُونَ فِيهِ نَارًا لَيْسَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحْمِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং ২৩০৯৯

১৫৪ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ - مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হিবাতি ওয়া ফাদলিহা, বাবু কুবূলিল হাদিয়্যা, হাদীস নং ২৪৩৫, পৃ. ৩৫০

১৫৫ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِير দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মুসাকাত, বাবুল মুসাকাতি ওয়াল মু'য়ামালাতি বিজুযইম মিনাস সামারি ওয়ায যার'ই, হাদীস নং ১৫৫১, পৃ. ১৪

১৫৬ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ الوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মিন ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৮৭৯

অন্যতম কারণ হল, আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ। আল্লাহ তা‘আলার ইঙ্গিতেই তিনি আয়িশা (রা.)কে এত অধিক ভাল বাসতেন।[১৫৭] আমর ইব্নুল আস (রা.) ‘যাতুস সুলাসিল’[১৫৮] যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে একদা রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, এ জগতে আপনার সব চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, আয়িশা। তিনি বললেন, আমি পুরুষ সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আয়িশা (রা.) এর পিতা।[১৫৯] এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) আয়িশা (রা.) এর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত তখন বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আজ কি বার? সবাই বুঝতে পারল যে তিনি আয়িশা (রা.) এর বারির দিনটির অপেক্ষা করছেন। সুতরাং তাকে আয়িশা (রা.) এর হুজরায় নিয়ে যাওয়া হলো।[১৬০] ১৩ (তের) দিন রাসূলুল্লাহ (স.) অসুস্থ ছিলেন, তন্মধ্যে ৫ দিন ব্যতিত বাকি আট দিন তিনি আয়িশা (রা.) এর গৃহে অবস্থান করেন। আয়িশা (রা.) এর কোলের উপর মাথা রেখেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নবী জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) একটি কাঁচা মিসওয়াক হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখতে আসেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি বার বার ঐ মিসওয়াকের দিকে পড়তে দেখে আয়িশা (রা.) বুঝতে পারলেন, তিনি সেটা চাচ্ছেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি সেটা নিয়ে ধুয়ে চিবিয়ে নরম করে রাসূলুল্লাহ (স.) কে দিলাম। তিনি সেটা দিয়ে সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন। তারপর আমাকে ফিরেয়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাত নিচে পড়ে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, সে আল্লাহর স্তুতি- প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর ও আমার থুথু মিলিত করেছেন।[১৬১] আয়িশা (রা.) আরো বলেন, আমার মধ্যে এমন দশটি গুণ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্য স্ত্রীদের মধ্যে নেই। তা হলো:[১৬২]

১. কুমারী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে শুধু আমারই বিয়ে হয়।[১৬৩]
২. জিব্রাঈল (আ.) রেশমী কাপড়ে আমার প্রতিকৃতি জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে নিয়ে এসে বলেছেন, তাকে বিয়ে করুন, কারণ তিনি আপনার স্ত্রী।
৩. আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য বারাআত বা পবিত্রতার আয়াত নাযিল করেন।
৪. আমার পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন মুহাজির।

---

১৫৭ وَهَذَا الجَوَابُ مِنْهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ بِأَمْرٍ إِلَهِيٍّ وَرَاءَ حُبِّهِ لَهَا وَأَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ مِنْ أَسْبَابِ حُبِّهِ لَهَا দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪৩১

১৫৮ এ যুদ্ধ হিজরী ৭ম বা ৮ম সনের জামাদিউল আখিরা মাসে পানি বাহিত স্থানে কুযা‘আ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। তারা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করলে সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) আমর ইব্নুল আস (রা.) কে আনসার ও মুহাজিরদের তিনশ সৈন্যের অধিনায়ক করে সেখানে প্রেরণ করেন। পরে আবু উবায়দা ইব্নুল জারাহ (রা.) কে আরো দুইশ সৈন্য দিয়ে তাঁর সহযোগিতায় পাঠান। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ বিজয়ী হন। দ্র. আহমদ আলী সাহারানপুরী, *হাশিয়া সহীহুল বুখারী*(দেওবন্দ: আসাহহুল মাতাবি, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৬২৫; সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহিকুল মাখতূম*(রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৪), পৃ. ৩৯২-৩৯৩

১৫৯ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযওয়াতি যাতিস সালাসিল, হাদীস নং ৩৬৬২; *আত-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৭

১৬০ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জামাআতি ওয়াল ইমামাতি, বাবু হাদ্দিল মারীদ আন ইয়াশ হাদাল জামাআতা, হাদীস নং ৬৬৫

১৬১ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ، وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মারদিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওফাতিহি, হাদীস নং ৪৪৩৮; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৮, ২৭৪; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ১৮৯

১৬২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُضِّلَتْ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَشْرٍ. قِيلَ: ما هن يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ দ্র. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০

১৬৩ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها، يعني: أن النبي لم يتزوج بكرا غيرها দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল আবকার, হাদীস নং ৫০৭৭

 Dhaka University Institutional Repository

৫. আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মুখে থাকতাম এবং তিনি নামাযে মশগুল হতেন।
৬. আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স.) একই পাত্রে গোসল করতাম।
৭. রাসূলুল্লাহ (স.) আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় ওহি নাযিল হতো।
৮. আমার পালার দিনেই রাসূলুল্লাহ (স.) এন্তেকাল করেন।
৯. মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র মাথা আমার কোলের উপর ছিল।
১০. আমার হুজরাতেই রাসূলুল্লাহ (স.) কে দাফন করা হয়।[১৬৪]

আয়িশা (রা.) ছিলেন দানশীলা। আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর উপাসনা ও স্বামীর আনুগত্য ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।[১৬৫]

শিক্ষা জীবন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর শিক্ষা জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, পিতৃ গৃহে শিক্ষা ও স্বামী সংসারে শিক্ষা। প্রথম পরিচ্ছেদে পিতৃ গৃহে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এখানে স্বামী গৃহে তিনি কিভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

স্বামী সংসারে শিক্ষা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর মূল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সূচনা হয় স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর।[১৬৬] কুমারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে একমাত্র তিনিই নবুয়তের ফয়েয ও বরকত লাভে ধন্য হন। বাল্য ও কৈশোর শিক্ষা লাভের সুবর্ণ সময়। সৌভাগ্যক্রমে এ বয়সের পুরোটা সময় তাঁর কেটেছে রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত সান্নিধ্যে। নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি উচ্চ শিক্ষা ও অগাধ জ্ঞান লাভ করতে সামর্থ হয়েছিলেন তা দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে প্রেরীত হন নাই; বরং ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর আঠারো বছর বয়সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়েছিলেন। তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন যে, সারা বিশ্বের নারী গোষ্ঠীর জন্য তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন।[১৬৭]

স্বামী গৃহে গমনের পর আয়িশা (রা.) লেখা-পড়া শেখেন। তিনি দেখে দেখে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন।[১৬৮] পড়া ছাড়াও তিনি লিখতেও জানতেন যেমন: কিছু বর্ণনায় এসেছে, 'অমুক চিঠির জবাবে তিনি একথা লেখেন'। হযরত 'উরওয়া তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর চিঠির জবাবে হযরত আয়িশা (রা.) লিখেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! পর সমাচার, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ঠ হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের উপর সোপর্দ করে দেন 'ওয়াসসালামু

---

১৬৪ لَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا قَطُّ غَيْرِي. وَلَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً أَبَوَاهَا مُهَاجِرَانِ غَيْرِي. وَأَنْزَلَ اللَّهُ. عَزَّ وَجَلَّ. بَرَاءَتِي مِنَ السَّمَاءِ. وَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي مِنَ السَّمَاءِ فِي حريرة وقال: تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ. فَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي. وَكَانَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي. وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ مَعِي وَلَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي. وَقَبَضَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. وَمَاتَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهَا وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.
দ্র. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০

১৬৫ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

১৬৬ هذا وتبدأ الفترة الحقيقة لتعلم عائشة رضى الله تعالى ونشأتها التروية بعد بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بها দ্র. *সীরাতু সায়্যিদা আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৬৭ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩

১৬৮ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَرِينِي مُصْحَفَكِ؟ قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُوَلِّفُ القُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ........ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন, বাবু তালীফিল কুরআন, হাদীস নং ৪৯৯৩

'আলাইকা'।[১৬৯] তথাপিও তাঁর পক্ষে লেখালেখির কাজ করতেন তাঁর দাস জাকওয়ান ও আবূ ইউনুসও।[১৭০] প্রাচীন ঐতিহাসিক বালাযুরীর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আয়িশা (রা.) পড়তে জানতেন কিন্তু লিখতে জানতেন না।[১৭১] কিন্তু তাঁর এ দাবীর সপক্ষে জোরালো কোন দলীল নাই। তাই সার্বিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি পড়তে পারতেন এবং লিখতেও জানতেন। তবুও মাঝে মাঝে দাস আবূ ইউনূস ও যাকওয়ান তাঁর লেখক হিসেবে কাজ করতেন।

যাহোক, লেখা ও পড়া মানুষের জ্ঞানের বাহ্যিক মাপকাঠি। প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থান তার থেকে অনেক উঁচু স্তরে। মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার পূর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জন, দীনের আবশ্যকীয় বিষয় ও শরী'আতের গূঢ় রহস্য জানা এবং আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহর জ্ঞান লাভই হচ্ছে সর্বোত্তম শিক্ষা। হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন এ সব জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাছাড়া ইতিহাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান।[১৭২] ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন পিতার কাছ থেকে। চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে যে সকল লোকজন ও প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে আসতেন তাদের নিকট থেকে। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতেন। আরবের চিকিৎসকরা যেখানে যে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ দিতেন, আয়িশা (রা.) স্মৃতিতে তা ধরে রাখতেন। একদিন 'উরওয়া আয়িশা (রা.)কে বললেন, আমি আপনার ফিকাহ, কাব্য ও প্রাচীন আরবের ইতিহাসের জ্ঞান দেখে বিস্মিত হই নি। কারণ, এ জ্ঞান অর্জন আপনার জন্য সম্ভব। কিন্তু আপনার 'তিব্ব' বা চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না। এ জ্ঞান আপনি কিভাবে ও কোথা থেকে অর্জন করেছেন? আয়িশা (রা.) বললেন, 'উরওয়া রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর শেষ জীবনে অসুস্থ থাকতেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর কাছে লোক আসতো। তারা নানা রকম ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিত। আর আমি সেভাবে চিকিৎসা করতাম। সেখান থেকেই এ জ্ঞান অর্জন করেছি। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উরওয়া প্রশ্ন করেন, এ তিব্বের জ্ঞান আপনি কোথা থেকে অর্জন করেছেন? আয়িশা (রা.) জবাব দেন, আমি অথবা অন্য কোন লোক অসুস্থ হলে যে ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, তা থেকে শিখেছি। তাছাড়া একজন আরেকজনকে যেসব রোগ ও ওষুধের কথা বলে আমি তাও মনে রাখি।[১৭৩] দীনী জ্ঞান অর্জনের তো কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শরী'আতের মহান শিক্ষকের ঘরেই তিনি ছিলেন। রাত-দিন তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হতেন।

দাম্পাত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর দাম্পত্য জীবন চৌদ্দ বছর বয়সে শুরু হয়ে শেষ হয় বাইশে গিয়ে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে পরম সুখ ও শান্তিতে তিনি মাত্র নয়টি বছর কাটিয়েছেন। এই মধুময়

---

১৬৯ وعن معاوية أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري . فكتبت سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাবু আবওয়াবিল যুহদ 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব (নাম বিহীন), হাদীস নং ২৫২৭

১৭০ عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিইস সালাত, বাব আদ্ দলীল লিমান কালা আস্ সালাতুল উসতা হিয়া সালাতুল আসর, হাদীস নং ৬২৯

১৭১ عن عائشة أنها كانت تقرأ المصحف ولا تكتب দ্র. *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ আমরুল খাত, পৃ. ৪৫৪

১৭২ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নীসাপুরী, তাহকীক: মুস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আল-মুসদাতরাক আলাস সহীহায়ন*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯০), খ. ৪, যিকরুস সাহাবিয়্যাত মিন আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৬৭৩৩

১৭৩ لَقَدْ صَحِبْتُ عَائِشَةَ فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ كَانَ أَعْلَمَ بِآيَةٍ أُنْزِلَتْ وَلاَ بِفَرِيْضَةٍ وَلاَ بِسُنَّةٍ وَلاَ بِشِعْرٍ وَلاَ.... فَقُلْتُ لَهَا: يَا خَالَةُ الطِّبُّ مِنْ أَيْنَ عُلِّمْتِهِ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَمْرَضُ فَيُنْعَتُ لِيَ الشَّيْءُ وَيَمْرَضُ المَرِيْضُ فَيُنْعَتُ لَهُ وَأَسْمَعُ الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬

স্বল্প সময়ের জীবনে অনেক ছোট-বড় ঘটনা ঘটেছে, যা তাঁর জীবনকে আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করে তুলেছে। তাঁর ঘটনাবহুল দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

(১) ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা

ইফ্‌ক (إفك) শব্দের অর্থ মূল কথাকে উল্টিয়ে দেয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত কথা বলা এবং বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করা। এই অর্থের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া কথার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন অভিযোগ সম্পর্কে শব্দটি প্রয়োগ হলে তার অর্থ হয়: সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা দোষারোপ।[১৭৪] উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, আল-কুরআনের ভাষায় তাকে আল-ইফ্‌ক বলা হয়েছে। এই শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হতে এই অভিযোগের পরিপূর্ণ প্রতিবাদ করা হয়েছে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীর [১৭৫]শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স.) বনী মুসতালিক বা আল মুরায়সী[১৭৬] যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সফর সঙ্গীনী ছিলেন। অনেক মুনাফিক বা কপট মুসলিম এ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল। এ যুদ্ধাভিযানেই মুনাফিকরা আয়িশা (রা.) এর চারিত্রিক নিষ্কলুষতাকে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা আয়িশা (রা.) এর পুত পবিত্র চরিত্রের উপর নেহায়েত আপত্তিকর মিথ্যায় দোষারোপ করে। মূল ঘটনাটি হযরত আয়িশা (রা.) এর ভাষ্যে বিভিন্ন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর অভ্যাস ছিলো দূরে কোথাও সফরে গেলে কুরআ বা লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিতা তাঁর কোন এক পত্নীকে সফর সঙ্গী করতেন। বনু মুসতালিক যুদ্ধে আমি সফর সঙ্গী নির্বাচিত হই। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ উটের পিঠে উঠানো-নামানো হতো। রাসূলুল্লাহ (স.) এ যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাতে মদীনার নিকটস্থ কোন এক স্থানে তাবু গেড়ে অবস্থান করেন। রাতের শেষাংশে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ আসে। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে যাই। প্রয়োজন সেরে সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখি, আমার গলার হার হারিয়ে গিয়েছে। আবার ফিরে গিয়ে তা খুঁজতে শুরু করি। এতে বেশি দেরী হয়ে যায়। আমি হাওদার মধ্যে আছি ভেবে লোকেরা সাওয়ারীর পিঠে হাওদা উঠিয়ে দেয়। ঐ সময়ে খাদ্যাভাবের কারণে আমরা মেয়েরা ছিলাম খুবই হালকা-পাতলা।

সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। মনে করলাম তারা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার সন্ধানে ফিরে আসবে। কাজেই যেই স্থানে আমি ছিলাম সেখানে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। বনু সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল পিছনে ছিলেন। প্রত্যুষে তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকট পৌঁছে নিদ্রাবস্থায় দেখে আমায় চিনে ফেলেন এবং ইন্না লিল্লাহ পড়লেন। তাঁর আওয়াজ শুনে আমি জেগে

---

[১৭৪] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.), *তাফহীমুল কুরআন*, অনু. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম রহ.(ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ মে ২০০৫), খ. ৯, সূরা আন-নূর, ৮ নং টীকা, পৃ. ১২০-১২১

[১৭৫] قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع (ইবনে ইসহাক বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরিতে। মূছা ইবনে ওকবা বলেন, ৪র্থ হিজরিতে) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযওয়াতিল বানিল মুস্তালিক, মিন খুযা'আতা, ওয়া হিয়া গুযওয়াতুল মুরায়সী'আ, হাদীস নং ৪১৩৮

[১৭৬] আল-মুরায়সী হলো বনু মুস্তালিক গোত্রের একটি ঝর্ণা। তাদের গোত্রপতি আল-হারিস ইব্‌ন আবী দররার নিজ গোত্রে ও পাশ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকদের রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংগঠিত করে। মহানবী (স.) এ সংবাদ অবগত হয়ে তাদেরকে দমন করার জন্য মদীনা হতে একটি বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এ যুদ্ধকে বনু 'মুস্তালিক' বা 'আল-মুরাইসী' যুদ্ধ বলা হয়। যেমন: ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুল মাগাযিতে একটি পরিচ্ছেদের নাম করণ করেন: باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع ৫ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্র. সাইয়্যেদ সুলাইমান আলী আন-নদবী, *নবীউর রহমত*(লক্ষনৌ: দারুল উলুম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১), পৃ. ২৭২-২৭৩; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮

 Dhaka University Institutional Repository

উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢাকলাম। আল্লাহর শপথ? আমাদের মধ্যে কোন কথা বার্তাই হয় নি। তিনি সাওয়ারী হতে অবতরণ করলেন এবং সাওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি তাতে আরোহন করলাম। তিনি লাগাম ধরে হেটে চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম। তখন তারা বিশ্রামের জন্য একটি স্থানে কেবল মাত্র থেমেছে। আমি যে পিছনে রয়ে গেছি একথা তাদের কারো জানা ছিল না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ রটানো হলো। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ছিল এ অপপ্রচারের অগ্রনায়ক। এছাড়াও মুসলিমগণের মধ্যে হাসসান ইব্নু সাবিত, মিসতাহ ইব্ন উসামাহ এবং হামনা বিন্ত জাহাশও এতে জড়িয়ে পড়েন।

আয়িশা (রা.) বলেন, মদীনায় পৌঁছে আমি এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘুষা হতে লাগল। কিন্তু এ সবের আমি কিছুই জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা দৃঢ় হচ্ছিল এ কারণে যে, আমার অসুস্থতার সময় পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স.) যে ভাবে আমার দেখা শুনা করতেন। এবারে তা করছেন না; বরং এবার 'আমি কেমন আছি'? জিজ্ঞেস করেই চলে যেতেন। এতে আমার মনে সংশয় সৃষ্টি হলো। ভাবতাম হয়তো কিছু একটি ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনুমতি সাপেক্ষে মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রুষা ভালভাবে করতে পারেন।

একদা রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলাম। তখন আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রধান অভ্যাসমত পায়খানার জন্য এলাকার বাইরে মাঠে বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। 'উম্মু মিসতাহ'[১৭৭] ঐ রাতে আমার সাথে গিয়েছিল। কাজ সেরে ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গিয়ে বলে উঠলেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নিজ পুত্রের ব্যাপারে এমন কথা বললেন? উম্মু মিসতাহ বললেন, সে তোমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে, তাতো তুমি শোন নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কার্যকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমায় অবহিত করলেন।

এ ঘটনা শুনে আমার রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। সোজা ঘরে ফিরে এসে সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম। ওহি আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর পত্নী বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইব্ন আবী তালিব এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা.)কে ডেকে পাঠালেন। 'উসামা আয়িশা (রা.) এর পবিত্রতার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনার স্ত্রী (আয়িশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আপনি তাকে নিজের কাছেই রাখুন। 'আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আল্লাহ তো আপনার সংকীর্ণতা রাখেন নি। তিনি ছাড়া তো আরো বহু মেয়ে সমাজে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বারীরাকে ডেকে বললেন তুমি আয়িশার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা বলল সেই সত্তার কছম, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তাঁর মাঝে খারাপ বা আপত্তিকর কিছু লক্ষ্য করি নি। তবে তিনি অল্প বয়স্ক কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরি করার জন্য আটার খামীর করে রেখে তিনি মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো।
সে দিন রাসূলুল্লাহ (স.) এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে সাহাবীগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমায় যে কষ্ট দিয়েছে তার আক্রমন হতে আমায় রক্ষা করতে পারে? আল্লাহর কসম আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাই নি। একথা শুনে উসায়দ ইব্ন হুদায়র মতান্তরে সা'য়াদ ইব্ন মু'য়ায (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) অভিযোগকারী যদি আমাদের (আওস) বংশের লোক হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর

---

১৭৭ উম্মু মিসতাহ হলেন আবূ রুহম ইব্ন আব্দুল মুতালিব ইব্ন আবদ মানাফের কন্যা। তার মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর খালা সাখার ইব্ন আমরের কন্যা। তার পুত্র মিসতাহর পিতা ছিলেন আসাসা ইব্ন আব্বাদ ইব্নুল মুত্তালিব আবূ শুক্কাহ। দ্র. আব্দুল হালীম, সম্পা. আব্দুল মান্নান তালিব, *রাসূলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা*(ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫), খ. ১, পৃ. ২৭৫

 Dhaka University Institutional Repository

আমাদের ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন তাই করবো। এই কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র নেতা সা'য়াদ ইবন উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো, কিছুতেই তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। সে খাযরাজ গোত্রভূক্ত বলেই তুমি তাকে হত্যা করার কথা বলছো। সে তোমাদের গোত্রের হলে কখনই তাকে হত্যা করার কথা বলতে না। জবাবে তাকে বলা হলো, তুমি তো মুনাফিক, এই জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছো।

এরূপ কথা কাটাকাটির কারণে মাসজিদুন নববীতে গোলযোগের সৃষ্টি হলো। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মসজিদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। একমাস ব্যাপী এই মিথ্যা দোষারোপের বানোয়াট কথা সমাজে পর্যালোচনার বস্তুতে পরিণত হলো। রাসূলুল্লাহ (স.) মানসিকভাবে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হলেন। আমি অবিরাম কাঁদতে লাগলাম। আমার পিতা মাতাও খুব উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন আমার পাশে এসে বসলেন। আমার পিতা মাতা ভাবলেন, আজ হয়ত কোন সিদ্ধান্তমূলক রায় হয়ে যাবে। এ কারণে তারাও কাছে এসে বসলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে উত্থাপিত অপবাদ-অভিযোগ আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষী হয়ে থাকো, তাহলে আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাও, অপরাধী যখন অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তখন ক্ষমা করে দেন।

এ কথা শুনে আমি হত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আব্বু আম্মুকে বললাম, আপনারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথার জবাব দিন। তারা বললেন, কি বলে যে উত্তর দিবো তা আমাদের বুঝে আসছে না। তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে একটি কথা এসে তা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি আমি নির্দোষ বলে প্রলাপ করি তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটি অন্যায় কর্মকে স্বীকার করে নিই, যার সাথে আদৌ আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ- তবে আপনারা ও তা সত্য বলে মেনে নিবেন না। আমি তখন ইয়াকুব (আ.) এর নামটি স্মরণের চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মৃতিতে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম এ পর্যায়ে আমি ঐ কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না, যা ইউসুফ (আ.) এর পিতা ইয়াকুব (আ.) বলেছেন। তা হলো: فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون 'এখন ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম পন্থা, আর তোমরা যা কিছু বলেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়। এ কথা বলে আমি অপর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। নিশ্চয় তিনি প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে দিবেন। আমার কোন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করবেন নিজেকে আমি এতখানি যোগ্য মনে করি নি, বরং আমি এতটুকু আশা করতাম যে, স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স.) কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (স.) তখনও তার জায়গা ছেড়ে উঠেন নি এবং বাড়ির কোন লোকও তখন বাইরে যায় নি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর ওহি নাযিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো, তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা হতে টপ টপ করে ঘামের ফোটা পড়তে লাগলো। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলাম, কিন্তু আমার পিতা মাতা অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ওহি অবতরণের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (স.) কে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে হলো। তিনি হাস্যোজ্জ্বল বদনে প্রথমেই বললেন, হে আয়িশা! তোমায় সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহি নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা নুর এর ১১ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত[১৭৮] পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন।

---

১৭৮ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ .... দ্র. *আল -কুরআন*, ২৪ : ১১-২১

 Dhaka University Institutional Repository

মা তখন আমায় বললেন, ওঠো, রাসূলুল্লাহ (স.) এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করবো, না আপনাদের দু'জনের। আমি তো সেই মহান প্রভূর শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ বানেয়াট অপবাদ ও অভিযোগকে মিথ্যা ঘোষণা করেন নি।[১৭৯]

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনুল করীমে আয়াত নাযিল হওয়ার পর সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা দোষারোপ করার অভিযোগে দু'জন পুরুষও একজন নারীর উপর হদ (নির্ধারিত শাস্তি) জারি করা হয়। তারা হলেন, মিসতাহ ইব্‌ন উসামাহ, কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত ও হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা.)।[১৮০] অত্র ঘটনাটি মূলত বিশ্ব নারী জাতিকে সব ধরনের বিপদে দৃঢ়তা অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয় এবং মানব সমাজকে যৌনাচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য অনেকগুলি বিধি-নিষেধ ও দণ্ডবিধি ঘোষণা করে।

(২) তায়াম্মুমের আয়াত নাযিলের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়িশা (রা.)কে উপলক্ষ করে মানবজাতিকে বহুবিধ কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো পানির বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের বিধান। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল: সফরে আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সঙ্গে ছিলেন। সেই একই হার এবারও তাঁর গলায় ছিল। কাফেলা যখন 'জাতুল জায়শ' অথবা আল-বায়দা নামক স্থানে পৌছে, তখন হারটি গলা থেকে আবার ছিড়ে কোথায় পড়ে যায়।[১৮১] পূর্বের ঘটনায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছিল। তাই এবার সাথে সাথে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (স.)কে অবহিত করেন। সময়টি ছিল প্রভাত হওয়ার কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ (স.) যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন এবং এক ব্যক্তিকে হারটি খোঁজার জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন! ঘটনাক্রমে সৈন্যরা যেখানে তাঁবু গেঁড়েছিল সেখানে বিন্দুমাত্র পানি ছিল না। এ দিকে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেল। লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট ছুটে গিয়ে বললো, আয়িশা (রা.) সৈন্য বাহিনীকে কী বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। আবূ বকর (রা.) তখন সোজা আয়িশা (রা.) এর কাছে দৌঁড়ে গেলেন। দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আয়িশা (রা.) এর হাঁটুর উপর মাথা রেখে একটু আরাম করছেন। আবূ বকর (রা.) উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, তুমি সব সময় মানুষের জন্য নতুন নতুন মসীবত ডেকে আন। এ কথা বলে তিনি রাগে-ক্ষোভে মেয়ের পাঁজরে কয়েকটি খোঁচা মারেন। কিন্তু আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর আরামের ব্যাঘাত হবে ভেবে একটুও নড়লেন না। এদিকে সকাল হলো। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুম থেকে জেগে সবকিছু অবগত হলেন। ইসলামী বিধি–বিধানের এ এক বৈশিষ্ট্য যে, সর্বদা তা উপযুক্ত সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামে এর আগে নামাযের জন্য ওজু ফরয ছিল। কিন্তু এই ঘটনার সময় পানি না পাওয়া গেলে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য বলে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়: আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী-গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানি না পায়,

---

১৭৯ قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ . قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু হাদীসিল ইফক, হাদীস নং ৪১৪১

১৮০ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ، قَالَ النُّفَيْلِيُّ: وَيَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল হুদুদ, বাব ফী হদ্দিল কাযফ, হাদীস নং ৪৪৭৪, পৃ.৬১৪; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুত তাফসীর, বাব সূরাতুন নূর, হাদীস নং ৩২৩১, পৃ. ১৪৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬১

১৮১ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدِي দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯; কোন কোন বর্ণনায় 'আস-সুলসুল' নামক স্থানের কথা এসেছে। আল-বিকরী বলেন, আস-সুলসুল হলো জুলহুলায়ফার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খ. ৫, প্রাগুক্ত, টীকা নং ১৫৫, পৃ. ৯১

তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। তাতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।[১৮২]

মূলত তা'য়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার বিশেষ, যা এ উম্মাতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। আর এ সহজ ব্যবস্থাটি পূর্ববর্তী কোন উম্মাতকে দান করা হয় নি, একমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আয়িশা (রা.) এই হারটি বোন আসমার (রা.) নিকট থেকে পরার জন্য ধার নিয়েছিলেন। এরপর কাফেলা চলার জন্য যখন আয়িশা (রা.) এর উটটি উঠানো হয় তখন সেই উটের নীচে হারটি পাওয়া যায়।[১৮৩]

জলীলুল কদর সাহাবী হযরত উসাইদ ইব্ন হুদায়র (রা.) তখন আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ওহে আবূ বকর সিদ্দীকের পরিবারবর্গ! ইসলামে এটাই আপনাদের প্রথম কল্যাণ নয়।[১৮৪]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উসাইদ ইব্ন হুদায়র আয়িশা (রা.)কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আপনার উপর যখনই কোন বিপদ এসেছে-যা আপনি পছন্দ করেন নি, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার বদৌলতে আপনার ও মুসলিমগণের জন্য কোন না কোন কল্যাণ দান করেছেন।[১৮৫] হযরত আয়িশা (রা.) এর পিতা, যিনি কিছুক্ষণ আগেই প্রিয়তমা কন্যাকে শিক্ষাদানের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, গর্বের সাথে এখন তিনি সেই কন্যাকে সম্বোধন করে বলছেন, 'আমার কলিজার টুকরা! আমার জানা ছিল না যে, তুমি এতখানি কল্যাণময়ী। তোমার অসীলায় আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে বড় বরকত ও আসানী দান করেছেন।[১৮৬]

(৩) ঈলা ও তাখঈর-এর ঘটনা

ঈলা (ايلاء) অর্থ শপথ; কসম; নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম[১৮৭] এবং তাখঈর (تخيير) অর্থ নির্বাচন করা; মনোনীত করা; বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া।[১৮৮] অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর ইচ্ছা দারিদ্র ও অভাব-অনটন মেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সংসারে থাকতে পারেন; আর যাঁর ইচ্ছা তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। হযরত আয়িশা (রা.) এর পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের মধ্যে এ দুইটিও অন্যতম। তাহরীমের ঘটনার সমসাময়িককালে ৯ম হিজরীতে এ ঘটনা দু'টি সংঘটিত হয়।[১৮৯]

---

১৮২ و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم إن الله كان عفوا غفورا দ্র. *আল-কুরআন*- ৪ : ৪৩

১৮৩ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুত তায়াম্মুম, বাবু ইযা লাম তাজিদু মাআন ওয়ালা তুরাবান, হাদীস নং ৩৩৬

১৮৪ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুত তায়াম্মুম, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ফালাম তাজিদু মাআন ফাতায়াম্মামু স'য়ীদান তাইয়্যেবা, হাদীস নং ৩৩৪; *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৫

১৮৫ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুত তায়াম্মুম, বাবু ইযা লাম ইয়াজিদ মাআন ওলা তুরাবান, হাদীস নং ৩৩৬

১৮৬ يَقُوْلُ أَبِي حِيْنَ جَاءَ مِنَ اللهِ مِنَ الرُّخْصَةِ لِلمُسْلِمِيْنَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ مَاذَا جَعَلَ اللهُ لِلمُسْلِمِيْنَ فِي حَبْسِكِ إِيَّاهُمْ مِنَ البَرَكَةِ وَاليُسْرِ দ্র. মুসনাদু আহমদ, খ. ৬, অধ্যায় মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৫১৩৬, পৃ. ২৭২; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯

১৮৭ মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান কিরানভী, অনু. ও সম্পা. মাওলানা আহমাদ করিম সিদ্দীক, *আল-কামূসুল জাদীদ* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১৬০

১৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

১৮৯ وقعت قصة الايلاء عندما وعق التحريم وذلك فى العام التاسع الهجرى দ্র. আল্লামা আস-সাইয়্যিদ সুলায়মান আন-নদবী, *সীরাতুস সাইয়্যিদা আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন রা.*(দামেস্ক: দারুল কলাম, ২য় সংস্করণ ১৪৩১/২০১০), পৃ. ১৪৭

 Dhaka University Institutional Repository

একদিন আবূ বকর ও ‘উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)কে ঘিরে তাঁর স্ত্রীগণ বসে আছেন এবং তাদের জীবিকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাঁর কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছেন। তখন তারা স্বীয় কন্যাদ্বয় আয়িশা ও হাফসাকে মারতে উদ্যত হলে; আগামীতে আর কখোনও জীবিকা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)কে কষ্ট দেবে না এই অঙ্গীকার করে আপন আপন পিতার হাত থেকে রক্ষা পেলেন।[১৯০] অন্য স্ত্রীগণ তাদের দাবীর উপর অটল থাকলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং গাছের একটি মূলের সাথে ধাক্কা লেগে পাঁজরে আঘাত পান। হযরত আয়িশা (রা.) এর হুজরা সংলগ্ন আর একটি কক্ষ ছিল যাকে আল-মাশরাবা বলা হতো। রাসূলুল্লাহ (স.) সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আগামী এক মাস কোন স্ত্রীর কাছেই যাবেন না। এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে মুনাফিকরা অপপ্রচার করে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। একথা শুনে সাহাবীগণ মাসজিদুন নববীতে সমবেত হন। ঘরে ঘরে একটি অস্থির ভাব বিরাজ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সহধর্মিণীগণ কান্নাকাটি শুরু করে দেন। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট থেকে ঘটনাটির সত্যতা যাচাইয়ের সাহস করলেন না। হযরত ‘উমার (রা.) খবর পেয়ে মাসজিদে এসে দেখলেন, সাহাবায়ে কিরাম বিমর্ষ অবস্থায় চুপচাপ বসে আছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দু’বার কোন সাড়া পেলেন না। তৃতীয় বারের মাথায় অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন, তাঁর পবিত্র দেহে মোটা কম্বলের দাগ পড়ে গেছে। ‘উমার (রা.) ঘরের চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন, সেখানে কয়েকটি মাটির পাত্র ও শুকনো মশক ছাড়া আর কোন জিনিস নেই। এ অবস্থা দেখে ‘উমার (রা.) এর চোখে অশ্রু নেমে এলো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, না। হযরত উমার (রা.) বললেন, আমি কি এ সুসংবাদ মুসলিমগণের মধ্যে প্রচার করে দিব? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। এভাবে অনুমতি পেয়ে হযরত উমার (রা.) মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেন নি।[১৯১] এ সুসংবাদের ফলে সকল মুসলিম আনন্দিত হলেন এবং উম্মাহাতুল মু’মিনীনও চিন্তা মুক্ত হলেন।

অতঃপর যখন ২৯ দিন পূর্ণ হলো, রাসূলুল্লাহ (স.) আল-মাশরাবা থেকে বেড়িয়ে এসে সর্বপ্রথম আয়িশা (রা.) এর গৃহে আগমন করলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ তো উনত্রিশ হলো। তিনি বললেন, কোন কোন মাস ২৯ দিনেও হয়।[১৯২] হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এটি ‘ঈলা’ এর ঘটনা নামে পরিচিত।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগমনের কিছুক্ষণ পরই তাখঈরের আয়াত[১৯৩] নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বপ্রথম আমাকে বল্লেন, তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও না। তোমার পিতা-মাতার মতামত জেনে নাও।’ তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে উক্ত আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। সাথে সাথে হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, এই বিষয়ে আমি আমার পিতা-মাতার নিকট কি জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকালের সাফল্যই চাই। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) একে একে সকল স্ত্রীর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলে, তাদের প্রত্যেকেই

---

১৯০ كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবু বয়ানি আন্না তাখয়ীরা ইমরাআতিহি লা ইয়াকূনু তালাকান ইল্লা বিন্‌নিয়্যাতি, হাদীস নং ১৪৭৮

১৯১ فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي، لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবুন ফিল ঈলা ওয়া‘তি যালিন্‌নিসা ওয়া তাখয়ীরিহিন্না, হাদীস নং ১৪৭৯

১৯২ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মাও‘য়িযাতির রাজুলি ইবনাতাহু লিহালি যাওজিহা, হাদীস নং ৫১৯১

১৯৩ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ২৯

আয়িশা (রা.) মত একই জবাব দেন।[১৯৪] হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে এই ঘটনা 'তাখঈর' নামে অভিহিত হয়েছে।

(৪) তাহরীমের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৯ম হিজরীতে সূরা আত-তাহরীম অবতীর্ন হয়। মধূ ও মিষ্টি ছিল রাসূলুল্লাহ (রা.) এর অতি প্রিয় খাবার। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের নামাজের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল স্ত্রীদের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নাব (রা.) এর ঘরে মধু পান করলেন, তাই একটু বিলম্ব হলো। এতে হযরত আয়িশা (রা.) এর মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অতঃপর তিনি হাফসা (রা.)কে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন আমার অথবা তোমার ঘরে আসবেন তখন আমরা তাকে বলবো, আপনার মুখ থেকে মাগাফীর-[১৯৫]এর দুর্গন্ধ আসছে। আয়িশা একই কথা হযরত সাফীয়্যা (রা.)কেও শিখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তাদের ঘরে আসলেন তখন তারা পূর্ব সিদ্ধান্তমত একই কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট দুর্গন্ধ ছিল খুবই অপ্রিয়। তাই পরের দিন যখন রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত যয়নাব (রা.) এর নিকট গমন করলেন, তখন তিনি তাকে (স.) আবার মধু পান করাতে চান। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে হযরত আয়িশা আফসোস করে হাফসা (রা.) কে বলেন, আমরা একটি মারাত্মক ভুল করেছি, আল্লাহর রাসূল (স.)কে তাঁর একটি প্রিয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় সূরা আত-তাহরীমের নিম্নোক্ত আয়াত।[১৯৬] হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি কেন আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করেছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[১৯৭]

স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকাল

১১ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের সোমবার রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আয়িশা (রা.) এর কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৯৮] তাঁর গৃহেই রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে সমাহিত করা হয়। ঐতিহাসিক বালাযুরী উল্লেখ করেন, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, 'একবার তিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁর ঘরে একে একে তিনটি চাঁদ ছুটে এসে পড়েছে। তিনি তাঁর পিতাকে এ স্বপ্নের কথা জানালে তিনি বলেন, তোমার হুজরায় তিন ব্যক্তিকে দাফন করা হবে, যারা এ পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল। রাসূলুল্লাহ (স.)কে তাঁর গৃহে দাফনের পর আবূ বকর বললেন, ঐ তিনটি চাঁদের একটি এই এবং সবচেয়ে ভালটি।'[১৯৯] পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাকি চন্দ্রদ্বয় হলেন হযরত আবূ বকর ও 'উমার (রা.)।

---

১৯৪ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মাও'য়িযাতির রাজুলি ইবনাতাহু লিহালি যাওজিহা, হাদীস নং ৫১৯১

১৯৫ মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত রস বা আটাকে বলা হয়। দ্র. *তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮৬

১৯৬ فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর, বাব ইযা হার্‌রামা তাআমাহ, হাদীস নং ৬৬৯১

১৯৭ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ দ্র. আল-কুরআন- ৬৬ : ১

১৯৮ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মাজআ ফি বুয়ূতি আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স.) ওয়ামা নুসিবা মিনাল বুয়ূতি, হাদীস নং ৩১০০

১৯৯ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي، فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَيُدْفَنَنَّ فِي حُجْرَتِكِ ثَلاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ فِي بَيْتِهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وهو خيرها দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭২

৪। হযরত হাফসা বিন্তু উমর ইব্নুল খাত্তাব

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (حَفْصَةُ) হাফসা। পিতার নাম ‘উমার ইব্নুল খাত্তাব। মাতার নাম যয়নব বিন্ত মায‘উন।[২০০] তাঁর মাতা ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী ‘উসমান ইব্ন মাজ‘উনের আপন বোন যয়নব বিন্ত মাজ‘উন।[২০১]

জন্ম

হযরত হাফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নুবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরায়শগণ তখন কা‘বা ঘর পুনঃনির্মান করছিলেন।[২০২] জলীলুল কদর সাহাবী হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার (রা.) তাঁর আপন ভাই। হাফসা ‘আব্দুল্লাহ’ এর চেয়ে ছয় বছরের বড়।[২০৩]

ইসলাম গ্রহণ

তাঁর পিতা হযরত ‘উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর পরই হযরত হাফসা (রা.) তাঁর নিজ গোত্র ও পরিবারের লোকদের সাথে একযোগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল অনুর্ধ দশ বছর।[২০৪]

শুভ বিবাহ ও হিজরত

বনু সাহম গোত্রের মুসলিম যুবক খুনাইস ইব্ন হুজায়ফার সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। যিনি প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলার সাথে তিনি হাবশায় হিজরত করেন।[২০৫] সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে আবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। হযরত হাফসা (রা.)ও স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় আসার কিছু দিন পরেই হযরত হাফসা (রা.) বিধবা হন।[২০৬] তখন তাঁর বয়স অনুর্ধ বিশ।[২০৭]

উম্মুল মু’মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

মেয়ে বিধবা হওয়ার পর পিতা ‘উমার (রা.) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর মেয়ে হযরত ‘উসমান (রা.) এর স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এন্তেকাল করেন। ‘উমার (রা.) সর্বপ্রথম ‘উসমানের সাথে দেখা করে তাঁর সাথে হাফসার বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ‘উসমান (রা.) বিষয়টি ভেবে দেখবো বলে সময় নেন। কয়েক দিন পর জবাব দেন, ‘আমি এ সময় বিয়ে করতে চাচ্ছি না’। তারপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.) এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার সাথে আমি হাফসাকে বিয়ে দিতে চাই। এ প্রস্তাব শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) চুপ থাকলেন; কোন জবাব দিলেন না। ‘উসমান (রা.) এর জবাবে ‘উমার (রা.) যতখানি আহত হন তার চেয়ে বেশি হন আবূ বকর

---

২০০ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَّاحِ بْنِ عدي بن كعب بن لؤي দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৫

২০১ وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أخت عثمان بن مظعون দ্র. প্রাগুক্ত।

২০২ وُلِدَتْ حَفْصَةُ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْبَيْتَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَمْسِ سِنِينَ দ্র. প্রাগুক্ত।

২০৩ أَخُوْهَا ابْنُ عُمَرَ وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ بِستِّ سِنِيْنَ দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪৮২

২০৪ عرف اهل الدار باسلام عمر ففرحوا و انشرحت صدورهم.....أسلمت حفصة رضى الله عنها وهى لاتزال حديثة السن لم تتجاوزالعاشرة من عمرها- দ্র. *যাওজাতুন নাবীয়্যি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২০৫ أسلم خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ قَبْلَ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارَ الأَرْقَمِ وَهَاجَرَ خُنَيْسٌ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০০

২০৬ تَزَوَّجَ خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ وَهَاجَرَتْ مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَقْدَمَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَدْرٍ দ্র. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৫

২০৭ ترملت حفصة وهى سن مبكرة إذ كانت لاتعدو العشرين ربيعا من عمرها দ্র. *যাওজাতুন নাবীয়্যি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

(রা.) এর আচরণে।[২০৮] এরপর হযরত ‘উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে মনের দুঃখ ব্যক্ত করেন। হযরত ‘উমার (রা.) এর দুঃখের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বল্লেন: হাফসাকে বিয়ে করবে ‘উসমান (রা.) এর চেয়েও ভাল এক ব্যক্তি এবং ‘উসমান বিয়ে করবে হাফসার চেয়েও ভাল এক মহিলাকে।[২০৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তখন রাসূলুল্লাহ (রা.) বল্লেন, আমি তোমাকে উসমানের চেয়ে ভাল জামাতা এবং উসমানকে তোমার চেয়ে ভাল শ্বশুরের সংবাদ দেব না? উত্তরে উমার (রা.) বললেন, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! তখনই রাসূলুল্লাহ (রা.) হযরত হাফসা (রা.)কে বিবাহ করেন এবং উম্মু কুলসুমকে ‘উসমানের সাথে বিবাহ দেন।[২১০]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত হাফসা (রা.) এর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর একদিন হযরত আবূ বকর (রা.) ‘উমার (রা.) এর সাথে দেখা করে বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) হাফসাকে বিয়ের কথা বলেছিলেন, আমি তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাই নি। এছাড়া আপনার প্রস্তাবে জবাব না দেয়ার আর কোন কারণ ছিল।[২১১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর তত্ত্বাধানে শিক্ষাগ্রহণ

হযরত হাফসা (রা.) এর শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন তিক্ষ্ণ মেধাবী ও বুদ্ধিমতি কন্যা। বিবাহের পূর্বে তিনি তাঁর পিতা হযরত ‘উমার (রা.) এর প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় বুঝতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় পর তার প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। কারণ মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স.) এর তাঁর স্ত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বেশি সর্তক ছিলেন। তৎকালীন যুগের এক মাত্র লেখা-পড়া জানা মহিলা শিফা বিন্ত ‘আব্দুল্লাহকে (রা.) তিনি উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর গৃহ শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি (শিফা) একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দেখা করে বললেন, আমি জাহিলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। আপানার অনুমতি পেলে আমি সেগুলোর থেকে একটি মন্ত্রটি পাঠ করে শোনাতে পারি। অতঃপর সে মন্ত্রটি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (স.)কে শুনালেন। শুনে তিনি বললেন, এ মন্ত্রটি তুমি হাফসাকে শিখাও।[২১২] আর এক বর্ণনায় এসেছে, শিফা বিন্ত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি একদিন হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে ছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আগমন করে আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি হাফসা (রা.)কে নামলার (النملة) [২১৩] মন্ত্রটি শিখাবে না? যেমন তুমি তাঁকে লেখা শিখিয়েছ।[২১৪] এ হাদীস দু’টি থেকে

---

২০৮ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৭

২০৯ قَالَ عُمَرُ: لَمَّا تُوُفِّيَ خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ عَرَضْتُ حَفْصَةَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ عُثْمَانَ! إِنِّي عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَأَعْرَضَ عَنِّي. [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَدْ زَوَّجَ اللَّهُ عُثْمَانَ خَيْرًا مِنَ ابْنَتِكَ وَزَوَّجَ ابْنَتَكَ خَيْرًا مِنْ عُثْمَانَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৬; ইব্নুল আসীর, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, *উসুদুল গাবা ফী মা‘আরিফাতিস সাহাবা*(বৈরূত: দারু ইহইয়া’ইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), খ. ৫, পৃ. ৪২৫

২১০ فَقَالَ لَهُ النبي. ص: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى خَتَنٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ وَأَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى خَتَنٍ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ؟؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ حَفْصَةَ وَزَوَّجَ بِنْتًا لَهُ عُثْمَانَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৬

২১১ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব আরদুল ইনসানে ইব্নাতাহু আও উখতাহু ‘আলা আহলিল খায়র, হাদীস নং ৫১২২

২১২ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু হাফসাতা বিন্ত ‘উমার (রা.), হাদীস নং ২৬৫০৫; ২৬৫০৬

২১৩ ‘নামলা’ এক প্রকার ক্ষতরোগ নিরাময়ের ঝাড়ফুঁক। কেউ কেউ বলেন, নামলা হলো পিপড়ার কামড়ের প্রতিষেধক মন্ত্র। মন্ত্রটি হলো, بسم الله صلو صلب جبر تعوذا من أفواهها فلا تضر احدا الهم أكشف الباس رب الناس দ্র. *উসুদুল গাবাহ্ ফী মা‘রিফাতিস সাহাবা* , প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৮৭

বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত হাফসা (রা.) এর মধ্যে লেখা-পড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসর্গে আসার পর হযরত হাফসা (রা.) এর ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের সুযোগ হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাহরীমের ঘটনা

তাহরীমের ঘটনা সূত্রপাত হয় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর থেকে। অতঃপর হযরত হাফসা ও আয়িশা (রা.) উভয়েই উক্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। উক্ত প্রেক্ষাপটে হযরত হাফসা (রা.) এর সংশ্লিষ্টতার বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হল।

কে রাসূলুল্লাহ (স.) কে মধু পান করান? এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় উম্মুল মু'মিনীন-এর অনেকের নাম পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) মধু পান না করার যে সিদ্ধান্ত নেন, তা সংশ্লিষ্ট স্ত্রীগণকে গোপন রাখতে বলেন, যাতে মধু পরিবেশনকারিনী মনে কষ্ট না পায়। অধিকাংশের মতে, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট এই গোপন কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু হযরত হাফসা (রা.) কথাটি গোপন রাখতে পারলেন না। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে তা ফাঁস করে দেন। তখন আল্লাহ্ সূরা আত-তাহরীমের তৃতীয় আয়াত অবতীর্ণ করে রাসূলুল্লাহ (স.) কে তা অবহিত করেন। যে দু'জন স্ত্রী এসব ঘটনার সূত্রপাত করে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলেন, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদের অন্তর অন্যদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তাওবা কর, তবে ভাল কথা, আর যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর। তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ জিব্রাঈল এবং নেক্কার মু'মিনগণ তাঁর সহায়ক।[২১৫]

আল-কুরআনে বর্ণিত এ দু'জন নারী হলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও হাফসা (রা.)। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হযরত 'উমার (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, আল-কুরআনে যে দু'জন নারী সম্পর্কে বলা হয়, "যদি তোমরা তাওবা কর"-তারা কে? হযরত 'উমার (রা.) বল্লেন: আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি জান না, এরা হলেন হাফসা ও আয়িশা (রা.)।[২১৬]

৫। হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (زَيْنَبُ) যয়নাব, পিতার নাম খুযায়মা ইব্নুল হারীস আল-হিলালিয়া। উপনাম উম্মুল মাসাকীন, জাহিলী যুগেই তাকে এ লকব দেয়া হয়।[২১৭] মাতার নাম হিন্দ বিন্ত আওফ অথবা খাওলা বিন্ত আওফ। এ হিন্দেরই কন্যা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)। হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা

---

২১৪ عن الشِّفاء بنت عبد الله قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব, বাবু মা জাআ ফির রুকা, হাদীস নং ৩৮৮৭

২১৫ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) দ্র. *আল-কুরআন*, ৬৬ : ৩ - 8

২১৬ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}؟ فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গসাব, বাবুল গুরফাতি ওয়াল উলাইয়াতিল মুশরিফাতি ওয়া গায়রিল মুশরিফাতি ফিস সাতূহি ওয়া গায়রিহা, হাদীস নং ২৪৬৮

২১৭ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بن عبد مَنَافِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. وهي أم المساكين كانت تسمى بذلك في الجاهلية দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯১

(রা.) এর এন্তেকালের কয়েক বছর পর রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত মায়মূনা (রা.) কে বিবাহ করেন। এ দু'জনের একই মাতা তবে পিতা ভিন্ন ছিলেন।[২১৮]

জন্ম

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরায়শ গোত্রের হিলালীয়্যা শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[২১৯] কিন্তু তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তিনি চতুর্থ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।[২২০] সেমতে তিনি নবুওয়্যাতের ১৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধরে নেয়া যায়।

শুভ বিবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর প্রথম বিবাহ কার সাথে হয়েছিল সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। ইব্‌ন হিশাম বলেন: তাঁর প্রথম বিবাহ হয় তাঁর চাচাতো ভাই জাহ্‌ম ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল হারিসের সাথে; অতঃপর 'উবায়দা ইব্‌নুল হারিসের সাথে।[২২১]

ঐতিহাসি ইব্‌ন সা'য়াদ বলেন: তাঁর প্রথম বিবাহ হয়েছিল তুফাইল ইব্‌ন আল-হারিসের সাথে। তুফাইল তালাক দিলে তাঁর চাচাতো ভাই 'উবায়দা ইব্‌ন আল-হারিস তাকে বিবাহ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[২২২]

উম্মুল মু'মিনীনে-এর মর্যাদা লাভ

তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসের প্রথম দিকে কুবায়সা ইব্‌ন 'আমর আল-হিলালী (রা.) এর মধ্যস্থতায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বিয়ে করেন।[২২৩] ঐতিহাসিক ইব্‌ন সা'য়াদের মতে, দেনমোহর বাবদ তাকে বারো উকিয়া ও এক নশ সোনা দানা প্রদান করা হয়।[২২৪] ইব্‌নু হিশাম বলেন, চার শো দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বিয়ে করেন।[২২৫]

এন্তেকাল

ইমাম আয্‌-যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিয়ের পর দুই মাস অথবা তার থেকে কিছু বেশি সময় জিবীত ছিলেন।[২২৬] কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আট মাস সংসার করার পর ৪র্থ হিজরীর রবী'উস সানী মাসের শেষ দিকে এন্তেকাল করেন।[২২৭] রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জানাযার সালাত পড়ান এবং মদীনার জান্নাতুল বাকি নামক গোরস্তানে তাকে দাফন করেন।[২২৮] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর বা এর কিছু বেশি বা কম।[২২৯]

---

২১৮ *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০৩

২১৯ فهى قرشية-هلاليهة-مكية দ্র. *যাওজাতুন নাবিয়্যি* (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২২০ قُلْتُ: كَمْ كَانَ سِنُّهَا يَوْمَ مَاتَتْ؟ قَالَ: ثَلاثِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯২

২২১ وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ عُبَيْدَةَ ابْن الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَتْ قَبْلَ عُبَيْدَةَ عِنْدَ جَهْمِ بْنِ عَمْرِو ابْن الْحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا দ্র. *সীরাতুন নববীয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪৭

২২২ وكانت عند الطفيل بْن الْحَارِث بْن المطلب بْن عَبْد مناف فطلقها... فتزوجها عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيدًا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯১

২২৩ وَكَانَ تَزْوِيجُهُ إِيَّاهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى رَأْسِ أَحَدٍ وَثَلاثِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ দ্র. প্রাগুক্ত।

২২৪ وَأَصْدَقَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا দ্র. দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯১

২২৫ وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَربع مائَة دِرْهَمٍ দ্র. *সীরাতুন নববীয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪৭

২২৬ لَكِنْ لَمْ تَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَتُوُفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৬

২২৭ فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت فِي آخر شهر ربيع الآخر سنة أربع দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৯

২২৮ وَصَلَّى عَلَيْهَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَفَنَهَا بِالْبَقِيعِ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮২

 Dhaka University Institutional Repository

৬। হযরত উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (رَمْلَةُ) রমলা বা (هند) হিন্দ, তবে প্রথমটিই বেশি সঠিক। কুনিয়াত (أم حبيبة) উম্মু হাবীবা, এ নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত।[২৩০] পিতার নাম আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন আব্দ শামস। মাতার নাম সাফীয়া বিন্ত আবূল আস ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন 'আবদ শাসম। তিনি তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা.) এর ফুফু ছিলেন।[২৩১] হযরত মু'আবিয়া ছিলেন উম্মু হাবীবা (রা.) এর সৎভাই। তাঁর মায়ের নাম হিন্দ বিন্ত 'উতবা।[২৩২]

জন্ম

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সতর বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৩] তবে কারো করো মতে: তিনি নবুওয়াতের তের বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৪]

শুভ বিবাহ

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয় উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) এর ভাই বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের যুবক 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ ইব্ন রুবাব ইব্ন ইয়া'মার আল-আসাদীর সাথে।[২৩৫]

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

ইসলামের সূচনা পর্বেই হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) তাঁর স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৩৬] উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতৃ-পরিবার মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু তাঁর স্বামী পরিবারের সকলেই নুবুওয়াতের প্রথম দিকে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কার কাফিরদের নির্যাতন থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)কে সাথে নিয়ে হাবশায় হিজরত করেন।[২৩৭] কিছু দিন পর তাঁর স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামীর ধর্ম ত্যাগের পূর্বে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) অত্যন্ত বীভৎস আকৃতিতে স্বামীকে স্বপ্নে দেখেন। ফলে তিনি তাঁর ব্যাপারে আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। উম্মু হাবীবা তাঁর স্বামীকে বুঝাতে থাকেন, তাকে ইসলাম ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। একদিন সকাল বেলা 'উবায়দুল্লাহ তাকে বললো, উম্মু হাবীবা! আমি ধর্মের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। খ্রিষ্টধর্ম থেকে অন্য কোন ধর্ম বেশি ভালো বলে মনে হয় নি।

---

২২৯ قَالَ: ثَلَاثِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৬; আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯২

২৩০ تكنى أم حبيبة، وهي بها أشهر من اسمها وقيل: بل اسمها هند، ورملة أصحّ، দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪০

২৩১ أمها صفية بنت أبي العاص بْن أمية عمة عثمان بن عفان দ্র. আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৬

২৩২ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫৯

২৩৩ ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪০

২৩৪ كانت ولادة رملة قبل مبعث النبى ص بثلاث عشرة سنة দ্র. *যাওজাতুন নাবীয়্যি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২৩৫ تزوّجها حليفهم عبيد الله ابن جحش ابن رئاب بن يعمر الأسدي، من بني أسد بن خزيمة দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৬; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪০

২৩৬ فأسلما দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪০

২৩৭ وَكَانَ عُبَيْد اللَّه بن جحش قد أسلم، وهاجر إلى أرض الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

যদিও আমি মুসলিম হয়েছি, তবে এখন আমি আবার খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছি। এরপর সে খ্রিষ্টানই থেকে গেল।[২৩৮] এভাবে তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

উম্মুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

'উবায়দুল্লাহ খ্রিষ্টান হওয়ার পরে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, কেউ যেন আমাকে 'হে উম্মুল মু'মিনীন' বলে ডাকছে। আমি শঙ্কিত হলাম। তবে আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বিবাহ করবেন।[২৩৯] স্বামীর মুরতাদ হওয়ার পর হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) কন্যা হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় বসবাস করতে থাকেন। এ খবর মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কানে পৌঁছলে তিনি মদীনা থেকে 'আমর ইব্ন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে একটি চিঠি এবং চার শত/চার হাজার দিনার দেন-মোহরের অর্থসহ হাবশায় সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি নাজ্জাশীকে লেখেন- 'আমার সাথেই উম্মু হাবীবার বিয়ের কাজ সমাধা করে দাও।' চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নাজ্জাশী তাঁর দাসী আবরাহাকে উম্মু হাবীবার নিকট পাঠিয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছে দেন। তাকে একথাও জানান যে রাসূলুল্লাহ (স.) আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে লিখেছেন। এখন এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য আপনি আপনার পক্ষের একজন উকিল মনোনীত করুন। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এ সুসংবাদ দানের জন্য আবরাহাকে নিজের দুইটি রূপার চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি দান করেন। আর মামাতো ভাই খালিদ ইব্ন সা'য়ীদ ইব্ন আবীল 'আসকে উকিল নিয়োগ করে নাজ্জাশীর নিকট পাঠান।[২৪০]

সন্ধ্যায় নাজ্জাশী জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা.) ও সেখানে বসবাসরত অন্যান্য সাহাবাগণকে তাঁর দরবারে ডেকে আনেন এবং তাদের সবার উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।[২৪১] নাজ্জাশী নিজেই বিবাহের খুতবা পাঠ করেন এবং চার শত দিনার মোহরানা আদায় করেন।[২৪২] তবে উরওয়া হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নাজ্জাশী তাকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ থেকে চার হাজার দিনার মোহরানার অর্থ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা.) এর নেতৃত্বে একদল মুহাজিরের সাথে উম্মু হাবীবা (রা.) কে (জাহাজ যোগে) মদীনায় পাঠিয়ে দেন।[২৪৩] এ কাফেলা যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রাসূলুল্লাহ (স.) খায়বারে অবস্থান করছিলেন। ৬ষ্ঠ বা ৭ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যখন উম্মু হাবিবা (রা.) এর এ বিবাহ সম্পন্ন হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বা ৩৭ বছর।[২৪৪]

---

২৩৮ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: رَأَيْتُ فِيَ النَّوْمِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ زَوْجِي بِأَسْوَأِ صُورَةٍ وَأَشْوَهِهِ فَفَزِعْتُ. فَقُلْتُ: تَغَيَّرَتْ وَاللَّهِ حَالُهُ. فإذا هو يقول حَيْثُ أَصْبَحَ: يَا أُمَّ حَبِيبَةَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي الدِّينِ فَلَمْ أَرَ دِينًا خَيْرًا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ وَكُنْتُ قَدْ دِنْتُ بِهَا. ثُمَّ دَخَلْتُ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا خَيْرٌ لَكَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৭; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮

২৩৯ قَالَتْ: فَأُرِيْتُ قَائِلاً يَقُوْلُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ فَفَزِعْتُ فَأَوَّلْتُهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَزَوَّجُنِي. দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮; আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৭

২৪০ قَالَتْ: فَمَا هُوَ إلا أَنِ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَمَا شَعَرْتُ إلا بِرَسُولِ النَّجَاشِيِّ عَلَى بَابِي يَسْتَأْذِنُ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا أَبْرَهَةُ كَانَتْ تَقُومُ عَلَى ثِيَابِهِ وَدَهْنِهِ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكِ.... দ্র. আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৭

২৪১ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ أَمَرَ النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي দ্র. প্রাগুক্ত; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮

২৪২ فخطب النجاشي فقال: أحمد لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلامِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ. أَشْهَدُ أَن....- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَأَجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ أَصْدَقْتُهَا أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ দ্র. আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৭

২৪৩ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুস সিদাক, হাদীস নং ২১০৭

২৪৪ فَكَانَ لَهَا يَوْمَ قَدِمَ بِهَا الْمَدِيْنَةَ بِضْعٌ وَثَلاَثُوْنَ سَنَةً দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-২৬২

সন্তান-সন্ততি

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর প্রথম স্বামীর ঔরসে দুইটি সন্তান আব্দুল্লাহ ও হাবীবা জন্মগ্রহণ করে। হাবীবা রাসূলুল্লাহ (স.) এর তত্ত্বাবধানে তাঁরই গৃহে লালিত-পালিত হন। বড় হলে সাকীফ গোত্রের এক বড় নেতার সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[২৪৫]

৭। হযরত উম্মু সালামা (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম (هِنْدُ) হিন্দ। পিতার নাম হুজাইফা[২৪৬] বা সুহায়ল।[২৪৭] কুনিয়াত (أم سلمة) উম্মু সালামা, এ নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। মাতার নাম আতিকা বিন্‌ত 'আমির ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন মালিক আল-কিনানিয়্যা।[২৪৮] উম্মু সালামা মাখযূম গোত্রের মেয়ে। তাঁর পিতার উপাধি ছিল 'যাদুর রাকিব'। 'যাদুর রাকিব' অর্থ কাফেলার পাথেয়। কারণ তিনি যখন কোন কাফেলার সাথে কোথাও কোন উদ্দেশ্যে সফরে বের হতেন তখন সমস্ত কাফেলার খানা-পিনাসহ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতেন। তাঁর এমন উদারতা ও মহানুভবতার জন্য তাকে এ উপাধি দেয়া হয়।[২৪৯]

শুভ বিবাহ

চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্দুল আসাদ আল-মাখযূমী (রা.) এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয়।[২৫০] তিনি একদিক থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ফুফাত ভাই এবং অন্যদিক থেকে তাঁর দুধ ভাই।[২৫১]

ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়াতের প্রারম্ভেই স্বামী-স্ত্রী দু'জন ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এজন্য তাদেরকে 'কাদীমুল ইসলাম' বা প্রথম পর্বে ইসলাম কবুলকারী লোকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২৫২]

হাবশায় হিজরত

হিজরতের নির্দেশ পেয়ে হযরত আবূ সালামা (রা.) সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁর ছেলে সালামা জন্মগ্রহণ করে। এরপর তারা দু'জন মক্কায় ফিরে আসেন। অতঃপর মক্কা থেকে আবার মদীনায় হিজরত করেন।[২৫৩]

---

২৪৫ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.২৬৪

২৪৬ اسمها هند بِنْت أَبِي أمية واسمه حذيفة- بْن المغيرة দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৯

২৪৭ واسمها هند بِنْت أبي أمية واسمه سهيل দ্র. আত্‌-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৯

২৪৮ وأم أم سلمة : عاتكة بنت عامر بن ربيعة، أحد بني غنم بن مالك بن كنانة দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৯; আত্‌-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৯

২৪৯ وكان أبوها يلقّب زاد الركب، لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته زادا، بل هو كان يكفيهم দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪২; *যাওজাতুন নাবীয়্যি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২৫০ كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمها দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪২

২৫১ كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ أَخِيْهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২; যাওজাতুন নাবীয়্যি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯

২৫২ وكانت ممن أسلم قديما هي وزوجها দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮; وهي قديمة الإسلام، দ্র. আল-আলাম, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৮

২৫৩ هاجرت مع زوجها الأول أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة إلى الحبشة، وولدت له ابنه سلمة ورجعا إلى مكة، ثم هاجرا إلى المدينة، দ্র. *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; ইউসূফ আল-কান্‌ধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*(দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩), খ. ১, পৃ. ৩৪৮

মদীনায় হিজরতের বর্ণনা

উম্মু সালামা (রা.) এর মদীনা যাত্রা ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। উম্মু সালামা (রা.) যে করুণ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন, তা তাঁরই ভাষায় ঐতিহাসিক ইব্নুল আসীর তাঁর ‘উসুদুল গাবা ফী মা‘আরিফাতিস সাহাবা’ গ্রন্থে[২৫৪] এভাবে বর্ণনা করেছেন: হযরত আবূ সালামা (রা.) যখন মদীনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর কাছে মাত্র একটি উট ছিল। তিনি সে উটের উপর আমাকে ও তাঁর ছেলে সালামাকে উঠান এবং নিজে উটের লাগাম ধরে চলতে আরম্ভ করেন। আমার পিতৃকূল বনূ মুগীরার লোকেরা আবূ সালামাকে বাধা দিয়ে বললো, আমরা আমাদের মেয়েকে এমন খারাপ অবস্থায় যেতে দেব না। আবূ সালামার হাত থেকে তারা উটের লাগাম ছিনিয়ে নিল এবং আমাকে তারা সংগে করে নিয়ে চললো। ইতোমধ্যে আমার স্বামীর বংশ বনূ ‘আবদিল আসাদের লোকেরা এসে পড়ে এবং তারা আমার সন্তান সালামাকে তাদের দখলে নিয়ে নেয়। তারা বনূ মুগীরাকে বললো, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও তাহলে আমরা আমাদের সন্তানকে তোমার মেয়ের কাছে থাকতে দেব না। এভাবে আমি, আমার স্বামী ও আমার সন্তান-তিনজন তিনদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। স্বামী-সন্তানের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়লো। যেহেতু হিজরতের নির্দেশ এসে গিয়েছিল, তাই আবূ সালামা মদীনায় পৌঁছে যান। আর এদিকে মক্কায় আমি একাকিনী। প্রতিদিন সকালে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম এবং আবতাহ্ উপত্যকায় একটি টিলার উপর বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম। প্রায় সাত বা আট দিন এ অবস্থায় কেটে যায়।

এরই মধ্যে একদিন আমাদের শুভানুধ্যায়ী বনূ মুগীরার জনৈক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার এ দুরাবস্থা দেখে তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। বনূ মুগীরার লোকদেরকে একত্র করে তিনি বললেন, আপনারা কেন এ অসহায় মেয়েটিকে মুক্তি দিচ্ছেন না? কেন তাকে তাঁর সন্তান ও স্বামী হতে পৃথক করে রেখেছেন? তাকে মুক্তি দিন। তার কথাগুলি এমন আবেগভরা শব্দে প্রকাশ করেন যে, তাতে আমার পিতৃগোত্রের লোকদের অন্তরে দয়া ও করুণার সঞ্চার হয়। ফলে তারা আমাকে আমার স্বামীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন।

এ খবর শুনে বনূ ‘আবদিল আসাদও আমার সন্তানটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখন আমি উটের উপর হাওদায় বসলাম এবং সালামাকে কোলে করে সওয়ার হলাম। মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে একাকিনী বের হয়ে তান‘ঈম পর্যন্ত পৌঁছলে কা‘বার চাবি রক্ষক ‘উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবী তালহার সাথে দেখা হলো। তিনি আমার কাছে গন্তব্যের কথা জেনে, আমার সাথে আর কেউ আছে কিনা তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমার এ শিশু পুত্র ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই। এ কথা শুনে তিনি আমার উটের লাগাম ধরে পদব্রজে চলতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! আমি তালহার চেয়ে বেশি ভালো ও ভদ্র মানুষ আরবে আর কাউকে পাই নি। যখন আমরা কোন মানযিলে পৌঁছতাম এবং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়তো, তিনি উট বসিয়ে দিয়ে দূর কোন গাছের আড়ালে চলে যেতেন। আবার চলার সময় হলে, তিনি উট প্রস্তুত করে আমার কাছে এস বলতেন, ‘উঠে বস’। আমি উটের পিঠে আরাম করে বসার পর তিনি লাগাম ধরে আগে আগে চলতে থাকতেন। এমনিভাবে আমরা যখন মদীনার বনূ ‘আমর ইব্ন আওফের পল্লী কুবায় পৌঁছালাম; ‘উসমান আমাকে বললেন, তোমার স্বামী এ পল্লীতে আছেন। আমি আল্লাহ উপর ভরসা করে মহল্লার মধ্যে ঢুকেই আবূ সালামার দেখা পেয়ে গেলাম। এভাবে ‘উসমান ইব্ন তালহা আমাকে আবূ সালামার সন্ধান দিয়ে আবার মক্কার দিকে যাত্রা করেন।

---

[২৫৪] أم سلمة، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة، رحل بعيرا له وحملني، وحمل معي ابني سلمة، ثم خرج يقود بعيره. فلما رآه رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام تترك تسير بها في البلاد؟ .... ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي، حتي أمسي سنة أو قريبها. وكان أبو سلمة نازلا بها فدخلتها على بركة الله تعالى، ثم انصرف راجعا إلى مكة দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা‘আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২৯; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৫-২১৬

 Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু সালামা (রা.) সারা জীবন ‘উসমান ইব্‌ন তালহার এ সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কথা স্মরণ রেখেছেন। তিনি মাঝে মাঝে বলতেল,[২৫৫] ‘আমি ‘উসমান ইব্‌ন তালহার চেয়ে বেশি ভদ্র সঙ্গী আর কখনও দেখি নি। হিজরত কালে উম্মু সালামা (রা.) এর এ দুর্ভোগ ও কষ্ট তাকে দীনের পথে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছিল। পরবর্তীকালে হিজরতের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি একটু গর্বের সাথে বলতেন, ইসলামের জন্য আবূ সালামার পরিবারকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, আহলি বায়তের আর কেউ অনুরূপ দুর্ভোগ পোহায়েছে কি না তা আমার জানা নাই।[২৫৬]

প্রথম স্বামীর এন্তেকাল

হযরত আবূ সালামা (রা.) উহুদের যুদ্ধে যোগদান করলে প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরে তাঁর বাহু আহত হয় এবং দীর্ঘ এক মাস চিকিৎসার পরে তিনি সুস্থ হয়ে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে হিজরতের ৩৫ মাসের মাথায় মহররম মাসে ‘কাতান’ অভিযানে পাঠান। সেখানে ২৯ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসের আট বা নয় তারিখ মদীনায় ফিরে আসেন। এ সময় তাঁর পুরানো ব্যাথ্যা আবার নতুনভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলে ৪র্থ হিজরীর জামাদিউস সানী মাসের ৯ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।[২৫৭] আবূ সালামা (রা.) এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে তাঁর গৃহে গিয়ে শোকাহত উম্মু সালামা (রা.)কে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে বলেন, তাঁর মাগফিরাত কামনা কর এবং এভাবে দু‘আ কর: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিকল্প দান কর।[২৫৮]

উম্মুল মু’মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

হযরত আবূ সালামা (রা.) এর এন্তেকালের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা.) ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান (যয়নাব) প্রসবের পর ইদ্দত শেষে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর একাকিত্ব ও দুশ্চিন্তার কথা ভেবে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত উম্মু সালামা (রা.) তাঁর এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[২৫৯] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে হযরত আবূ বকর (রা.) এর পরে হযরত ‘উমার (রা.) বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন।[২৬০] অতঃপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্বামী আবূ সালামার আত্মত্যাগ ও উম্মু সালামার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে হযরত ‘উমার (রা.) এর মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। হযরত উম্মু সালামা (রা.) কতগুলো যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে এ প্রস্তাবে সম্মত হতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কারণগুলো হলো: (ক) আমি ভীষণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না, (খ) আমার কয়েকটি সন্তান আছে, (গ) আমি বয়স্কা, (ঘ) আমার অভিভাবকদের কেউ এখানে নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সকল শর্তগুলো এভাবে মেনে নিলেন যে, তোমার সন্তানদের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর উপর, তোমার প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ দূর করে দেবেন, তোমার অভিভাবকগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, রাজি হবেন না এবং আমার বয়স তো তোমার চেয়ে বেশি। তখন হযরত উম্মু সালামা

---

২৫৫ ما رايت صاحبا قط اكرم من عثمان بن طلحة দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা‘আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২৯

২৫৬ وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت أصابهم في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة، দ্র. প্রাগুক্ত; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৬

২৫৭ خرج أبي إلى أحد فرماه أبو سلمة الجشمي في عضده بسهم فمكث شهرا يداوي جرحه ثم برئ الجرح. وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبي إلى قطن فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ شَهْرًا فغاب تسعا وعشرين ليلة ثم رجع فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع. والجرح منتقض. فمات منه لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة দ্র. *আত্‌-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৯; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৮; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৫

২৫৮ يا رسول الله ! إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم ! اغفر لي وله.. وأعقبني منه عقبى حسنة দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়ীয, বাবু মা ইউকালু ‘ইনদাল মারীদি ওয়াল মায়্যিতি, হাদীস নং. ৯১৯

২৫৯ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব ইনকাহুল ইব্‌ন উম্মাহু, হাদীস নং ৩২৫৪

২৬০ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّتْهُ وَخَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتْهُ দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০০

(রা.) সানন্দে রাজি হয়ে যান এবং তাঁর ছেলে ‘উমারকে বলেন; যাও, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আমার বিবাহের ব্যবস্থা কর।[২৬১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বিবাহ সম্পন্ন হয় ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের শেষের দিকে। এ বিবাহের কিছু দিন পূর্বে উম্মুল মু’মিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.) এন্তেকাল করলে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর গৃহে হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে রাখার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য উম্মাহাতুল মু’মিনীন (রা.) এর ন্যায় হযরত উম্মু সালামা (রা.)কেও আটা পেষার জন্য দু’টি চাকতি, দু’টি মশক এবং চামড়ার খোরমার ছালে ভরা একটি বালিশ প্রদান করেন।[২৬২] তাঁর এ নতুন সংসারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল: যে দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর গৃহে আসলেন সেদিনই তিনি নিজহাতে খাবার তৈরি করেন।[২৬৩]

সন্তান-সন্ততি

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কোন সন্তান জন্ম হয় নি। পূর্বের স্বামী হযরত আবূ সালামা (রা.) এর ঔরসে বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে চারজন সন্তান জন্মলাভ করে। তারা হলো: সালামা,[২৬৪] ‘উমার,[২৬৫] দুররা[২৬৬] ও যয়নাব[২৬৭] (রা.)। তাঁর এ চার সন্তান সকলেই ইসলাম কবুল করে জলীল কদর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২৬৮]

---

২৬১ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ "، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَوَّجَهُ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব ইনকাহুল ইব্‌ন উম্মাহু, হাদীস নং ৩২৫৪

২৬২ فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنِّي لَا أَنْقُصُكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ أَخَوَاتِكِ رَحْيَيْنِ، وَجَرَّةً، وَمِرْفَقَةً مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭২৫

২৬৩ فَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَانْتَقَلَنِي فَأَدْخَلَنِي بَيْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ أُمِّ الْمَسَاكِينِ بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ فَإِذَا جَرَّةٌ فَاطَّلَعْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ وَإِذَا رَحًى وَبُرْمَةٌ وَقِدْرٌ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا كَعْبٌ مِنْ إِهَالَةٍ. قَالَتْ: فَأَخَذْتُ ذَلِكَ الشَّعِيرَ فَطَحَنْتُهُ ثُمَّ عَصَدْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ. وَأَخَذْتُ الْكَعْبَ مِنَ الإِهَالَةِ فَأَدَمْتُهُ بِهِ. قَالَتْ: فَكَانَ ذَلِكَ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ وَطَعَامَ أَهْلِهِ لَيْلَةَ عُرْسِهِ দ্র. *আত্‌-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৩; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২০

২৬৪ হাবশায় জন্মগ্রহণকারী হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর প্রথম পুত্র সন্তান। তাকে কোলে নিয়ে উম্মু সালামা (রা.) মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত হামযা (রা.) এর কন্যা উমামা (রা.)কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০

২৬৫ ‘উমার (রা.) এর ডাক নাম আবূ হাফস। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল নয় বছর। এ ‘উমার (রা.)কে লক্ষ্য করে তাঁর মা উম্মু সালামা (রা.) বলেছিলেন, ‘হে ‘উমার! রাসূলুল্লাহ (স.) সাথে আমার বিবাহের ব্যবস্থা কর।’ হযরত আলী (রা.) এর খেলাফত কালে তিনি ফারেস ও বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত হন। খলীফা আব্দুল মালেক ইব্‌ন মারওয়ানের সময় মদীনায় মারা যান। দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০

২৬৬ উম্মু সালামা (রা.) এর কন্যা দুররা সম্পর্কে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)কে বললেন: আপনি কি দুররাকে বিবাহ করতে আগ্রহী? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তা কি করে হয়? আমি তাকে লালন-পালন না করলেও সে আমার জন্য হালাল ছিল না। কারণ সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নাফাকাত, বাব আল-মারাদি‘ই মিনাল মাওয়ালিয়াতি ওয়া গাইরিহিন্না, হাদীস নং ৫০৫৭

২৬৭ আবূ সালামা ইনতিকালের সময় যয়নাব উম্মু সালামা (রা.) এর গর্ভে ছিলেন। যয়নাব এর জন্মের পর ইদ্দত শেষে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে উম্মু সালামা (রা.) বিবাহ হয়। দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭৭৮

২৬৮ وَلَهَا أَوْلَادٌ صَحَابِيُّونَ: عُمَرُ وَسَلَمَةُ وَزَيْنَبُ দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

৮। হযরত যয়নাব বিন্‌তু জাহ্‌শ (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম ছিল (بَرَّةَ) বার্‌রাহ।[২৬৯] রাসূলুল্লাহ (স.) এ নাম পরিবর্তন করে যয়নাব রাখেন। বার্‌রাহ অর্থ নেক ও দানশীল। এ নামের মধ্যে আত্মপ্রশংসা আছে, যা রাসূলুল্লাহ (স.) পছন্দ করতেন না।[২৭০] কারণ আল্লাহ তা'আলা তা নিষেধ করেন।[২৭১] কুনিয়াত উম্মুল হাকাম। পিতার নাম জাহাশ ইব্‌ন রিয়াব আল-আসাদী। মাতার নাম উমায়মা বিন্‌ত আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আব্দুল মান্নাফ। উমায়মা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর ফুফু, সুতরাং যয়নাব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর ফুফাতো বোন।[২৭২] উবায়দুল্লাহ, আবূ আহমাদ ও 'আব্দুল্লাহ নামে তাঁর তিন ভাই ছিল। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর পেট ফেঁড়ে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তাকে তাঁর মামা হযরত হামযা (রা.) এর সাথে উহুদ প্রান্তরে একই কবরে দাফন করা হয়। তাঁর দুই বোন হলো হামনা বিন্‌ত জাহাশ ও উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহাশ। এ দুই জনই 'ইসতিহাজা' রোগে আক্রান্ত ছিলেন।[২৭৩] তাদের নাম অনেক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, কারণ তারা প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে এ সম্পর্কিত মাস'য়ালা জিজ্ঞাসা করতেন।[২৭৪]

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) প্রথম পর্যায়ে ইসলাম কবুলকারীদের অন্তর্ভূক্ত।[২৭৫] তিনি এবং তাঁর সকল ভাই ও বোন নবুওয়াতের প্রথম প্রহরে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা সবাই একত্রে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তারা সকলে মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর আবার আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ ও আবূ আহমাদ ইব্‌ন জাহাশ আপন পরিবাবর্গ ও বোনদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।[২৭৬]

শুভ বিবাহ

রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই তাঁর ফুফাতো বোন হযরত যয়নাব (রা.) কে তাঁর দত্তক পুত্র ও আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। এ বিয়ে এক বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি। কারণ

---

২৬৯ উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) ছাড়াও কয়েকজন সাহাবীয়ার নাম ছিল বার্‌রাহ। তাদের নামও তিনি পরিবর্তন করেন এবং বলেন, لاتزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم অর্থাৎ নিজে নিজের প্রশংসা করো না। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন তোমাদের মধ্যে কে নেক ও দানশীল। দ্র. *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

২৭০ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবু তাহবীলিল ইসম ইলা ইসম আহসানা মিনহু, হাদীস নং ৬১৯২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু ইসতিহবাবি তাগয়ীরিল ইসমিল কাবীহ ইলা হাসান ওয়া তাগয়ীরি ইসম বার্‌রাহ ইলা যয়নাব, হাদীস নং ২১৪১

২৭১ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى : অতএব তোমরা আত্মপ্রসংশা করো না, তিনি ভাল জানেন কে সংযমী। দ্র. *আল-কুরআন*, ৫৩ : ৩২

২৭২ زينب بنت جحش وهي أسدية من أسد بن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৬; وَابْنَةُ عَمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.৪৭৩

২৭৩ قال أبو عمر: حمنة بنت جحش، كانت تستحاض هي وأختها أم حبيبة بنت جحش দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭১

২৭৪ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মাজাআ ফিল মুসতাহাযাতি, হাদীস নং ১২৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হায়য, বাবুল মুসতাহাযাতি ওয়া গাসলিহা ওয়া সালাতিহা, হাদীস নং ৩৩৪

২৭৫ وكانت قديمة الإسلام দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৬

২৭৬ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৪

যয়নাব উচ্চ বংশীয় এবং স্বাধীনা রমণী হওয়ায় এ বিবাহে আপত্তি করেছিলেন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশ অমান্য হওয়ার ভয়ে তিনি হযরত যায়দ (রা.) কে স্বামী হিসেবে বরণ করেন।[২৭৭] যয়নাব (রা.)কে কুরআন ও হাদীসের তা'লীম-তারবিয়াত দানের উদ্দেশ্যে যায়দ (রা.) এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছিল।[২৭৮] প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ইসলামের সাম্য ও সমতার বাস্তব শিক্ষাদান।

কিছুদিন পর তাদের মধ্যে গরমিল দেখা দিলে যায়দ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে তাকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে এভাবে অভিযোগ পেশ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! যয়নাব আমার কথার উপর কথা বলে, তর্ক করে, আমি তাকে তালাক দিতে চাই।'[২৭৯] কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বার বার বুঝালেন এবং তাকে তালাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করলেন। কুরআনুল কারীম এ বিষয়টিকে এভাবে বিধৃত করে: যখন আপনি সে ব্যক্তিকে যার প্রতি আল্লাহ ও আপনি অনুগ্রহ করেছেন, বলেছেন যে, তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।[২৮০] এভাবে শত চেষ্টার পরও তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি হল না। গড়মিল আরও বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে হযরত যায়দ (রা.) হযরত যয়নাব (রা.)কে তালাক দিয়ে দিলেন।[২৮১]

উম্মুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

হযরত যায়দ (রা.) তালাক দেয়ার পর হযরত যয়নাব (রা.) এর ইদ্দত পূর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তাঁর মনোতুষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) যয়নাব (রা.) কে বিয়ে করার বিষয়টি চিন্তা করে দ্বিধান্বিত হন যে, যদি লোকেরা আরবের প্রচলিত জাহিলী প্রথা অনুসারে পালক পুত্রের স্ত্রী বিবাহ করার কারণে তাকে খারাপ মনে করে। তখনই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এভাবে তাঁর মনের জড়তা দূর করা হয় وتخفى فى نفسك مالله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه [২৮২]"আপনি যে কথা অন্তরে লুকিয়ে রাখছেন, আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি মানুষের (কুসংস্কারে) ভয় পাচ্ছেন, অথচ আল্লাহ-ই অধিক ভয় পাওয়ার যোগ্য।" এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত যয়নাব (রা.) এর কাছে যায়দ ইব্ন হারিসা (রা.) এর মাধ্যমে পয়গাম পাঠালেন। যয়নাব (রা.) উত্তর দিলেন আমি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেব। এ বলে তিনি ইস্তেখারায় বসে গেলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যয়নাব (রা.) এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহ সম্পাদনের আয়াত নাযিল হলো। রাসূলুল্লাহ (স.) বিনা অনুমতিতে হযরত যয়নাব (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করলেন।[২৮৩] কুরআনের আয়াতটি এরূপ- فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم অর্থাৎ-অতঃপর যায়দ যখন নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করল (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলো) তখন আমি তাকে (যায়দের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে) আপনার সাথে বিয়ে দিলাম। যাতে মুসলামানদের জন্য নিজেদের পালক পুত্রের স্ত্রীদের ব্যাপারে (বিয়ের ব্যাপারে) কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে।[২৮৪]

---

২৭৭ كَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أَرْضَاهُ لِنَفْسِي وَأَنَا أَيِّمُ قُرَيْشٍ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ لَكِ. فَتَزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮০

২৭৮ ইব্নুল আসীর এ বিয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলেন: زوجها ليعلمها كتاب الله و سنة رسوله দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

২৭৯ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زينب اشتد على لسانها وانا اريد اطلقها দ্র. প্রাগুক্ত।

২৮০ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৭

২৮১ ثُمَّ إن زيدا ضاق ذرعا بما رأى من سوء خلقها، فطلقها দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৪

২৮২ *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৭

২৮৩ يَا زَيْنَبُ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু যাওয়াজি যয়নাব বিন্ত জাহশ, হাদীস নং ১৪২৮

২৮৪ *আল-কুরআন*-৩৩ : ৩৭

হিজরতের ৩য় বা ৫ম সনে এ বিবাহ কার্য সু-সম্পন্ন হয়।[২৮৫] মাঝে মাঝে হযরত যয়নাব (রা.) তাঁর সতীনদের নিকট এ বলে গর্ব করতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্য কোন স্ত্রীর মত নয়, তাদের বিবাহ হয়েছে মাহরের বিনিময়ে, তাদের অভিভাবকরা তাদের বিবাহ দিয়েছেন, আর আল্লাহ নিজেই আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন।[২৮৬] ইমাম শা'বী হতে বর্ণিত, হযরত যয়নাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলেন, আমি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের মত নই। আমি তাদের চেয়ে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা; আপনার দাদা ও আমার দাদা এক, আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে আমাকে আপনার সাথে বিবাহ দিয়েছেন, আমার ব্যাপারে জিব্রাঈল আয়াত নাযিল করেছেন।[২৮৭] হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত যয়নাব (রা.) বলেন, আল্লাহ যয়নাবকে রহমত করেছেন, কারণ তিনি এমন মর্যাদা পেয়েছেন, দুনিয়ায় আর কেউ সেখানে পৌঁছতে পারবে না, আল্লাহই তাকে তাঁর নবীর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তাঁর ব্যাপারে কিতাব কথা বলেছে, মুসলিমগণ তা পাঠ করবে, তা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না।[২৮৮]

এ বিবাহের খবর ছড়িয়ে পড়লে, মক্কার ইসলামের দুশমনরা বড় হৈ চৈ করে বাজার গরম করে তুললো এই বলে যে, মুহাম্মাদ (স.) তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন, অথচ তাঁর নিজের উপস্থাপিত শরী'আতের আইনেও পুত্রবধূকে বিয়ে করা পিতার জন্য হারাম করা হয়েছে।[২৮৯] এর জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেন: (হে জনগণ) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।[২৯০]

ওলীমা অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক ইব্ন সা'য়াদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যেভাবে হযরত যয়নাব (রা.) এর ওলীমা করেছিলেন সেভাবে তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমা করেন নি।[২৯১] হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি কখনো দেখি নি যে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কোন স্ত্রীর এমন জাঁকজমকপূর্ণ ওলীমা করেছেন, যেমন হযরত যয়নাব (রা.) এর ওলীমায় করেছেন। তাঁর ওলীমায় তিনি বকরী যবাহ করেছিলেন।[২৯২] আমাদের সবাইকে রুটি ও গোশত খাওয়ান। সকলেই তৃপ্তিসহকারে খায়। এতো ভালো ও এতো বেশি খাবারের আয়োজন তিনি অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমাতে করেন নি।[২৯৩]

এ অনুষ্ঠান চলাকালে রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আনাস (রা.) কে বলেন, যাও অমুক অমুককে ডেকে নিয়ে আস। আর যে কারো সাথে তোমার দেখা হয় তাকেও ডেকে নিয়ে আসবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁর নিমন্ত্রিত সাহাবীগণকে আর যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি।

---

২৮৫ تزوّجها النبي صلّى الله عليه وسلّم سنة ثلاث، وقيل سنة خمس দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯২

২৮৬ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تَقُولُ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجَكُنَّ أَوْلِيَاؤُكُنَّ بِمُهُورٍ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৫

২৮৭ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لست كسائر نسائك، إنى أدلّ بثلاث سائر نِسَائِكَ مَنْ يُدَلُّ بِهِنَّ: جَدُّكَ وَجَدِّي وَاحِدٌ، وأنكحينك اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، وَكَانَ جِبْرِيلُ السَّفِيرَ فِي أَمْرِي দ্র. প্রাগুক্ত।

২৮৮ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ زَيْنَبَ، لَقَدْ نَالَتِ الشَّرَفَ الَّذِي لا يَبْلُغُهُ شَرَفٌ فِي الدُّنْيَا: إِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا نَبِيَّهُ، وَنَطَقَ بِذَلِكَ كِتَابُهُ দ্র. প্রাগুক্ত; *যাওজাতুন নাবী* (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

২৮৯ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৯

২৯০ *আল-কুরআন*-৩৩ : ৪০

২৯১ ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من نسائه ما اولم على زينب اولم بشاة দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৯

২৯২ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة (وقال أبو كامل: على شيء) من نسائه، ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু যাওয়াজি যয়নাব বিন্‌ত জাহশ ওয়া নুযূলিল হিজাব ওয়া ইসবাতি ওয়ালীমাতিল আরস, হাদীস নং ১৪২৮

২৯৩ قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ...... দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাওলিহি লা তাদখুলূ বুয়ূতান নাবিয়্যি.., হাদীস নং ৪৭৯৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (রা.) এর শিষ্য জা'দ জিজ্ঞাসা করেন, সর্বমোট কত লোক ওলীমাতে এসেছিল? হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, প্রায় তিনশত। এক খান্চায় খানা রাখা হল। আর উপস্থিত সাহাবীগণকে তিনি দশ দশজনের জামা'আত করে আহবান করতে থাকেন। লোকজন আসতে থাকেন আর খেয়ে যেতে থাকেন। এমনকি সবাই খাওয়া সম্পন্ন করেন। যখন খাওয়ার জন্য কেহ বাকি ছিল না, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) খান্চা উঠানোর নির্দেশ দিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এটা অনুমান করতে পারি নি যে, লোকজনের খাওয়ার পূর্বে খান্চায় খানা অধিক ছিল, নাকি খাওয়া শেষ করার পর?[২৯৪] হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন, তাঁর মা (হযরত উম্মু সুলাইম রা.) হাইস[২৯৫] নামক খানা তৈরি করে একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আমার মাধ্যমে পাঠিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কে গিয়ে আমার সালাম বল, আমাদের পক্ষ থেকে এ সামান্য খানার কথা বল।[২৯৬]

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে জাহিলী যুগের মানুষের মধ্যে প্রচলিত অসভ্য রীতি-নীতি বিলুপ্ত করার জন্য হযরত যয়নাব (রা.) এর ওলীমা অনুষ্ঠানের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল করেন: হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ কর না; আর এসে খাবার (রান্নার) সময়ের অপেক্ষায় বসে থেকো না। তবে যখনই তোমাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয় তখন অবশ্যই আসবে। অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যাবে। কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না।[২৯৭]

উল্লেখিত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দেন এবং মানুষকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এটা ছিল ৫ম হিজরী সনের জিলকাদ মাসের ঘটনা।[২৯৮] হযরত যয়নাব (রা.) এর বিবাহের মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ:

* পালিত ও ধর্মপুত্রকে যে ঔরসজাত পুত্রের সমান মনে করা হতো, সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়।
* দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার যে পর্বত সমান ব্যবধান ছিল তা দূর করে ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত এ বিয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস যায়দকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অভিজাত খান্দান বনূ হাশিমের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
* এ বিয়েকে কেন্দ্র করে হিজাবের হুকুম নাযিল হয় অথবা বলা চলে এ বিয়ে ছিল হিজাবের হুকুম নাযিলের পটভূমি।
* এ বিয়ের জন্য ওহি নাযিল হয়।
* এ বিয়ের ওলীমা হয় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে।[২৯৯]

---

২৯৪ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ، فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ ، وَسَمَّى رِجَالًا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু যাওয়াজি যয়নাব বিন্ত জাহশ ওয়া নুযূলিল হিজাব ওয়া ইসবাতি ওয়ালীমাতিল আরস, হাদীস নং ১৪২৮

২৯৫ হাইস হল এক ধরনের মলীদা যা দুধ, মধু, ঘি ও খেজুর দ্বারা প্রস্তুত পায়সজাতীয় মিষ্টান্ন। দ্র. *মা'আরিফুল হাদীস* (অনূদিত) এর টীকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

২৯৬ قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت: يا أنس ! اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل بعثت بهذا إليك أمي. وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل، يا رسول الله ! দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু যাওয়াজি যয়নাব বিন্ত জাহশ ওয়া নুযূলিল হিজাব ওয়া ইসবাতি ওয়ালীমাতিল আরস হাদীস নং ১৪২৮

২৯৭ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ দ্র. *আল-কুরআন*-৩৩ : ৫৩

২৯৮ في سنة خمس لهلال ذي القعدة দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৩

২৯৯ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪৩

৯। হযরত জুওয়াইরীয়া বিন্ত হারিস (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম ছিল ‘বার্রাহ্’ (بَرَّةُ)। বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স.) পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া রাখেন।[৩০০] তাঁর পিতার নাম হারিস। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) আরবের বিখ্যাত খুযা‘আ গোত্রের ‘মুসতালিক’ শাখার মেয়ে। তাঁর পিতা হারিস বনূ মুস্তালিক গোত্রের সর্দার ছিলেন।[৩০১]

শুভ বিবাহ

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর প্রথম বিবাহ তাঁর চাচাত ভাই মুসাফি ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন সারা ইব্ন মালিক ইব্ন জাযীমা এর সাথে, যিনি মুরায়সিয়ার যুদ্ধে নিহত হন।[৩০২]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাঁর পিতা হারিস ও স্বামী মুসাফি উভয়ে ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। তাঁর পিতা হারিস কুরায়শ নেতৃবৃন্দের ইঙ্গিতে অথবা স্বীয় উদ্যোগে মদীনা আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরায়দা ইব্ন হাবীব (রা.) কে পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে তাদের রণ প্রস্তুতির সংবাদ দিলে রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ৫ম হিজরীর শাবান মাসের ২ তারিখ রাসূলুল্লাহ (স.) মুজাহিদদের নিয়ে তাদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মদীনা হতে ৯ মনযিল দূরে মুরায়সিয়া/আল-মুরাইসী[৩০৩] নামক স্থানে তাবু ফেলেন। হারিস মুসলিগণের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। মুরায়সিয়ার অধিবাসীরা মুসলিমগণের মোকাবিলা করে; কিন্তু পরাস্ত হয়। তাদের মধ্যে এগার জন নিহত হয়। তম্মধ্যে জুওয়াইরিয়া (রা.) এর স্বামী মুসাফি‘ও ছিল। প্রায় ছয় শত লোক মুসলিম বাহিনীর হাতে ধৃত হয়। তম্মধ্যে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)ও ছিলেন।[৩০৪] এ ছাড়াও দু’হাজার উট ও পাঁচশত বা পাঁচ হাজার বকরি মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।[৩০৫]

উম্মুল মু’মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

ইব্ন সা‘য়াদ মুহাম্মাদ ইব্ন ‘উমার এর সূত্রে বলেন, আয়িশা (রা.) বলেন: বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর জন্য আলাদা করার পর বাকি মালামাল

---

৩০০ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবু ইসতিহবাবি তাগয়ীরিল ইসমিল কাবীহ ইলা হুসনি.., হাদীস নং ২১৪০

৩০১ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ দ্র *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব মুসনাদুস সিদ্দীকা আয়িশা বিন্ত আস-সিদ্দীক (রা.), হাদীস নং ২৬৩৬৫; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, টীকা নং ৫, পৃ. ৫০৫

৩০২ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَذِيمَةَ ذُو الشَّفَرِ فَقُتِلَ عَنْهَا দ্র. প্রাগুক্ত; *উসুদুল গাবা ফী মা‘আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫৭

৩০৩ আল-মুরাইসী‘ হলো বনূ খুযা‘আ গোত্রের একটি পানির কূপের নাম। ‘মুসতালিক’ হলো বনূ খুযা‘আ গোত্রের জুজায়মা ইব্ন সা‘য়াদ নামের এক ব্যক্তির উপাধি। বনূ মুস্তালিক অভিযানে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বাহিনীসহ এ কূপের ধারে অবস্থান করেন, তাই ইতিহাসে এ অভিযান ‘বনূ মুস্তালিক’ অথবা ‘আল-মুরাইসী‘ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫২; ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ কিতাবে একটি পরিচ্ছেদের নাম করণ করেছেন এভাবে : باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাব নং ৩০

৩০৪ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ‘ইতক, বাবু মান মালাকা মিনাল আরাব রাকীকান, ফওয়াহাবা ওয়া বা‘আ ওয়া জামা‘আ ওয়া ফাদা ওয়া সাবায যুররিয়্যাতা, হাদীস নং ২৫৪১

৩০৫ ثُمَّ غزوة رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المريسيع فِي شعبان سنة خمس من مهاجره..... দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮-৪৯; আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

রাসূলুল্লাহ (স.) যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করলেন। অশ্বারোহীকে দু'ভাগ এবং পদাতিককে একভাগ করে দিলেন। জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস পড়লেন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস আল-আনসারী (রা.) এর ভাগে।[৩০৬]

গোত্রীয় সর্দারের কন্যা হওয়ার কারণে তিনি দাসী হয়ে থাকা মেনে নিতে পারেন নি। তাই সাবিত (রা.) এর নিকট অর্থের বিনিময়ে মুক্তির আবেদন পেশ করেন। সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা.) নয় ওয়াকিয়া স্বর্ণের বিনিময় তাকে মুক্তি দিতে সম্মত হন। জুওয়াইরিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি বিপদে পড়েছি; নিজেকে মুক্ত করতে চাই, আপনি আমায় সাহায্য করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কিছু করব? জুওয়াইরিয়া (রা.) বললেন, সেটা কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে তোমাকে বিয়ে করলে তা কি উত্তম হবে না? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! এতো আমার সৌভাগ্য। রাসূলুল্লাহ (স.) তাই করলেন, তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন। এ বিয়ের খবর যখন মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন তারা বললেন, বনূ আল-মুস্তালিক তো এখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মানিত শ্বশুরকুল। যে খান্দানে রাসূলুল্লাহ (স.) বিয়ে করেছেন, তারা কক্ষণো দাস-দাসী হতে পারে না। এরপর তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে একসাথে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। এ উপলক্ষে বনূ আল-মুস্তলিকের এক শো বাড়ির সকল বন্দী মুক্তি পায়। [৩০৭]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর পিতা হারিস ছিলেন আরবের একজন অন্যতম নেতা। মুসলিম বাহিনীর হাতে তাঁর কন্যা বন্দী হলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে বলেন, আমার কন্যা দাসী হতে পারে না। আমার মর্যাদা দাসত্বের অনেক উর্ধ্বে। আপনি তাকে মুক্ত করে দিন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, বিষয়টি জুওয়াইরিয়ার মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হোক-সেটাই কি ভাল হবে না? হারিস কন্যা জুওয়াইরিয়ার নিকট যেয়ে বললেন, মুহাম্মাদ তোমার মর্জির উপর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। দেখ তুমি যেন আমাকে লজ্জায় ফেলো না। জুওয়াইরিয়া পিতাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে থাকতে পছন্দ করছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বিয়ে করেন।[৩০৮] হিজরীর ৫ (পঞ্চম) সনে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সঙ্গে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বসয় ছিল মাত্র ২০ (বিশ) বছর।[৩০৯] ঐতিহাসিক ইব্‌ন সা'য়াদ বলেন: তাঁর দেনমোহর হিসেবে বনূ মুস্তালিক গোত্রের প্রতিটি বন্দির মুক্তি নির্ধারণ করা হয়।[৩১০]

---

৩০৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ نِسَاءَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سَهْمًا. فَوَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْت الْحَارِثِ بْن أَبِي ضِرَارٍ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ. দ্র. *আত্‌-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯২; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

৩০৭ ...قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ، فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ، فَأَعْتَقُوهُمْ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইতক, বাবুন ফী বায়ইল মুকাতিবি ইযা ফাসাখাতিল কিতাবাতু, হাদীস নং ৩৯৩১; *যাওজাতুন নাবী* (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৩; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩

৩০৮ أَتَى وَالِدُ جُوَيْرِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ بِنْتِي لاَ يُسْبَى مِثْلُهَا فَأَنَا أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَيَّرْنَاهَا فَأَتَاهَا أَبُوهَا فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ خَيَّرَكِ فَلاَ تَفْضَحِيْنَا فَقَالَتْ: فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهُ قَالَ: قَدْ وَاللهِ فَضَحْتِنَا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩

৩০৯ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا بِنْتُ عِشْرِينَ سَنَةً দ্র. *আত্‌-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২০; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩

৩১০ وجعل صداقها عتق كل مملوك من بنى المصطلق দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৬

১০। হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর আসল নাম যয়নাব। যুরকানী বলেন, তিনি খায়বার যুদ্ধের গনীমাতের মাল হিসেবে মুসলিমগণের হাতে আসেন এবং বণ্টনের সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাগে পড়েন। তৎকালীন আরবে নেতা অথবা বাদশার অংশের গনীমাতের মালকে 'সাফিয়্যা' বলা হতো।[৩১১] এ জন্য যয়নাবও সেখান থেকে 'সাফিয়্যা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর প্রকৃত নামটি ঢাকা পড়ে যায়।[৩১২]

পিতার নাম হুয়ায় ইব্ন আখতাব। তিনি মদীনার বিখ্যাত ইয়াহুদী গোত্র বনূ নাদীরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি হযরত হারূন ইব্ন ইমরান (আ.) এর বংশধর ছিলেন। এ জন্য তাকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত।[৩১৩]

মাতার নাম বার্‌রা বিন্ত সামাওয়াল মাদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনূ কুরায়যার মেয়ে। তাঁর নানা সামাওয়াল গোটা আরব উপদ্বীপে সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[৩১৪] সুতরাং হযরত সাফীয়্যা (রা.) মাতৃ ও পিতৃকুলের উভয় দিক দিয়ে আভিজাত্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

শুভ বিবাহ

হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয় বনূ কুরাইজার সালাম ইব্ন মাশকাম এর সাথে। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী নেতা ও বিখ্যাত কবি। কিন্তু এ বিয়ে বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। কিছু দিন পর উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।[৩১৫]

অতঃপর হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর দ্বিতীয় বিয়ে হয় হিজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও খায়বারের অন্যতম নেতা আবূ রাফে' এর ভাতিজা কিনানা ইব্ন 'আবিল হুকাইক এর সাথে। তিনি ছিলেন খায়বারের বিখ্যাত 'আল-কামূস' দুর্গের নেতা এবং একজন বড় মাপের কবি।[৩১৬] স্ত্রী ও আপনজনদের নিয়ে তিনি এ দুর্গেই বসবাস করতেন। ৭ম হিজরীতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমগণ যখন খায়বার বিজয় করেন এবং 'আল-কামূস' দুর্গের পতন ঘটে তখন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর স্বামী কিনান দুর্গের মধ্যেই নিহত হয়। পরিবারের অন্যসব সদস্যের সাথে হযরত সাফীয়্যা (রা.)ও মুসলিমগণের হাতে বন্দি হন। তিনি ছিলেন কিনানের নব বিবাহিতা স্ত্রী। বন্দিদের মধ্যে সাফীয়্যা (রা.) এর চাচাতো বোনও ছিল।[৩১৭]

উম্মুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

ইসলামের নিয়মানুযায়ী গণীমাতের মাল মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তুতি চললো এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও সকল বন্দীকে একত্র করা হলো। এ সময় হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা.) একটি

---

৩১১ وَكَانَ لَهُ من كل مغنم صفي يصطفيه: عبد، أو أمة، أو سيف، أو غير ذَلِكَ দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৩

৩১২ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

৩১৩ من بني النضير، وهو من سبط لاوى بن يعقوب، ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২১০

৩১৪ وأمها برة بنت سموال أخت رفاعة بن سموال من بني قريظة إخوة النضير. দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৫

৩১৫ وكانت صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৫; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩১

৩১৬ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا كِنَانَةُ بن أَبِي الحُقَيْقِ وَكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ اليَهُوْدِ فَقُتِلَ كِنَانَةُ يَوْم خَيْبَرَ عَنْهَا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৪

৩১৭ لما فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الغموص حصن بني أبي الحقيق أتى بصفية بنت حيي ومعها ابنة عم لها দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৪ ; আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

দাসীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বন্দী মহিলাদের মধ্য থেকে একজন পছন্দ করার আদেশ দিলেন। হযরত দাহইয়া (রা.) পছন্দ করলেন হযরত সাফীয়্যা (রা.) কে। কিন্তু সাহাবীদের একজন আপত্তি করে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি কি সাফীয়্যা (রা.) কে দাহইয়া (রা.) এর ভাগে দিবেন? সে তো বনূ নাদীর ও বনূ কুরাইজার নেত্রী। সে শুধু আপনার জন্য উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সাফীয়্যা (রা.) সহ দাহইয়া (রা.) কে ডেকে আনলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) যখন সাফীয়্যা (রা.) এর দিকে তাকালেন, তখন দাহইয়া (রা.) কে অন্য একটি দাসী পছন্দ করতে বললেন। পরে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করলেন।[৩১৮] হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর দেনমোহর প্রসঙ্গে বলা হয়: তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দানকে তাঁর দেনমোহর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।[৩১৯] ঐতিহাসিক ইব্ন সা'য়াদ বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) সাফীয়্যা (রা.) কে ডেকে বলেন, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩২০]

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনা মুনাওয়ারা ফেরার পথে 'আস-সাহবা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে হযরত আনাস (রা.) এর মা হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) সাফীয়্যা (রা.) এর চুল বিন্যাস করেন, কাপড় পরিবর্তন করে তাঁর দেহে সুগন্ধি লাগান। এরপর তাকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে পাঠান। সেখানেই তাঁর বাসর হয়, সেখানেই তাঁর ওলীমারও আয়োজন করা হয়। সেখানে তিন রাত্র থাকার পর আবার সেখান থেকে মদীনার অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রা কালে রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত সাফীয়্যা (রা.) কে নিজের উটের উপর আরোহন করান। তখন লোকেরা ঠিক বুঝতে পারছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছেন, না কি দাসী হিসেবে গ্রহন করেছেন। সাহাবীগণের এ মনোভাবকে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (স.) একটি পর্দা টেনে সাফীয়্যা (রা.) কে আড়াল করেন, যাতে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি দাসী নন বরং 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর অন্তর্র্কূক্ত।[৩২১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত সাফীয়্যা (রা.) এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর কোলে পড়েছে। স্বপ্নের কথা তাঁর মা বা স্বামীকে বললে, তিনি গালে এক থাপ্পর মেরে বলেন, তুমি আরবের বাদশা মুহাম্মাদের দিকে ঘাড় লম্বা করছো। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আসার সময় পর্যন্ত সেই থাপ্পড়ের দাগ তাঁর গালে ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) কিসের দাগ জানতে চাইলে তিনি ঘটনাটি খুলে বলেন।[৩২২]

---

৩১৮ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফযীলাতি ইতাকিহি আমাতাহু সুম্মা ইয়াতাযাওয়াজুহা, হাদীস নং ১৩৬৫

৩১৯ فجعل عتقها صداقها দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযওয়াতি খায়বার, হাদীস নং ৩৯৬৪

৩২০ وَأَسْلَمَتْ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৬

৩২১ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ، حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ» . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মান গাযা বিসাবিয়্যিন লিলখিদমাতি, হাদীস নং ২৮৯৩; فَلَمَّا حَمَلَهَا سَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৭

৩২২ وكانت صفية رأت قبل ذلك أنّ القمر وقع في حجرها، فذكرت ذلك لأمّها، فلطمت وجهها، وقالت: إنك لتمدّين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب، فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى بها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فسألها عنه، فأخبرته দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২১০

 Dhaka University Institutional Repository

১১। হযরত মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস (রা.)

নাম ও পরিচিতি

তাঁর নাম মায়মূনা। পিতার নাম হারিস। মাতার নাম হিন্দ বিন্ত আউফ।[৩২৩] তিনি হুমায়র বা কিনানা গোত্রীয় মহিলা ছিলেন।[৩২৪]

হযরত মায়মূনা (রা.) মক্কার বিখ্যাত বংশ 'কুরায়শ' এর মেয়ে ছিলেন। আরবের বড় নামী-দামী গোত্রের লোকজনের সাথে তাঁর আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর এক বোন উম্মুল ফাদল লুবাবা আল-কুবরা ছিলেন হযরত আব্বাস (রা.) এর স্ত্রী। আর এক বোন লুবাবা আস-সুগরা ছিলেন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) এর মা।[৩২৫]

শুভ বিবাহ

হযরত মায়মূনা (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল মাসউদ ইব্ন আমর ইব্ন 'উমাইর আস সাকাফীর সাথে। কোন কারণে তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আবূ রহম ইব্ন 'আব্দুল্লাহর সাথে তাঁর পুনরায় বিবাহ হয়। আবূ রুহম ৭ম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২৬]

উম্মুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা লাভ

অবূ রুহমের মৃত্যুর পর ৭ম হিজরীর জিলকা'দ মাসে 'উমরাতুল কাযা' এর ইহ্‌রাম পালন অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.) এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর 'আকদ মুবারক হয়। এ বিয়েতে হযরত আব্বাস ইব্ন 'আব্দুল মুত্তালিব (রা.) অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেন। 'উমরা আদায়ের পর ইহ্‌রাম ভেঙ্গে মদীনা ফেরার পথে মক্কা হতে ছয় থেকে বারো মাইল দূরে 'সরফ' নামক স্থানে বিবাহ উৎসব পালিত হয়।[৩২৭] এ বিবাহের দেন-মোহর ছিল পাঁচ শত দিরহাম[৩২৮] মতান্তরে চারশত দিরহাম।[৩২৯] হযরত মায়মূনা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সর্বশেষ স্ত্রী। তাঁর পর আর কোন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (স.) বিবাহ করেন নি।[৩৩০]

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, হযরত মায়মূনা (রা.) নিজেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছিলেন।[৩৩১] কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মু'মিনীনের জন্য নয়।[৩৩২]

---

[৩২৩] ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير ... وأمها هند بنت عوف بن زهير ...، من حمير দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৪; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৪

[৩২৪] من حمير. وقيل: من كنانة দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মা'আরিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯১৫

[৩২৫] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৭

[৩২৬] كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي تزوج ميمونة في الجاهلية ثم فارقها فخلف عليها أبو رُهْمِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى... فتوفي عنها দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৪; تَزَوَّجَهَا أَوَّلاً: مَسْعُوْدُ بنُ عَمْرٍو الثَّقَفِيُّ قُبَيْلَ الإِسْلاَمِ فَفَارَقَهَا وَتزَوَّجَهَا أَبُو رُهْمٍ بنُ عَبْدِ العُزَّى فَمَاتَ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯

[৩২৭] تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাবু উমরালি কাযা, হাদীস নং ৪২৫৮

[৩২৮] تزوّجها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وسلم على مهر خمسمائة درهم দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩২৩

[৩২৯] واصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل غيرها من نساءه:اربعمائة درهم দ্র. *যাওজাতুন নাবিয়্যি* (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯

[৩৩০] قال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوّجها দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩২৩

[৩৩১] وقد ذكر الزّهريّ وقتادة أنها التي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم، فنزلت فيها الآية দ্র. প্রাগুক্ত।

[৩৩২] وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তাদের জীবনপ্রবাহ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) হলেন সর্বকালের সকল মুসলিমগণের মা স্বরূপ। তাদের সন্তানতুল্য মুসলিম জাতির বিশেষভাবে নারীদের জন্য তাদের জীবনের প্রতিটি অংশে রয়েছে অনুকরণীয় আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বাকি জীবন ছিল পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ্‌র উপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ।

'খুলাফায়ে রাশেদুন' এর প্রত্যেক খলীফা 'আযওয়াজুম মুতাহারাহ' এর খুবই সমাদর ও সম্মান করতেন। হযরত 'উমার (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী নয়টি পিয়ালা বানিয়েছিলেন। কোন ফল বা কোন খাবার জিনিস যখন তাঁর নিকট আসতো তখন নয়টি পেয়ালায় করে তাদের প্রত্যেকের নিকট পাঠাতেন।[৩৩৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুয়াইলিদ (রা.) নবুওয়াতের দশম বছর রমযান মাসে এন্তেকাল করেন।[৩৩৪] এরপর হযরত যয়নাব বিন্‌তু খুযায়মা (রা.) ৪র্থ হিজরীর রবী'উস সানী মাসের শেষ দিকে এন্তেকাল করেন।[৩৩৫] রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় এই দুইজন প্রথম জান্নাতবাসিনী হন। হিজরীর এগারো সন বা ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ ই রবি'উল আউয়াল মাসের সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ (স.) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল নয় জন।[৩৩৬] তারা হলেন:

১। হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.)
২। হযরত আয়িশা বিন্‌ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)
৩। হযরত হাফসা বিন্‌ত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)
৪। হযরত উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়্যা (রা.)
৫। হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.)
৬। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)
৭। হযরত জুওয়াইরীয়া বিন্‌ত হারিস (রা.)
৮। হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতার (রা.)
৯। হযরত মায়মূনা বিন্‌ত আল হারিস (রা.)

---

৩৩৩ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ, فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ দ্র. মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির, আল-মুহাক্কিক: মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আজাম, *আল-মুয়াত্তা*(আবুদাবী: মুআস্‌সাতু যায়িদ ইব্‌ন সুলতান আলি নাহ্‌ইয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪২৫/২০০৪), খ. ২, কিতাবুয যাকাত, বাবু জিযইয়াতি আহলিল কিতাব ওয়াল মাজূস, হাদীস নং ৯৭০

৩৩৪ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ النُّبُوَّةِ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫

৩৩৫ وماتت في ربيع الآخر سنة أربع দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫৭

৩৩৬ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু কাসরাতিন নিছা, হাদীস নং ৫০৬৭; উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক মুস্তাফা দীব আল-বাগা বলেন, (عند النبي) أي حين وفاته. (تسع) هن سودة بنت زمعة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية وصفية وميمونة رضي الله عنهن وقد توفى صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته. (يقسم) من القسم وهو المبيت عند كل واحدة منهن بقدر ما يبيت عند غيرها بالتساوي. (لواحدة) هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لأنها قد أسنت وأصبحت لا ترغب بما يرغب به النساء من المعاشرة ولكنها أحبت أن تبقى على عصمته صلى الله عليه وسلم لتكون في جملة زوجاته في الجنة] দ্র. ড. মুস্তাফা দীব আল-বাগা(অধ্যাপক, আল-হাদীস ওয়া উলূমুহু, শরীয়া অনুষদ, দামিশক বিশ্ববিদ্যালয়), ব্যাখ্যা ও টীকা, *সহীহুল বুখারী*, খ. ৭, বাবু কাসরাতিন নিছা।

১। হযরত সাওদা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে হযরত সাওদা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘরে আসেন। নুবুওয়াতের দশম বছরের রামযান মাস থেকে ত্রয়োদশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর পবিত্র স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩৩৭]
রাসূলুল্লাহ (স.) খায়বারে উৎপাদিত শস্য হতে হযরত সাওদা (রা.) এর জীবিকার ব্যবস্থা করে যান। ‘আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ মদীনায় বিভিন্ন মজলিসে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত সাওদা (রা.) কে ৮০ ওয়াসাক খেজুর ও ২০ ওয়াসাক গম বা যবের দ্বারা তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করে যান।[৩৩৮]
রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর হযরত সাওদা বিন্ত যাম‘আ (রা.) বারো বা তেরো বছর জীবিত ছিলেন। এসময় তিনি কঠোরভাবে শরী‘আতের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতকে তিনি ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স.) ‘উম্মাহাতুল মু’মিনীন’ এর উদ্দেশ্যে বলেন, আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।[৩৩৯] উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাওদা ও যয়নাব (রা.) এ নির্দেশের উপর দৃঢ়ভাবে অটুট থাকেন। তারা দু’জন এ নির্দেশে উপর এমনভাবে আমল করেন যে, হজ্জের উদ্দেশ্যেও তারা কখনও ঘর থেকে বের হতেন না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের পর তাঁর অন্যসহধর্মিণীগণ হজ্জ করতেন; কিন্তু সাওদা ও যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর আদেশ কঠোরভাবে পালন করতেন। ঘর থেকে কোথাও বের হতেন না।[৩৪০] হযরত সাওদা (রা.) বলতেন, আমি হজ্জ ও ‘উমরা দুটোই আদায় করেছি। এখন ঘরে বসে ইবাদত করব, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪১]
হযরত ‘উমার (রা.) এর শাসনামলে একদা তিনি হযরত সাওদার (রা.) কাছে একটি থলি পাঠান। সাওদা (রা.) বাহককে প্রশ্ন করলেন: থলিতে কি খেজুর আছে? বাহক বললেন, না; এতে দিরহাম রয়েছে। সাওদা (রা.) তখন বললেন, থলিতে কি খেজুরের মত দিরহাম পাঠানো হয়! এর অল্প সময় পর তিনি সবগুলো দিরহাম অভাবী মানুষদের মধ্যে দান করে দেন।[৩৪২]

এন্তেকাল

হযরত সাওদা (রা.) এর এন্তেকালের সময় সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বেশি মতপার্থক্য রয়েছে। এ গুলোর মধ্যে সব চেয়ে সঠিক ও যৌক্তিক বলে মনে হয় যে মতটি তা হল: হিজরী ২৩ সনে তিনি এন্তেকাল করেন। খলীফা হযরত ‘উমার (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজুরী এ মতের প্রবক্তা। ইমাম জাহাবীও (রহ.) এ মতের উপর জোরালো সমর্থন দিয়েছেন। আর ‘উমার (রা.) শাহাদাত বরণ করেন হিজরী ২৩ সনের জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে।[৩৪৩]

২। হযরত আয়িশা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন এবং এ অবস্থায় জীবনের আরো আটচল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.) এর কবর

---

৩৩৭ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭

৩৩৮ *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬

৩৩৯ هذة ثم ظهور الخضر দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু যয়নাব বিন্ত জাহাশ যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮০৭; *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৮

৩৪০ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ كُلُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْجُجْنَ إِلا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ. قَالَتَا: لا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৪

৩৪১ قَالَتْ سَوْدَةُ حَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ فَأَنَا أَقَرُّ فِي بَيْتِي كَمَا أَمَرَنِي اللَّهُ. عَزَّ وَجَلَّ দ্র. প্রাগুক্ত।

৩৪২ *মা‘আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৮; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬

৩৪৩ تُوُفِّيَتْ زَمَنَ عُمَر..وَمَاتَتْ بِالمَدِيْنَةِ فِي شَوَّال سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৮

পাকের পাশেই ছিলেন।[৩৪৪] প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কবরের পাশেই ঘুমাতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) কে স্বপ্নে দেখার পর সেখানে ঘুমানো ছেড়ে দেন। হযরত ‘উমার (রা.) কে আয়িশা (রা.) এর ঘরে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত হিজাব ছাড়া আসা-যাওয়া করতেন। কারণ, তখন সেখানে যে দুইজন শায়িত ছিলেন, তাদের একজন স্বামী এবং অপরজন পিতা। তাদের পাশে ‘উমার (রা.) কে দাফন করার পর বলতেন, এখন ওখানে যেতে গেলে হিজাবের প্রয়োজন হয়।[৩৪৫]

প্রথম খলীফার যুগে আয়িশা (রা.)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর খেলাফত কাল ছিল ২ বছরের সামান্য কিছু বেশি।[৩৪৬] হিজরী ১৩ সনে জমাদিউস্ সানীর ২২ তারিখে সোমবার দিন তিনি এন্তেকাল করেন।[৩৪৭] আমীরুল মু’মিনীন হযরত আবূ বকর (রা.) এর খেলাফত কালের (৬৩২-৬৩৪) প্রথম দিকে হযরত আয়িশা (রা.) ব্যতিত অন্য সকল উম্মাহাতুল মু’মিনীন (রা.) তাদের উত্তারাধিকারের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য হযরত ‘উসমান (রা.) কে খলীফার নিকট প্রেরণের উদ্যোগ নিলে হযরত আয়িশা (রা.) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী, ‘আমার কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। আমার পরিত্যক্ত সব কিছু সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে’।[৩৪৮] স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ থেকে তাদেরকে নিবৃত করেন। পারস্পরিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। খলীফা আবূ বকর (রা.) আয়িশা (রা.) কে কিছু বিষয় সম্পত্তি ভোগ দখলের জন্য দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদের কথা চিন্তা করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কলিজার টুকরা হযরত আয়িশা (রা.)কে শয্যা-পার্শ্বে ডেকে বললেন, হে আমার প্রাণাধিক প্রিয় মা! আমি তোমাকে যে সম্পত্তি দান করেছিলাম, তা কি তুমি তোমার ভাই-বোনকে বণ্টন করে দিবে?” কন্যা জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই দিব। তখন পিতা বললেন, মা! রাসূলুল্লাহ (স.) কোন দিন ও কোন সময়ে এন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর কাফনের জন্য কত টুকরা সাদা কাপড় ছিল? কন্যা বললেন, তিন টুকরা সাদা কাপড় ছিল। সোমবার দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পিতা বললেন, আম্মা! আজ কি বার? কন্যা উত্তর দিলেন, আব্বাজান! আজ সোমবার। পিতা এবার বললেন, আম্মা! আজ আমি এ জগজ ত্যাগ করে আমার প্রিয় ‘মাহবুব’-এর সাথে মিলিত হব। আবার নিজ চাদরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন: মা আয়িশা! ঐ কাপড়খানাকে ধুয়ে রাখ, জাফরানের দাগগুলি যেন উঠে যায়। এই কাপড় দ্বারাই আমাকে কাফন পরাবে। কন্যা বললেন, বাবাজান! এটা যে পুরান কাপড়! পিতা উত্তরে বললেন, মা! মৃত লোকদের চেয়ে জীবিত লোকদেরই কাপড়ের প্রয়োজন অধিক।[৩৪৯] সে দিন হযরত আবূ বকর (রা.) এন্তেকাল করেন ও হযরত আয়িশা (রা.) এর পবিত্র হুজরাতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর এক পাশে, সামান্য পিছনে একটু পায়ের দিকে সরিয়ে তাঁর পরম বন্ধু রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। হযরত আয়িশা (রা.)

---

[৩৪৪] হযরত ‘আয়িশা (রা.) নিজেই বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে আমিই তাকে আমার সিনার সাথে লাগিয়ে বসেছিলাম। আর যখন আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে রূহ মুবারক পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে, তখন তাঁর নিকট আমিই ছিলাম, আমারই ঘর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আরামস্থল হয়েছে। অথাৎ এখানেই তাঁর দাফন হয়। দ্র. *মা‘আরিফুল হাদীস* (অনুদিত), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৭২

[৩৪৫] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৯

[৩৪৬] فكانت خلافته سنتين و ثلاثة اشهر و عشر ليال অর্থাৎ আবূ করর সিদ্দীক (রা.) এর খেলাফত কাল ছিল ২বছর ৩ মাস ১০ দিন। দ্র. সায়্যেদাহ ‘আয়িশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[৩৪৭] ১৩ হিজরীর জমাদিউস-সানীর শুরুতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হন। ২২ এবং ২৩ শে জমাদিউস-সানীর মধ্যবর্তী রাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত বাদ মাগরিব ৬৩ বছর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন। ইশার পূর্বেই্ তাকে দাফন করা হয়। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১২-৩১৪

[৩৪৮] لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফারাইয, বাব কাওলিন নাবিয়্যি স. লানূরাসু মা তারাকনা সাদাকা, হাদীস নং ৬৭২৬

[৩৪৯] وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الاِثْنَيْنِ قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ، كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইজ, বাবু মাওতি ইয়াওমিল ইসনাইনি, হাদীস নং ১৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

এর হুজরায় পতিত এটা হলো দ্বিতীয় চাঁদ।[৩৫০] উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) বিধবা হবার দুই বছর পরেই পিতৃস্নেহ হতেও বঞ্চিত হলেন।

দ্বিতীয় খলীফার যুগে হযরত আয়িশা (রা.)

হযরত আবূ বকর (রা.) এন্তেকালের পূর্বে হযরত 'উমার (রা.) কে খলীফা মনোনীত করে যান। সেজন্য খিলাফত নিয়ে কোনও প্রকার গোলমাল হয় নি। হিজরী ১৩ সনের জমাদিউস সানীর ২৩ তারিখ বুধবার হযরত 'উমার (রা.) খিলাফতের মসনদে উপবিষ্ট হলেন।[৩৫১] দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা.) আযওয়াজুম মুতাহারাহ-এর প্রতি উম্মাহাতুল মু'মিনীন হিসেবে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাদের যাবতীয় বিষয় খোঁজ খবর নিতেন। বিশেষ করে হযরত আয়িশা (রা.) কে খুব বেশি সমীহ করতেন এবং তাঁর উপদেশকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতেন। যেমন: খেলাফতে দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) কে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। এ খবর শুনে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) 'হযরত উমার (রা.) কে বলে পাঠালেন যে, খালিদকে যেন সৈন্যবিভাগ থেকে বের করে দেয়া না হয়। তবে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। হযরত 'উমার (রা.) অনেক ভেবে-চিন্তে উম্মুল মু'মিনন-এর পরামর্শ মত হযরত খালিদকে সাধারণ সৈনিকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩৫২]

হিজরী ১৮ সনে আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এ সময়ে হযরত আয়িশা (রা.) ও অনেক গরীব লোকের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি গরীব পরিবারের জন্য বায়তুলমাল হতে ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করতে স্বয়ং 'উমার (রা.) কে অনুরোধ করেছিলেন। হযরত 'উমার (রা.) তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন এবং উম্মুল মু'মিনীনকে কয়েক হাজার মুদ্রা নিজ ইচ্ছামত গরীবদেরকে দান করার জন্য পাঠান। কথিত আছে যে, ঐ মুদ্রাসমূহ তিনি ঋণ বাবদ গ্রহণ করেন ও দুর্ভিক্ষের পরে তা ফেরত দেন।[৩৫৩]

হিজরী ১৯ সনে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) আমর ইবনুল আস্ (রা.) কে মিসর জয় করার জন্য ৪,০০০ সৈন্যসহ পাঠালেন। তিনি এক বছর যাবত তথায় কিছুই করতে পারলেন না। তা দেখে হিজরী ২০ সনে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) হযরত যুবায়রকে নতুন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি করে মিসর পাঠাবার জন্য 'উমার (রা.) কে অনুরোধ করেন। হযরত 'উমার (রা.) কোন দ্বিধা না করে উম্মুল মু'মিনীনের অনুরোধ অনুযায়ী হযরত যুবায়র (রা.) কে মিসর আক্রমণের জন্য পাঠালেন। সেখানে শত্রুদের দুর্গকে ৭ মাস যাবত অবরুদ্ধ করে রেখে তিনি একদিন সিঁড়ি বেয়ে দেয়ালের উপর উঠলেন ও আল্লাহু -আক্বর' শব্দে চতুর্দিক নিনাদিত করে তুললেন। এতে শত্রুরা ভয় পেয়ে যুবায়র (রা.) এর হাতে আত্মসমর্পণ করল। মিসর দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হল। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর এ দূরদর্শিতাকে কাজে লাগাতে না পারলে মিসর দেশ মুসলিমগণের শাসনাধীনে আসা একটি দুরূহ ব্যাপার ছিল।[৩৫৪]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা.) এর শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তিনি প্রত্যেক মুজাহীদের জন্য ৫,০০০, আনছারদের জন্য ৪,০০০ এবং বদরী সাহাবীদের জন্য ৫,০০০ করে বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রত্যেককে ১২,০০০ হাজার।[৩৫৫] কেউ কেউ বলেন: উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রত্যেককে ১০,০০০ হাজার করে তবে আয়িশা

---

৩৫০ একবার হযরত 'আয়িশা (রা.) স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর ঘরে একের পর এক তিনটি চাঁদ ছুটে এসে পড়ছে। তিনি এই স্বপ্নের কথা পিতা আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে বলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর ঘরে দাফন করা হলো, তখন আবু বকর (রা.) মেয়েকে বললেন, সেই তিনটি চাঁদের একটি এই এবং সবচেয়ে ভালোটি। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, তাঁর স্বপ্নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাঁদ ছিলেন আবু বকর ও 'উমার (রা.)। দ্র. মু'আত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জানাইজ, বাবু মাজাআ ফী দাফনিল মায়্যেত, হাদীস নং ৬২৬

৩৫১ *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০

৩৫২ *আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৩৫৩ প্রাগুক্ত।

৩৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

৩৫৫ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْطَى الْمُهَاجِرِينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَضَّلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٌ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا দ্র. আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার আবুল ফদল আল-আসকালানী, *ফাতহুল*

 Dhaka University Institutional Repository

(রা.) কে ২০০০ হাজার বেশি অর্থাৎ ১২০০০ হাজার করে বার্ষিক ভাতা প্রদান করতেন।[৩৫৬] কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন।[৩৫৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) খাইবারে উৎপাদিত শস্য হতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রত্যেককে তাদের ভরণ-পোষণের জন্য বার্ষিক ১০০ ওয়াসাক অর্থাৎ ৮০ ওয়াসাক খেজুর ও ২০ ওয়াসাক যব দিতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা.) যখন খাইবারের জমি বণ্টন করছিলেন এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন-কে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আপানারা কি নগদ অর্থ নিবেন, না জমি নিবেন? তখন হযরত আয়িশা (রা.) বললেন; না, আমি বরং জমি নিব।[৩৫৮] অতঃপর তিনি এর অধিকাংশ জমি গরীব ও দরিদ্র মুসলিম এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সার্বিক খোঁজ-খবর নেয়াকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমন: হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, হযরত 'উমার (রা.) এর এত দূর লক্ষ্য ছিল যে, যদি কোন সময় বকরী যবেহ হত, এমন কি তিনি বকরীর মাথা ও পা আমাদেরকে দিতেন।[৩৫৯] উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যানুযায়ী হযরত 'উমার (রা.) ৯টি পেয়ালা প্রস্তুত করেছিলেন। যখন কোন সওগাত আসত, তখন তিনি এক এক পেয়ালাতে করে প্রত্যেকের নিকট তা পাঠিয়ে দিতেন।[৩৬০]

হযরত উমার (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে সকলের চেয়ে বেশি কদর করতেন। ইরাক বিজয়ের সময় প্রাপ্ত মূল্যবান মোতি ভর্তি কৌটা সকলের সম্মতিক্রমে তিনি আয়িশা (রা.) কে প্রদান করেন। আর এর যৌক্তিতা প্রমাণের জন্য হযরত আয়িশা (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) এর বেশি মহব্বতের কথা তুলে ধরলেন।[৩৬১]

অন্তিম মুহূর্তে 'উমার (রা.) আয়িশা (রা.) এর হুজরায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর পাশে সমাহিত হবার বিনীত অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি সম্মত হন। মুত্যুর পর দ্বিতীয় বার তাঁর কাছে অনুমতি দানের পরে আমীরুল মু'মনিনী হযরত 'উমার (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পাশে আয়িশা (রা.) এর গৃহে দাফন করা হয়।[৩৬২] হযরত আয়িশা (রা.) এর হুজরায় পতিত তিনটি চাঁদের এটা হল তৃতীয় চাঁদ।

বারী শারহু সহীহিল বুখারী(বৈরূত: দারুল মারিফা, ১৩৭৯), খ. ৭, হাদীস নং ৪০২২, পৃ. ৩২৪; *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাজী, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৪০২২

৩৫৬ ابن أبي حازم قوله كان عطاء البدريين خمسة آلاف أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة من عهد عمر فمن بعده قوله وقال عمر لأفضلنهم أي على غيرهم في زيادة العطاء وفي حديث مالك بن أوس عن عمر أنه أعطى المهاجرين خمسة آلاف خمسة آلاف والأنصار أربعة آلاف وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى كل واحدة اثني عشر ألفا দ্র. *ফাতহুল বারী* শারহু সহীহিল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, হাদীস নং ৩৭৯৭

৩৫৭ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَرَضَ عُمَرُ لأُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ عَشْرَةَ آلاَفٍ وَزَادَ عَائِشَةَ أَلْفَيْنِ وَقَالَ: إِنَّهَا حَبِيْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৪; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৩

৩৫৮ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুযারাআত, বাবুল মুযারাআতি বিশতরি ওয়া নাহবিহি, হাদীস নং ২৩২৮

৩৫৯ وكان عمر رضى الله عنه شديد الاهتمام بامهات المؤمنين كثير التفقد لاحوالهن- شهدت له السيدة بذلك فقالت : عمر بن الخطاب يرسل الينا باحظائنا حصصنا حتى من الرؤوس و الاكارع দ্র. আস-সাইয়্যেদা আয়িশা (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

৩৬০ وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طُريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة رضي الله عنها من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به؛ وأمر بما بقي فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. كذا في جمع الفوادئ দ্র. *হায়াতুস সাহাবা*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

৩৬১ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ: قَدِمَ دُرْجٌ مِنَ العِرَاقِ فِيْهِ جَوْهَرٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: تَدْرُوْنَ مَا ثَمَنُهُ؟ قَالُوا: لاَ. وَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يَقْسِمُوْنَهُ فَقَالَ: أَتَأْذَنُوْنَ أَنْ أُرْسِلَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. لِحُبِّ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِيَّاهَا قَالُوا: نَعَمْ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهَا দ্র. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন, পৃ. ৪৬০

৩৬২ فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، ثُمَّ سَلْهَا، أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবু মাজাআ ফি কাবরিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আবী বকর ওয়া উমার (রা.), হাদীস নং ১৩৯২

 Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হযরত আয়িশা (রা.) ‘উমার (রা.) এর ফদীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যত নবী আবির্ভূত হয়েছেন, তাদের উম্মতের মধ্যে একজন ‘মুহাদ্দাছ’[৩৬৩] অবশ্যই ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে, তবে সে উমারই হবে।[৩৬৪] তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আমি দেখছি জিন ও ইনছানের শয়তানগুলি উমারের ভয়ে পলায়ন করেছে।[৩৬৫]

তৃতীয় খলীফার যুগে আয়িশা (রা.)

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ‘উসমান (রা.) প্রায় বারো বছর (৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৩৬৬] তাঁর শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি যতই বৃদ্ধি পেয়েছে হযরত আয়িশা (রা.) এর জ্ঞান-গৌরব ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বংশের যে সকল লোকজন ইসলামের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তারা হযরত আয়িশা (রা.) এর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ ও শরী‘আত সম্মত সমাধান পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন।[৩৬৭] হযরত ‘উমার (রা.) এর মত ‘উসমান (রা.)ও উম্মাহাতুল মু’মিনীন-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন, সব সময় তাদের যত্ন নিতেন, সব বিষয়ে তাদের গুরুত্ব দিতেন।[৩৬৮] আর হযরত আয়িশা (রা.)ও ‘উসমান (রা.) কে যথেষ্ট সমীহ করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে ‘উসমান (রা.) এর ফদীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি রাসূলুল্লাহ (স.) ‘উসমানকে শরমাতেন এমনকি তিনি তাঁর কাছে গমন করলে কাপড়-চোপড় ঠিক করতেন এবং বলতেন: আমি কি সে ব্যক্তি হতে লজ্জাবোধ করব না, যাঁকে দেখলে ফেরেশ্তাগণও লজ্জাবোধ করেন?[৩৬৯]
অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: ‘উসমান হলেন অত্যধিক লাজুক ব্যক্তি। তাই আমি যদি তাকে এ অবস্থায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করি, তা হলে তিনি লজ্জায় আগমনের কথা আমার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না।[৩৭০]

তিনি আরও বর্ণনা করেন: একদা রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত ‘উসমান (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ‘উসমান! হয়তো আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে একটি জামা[৩৭১] পরিধান করাবেন। পরে লোকেরা যদি

---

৩৬৩ ‘মুহাদ্দাছ’ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, আল্লাহর তরফ হতে যার অন্তরে সত্য কথা নিক্ষেপ করা হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মুখ দিয়ে সত্য ও সঠিক কথা বের হয়। নবী না হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় কিছু সত্য কথা হযরত উমার (রা.) এর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য তাকে মুহাদ্দাস বলা হয়। দ্র. এম. আফলাতুল কায়সার, *মেশকাত শরীফ*(ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪), খ. ১১, পৃ. ১২২; এ হাদীস বর্ণনার পর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স.) কে আরয করলেন, ‘মুহাদ্দাছ’ কাকে বলে? তিনি জবাবে ইরশাদ করেন, যার মুখ দিয়ে ফেরেশতারা কথা বলে। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৮

৩৬৪ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাব: ফাদাইলুস সাহাবা (রা.), বাব: মিন ফাযাইলে উমার (রা.), হাদীস নং ৩৪৬৯

৩৬৫ لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব, বাব নামবিহীন, ৭১ নং বাব, হাদীস নং ৩৭৭৪, পৃ. ২১০; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী উল্লেখ, করেন: রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেন, আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা ‘উমার (রা.) কে সমীহ করে এবং যমীনের প্রত্যেক শয়তান তাকে ভয় করে। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৯

৩৬৬ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবিদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৩৬৭ زادت المكانة العلمية للسيدة فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه بعد ان اتسعت رفعة الدولة المسلمة ودخلت فى الاسلام امم و شعوب كثيرة و احتاج الناس الى علم السيدة و فقهها فقصدوها من كل حدب و صوب দ্র. *আস-সাইয়্যেদা আয়িশা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৬৮ لم يكن عثمان رضى الله عنه اقل من عمر عناية بامهات المؤمنين و رعاية لهن و اهتماما بشؤونهن দ্র. *আস-সাইয়্যেদা আয়িশা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৬৯ أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ দ্র. *সহীহ মুসলিম*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাব ফাদাইলুস সাহাবা (রা.), বাব মিন ফাযাইলে ‘উসমান ইব্ন ‘আফ্ফান (রা.), হাদীস নং ২৪০১, পৃ. ২৭৭

৩৭০ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৪০২

Dhaka University Institutional Repository

তোমার জামাটি খুলে ফেলতে চায়, তখন তুমি তাদের ইচ্ছানুযায়ী সে জামাটি খুলে ফেলবে না।[৩৭২] তিনি একথাটা তিন বার বললেন।

মুসলিম সমাজে হযরত আয়িশা (রা.) এর সম্মানের অন্ত ছিল না । আল্লাহর 'ওহি' মুতাবিক তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন। এ জন্য তিনি হিজায, ইরাক, ইরান, তুরান, ইয়ামেন, মিসর ও শামের সর্বত্রই মাতৃবৎ সম্মানিতা হতেন। মুসলিমগণ বিশেষত হজ্জের মৌসুমে তাঁর নিকট এসে খলীফা হযরত 'উসমান (রা.) এর মনোনীত শাসকদের অত্যাচার ও বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী দলের বিষয় এবং আপন আপন অভিযোগ নিবেদন করতেন এবং তিনি তা ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করতেন এবং এর প্রতিকার করবেন বলে তাদেরকে আশ্বাস দিতেন।[৩৭৩]

হিজরীর ৩৩/৩৪ সনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'উসমান (রা.) কে ডেকে বললেন যে, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্মেলন আহবান করা উচিত; এ জন্য যে, তাদের কুৎসা ও অত্যাচারের কাহিনী সমগ্র দেশব্যাপী ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং এ উপদেশ মত হযরত 'উসমান মক্কা, কূফা, বসরা, দামেস্ক, মিসর, বাহরাইন ও পারস্য হতে শাসনকর্তাদিগকে মদীনায় এ সম্মেলনে যোগদান করার জন্য ফরমান পাঠালেন। তারা সকলেই উপস্থিত হয়ে এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। হযরত 'উসমান, হযরত 'আলী, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা.) এবং কতিপয় প্রবীণ সাহাবীর পরামর্শ অনুসারে উম্মুল মু'মিনীন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন।[৩৭৪]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, হযরত 'উসামা ইব্ন যায়দ, হযরত মুহম্মাদ ইব্ন মুসলিম এবং হযরত 'আম্মার ইব্ন ইয়াসারকে এ কমিটির সদস্য মনোনীত করা হল। শাসনকর্তাদের অত্যাচার-কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে খলীফার নিকট রিপোর্টি পেশ করাই ছিল এ কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য। তারা ৭-৮ মাস তদন্ত করে রিপোর্ট দিলেন যে, শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যা যা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; কিন্তু হযরত 'আম্মার ইব্ন ইয়াসার বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সাবাইয়া দলের ছলনায় পড়ে মিশরের শাসনকর্তা হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সা'য়াদ ইবন আবী সূরাহ-এর বিরুদ্ধে এক রিপোর্ট দিলেন। এ রিপোর্ট পেয়ে খলীফা হযরত 'উসমান (রা.) সমগ্র দেশে এক ফরমান জারী করলেন যে, তা হলে তিনি যেন আগামী ৩৪ হিজরীর হজ্জ মৌসুমে মক্কা শরীফে হাযির হয়ে খলীফার নিকট নিজ নিজ অভিযোগ বলেন। ঐ সময় সকল প্রদেশের শাসনকর্তাগণ ও উপস্থিত থাকবেন। হজ্জ মৌসুমে হযরত 'উসমান (রা.) তাঁর শাসনকর্তাগণ সহ মক্কা শরীফে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কেহই কোন প্রকার অভিযোগ করলেন না বরং যারা বিপ্লবী ও বিদ্রোহী দলভুক্ত ছিল, তাদের নেতারাই ধরা পড়ল। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ও কতিপয় সাহাবা এ বিদ্রোহী ও বিপ্লবী নেতাগণকে হত্যা করার জন্য 'উসমান (রা.) কে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সরল হৃদয়, দয়ালু খলীফা হযরত 'উসমান (রা.) মুসলিম বিধায় তাদেরকে কতল করা পছন্দ করলেন না। বরং বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের অনুরোধে মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর (রা.) কে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন বলে ওয়াদা করলেন। বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করার জন্য রাজনীতি শাস্ত্রে দূরদর্শিনী হযরত আয়িশা (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ না করার ফলে খলীফা হযরত 'উসমান (রা.)কে এর অল্পকাল পরেই শোচনীয়ভাবে শহীদ[৩৭৫] হতে হয়েছিল।[৩৭৬]

---

৩৭১ এখানে أراد به خلعة الخلافة (قَمِيصًا) বা 'জামা' দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে 'খেলাফতের পোশাক বা পরিচ্ছদ' । দ্র. আবুল আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুর রহীম আল-মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশর'য়ি সুনানুত্ তিরমিযী*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ১০, হাদীস নং ৩৭০৫, পৃ. ১৩৭

৩৭২ يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব, ৭৭নং বাব, নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭০৫, পৃ. ২১২

৩৭৩ *হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩৭৪ প্রাগুক্ত।

৩৭৫ কিনানা ইব্ন বশীর হযরত 'উসমান (রা.) এর উপর তরবারি চালায়। হযরত 'উসমান (রা.) এর স্ত্রী নায়িলাহ আগে বেড়ে হাত দিয়ে তরবারির আঘাত রুখে দেয়ার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলীগুলো কেটে গিয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিনানাহ আবার আঘাত করে এবং সেই আঘাতেই হযরত 'উসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তখন তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। রক্তের ফোটা কুরআনের যে আয়াতের উপর পড়েছিল

চতুর্থ খলীফার যুগে আয়িশা (রা.)

তৃতীয় খলীফা হযরত ‘উসমানের শাহাদাত বরণের ছয়/সাত দিন পরে মদীনার প্রবীণ সাহাবাগণ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) এর অক্লান্ত চেষ্টায় হযরত ‘আলী হিজরী ৩৫ সনের যিলহজ্জ মাসের ২৪ তারিখ মদীনায় খলীফা নির্বাচিত হলেন।[৩৭৭] এ সময় উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় ছিলেন। সাথে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে সারিফ[৩৭৮] নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর কাছে হযরত ‘উসমান হত্যার সংবাদ পৌঁছে। এ হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রেক্ষিতে উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) তৎকালীন রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের ইতিহাসে এক করুণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। আয়িশা (রা.) এবং নবী-জামাতা ‘আলী (রা.) এর মাঝে (৩৬/৬৫৫ সনে) মুনাফিক ও সাবায়ীদের[৩৭৯] প্ররোচনায় এক ভয়াবাহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় যা জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রির যুদ্ধ[৩৮০] নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক মুসলিম হতাহত হন। নিহতের সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইব্‌নুল আসীরসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক উভয় পক্ষ থেকে ১০ হাজার মুসলিম শহীদ হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধে মুসলিমগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। হযরত আয়িশা (রা.) এবং হযরত ‘আলী (রা.) উভয়-ই এর জন্য চরম অনুতপ্ত হন। যুদ্ধ শেষে হযরত আয়িশা (রা.) বল্‌লেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি আজকের এ দিনটির আরো বিশ বছর আগে মারা যেতাম, তাহলে কতই না ভাল হতো আর এ কথা শুনে হযরত ‘আলী (রা.)ও ঠিক একই মন্তব্য করেছিলেন।[৩৮১]

তা ছিল- فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং- ১৩৭। এ দুঃখ জনক ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৩৫ সনের ১৮ ই যিলহাজ্জ তারিখে। তিন দিন পর্যন্ত হযরত ‘উসমান (রা.) এর লাশ এভাবে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাকীম ইব্‌ন হিযাম এবং যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম হযরত ‘আলী (রা.) এর কাছে যান। হযরত ‘আলী (রা.) লাশ দাফনের অনুমতি দেন। রাতে ’ইশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে জানাযা বের করা হয়। জানাযার সাথে যুবায়র, হাসান, আবু জাহাম ইব্‌ন হুযায়ফা (রা.) ও মারওয়ান প্রমুখ ছিলেন। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৭-৪২৮

৩৭৬ *হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩৭৭ হিজরীর ৩৫ সনের ২৪/২৫ যুলহাজ্জা মুতাবিক ২৩ জুন ৬৫৬ খৃ. তারিখে, মদীনা শরীফে হযরত ‘আলী (রা.) এর হাতে সাধারণ বায়‘আত অনুষ্ঠিত হয়। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৯; *হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩৭৮ *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৪

৩৭৯ ‘উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবা নামে এক ইয়াহুদী মুসলিম হয়। ইয়াহুদীদের নিয়ম হলো, শত্রু হিসেবে যদি ক্ষতি না করতে পারে তা হলে রূপ পাল্টে বন্ধু সেজে সর্বনাশ করে। এ ইয়াহুদীর সন্তান ইব্‌ন সাবা আলী (রা.) এর খলীফা হওয়ার পক্ষে প্রচারণা শরু করে। সে বলে, আলী (রা.) খিলাফতের প্রকৃত হকদার। রাসূলুল্লাহ (স.) এ ব্যাপারে অসীয়ত ও করে গিয়েছেন। জনগণের মাঝে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচারে সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কূফা, বসরা, মিসর, তথা প্রত্যেক বড় বড় সৈন্য ছাউনিতেই সে কিছু বিপ্লবপন্থী লোক তৈরী করে। ইতিহাসে ইহা সাবায়ী আন্দোলন(ফিরকা-ই-সাবাইয়া বা মুসলিম নামধারী ইয়াহুদীদের একটি দল) নামে পরিচিত। উষ্ট্রীর যুদ্ধের জন্য এ সাবায়ীদের প্ররোচনা অনেকাংশে দায়ী। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৫; *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬

৩৮০ ‘আয়িশা (রা.) উটের পিঠে হাওদার ভিতর থেকে এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বলে একে জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। ‘আয়িশা (রা.) এর উদ্দেশ্য ছিল ‘উসমান (রা.) এর প্রকৃত হত্যাকারীদের শাস্তিদান এবং বিরাজমান বিশৃঙ্খলার একটি সুষ্ঠু আপোষ-মীমাংসা করা। দ্র. আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার, *আল-খুলাফা আর-রাশিদূন*(বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ৩৮০-৪০৫; ইব্‌নুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাজারাতুয যাহাব*(বৈরূত: আল-মাকতাব আত-তিজারী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৪৩

৩৮১ আবুল হাসান আলী ইবন আবুল কারম ‘ইযযুদ্দীন ইব্‌নুল আসীর, তাহকীক: উমার আব্দুস সালাম তাদমিরী, *আল-কামিল ফিত তারীখ*(বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ ১৪১৭/১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ২৫৫-২৫৬

ইব্ন সা'য়াদ বলেন, যুদ্ধের পর হযরত আয়িশা (রা.) আফসোস করে বলতেন: হায় যদি আমি বৃক্ষ হতাম, হায় যদি আমি পাথর হতাম, হায় যদি আমি কিছুই না হতাম।[৩৮২]

যুদ্ধের পর হযরত আয়িশা (রা.) জানতে চাইলেন, উভয় দলের কে কে নিহত হয়েছে? যখন তাকে বলা হতো 'অমুক নিহত হয়েছে' তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা করুন। হযরত 'আলী (রা.)ও নিহতদের সম্পর্কে বলতেন, আমি অবশ্যই আশা করি এ লোকদের মধ্যে যার অন্তর আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল, তারা সকলেই জান্নাতে যাবে।[৩৮৩]

ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনান্তে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল মূলত একটি আকস্মিক ঘটনা। কতিপয় দুস্কৃতিকারী ও ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক ব্যতিত উভয় পক্ষের সকলেই ছিলেন নিরপরাধ। সংঘাত ও সংঘর্ষের উদ্দেশ্য যেমনি হযরত আয়িশা (রা.) এর ছিল না, তেমনি হযরত 'আলী (রা.) এর ও ছিল না। এ ঘটনার পর আয়িশা (রা.) তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো মদীনায় অতিবাহিত করেন।[৩৮৪]

আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর যুগে হযরত আয়িশা (রা.)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'আলী (রা.) তাঁর খিলাফতের চতুর্থ[৩৮৫] বৎসরেই এক সাবাইয়া কর্তৃক শহীদ হন।[৩৮৬] এরপর খিলাফত নিয়ে হযরত ইমাম হাসান ও আমীর মু'আবিয়ার মধ্যে এক বিবাদের সূচনা হয়। শান্তি প্রিয় হযরত ইমাম হাসান (রা.) আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর সাথে সন্ধি[৩৮৭] করে মুসলিম জগজকে এ উপস্থিত বিপদ হতে নিস্কৃতি দিলেন। এ সন্ধির ফলে আমীর মু'আবিয়া মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে ৩০ বৎসর যাবত রাজত্ব করেন। ইমাম হাসানের সাথে আমীর মু'আবিয়ার এ সন্ধির প্রতি হযরত আয়িশা (রা.) এর আস্থা ছিল না; বরং তাঁর সততার প্রতি তিনি সন্দিগ্ধা ছিলেন। এ কারণে হযরত আয়িশা (রা.) এর সাথে আমীর মু'আবিয়ার সম্প্রীতি ছিল না।[৩৮৮]

---

৩৮২ كانت تكثر ان تقول لان اكون قعدت فى منزلى عن سيرى الى البصرة احب الى ان يكون لى عشرة من الولد كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام – و تقول ايضا : ياليتنى كنت شجرة اسبح و اقضى ما على ليتنى مت قبل يوم الجمل بعشرين سنة و كانت كلما قرأت قوله تعالى : وقرن فى بيوتكن تبكى حتى تبل خمارها দ্র. *আস্-সাইয়্যেদাহ আয়িশা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৩৮৩ *আল-কামিল ফিত তারীখ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৪

৩৮৪ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭

৩৮৫ হযরত 'আলী (রা.) পৌনে পাঁচ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৬৩ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৯

৩৮৬ ১৬ ই রমজান শুক্রবার হযরত 'আলী (রা.) আপন অভ্যাস অনুযায়ী মানুষকে নামাযের জন্য আহবান জানাতে জানাতে মসজিদে প্রবেশ করেন তখন ইব্নু মুলজাম তড়িৎবেগে এগিয়ে এসে তাঁর কপালের উপর তরবারি দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। তিনি আহত অবস্থায় আগত মুসল্লিদের খুনিকে পাকড়াও করতে নির্দেশ দেন। মুসল্লিগণ ইব্নু মুলজামকে বন্দী অবস্থায় 'আলী (রা.) এর সামনে হাযির করেন। তিনি নিদের্শ দেন, যদি আমি এই আঘাতের কারণে মৃত্যু বরণ করি, তাহলে তোমরা ওকেও হত্যা করবে। আর যদি আমি সুস্থ হয়ে উঠি তাহলে আমি যা সঙ্গত মনে করি তাই করব। এরপর তিনি বনূ মুত্তালিবকে ওসীয়ত করেন। তিনি বলেন, আমার হত্যাকে মুসলিমগণের রক্তারক্তির ওসীলায় পরিণত কর না। শুধু এ লোকটিকে কিয়াস স্বরূপ হত্যা করবে, যে আমার হত্যাকারী। এরপর তিনি নিজ পুত্র হাসান (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন, হে হাসান, যদি আমি এ আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তুমি তারই তরবারি দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করবে যাতে সে মারা যায়। কখনো 'মুসলা' (নিহতের অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন) করো না। এই অবস্থায় তিনি শুক্রবার দিন জীবিত থেকে ১৭ ই রমযান শনিবার ইন্তিকাল করেন। দ্র. *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৮

৩৮৭ এ সন্ধির শর্ত ছিল দু'টি। প্রথমত: আমীর মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের পর হযরত ইমাম হাসান কিংবা তাঁর অবর্তমানে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত ইমাম হোসাইন কিংবা তাঁর অবর্তমানে তাঁদের আওলাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয়ত: হযরত ইমাম হাসান ও তাঁর বংশধরগণ ইসলামের ধর্মগুরু থাকবেন। কিন্তু যতদিন আমীর মুয়াবিয়া জীবিত থাকবেন, রাজ্য শাসনভার ততদিন তাঁর হাতেই থাকবে। দ্র. *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা* (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩৮৮ *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা* (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

 Dhaka University Institutional Repository

খলীফা আমীর মু'আবিয়া (রা.) মাঝে মাঝে মদীনায় আসতেন। হিজরী ৪২ সালে শাওয়াল মাসে মদীনায় অবস্থানকালে আমীর মু'আবিয়া (রা.) উম্মুল মু'মিনীনের সাথে দেখা করেন। তিনি আমীর মু'আবিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, মু'আবিয়া! তোমার কি আমার ঘরে একা আসতে ভয় হয় নি? তোমাকে হত্যা করার জন্য কাউকে এখানে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব নয়।' আমীর উত্তরে বললেন, আম্মা এ যে দারুল আমান (শান্তি-নিকেতন)! উম্মুল মু'মিনীন এরূপ কখনও করতে পারেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর পবিত্র ঘর 'দারুল আমান' পুনরায় তিনি আরজ করলেন, উম্মুল মু'মিনীন! আমি কি আপনার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করেছি? এরশাদ হল: না ঠিকই, কিন্তু বনি হাশিমের প্রতি তোমার ব্যবহার বড়ই আপত্তিজনক হয়েছে। উত্তরে আমীর মু'আবিয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে বললেন: উম্মুল মু'মিনীন! আমার ও বনি হাশিমের বিষয় ছেড়ে দিন। আল্লাহ তা'আলার নিকট এর দোষ-গুণের বিচার হবে।[৩৮৯]

বিশিষ্ট সাহাবী হাজর ইব্ন আদ (রা.) হযরত আলীর সাহায্যকারী ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি কূফা নগরীতে উলুব্বি খান্দানের সর্দার ছিলেন। শাসনকর্তা যিয়াদ কতিপয় লোকের সাক্ষ্য নিয়ে তাকে ও তাঁর অনুচর দিগকে গ্রেপ্তার করে দামেশ্কে পাঠালেন। হাজর ইয়ামেন দেশীয় কুনদাহ্ বংশজাত ছিলেন। কূফা সে সময় আরব-আভিজাত্যের কেন্দ্র ছিল। এ শহরে কুন্দাহ্ বংশীয় লোকজনও ছিল। কিন্তু তারা কেউই হাজর (রা.) এর মুক্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নি। যা হোক, সে সময় সাহাবীগণের মধ্যে হাজর (রা.) এর খুব সম্মান ছিল। সর্দারগণ তাঁর মুক্তির জন্য সুপারিশ করে পত্র পাঠালেন, কিন্তু আমীর মু'আবিয়া (রা.) কিছুতেই শুনলেন না। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হযরত হাজর (রা.) এর গ্রেপ্তারের কথা শোনামাত্র একজন দুতকে আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর নিকট পাঠিয়ে হযরত হাজর (রা.) এর উপর অত্যাচার না করার জন্য অনুরোধ করলেন। দুঃখের বিষয়, দুত পৌঁছাবার আগেই হযরত হাজর (রা.) কে হত্যা করা হয়েছিল।[৩৯০]

হযরত হাজর (রা.) এর হত্যার পর হিজরী ৪৪ সনে আমীর মু'আবিয়া (রা.) যখন মদীনাতে উম্মুল মু'মিনীনের খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন সর্বাগ্রে উম্মুল মু'মিনীন আমীর মু'আবিয়া (রা.) কে বলেছিলেন: মু'আবিয়া! হযরত হাজর (রা.) সম্বন্ধে তোমার ধৈর্য কোথায় ছিল? তুমি কি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করলে না? উত্তরে আমীর মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমার বিন্দুমাত্রও দোষ নেই। সাক্ষীদের উপর নির্ভর করে তাকে হত্যার আদেশ দিয়েছি। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আমীর মু'আবিয়া (রা.) বলেছিলেন, 'উম্মুল মু'মিনীন! কোন উপযুক্ত পরামর্শদাতা তখন উপস্থিত ছিলেন না।'

তাবি'ঈ মাসরুক রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়িশা (রা.) বলতেন, আল্লাহর কসম, যদি মু'আবিয়া এটা জানত যে, কূফা নগরীতে একজনও স্বাধীন-চেতা বীর পুরুষ জীবিত আছেন, তাহলে সে কখনও এরূপ লোমহর্ষক কার্য করত না। এ রক্তপিপাসু হিন্দার[৩৯১] পুত্র ভাল করে বুঝেছিল যে, কূফাতে এখন আর প্রকৃত সত্যবাদী ও বীর পুরুষ কেউই নেই।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি আয়িশা (রা.) এর নিকট একটি পত্র লিখে আরয করলেন, আপনি আমাকে উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিখুন, বেশি লম্বা করবেন না। তিনি লিখলেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! পর সমাচার, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি

---

৩৮৯ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: أَمَا خِفْتَ أَنْ أُقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقْتُلَكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِي وَأَنَا فِي بَيْتِ أَمَانٍ.... দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, অধ্যায় হাদীসু যয়নাব বিন্ত জাহাশ যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮০৭

৩৯০ فَقَالَتْ: يَا مُعَاوِيَةُ، أين كَانَ حلمك عن حجر! فَقَالَ لها: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، لم يحضرني رشيد দ্র. *তারিখুত্ তাবারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫৭

৩৯১ আমীর মু'আবিয়ার মা হিন্দ, যিনি জঙ্গে ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (রা.) এর চাচা হামযার মৃতদেহের অবমাননা করেন। এমন কি তাঁর নাক কান কেটে তা দিয়ে হার তৈরি করে তা তার গলায় পরেছিল এবং তাঁর কলিজাকে চিবিয়েছিলেন। এইজন্য মু'আবিয়াকে কলিজা-খাওয়ার বেটা বলে অভিহিত করা হত। দ্র. মাওলানা মাকসুদুর মাহফুজী, রহমান *হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা.*(ঢাকা: ছালেহিয়া লাইব্রেরী, প্রকাশকাল ১৪০৬/২০০০), পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ঠ হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের উপর সোর্পদ করে দেন 'ওয়াসসালামু আলাইকা'।[৩৯২]
উম্মুল মু'মিনীনের এ উপদেশবাণীকে আমীর মু'আবিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বলা যায়।

এন্তেকাল

হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফতকালের শেষ পর্যায়ে হযরত আয়িশা (রা.) হিজরী ৫৮ সনের ১৭ রমজান মুতাবিক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৬ বছর বয়সে রাতে বিরত নামাযের পর মদীনায় এন্তেকাল করেন।[৩৯৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন মদীনার গভর্ণর। তিনি জানাযার সালাত পড়ান। জান্নাতুল বাকি নামক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৩৯৪]

৩। হযরত হাফসা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আট (৮) বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর তীরোধানের পর ৩৪ বছর যাবত জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি যেমনি সব সময় ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন, তেমনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পরও আরও বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে পরেন। তিনি এত বেশি রোযা পালনকারিণী ছিলেন যে, রোযা অবস্থায়ই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[৩৯৫]

দ্বিতীয় খলীফার যুগে হযরত হাফসা (রা.)

রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর হযরত হাফসা (রা.) বিভিন্ন সময়ে জনগণের পক্ষে বিভিন্ন দাবী নিয়ে খলীফাদের সাথে বিশেষত তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) এর সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলীফাও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।
প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত ভাতার উপর নির্ভর করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। কিন্তু তাতে তাঁর সংসার ভালভাবে চলত না। পিতা হযরত 'উমার (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরও এ অবস্থায়ই চলতে থাকতে দেখে হযরত 'উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী একত্র হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু তারা সকলেই এ বিষয়ে খলীফার সাথে কথা বলতে সমীহ করেন। পরিশেষে তারা হযরত হাফসা (রা.) সাথে দেখা করে খলীফার সাথে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। হযরত হাফসা (রা.) বিষয়টি খলীফার সমীপে পেশ করলেন। কিন্তু খলীফা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাদাসিদা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের কথা তাকে মনে করিয়ে বুঝিয়ে বিদায় দিলেন।[৩৯৬]

---

৩৯২ مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল জুহদি আন রাসূলিল্লাহি (স.), ৪৯ নং বাব, নামবিহীন, হাদীস নং ২৫২৭

৩৯৩ عَنْ سَالِمِ سَبَلَانَ قَالَ: مَاتَتْ عَائِشَةُ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَأَمَرَتْ أَنَّ تُدْفَنَ مِنْ لَيْلَتِهَا فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَحَضَرُوا فَلَمْ نَرَ لَيْلَةً أَكْثَرَ نَاسًا مِنْهَا نَزَلَ أهل الْعَوَالِي فَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ. দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬১; توفيت سنة ثمان و خمسين ليلة سبع عشرة من شهر رمضان بعد الوتر الموافق يونيو عام 678 م দ্র. *সীরাতু সায়্যিদা আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন* (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩৯৪ صَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى عَائِشَةَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَدُفِنَتْ بَعْدَ الإِيتَارِ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬১

৩৯৫ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا مَاتَتْ حَفْصَةُ حَتَّى مَا تُفْطِرُ. দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৮

৩৯৬ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উমার (রা.) এর খেলাফত কালে কিছু সম্পদ হযরত 'উমার (রা.) কাছে আসে। তাঁর কন্যা হযরত হাফসা (রা.) এ কথা জানতে পেরে হযরত 'উমার (রা.) এর কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করছেন। এ সম্পদে আপনার নিকট আত্মীয়দের অধিকার আছে। তখন খলীফা বললেন, আমার সম্পদে আমার নিকট আত্মীয়দের অধিকার আছে। এ সম্পদ তো মুসলিগণের মালে ফাই।[৩৯৭] হে মেয়ে! তুমি তোমার পিতাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছো। দাঁড়াও, আমার কাছ থেকে চলে যাও। তখন হাফসা (রা.) তাঁর চাদরের আচল টানতে টানতে চলে গেলেন।[৩৯৮]

একবার হযরত হাফসা (রা.) তাঁর পিতা খলীফা 'উমার (রা.) কে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যের মান বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানালেন এভাবে: আল্লাহ তা'আলা তো এখন মুসলিমগণের রিজিক আগের চেয়ে অনেকগুণে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আগের চেয়ে তাদেরকে আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দান করেছেন। হযরত 'উমার (রা.) একথা শুনে তাঁর মেয়েকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের কঠিন দুরাবস্থার কথা তাঁর সামনে তুলে ধরলেন এবং দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে খুব কাঁদলেন।[৩৯৯]

'আব্দুর রাজ্জাক ইব্ন জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন যে, খলীফা হযরত 'উমার (রা.) কোন এক রাত্রে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। তখন এক মহিলাকে নিম্নোক্ত বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন:

وأرَّقني أن لا حبيبَ ألاعبُهْ * تطاول هذا الليلُ واسودَّ جانبهْ

فلولا حِذارُ الله لا شيءَ مثلُه * لزُعزع من هذا السرير جوانبُهْ

(এ রাতটি সুদীর্ঘ হয়েছে, চারদিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। আমি জেগে আছি একা, নাই কোন প্রিয়জন যার সাথে খেল-তামাশা করা যায়। যদি সে আল্লাহর ভয় না থাকত যিনি অতুলনীয়, তবে অবশ্যই এ শয্যার চতুর্দিক আন্দোলিত হত।)

অতঃপর মহিলার কাছে গিয়ে খলীফা হযরত 'উমার (রা.) জানতে চাইলেন, তার কী হয়েছে? মহিলা বললো, অনেক দিন যাবত আমার স্বামী আমার থেকে দূরে আছে। তাকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি আমার মধ্যে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এরপর হযরত 'উমার (রা.) তাঁর মেয়ে হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে এসেছি। তুমি আমাকে সাহায্য কর। মেয়েরা স্বামী থেকে দূরে থাকলে কতদিন পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তীব্র হয়? হাফসা (রা.) লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলেন। তখন 'উমার (রা.) বললেন, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। তারপর হযরত হাফসা (রা.) তাঁর হাতের ইশারায় বললেন, তিন মাস অথবা চার মাস। তখন 'উমার (রা.) চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, কোন সৈনিককে যেন চার মাসের অধিক সময় ছুটি বিহীন আটকে রাখা না হয়।[৪০০]

আল-বায়হাকী 'মালেক' এর সূত্রে, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন দীনার' থেকে, তিনি ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কোন এক রাতে হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) প্রজাদের অবস্থান দেখার জন্য বের হয়ে এক মহিলাকে উপরোক্ত বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন। তারপর তিনি হযরত হাফসা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, (كم أكثَرَ ما تصبر المرأة عن زوجها؟) একজন স্ত্রী সর্বাধিক কতদিন স্বামী ছাড়া

---

[৩৯৭] الفئ هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج و الجزية اما الماخوذ بقتال فيسمى غنيمة অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে শত্রু পক্ষ কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। যেমন: জিযিয়া ও খারাজ। তবে যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদকে গনীমাত বলা হয়। দ্র. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান, আল-মুজাদ্দিদী, আল-বরকতী, *কাওয়া'ইদিল ফিক্হ*(দেওবন্দ: আশরাফী বুকডিপু, অক্টোবর ১৯৯১), পৃ. ৪১৭

[৩৯৮] وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال: جيء إلى عمر رضي الله عنه بمال، فبلغ ذلك حفصة إبنة عمر رضي الله عنهما، فجاءت فقالت: يا حقُّ أقربائك من هذا المال، قد أوصى الله عزّ وجلّ بالأقربين، فقال لها: يا بنيَّة حقُّ أقربائي في مالي، فأما هذا ففيء المسلمين، غَشَشْتِ أباك، قومي، فقامت تجرُّ ذَيلَها. كذا في منتخب الكنز দ্র. *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, অনুচ্ছেদ: ما وقع بين عمر وابنته حفصة في شأن مال المسلمين, পৃ. ২৩৮

[৩৯৯] *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, অনুচ্ছেদ: زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغبة بعض الصحابة بزيادة رزق عمر ورفضه ذلك, পৃ. ২৭১

[৪০০] *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, অনুচ্ছেদ: الخروج لثلاثة أربعينات في سبيل الله قصة إمرأة وما قضى عمر في الخروج في سبيل الله, পৃ. ৪৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে? হযরত হাফসা (রা.) জবাব দিলেন, ছয় অথবা চার মাস। হযরত ‘উমার (রা.) বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি দিন কোন সৈনিককে আটকে রাখবো না।[৪০১] তাই দেখা যায়, হযরত হাফসা (রা.) এর পরামর্শে সেনাবহিনীতে প্রত্যেক সৈনিককে চার বা ছয় মাস পর পর ছুটি প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

তৃতীয় খলীফার যুগে হযরত হাফসা (রা.)

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) আল-কুরআনের যে লিখিত কপি সংকলন করান, তাঁর এন্তেকালের পর তা হযরত ‘উসমান (রা.) এর কাছে ছিল। তারপর তা হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে রাখা হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কপিটি তাঁর কাছেই সংরক্ষিত ছিল।[৪০২]

চতুর্থ খলীফার যুগে হযরত হাফসা (রা.)

হযরত আলী ও হযরত মু‘আবিয়া (রা.) এর মধ্যে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধের পর যখন ‘দুমাতুল জান্দালে’ ফয়সালার জন্য লোকজন একত্রিত হলেন, তখন হযরত হাফসা (রা.) এর ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) এ সমাবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য ঘর থেকে বের না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, এতে অংশগ্রহণে আমার কোন লাভ নেই। তাঁর এ কথা শুনে বোন হযরত হাফসা (রা.) তাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, তোমার কোন লাভ নেই ঠিক, তবুও তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ জনগণ তোমার মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। আর আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমার এ অনুপস্থিতি তাদের মধ্যে ইখতিলাফ সৃষ্টি করতে পারে। তখন তিনি দূরে থাকার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়ে সেখানে গেলেন।[৪০৩] এভাবে উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসা (রা.) তৎকালীন সৃষ্ট মতবিরোধ দূর করার জন্য জোরালো ভূমিকা পালন করতেন এবং সব ধরনের মতপার্থক্য অপছন্দ করতেন।

এন্তেকাল

উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসার মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে- হযরত হাফসা (রা.) আমীর মু‘আবিয়া (রা.) এর খিলাফত কালে- ৪৫ হিজরীর শা‘বান মাসে মদীনায় এন্তেকাল করেন।[৪০৪] মদীনার গভর্নর মারওয়ান তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান এবং কফিনের সাথে বাকি গোরস্থান পর্যন্ত যান, দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।[৪০৫] হযরত হাফসা (রা.) এর ভাই ‘আব্দুল্লাহ এবং তাঁর ছেলেরা-আসেম, সালেম, ‘আব্দুল্লাহ ও হামযা কবরে লাশ রাখেন। এভাবে তিনি জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত হন।[৪০৬]

---

৪০১ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, অনুচ্ছেদ: الخروج لثلاثة أربعينات في سبيل الله قصة إمرأة وما قضى عمر في الخروج في سبيل الله, পৃ. ৪৭৫

৪০২ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন, বাব জাময়িল কুরআন, হাদীস নং ৪৯৮৬

৪০৩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، فَقَالَتْ: الحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাব গোযওয়াতিল খন্দক ওয়াহিয়াল আহযাব, হাদীস নং ৪১০৮

৪০৪ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فِي خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّينَ سَنَةً দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৯

৪০৫ وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ. وَتَبِعَهَا مَرْوَانُ إِلَى الْبَقِيعِ وَجَلَسَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ دَفْنِهَا দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

৪০৬ نَزَلَ فِي قَبْرِ حَفْصَةَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَاصِمٌ ابْنَا عُمَرَ وَسَالِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَحَمْزَةُ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৪। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্যে সাতটি বছর থাকার সুযোগ লাভে ধৈন্য হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পরও তিনি প্রায় ৫০ বা ৫১ বছর জীবিত ছিলেন।

খিলাফাতুর রাশেদা ও তৎপরবর্তী যুগে উম্মু সালামা (রা.)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা.) ২৩ হিজরীতে 'আমীরুল হাজ্জ' হিসেবে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে 'আযওয়াজুম মুতাহ্হারাত'কেও সফরসঙ্গী করেন। হযরত উসমান ও হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) এর উপর তাদের নিরাপত্তা ও দেখাশুনার সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করেন। তারা দুইজন 'আযওয়াজুম মুতাহ্হারাত' এর বাহনের আগে-পিছে থাকতেন। কাউকে তাদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। যখন কোথাও যাত্রাবিরতি করতেন, কাউকে তাদের তাবুর কাছে আসতে দিতেন না।[৪০৭] এ হজ্জ যাত্রায় অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে হযরত উম্মু সালামা (রা.)ও ছিলেন।

খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়্যা খান্দানের শাসক ও তাদের উগ্র সমর্থকরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর জামাতা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নানা রকম অশালীন মন্তব্য করতো। অনেকে তাকে গালি দিত। উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা.) সে সময় জীবিত। তিনি তাদেরকে ঘৃণা করতেন। অনেক সময় প্রতিবাদও করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ আল-জাদালী (রা.) বলেন, একদিন আমি হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি রাসূলুল্লাহ (স.) কে গালি দেয়া হয়? আমি বল্লাম, মা'আজাল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি)। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিয়েছে সে যেন আমাকে গালি দিয়েছে।[৪০৮]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) এবং যারা তাকে ভালবাসে তাদেরকে কি গালি দেয়া হয়া না? অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ভালবাসতেন।[৪০৯]

হযরত হুসাইন (রা.) এর সাহাদাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.) যে সময় ইয়াযীদের বাহিনীর সাথে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে চলছেন, ঠিক সে সময় হযরত উম্মু সালামা (রা.) স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এসেছেন। তিনি ভীষণ অস্থির। তাঁর মাথা ও দাঁড়ি মুবারক ধূলিমলিন। উম্মু সালামা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন; হুসাইনের শাহাদাত স্থল থেকে ফিরে এসেছি। অতঃপর তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। এ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, ইরাকীরা হুসাইনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করুন! হুসাইনকে তারা অপমান করেছে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক।[৪১০]

এন্তেকাল

হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর পরলোকগমনের সন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক ইব্ন সা'য়াদ ও ওয়াকিদী (রহ.) এর মতে, হযরত উম্মু সালামা (রা.) হিজরীর উনষাট (৫৯) সনে এন্তেকাল করেন এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। জান্নাতুল বাকিতে

---

৪০৭ لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ بَعَثَ تِلْكَ السَّنَةَ عَلَى الْحَجِّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَحَجَّ بِالنَّاسِ وَحَجَّ مَعَ عُمَرَ أَيْضًا آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ. وَأَذِنَ عُمَرُ تِلْكَ السَّنَةَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ فَحُمِلْنَ فِي الْهَوَادِجِ وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ দ্র. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, বাব যিকরু তাওলিয়াতি আব্দির রহমান আশ-শুরা ওয়ার হাজ্জ, পৃ. ৯৯

৪০৮ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫,পৃ. ২৩১

৪০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৪১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

তাকে সমাহিত করা হয়। তখন তাঁর বয়স হয়ে ছিল ৮৪ বছর।[৪১১] আবূ খায়সামার মতে, তিনি ষাট (৬০) হিজরীর শেষের দিকে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার শাসনামলে এন্তেকাল করেন।[৪১২] ইব্ন হিব্বানের মতে, তিনি একষট্টি (৬১) হিজরীর শেষের দিকে কারবালার ঘটনার পরে এন্তেকাল করেন।[৪১৩] কেউ কেউ বলেন, তিনিই উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সর্বশেষে এন্তেকাল করেন।[৪১৪] তবে যে মতটি বেশি গ্রহণযোগ্য ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তা হলো, হযরত উম্মু সালামা (রা.) তেষট্টি (৬৩) হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন।[৪১৫]

৫। হযরত যয়নাব (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হিসেবে তাঁর পবিত্র সোহবাতে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র ছয় বা আট বছর। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তিনি নয় বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত যয়নাব (রা.) একজন দক্ষ হস্তশিল্পী ছিলেন। তিনি নিজহাতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চামড়া দাবাগাত করে পাকা করতেন এবং তার থেকে যে আয় হতো তা সবই অভাবী মানুষদের দান করতেন।[৪১৬]

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এ দানের স্বভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজের কাফনের ব্যবস্থা নিজেই করে যান।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে প্রায় সকলেই হজ্জ আদায় করেন, কিন্তু হযরত সাওদা (রা.) ও হযরত যয়নাব (রা.) আর হজ্জ পালন করেন নি। তারা দুইজন আর কখনও ঘর থেকে সফরের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হন নি।[৪১৭] আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর নির্দেশকে তারা দুইজন এভাবে বুঝে ছিলেন।

এন্তেকাল

হযরত যয়নাব (রা.) হিজরী ২০ বা ২১ সনে 'উমার (রা.) এর খিলাফত কালে ৫৩ বছরে মদীনায় এন্তেকাল করেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিয়ের সময় হযরত যয়নাব (রা.) এর বয়স ছিল ৩৫ বছর। তবে অন্য বর্ণনায় আছে তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর।[৪১৮] রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্য স্ত্রীগণ তাকে গোসল করান।[৪১৯] হযরত যয়নাব (রা.) এন্তেকালের পূর্বেই নিজের কাফনের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে রেখেছিলেন। তবে তিনি আপনজনদের অসীয়াত করে যান, আমার

---

৪১১ قال الواقديّ: ماتت في شوال سنة تسع وخمسين، وصلّى عليها أبو هريرة، ولها أربع وثمانون سنة দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৬

৪১২ قال أحمد بن أبي خيثمة توفيت في ولاية يزيد بن معاوية দ্র. *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৫৬

৪১৩ وقال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها الخبر بقتل الحسين بن علي দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৪

৪১৪ وَكَانَتْ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ. দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৭

৪১৫ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ দ্র. *সহীহ্ মুসলিম*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সা'আতি, বাবুল খাসাফি বিজ্‌জায়শিল লাজি ইয়াউম্মুল বায়তা, হাদীস নং ২৮৮২; ২৮৮৩; ২৮৮৪

৪১৬ وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدِ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ وَتَصَدَّقُ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৫

৪১৭ وَكَانَ كُلُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْجُجْنَ إِلا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ. قَالَتَا: لا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *আত-তাবাকতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৪

৪১৮ قال الواقديّ: تزوّجها النبيّ- صلّى اللَّه عليه وسلّم وهي بنت خمس وثلاثين سنة، وماتت سنة عشرين، وهي بنت خمسين، ونقل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت ثلاثا وخمسين. দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৩; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৮

৪১৯ وَغَسَّلَهَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৬

 Dhaka University Institutional Repository

এন্তেকালের পর হযরত 'উমার (রা.) যদি কাফনের ব্যবস্থা করেন, তবে এতদুভয়ের মধ্যে একটি দান করে দিবে।[৪২০] হযরত 'উমার (রা.) তাঁর কাফনের জন্য কাপড় পাঠান এবং তাই তাঁর কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর তিনি যে কাপড় রেখে ছিলেন তাঁর বোন হাফসা (রা.) তা গরীবদের দান করে দেন।[৪২১] হযরত 'উমার (রা.) তাঁর জানাযার সালাত পড়ান এবং উসামা ইব্ন যায়দ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ, মুহাম্মাদ ইব্ন তালহা (রা.) প্রমূখ তাকে কবরে নামান। তাকে জান্নাতুল কাবী'তে সমাহিত করা হয়।[৪২২]
হযরত যয়নাব (রা.) এর এন্তেকালে হযরত আয়িশা (রা.) খুব বেশি শোকার্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি বিষণ্ণ চিত্তে বলে ফেললেন: ইয়াতীম-মিসকীন ও বিধবাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে, তিনি (যয়নাব) প্রশংসিত ও অতুলনীয় অবস্থায় পরপারে চলে গেলেন।[৪২৩]

৬। উম্মু হাবীবা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে চার বছরের দাম্পত্য জীবন লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এন্তেকালের পর জীবিত ছিলেন ৩৩ বা ৩১ বছর। এ সময় তিনি ঈমান, আমল ও ইলম চর্চায় মশগুল ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য দিমাশক সফরে গিয়ে ছিলেন। বলা হয় যে, সেখানে তিনি এন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। তবে ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, এটা ভিত্তিহীন কথা, তাঁর কবর মদীনায়।[৪২৪]
এন্তেকালের পূর্বে তিনি হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) কে ডেকে আনেন এবং তাদের দুইজনকে বলেন, সাধারণত সতীনদের মাঝে যেমন সম্পর্ক থাকে, আমার ও আপনাদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক ছিল। আপনারা যেহেতু তেমনটি চেয়ে ছিলেন, তাই আমিও তা পছন্দ করেছিলাম। আমি আপনাদের কাছে আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ চাই। আমার জন্য দু'আ করুন। হযরত আয়িশা (রা.) তখন তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও খুশি করুন।[৪২৫]

এন্তেকাল

হযরত উম্মু হাবিবা (রা.) এর মৃত্যু সন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে; তবে ঐতিহাসিকগণের অধিকাংশের নিকট যে মতটি অধিক বিশুদ্ধ তা হলো: তিনি ৭৪ বছর বয়সে ৪৪ বা ৪২ হিজরীতে খলীফা আমীর মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের শাসনামলে মদীনায় এন্তেকাল করেন।[৪২৬] তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান

---

৪২০ قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حِيْنَ حَضَرَتْهَا الوَفَاةُ: إِنِّي قَدْ أَعْدَدْتُ كَفَنِي فَإِنْ بَعَثَ لِي عُمَرُ بِكَفَنٍ فَتَصَدَّقُوا بِأَحَدِهِمَا وَإِنِ اسْتَطَعْتُم إِذْ أَدْلَيْتُمُوْنِي أَنْ تصدقوا بحقوتي فافعلوا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৫; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯০

৪২১ إِنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَفَنِي، وَلَعَلَّ عُمَرَ سَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِكَفَنٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَتَصَدَّقُوا بِأَحَدِ الْكَفَنَيْنِ. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ، أَرْسَلَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ يُخَيِّرُهَا ثَوْبًا ثَوْبًا، فَكُفِّنَتْ فِيهَا. فَتَصَدَّقَتْ أُخْتُهَا حُمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ بِالْكَفَنِ الَّذِي كَانَتْ أَعَدَّتْ দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৫

৪২২ فماتت، وصلى عليها عمر بن الخطاب، ودخل قبرها أسامة بن زيد، ومحمد بن عبد الله بن جحش، وعبد الله بن أحمد بن جحش قيل: هي أول امرأة صنع لها النعش. ودفنت بالبقيع দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৬

৪২৩ لقد ذهبت حميدة فقيدة مفزعا للارامل و اليتامى দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৫

৪২৪ وَقَدِمَتْ دِمَشْقَ زَائِرَةً أَخَاهَا. وَيُقَالُ: قَبْرُهَا بِدِمَشْقَ وَهَذَا لاَ شَيْءَ بَلْ قَبْرُهَا بِالمَدِيْنَةِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৭

৪২৫ سررتنى سرك الله تعالى দ্র. প্রাগুক্ত।

৪২৬ وَتُوُفِّيَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ فِي خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ দ্র. আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

মারওয়ান। তাঁর ভাই ও বোনের ছেলেরা তাকে কবরে সমাহিত করেন।[৪২৭] এন্তেকালের পূর্বে তিনি হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) কে ডেকে এনে বলেন: আমার জন্য দু'আ করুন। হযরত আয়িশা তখন তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে খুশি করুন।[৪২৮]

৭। রাসূলুল্লাহ (স.) এরপর জুওয়াইরীয়া (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে স্ত্রী হিসেবে মাত্র ছয় বছর দাম্পত্য জীবন লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তিনি প্রায় ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের শিক্ষার আলোকে ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে মগ্ন থাকতেন। তবে তিনি আত্মমর্যাদা ও স্বীয় অধিকারের প্রতি সদা যত্নবান ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন'-এর প্রত্যেকের জন্য সরকারীভাবে যখন ভাতার প্রবর্তন করেন তখন সকলের জন্য বারো হাজার করে নির্ধারণ করলেন; কিন্তু কোন কোন উম্মুল মু'মিনীন-এর জন্য এর অর্ধেক তথা ছয় হাজার করে নির্ধারণ করেন। তাদের মধ্যে হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.)ও ছিলেন। তিনি যখন এ ভাতা গ্রহণ করতে আসলেন, তখন এ পার্থক্যের কারণ হিসেবে হিজরতের কথা বলা হল। তিনি তখন হযরত সাফীয়্যা (রা.) কে সাথে নিয়ে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বললেন, এ ভাতা হিজরতের কারণে নয় বরং রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীর পদমর্যাদার কারণে। আর স্ত্রী হিসেবে তারা সকলেই সমান। তাঁর এ যৌক্তিক প্রতিবাদের কারণে তাদের জন্যও বারো হাজার করে পূনরায় নির্ধারণ করা হয়।[৪২৯]
এ ঘটনা ছাড়া তাঁর রাসূলুল্লাহ (স.) বিহীন জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ইবাদতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণের কথা অনেক হাদীসে বার বার এসেছে। তাই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি এ দীর্ঘকাল একান্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত ছিলেন। সাধারণত তিনি বিশেষ কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস আমল করা ও শিক্ষার জন্য কেউ আসলে তাকে হাদীস শিক্ষাদানই ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রধান কাজ।

এন্তেকাল

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ৫০ (পঞ্চাশ) হিজরীতে রবীউল আওয়াল মাসে মদীনায় এন্তেকাল করেন। এ মতটি সঠিক বলে মনে হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ (পয়ষট্টি) বছর। সে সময়ের মদীনার গভর্নর মারওয়ান তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাকে জান্নাতুল বাকি'তে সমাহিত করা হয়।[৪৩০]

৮। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) এর দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র চার বছর। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তিনি জীবিত ছিলেন প্রায় ৪০ বছর। এ সুদীর্ঘ সময় তিনি সাধ্যানুসারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের হুবহু আমলকরণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাদীসের প্রচার-প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিজেকে ব্যাস্ত রেখে ছিলেন।
তিনি তাঁর অধিকার ও পদমর্যাদার প্রতিও যতেষ্ঠ সচেতন ছিলেন। যেমন: দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন'-এর প্রত্যেকের জন্য সরকারীভাবে যখন ভাতার প্রবর্তন

---

৪২৭ দ্র. وصلى عَلَى أم حبيبة مروان. ونزل فِي قبرها بعض بني أختها: هند بنت أبي سفيان، وأبو بكر بن سعيد بن الأخنس *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২০

৪২৮ দ্র. سررتنى سرك الله تعالى প্রাগুক্ত।

৪২৯ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, অনুচ্ছেদ: قسم عمر الفاروق رضي الله عنه وتفضيله على السابقة والنسب صنيعه رضي الله عنه في ذلك وذكر الرواتب التي فرضها على السابقة والنسب, পৃ. ২১৬

৪৩০ দ্র. قَالَتْ: وَتُوُفِّيَتْ جُوَيْرِيَةُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২০; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

করেন, তখন সকলের জন্য বারো হাজার করে নির্ধারণ করলেন, কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে দুই জনের জন্য ছয় হাজার করে নির্ধারণ করেন। তাদের মধ্যে হযরত সাফীয়্যা (রা.) হলেন একজন। তিনি যখন এ ভাতা গ্রহণ করতে আসেন; তখন এ বৈষম্যের ব্যাপারে তিনি জোরালো আপত্তি উত্থাপন করলেন। তিনি এ পার্থক্যের কারণ জানতে চাইলেন। হযরত উমার (রা.) এর পক্ষথেকে বলা হল তাদের দুইজনের জীবন এক পর্যায়ে দাসত্ব থাকার কারণে তিনি এমন করেন। কিন্তু তিনি হযরত উমার (রা.) এর এরূপ আচারণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হিসেবে তারা সকলেই সমান। শেষ পর্যন্ত হযরত উমার (রা.) তাঁর যুক্তিপূর্ণ সমতার দাবী মেনে নিতে বাধ্য হলেন এবং তাদের দুজনের জন্যও বারো হাজার করে পূনরায় নির্ধারণ করলেন।[৪৩১]

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা.) এর শাসনামলের শেষের দিকে হিজরী ৩৫ সনে বিদ্রোহীরা হযরত 'উসমান (রা.) কে মদীনায় তাঁর গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। সে সময় হযরত সাফীয়্যা (রা.) খলীফার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহীরা যখন খলীফার গৃহে বাইরের সকল সরবারহ ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, তাঁর গৃহের চতুর্দিকে পাহারা বসায়, তখন একদিন হযরত সাফীয়্যা (রা.) তাঁর দাসকে সঙ্গে নিয়ে খচ্চরের উপর চরে খলীফার গৃহের দিকে যেতে থাকেন। পথিমধ্যে তিনি আশতার নাখঈর চোখে পড়ে যান। আশতার তাঁর চলার পথে বাঁধা দিয়ে খচ্চরটিকে মারতে আরম্ভ করে। এ পরিস্থিতিতে হযরত সাফীয়্যা (রা.) বললেন, আমার লাঞ্ছিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাকে ফিরে যেতে দাও। তুমি গাধা ছেড়ে দাও। এভাবে ফিরে এসে তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে খলীফার গৃহের সাথে যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর গৃহ থেকে খাবার ও পানি খলীফার বাসগৃহে পৌঁছে দিতেন।[৪৩২]

হযরত সাফীয়্যা (রা.)ও অন্যান্য 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। লোকজন প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি তাদের সব প্রশ্ন ধৈর্যের সাথে শুনতেন ও কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে উত্তর দিতেন। তারা তাঁর জবাবে অত্যন্ত খুশি হতেন। যেমন: সুহায়রা বিন্ত জায়ফার বলেন, আমরা একবার মদীনায় এসে হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন দেখতে পেলাম অনেক ইরাকী মহিলারা তাঁর কাছে বসে আছেন। তারা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। একপর্যায়ে তারা প্রশ্ন করলেন, 'নবীযুল জার'[৪৩৩] এর হুকুম সম্পর্কে। প্রশ্নটি শুনে হযরত সাফীয়্যা (রা.) বললেন, হে ইরাকবাসীরা! তোমরা এ প্রশ্নটি প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর। রাসূলুল্লাহ (স.) 'নবীযুল জার' হারাম করেছেন।[৪৩৪]

এন্তেকাল

হযরত সাফীয়্যা (রা.) ৫০ হিজরির রমযান মাসে ৬০ (ষাট) বছর বয়সে মদীনায় এন্তেকাল করেন। হযরত সা'ঈদ ইব্‌নুল আস (রা.) অথবা হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। হযরত মু'আবিয়া (রা.) তখন হজ্জ আদায় করে মদীনায় অবস্থান করছিলেন।[৪৩৫] তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।[৪৩৬]

---

৪৩১ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, অনুচ্ছেদ: قسم عمر الفاروق رضي الله عنه وتفضيله على السابقة والنسب صنيعه رضي الله عنه في ذلك وذكر الرواتب التي فرضها على السابقة والنسب, পৃ. ২১৬

৪৩২ كُنْتُ أَقُوْدُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ، عَنْ عُثْمَانَ فَلَقِيَهَا الأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجْهَ بَغْلَتِهَا حَتَّى مَالَتْ فَقَالَتْ: ذَرُوْنِي لاَ يَفْضَحْنِي هَذَا ثُمَّ وَضَعَتْ خَشَباً مِنْ مَنْزِلِهَا إِلَى مَنْزِلِ عُثْمَانَ تَنْقُلُ عَلَيْهِ المَاءَ وَالطَّعَامَ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৮৮

৪৩৩ খেজুর থেকে উৎপন্ন এক প্রকার ইরাকী মদ (Wine of dates)। নাবীয অর্থ খেজুর ভেজানো পানি। আর জার অর্থ কলসী বা এক প্রকার পাত্র। দ্র. লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩১

৪৩৪ ثُمَّ سَأَلْنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. فَقَالَتْ: أَكْثَرْتُنَّ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু সাফীয়্যা বিন্‌ত উম্মুল মু'মিনীন (রা.), হাদীস নং ২৬৮৬৫

৪৩৫ وتوفيت صفية بنت حيي فِي سنة خمسين، وصلى عليها سعيد بن العاص.ويقال معاوية حين حج দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৪

৪৩৬ وَقَبْرُهَا بِالبَقِيْعِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮

 Dhaka University Institutional Repository

৯। মায়মূনা (রা.) এর জীবনপ্রবাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে মাত্র চার বছরের দাম্পত্য জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পরও প্রায় ৫০ বছর কাল জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এরপর তাঁর জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীতে বেশি মশগুল থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের আমল ও তা'লীম দানই ছিল তাঁর প্রদান কাজ।

হযরত মায়মূনা (রা.)ও অন্যান্য 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি নিজে যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহকে কঠোরভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন, ঠিক তেমনই অন্যদেরও সে তা'লীম দিতেন। যেমন: কোন একসময় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর খালা হযরত মায়মূনা (রা.) এর সাথে দেখা করতে আসেন। তখন তাঁর মাথার চুল এলোমেলো দেখে খালা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ছেলে! তোমার এ অবস্থা কেন? জবাবে ইব্ন আব্বাস বলেন, উম্মু আম্মার (তাঁর স্ত্রী) আমার মাথা পরিপাটি করে দিতেন। তার বর্তমানে মাসিক চলছে। হযরত মায়মূনা (রা.) বললেন, হে ছেলে! তার হাতের কোন জাগায় মাসিক হয়েছে? যখন আমরা মাসিক অবস্থায় থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সে অবস্থায় মাদুর উঠিয়ে আমরা মসজিদে রেখে আসতাম। হে ছেলে! হাতে কি কিছু লেগে থাকে?[৪৩৭]

এন্তেকাল

হযরত মায়মূনা (রা.) এর মৃত্যুসন নিয়ে যথেষ্ঠ মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় হিজরী ৫১, ৬১, ৬৩ ও ৬৬ সনের কথা এসেছে। তাবে ইব্ন হাজার (রহ.) সহ অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ হিজরী ৫১ সানের মতটি সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৩৮] হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। হযরত আতা (রা.) বলেন, আমরা তাঁর সাথে হযরত মায়মূনা (রা.) এর জানাযায় হাজির হই। যখন জানাযা কাঁধে উঠানো হয়। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, এ হলো রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রী। সুতরাং বেশি ঝাঁকি দিবে না। আদবের সাথে আস্তে আস্তে নিয়ে চলো।[৪৩৯] কারণ, তিনি তোমাদের মা। কবরের কাছে কফিন পৌঁছলে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) 'আব্দুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ, 'আব্দুল্লাহ ইব্নুল খাওলানী ও ইয়াযীদ ইব্নুল আসম তাঁর লাশ কবরে নামান।[৪৪০]

একদিন যে 'সারাফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হিসেবে তাঁর সাথে প্রথম মিলিত হন, তার প্রায় ৪৪ বছর পর সেখানেই এন্তেকাল করেন। যে স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বাসর করেন, ঠিক সেখানেই সমাহিত হন।[৪৪১]

---

৪৩৭ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ حَائِضٌ، قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا، أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي حِجْرِهَا وَتَقُومُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مُصَلَّاهُ، وقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: خُمْرَتَهُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৩৪

৪৩৮ تُوُفِّيَتْ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭১

৪৩৯ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا، وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু কাসরাতিন নিছা, হাদীস নং ৫০৬৭

৪৪০ وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا عَبْدُ اللَّه ابن عَبَّاسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالد بن الوليد، وعبد الله ابن شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَعَبْدُ اللَّه بْنُ الْخَوْلانِيِّ يَتِيمٌ كَان فِي حِجْرِهَا দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৭; *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪০

৪৪১ تزوجها بسرف، وبنى بها في قبة لها، وماتت بسرف، ودُفنت بموضع قبتها، وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শামাইল ও ফাদাইল

যারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘরোয়া জীবনের একান্ত সংঙ্গী হিসেবে তাকে খুব কাছ থেকে অবলোকন করেছেন, তাঁর পারিবারিক জীবনের আদর্শের কথা মানুষের কাছে তিলে তিলে পৌঁছে দিয়েছেন, তারা হলেন-'আযওয়াজুম মুতাহ্হারাহ' বা পবিত্র সহধর্মিণীগণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তাদেরকে 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' বা 'বিশ্বাসীদের মাতা' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জিবরাঈল আমীন মাহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বহু হাদীসের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন। 'উসওয়াতুল হাসানাহ্' এর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে তারা উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল নমুনায় পরিণত হয়েছেলেন। জ্ঞান সাধনা, সালাত, সাওম, দান, সাদাকাহ্, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, আচার-ব্যবাহার, লেন-দেন, শিক্ষ-দীক্ষায় এককথায় ইসলাম ও ঈমানের প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিটি পরীক্ষায় তারা শতভাগ সফলতা অর্জন করার কারণে পরবর্তীদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসারণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। চারিত্রিক গুণাবীর অনুপম সৌন্দর্যে, মার্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে মাপকঠিতে বিশ্বের নারী জাতির ইতিহাসে তাদের দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। তারাই মুসলিম নারীদের প্রেরণার উৎস, অনুকরণের একমাত্র মডেল বা আদর্শ। কুরআন, সুন্নাহ্ ও সঠিক ইতিহাসের আলোকে নিম্নে তাদের শামাইল তথা মহৎগুণাবলী এবং ফাদাইল বা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে:

১। হযরত খাদীজা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে, নবুওয়াত লাভের প্রথম প্রহরে রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছেই আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। ইসলাম প্রচারে তাঁর প্রেরণা, জীবন যাত্রায় তাঁর উৎসাহ, কর্মপ্রবাহে তাঁর সার্বিক সহযোগিতা, বিপদে-আপদে সহানুভূতি প্রদানে তিনি ছিলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে অতুলনীয়া। রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুখে, সাহাবীগণের ভাষায় ও সীরাত বিশারদগণের দৃষ্টিতে তাঁর ফদীলত, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুণাবলী নিম্নরূপ:

- ◈ যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার (রহ.) বলেন, জাহিলী যুগেই হযরত খাদীজা (রা.) এর লকব ছিল 'আত-তাহিরা'। বয়স ও বুদ্ধি হওয়ার পর পূতঃপবিত্র চরিত্রের জন্য তিনি এ লকব পান।[৪৪২] হযরত খাদীজা (রা.) জাহিলীয়াতের কুসংস্কার ও অশ্লীল সংস্কৃতির সয়লাবের মধ্যে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন বয়সেও জাহিলী যুগের সব ধরনের পূঁজা ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতেন।
- ◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন ওহী সংশ্লিষ্ট সব ঘটনা জানিয়ে তাকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কা বোধ করছি। হযরত খাদীজা (রা.) তখন বললেন, আল্লাহর কসম, কখনো না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো অপমাণিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।[৪৪৩]
বিবাহের পূর্ব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, চারিত্রিক মাধুর্যতা ও পাদ্রীর ভবিষ্যৎ বাণী ইত্যাদি বিষয়ে দাস মায়সারার মাধ্যমে শুনে ও বিবাহ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দেখে ওহি নাযিলের আগে থেকে আশাবাদী ছিলেন যে মুহাম্মাদ (স.) নবী হবেন। তাই তিনি নবুওয়াত লাভের বিষয়টি খুব সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর এ

(রা.), টীকা নং ১, হাদীস নং ২৬৭৯৫; وَمَاتَتْ بِسَرِفَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাবু উমরাতিল কাযা, হাদীস নং ৪২৫৮

৪৪২ قَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ: كَانَتْ خَدِيْجَةُ تُدْعَى فِي الجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةَ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৯

৪৪৩ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: (لقد خشيت على نفسي). فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদয়িল অহী, বাবু কাইফা কানা বাদউল অহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ০৩

Dhaka University Institutional Repository

কথা ও তৎপরবর্তী ঘটনার মাধ্যমে সহজেই বুঝা যায় যে, হযরত খাদীজা (রা.)ই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম।

◈ উরওয়া (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'হযরত খাদীজা (রা.) উম্মাতু মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্ব প্রথম মুসলিম।'[৪৪৪]
ইসলাম গ্রহণ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। হযরত খাদীজা (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বংশধর, আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে বহু লোক ইসলামের প্রতি ঝুকে পড়েন এবং কালক্রমে ইসলাম কবুল করেন।

◈ ইমাম আয-যুহরী বর্ণনা করেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে সালাত আদায় করতেন।[৪৪৫]

◈ আফীফ আল-কিন্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমি আমার স্ত্রীর জন্য কাপড়-চোপড় ও সুগন্ধি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিলাম। তখন আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিবের বাসায় মেহমান হলাম। খুব সকালে কা'বা শরীফের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। হঠাৎ দেখি একজন যুবক আগমন করলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কা'বা মুখী হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর একজন মহিলা ও একটি শিশু এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে রুকু সিজদার মাধ্যমে সালাত আদায় করেন।[৪৪৬] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত খাদীজা (রা.) সর্ব প্রথম মুসল্লিও ছিলেন।

◈ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (স.) এই তো খাদীজা আপনার জন্য পাত্রে পানীয়, তরকারী ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসছে। আপনী তাঁর রব ও আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি একটি বাড়ীর সুসংবাদ দেবেন। যেখানে কোন শোরগোল ও অবসাদ বা ক্লান্তি থাকবে না।[৪৪৭]
আলোচ্য হাদীস থেকে হযরত খাদীজা (রা.) এর তিনটি বিশেষ ফদীলত জানা যায়। তা হলো:

✹ প্রথম ফদীলত: হযরত খাদীজা (রা.) ঘরের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে পালন করতেন। মক্কার একজন অভিজাত ধনী বয়স্কা মহিলা হয়েও তিনি নিজ হাতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পানাহার সামগ্রী ঘরে তৈরি করতেন। আবার সেগুলো তিনি নিজেই গারে হেরা পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। তখন মক্কা নগরীর লোকালয় থেকে হেরা গুহা আড়াই বা তিন মাইল দূরত্বে ছিল।[৪৪৮] হেরার উচ্চতা এতো বেশি যে বেশ শক্তিশালী মানুষের জন্যও সেখানে আরোহন করা সহজ নয়। নিঃসন্দেহে হযরত খাদীজা (রা.) এর এ খেদমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর কাছে বিশেষ ফদীলত হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

✹ দ্বিতীয় ফদীলত: রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাধ্যমে তাকে আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার সালাম, আর সেই সাথে তাঁর মহান মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাঈল আমীনের সালাম ফেরেস্তা নিজে জমিনে এসে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

---

৪৪৪ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ خَدِيجَةُ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩-১৪

৪৪৫ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَدِيجَةُ يُصَلِّيَانِ سِرًّا مَا شَاءَ اللَّهُ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪

৪৪৬ عَنْ عَفِيفٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: جِئْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى مَكَّةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَبْتَاعَ لأَهْلِي مِنْ ثِيَابِهَا وَعِطْرِهَا. فَنَزَلْتُ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪

৪৪৭ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, বাব তাজভীজুন নাবী (স.) খাদীজাতা ওয়া ফাদলুহা (রা.), হাদীস নং ৩৬০৫ ; ৩৬০৯

৪৪৮ *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

✷ তৃতীয় ফদীলত: জান্নাতে তাঁর জন্য মোতি নির্মিত ঘরের সুসংবাদ, যেখানে কোন প্রকার কোলাহল হবে না, কোন প্রকার ক্লেশ ও কষ্ট থাকবে না।

◈ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, সে যুগের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান। আর এ যুগের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম খাদীজা বিন্‌ত খুয়াইলিদ।[৪৪৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতগণের সব মহিলাদের মধ্যে হযরত মারইয়াম উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর এ মুহাম্মাদ (স.) এর উম্মতের সব মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স.) এর উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত, অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল উম্মত হতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তাই হযরত খাদীজা (রা.) হযরত মারইয়াম বিন্‌ত 'ইমরানের তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হবেন।[৪৫০]

◈ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি খাদীজা (রা.) কে দেখি নি। তারপরও তাকে যে পরিমান ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্য কোন স্ত্রীকে সে পরিমান ঈর্ষা করতাম না। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) খুব বেশি বেশি তাকে স্মরণ করতেন। তিনি যখনই কোন ছাগল জবেহ করতেন, তাঁর কিছু অংশ কেটে খাদীজা (রা.) এর বান্ধবীদের বাড়ীতে পাঠাতেন। আমি যদি বলতাম, দুনিয়াতে যেন খাদীজা ছাড়া আর কোন নারী নেই। তিনি বলতেন: খাদীজা এমনই ছিল, খাদীজা এমনই ছিল, এমনই ছিল। তাঁর থেকেই আমি সন্তান লাভ করেছি।[৪৫১]

◈ হযরত খাদীজা (রা.) এর বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ একদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দেখা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। (দুই বোনের গলার স্বর একই রকম হওয়ায়) রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী খাদীজার কথা মনে পড়ে গেলেন, তিনি হঠাৎ চমকে ওঠেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ তা'আলা! এতো দেখছি হালা। হযরত আয়িশা বলেন, এতে আমার খুব ঈর্ষা হল। এরপর আমি বল্‌লাম, কুরায়শ বুড়িদের এক লাল গালের বুড়ি, যে কত আগে চলে গেছেন, তাঁর কথা আবার স্মরণ করেন। আল্লাহ তো তাঁর চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।[৪৫২]

এসব হাদীস দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত খাদীজা (রা.)কে কত বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর এন্তেকালের অনেক পরও রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারতেন না। আজীবন তাঁর অপরিসীম অবদান ও স্মৃতির কথা স্মরণ করতেন। তাঁর জন্য দূ'আ করতেন ও দান-সদকা করতেন।

◈ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ (স.), মারইয়াম (مَرْيَمُ) এবং আসিয়া (آسِيَةُ) জান্নাতের অধিবাসী মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৪৫৩]

---

৪৪৯ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين , হাদীস নং ৩৪৩২; ৩৮১৫; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, বাব ফাদায়িলি খাদীজা উম্মুল মু'মিনীন, হাদীস নং ২৪৩০

৪৫০ *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৩

৪৫১ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, বাব তাজভীজুন নাবী (স.) খাদীজাতা ওয়া ফাদলুহা (রা.), হাদীস নং ৩৮১৮

৪৫২ قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, বাব তাজভীজুন নাবী (স.) খাদীজাতা ওয়া ফাদলুহা (রা.), হাদীস নং ৩৮২১

৪৫৩ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ، وَآسِيَةُ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

◈ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে আরো বর্ণনা করেন: জান্নাতের অধিবাসী নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ, মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান ও আসিয়া বিন্‌ত মুযাহিম ফির'আউনের স্ত্রী সর্বোত্তম।[৪৫৪]

◈ ইমাম আজ-জাহাবী বিভিন্ন হাদীসের আলোকে হযরত খাদীজা (স.) এর গুণাবলী সম্পর্কে খুব চমৎকার কথা বলেন: তাঁর ফদীলত অনেক বেশি। তিনি তাঁর সমসাময়িক বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতমা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি, ধর্মপরায়ণ, অতি সম্মানিত, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারি এক ভদ্রমহিলা। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং অন্য বিবিগণের উপর তাঁর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতি সব চেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের মধ্যে শুধু তিনিই একাধিক সন্তানের জননী। তাঁর এন্তেকালে রাসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের ধন-সম্পদ সব রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য ব্যয় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাধ্যমে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরির একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করেছেন।[৪৫৫]

তিনি যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় এন্তেকাল করেছেন, সেহেতু তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ হয় নি। তাঁর সম্পর্কীত হাদীসগুলো সাধারণত হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। কারণ তখন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরি হয় নি।

২। হযরত সাওদা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে হযরত সাওদা (রা.) বহু গুণাবলী ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (স.), সাহাবী, তাবি'ঈ ও তৎপরবর্তী মনিষীদের ভাষায় তাঁর শামাইল ও ফাদাইল তুলে ধরা হলো:

◈ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন মোটা, লম্বা ও ভারী দেহের অধিকারিনী। এ কারণে তিনি বিদায় হজ্জের সময় মানুষের ভীড়ের আগে মুযদালিফা থেকে মীনায় চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে অনুমতি দিয়ে ছিলেন।[৪৫৬]

◈ ইমাম আয-যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত, সুন্দরী ও স্থূলকায় মহিলা।[৪৫৭]

◈ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতেন, আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তা করেন নি। এক রাতে 'ইশার সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন

---

৪৫৪ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), হাদীস নং ২৬৬৮

৪৫৫ وَهِيَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ. كَانَتْ عَاقِلَةً جَلِيْلَةً دَيِّنَةً مَصُوْنَةً كَرِيْمَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُثْنِي عَلَيْهَا وَيُفَضِّلُهَا عَلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ.... দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৮-৪০৯

৪৫৬ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু ইসতিহ্‌বাবু তাকদীমি দাফ'য়ীদ দু'ফাতা মিনান নিছাঈ...استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء হাদীস নং ২৯৩; যাওজাতুন নাবীয়্যি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪৫৭ كَانَتْ سَيِّدَةً جَلِيْلَةً نَبِيْلَةً ضَخْمَةً দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৭

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ দেহের অধিকারিণী। তাই ফেরার পথে উমার (রা.) তাকে চিনে ফেলেন এবং ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। (বিষয়টি হযরত সাওদা ও উমার (রা.) কেহই পছন্দ করেন নি বরং) পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি ওকথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।[৪৫৮]

◈ রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।[৪৫৯] হযরত সাওদা (রা.) এ নির্দেশের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকেন। তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যেও আর কোন সময় ঘর থেকে বের হন নি। তিনি বলতেন, আমি হজ্জ ও উমরা দু'টোই পালন করেছি। এখন ঘরে বসে ইবাদত করব, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬০]

◈ বিখ্যাত তাবি'ঈ ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) বলেন, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলেন: আমি গত রাতে আপনার পিছনে সালাত আদায় করেছি। আপনার সাথে রুকু করেছি। আপনি এত দীর্ঘ সময় রুকুতে অবস্থান করেছিলেন যে, আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু হয়েছে বলে আমার আশঙ্কা হয়েছিল। তাই আমি দীর্ঘক্ষণ নাক চেপে ধরে ছিলাম। তাঁর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (স.) হেসে দিলেন।[৪৬১]

◈ একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর পাশে তাঁর স্ত্রীগণ বসা ছিলেন। এমন সময় তাদের একজন প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমাদের মধ্যে সর্ব প্রথম কার মৃত্যু হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا) তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশি লম্বা। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর যখন সাওদা (রা.) এন্তেকাল করলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, হাত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ দানশীলতা। দান করা ছিল তাঁর প্রিয় কাজ।[৪৬২]

◈ তাঁর দানশীলতা প্রসঙ্গে ইব্ন সীরীন বর্ণনা করেন, একদা হযরত 'উমার (রা.) হযরত সাওদা (রা.) এর কাছে একটি থলি পাঠান। সাওদা (রা.) বাহককে প্রশ্ন করলেন, থলিতে কী? বাহক বলল: দিরহাম। সাওদা (রা.) তখন বললেন, থলিতে কি খেজুরের মত দিরহাম পাঠানো হয়! এর অল্প সময় পর তিনি সবগুলো দিরহাম মানুষকে দান করে দেন।[৪৬৩]

◈ সাওদা বিন্ত জাম'আ (রা.) যখন বার্ধক্যে পৌঁছেন, তখন তিনি তাঁর ভাগের রাতটি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা.)কে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সন্তুষ্টির জন্যই তিনি এ কাজ

---

৪৫৮ عن عائشة: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওযূ, বাব খুরুজুন নিছাই লিলবারাযি, হাদীস নং ১৪৬, পৃ. ২৬

৪৫৯ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফারদিল হজ্জ, হাদীস নং ১৭২২; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.), হাদীস নং ২৬৭৫১

৪৬০ أحججت واعتمرت فأنا أقر فى بيتى كما أمرنى الله عز وجل দ্র. *যাওজাতুন নাবীয়্যি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪৬১ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ سَوْدَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّيْتُ خَلْفَكَ البَارِحَةَ فَرَكَعْتَ بِي حَتَّى أَمْسَكْتُ بِأَنْفِي مَخَافَةَ أَنْ يَقْطُرَ الدَّمُ فَضَحِكَ وَكَانَتْ تُضْحِكُهُ الأَحْيَانَ بِالشَّيْءِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৯; *যাওজাতুন নাবীয়্যি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪৬২ فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, বাবু আইয়ুস সাদাকাতে আফদালু ওয়া সাদাকাতুল হাশীশেস সহীহে, হাদীস নং ১৪২০

৪৬৩ أن عمر بن الْخَطَّابِ بَعَثَ إِلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ بِغَرَارَةٍ من دراهم فقالت: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: دَرَاهِمُ. قَالَتْ: فِي الْغِرَارَةِ مغل التَّمْرِ. يَا جَارِيَةُ بَلِّغِينِي الْقِنْعَ. قَالَ: فَفَرَّقَتْهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৫

 Dhaka University Institutional Repository

করলেন। তখন থেকে রাসূলুল্লাহ (স.)ও সাওদার দিনটি হযরত আয়িশা (রা.) এর জন্য বণ্টন করতেন।[৪৬৪] এটি উদারতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

৩। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর নান্দনিক শারীরিক গঠন ও অনিন্দ্য লাবণ্যময় সুন্দর মুখশ্রী তাঁর স্বভাব-চরিত্রের সাথে সুসামঞ্জস্য ছিল। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (স.), সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাদের পরবর্তীদের মুখে হযরত আয়িশা (রা.) এর শামাইল ও ফাদইল:

◈ প্রখ্যাত তাবিঈ 'উরওয়া (রহ.) বলেন, একবার হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর সামনে সত্তর হাজার দিরহাম এক সাথে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে চাদরের কোনা ঝেড়ে ফেলেন।[৪৬৫]

◈ হযরত উম্মু দারদা (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠালে সবগুলো তিনি দান করে দেন। সে দিন তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় কিছুই ছিল না। দাসীকে বললেন, আগে কেন স্মরণ করিয়ে দাও নি।[৪৬৬]

◈ উম্মুল মু'মিনীন জীবনের শেষ বেলায় নিজের থাকার ঘরখানাও আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর নিকট বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন।[৪৬৭]
এগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আয়িশা (রা.) এর ন্যায় অধিক দানশীলতার দৃষ্টান্ত সত্যিই খুব বিরল। দান করা তাঁর শখ ও অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাঁর কাছে কোন ধরনের সম্পদ থাকলে তিনি তা দান না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না।

◈ বারীরা নামের এক দাসী এসে তাকে বলল, আমি নয় (৯) 'উকীয়াতের' বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তির চুক্তি করেছি। বছরে এক উকীয়াত করে দিব সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন। আয়িশা (রা.) বললেন, যদি তোমার মালিক রাজি হয় (এবং তুমিও পছন্দ কর) তা হলে আমি সব টাকা (উকীয়াত) দিয়ে তোমাকে (ক্রয় করে) মুক্ত করে দিব।[৪৬৮]

◈ তামীম বংশে একজন দাসী ছিল। সে নবী হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশের মেয়ে ছিল। এ কথা জানতে পেরে হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর আদেশে তাকে আযাদ করে দেন।[৪৬৯] তিনি কারো দুঃখ-কষ্ট দেখে স্থির থাকতে পারতেন না। দাস-দাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁর কানে পৌঁছা মাত্র তিনি তাকে মুক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতেন। তার বড় প্রমাণ তিনি জীবনে মোট ৬৭ জন দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন।[৪৭০]

◈ হিজরী ৪২ কিংবা ৪৩ সনে উম্মুল মু'মিনীন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোগ দিন দিন বাড়তে ছিল। রোগের উপশম না দেখে তাঁর কয়েক জন আত্মীয়-স্বজন ধারণা করলেন যে, বোধ হয় উম্মুল মু'মিনীনকে কেউ যাদু করেছে। তাদের কথা শুনে উম্মুল মু'মিনীন তাঁর দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে যাদু করেছ? সে স্বীকার করল। কেন যাদু করেছ জানতে চাইলে সে বলল, আপনি

---

৪৬৪ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাদলিহা, বাবু হিবাতুল মার'আতি লি গাইরি যাওজিহা ওয়া 'ইতকিহা... হাদীস নং ২৪৫৩

৪৬৫ قَالَ: رَأَيْتُهَا تَصَدَّقُ بِسَبْعِينَ أَلْفًا وَإِنَّهَا لَتَرْفَعُ جَانِبَ دِرْعِهَا দ্র. *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৩

৪৬৬ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَائِشَةَ بِمَالٍ فِي غِرَارَتَيْنِ يَكُونُ مِائَةَ أَلْفٍ فَدَعَتْ بِطَبَقٍ দ্র. প্রাগুক্ত, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮

৪৬৭ *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৪৬৮ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল বুয়ূ' , বাবু ইযা ইশতারাতা শুরুতা ফিল বাই'য়ি লা তাহিল্লু, হাদীস নং ২১৬৮

৪৬৯ *হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৪৭০ وَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ سَبْعًا وَسِتِّينَ وَعَاشَتْ كَذَلِكَ، দ্র. আমীর ইসমাঈল, *সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম*(কায়রো: মুস্তফা আল-বাবিল হালাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৫), খ. 8, পৃ. ১৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আগে মারা গেলে আমি আগেই আযাদ হয়ে যাবো। এ কথা শুনে তিনি আদেশ করলেন, তাকে অন্য কোন লোকের নিকট বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে আর একটি গোলাম ক্রয় করে আযাদ করে দাও।[৪৭১]
উম্মুল মু'মিনীন ছাড়া অন্য কেউ হলে তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বরং অন্য গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে বললেন। কি দয়া ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত!

- ◈ প্রখ্যাত তাবি'ঈ মাসরূক (রহ.) বলেন, একদা আমি আয়িশা (রা.)কে বললাম, আপনি হাস্সান (রা.)কে এ ভাবে আসার অনুমতি দেন কেন? তিনি বলেন, সে এখন অন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি কি হতে পারে। তা ছাড়া সে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ হতে মক্কার মুশরিক কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কাব্যিক জবাব দিতেন।[৪৭২]

- ◈ ইফকের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তাঁর পবিত্রতার আয়াত তিলাওয়াত[৪৭৩] করলেন, তখন তাঁর মা তাকে বললেন, মা! ওঠো, রাসূলুল্লাহ (স.) এর শুকরিয়া আদায় কর। তখন তিনি বললেন, আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করবো, না আপনাদের দুজনের; বরং আমি তো সেই মহান প্রভূর শুকরিয়া আদায় করব। যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ বানোয়াট অপবাদ ও অভিযোগকে মিথ্যা ঘোষণা করেন নি।[৪৭৪]
এ থেকে বুঝায় যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন একধারে বিনয়ী ও স্বাধীন-চেতা ছিলেন।

- ◈ উম্মুল মু'মিনীনের জিহাদ করার এত প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহর নিকট যুদ্ধে যোগদান করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে এই বলে নিষেধ করেন যে, স্ত্রীলোকের হজ্জই হচ্ছে তাদের জিহাদ।[৪৭৫]

- ◈ তাঁর গুণ-গরিমা সম্পর্কে আহমাদ জামিল খান বলেন, Her simplicity and modesty continue to serve as a guiding light to all Muslim ladies there after. (তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র-ভদ্র এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী। তাঁর সরলতা ও ভদ্রতা সমগ্র মুসলিম মহিলাদের জন্য ছিল আলোক-বর্তিকা স্বরূপ।)[৪৭৬]

- ◈ হযরত আবূ সালামা হতে বর্ণিত, হযরত আয়িশা (রা,) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেনঃ হে আয়িশা! এই যে জিবরাঈল (আ.) তোমাকে সালাম বলছে। আয়িশা (জওয়াবে)

---

৪৭১ فَقَالَتِ: ائْتُونِي بِهَا فَأُتِيتْ بِهَا , فَقَالَتْ: سَحَرْتِينِي؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَتْ: لِمَهْ؟ , قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ , وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا , فَقَالَتْ: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا , انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ , وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا দ্র. আবুল হাসান আলী ইব্ন উমার ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহদী ইব্ন মাসউদ আদ-দারাকুতনী, তাহকীকঃ শুয়ায়িব আরনাউত, *সুনানুদ দারাকুতনী*(বৈরূতঃ মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ / ২০০৪), খ. ৫, কিতাবুল মুকাতিব, পৃ. ২৪৬

৪৭২ قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 11] فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ العَمَى؟ قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মারজাইন নাবিয়্যি (স.) মিনাল আহযাবি ওয়া মাখরাজুহু ইলা বনী কুরাইযা.., হাদীস নং ৪১৪৬

৪৭৩ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآيَاتِ দ্র. *আল-কুরআন*-২৪ : ১১- ২১

৪৭৪ قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগায়ী, বাবু হাদীসিল ইফক, হাদীস নং ৪১৪১; মুফতী মুহাম্মাদ শফী, অনু. মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরু মা'আরিফিল কুরআন*(মদীনা মুনাওয়ারাঃ খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩), পৃ. ৯৩২

৪৭৫ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الحَجُّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জিহাদে ওয়াস সায়র, বাবু জিহাদিন নিছা, হাদীস নং ২৮৭৫

৪৭৬ Ahmad Jamil Khan, Hundred Great Muslims(Lahore: Feroze son Ltd. 1994), p. 70

Dhaka University Institutional Repository

বললেন: তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। আয়িশা বলেন, আমি যা দেখতে পাই না, তিনি (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল) তা দেখতে পান।[৪৭৭]

◈ আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে লোকেরা তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠাবার জন্য আমি আয়িশা (ঘরে রাত্রি যাপনের) এর দিনের লক্ষ্য রাখত। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলেন হযরত আয়িশা, হাফসা, সাফীয়্যাও সাওদা (রা.)। আর অপর দলের ছিলেন হযরত উম্মু সালামা ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। উম্মু সালামা (রা.) এর দলের বিবিগণ উম্মু সালামা (রা.)কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আলাপ করুণ। তাকে বলুন, তিনি যেন সমস্ত মানুষকে বলে দেন যে, কেউ রাসূলুল্লাহ (স.)কে হাদীয়া দিতে চাইলে তিনি তাঁর যেই স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেন। অতঃপর উম্মু সালামা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, হে উম্মু সালামা! আয়িশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, একমাত্র আয়িশা (রা.) ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক কাপড়ে থাকা কালে আমার কাছে ওহি আসে নি। উম্মু সালামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করছি। অতঃপর বিবিগণ ফাতেমাকে ডেকে এনে এ ব্যাপারে তাকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পাঠালেন। সুতরাং ফাতেমা গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে স্নেহময়ী! আমি যা পছন্দ করি, তুমি কি তা পছন্দ কর না? ফাতেমা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তা হলে তুমি আয়িশাকে ভালবাস।[৪৭৮]

◈ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর (অর্থাৎ আয়িশার) আকৃতির একটি জিনিস সবুজ বর্ণের রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে এনে রাসূলুল্লাহ (স.)কে বললেন, ইনি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার বিবি হবেন।[৪৭৯]

◈ হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবীগণ যখনই কোন মাসআলায় সন্দেহ বা সমস্যায় পড়তাম, হযরত আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর কাছে উহার সঠিক উত্তর বা সমাধান পেয়ে যেতাম।[৪৮০]

◈ তাবিঈ মুসা ইব্‌ন তালহা (রহ.) বলেন: হযরত আয়িশা (রা.) অপেক্ষা সুন্দর ও নির্ভুল ভাষ্যের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।[৪৮১]

◈ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: পুরুষদের জন্য সাহায্যকারী আছে, নারীদের জন্যও সাহায্যকারী আছে। যুবায়র (রা.) হলেন পুরুষদের সাহায্যকারী আর আয়িশা (রা.) হলে মহিলাদের সাহায্যকারী।[৪৮২]

---

৪৭৭ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: يَا عَائِشَ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لاَ أَرَى দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাব ফাদাইলিস সাহাবাতি, বাব ফাদলু 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৭৬৮

৪৭৮ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ، فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.......... দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল হিবাতি ওয়া ফাদলিহা, বাব মান আহদা ইলা সাহিবিহি ওয়া তাহার্‌রা বাদা নিছায়িহি দুনা বাদ, হাদীস নং ২৫৮১

৪৭৯ أَنَّ جِبْرِيلَ، جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহি (স.), বাব মিন ফাদলি 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৮৮০

৪৮০ مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا দ্র.*সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহি (স.), বাবু মিন ফাদলি 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৮৮৩

৪৮১ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাাহি (স.), বাবু মিন ফাদলি 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৮৮৪

Dhaka University Institutional Repository

- ◈ প্রখ্যাত তাবি'ঈ আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহ.) বলেন: আয়িশা (রা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, অধিক জ্ঞানী এবং সাধারণ জনতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সঠিক মতামতের অধিকারিনী।[৪৮৩]

- ◈ প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ আবূ সালামা (রহ.) বলেন: আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আয়িশা (রা.) চেয়ে আর কাউকে বেশি জ্ঞানী দেখি নি।[৪৮৪]

- ◈ প্রসিদ্ধ তাবিঈ আবূ সালামা (রহ.) আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের জ্ঞান, প্রয়োজনে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তদান, আয়াতের শানে নুযূল এবং ফরয বিষয়সমূহে আমি আয়িশা (রা.) অপেক্ষায় অধিকতর জ্ঞানী ও সুচিন্তিত মতামতের অধিকারী আর কাউকে দেখি নি।[৪৮৫]

- ◈ 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র বলেন: আমি হালাল-হারাম, বিজ্ঞান, কাব্য ও চিকিৎসা বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।[৪৮৬]

- ◈ ইমাম আয-যাহবী (রহ.) হিশামের সনদে বর্ণনা করেন: কুরআনুল কারীম, ফরযসমূহ, হালাল-হারাম, ফিকহ্ কাব্য, চিকিৎসা, আরবের ইতিহাস ও নসব বিদ্যায় আমি আয়িশা (রা.) এর চেয়ে বড় জ্ঞানী কাউকে দেখি নি[৪৮৭]।

- ◈ তাবি'ঈদের ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন: আয়িশা (রা.) মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (রা.) এর অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন।[৪৮৮]

- ◈ বিশিষ্ট তাবি'ঈ মাসরূক (রহ.)কে একবার প্রশ্ন করা হলো আয়িশা (রা.) কি ফারাইয শাস্ত্র জানতেন? উত্তরে তিনি বলেন: সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি বড় বড় সাহাবীদের কে তাঁর নিকট ফারাইয বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি।[৪৮৯]

- ◈ ইমাম আয-যুহরী পুনরায় বলেন: যদি সকল মানুষের এবং সকল উম্মাহাতুল মু'মিনীনের বিদ্যা ও বুদ্ধি এক স্থানে একত্রিত করা হয়, তা হলেও হযরত আয়িশার (রা.) ইলম, জ্ঞান এবং গবেষণা প্রশস্ততর হবে।[৪৯০]

- ◈ অপর বর্ণনা মতে, তিনি বলেন: গোটা নারী জাতির জ্ঞান এবং আয়িশা (রা.) এর জ্ঞান যদি একত্র করা যেত তাহলে আয়িশা (রা.) এর ইলমই শ্রেষ্ঠ হতো।[৪৯১]

---

৪৮২ للرجال حوارى و للنساء حوارية فحوارى اللرجال الزبير و حوارية النساء عائشة দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন যাবালা, তাহকীক: ড. আকরাম মিয়া আল-উমরী, *মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াজিন নাবী*(মদীনা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১), পৃ. ৪২

৪৮৩ عن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم، وأحسن الناس رأيا في العامة দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫

৪৮৪ عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة رضي الله عنها দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৩

৪৮৫ ما رايت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا أفقه فى راى ان احتيج الى رايه ولا اعلم باية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة দ্র. *আল-মুসতাদরিক*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১

৪৮৬ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين দ্র. *আল-মুসতাদরিক আলাস সাহিহাইনি*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪৬১

৪৮৭ خبرنا هشام عن ابيه قال: ما رأيتاحدا من الناس اعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام، ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضى الله عنها দ্র. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

৪৮৮ يروى عن قبيصة بن ذؤيب قال كانت عائشة اعلم الناس يسألها اكابر الصحابة দ্র. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮

৪৮৯ مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض দ্র. *আল-ইসাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭

৪৯০ وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل দ্র. *আল-ইসাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত আয়িশা (রা.) এর জ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিখুঁত বাণী তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ: শরীয়তে অর্ধেক জ্ঞান ঐ রক্তাভ গৌরবর্ণা মহিয়ষীর নিকট হতে শিখে নাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে: তোমরা হুমায়রার গৃহ থেকে ধর্ম-তত্ত্বের এক-তৃতীয়াংশ শেখ।[৪৯২]

- একদিন আমীর মু'আবিয়া (রা.) এক ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? লোকটি বললো, হুজুর! আপনি। আমীর মু'আবিয়া (রা.) বললেন: না আমি কসম দিচ্ছি, আপনি নির্ভয়ে সত্য কথাটি বলুন। তখন লোকটি বললো, তা হলে আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)।[৪৯৩]

- মুগীরা ইব্ন যিয়াদ হযরত আতা ইব্ন আবূ রবাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, ফকীহ ও সুন্দর মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ছিলেন অন্যতমা।[৪৯৪]

- ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) সাধারণভাবে নারী জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশি জ্ঞানী।[৪৯৫]

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বনারী জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল তাঁর মাঝে। সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা, ইতিহাস, এবং বংশ তালিকার সূত্র পরম্পরা সম্পর্কেও তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। জাহিলী যুগের কবিদের সুদীর্ঘ কবিতা সমুহ তিনি কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ফাত্ওয়া তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ছিল তাঁর অগাধ বিচরণ। বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তিনি যে যুগপৎ অবদান রেখে গেছেন তা তাঁর জ্ঞান, প্রতিভা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে থাকবে চিরদিন।

৪। হযরত হাফসা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

- হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হযরত উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হাফসাকে তালাক দেন। তারপর আবার ফিরিয়ে নেন।[৪৯৬]

- ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, তালাক দেয়ার পর জিবরাঈল (আ.) এসে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলেন: হাফসা খুব বেশি রোযা পালনকারিণী এবং রাতে বেশি বেশি সালাত আদায়কারিণী। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন। জিবরাঈল (আ.) এর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (স.) আবার তাকে ফিরিয়ে নেন।[৪৯৭]

---

৪৯১ وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء، لكان علم عائشة أفضل দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫

৪৯২ خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء অন্য রেওয়ায়তে এসেছে خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء দ্র. *তুহফাতুল আহওয়াযী*, সরহু 'জামি'ইত তিরমিযী', প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৫৩, সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী বলেছেন, এ হাদীসের সনদ প্রমাণিত নয় এবং এটি মাওজু (জাল) হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। এ সত্ত্বেও অর্থগত দিক দিয়ে এটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। দ্র. *সীরাতু সাইয়্যেদা 'আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৪৯৩ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪১

৪৯৪ رَوَى مُغِيْرَةُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ وَأَعْلَمَهُمْ وَأَحسَنَ النَّاسِ رَأْياً فِي العَامَّةِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন, পৃ. ৪৬৬

৪৯৫ أَفْقَهُ نِسَاءِ الأُمَّةِ عَلَى الإِطْلاَقِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন, পৃ. ৪২৬

৪৯৬ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২,প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাবুন ফিল মুরাজা'আত, হাদীস নং ২২৮৩

৪৯৭ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيْقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا بِأَمْرِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ: "إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الجَنَّةِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

◈ তিনি সব ধরনের মতবিরোধ অপছন্দ করতেন। সিফফীন যুদ্ধের পর যখন 'দুমাতুল জান্দালে' শালিশ-ফয়সালার বিষয়টি এলো তখন তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) তা একটি ফিতনা-ফাসাদ মনে করে ঘর থেকে বের হতে চাইলেন না। কিন্তু হাফসা (রা.) তাকে বললেন, এতে অংশগ্রহণে তোমার কোন লাভ নেই, তবে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ, মানুষ তোমার মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। এমনও হতে পারে, তোমার এই দূরে থাকা তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে।[৪৯৮]

◈ হযরত হাফসা (রা.) এর দৃঢ়তা, কঠোরতা, সততা ও ন্যায়পরায়নতার প্রশংসা করে হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: হাফসা বাপের বেটি। তাঁর বাপ যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ়সংকল্প হাফসাও তেমন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হাফসাই আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন।[৪৯৯]

৫। হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.) অল্প বয়সে এন্তেকাল করেন। ইমাম আয-যাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিয়ের পর দুই বা তিন মাস তিনি জীবিত ছিলেন।[৫০০] সম্ভবত এ কারণেই সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।

◈ ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন: তিনি অন্নহীন বুভুক্ষু মানুষদের আহার করাতেন এবং তাদের দান-খয়রাত করতেন। এ কারণে তাকে 'দরিদ্রদের মাতা' বলা হতো।[৫০১]

◈ ইব্‌ন হিশাম (রহ.) বলেন: তিনি গরীব মানুষদের হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি দয়া-মমতা প্রদর্শন করতেন। এ কারণে তাকে 'উম্মুল মাসাকীন' বলা হয়।[৫০২]

৬। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

◈ ইসলামের প্রথম প্রভাতে যখন মানুষ 'ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না'- এমন দ্বিধা-সংকোচের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন স্বামীর সংগে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সাহসীকতার সাথে সে দুরুহ কাজটি করেছিলেন। হাবশায় ও মদীনায় হিজরতের পথে আহলু বাইতের মধ্যে সর্বোচ্চ দুর্ভোগ-দুর্দশার শিকার হওয়াকে তিনি গর্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করতেন।[৫০৩] প্রকৃত পক্ষে তিনি ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় শতভাগ সফল হয়েছিলেন।

◈ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স.) এর সন্তোষ্টি অর্জনই ছিল তাঁর সব কাজের মূল লক্ষ্য। একবার তিনি সোনার হার গলায় পরিধান করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তাতে অসন্তুটি প্রকাশ করলে, তিনি সাথে সাথে তা খুলে ফেলেন।[৫০৪]

---

৪৯৮ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫,পৃ. ২০০-২০১

৪৯৯ قَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮২

৫০০ فَتَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَكِنْ لَمْ تَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৬

৫০১ يقال لها ام المساكين لانها تطعمهم و تصدق عليهم দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৫

৫০২ وكانت تسمى ام المساكين لرحمتها إياهم و رقتها عليهم দ্র. *সীরাতুন নববীয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪৭

৫০৩ وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت أصابهم في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৩২৯

৫০৪ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَتْ: فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقَالَ: مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدَكِ اللهُ مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَارٍ قَالَتْ: فَنَزَعْتُهَا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭৩৫

Dhaka University Institutional Repository

- পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তিনি প্রতি মাসে তিন দিন সাধারণত সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযা রাখতেন।[৫০৫]

- তিনি বেশি বেশি দান করতে পছন্দ করতেন। একদিন কয়েকজন ফকীর তাঁর দরজায় এসে সাহায্য চাইলে, তাঁর পাশে বসা উম্মুল হুসায়ন তাদেরকে ধমক দিলেন। কিন্তু উম্মু সালামা (রা.) তাকে বারণ করে বললেন, আমাদেরকে এমনটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর দাসীকে বললেন, এদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করো, কিছু না থাকলে একটি করে খেজুর হলেও তাদের হাতে দাও।[৫০৬]

- হযরত শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, একবার আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) তাঁর সাথে দেখা করে বললেন, হে আম্মা! আমি কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী হয়ে গেছি, সম্পদের আধিক্যের কারণে আমি আমার ধ্বংসের আশংকা করছি। তিনি (উম্মু সালামা (রা.) বললেন, হে ছেলে! তোমার সম্পদ খরচ করে ফেল। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কতিপয় সাহাবী এমন আছে যে তারা আমাকে আমার মৃত্যুর পর আর কখনও দেখবে না।[৫০৭]

- হযরত আবূ তালহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (স.) যদি কোন মহিলা স্বপ্নে দেখে যে তাঁর স্বামী তার সাথে সহবাস করছে, তাহলে কি তার উপর গোসল ফরয হবে? হযরত উম্মু সালামা (রা.) সে সময় পাশেই বসা ছিলেন। তিনি তখন বলে উঠলেন, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট তুমি নারী সমাজকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, পানি দেখা গেলে তার উপর গোসল ফরয হবে। তখন উম্মু সালামা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (স.) মেয়েদেরও কি পানি আছে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তবে সন্তান তাদের সাদৃশ্য হয় কিভাবে![৫০৮]

- হযরত আবূ সালামা (রা.) এর এন্তেকালের পর প্রথম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং পরে হযরত 'উমার (রা.) উম্মু সালামা (রা.)কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে হযরত উমার (রা.) এর মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি কতগুলি কারণ উল্লেখ করে অপারগতা প্রকাশ করেন। ঐসব কারণগুলির প্রথমটি হল- 'আমি ভীষণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মহিলা'।[৫০৯]

- উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বিভিন্ন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স.) মনঃখুন্ন হয়েছেন এরূপ কথা জানতে পেয়ে একদিন হযরত উমার (রা.) তাঁর মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)কে ধমক দিলেন। অতঃপর হযরত উম্মু সালামা (স.) এর কাছে এসে কিছু বলবেন এমন সময় তিনি বলে উঠলেন, হে উমার! বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। আপনি তো দেখছি আমাদের পারিবারিক বিষয়ে

---

৫০৫ فقالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ان أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الإثنين والجمعة والخميس দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৪৮০

৫০৬ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَتَى مَسَاكِينُ، فَجَعَلُوا يُلِحُّونَ، وَفِيهِمْ نِسَاءٌ، فَقُلْتُ: اخْرُجُوا- أَوِ اخْرُجْنَ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا بِهَذَا أُمِرْنَا يَا جَارِيَةُ، رُدِّي كُلَّ واحد- أو واحدة- ولو بتمرة تضعيها في يدها দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মা'আরিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৪০

৫০৭ ان من اصحابى من لا يرانى بعد ان افارقه দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৫৪৫

৫০৮ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الغَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبِمَ يُشْبِهُ الوَلَدُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বাবু খালকি আদম সালাওয়াতুল্লাহ আলাইহি, হাদীস নং ৩৩২৮

৫০৯ قَالَتْ: وَأَنَا امْرَأَةٌ غَيُورٌ. قَالَ: أَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُذْهِبُ عَنْكِ غَيْرَتَكِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭২১

Dhaka University Institutional Repository

হস্তক্ষেপ করছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের একান্ত বিষয়েও আপনার হস্তক্ষেপ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। একথা শুনে তিনি মাথা নিচু করে চলেন আসেন।[৫১০]

- ইমাম আয-যুহরী বলেন, সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা সকলে নিজ নিজ পশু কুরবানী কর এবং মাথার চুল ফেলে দিয়ে ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্ধির শর্তাবলী যেহেতু মুসলিমগণের স্বার্থবিরোধী ছিল, তাই সাধারণত মুসলিমগণ মনঃক্ষুণ্ন ও বিমর্ষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তিনবার নির্দেশ প্রদানের পরেও কারও মধ্যে নির্দেশ পালনের কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁবুতে ফিরে গিয়ে উম্মু সালামা (রা.) এর নিকট ঘটনাটি বলেন। তখন উম্মু সালামা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি কি চান যে, সকলেই ইহরাম ভেঙ্গে ফেলুক? তাহলে, আপনি কাউকে কিছু বলবেন না। তাঁবুর বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী নিজেই করুন এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে মাথা হালাক করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। সাহাবীগণ যখন দেখলেন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নির্দেশ মত নিজেই আমল করছেন তখন সবাই কুরবানী করে হালাক হয়ে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। এমনকি তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে গেল কার আগে কে হালাক করবে।[৫১১]

  হযরত উম্মু সালামা (রা.) সংকটময় মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে কঠিন সমস্যার সহজ ও সুন্দর সমাধান দিতে পারতেন। এটি তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

- একবার কিছু লোক জোহরের সালাত বিলম্বে আদায় করলে হযরত উম্মু সালামা (রা.) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। এখন তোমরা আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করছ।[৫১২]

- একদিন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ভাতিজা তাঁর সামনে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করল। সিজদার জাগায় ধুলোবালি থাকায় সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে কপালের ধুলো ঝাড়েন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) তাকে নিষেধ করে বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের খেলাফ। রাসূলুল্লাহ (স.) এর রবাহ নামক একটি গোলাম একবার এমন করেছিল। তখন তিনি তাকে বলেনঃ হে রবাহ! তোমার চেহারা আল্লাহর জন্য ধুলিমলিন হোক।[৫১৩]

- রাসূলুল্লাহ (স.) এর মহব্বতের স্মৃতি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর দেহ মোবারকের একটি পশম তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করতেন। হযরত 'উসমান ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মাওহাব বলেন, আমি হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে দেখা করতে গেলাম। তিনি 'হিন্না ও কাতম'-এ রক্ষিত রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি পশম বের করে দেখান।[৫১৪] সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, হযরত

---

৫১০ فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ؟ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা কানান্নাবিয়্যিউ (স.) ইয়াতাজাওয়াযু মিনাল লিবাস ওয়াল বুসতি, হাদীস নং ৫৮৪৩

৫১১ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতে ফিল জিহাদে ওয়াল মুসালাহাতি মা'য়া আহলিল হারবি.., হাদীস নং ২৭৩১

৫১২ قالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭০৩

৫১৩ ترب وجهك يا رباح দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৮০০

৫১৪ فارتنى شعرا من شعر رسول الله ص مخضوبا بالحناء و الكتم দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭৯৩ ; ২৬৭৬৯ ; ২৬৫৯৫ ; ২৬৫৯১; *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ইউযকারু ফিশ শাইবি, হাদীস নং ৫৫৫৮

Dhaka University Institutional Repository

উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে একটি রূপার পাত্র ছিল। তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর পশম মোবারক সংরক্ষণ করতেন। সাহাবীগণের কেউ কোন রোগ আক্রান্তহলে বা দুঃখ-বেদনা পেলে এক পেয়ালা পানি এনে তাঁর সামনে রাখতেন, তিনি পশম মোবারকটি সে পানিতে ডুবিয়ে দিতেন। সে পানির বরকতে তাঁর সব রোগ বা দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত।[৫১৫]

- হযরত উম্মু সালামা (রা.) সর্বদা তাঁর স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.) এর সেবা-যত্নের প্রতি অত্যন্ত সর্তক ছিলেন। তিনি শুধু নিজেই যে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমত করতেন তা নয় বরং নিজের গোলাম সাফীনাকে এ শর্তে আযাদ করে দেন যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ (স.) জীবিত থাকেন ততদিন তাঁর সেবা করতে হবে।[৫১৬]

- রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরিবারের সদস্যদের প্রতিও তাঁর গভীর ভালবাসা ও দরদ ছিল। নবী পরিবারের কোন সদস্যের প্রতি কোনরকম অশালীন মন্তব্য করলে তিনি তাদের ঘৃণা করতেন এবং অনেক সময় জোরালো প্রতিবাত করতেন। যেমন: হযরত আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাদালী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.)কে গালি দেওয়া হয়। আমি বললাম, মা'আজাল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আলীকে গালী দিয়েছে সে যেন আমাকে গালি দিয়েছে।[৫১৭] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত উম্মু সালামা (রা.) আলী এবং তাকে যারা ভালবাসেন তাদেরকে কি গালি দেয়া হয় না? অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ভালোবাসতেন।[৫১৮]

- হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর পাশে বসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) এর আগমন ও কথোপকথন তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি। সহীহুল বুখারীতে এসেছে, একদিন হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথা বলতে থাকেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মু সালামা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন। এ কে চেন? উত্তরে উম্মু সালামা (রা.) বলেন, দাহইয়া আল-কালবী। কিন্তু হযরত উম্মু সালামা (রা.) ঘটনাটি অন্য লোকদের বলে জানতে পারলেন, লোকটি দাহইয়া নন, বরং স্বয়ং জিবরাঈল (আ.)।[৫১৯] মুহাদ্দিসগণ বলেন, এটা হিজাবের হুকুম নাজিলের পূর্বের ঘটনা।

- হযরত মু'আবিয়া (রা.) বলেন, হে ইব্ন আব্বাস! শুনেছি কিছু মানুষ আসরের নামাজের পর দু'ই রাকা'য়াত সালাত আদায় করে। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)কে কোন দিন তা আদায় করতে দেখি নি আর না তা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র এ দু'রাকায়াত সালাত আদায় করেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র আগম করলে মু'আবিয়া বললেন, হে ইব্ন যুবায়র মানুষ এ দু'রাকা'য়াত কেন পড়ে? তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে তা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তা মারওয়ান তাঁর সত্যতা যাচাইয়ের

---

৫১৫ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ইউযকারু ফিশ শাইবি, হাদীস নং ৫৮৯৬

৫১৬ عن سفينة مولى أم سلمة قال أعتقتني أم سلمة واشترطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭৬৭

৫১৭ عن عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৮০৪

৫১৮ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩১-২৩২

৫১৯ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، فَلَمَّا قَامَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু কাইফা নূযুলুল ওহী ওয়া আওয়ালু মা নাযালা, হাদীস নং ৪৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

জন্য হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে লোক প্রেরণ করেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি হাদীসটি হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে শুনেছি। অতঃপর তারা উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে গিয়ে তাকে একথা বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ আয়িশা (রা.) কে মাফ করুন। আমি কি তাকে এ কথা বলি নি যে, রাসূলুল্লাহ (স.) ঐ সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।[৫২০]

- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফাদল ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করতেন, রমযান মাসে কারো উপর গোসল ফরয হলে সুবহি সাদিকের পূর্বে তাড়াতাড়ি গোসল করে নিতে হবে। অন্যথায় তার রোযা হবে না। মারওয়ান ইব্ন হাকাম একথার সত্যতা যাচাই করার জন্য আব্দুর রহমান ইব্ন হারিস (রা.)কে হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে প্রেরণ করেন। তারা দু'জনই আবূ হুরায়রা (রা.) এর কথার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) সুবহি সাদিকের পরে উঠেছেন এবং রোযা রেখেছেন। তিনি রোযা ভাঙ্গেন নি। আব্দুর রহমান ইব্ন হারিস এ সংবাদ নিয়ে মারওয়ানের কাছে আসলেন। তিনি তাকে আবূ হুরায়রা (রা.) এর কাছে পাঠান। তখন আবূ হুরায়রা (রা.) একথা জানতে পেরে খুব অনুতপ্ত হন। তিনি বলেন, আমি কি করবো। ফাদল ইব্ন আব্বাস আমাকে এমনই বলেছিলেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে উম্মু সালামা ও আয়িশা (রা.) এর জ্ঞানই বেশি।[৫২১]

- ইয়াহইয়া ইব্ন আল-জায্যার বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কয়েকজন সাহাবী হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর সাথে দেখা করে তাঁর কাছে আবদার করে বলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর গোপন জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। উত্তরে হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন উভয় জীবনই একই রকম। একথা বলার পর হযরত উম্মু সালামা (রা.) অনুতপ্ত হলেন। ভাবলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া হল না তো! রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে এলে এসব কথা তাকে শুনালেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, আহ্সানতি! অর্থাৎ তুমি খুব ভালো করেছ।[৫২২]

- এক ব্যক্তি হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি হজ্বের আগে উমরা পালন করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তবে হজ্বের আগেও উমরা করতে পার আবার হজ্বের পরেও উমরা করতে পার। লোকটি বলল, অতঃপর আমি অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) এর কাছে গিয়ে এ প্রশ্ন করলাম। তারা সকলেই আমাকে একই জবাব দিলেন। তারপর আমি আবার উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে ফিরে এসে তাদের জবাবের কথা বললাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে তৃপ্ত করব। আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, হে মুহাম্মাদের বংশধর তোমরা হজ্বের মধ্যে 'উমরার ইহরাম বাঁধ।[৫২৩]

- আল্লামা আয্ যিরিকলী (১৩৯৬ হি.) বলেন, নারী জগতের ইতিহাসে বুদ্ধিমত্তায় ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে যারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতমা।[৫২৪]

---

৫২০ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬৪২

৫২১ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭১৭ ; ২৬৭১৭৮ ; ২৬৭২৩ ; ২৬৬৮৬ ; ২৬৭২২ ; ২৬৭২৪

৫২২ ولكن حدثتني أم سلمة فسألتها فحدثت أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أتى بشيء فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر فقام فصلى العصر ثم صلى بعدها ركعتين فلما صلاها قال هاتان الركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فقالت أم سلمة ولقد حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬৯৩

৫২৩ سمعت رسول الله يقول : أهلوا يا ال محمد بعمرة فى حج দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬০৪

৫২৪ وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقا দ্র. খয়রুদ্দীন ইব্ন মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন ফারিস আয-যিরিকলী, আদ্-দিমাশকী, *আলআ'লাম*(বৈরূত: দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৫তম সংস্করণ, মে ২০০২), খ. ৮, পৃ. ৯৭-৯৮

 Dhaka University Institutional Repository

সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর এরূপ অনেক ঘটনা ও কথার উল্লেখ রয়েছে যাতে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ মিলে।

৭। হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

হযরত যয়নাব (রা.) এর চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম নারীর মধ্যেই পাওয়া যেত। হাদীসের কিতাবসমূহে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)সহ অন্যান্য সাহাবীগণের যেসব উক্তি ছড়িয়ে আছে, তাতে হযরত যয়নাব (রা.) এর প্রকৃত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। যেমন:

- হযরত আয়িশা (রা.) হযরত যয়নাব (রা.) সম্পর্কে বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই (যয়নাব) আমার সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন। আমি যয়নাব (রা.) এর চেয়ে কোন মহিলাকে বেশি ধার্মিক, বেশি পরহেজগার, বেশি সত্যবাদী, বেশি উদার, দানশীল, সৎকর্মশীল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশি তৎপর দেখি নি। শুধু তাঁর মেজাজ কিছুটা তীক্ষ্ম ছিল। তবে তাঁর জন্য তিনি খুব তাড়াতাড়ি লজ্জিত হতেন।[৫২৫]
- হযরত আয়িশা (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.)কে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বলেন, হে যয়নাব! তুমি তাকে কেমন জান, তাকে কেমন দেখেছ? অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে তোমার মতামত কি? জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমি আমার চোখ দিয়ে যা দেখেছি এবং কান দিয়ে যা শুনেছি, তার ভিত্তিতে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল, কল্যাণ ও উত্তম ছাড়া আর কিছুই জানি না।[৫২৬]
- হযরত আয়িশা (রা.) আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) পরকালে যয়নাব (রা.) এর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হওয়ার ও জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।[৫২৭]
- হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি 'আপনি অন্তরে এমন বিষয়ে গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দেবেন।'[৫২৮] হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ ও হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.) এর শানে অবতীর্ণ হয়।[৫২৯]
- সাবিত (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আনাস (রা.) এর কাছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনায় আনলে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীদের কারো ওলীমা অনুষ্ঠান ততোটা জাঁকজমক দেখি নি, যেভাবে হযরত যয়নাব (রা.) এর ক্ষেত্রে দেখেছি। এ অনুষ্ঠানে বকরির গোস্তও পরিবেশ করা হয়েছে।[৫৩০]

---

৫২৫ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ. وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু ফী ফাদলি 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ২৪৪২

৫২৬ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু তাদীলুন নিসা বাদুহুম বাদান, হাদীস নং ২৬৬১

৫২৭ فَبَشَّرَهَا بِسُرْعَةِ لُحُوقِهَا بِهِ وَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪

৫২৮ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৭

৫২৯ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু ওয়া তুখফী ফী নাফসীকা মাল্লাহু মুবদীহি ওয়া তাখশান্নাসা ওয়াল্লাহু আহাক্ক, হাদীস নং ৪৭৮৭

৫৩০ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মান আওলামা আলা বাদি নিছায়িহি আক্‌ছারা মিন বাদ, হাদীস নং ৫১৭১

 Dhaka University Institutional Repository

◈ আর এক বর্ণনায় এসেছে হযরত আনাস (রা.) বলেন, হিযাব সংক্রান্ত আয়াত হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.)কে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। ঐদিন তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠানে রুটি ও গোস্ত পরিবেশন করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্যান্য স্ত্রীদের উপর গর্বকরে বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমার বিবাহ সম্পন্ন করেছেন আসমানে।[৫৩১]

◈ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন: হযরত আয়িশা (রা.) 'ইফক' এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত যয়নাব (রা.) এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[৫৩২]

◈ হযরত যয়নাব (রা.) সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন আবদিল বার (রহ.) হযরত আয়িশা (রা.) এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি পেশ করেন: দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে আমি যয়নাব (রা.) এর চেয়ে ভালো কোন মহিলা কক্ষনো দেখি নি।[৫৩৩]

◈ ঐতিহাসিক ইব্ন সা'য়াদ হযরত যয়নাব (রা.) সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা.) এর এ মন্তব্যটি উল্লেখ করেন: যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) এর উপর আল্লাহ তা'আলা সদয় হোন! তিনি সত্যিই দুনিয়াতে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাকে তাঁর নবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর বিবাহ উপলক্ষে কুরআনুল কারীমে আয়াত নাযিল হয়েছে।[৫৩৪]

◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হযরত যয়নাব (রা.) সম্পর্কে বলেছেন: তিনি ছিলেন সৎকর্মশীলা, বেশি বেশি সাওম পালনকারিনী এবং বেশি বেশি সালাত আদায়কারিনী।[৫৩৫]

◈ এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইব্ন সা'য়াদ বলেছেন: হযরত যয়নাব (রা.) দিরহাম ও দিনার এর কোনটাই রেখে যান নি। যা কিছু তাঁর হাতে আসতো তা সবই তিনি দান করে দিতেন। তিনি ছিলেন নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল।[৫৩৬]

◈ একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা.) হযরত যয়নাব (রা.) এর কাছে বার্ষিক ভাতা পাঠালেন। তিনি একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর বাযরাহ ইব্ন রাফে'কে নির্দেশ দেন দিরহামগুলো আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য। বাযরাহ বললেন, সেগুলি কুড়িয়ে গুণে দেখা গেল পঞ্চাশ বা পঁচাশি দিরহাম। সব দিরহাম বণ্টন করার পর তিনি দু'আ করেন এভাবে: হে আল্লাহ! পরবর্তী বছর যেন হযরত উমার (রা.) এর দান আমাকে আর না পায়। কারণ, এ এক পরীক্ষা।[৫৩৭]

◈ হযরত 'উমার (রা.) এ খবর শোনতে পেয়ে বলেন: (هذه إمرأة يراد بها خير) এ এমন একজন মহিলা যার থেকে কেবল ভালই আশা করা যায়। অতঃপর হযরত উমার (রা.) কিছুক্ষণ তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সালাম বলে পাঠান। তিনি যয়নাব (রা.) কে বলেন, আপনি যা কিছু করেছেন সবই আমি জেনেছি। এরপর ফিরে গিয়ে তিনি আরও এক হাজার দিরহাম তাঁর খরচের জন্য

---

৫৩১ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু ওয়া কানা আরশুহু আলাল মা, হাদীস নং ৭৪২১

৫৩২ وقد وصفت عائشة زينب بالوصف الجميل فى قصة الاف দ্র. *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৩

৫৩৩ ما رايت امرأة قط فى الدين من زينب দ্র. আল-ইস্তিয়াব ফী মা'আরিফাতিল আসহাব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৪

৫৩৪ يرحم الله زينب بنت جحش لقد نالت فى هذه الدنيا الشرف لايبلغه شرف ان الله زوجها بنبيه فى الدنيا ونطق به القران দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৫

৫৩৫ كانت صالحة صوامة قوامة দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৫৩৬ ما تركت زينب بنت جحش درهما ولادينارا كانت تصدق لكل ماوفدت عليه و كانت ماواى المساكين দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৪

৫৩৭ اللهم لايدركنى هذا المال قابل فانه فتنة দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পাঠান। হযরত যয়নাব (রা.) আগের মতে সে গুলোও খরচ করে ফেলেন। ঐতিহাসিগণ বলেছেন, হযরত যয়নাব (রা.) এর এ দু'আ কবুল হয়েছিল। সে বছরই তিনি এন্তেকাল করেন।[৫৩৮]

◈ হযরত যয়নাব (রা.) একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। তিনি নিজহাতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চামড়া দাবাগাত করে পাকা করতেন এবং তার থেকে যে আয় হতো তা সবই অভাবী মানুষদের দান করতেন।[৫৩৯] হযরত আয়িশা (রা.) এর অন্য একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন: যয়নাব (রা.) হাতে সূতা কেটে রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুদ্ধবন্দীদেরকে দিতেন। আর তারা কাপড় বুনতো। রাসূলুল্লাহ (স.) যুদ্ধের কাজে তা ব্যবহার করতেন।[৫৪০]

◈ হযরত উমার (রা.) তাঁর মেয়ে হাফসা (রা.)কে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত যয়নাব (রা.) এর রূপের কথা স্বীকার করেন: তুমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথার উপর কথা বলবে না। কারণ তোমার না আছে যয়নাব (রা.) এর মতো রূপ-সৌন্দর্য, আর না আছে আয়িশা (রা.) এর মতো স্বামী সোহাগ।[৫৪১]

৮। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

◈ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর পিতা আবূ সুফইয়ান (রা.) তাঁর মেয়ের রূপ ও গুণের গর্ব করে বলতেন: আমার কাছে রয়েছে আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরি ও রূপবতী কন্যা উম্মু হাবীবা (রা.)।[৫৪২]

◈ আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী উম্মু হাবীবা (রা.) এর মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: বংশের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন স্ত্রীই তাঁর চেয়ে বেশি নিকটের ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁর দেন-মোহর সবচেয়ে বেশি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন স্ত্রীকেই তাঁর চেয়ে বেশি দূরে থাকা অবস্থায় বিয়ে করেন নি।[৫৪৩]

◈ রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি তাঁর মহব্বত যে কত বেশি, কত বড় ও কত পবিত্র! তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ ঘটনা থেকে যখন তাঁর পিতা আবূ সুফইয়ান 'হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি বলবৎ' প্রসঙ্গে মদীনায় এসে প্রথমে কন্যা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা.) এর নিকট যান। কন্যা পিতাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিছানা ঘুটিয়ে বসতে দেন। পিতা প্রশ্ন করেন, মেয়ে! তুমি বিছানা ঘুটিয়ে নিলে কেন? তুমি আমাকে বিছানার উপযুক্ত মনে কর না? মেয়ে বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিছানা। আপনি একজন মুশরিক ও অপবিত্র। মেয়ের এমন কথা শুনে আবূ সুফইয়ান সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট গিয়ে বসেন এবং বলেন, আমাকে ত্যাগ করার পর তোমার মধ্যে অনেক মন্দ ঢুকে পড়েছে।[৫৪৪] এ থেকে সহজেই ফুটে ওঠে তাঁর অন্তরের দৃঢ় ঈমান, অকৃত্রিম মহব্বত ও অনাবিল পবিত্রতার আভা।

◈ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসকে যেমনি নিজে একনিষ্ঠভাবে আমলে পরিণত করেছেন, তেমনি অন্যদেরও আমল করার জোরালো তাকীদ দিয়েছেন। তাঁর ভাগিনা হযরত আবূ

---

৫৩৮ ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لا يُدْرِكُنِي عَطَاءٌ لِعُمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَا. فَمَاتَتْ দ্র. প্রাগুক্ত।

৫৩৯ وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدِ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ وَتَصَدَّقُ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪৭;

৫৪০ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৯

৫৪১ لاتراجعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لك جمال زينب ولا حظة عائشة দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৭

৫৪২ عندى احسن العرب و اجمله أم حبيبة দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু মিন ফাদাইলি আবী সুফইয়ান ইব্ন হারব (রা.), হাদীস নং ২৫০১

৫৪৩ لَيْسَ فِي أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَقْرَبُ نَسَباً إِلَيْهِ مِنْهَا وَلاَ فِي نِسَائِهِ مَنْ هِيَ أَكْثَرُ صَدَاقاً مِنْهَا ولا من تزوج بها وهي نائبه الدَّارِ أَبْعَدُ مِنْهَا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৭

৫৪৪ لقد اصابك بعدى شر দ্র. ইব্নু কাসীর ইমাদুদ্দীন ইসমাইল, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*(বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯), খ. ৪, পৃ. ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

সুফইয়ান ইব্ন সা'য়ীদ ইব্ন আল-মুগীরা (রা.) একবার তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আসলেন। তিনি সাতু খেয়ে শুধু কুলি করলেন, উম্মুল মু'মিনীন বললেন, হে ভাগিনা! তুমি ওযু করলে না কেন? কারণ, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করছেন, আগুনে পাকানো কোন খাবার খেলে, ওযু করতে হবে।[৫৪৫] অবশ্য পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

- সুন্নাতের নিবিড়ভাবে অনুসরণের প্রমাণ মিলে অত্র হাদীসটি থেকেও হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর পিতা আবূ সুফইয়ান (রা.) এর এন্তেকালের তিন দিন পর তিনি সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে কপালে মাখেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার একমাত্র স্বামী ছাড়া কোন মৃতব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।[৫৪৬]

- সর্বপরি তিনি একজন উদার ও বড় মনের মহিলা ছিলেন। সাধরণভাবে নারীসুলভ স্বভাব থেকেও তিনি মাঝে মাঝে উর্দ্ধে উঠতে পারতেন। কারণ কোন মহিলা সাধারণত সতীন কামনা করে না। অথচ একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলেন, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) কিছুটা বিস্ময়ের সাথে বলেছেন, তুমি কি তা চাও? তিনি বললেন, কেন চাবো না? এতে ক্ষতি কি! আমি এবং আমার কোন বোনকে কোন ভালো অবস্থায় দেখতে বাধা থাকা উচিত নয়।[৫৪৭]

৯। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

- হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুওয়াইরিয়া যখন যুদ্ধবন্দি হয়ে হযরত সাবিত ইব্ন কায়সের ভাগে (অথবা তাঁর চাচাত ভাইয়ের ভাগে) পড়েন, তখন তিনি ক্ষণিকের জন্যও এ দাসীর জীবন মেনে নিতে পারেন নি, অস্থির হয়ে পড়লেন। আর সাথে সাথে তিনি সাবিত ইব্ন কায়সের নিকট 'মুকাতাবা'র আবেদন জানালেন।[৫৪৮] এ থেকে তাঁর সীমাহীন আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

- একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কাছে এসে দেখলেন তিনি মসজিদে বসে দু'আ করছেন। তিনি চলে গেলেন। আবার দুপুরে এসে তাকে একই অবস্থায় পেয়ে বললেন, তুমি কি সব সময় এ অবস্থায় থাক? জুওয়াইরিয়া (রা.) সে অবস্থায় হ্যাঁ বলে জবাব দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভালো কিছু কালিমা শিখিয়ে দেব না, যা এর চেয়ে অনেক উত্তম। অতঃপর তিনি তাকে বলেন: سبحان الله عدد خلقه তিন বার বলবে। سبحان الله رضا نفسه তিন বার বলবে। سبحان الله زنة عرشه তিন বার বলবে। سبحان الله مداد كلماته তিন বার বলবে।[৫৪৯] এ

---

৫৪৫ انه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت له يا بن أخي ألا تتوضأ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار أو غيرت দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু / মিন হাদীসি উম্মি হাবীবা (রা.), হাদীস নং ২৬৮২৯; ২৬৮৩৪; ২৬৮৩৫

৫৪৬ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মিন হাদীসি উম্মি হাবীবা (রা.), হাদীস নং ২৭৪৬৫; ২৬৮০৯;

৫৪৭ يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মিন হাদীসি উম্মি হাবীবা (রা.), হাদীস নং ২৭৪৮০

৫৪৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইতক, বাবু ফী বাইয়িল মুকাতিবি ইযা ফাসিখাতিল কিতাবাতু, হাদীস নং ৩৯৩১

৫৪৯ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً وَأَنَا أُسَبِّحُ، ثُمَّ انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ قَاعِدَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ، عَدَلَتْهُنَّ أَوْ لَوْ وُزِنَّ بِهِنَّ وَزَنَتْهُنَّ يَعْنِي بِجَمِيعِ مَا سَبَّحَتْ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাবুত তাসবীহ আওয়ালান নাহারি ওয়া ইনদান নাওমি, হাদীস নং ২৭২৬

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বুঝা যায় যে, পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। একাগ্রচিত্তে সদা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে মাশগুল থাকতে পছন্দ করতেন।

◈ হযরত আবূ আইয়্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্ত আল-হারিস (রা.) বলেন, কোন এক জুম‘আর দিন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কাছে আসলেন। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একটি রাখা পছন্দ করতেন না, এ কারণে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আগামী কাল রোযা রাখবে? জবাব দিলেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন: তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল।[৫৫০]

◈ হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর রূপ ও লাবণ্য সম্পর্কে ইমাম আয-যাহাবী বলেন: তিনি ছিলেন সেরা সুন্দরী মহিলাদের অন্যতমা।[৫৫১]

◈ হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর রূপলাবণ্যের মাধুরী দর্শনে অভিভূত হয়ে বর্ণনা করেন: হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ছিলেন এমন এক মনোহারিণী ও লাবণ্যময়ী মহিলা, যে কেউ তাকে দেখলেই তাঁর মনে লেগে যেতেন।[৫৫২]

◈ হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর কল্যাণময়ীতা সম্পর্কে বলেন: আমি কোন নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া (রা.) এর চেয়ে অধিকতর কল্যাণময়ী দেখি নি, যার কারণে বনূ মুস্তালিক গোত্রে এক শত বাড়ীর সকল বন্দী মুক্তি পায়।[৫৫৩]

◈ আয-যুহরী আব্দুল্লাহ ইব্ন সাব্বাক থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একবার তাঁর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়ার কিছু আছে কি? তিনি জবাবে বললেন, আমার দাসী কিছু সদাকার গোস্ত দিয়েছিল, শুধু তাই আছে। এছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তাই নিয়ে আসো। কারণ, সাদাকা যাকে দেয়া হয়েছিল তার নিকট পৌঁছে গেছে।[৫৫৪]

১০। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

◈ আল-কামূস দুর্গের পতন ঘটলে হযরত বিলাল (রা.) হযরত সাফীয়্যা (রা.)সহ তাঁর চাচাতো বোনদের সাথে নিয়ে ইয়াহুদীদের লাশের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে যাচ্ছিলেন। সজনদের লাশের স্তুপের হৃদয়বিধারক দৃশ্য দেখে তাঁর সাথের মহিলারা বুকফাঁটা চিৎকার দিয়ে ওঠে। বুকচাপড়িয়ে ও চুল ছিঁড়ে মাতম করতে থাকে। কিন্তু হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর অবস্থা ভিন্ন। স্বামীর লাশের পাশ দিয়ে বন্দী অবস্থায় অবিচলিত মনে চলছেন। কোন রকম ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় নি। দৃঢ় পদে তিনি হযরত বেলাল (রা.) এর সাথে চলেছেন। বাপ-ভাইয়ের লাশের পাশ দিয়ে এভাবে

---

৫৫০ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية في يوم جمعة وهى صائمة فقال لها اصمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সিয়াম, বাবুর রুখসাতি ফী যালিকা, হাদীস নং ২৪২২

৫৫১ وكان من اجمل النساء দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ২৬১

৫৫২ كانت جويرية إمراة حلوة و ملاحة لا يكاد يراها أحد الا أخذت فى نفسه দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু ‘আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৬৪১৯

৫৫৩ فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ‘ইতক, বাবু ফী বাইয়িল মুকাতিবি ইযা ফাসিখাতিল কিতাবাতু, হাদীস নং ৩৯৩১

৫৫৪ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ قُلْتُ: لَا إِلَّا عَظْمًا أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু জুওয়াইরিয়া বিন্ত আল-হারিস (রা.), হাদীস নং ২৭৪৮৮

 Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত বিলাল (রা.)কে তিরস্কার করেন।[৫৫৫] তিনি দৃঢ় চিত্তের অধিকারিণী ছিলেন। কখনো অধৈর্য্য হওয়া পছন্দ করতেন না। এ ঘটনাটি তার বড় প্রমাণ।

◈ হযরত আয়িশা (রা.) এর গৃহে রাসূলুল্লাহ (স.) যখন অন্তিম রোগশয্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন একদিন সাফীয়্যা (স.)সহ অন্য বিবিগণ স্বামীকে দেখতে ও সেবা করতে একত্র হয়েছেন। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এ সময় অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনার এ কষ্ট যদি আপনার পরিবর্তে আমি ভোগ করতাম, তাহলে ভাল লাগত। তাঁর এমন কথা শুনে অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল, মনে হয় যেন তারা তাঁর কথায় সন্দেহ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! সাফীয়্যা সত্য বলেছে।[৫৫৬] রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর সীমাহীন ভালবাসা ফুটে উঠ এ কথার মাধ্যমে।

◈ রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বেগমগণকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ল। হযরত সাফীয়্যা (রা.) তখন ভয়ে কান্না শুরু করেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) আসলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে তাঁর চোখের পানি মুছে দেন। কিন্তু এতে তাঁর কান্না আরো বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) অবস্থার আলোকে সকলকে নিয়ে সেখানে যাত্রা বিরতি করেন। সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.)কে বলেন, তুমি সাফীয়্যা (রা.)কে একটি উট দিয়ে দাও। উত্তরে হযরত যয়নাব (রা.) বলেন, আমি কি উট দেব আপনার এ ইয়াহুদী মহিলাকে? তাঁর এমন জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) ভীষণ নাখোশ হন। দুই বা তিন মাস যাবত তিনি যয়নাব (রা.) এর কাছে যাওয়া-আসাও করেন না এবং কথাও বলেন না। অবশেষে হযরত আয়িশা (রা.) এর মাধ্যমে অনেক কষ্টের পর রাসূলুল্লাহ (স.) এর অসন্তুষ্টি দূর করতে সক্ষম হন।[৫৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (স.) এতই রাগান্বিত হন যে, যূল হাজ্জ্ব, মুহাররম ও সফর মাসের কিছু দিন পর্যন্ত তাকে বর্জন করেন।[৫৫৮] রাসূলুল্লাহ (স.)ও হযরত সাফীয়্যা (রা.)কে খুব বেশি ভালবাসতেন। তার প্রমাণ অত্র হাদীসটি।

◈ এছাড়াও হযরত আয়িশা (রা.) একবার হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছো, যদি তা সাগরেও ছেড়ে দেয়া হয়, তা পানিতে মিশে যাবে।[৫৫৯] এভাবে অনেক হাদীসের মধ্যে হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) এর গভীর ভালাবাস ও অনুরাগের কথা পাওয়া যায়।

---

৫৫৫ أتي بصفية بنت حيي، ومعها ابنة عم لها، جاء بهما بلال، فمر بهما إلى قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفية صكت وجهها وصاحت، وحثت التراب على رأسها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أغربوا هذه الشيطانة عني দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৪

৫৫৬ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ قَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ: وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي بِكَ بِي فَغَمَزَهَا أَزْوَاجُهُ فَأَبْصَرَهُنَّ فَقَالَ: مَضْمِضْنَ قُلْنَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟قَالَ: مِنْ تَغَامُزِكُنَّ بِهَا وَاللهِ إِنَّهَا لَصَادِقَةٌ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৮৭

৫৫৭ إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةَ قَدْ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَنَّكِ أَعْطَيْتِيهَا بَعِيرًا قَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَتَرَكَهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى رَفَعَتْ سَرِيرَهَا وَظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَرْضَى عَنْهَا، قَالَتْ: فَإِذَا أَنَا بِظِلِّهِ يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَتْ سَرِيرَهَا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু সুফিয়্যা উম্মুল মু'মিনীন (রা.), হাদীস নং ২৬৯২৪

৫৫৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِزَيْنَبَ: أَعْطِيهَا بَعِيرًا فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু তারকিস সালাম আলা আহলিল আহওয়ি, হাদীস নং ৪৬০২

৫৫৯ فقال: لقد قلت كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجتْه দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল গীবাতি, হাদীস নং ৪৮৭৫

Dhaka University Institutional Repository

- ◈ কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, আয়িশা ও যয়নাব (রা.) দাবী করে যে, তারা আপনার অন্য বেগমগণের চেয়ে অনেক উত্তম। কারণ, তারা আপনার স্ত্রী হওয়া ছাড়াও চাচাতো বেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে খুশি করার জন্য বললেন, তুমি তাদেরকে একথা বললে না কেন যে, আমার পিতা হারুন (আ.) আমার চাচা মূসা (আ.) এবং আমার স্বামী মুহাম্মাদ (স.)। এ কারণে তোমরা আমার চেয়ে ভাল হতে পার না।[৫৬০]
- ◈ হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর কানে পৌঁছে যে, হযরত হাফসা তাকে 'ইয়াহুদী মেয়ে' বলে কটাক্ষ করেছে। একথা শুনে তিনি কাঁদছেন এসময় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে তাকে কাঁদতে দেখে, জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? তিনি বললেন, হাফসা আমাকে ইয়াহুদী মেয়ে বলে কটাক্ষ করছে। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, তুমি তো নবীর মেয়ে, তোমার চাচা নবী ও নবীর স্ত্রী। এমন কে আছে যে তোমার উপর গর্ব করতে পারে? অপরদিকে হযরত হাফসা (রা.)কে সর্তক করে বলেন, তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর।[৫৬১]
- ◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) বলেন, একবার রমযানে শেষের দশকে রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদুন নববীতে এ'তেকাফ করছিলেন। সে সময় তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দেখা করার জন্য মসজিদে গমন করেন এবং কিছু সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে অবস্থান করে কথা বলেন। অতঃপর তিনি ঘরে যাওয়ার জন্য উঠে দাড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাথে সাথে উম্মু সালামা (রা.) এর দরজা বরাবর মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসেন।[৫৬২]
- ◈ ঐতিহাসিক ইব্‌ন সা'য়াদ বলেন, তিনি যে ঘরে বাস করতেন তাঁর জীবদ্দশায়ই তা দান করে গিয়েছিলেন।[৫৬৩]
- ◈ আল্লামা যুরকানী বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে মদীনায় আসার পর হযরত সাফীয়্যা (রা.) নিজের কানের দু'টি দুল রাসূলুল্লাহ (স.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) ও তাঁর অন্য বেগমগণের মধ্যে ভাগ করে দেন।[৫৬৪] এ সব মতামত থেকে বুঝা যায় যে, উদারতা ও দানশীলতা হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।
- ◈ আল্লামা ইব্‌ন আবদিল বার (রহ) বলেনঃ হযরত সাফীয়্যা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীলা, বুদ্ধিমতি ও গুণবতী মহিলা।[৫৬৫]
- ◈ আল্লামা ইব্‌নুল আসীর (রহ.) বলেন, তিনি (সাফিয়্যা) ছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতি নারীদের অন্যতম নারী।[৫৬৬]

---

৫৬০ أَلَا قُلْتِ: فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونُ وَعَمِّي مُوسَى দ্র. সুনানুত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ফাদলি আযওয়াজিন নাবিয়্যা (স.), হাদীস নং ৩৮৯২

৫৬১ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ:مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟ ثُمَّ قَالَ:اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ফাদলি আযওয়াজিন নাবিয়্যা (স.), হাদীস নং ৩৮৯৪

৫৬২ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ই'তেকাফ, বাবু হাল ইয়াখরুজুল মু'তাকিফু লিহাওয়য়িজিহি.., হাদীস নং ১৯৩০ ; বাবু হাল ইয়াদরাউল মুতাকিফু আন নাফসিহি, হাদীস নং ১৯৩৪

৫৬৩ وَكَانَتْ لَهَا دَارٌ تَصَدَّقَتْ بِهَا فِي حَيَاتِهَا দ্র. *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২৭

৫৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৫৬৫ كانت صفية حليمة عاقلة فاضلة দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মা'আরিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮

৫৬৬ كانت عاقلة من عقلاء النساء দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯০

Dhaka University Institutional Repository

◈ আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন অভিজাত, বুদ্ধিমতি, কুলবতী, গুনবতী, রূপবতী, ও ধার্মিক মহিলা।[৫৬৭]

◈ ইমাম আয-যাহাবী বলেন, একজন দাসী একবার খলীফা হযরত উমার (রা.) এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন যে, এখনও তাঁর (সাফিয়্যা) মধ্যে ইয়াহুদী-প্রিতি বিদ্যমান। তার কারণ, তিনি এখনও শনিবারকে মানেন এবং ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। দাসীর কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হযরত উমার (রা.) অন্য লোকের মাধ্যমে হযরত সাফীয়্যা (রা.)কে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে শনিবারের পরিবর্তে জুম'আ দান করছেন তখন আর শনিবারকে মানার প্রয়োজন নাই। আর ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো: সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার ব্যাপারে আমার সুদৃষ্টি রাখতে হয়। অতঃপর তিনি দাসীকে ডেকে এনে জানতে চান, এসব অভিযোগ করতে কে তাকে প্ররোচিত করেছে? দাসী জবাব দেয়, শয়তান। হযরত সাফীয়্যা (রা.) তখন কিছুক্ষণ নিরব থাকেন এবং দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।[৫৬৮]

◈ হযরত সাফীয়্যা (রা.) রান্না-বান্নার কাজে খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর করে খাবার তৈরি করতে জানতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন অন্য বেগমদের ঘরে অবস্থান করতেন, তখনও তিনি মাঝে মধ্যে খাবার তৈরি করে সেখানে পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একবার হযরত আয়িশা (রা.) এর ঘরে অবস্থান কালে একবার তিনি খাবার তৈরি করে পাঠিয়ে ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) তখন বলেছিলেন, আমি সাফীয়্যার মত এত ভাল রাধুনী আর কাউকে দেখি নি।[৫৬৯]

১১। হযরত মায়মূনা (রা.) এর শামাইল ও ফাদাইল

◈ হযরত মায়মূনা (রা.) এর মাহাত্ম্য ও গুণাবলীর বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, হযরত মায়মূনা (রা.) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী।[৫৭০]

◈ সালিম হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মাঝে মাঝে ঋণ নিতেন। ঋণের বোঝা একটু বেশি হলে, তাকে বলা হয় আপনি এতো ঋণ নিচ্ছেন। পরিশোধ করার মত কিছু আছে কি? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তা পরিশোধ করে দেন।[৫৭১]

◈ ইব্ন আব্বাসের গোলাম কুরাইব বর্ণনা করেন, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)কে বলতে শুনেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যামানায় একটি দাসীকে ক্রয় করে আজাদ করে দিলাম। আমি একথা রাসূলুল্লাহ (স.)কে বল্লাম, শুনে তিনি বললেন, তুমি যদি তাকে তোমার ভাইকে দিয়ে দিতে

---

৫৬৭ كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضى الله عنه দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮

৫৬৮ رَوَيْنَا أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ أَتَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ وَتَصِلُ اليَهُوْدَ. فَبَعَثَ عُمَرُ يَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَمَّا السَّبْتُ فَلَمْ أُحِبَّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِي اللهُ بِهِ الجُمُعَةَ وَأَمَّا اليَهُوْدُ فَإِنَّ لِي فِيْهِمْ رَحِماً فَأَنَا أَصِلُهَا ثُمَّ قَالَتْ لِلْجَارِيَةِ: مَا حَمَلَكِ على مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتِ: الشَّيْطَانُ قَالَتْ: فَاذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৫

৫৬৯ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ، صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ، দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইজারা, বাবু ফীমান আফসাদা শায়আন ইউগরামু মিসলাহু, হাদীস নং ৩৫৬৮; *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ইশরাতিন নিছা, বাবুল গায়রাহ, হাদীস নং ৩৯৫৭

৫৭০ انها كانت من اتقانا لله و اوصلنا للرحم দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩

৫৭১ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استدان دينا يعلم الله عز وجل منه انه يريد أداءه أداه الله عنه দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে আরও বেশি সাওয়াব পেতে।[৫৭২] এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, দাসত্বের শিকল থেকে মানুষকে মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে তাঁর কত খানি আগ্রহ ছিল!

- হযরত 'উরওয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর দাসী নুদবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে হযরত মায়মূনা (রা.) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে, তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) বিছানা বেশ দূরে দূরে। দাসী মনে করেন যে, তাদের দু'জনে মধ্যে কিছুটা তিক্ত সম্পর্ক বিরাজ করছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, আসলে তা নয়; বরং স্ত্রীর মাসিকের সময় ইব্ন আব্বাস (রা.) পৃথক বিছানায় চলে যান। দাসী ফিরে এসে এসব কথা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)কে বললেন। তিনি দাসীকে বললেন, যাও, তাকে বল, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের প্রতি তার এত উপেক্ষা কেন? তিনি তো তাঁর স্ত্রীদের মাসিকের সময় তাদের সাথে একই বিছানায় ঘুমাতেন।[৫৭৩]

  এখানে দেখা যায় যে, হযরত মায়মূনা (রা.) সুন্নাতের অনুসরণে কতটা অটল ছিলেন! শরী'আতের কোন আদেশ নিষেধের ব্যাপারে তিনি নমনীয়তা পছন্দ করতেন না।

- একবার তাঁর এক নিকট আত্মীয় তার সাথে দেখা করতে আসে। তখন তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে শক্ত ধমক দিলেন এবং তাকে বলে দিলেন, আর কখনও যেন তাঁর কাছে না আসে।[৫৭৪]

- হযরত ইব্ন আব্বাস বর্ণনা করেন। একবার একজন মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ্য করলে বায়তুল মাকদাসে গিয়ে সালাত আদায় করবেন। আল্লাহর রহমতে মহিলাটি সুস্থ হলেন। অতঃপর মানত পূর্ণ করার জন্য তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে এসে তাকে সালাম দিয়ে ঘটনাটি বললেন। হযরত মায়মূনা (রা.) ঘটনা শুনে তাকে বুঝালেন যে, মাসজিদুন নববীতে সালাত আদায়ের সাওয়াব কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য সব মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। সুতরাং তুমি সেখানে না গিয়ে রাসূলের মসজিদে সালাত আদায় কর।[৫৭৫] এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) এর আদেশ-নিষেধের প্রতি তাঁর পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও সুন্নাতকে নিবিঢ়ভাবে অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।

- এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ঈমানের পরিপূর্ণতার সাক্ষী দিয়েছেন এভাবে, মায়মূনা, তাঁর বোন উম্মু ফদল ও আসমা তিন জন অতি উঁচু স্তরের মু'মিন নারী।[৫৭৬]

পরিশেষে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিবৃত্ত অর্থাৎ জন্মের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে আগমনের পূর্বের জীবনকাহিনী, উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে তাদের জীবনচিত্র এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তাদের জীবনালেখ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, নারী জগতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবস্থান সার্বিক দিকদিয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। বিশেষ করে তাদের শামায়িল ও ফাদাইল অর্থাৎ চরিত্র-

---

৫৭২ قالت : أعتقت جارية لي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها فقال آجرك الله أما انك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৮০

৫৭৩ فَقَالَتْ: أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮১৯

৫৭৪ أَنَّ ذَا قَرَابَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَتْ مِنْهُ رِيْحَ شَرَابٍ فَقَالَتْ: لَئِنْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَى المُسْلِمِيْنَ فَيَجْلِدُوْكَ لاَ تَدْخُلْ عَلَيَّ أَبَداً দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩

৫৭৫ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استدان دينا يعلم الله عز وجل منه انه يريد أداءه أداه الله عنه দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৮৪

৫৭৬ الاخوات مؤمنات ميمونة وام الفضل واسماء দ্র. *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮,পৃ. ৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ, আচার-আচরণ ও গুণাবলী, যা রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র জবানে ফুটে উঠেছে, যা সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.), তাবি'ঈন ও তাব'উত তাবি'ঈন এর কথায় ও লিখনীতে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তারা সকলেই গুণাবলীর চমৎকারিত্বে, রূপের মাধুর্যে, চরিত্রের সৌন্দর্যে, অন্তরের কোমলতায়, আদর্শের কঠোরতায়, স্মৃতি শক্তির প্রখরতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কথার স্পষ্টতায়, দয়া-মমতার প্রাচুর্যে, নীতি-নৈতিকার মাপকাঠিতে তাদের সমসাময়িক যুগের সকল নারীদের সেরা ছিলেন। আর এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব বিশ্বের সব সৃষ্টির সেরা অগণিত নবী ও রাসূলের অহঙ্কার সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর জন্য তাদেরকে সকল নারীদের মধ্য থেকে বাছাই করে রেখেছিলেন। অতঃপর যেদিন থেকে তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বৈবাহিক বাঁধনে আবদ্ধ হন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-বলে পবিত্র কুরআনুল হাকীমে ঘোষণা করেন, সেদিন থেকেই জগতের সকল মুসলিমের মনের মনি কোঠায় এক বিশাল মর্যাদা ও সম্মানের আসন লাভ করেন। কারণ তারা রিসালাত ও নবুওয়াতের নূরের কাছে সরাসরি অবস্থানের সুযোগলাভে ধৈন্য হয়েছিলেন। সে নূরের আভায় তারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। কুরআন ও হিকমতের প্রকৃত শিক্ষা মূল উৎসের কাছ থেকে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ হয়েছিলো তাদের। দিবা-নিশি, সকাল-সন্ধ্যা অহরহ শত শত সত্যের বাণী তাদের কানে ভেসে আসত। তদুপরি তাদের মেধা, বুদ্ধি, আগ্রহ ও উৎসুকতার কারণে ঘরে-বাইরে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সব বাণী, বক্তৃতা, আদেশ-নিষেধ, উপদেশ তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে শুনতেন আর হৃদয় পটে গেঁথে রাখতেন এবং আমলের মাধ্যমে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। এভাবে তাঁরা শরী'আতের সকল শাখায় প্রভূত বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে, তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যুগলবন্দি হওয়ার কারণে তাদের পূর্বের গুণাবলি শত গুণে বৃদ্ধি পেয়ে যে গুণোৎকর্ষ সাধিত হয় তাতে তারা সর্ব যুগের সেরা নারীদের শ্রেষ্ঠতম স্থান অলঙ্কৃত করেন। সৃষ্টি জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স.) যেমিন শ্রেষ্ঠদের সর্ব শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর (স.) অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে বিশ্বের নারী জাতির ইতিহাসে উম্মাহাতুল মু'মিনীন হলেন সেরাদের সেরা। তাদের তুলনা শুধু তারাই। নারী সমাজের মধ্যে যারা দুনিয়া ও আখিরাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অলঙ্কৃত করতে চায়, তাদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অনুকরণে ও অনুসরণে জীবন গড়তে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান

হাদীস বা সুন্নাহ্ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাস্তব জীবন সত্তার অপর নাম। সাহাবীগণের মধ্যে যারা আমরণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কঠোর চেষ্টা-সাধনা করে হাদীস চর্চায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে নারীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার অনবদ্য অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্মময় জীবনের উভয় দিকই তাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে নবুওয়াতের সে নূর (হাদীস) বিতরণের কাজে নিরলস পরিশ্রম করে তারা ত্যাগের উজ্জ্বল উপমা সৃষ্টি করেছেন। ইল্‌ম হাদীসে তাদের সে অতুল অবদান আজ বিরল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

তৎকালীন সমগ্র নারী জাতির উপর এবং খ্যাতনামা কয়েকজন সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীর উপরই তাদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার্য। বিশিষ্ট সাহাবী আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)[১] যথার্থই বলেছেন: আমরা মুহাম্মাদ (স.) এর সাহাবীগণ কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে; আয়িশা (রা.) এর নিকট সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সঠিক সমাধান পেয়ে যেতাম।[২]

মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ অনেক হাদীস মুখস্থ ও সংরক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু আয়িশা (রা.) ও উম্মু সালামা (রা.) এর সমপর্যায়ে কেউ উপনীত হতে পারেন নি।[৩]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান বলেছেন: আমাদের মধ্যে যখন উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) আছেন, তখন আমরা কিভাবে অন্য কাউকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি?[৪]

---

১ আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) এর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরে হাবশা ও মদীনায় হিজরত করেন। ২০ হিজরীতে উমার (রা.) তাঁকে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তাঁর হাতেই 'আহওয়ায' জয় হয়। পরে তিনি কূফার শাসক নিযুক্ত হন। সিফফিনের যুদ্ধে তিনি আলী (রা.) এর পক্ষে সালিস নিযুক্ত হন। পরে তিনি মৃতু অবধি মক্কায় অবস্থান করেন। দ্র. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *তাকরীবুত তাহযীব*(বৈরূত: দারুল মা'আরিফা, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫), খ. ১, পৃ. ৪১১

২ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহি (স.), বাবু মিন ফাদলি 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৮১৮, পৃ. ২২৮

৩ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَلا مِثْلا لِعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ দ্র. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ২, প্রাগুক্ত, বাব আয়িশা জাওযিন নাবিয়্যি (স.), পৃ. ২৮৬

৪ قَالَ مَرْوَانُ: كَيْفَ نَسْأَلُ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَفِينَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬৯৬; ২৬৭৪১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছার এক মাত্র মাধ্যম সনদ বা আসমাউর রিজাল। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শিক্ষক, যাদের কাছে তারা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং তাদের ছাত্র যারা তাদের থেকে হাদীস শিক্ষাগহণ করেছেন তারা কোন স্তর বা পর্যায়ের তা জানা আবশ্যক।[৫]
যারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সংকলন করেছেন তারা সকলেই 'ইল্ম হাদীসের রাবী বা ছাত্র-শিক্ষক হিসেবেই গন্য। তাদের মধ্যে সাহাবী, তাবি'ঈ, তাব'উত তাবি'ঈ ও তাদের পরবর্তী চতুর্থ হিজরী সন পর্যন্ত অথবা তারও পরবর্তীকালের লোক রয়েছেন। এ রাবীগণকে সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-প্রথম : সাহাবীগণের স্তর, দ্বিতীয়: তাবি'ঈগণের স্তর ও তৃতীয় : তাব'উত তাবি'ঈগণের স্তর।[৬]

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর 'ইল্ম হাদীসের শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স.)। তাঁরা সাধারণত 'ইল্ম হাদীসের প্রধান উৎস তথা রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সরাসরি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। নিম্নে হাদীস বর্ণনায় আধিক্য অনুসারে তাদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কর্মপ্রবাহ ও শিক্ষকবৃন্দের পরিচিতি তুলেধরা হলঃ

১। হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন একদিকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী অপরদিকে ছিলেন প্রিয়তমা শিক্ষার্থী। তিনি সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে সদাসর্বদা হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। যেমনঃ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, একবার তিনি নিজে একটি গদি (আসন) খরিদ করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলি ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (স.) (বাহির হতে) তা দেখলেন; দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমি (আমার গুনাহের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি। বলুন তো, আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; এ গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমি তা খরিদ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এসব ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান কর, অতঃপর বললেন, ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে।[৭]

---

৫ এখানে স্তর দ্বারা হাদীস বিশারগণের ঐ দল বা সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে যারা একই সময় বা কাছাকাছি সময়ের লোক। কখনো পরস্পরের সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়াকেও স্তরের মধ্যে গণ্য করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। রাবীগণের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যিনি একাধিক স্তরের মধ্যে গণ্য হয়েছেন। যেমন- আনাস (রা. মৃ. ৯৩ হি.) একদিকে 'আশারা মুবাশ্শারাগণের স্তরের; আবার বয়সের দিক দিয়ে তিনি পরবর্তী স্তরের মধ্যে গণ্য হয়েছেন।

৬ আবূল ফযল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*(আলহিন্দ: মাতবা'আতু দাইরাতিল মাআরিফিন নিযামিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৩২৬ হি.), খ. ১, পৃ. ১৬-১৭; ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*(ঢাকা: ই. ফা. বা, ২য় সংস্করণ মার্চ ২০০৫), পৃ. ২৯৩

৭ عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة ؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(সাহরানপুর: মাতবাউ' আসাহহিল মাতালিব, তা. বি.), খ. ২, কিতাবুল

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও তিনি নারীদের বিশেষ আসরেও সব সময় অংশগ্রহণ করে হাদীস শিখতেন। যেমন: একদিন তিনি উক্ত আসরে আনসার মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণের সার্বিক তৎপরতা দেখে মন্তব্য করলেন, আনসার মহিলাগণ কতই না উত্তম! দীন শিক্ষার ক্ষেত্রে লাজুকতা (লজ্জাশীলতা) তাদের মধ্যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি।[৮]

হযরত আয়িশা (রা.) সকাল-সন্ধা সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ছোট বড় সব বিষয়ের হাদীস তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছ থেকে শিক্ষা করতেন। যেমন: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার খাওয়া শুরু করে সে যেন প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করে বা বলে। প্রথমে তা বলতে ভুলে গেলে পরে বলবে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু'।[৯]

শিক্ষাগ্রহণের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি অসাধারণ মেধা ও গভীর মনোযোগ না থাকে সে যতই ভাল শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকুক না কেন, কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা.) এর সব রকম সুযোগের সাথ সাথে মেধা ও মনোযোগেও ছিল অনেক বেশি। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন: তিনি বলেন, যখন এই আয়াত: بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى وامر (বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর) মক্কায় নাযিল হয় তখন আমি এক ছোট মেয়ে, খেলছিলাম।[১০] এমনিভাবে তাঁর ছোটবেলার সব কথা যা তিনি তাঁর পিতা ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুখে শুনছিলেন, তা তিনি হুবহু স্মৃতিতে ধারণ করে রেখে ছিলেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সকাল-সন্ধা আমাদের ঘরে আসেন নি, আমাদের উপর কখনও এমন কোন দিন যায় নি।[১১]

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি। তার মধ্যে ১৭৪টি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি তথা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে সংকলন করেছেন। ইমাম বুখারী ৫৪টি হাদীস এককভাবে এবং ইমাম মুসলিম ৬৯টি হাদীস এককভাবে নিজ নিজ সহীহ কিতাবে সংকলন করেছেন।[১২] বাকি হাদীসগুলো অন্যান্য কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

লিবাস, বাবু মান কারিহাল কু'উদ আলাস সুওর, হাদীস নং ৫৬১২, পৃ. ৮৮০; মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাজ্জাজ ইমাম মুসলিম আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(কলিকাতা: দারু ইশা'আতে ইসলামিয়্যা ও আসাহহুল মাতাবি', তা. বি.), খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবু তাহরীমি তাসবীরি সূরাতিল হায়ওয়ান.., হাদীস নং ২১০৭, পৃ. ১৯৯

৮ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইল্‌ম, বাবুল হায়া ফিল 'ইল্‌ম, পৃ. ২৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, হাদীস নং ৩৩২, পৃ. ১৫০; মসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮

৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ দ্র. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌নু আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(ঢাকা: হামীদিয়্যা লাইব্রেরী লিমিটেড, তা. বি.), খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, বাবুত তাসমিয়াতি 'আলাত তা'আম, হাদীস নং ৩৭৬৭, পৃ. ৫২৮

১০ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু কাওলুহু বালিস সা'আতু মাওয়ি'দুহুম ওয়াস সা'আতু আদহা ওয়া আমার, হাদীস নং ৪৪৯৮

১১ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَمَا مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ قَطُّ إِلا وَرَسُولُ اللَّهِ يَأْتِينَا فِيهِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'য়াদ, তাহকীক: আব্দুল কাদির আতা, *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*(বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০), প্রাগুক্ত, খ. ৩, বাব যিকরু ইসলামি আবী বকর, পৃ. ১২৮

১২ (مُسْنَدُ عَائِشَةَ) : يَبْلُغُ أَلْفَيْنِ وَمائَتَيْنِ وَعَشْرَةِ أَحَادِيْثَ.اتَّفَقَ لَهَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى: مائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَسَبْعِيْنَ حَدِيْثاً. وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ.وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ দ্র. শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসমান আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*(কায়রো: দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ ১৪২৭/২০০৬), খ. ২, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে ৮১৯টি, সহীহু মুসলিমে ৬০৮টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ২৬৬টি, সুনানু আবী দাউদে ৪১৭টি, সুনানুন নাসাঈতে ৬৫৬টি এবং সুনানু ইব্‌ন মাজায় ৩৯৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১৩]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ৯৭২টি, সহীহু মুসলিমে ৭৪১টি, মু'আত্তায় ১৫৩টি, সুনানুন নাসাঈতে ৬৭৯টি, সুনানুত তিরমিযীতে ৩৮৭টি, সুনানু আবী দাউদে ৪৮৫টি ও সুনানু ইব্‌ন মাজায় ৪১৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলে ২৪০১০ হতে ২৬৪১২ পর্যন্ত ২৪০২টি, মুসনাদু ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইয়ে ৫৪৪ হতে ২৪২৫ পর্যন্ত ১৮৮১টি, মুসনাদুল হুমায়দীতে ১৫৯ হতে ১০৭৩ পর্যন্ত ৯১৪টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

তাঁর ইল্‌ম হাদীসের শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ. মৃ. ৭৪৮ হি.) রচিত 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ও হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (রহ. মৃ. ৮৫২ হি.) রচিত 'আল-ইসাবাহ ফী তাম'য়ীযিস সাহাবা'[১৪] গ্রন্থদ্বয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর একটি তালিকা দিয়েছেন।[১৫] তালিকায় যাদের নাম এসেছে- তারা হলেন:

(১) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)

মহান রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে চিরকালের জন্য বিশ্বমানবতার পরিশুদ্ধকারী ও শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠান।[১৬] রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেও নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন।[১৭] মানবজাতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। যেমন: মু'আবিয়া ইব্‌নুল হাকাম আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক

---

১৩ ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*(ঢাকা: ই.ফা. বা, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারী, ২০১০), পৃ. ২৫৬-২৫৭

১৪ 'আল-ইসাবাহ ফী তাম'য়ীযিস সাহাবা' এটি রিজাল শাস্ত্রের উপর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। বিশেষ করে সাহাবীদের জীবনী সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। "আল-ইসতী'আব" ও "উসুদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা " গ্রন্থে যে সকল সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে, এতে সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম আস-সুয়ূতী (রহ. মৃ. ৯১১/১৫০৫) "আইনুল ইসাবাহ" নামে এর সার-সংক্ষেপ করেছেন। দ্র. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

১৫ روت عائشة عن النبى صلى الله عليه و سلم الكثير الطيبب وروت ايضا عن ابيها و عن عمر و فاطمة و سعد بن ابى وقاص و أسيد بن حضير و جذامة بنت وهب و حمزة بنت عمرو দ্র. আবুল ফযল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্ তাম্‌য়ীযিস সাহাবা*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি.), খ. ৮, বাব আয়িশা বিন্‌ত আবী বকর আস-সিদ্দীক, পৃ. ২৩৪; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৫

১৬ আল্লাহ তা'আলা বলেন, هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত; ইতিপূর্বে তো তারাই ছিল ঘোর পথভ্রষ্ঠতায় লিপ্ত। দ্র. *আল-কুরআন*, ৬২ : ২

১৭ যেমন তিনি একদিন শিক্ষার আসরে এ কথা বলে বসে পড়েন যে, انما بعث معلما আমাকে তো মু'আল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। দ্র. ইব্‌নু মাজা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইয়াযীদ আল-কাযবীনী, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *সুনানু ইব্‌ন মাজা*(বৈরূত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৯৭৫ খৃ./১৩৯৫ হি.), খ. ১, মুকাদ্দিমাহ, বাবু ফাদলিল 'উলামা ওয়াল হাচ্ছু 'আলা তলাবিল 'ইলম, হাদীস নং ২২৯

 Dhaka University Institutional Repository

আর দেখি নি।[১৮] একজন বরেণ্য শিক্ষকের সত্যিকার পরিচয় ফুটেওঠে তাঁর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে। তাদের দ্বারাই ইতিহাসে শিক্ষকের স্থান ও মর্যাদাও নির্ধারিত হয়। এ মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন যারা তাদের সংখ্যা অগণিত, এ পৃথিবীর ইতিহাসে কোন শিক্ষকের এত বেশি ছাত্র-ছাত্রীর সন্ধান মিলবে না। তিনি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার দিক দিয়ে অতুলনীয় নয়, বরং তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানের দিক দিয়েও তাঁর তুলনা নেই। আমরা যাদেরকে সাহাবী বলি তারা ছিলেন মূলত রাসূলুল্লাহ (স.) ছাত্র-ছাত্রী। রাসূলুল্লাহ (স.) কেবল পুরুষদেরকেই শিক্ষা দেন নি, বরং নারীরাও সমানভাবে শিক্ষালাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করেন নি, বরং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই তিনি কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নারীদের মধ্যে যারা পবিত্রতা, মেধা, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ, যারা তাঁর নবুওয়াতের শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন। সুতরাং 'আজওয়াজুম মুতাহ্হারা' হলেন রাসূলুল্লাহ (স.) একান্ত শিক্ষার্থী, যারা নবুওয়াত ও রিছালাতের নূর গ্রহণ করে সে নূরের দ্যুতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

(২) প্রথম খলীফা আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক[১৯] (রা.) হিজরাতের ৫০ বছর ৬ মাস পূর্বে 'আমুল ফীল' এর ২ বছর ৪ মাস পরে ৫৭১-৫৭২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে তাঁর আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল। তিনি অধিকাংশ বাণিজ্যিক সফরে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সঙ্গী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী আযাদ বয়স্ক পুরুষদের মাঝে তিনিই প্রথম।[২০] আবূ বকর (রা.) মূলত রাসূলুল্লাহ (স.) এর সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন। সারাদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দীনের তাবলীগে ব্যস্ত থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স.)ও সকাল-সন্ধা হযরত আবূ বকর (রা.) এর বাড়িতে তাশরীফ নিতেন।[২১] যারা পূর্ণ তেইশ বছর রাসূলুল্লাহ (স.) এর দার্সে বসার সুযোগ লাভ করেন, তাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৪২টি। রাসূলুল্লাহ (স.) এর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এত কম সংখ্যক হাদীস দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

---

১৮ তিনি সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর পিছনে নামাজে দাঁড়িয়েছেন। একজন মুসল্লি হাঁচি দিল, আর তিনি জোরে ইয়ারহামুকাল্লাহ উচ্চারণ করলেন। পাশের মুসল্লিরা চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছো কেন? তারা নিজেদের উরুতে থাপ্পড় মেরে তাঁকে চুপ করতে বলছিলেন। সবশেষে, তিনি চুপ করেন। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে এত সুন্দরভাবে বিষয়টি শিখিয়ে দেন যে, তিনি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন এ বলে, ما رايت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرنى ولا ضربنى و شتمنى দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'উস সালাতি, বাবু তাহরীমিল কালাম ফিস সালাতি, হাদীস নং ৫৩৭

১৯ নাম আব্দুল্লাহ। ডাকনাম (কুনিয়াত) আবূ বকর। উপাধি সিদ্দীক ও আতীক। পিতার নাম 'উসমান। কুনিয়াত আবূ কুহাফা। মাতার নাম সালমা এবং কুনিয়াত উম্মুল খায়ের। তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, একমাত্র আবূ বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছি। ইসলামের জন্য তিনি সব সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। নিজের অল্পবয়স্কা কন্যা 'আয়িশা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ দেন। মোহরের অর্থও নিজেই পরিশোধ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হিজরতে তাঁর সাহচর্যের কথা কুরআনে বলা হয়েছে: ثاني اثنين اذهما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং ৪০। তিনি রাসূল (স.) এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন: لوكنت متخذا خليلا من امتى لاتخذت ابا بكر خليلا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৬৬, তিনি ১৩ /৬৩৪ সালে এন্তেকাল করেন। হযরত 'আয়িশা (রা.) এর হুজরায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর পাশে একটু পূর্ব দিকে তাকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিন মাস দশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১-২৮

২০ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَسْلَمَ أَبِي أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَلا وَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ أَبِي إِلا وَهُوَ يَدِينُ الدين দ্র. *আত্-তাবাকুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, বাব যিকরু ইসলামি আবী বকর, পৃ. ১২৮

২১ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَمَا مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ قَطُّ إِلا وَرَسُولُ اللَّهِ يَأْتِينَا فِيهِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স.) সকাল-সন্ধা আমাদের ঘরে আসেন নি, আমাদের উপর কখনও এমন কোন দিন যায় নি। দ্র. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে তাঁর কারণ উল্লেখ করে বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক।[২২] অত্যধিক সতর্কতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় খুব কম। এছাড়াও তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর কম সময় জীবিত ছিলেন। তাও আবার ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর থেকে তাঁর দু'কন্যা হযরত আয়িশা ও আসমা (রা.) ও প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন: হযরত উমার, 'উসমান, আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন 'উমার, ইব্ন 'আব্বাস, হুযাইফা, যায়েদ ইব্ন সাবিত, উকবা, মা'কাল, আনাস, আবূ হুরায়রা, আবূ 'উসামা, আবূ বারায়াহ, আবূ মূসা প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া বিশিষ্ট তাবি'ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৩]

(৩) দ্বিতীয় খলীফা 'উমার আল-ফারূক (রা.)

হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব[২৪] (রা.) মক্কা মুকাররামায় 'দারুল আরকাম' নামক রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিদ্যালয় এসে নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বা ৫ম সনে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে নাটকীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে দেন।[২৫] এরপর ইসলাম জানা-বুঝা, প্রচার-প্রসারের সব কাজে সব সময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পাশে থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সতের বছর রাসূলুল্লাহ (স.) এর দার্সে বসার সুযোগ পান।[২৬] এ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে অগাত জ্ঞানার্জন করে সত্য ও ন্যায়ের এমন প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে 'মুহাদ্দাস' ছিলেন। সুতরাং যদি আমার উম্মতের মধ্যে

---

২২ وكان أول من احتاط في قبول الأخبار হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা সর্তকতা অবলম্বন করেছেন, তিনি তাদের প্রথম ব্যক্তি। দ্র. শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উসমান আয-যাহাবী, *তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৮), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

২৩ *তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০

২৪ নাম 'উমার; কুনিয়াত আবূ হাফস; লকব ফারুক। পিতার নাম খাত্তাব ও মাতার নাম হানতামা। কুরায়শ বংশের আ'দী গোত্রের লোক 'উমার (রা.) এর অষ্টম পুরুষ, কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নসবের সাথে মিলিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্মের ১৩ বছর পরে ৫৮৩ খ্রি. মুতাবেক হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ম/৬ষ্ঠ নববী সনে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। তাঁর পূর্বে ৪০ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) এর এন্তেকালের পর ১৩ হিজরীর ২৩ জমাদিউল উখরা মোতাবিক ২৪ আগস্ট ৬৩৪ সনে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৩ হিজরীর ২৩ জিলহাজ্জ/৬৪৪ সালের ৩ নভেম্বর তাঁর খেলাফত সমাপ্ত হয়। তাঁর খেলাফত কাল সর্বমোট ১০ বছর ৬ মাস স্থায়ী হয়। এ স্বল্প সময়ে গোটা বাইজানটাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়। স্বীয় কন্যা হাফসা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বিয়ে দেন। হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ ৬৩ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। রওযায় নববীর মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯-৪০

২৫ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত 'উমার (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব রাতে রাসূলুল্লাহ (স.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আবূ জাহল ইব্ন হিশাম অথবা উমার ইব্নুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে মর্যাদা ও শক্তিদান করুন। এরপর ভোর বেলা উমার উঠে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মসজিদুল হারামে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। দ্র. মুহাম্মাদ ইব্নু 'ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন মূসা ইব্ন আদ-দাহ্হাক আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্ তিরমিযী*(দিল্লী: কুতুব খানায় রশিদীয়্যা, খ. সংখ্যা ২, তা. বি.), খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.) হাদীস নং ৩৭৬৬

২৬ মানবজাতির ইতিহাসের বিস্ময়কর নায়ক 'উমার ইব্নুর খাত্তাব (রা.) মক্কায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর চরম দুশমনির মধ্য দিয়ে তাঁর ছয়টি বছর কেটে যায়। যখন তিনি সত্যকে জানলেন তখন তাঁর জীবনেরও অর্ধেক কেটে গেছে। এ দীর্ঘ সময়ে কিন্তু মক্কার কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারেন নি। মক্কার মানুষের নিকট একজন রগচটা ও দুর্ধর্ষ ধরনের মানুষরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর শিক্ষার আসরে বসলেন। আর ইতিহাস তাকে মর্যাদার কোন আসনে সমাসীন করেছে, তা পৃথিবীর মানুষের সামনেই আছে। ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহর (স.) শিক্ষাদান পদ্ধতি*(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মে ২০১১), পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে এ নি'য়ামত দ্বারা বিশেষভাবে মহিমান্বিত করা হয়, তবে তিনি 'উমার (রা.)।'[২৭] রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'উমার (রা.) এর জিহ্বা ও হৃদয়ে হক রেখে দিয়েছেন।[২৮] রাসূলুল্লাহ (স.) এর শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহচর্যে তিনি এমন উত্তম শিষ্টাচার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যদি আমার পর কোন নবী হত তবে 'উমার ইব্নুল খাত্তাব নবী হতেন।'[২৯] তিনি মুতাওয়াচ্ছিতুন[৩০] বা মধ্যম স্তরের বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯টি। বুখারী ও মুসলিম শরীফ উভয় গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। বুখারী শরীফে এককভাবে ৯ খানা আর মুসলিম শরীফে এককভাবে ১৫ খানা, সর্বমোট ২৪ খানা হাদীস সহীহাইনে সংকলিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম।[৩১] এছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর হাদীসের সংখ্যা এত কম হয়েছে। তাঁর থেকে কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.), তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, ইব্ন আব্বাস।[৩২]

(৪) ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (স.)

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সর্বকনিষ্ঠা ও সর্বাধিক স্নেহের কন্যা হযরত ফাতিমা[৩৩] (রা.) থেকেই রাসূলুল্লাহ (স.)

---

২৭ (إنه كان قدكان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল আমবিয়া, বাবু আম হাছিবতা আন্না আসহাবিল কাহাফে ওয়ার রকীমে, হাদীস নং ৩২৮২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদালিস সাহাবা (রা.), বাবু মিন ফাদায়িলি 'উমার (রা.) হাদীস নং ২৩৯৮, অত্র হাদীসে হযরত উমার (রা.) কে মুহাম্মাদ (স.) এর উম্মতের 'মুহাদ্দাস' বলা হয়েছে। 'মুহাদ্দাস' আল্লাহ তা'আলার সে সৌভাগ্যবান বান্দাকে বলা হয় যিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অধিক হারে ইলহাম প্রাপ্ত হন। হাদীসের শব্দাবলি থেকে কারো ভুল বুঝার কোন সুয়োগ নেই যে রাসূলুল্লাহ (স.) এর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল। কারণ তাঁর উম্মত যখন উত্তম উম্মত এবং পূর্ববতী সব উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ, যখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, এদের মধ্যেও এরূপ সৌভাগ্যবান বান্দা হবেন যাকে অধিক ইলহামের নি'য়ামত দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণীর উদ্দেশ্য ও দাবি হচ্ছে, হযরত উমার (রা.) এর বৈশিষ্ট্যাবলি সম্বন্ধে লোকজনকে অবগত করা। দ্র. *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৪১

২৮ إنَّ اللَّهَ جعلَ الحقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلبه দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.) হাদীস নং ৩৭৬৫; إنَّ الله تعالى وضع الحقَّ على لسان عمر يقول به দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল খিরাজ ওয়াল ফাই' ওয়াল ইমারাত, বাব ফী তাদ্‌ভীনিল 'আতা, হাদীস নং ২৯৬২

২৯ لو كَانَ نبيٌّ بعدي لكَانَ عُمَر بنُ الخَطَّابِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ৩৭৬৯

৩০ হাজার (১০০০) থেকে পাঁচশত (৫০০) পর্যন্ত হাদীস বর্ণনাকারীগণকে মুতাওয়াচ্ছিতুন বলা হয়। এ স্তরের রাবীগণের সংখ্যা চার (৪) জন আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৮৪৮। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭০০/৬০০। আলী মুরতাজা (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮৬। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.), তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯। আর পাঁচশত (৫০০) থেকে একশত (১০০) পর্যন্ত হাদীস বর্ণনাকারীগণকে মুকেল্লুন বলা হয়। এ স্তরের রাবীগণের সংখ্যা ২১জন। হাজারের (১০০০) উর্ধ্বে হাদীস বর্ণনাকারীগণকে মুকছিরূন বা মুকাচ্ছিরূন বলা হয়। এ স্তরের রাবীগণের সংখ্যা ৭ জন। আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪, আনাস ইব্ন মালেক (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০/১৬৬০, যাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৪০, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০, হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০, আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি। দ্র. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ব ও ইতিহাস*(ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ১ম সংস্করণ ২০০৪), পৃ. ৪৮-৪৯

৩১ وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل দ্র. *তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০

৩২ روى عنه: علي، وابن مسعود، وابن عباس وأبو هريرة، وعدة من الصحابة، وعلقمة بن وقاص، وقيس بن أبي حازم، وطارق بن شهاب، ومولاه أسلم وزر بن حبيش، وخلق سواهم দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৭

৩৩ হযরত ফাতিমা রাসূলুল্লাহ (স.) এর অতি আদরের ছোট মেয়ে। তাঁর উপাধি যোহরা। নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নারী প্রথম মুসলিম উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা.)। ইব্ন ইসহাক হযরত 'আয়িশা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

এর বংশধারা চলে আসছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর খুবই প্রিয় ও আদরের কন্যা ছিলেন।[৩৪] তাঁর কষ্ট রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য অসহনীয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: ফাতিমার দেহ আমার দেহের অংশ যে তাকে কষ্ট দিবে সে আমাকেই কষ্ট দেবে।[৩৫] হযরত ফাতিমা (রা.) এর দৈহিক কাঠামো রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। হযরত আয়িশা বলেন, ফাতিমা (রা.) এর কথাবার্তা, স্বভাব প্রকৃতি, উঠাবসা ও চলাফেরার ধরন অবিকল রাসূলুল্লাহ (স.) এর মত ছিল।[৩৬] তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে আঠারটি (১৮) হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মধ্যে একটি হাদীস 'মুত্তাফাকুন 'আলাইহি' অর্থাৎ আয়িশা (রা.) এর সনদে বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেন।[৩৭] আর ফাতিমা (রা.) থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন: তাঁর কলিজার টুকরা দুই ছেলে হাসান, হুসাইন, স্বামী আলী ইব্ন আবী তালিব, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা, উম্মু রাফি', আনাস ইব্ন মালিক, উম্মু সালামা, ফাতিমা বিন্ত আল হুসাইন, (রা.) ও আরো অনেকে।[৩৮] ইব্নুল জাওযী বলেন, একমাত্র ফাতিমা (রা.) ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন মেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় নি।[৩৯]

(৫) সা'য়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (سعد بن أبى وقاص)

হযরত সা'য়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হলেন তৃতীয় মুসলিম। তাঁর পূর্বে কেবল দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের বছর। তিনিই আশারা মুবাশ্শারার মধ্যে সর্বশেষ ওফাত প্রাপ্ত সাহাবী।[৪০] হযরত সা'য়াদ (রা.) যে দু'আ করতেন সাধারণত তা কবূলই হত। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! সা'য়াদ যখন তোমার নিকট দু'আ করে তখন তাঁর দু'আ কবূল করে নিও।[৪১] রাসূলুল্লাহ (স.), খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট হযরত সা'য়াদ (রা.) এর মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অতি উচ্চে। তারা তাঁর মতামতকে যে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন, বহু হাদীসের মাধ্যমে একথা জানা যায়। একবার সা'য়াদ (রা.) মোজার ওপর মাসেহ সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) তাঁর পিতা 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) এর কাছে

পিতাকে নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদা দানে ভূষিত করলেন, তখন খাদীজা ও তাঁর কন্যারা ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর ১৫ বছর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। আলী (রা.) বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত লৌহ বর্মটি হযরত ওসমান (রা.) এর কাছে ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে বিবাহের মাহর ও অন্যান্য খরচাদি সমাধা করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) এর বয়স যখন ২৯ বছর রাসূলুল্লাহ (স.) তখন এ পৃথিবী থেকে চলে যান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের ছয় মাস পরে হিজরী ১১ সনের রমযান মাসে হযরত ফাতিমা (রা.) এন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৮/২৯ মতান্তরে ত্রিশ বছর। দ্র. আবুল হাসান আলী ইব্ন আবুল করম মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল করীম ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী আল-জাযরী ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর, তাহকীক: আলী মুহাম্মাদ মু'য়াওবিয, *উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৪), খ. ৫, পৃ. ৫২৪; *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৯

৩৪ একবার তিনি বলেন: كان أحب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ফাদলি ফাতিমা (রা.), হাদীস নং ৩৯৬০

৩৫ فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা (রা.), বাবু মানাকিবু কারাবাতি রাসূলিল্লাহ (স.) ওয়া মানকাবাতু ফাতিমা (রা.), হাদীস নং ৩৫১০

৩৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নবুওয়াত ফিল ইসলাম, হাদীস নং ৩৬২৩; খ. ২, কিতাবুল ইসতিযান, বাবু মান নাজা বাইনা ইয়াদাইন নাছি..., হাদীস নং ৬২৮৫

৩৭ وَلَهَا فِي مُسْنَدِ بَقِيٍّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثاً مِنْهَا حديث واحد متفق عليه দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪২৬

৩৮ وَرَوَى عَنْهَا ابْنُهَا الحُسَيْنُ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُم وَرِوَايَتُهَا فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ৪১৫

৩৯ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ২, পৃ. ১১৯

৪০ *মা'আরিফুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮

৪১ اللَّهُمَّ استجبْ لسَعْدٍ إذا دعاكَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ৩৮৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলে ‘উমার (রা.) বললেন: সা‘য়াদ যখন তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে সম্পর্কে অন্য কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। হযরত সা‘য়াদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে মেয়েরা; যেমন: ইবরাহীম, আমের, মুসয়াব, মুহাম্মাদ, আয়িশা এবং বিশিষ্ট তাবি‘ঈগণ সা‘য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব আবূ ‘উসমান আন-নাহদী, কায়িস ইব্‌ন আবী হাযিম, আলকামা, আহনাফ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪২]

(৬) উসাইদ ইব্‌নুল হুদায়র (أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ)

জলীল কদর সাহাবী হযরত উসাইদ ইব্‌ন হুদায়র ইব্‌ন ছাম্মাক[৪৩] (রা.) ছিলেন দ্বিতীয় আকাবায়ে মনোনীত বার জন নকীবের অন্যতম। ইফ্‌কের ঘটনায় তিনি আয়িশা (রা.) এর পক্ষে ছিলেন। ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌নুল আসীর (রহ. মৃ ৬৩০/১২৩৩) বলেন: তাঁর থেকে হযরত কা‘ব ইব্‌ন মালিক, আবূ সা‘য়ীদ খুদরী, আনাস ইব্‌ন মালিক ও উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৪] রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ও যায়দ ইব্‌ন হারিসার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(৭) জুদামা বিন্‌ত ওহাব (جدامة بنت وهب الأسدية)

নাম জুদামাহ বিন্‌ত ওহাব আল-আসাদিয়্যাহ। তিনি উক্কাশার (عُكَّاشَةُ) বোন। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বাই‘য়াত গ্রহণ করে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ছিলেন বনী ‘আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের উনাইস ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন রাবী‘য়াহর স্ত্রী। তাঁর থেকে হযরত আয়িশা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (রহ.) তাঁর সহীহ কিতাবে উল্লেখ করেন: ‘উরওয়াহ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে তিনি জুদামা বিন্‌ত ওয়াহাব (রা.) থেকে তিনি বলেন: একদিন আমি আরও কিছু লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি বললেন: আমি ‘গীলা’[৪৫] নিষেধ করতে ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দিকে দেখলাম। দেখি তারা ‘গীলা’ করে; অথচ এটা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর লোকেরা আজল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: এটা জীবন্ত কন্যা পুঁতে ফেলা,

---

৪২ *আল-ইসাবাহ্ তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩; *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খ. ১, পৃ. ৮১-৮৯

৪৩ তাঁর নাম উসাইদ। পিতার নাম হুদায়র, উপনাম আবূ ইয়াহইয়া, আবূ আতীক, আবূ হুদায়র, আবূ আমর, বলা হয়, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে আবূ ঈসা কুনিয়াত দিয়েছিলেন। তিনি মদীনার আউস গোত্রের সন্তান। কারো কারো মতে আশহাল গোত্রের সন্তান। তিনি সা'য়াদ ইব্‌ন মু'য়ায (রা.) এর আগে মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা.) এর হাতে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করে। আবূ বকর (রা.) তাঁকে খুব সম্মান করতেন এবং তাঁর উপর কাউকে প্রাধান্য দিতেন না। তিনি বদর সহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি খুব সুন্দর কণ্ঠে কুরআনুল কারীম পাঠ করেন। বাই'য়াতে আকাবায় যে, বার জন নেতা (নকীব) মনোনীত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি অন্যমত। হিজবীর ২০ সনে শা'বান মাসে উমার (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি মদীনায় এন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাকে সমাহিত করা হয়। উমার (রা.) তাঁর জানাযাতে ইমামতি করেন এবং তাঁর কফীনের খাটিয়া বহন করেন। দ্র. *উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবুল আলিফ, পৃ. ৮০-৮১; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনু. ও প্রকা. খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর রাহীকুল মাখতুম*(লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী, চতুর্থ প্রকাশ - ২০০০), পৃ. ১৭৮

৪৪ روى عنه كعب بن مالك وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنها- وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة দ্র. *উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবুল আলিফ, পৃ. ৮১

৪৫ الارضاع حال الحمل أو أن يجامع الرجل زوجته و هى مرضعة و كذلك اذا حملت و هى مرضع অর্থাৎ ‘গীলা’ বলা হয় স্তন্যদানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা দুগ্ধদানকালে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া। দ্র. আলী ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মাদ আল-কারী, *মেরকাতুল মাফাতীহ, সরহু মেশকাতুল মাসাবীহ*(বৈরূত: দারুল ফিকার, ১ম প্রকাশ ২০০২), খ. ৫, পৃ. ২০৯২

Dhaka University Institutional Repository

তবে তা প্রচ্ছন্নভাবে।[৪৬]

(৮) হামজা বিন্ত আমর (حمزة بن عمرو الأسلمى)

হামজা বিন্ত ‘আমর আল-আসলামী। তাঁর থেকে হযরত আয়িশা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন: হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, ‘হামযা ইব্ন ‘আমর আসলামী (রা.) বেশি রোযা রাখতেন’। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন। হুযুর! আমি কি সফরে রোযা রাখতে পারি? হুযুর (স.) বললেন: যদি চাও রাখতে পার। আর যদি না রাখতে চাও তাও পার।[৪৭]
‘আল-ইসাবাহ ফী তাম’য়ীযিস সাহাবা’ গ্রন্থে বর্ণিত এই আট জন যাদের থেকে আয়িশা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মুসনাদুল ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যা হযরত আয়িশা (রা.) ‘হিন্দ বিন্ত উতবা’ থেকে বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে ‘হিন্দ’ও আয়িশা (রা.) এর হাদীসের উসতাদ।

(৯) হিন্দ বিন্ত ’উতবা (هند بنت عتبة بن ربيعة)

মক্কার অভিজাত কুরায়শ খান্দানের সন্তান হযরত হিন্দ বিন্ত ‘উতবা ইব্ন রাবী‘য়াহ্ (রা.)।[৪৮] ইসলাম পূর্ব ও ইসলাম পরবর্তী আরবে যে সকল মহিলা বিশেষ খ্যাতির অধিকারিনী তিনি তাদের একজন। তাঁর বড় পরিচয় তিনি উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু‘আবিয়া ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা.) এর গৌরবান্বিতা মা। মক্কা বিজয়ের পরদিন হিন্দার স্বামী আবু সুফইয়ানের ইসলাম গ্রহণের পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৯] রাসূলুল্লাহ (স.) আবূ সুফইয়ান ও হিন্দার পূর্বের বিবাহ বহাল রাখেন। হযরত হিন্দ (রা.)

---

৪৬ عن عروة، عن عائشة، عن جذامة بِنْت وهب، أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن انهي عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذلكَ الوأدُ الخفِيُّ দ্র. *উসুদুল গাবাহ ফী মা’রিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিছা, হরফুল জীম, পৃ. ৪১

৪৭ عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : يا رسول الله إني كنت أسرد الصوم فأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু ‘আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৫৬৪৮/২৫৬৬২, পৃ. ১৯৩, ২০২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবুত তাখয়ীর ফীস্ সাওমে ওয়াল ফিতরে ফীস্ সফরে, হাদীস নং ১১২১, পৃ.৫৪৬

৪৮ উতবা ইব্ন রাবী‘আ ইব্ন আব্দু মান্নাফ ইব্ন আব্দুশ শামছ এর কন্যা হিন্দ। তাঁর মা সফিয়্যা বিন্ত উমাইয়্যা ইব্ন হারিছা আস-সুলামিয়্যা। কুরায়শ বংশের যুবক আল-ফাকিহ ইব্ন আল-মুগীরা আল-মাখযূমীর সাথে হিন্দ এর প্রথম বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে টেকেনি। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অতঃপর আবূ সফইয়ান তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর ঔরসে মু‘আবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। মু‘আবিয়া যখন ছোট্ট শিশু তখন একদিন একটি লোক তাকে দেখে মন্তব্য করেন, আমার বিশ্বাস এই ছেলেটি তার জাতির নেতৃত্ব দিবে। মু‘আবিয়া (রা.) তাঁর মায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, হিন্দ ছিলেন জাহিলী যুগে কুরায়শদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী এবং ইসলামী যুগেও একজন সম্মানিত মহিলা। হযরত মু‘আবিয়া (রা.) ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, মেধাবী ও দক্ষ মানুষ। তিনি তাঁর যাবতীয় গুণ পিতার চেয়ে মায়ের নিকট থেকেই বেশি অর্জন করেন। হযরত মু‘আবিয়া (রা.) পরবর্তী জীবনে কোথাও নিজের গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ উঠলে অকপটে মায়ের প্রতিই আরোপ করতেন। প্রতিপক্ষের সমালোচনার জবাবে তিনি গর্বের সাথে প্রায়ই বলতেন। আমি হিন্দ এর ছেলে। দ্র. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩৫

৪৯ তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল তথ্য বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ: হিন্দ আবূ সুফইয়ানকে বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি, মুহাম্মাদের অনুসারী হব। আবূ সুফইয়ান বললেন: গতকালও তো দেখলাম তুমি এ কাজকে ভীষণ অপছন্দ করছ। হিন্দ: আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়েছে, গত রাতের পূর্বে এ মসজিদে আর কোন দিন আল্লাহর সত্যিকার ইবাদত হয় নি। তাঁরা কিয়াম, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যই সেখানে এসেছে। আবূ সুফইয়ান: তুমি যা করার তাতো করেছো। তুমি তাঁর নিকট যাওয়ার সময় তোমার গোত্রের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। একথার পর হিন্দ হযরত উসমান মতান্তরে হযরত উমার (রা.) এর নিকট যান। তখন হিন্দ এর সঙ্গে ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমন কিছু মহিলাও ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এলেন। হিন্দ এর ভয় ছিল, হামযা (রা.) এর সাথে তাঁর আচরণের জন্য রাসূল (স.) তাঁকে পাকড়াও করতে পারেন, তাই মাথা-মুখ ঢেকে অপরিচিতের বেশে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট প্রবেশ

 Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) এর কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে মু'আবিয়া ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছে। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের একটি এই হিন্দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললাম, আবূ সুফইয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পদ থেকে তাঁর অগোচরে আমি যা কিছু নিই তাছাড়া তিনি আমার ছেলে ও আমাকে কিছুই দেন না। এতে কি আমার কোন অপরাধ হবে? তিনি বললেন, তোমার ছেলে ও তোমার প্রয়োজন পূরণ হয় ততটুকু যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণ কর।[৫০] তবে ইব্‌নুল জাওযী 'আল-মুজতানা' গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দ রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সরাসরি কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৫১] বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় হিন্দ (রা.) খলীফা হযরত 'উমার (রা.) এর খিলাফত কালে ১৪/৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে এন্তেকাল করেন।[৫২]

(১০) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (عبد الرحمن بن أبى بكر)

তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর একমাত্র আপন ভাই। আয়িশা (রা.) এর অধিকাংশ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। এটাই আয়িশা (রা.) এর মুসনাদে পাওয়া যায়। তবে মেশকাত প্রণেতা - শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব তাঁর 'ইকমাল ফী আছমা'ইর রিজাল' গ্রন্থে 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন," اسلم عام الحديبية و حسن اسلامه و كان اسن ولد ابى بكر روت عنه عائشة و حفصة و غيرهما" [৫৩] এখানে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন, তাঁর থেকে আয়িশা ও হাফসা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন।

২। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত সান্নিধ্যে একাধারে সাতটি বছর হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি একদিকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, অপরদিকে তাঁর বয়সও শিক্ষা লাভের অনুকূলে ছিল। ফলে হাদীস শিক্ষা কার্যক্রমে 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অলংকৃত করতে স্বক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মাহমূদ ইব্‌ন লবীদের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ অনেক হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তবে হযরত আয়িশা ও

করেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন আরো অনেক মহিলা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে বায়'আত হওয়া। তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁর নিকট বসাছিলেন তাঁর দু'বেগম, কন্যা ফাতিমা ও বানূ আবদিল মুত্তালিবের আরো অনেক মহিলা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় হিন্দ কথা বললেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে। উহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) এর কলিজা চিবিয়েছিলেন তাই আজ বড় লজ্জা ও অনুশোচনা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (স.) সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর মনোনীত দীনকে বিজয়ী করেছেন। আপনার ও আমার মাঝে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে সূত্রে আমি আপনার নিকট ভালো ব্যবহার আশা করি। এখন আমি একজন ঈমানদার ও বিশ্বাসী নারী একথা বলেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে পরিচিতি দেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! (স.) আমি হিন্দ বিন্‌ত উতবা। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, খোশ আমদেদ। হিন্দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (স.) আল্লাহর কসম! হেয় ও অপমান করার জন্য আপনার বাড়ির চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় বাড়ি ধরাপৃষ্টে আর ছিল না। আর এখন আপনার বাড়ির চেয়ে অধিক সম্মানিত বাড়ি আমার নিকট দ্বিতীয়টি নেই। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খ. ৬, পৃ.২৭৪-২৭৫

৫০ عن عائشة ان هند قالت : يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وليس لي الا ما يدخل بيتي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীস নং ২৫৭৫৪/২৫৭৬৮, পৃ. ২৩০; একমাত্র তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৫১ উমার রিদা কাহহলা, *আ'লামুন-নিসা*(বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৪), খ. ৫, পৃ. ২৫০

৫২ وتوفيت هِند في خلافة عُمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصدّيق দ্র. *উসুদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৮

৫৩ শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *ইকমাল ফী আছমা'ইর রিজাল*(দিল্লি: আসাহুল মাতালিব, তা. বি.), পৃ. ৬০৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর মত কেউই ছিলেন না।[৫৪] হাদীসের একমাত্র উৎস রাসূলুল্লাহ (স.) এর কর্মপ্রবাহ নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ‘ফি‘লী হাদীস’ শিক্ষা করতেন। যেমন: ওযু-গোসল, সালাত, সাওম, হাজ্জ, বিচার-ফয়সালা, দান-সাদাকা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক হাদীস রাসূলুল্লাহ (স.) এর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা লাভ করেন। অনুরূপভাবে তিনি ঐকান্তিক মনোযোগে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র মুখের অমীয় বাণী শোনে ‘কাওলী হাদীস’ হিফয করতেন। যেমন: দু‘আ, কেরাত শ্রবণ, অসিয়াত, নসীহাত, আদেশ-নিষেধ, ভবিষ্যত বাণী, ইবাদত, পবিত্রতাসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক অনেক হাদীস তিনি শোনে শোনে মুখস্ত করতেন। মুসনাদ কিতাবসমূহে আমরা তার অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাই।[৫৫] তাঁর হাদীস শোনার তীব্র আকাঙ্খার চিত্র ফুটে ওঠে কোন একদিনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে। যেমন: তাঁর হাদীসের ছাত্র আব্দুল্লাহ ইব্ন রাফি‘ বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উম্মু সালামা (রা.) চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবা প্রদানে উদ্দেশ্যে মাসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বল্লেন, হে মানবমণ্ডলী! অমনি উম্মু সালামা (রা.) চুল বিন্যস্তকারীকে বললেন, ‘তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে দাও।’ সে বললো, এত ব্যস্ত কেন? কেবল তো, হে মানুষ! বলেছেন। মূল বক্তৃতা তো শুরু করেন নি। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, আমরা কি মানুষের অন্তর্ভূক্ত নই? অতঃপর তিনি নিজেই চুল বেঁধে দ্রুত উঠে গিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্পূর্ণ ভাষণ কানপেতে শোনেছেন।[৫৬] হাদীস শেখার প্রবল পিপাসা মেটানোর এরূপ অনেক প্রচেষ্টার ঘটনা আমরা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন একটি কথা তাঁর অশ্রুত থেকে যাক তা তিনি কক্ষনো চান নি।

হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নকরেও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করতেন। যেমন: তিনি বলেন, আমি একদিন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আবূ সালামার সন্তান-সন্ততি, তারা আমারও সন্তান, তাদের জন্য আমি যদি সম্পদ খরচ করি তাতে কি আমার সাওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি তাদের জন্য ব্যয় কর। এর প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে।[৫৭]

আবার অন্যের প্রশ্নের উত্তর শোনেও হযরত উম্মু সালামা (রা.) তাঁর হাদীস শিক্ষার পিপাসা নিবারণ করতেন। যেমন: হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, একদিন উম্মু সুলাইম বিন্ত মিলহান (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে তাঁকে প্রশ্ন করতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। কোন নারী যদি অনুরূপ স্বপ্ন দেখে যা পুরুষে দেখে, তবে কি তার গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ। যখন সে পানি (বির্য) দেখবে তখন গোসল করতে হবে। উম্মু সালামা

---

৫৪ كان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ولامثلا لعائسة وام سلمة দ্র. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.২৮৬; মুহাম্মাদ ইউসূফ ইব্ন মুহাম্মাদ ইলইয়াস ইব্ন মুহাম্মাদ ইসমা‘ঈল আল-কান্দাহ্লুভী, তাহকীক: ড. বাশ্শার আওয়াদ মা‘রূফ, *হায়াতুস সাহাবা*(বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯), খ. ৩, পৃ. ২৬৩; আহমাদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন জাবির ইব্ন দাউদ আল-বালাযুরী, তাহকীক: সুহায়ল যাকার এবং রিয়াদ আয-যিরিকলী, *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*(বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/ ১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ৪১৫

৫৫ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৫২৭ থেকে ২৬৮০৬ পর্যন্ত।

৫৬ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ تَمْتَشِطُ: أَيُّهَا النَّاسُ. فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا: لُفِّي رَأْسِي، قَالَتْ: فَقَالَتْ: فَدَيْتُكِ إِنَّمَا يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ قُلْتُ: وَيْحَكِ، أَوَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ؟ فَلَفَّتْ رَأْسَهَا، وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬০২; ২৬৫৪৬

৫৭ يا رسول الله ان بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء الا ما أنفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا ولا كذا أفلي أجر ان أنفقت عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فان لك أجر ما أنفقت عليهم দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭২৭

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি নারীসমাজকে হাসালে।[৫৮] এভাবে হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর বর্ণাঢ্য জীবনের কর্মপ্রবাহ থেকে সদাসর্বদা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করতেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) ব্যতিত তাঁর পূর্ব স্বামী হযরত আবূ সালামা ইব্ন আব্দুল আসাদ (মৃ. ৪/৬২৫) এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা. মৃ.১১/৬৩২) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৯] তবে মুসনাদ কিতাবগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া যায় যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন।[৬০]

হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮টি। তন্মধ্যে (১৩) তেরটি মুত্তাফাক আলাইহি। আর এককভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) তিনটি এবং ইমাম মুসলিম তেরটি হাদীস তাদের সহীহ কিতাবে সংকলন করেন।[৬১]

ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে ৪৮টি, সহীহু মুসলিমে ৩৯টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ৩৯টি, সুনানু আবী দাউদে ৫০টি, সুনানুন নাসাঈতে ৬৮টি এবং সুনানু ইব্ন মাজায় ৫২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৬২]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ৫৪টি, সহীহু মুসলিমে ৫২টি, মু'আত্তায় ২৩টি, সুনানুন নাসাঈতে ৭৮টি, সুনানুত তিরমিযীতে ৬৭টি, সুনানু আবী দাউদ ৬২টি এবং সুনানু ইব্ন মাজায় ৬৫টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

এছাড়াও মুসনাদ কিতাবসমূহের মধ্যে মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলে ২৬৫২৭ হতে ২৬৮০৬ পর্যন্ত ২৭৯টি, মুসনাদু ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইয়ে ১৮১৬ হতে ২০০২ পর্যন্ত ১৮৬টি, মুসনাদুল হুমায়দীতে ২৯১ হতে ৩০৬ পর্যন্ত ১১৫টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৩। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) ৩৬/৩৭ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস নিকেতনে এসে দাম্পত্য জীবনের ৪টি বছর হাদীস শিক্ষা কার্যক্রমে নিজেকে ব্যস্ত রাখার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর এ বয়সটাও ছিল শিক্ষাগ্রহণের অনেকটা উপযুক্ত আর তাঁর শিক্ষার আগ্রহটা ছিল তীব্র। হাদীস শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর অবস্থান তৃতীয়। শুধু জানার জন্য শিক্ষা নয় বরং মানার জন্যই শেখা। এ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন আমরা হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর জীবনে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। যেমনঃ উম্মু হাবীবা (রা.) নিজেই বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শোনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রী বার রাকা'আত নফল সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তাঁর জন্য একটি ঘর বানানো হবে।' উম্মু হাবীবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এ হাদীসটি শুনার পরে আমি কখনও এ সালাত ছেড়ে দেই নি। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে আমি সর্বদাই ঐ সালাত আদায় করেছি।[৬৩]

---

৫৮ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة قالت أتحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبم يشبه الولد *দ্র. সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মা জাআ ফিল মারআতি তারা ফিল মানামি., হাদীস নং ১২২

৫৯ *তাহ্যীবুত তাহ্যীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৮৩

৬০ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৭৪৩

৬১ وَيَبْلُغُ مُسْنَدُهَا ثَلاَثَ مائَةٍ وَثَمَانِيَةً وَسَبْعِيْنَ حَدِيْثاً. وَاتَّفَقَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ لَهَا عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ. وَانْفَرَدَ البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة عشر দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১০

৬২ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

৬৩ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীনা ওয়া

Dhaka University Institutional Repository

উম্মু হাবীবা (রা.) শুধু হাদীস মুখস্তই করতেন না বরং কঠোরভাবে আমলের মাধ্যমে হাদীস চর্চা করতেন। সে ক্ষেত্রে লোকেরা কি বলবে? সে পরোয়া তিনি করতে না। যেমন: যখন তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ তাঁর কাছে আসলো, এর তিন দিন পর, তিনি সুগন্ধি আনতে বললেন। অতঃপর তা নিজের হাতে মাখলেন এবং বললেন, আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনতাম, তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য বৈধ নয় কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করা যায়।[৬৪] এভাবে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে সদাসর্বদা হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.)[৬৫] থেকেও কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৫টি। এর মধ্যে দু'টি বুখারী ও মুসলিম (রহ) তাদের সহীহ কিতাবে যৌথভাবে উল্লেখ করেন এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে দু'টি হাদীস সংকলন করেন।[৬৬]

ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে ৮টি, সহীহু মুসলিমে ৯টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ৪টি, সুনানু আবী দাউদে ৮টি, সুনানুন নাসাঈতে ৩টি এবং সুনানু ইব্ন মাজায় ৮টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৬৭]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ১২টি, সহীহু মুসলিমে ১৪টি, মু'আত্তায় ০৭টি, সুনানুন নাসাঈতে ৩৬টি, সুনানুত তিরমিযীতে ১১টি, সুনানু আবী দাউদে ০৯টি এবং সুনানু ইব্ন মাজায় ০৮টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

এছাড়াও মুসনাদ কিতাবসমূহের মধ্যে মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলে ৪৬টি, মুসনাদু ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইয়ে ৩৩টি ও মুসনাদুল হুমায়দীতে ০৪টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৪। হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে হযরত হাফসা (রা.) ২০ বছর বয়সে[৬৮] রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে এসে আটটি (৮) বছর তাঁর সাথে হাদীস নিকেতনে দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে স্বক্ষম হয়েছিলেন। হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কার্যক্রমে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

কাসরিহা, বাবু ফালিস সুনানির রাবিতাতি কাবলাল ফারায়িদি.., হাদীস নং ৭২৮; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি হাবীবা বিন্ত আবী সুফিয়ান (রা.), হাদীস নং ২৬৮২০; ২৬৮৩১ ; ২৬৮৩৭

৬৪ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবু হাদ্দিল মার'আতি আলা গাইরি যাওজিহা, হাদীস নং ১২২২/১২২১

৬৫ উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.)

৬৬ مُسْنَدُهَا خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ حَدِيْثاً وَاتَّفَقَ لَهَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى حَدِيْثَيْنِ وَتَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِحَدِيْثَيْنِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯

৬৭ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

৬৮ يَكُوْنُ دُخُوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهَا وَلَهَا نَحْوٌ مِنْ عِشْرِيْنَ سَنَةً দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাফসা (রা.) গভীর মনোযোগের সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর আমলগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর থেকে 'ফে'লী হাদীস' শিক্ষাগ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: তাঁর ভাই ইব্‌ন 'উমার (রা.) বলেন, হাফসা (রা.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মু'য়ায্‌যিন যখন ফজরের আযান শেষ করতেন এবং সকাল উদয় হতো তখন রাসূলুল্লাহ (স.) ফজরের নামাজে দাড়াবার পূর্বে হালকা ভাবে দুই রাকা'আত নামায আদায় করতেন।[৬৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রোযা অবস্থায় স্ত্রীগণকে চুম্বন করতেন।[৭০] এসব হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় তিনি কত সূক্ষ্মভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতিটি কর্ম লক্ষ্য করতেন।

এছাড়াও তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিভিন্ন আদেশ, বক্তৃতা, কথা, দো'আ, ঘটনা বর্ণনা, প্রশ্নের জবাব শোনে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করতেন।[৭১] তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শোনেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং তা ভালভাবে আত্মস্থ করার পর শান্ত হতেন। যেমন: হযরত উম্মু মুবাশ্‌শির (রা.) হযরত হাফসা (রা.) এর থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবী জাহান্নামে যাবে না। এতে আপত্তি তুলে হযরত হাফসা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কি এমনটি বলেন নি! যে, وان منكم الا واردها [৭২] রাসূলুল্লাহ (স.) এর উত্তরে বলেন, হ্যাঁ তা ঠিক, তবে আল্লাহ তা'আলা তো একথাও বলেছেন, ثم ننجى الذين اتقوا و نذرالظالمين فيها جثيا [৭৩] (অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরু লোকদের নাজাত দেব এবং যালিমদেরকে সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।) হাদীসের এ ঘটনা[৭৪] থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কোন হাদীস শোনে না বুঝলে, প্রশ্ন করে বুঝে নিতেন। এভাবে তিনি সদাসর্বদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করে এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করতে স্বক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি তাঁর পিতা হযরত 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) এর কাছ থেকেও অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬০টি। তিনি তাঁর প্রিয় স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.), তাঁর মহান পিতা হযরত 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) ও শিফা বিন্‌ত আব্দুল্লাহ (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৭৫] তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে চারটি বুখারী ও মুসলিম (রহ.) তাদের সহীহ কিতাবে যৌথভাবে উল্লেখ করেন এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ছয়টি হাদীস সংকলন করেন।[৭৬]
ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে ১১টি, সহীহু মুসলিমে ১৪টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ১২টি, সুনানু আবী দাউদে ৬টি, সুনানুন নাসাঈতে ৪০টি এবং সুনানু ইব্‌ন মাজায় ৭টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৭৭]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ২০টি, সহীহু মুসলিমে ১৪টি, মু'আত্তায় ০৮টি,

---

৬৯ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين، قبل أن تقام الصلاة. দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীনা ওয়া কাসরিহা, বাবু ইসতিহবাবি রাকা'আতাই সুন্নাতিল ফাজরি.., হাদীস নং ৭২৩

৭০ عن حفصة رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم দ্র. সহীহু মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু বয়ানি আন্নাল কুব্‌লাত ফিস সাওমি লাইসাত মুহার্‌রামাতান.., হাদীস নং ১১০৭

৭১ *মুসনাদুল আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু হাফসাতা বিন্‌ত 'উমার (রা.), হাদীস নং ২৬৪৭৯- ২৬৫২৩ পর্যন্ত ৪৪টি হাদীস রয়েছে।

৭২ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (জাহান্নামে) পৌঁছবে না।' দ্র. আল-কুরআন, ১৯ : ৭১

৭৩ *আল-কুরআন*, ১৯ : ৭২

৭৪ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু হাফসাতা বিন্‌ত 'উমার (রা.), হাদীস নং ২৬৪৯৬

৭৫ *তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৩৯ ও ৪৫৭

৭৬ وَمُسْنَدُهَا فِي كِتَابِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ سِتُّوْنَ حَدِيْثاً. اتَّفَقَ لَهَا الشَّيْخَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ وانفرد مسلم بستة أحاديث দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩০

৭৭ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সুনানুন নাসাঈতে ৩৯টি, সুনানুত তিরমিযীতে ০৬টি, সুনানু আবী দাউদ ০৬টি ও সুনানু ইব্‌ন মাজায় ০৭টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

এছাড়াও মুসনাদ কিতাবসমূহের মধ্যে মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলে ৪৪টি, মুসনাদু ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইয়ে ২৪টি ও মুসনাদুল হুমায়দীতে ০৩টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। হযরত মায়মূনা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে মাত্র চার বছরের দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেন। অত্যন্ত ধী শক্তি সম্পন্না ও সূক্ষ্মদর্শী মায়মূনা (রা.) কম সময়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাইত তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সর্বশেষ স্ত্রী হয়েও হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন- এর মধ্যে তাঁর অবস্থান পঞ্চম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কর্মময় জীবনের কর্মপ্রবাহ থেকে দিন-রাত হাদীস শিক্ষায় মগ্ন থাকতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতিটি কর্ম নিগূঢ়ভাবে লক্ষ্য করতেন। যেমন: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর জানাবাতের গোসল খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি। তিনি প্রথমে দু'হাতের কব্জি দু'তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর হাত পাত্রে দিয়ে লজ্জাস্থানে পানি দেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ভালভাবে পরিষ্কার করেন। অতঃপর নামাযের ন্যায় ওযু করেন। এরপর উক্ত স্থান হতে সরে গিয়ে পা ধৌত করেন। অতঃপর আমি রুমাল নিয়ে আসি তবে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।[৭৮] তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর খুঁটিনাটি বিষয়ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শিখতেন, তার উজ্জ্বল প্রমাণ অত্র হাদীসটিসহ আরো অসংখ্য হাদীস। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, নবী (স.) যখন সিজদা দিতেন, কোন বকরীর বাচ্চা তাঁর দুই হাতের নীচ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে করতে পারতো।[৭৯] অর্থাৎ তিনি জমীন থেকে দু'হাতের কনুই উপড়ে রাখতেন। তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাওলী, ফে'লী ও তাক্‌রীরী হাদীসগুলো হৃদয়পটে ধারণই করতেন না; বরং তা গভীরভাবে অনুধাবন করে তা থেকে ইসলামী আইন উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন। তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস থেকে তাঁর ফিকহী সূক্ষ্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করছি। একবার হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) খালা মাইমূনা (রা.) এর সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত দেখে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! তোমার কি হয়েছে? বললেন, উম্মু আম্মার (তাঁর স্ত্রী) আমার চুল চিরুণী করে দিতো, অথচ সে বর্তমানে মাসিক স্রাবে ভুগছে। তিনি বললেন, কী চমৎকার! আমার ও রকম দিনে রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কোলে মাথা মুবারক রেখে শুইতেন, কুরআন পাঠ করতেন, আমরা সে অবস্থায় মাসজিদে বিছানা রেখে আসতাম। হে বৎস! হাতে কি কখনও এসব হয়?[৮০]

তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছেই হাদীস শিক্ষা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে তিনি হাদীস শিক্ষাগহণ করেছেন এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে কতটি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন? সে সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা ইব্‌ন জাওযী (রহ.) বলেন, হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে ৭৬টি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।[৮১] তার

---

৭৮ أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة.... الخ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু সিফাতি গাছলিল জানাবাত, হাদীস নং ৩১৭

৭৯ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াজমাউ' সিফাতুস সালাত...., হাদীস নং ৪৯৬

৮০ *মুসনাদুইমাম ল আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু মাইমূনা বিন্‌ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৬৭

৮১ আবূল ফারাজ আব্দুর রহমান ইব্‌নুজ জাওযী, *আত-তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসার*(দিল্লী: জায়্যিদ বরকী প্রেস, তা.বি), পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ৭টি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি। একটি বুখারী ও ৫টি মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করেছেন। অন্যগুলি হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৮২]

ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে **২১**টি, সহীহু মুসলিমে **১৮**টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ৪টি, সুনানু আবী দাউদে **১৫**টি, সুনানুন নাসাঈতে **২৬**টি এবং সুনানু ইব্ন মাজায় **১১**টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৮৩]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ৫৪টি, সহীহু মুসলিমে ৫২টি, মু'আত্তায় ২৫টি, সুনানুন নাসাঈতে ২৮টি, সুনানুত তিরমিযীতে ০৫টি, সুনানু আবী দাউদে ১৪টি ও সুনানু ইব্ন মাজায় ১১টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।
এছাড়াও মুসনাদ কিতাবসমূহের মধ্যে মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলে ৬২টি, মুসনাদু ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইয়ে ৩৩টি এবং মুসনাদুল হুমায়দীতে **১৫**টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৬। হযরত যয়নাব (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবাহের মাধ্যমে একজন নারীর প্রকৃত তা'লীম ও তারবিয়াত শুরু হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত যয়নাব (রা.)কে পালিত পুত্র হযরত যায়দ (রা.) এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইবনুল আসীর বলেন, যায়দ যাতে তাঁকে কিতাবুল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের তা'লীম ও তারবিয়াত দান করতে পারেন।[৮৪] বিবাহ বিচ্ছেদের পর আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই যয়নাব (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ দেন। এ বিবাহের মাধ্যমে হযরত যয়নাব (রা.) এর জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের দার্সে সরাসরি অংশগ্রহনের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর হযরত যয়নাব (রা.) এ সুযোগকে পরিপূর্ণরূপে কাজে গালাতে সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

হযরত যয়নাব (রা.) ৮ অথবা ৬ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (স.) কে খুব কাছ থেকে দেখার ও দাম্পত্য জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করতেন এবং তা আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। তিনি বিভিন্ন কর্ম ও ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কার্যক্রমের ক্রমবিন্যাসে উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ তম স্থানে রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শুনার ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা.) বলেন, একদিন আমি যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) এর নিকট দেখা করতে আসলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শোনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য বৈধ নয় মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারে।[৮৫] রাসূলুল্লাহ (স.) এর বক্তৃতা শ্রবনে তাঁর তীব্র আগ্রহের কথা এরূপ অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি **১১**টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে দু'টি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি।[৮৬]

---

৮২ رُوِيَ لَهَا سَبْعَةُ أَحَادِيْثَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَانْفَرَدَ لَهَا البُخَارِيُّ بِحَدِيْثٍ وَمُسْلِمٌ بِخَمْسَةٍ. وَجَمِيْعُ مَا رَوَتْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ حَدِيْثاً দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৯

৮৩ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৮৪ تزوجها ليعلمها كتاب الله وسنة رسوله দ্র. *উসুদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

৮৫ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবু উজুবিল ইহ্দাদি ফী ইদ্দাতিল ওফাতি ওয়া তাহরীমিহি ফী গায়রি যালিকা ইল্লা সালাসাতা আইয়াম, হাদীস নং ১৪৮৭

৮৬ وَلِزَيْنَبَ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيْثاً اتَّفَقَا لَهَا عَلَى حَدِيْثَيْنِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে ৫টি, সহীহু মুসলিমে ৩টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ২টি, সুনানু আবী দাউদে ২টি, সুনানুন নাসাঈতে ২টি এবং সুনানু ইব্‌ন মাজায় ২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৮৭] বাকি হাদীসগুলো অন্যান্য কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ১০টি, সহীহু মুসলিমে ০৭টি, মু'আত্তায় ০৩টি, সুনানুন নাসাঈতে ০৩টি, সুনানুত তিরমিযীতে ০৫টি, সুনানু আবী দাউদে ০৩টি, সুনানু ইব্‌ন মাজায় ০২টি ও মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলে ০৪টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৭। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) মাত্র ৪টি বছর রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুবারক সুহবতে থেকে দাম্পত্য জীবন যাপনে সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি সুন্নাতের প্রধান উৎস রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হাদীসসহ ইসলামী শারী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর মধ্যে তাঁর অবস্থান ৭ম তম।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন কি না সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে মোট দশটি (১০) হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে একটি হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি।[৮৮]

ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহুল বুখারীতে ৭টি, সহীহু মুসলিমে ১টি, সুনানুত্ তিরমিযীতে ৩টি, সুনানু আবী দাউদে ৪টি ও সুনানু ইব্‌ন মাজায় ২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৮৯]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ০৬টি, সহীহু মুসলিমে ০৪টি, মু'আত্তায় ০৩টি, সুনানুন নাসাঈতে ০৩টি, সুনানুত তিরমিযীতে ০৩টি, সুনানু আবী দাউদে ০২টি, সুনানু ইব্‌ন মাজায় ০৩টি ও মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলে ১০টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৮। হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) পাঁচ বছর বা এর একটু বেশি সময় ধরে স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বরকতপূর্ণ সুহ্‌বত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কার্যক্রমের ক্রমবিন্যাসে উম্মাহাতুল মু'মিনীন- এর মধ্যে তিনি ৮ম তম স্থানে রয়েছেন। ইবাদতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে কিছু দু'আ ও তাসবীহ সম্পর্কিত বিশেষ হাদীস শিখিয়ে ছিলেন। যেমনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে মাসজিদে দু'আ-মুনাজাতে রত অবস্থায় দেখে চলে যান, আবার দুপুরে ফিরে এসে তাঁকে পূর্বাবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখাবো না, যা পাঠ করা তোমার জন্য এরূপ নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম? অতঃপর তিনি তাঁকে নিম্নের তাসবীহটি শিখিয়ে দেন।[৯০] তিনি

---

৮৭ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

৮৮ وَرَدَ لَهَا مِنَ الحَدِيْثِ عَشْرَةُ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَاحِدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮

৮৯ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

৯০ سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু জুওয়াইরিয়্যা বিন্‌ত আল-হারিস (রা.), হাদীস নং ২৬৮০১

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে মাত্র সাতটি (৭) হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্য থেকে ইমাম বুখারী একটি ও ইমাম মুসলিম দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৯১]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পুনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরীয়া (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সহীহুল বুখারীতে ০১টি, সহীহু মুসলিমে ০১টি, সুনানুন নাসাঈতে ০১টি, সুনানুত তিরমিযীতে ০১টি, সুনানু আবী দাউদে ০৩টি ও মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলে ০৪টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৯। হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ

হযরত সাওদা (রা.) দীর্ঘ তের বছর স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি হাদীস চর্চায় খুব বেশি মনোযোগী হতে পারেন নি। দীর্ঘ দিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীর মর্যাদা পেলেও তিনি তাঁর জন্য বণ্টিত রাতটি হযরত আয়িশা (রা.) কে দান করেন। তথাপিও তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থ্যতার জন্য সেগুলো নিজের 'আমলী জিন্দেগীতে চর্চা করছিলেন। হাদীস শিক্ষাগ্রহণের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে তিনি ৯ম তম স্থানে রয়েছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে পাঁচটি (৫) হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেন।[৯২]

সনদ গণনার ভিত্তিতে আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে তাকরারসহ (পূনরুক্তি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সুনানুন নাসাঈতে ০১টি, সুনানুত তিরমিযীতে ০১টি, সুনানু আবী দাউদে ০১টি ও মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলে ০৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে যাদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্ণনার সংখ্যা তুলনামূলক কম। যেমনঃ হযরত যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.), হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.), জুওয়াইরীয়া বিন্ত আল-হারিস (রা.) ও হযরত সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.) তাদের ক্ষেত্রে একটি কথা প্রযোজ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের মধ্যে ইসলামী শরী'আত তথা ইসলামী জিন্দেগীর যাবতীয় বিধি-বিধান রয়েছে, তারা সেগুলো দেখে, শোনে, শিখে ও ভালভাবে বুঝে 'আমল করতেন। যখন সে বিধি-বিধানটি (হাদীসটি) অন্যের নিকট বর্ণনা করতেন, তখন সেটা হাদীস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। কিন্তু যখন পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত; বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আসতো না, তখন সেটা হাদীস হিসেবে বহিঃপ্রকাশ করত না বা জানা যেতনা। এ দৃষ্টিতে তাদের শেখা হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য হলেও; বর্ণনার দৃষ্টিতে তা খুবই কম বলে মনে হয়। কারণ উল্লেখিত চার জন 'উম্মহাতুল মু'মিনীন' এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যথাক্রমে **১১, ১০, ৭** ও ৫টি। এ স্বল্প সংখ্যক হাদীস দিয়ে একজন মানুষের জীবনের সব কাজ রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ অনুসারে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' এর কেউই রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহর বিধি-বিধান হুবহু অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতিত জীবনের কোন অংশে কোন কাজই করেন নি।

---

[৯১] جاءَ لَهَا سَبْعَةُ أَحَادِيْثَ: مِنْهَا عِنْدَ البُخَارِيِّ حَدِيْثٌ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ حَدِيْثَانِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩

[৯২] يُرْوَى لِسَوْدَةَ خَمْسَةُ أَحَادِيْثَ: مِنْهَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ، عَنِ البُخَارِيِّ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমাকে তো মু'আল্লিম হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[৯৩] নব মুসলিম মু'আবিয়া ইব্নুল হাকাম আল-আস-সুলামী (রা.) তাঁর প্রথম নামায আদায়ে বড় রকমের ভুল করেছিলেন, নামাজের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলছিলেন। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে এত সুন্দরভাবে বিষয়টি শিখিয়ে ছিলেন যে, তিনি তার সাক্ষ্য এভাবে দিয়েছেন, আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক! আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখি নি।[৯৪] উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, কোন গণনাকারী চাইলে তা গণনা করতে পারতো।[৯৫] তিনি আরো বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) একদিন আমার হুজরার পাশে মাসজিদুন নববীতে হাদীস শিক্ষার আসর বসালেন। তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার আগেই তিনি হাদীসের আসর শেষ করে চলে যান। সালাত শেষে হযরত আয়িশা (রা.) 'উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (রা.) কে বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে পেলে শাসিয়ে দিতাম। এভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার পর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তোমাদের মত দ্রুত ও বিরতিহীনভাবে হাদীস বলতেন না।[৯৬] মানবজাতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে সবচেয়ে সার্থক ও সফল এ শিক্ষকের বিশেষ শিক্ষার্থী হলেন 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন'। তিনি বিজ্ঞানসম্মত, যৌক্তিক ও উন্নত পদ্ধতিতেই তাদেরকে হাদীস শিক্ষাদান করেছেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

হাদীস শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

আযওয়াজুম মুতাহ্হারাহ্ 'ইল্ম হাদীসের প্রধান ও একমাত্র উৎস রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘরের জীবন ও বাইরের জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে সদাসর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সুযোগ সাধারণ সাহাবীগণের খুব কমই হয়েছে। কারণ তাদের অনেককে বাজারে তাদের ব্যবসা-বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আবার অনেককে তাদের উদ্যান ও ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এছাড়াও তারা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) যেখানে উপস্থিত থাকতে পারতেন। তারা মূলত রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সুন্নাতের প্রধান ধারক ও বাহক। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিকে আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ভাগ করতে পারি:

(ক) সাধারণ শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাধারণ শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ করে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) হাদীস শিখতেন। প্রতিদিন মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর তা'লীম ও ইর্শাদের মজলিস বসতো। কারণ যখনই আল-কুর'আনের কোন আয়াত নাজিল হত রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে নববীতে গিয়ে লোকদেরকে তা শিক্ষা দিতেন।[৯৭] মসজিদের গাঁ ঘেঁষেই ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরাসমূহ। এ কারণে

---

৯৩ وإنما بعثت معلما দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, মুকাদ্দাম, বাবু ফাদলিল 'উলামা ওয়াল হাস্সি 'আলা তলাবিল 'ইলম, হাদীস নং ২২৯

৯৪ فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, বাবু তাহরীমিল কালাম ফিস্ সালাত..., হাদীস নং ৫৩৭

৯৫ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফাতিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩৩৭৪

৯৬ ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফাতিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩৩৭৫

৯৭ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল বুইউয়', বাবু তাহরীমি তিজারাতিল খামরি..., হাদীস নং ৪৩৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (রা.) বাইরে লোকদের যে শিক্ষা দিতেন; উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) ঘরে বসেই তাতে শরিক থাকতেন। কখনও কোনো কথা দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে বুঝতে না পারলে রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে এলে বার বার জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেন।[৯৮] কখনও কখনও তাদের কেউ কেউ মসজিদের কাছাকাছি চলে যেতেন, দেয়ালের সাথে কান লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা শুনতেন।[৯৯] উল্লেখ্য যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সকলেই হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি খুব বেশি অনুসরণ করেছেন।

(খ) নারীদের নির্দিষ্ট আসরে অংশগ্রহণ

মহিলা সাহাবীগণের একটি দল রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দেখা করে এভাবে আবেদন করেছিলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমরা পুরুষদের আসরে সবসময় অংশগ্রহণ করতে পারি না। আমাদের তা'লীমের জন্য নির্দিষ্ট একটি দিন নির্বাচন করে দিন।[১০০] রাসূলুল্লাহ (স.) মহিলাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সপ্তাহে একটি দিন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন।[১০১] ওদিন শুধু মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে সমবেত হয়ে নারী সংক্রান্ত মাস'আলা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) এ আসরে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। যেমন: একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এ আসরে হাজির হয়ে বললেন; আনসারী নারীগণ কতই না ভাল! লজ্জা তাদেরকে দীন শিক্ষা থেকে বিরত রাখে না।[১০২] তাই দেখা যায়- বিশেষ আসর এবং সাধারণ আসর; শিক্ষার সব ধরনের আসরেই তারা স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। সুতরাং সঙ্গত কারণেই দিন-রাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়ের বাণী তাদের কানে আসতো। সেটা তারা সহজেই স্মৃতিপটে ধরে রাখতেন। উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতিটিও তাদের উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রায় সকলেই হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি অনুসরণ করেছেন।

(গ) ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেও উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করতেন। যথা:

- ◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ছিলেন। এ সময় হঠাৎ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম এসে তাঁর (রাসূলুল্লাহ) কাছে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তোমরা পর্দা কর! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখছে না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে তাকে দেখতে পাচ্ছ না?[১০৩] এ ঘটনা থেকে হযরত উম্মু সালামা ও হযরত মায়মূনা (রা.) পর্দার বিধান জেনে নিলেন।

---

৯৮ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইলম, বাবু মান ছামিয়া' শাইয়ান ফারাজা'য়াহু হাত্তা ই'য়ারিফাহু, হাদীস নং ১০৩

৯৯ যেমন হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন: وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬০৩

১০০ মুহাম্মদ 'ইজাজ খতীব, *আস-সুন্নাহ্ কাবলাত তাদবীন*(দামেস্ক: দারুল ফিকার, ২য় সংস্করণ ১৯৭১), পৃ. ৫৪

১০১ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু হাল ইউজ'য়ালু লিন্‌নিছাই ইয়াওমুন আলাহিদাতুন ফিল 'ইল্‌মি, হাদীস নং ৯৯, পৃ. ২০-২১

১০২ فالت عائشة: نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইল্‌ম, বাবুল হায়া ফিল 'ইল্‌ম, পৃ. ২৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, হাদীস নং ৩৩২, পৃ. ১৫০; *মসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮

১০৩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ إِذْ أقبل ابْن مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল ইসতি'যান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ

- ◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ইয়াহুদীদের কিছু লোক এসে বললো, 'হে আবুল কাসিম! তোমার মৃত্যু হোক' রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তোমাদের উপরও' আয়িশা (রা.) বললেন, আমি বললাম, বরং তোমাদের মৃত্যু ও ধ্বংস হোক। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আয়িশা! তুমি বাড়াবাড়ি করো না। আয়িশা (রা.) বললেন; আপনি কি শোনেন নি? তারা কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তারা যা বলেছে, আমি কি তাদেরকে তাই ফেরৎ দেই নি এবং বলি নাই যে, তোমাদেরও মৃত্যু হোক?[১০৪]

- ◈ একদা সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দান কালে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; হাশরের ময়দানে সকল মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় উঠবে। কথাটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর মনে দাগ কাটলো। তিনি আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল (স.)! পুরুষ ও মহিলা কি একসঙ্গে উঠবে? তাহলে একে অন্যের প্রতি কি তাকাবে না? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: সময়টা হবে এতটাই কঠিন ও ভয়াবহ যে, একে অন্যের প্রতি তাকাবার অবকাশই পাবে না।[১০৫]

- ◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদা তাঁর হুজরার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর হুজরা থেকে বের হয়ে তাদের কাছে এসে বললেন: আমি তো একজন মানুষ। ঝগড়াকারীরা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়াবিবাদ (এর মামলা-মোকদ্দমা) নিয়ে আমার নিকট আগমন করে। আর সম্ভবত তাদের কেউ কেউ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের (প্রতিপক্ষের) চেয়ে অনেক পটু ও পারদর্শী। সুতরাং ঘটনা উপস্থাপনের সময় আমি যা শুনি ঠিক তা অনুসারেই বিচার-ফয়সালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশত) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন জেনে নেয় এটা হলো দোজখের আগুনের একটি টুকরা। সে ইচ্ছা করলে এটা বহন করতে পারে আবার তা ত্যাগও করতে পারে।[১০৬] বিচার-ফয়সালার এ ঘটনা প্রবাহ থেকে হযরত উম্মু সালামা (রা.) ন্যায়পরায়ন বিচারপতির বৈশিষ্ট্য জানতে পারলেন।

(ঘ) প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) এর অধিকাংশের মধ্যেই এ অভ্যাস ছিল কোন বিষয় ভালোভাবে না বুঝলে দ্বিধাহীন চিত্তে সে বিষয় - রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামনে উপস্থাপন করতেন এবং ভালোভাবে বুঝে নিতেন। তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা সাধারণত শান্ত হতেন না। এর অসংখ্য উদাহরণ আমরা হাদীসের মধ্যে পাই। যেমন:

- ◈ হযরত ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যে ব্যক্তি তার পরিধেয় বস্ত্র অহঙ্কার বসত ঝুলিয়ে দিয়ে চলা-ফেরা করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না। একথা শোনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, তাহলে

ফী ইহতিজাবিন নিসা মিনার রিজাল, হাদীস নং ২৯২৮; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী কাওলিহি তা'আলা: ওয়া কুল লিলমু'মিনীনাতি ইয়াগদুদ্না মিন আবসারিহিন্না, হাদীস নং ৪১১২

১০৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪০২৬, পৃ. ২১৪

১০৫ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নাঈমিহা ওয়া আহলীহা, বাবু ফানায়িদ দুনিয়া ওয়া বায়ানিল হাশরি ইয়াওমাল কিয়ামাতি, হাদীস নং ৫১০২

১০৬ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আকযিয়াহ, বাব আল-হুকমু বিয যাহিরি ওয়াল লাহনু বিল হুজ্জাহ, হাদীস নং ১৭১৩

 Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা তাদের কাপড়ের আচল কিভাবে রাখবে? তিনি বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে দিবে। অতঃপর তিনি বললেন, তাতে যদি তাদের পা উম্মুক্ত থাকে। তিনি বললেন, তবে এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে দিবে, এর বেশি নয়।[১০৭]

- একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে বল্লেন: কাফির-মুশরিকরা যে ভালো কাজ করে তার সাওয়াব তারা পাবে কিনা? আব্দুল্লাহ ইব্ন জাদ'আন নামে মক্কায় একজন সৎ স্বভাব ও কোমল অন্তরের মুশরিক ছিল। সে ইসলাম পূর্ব যুগে কুরায়শদের পারস্পরিক দ্বন্দ-ফাসাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে একটি বৈঠকে সমবেত করে। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন। আয়িশা (রা.) প্রশ্ন করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আব্দুল্লাহ ইব্ন জাদ'আন জাহিলী যুগে মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করত। দরিদ্র ও অনাহারক্লিষ্টদেরকে আহার করাতো। তার একাজ কি উপকারে আসবে না?' তিনি জবাব দিলেন: না, আয়িশা। সে কোনো দিন একথা বলেনি যে, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।[১০৮]

- উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আবূ সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার সাওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তাদের জন্য খরচ কর। তুমি যে পরিমাণ তাদের জন্য খরচ করবে, তোমার সে পরিমাণ সাওয়াব হবে।[১০৯]

- 'আয়াতুত তাতহীর' নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) কে ডেকে এনে তাদের মাথার উপর কম্বল উড়িয়ে দেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলুল বায়ত। এদেরকে আপনি পবিত্র করুণ। এ দু'আ শোনে হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও কি তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবো? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি তোমার স্থানেই আছ এবং বেশ ভালো আছ।[১১০]

- একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) তাহাজ্জুত নামায আদায়ের পর বিতর না পড়েই বিশ্রামের জন্য একটু শোয়ার ইচ্ছা করলেন। আয়িশা (রা.) বলে উঠলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আপনি তো বিতর না পড়েই শুয়ে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আমার চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।[১১১]

---

১০৭ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ দ্র. *সুনাতি-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল জানাইয, বাবু মা জাআ ফী জাররি যুয়ূলিন নিছা, হাদীস নং ১৭৩১

১০৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيَفُكُّ الْعَانِيَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيُحْسِنُ الْجِوَارَ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩৭৪৫

১০৯ عن أم سلمة: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، وإنما هم بني؟ قال: (نعم، لك أجرما أنفقت عليهم). দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নাফাকাত, বাবু ওয়া হাল 'আলাল মারআতি মিনহু শাইউন, হাদীস নং ৫০৫৪; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন.., হাদীস নং ১০০০১

১১০ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু ওয়া মিন সূরাতিল আহযাব, হাদীস নং ৩২০৫

১১১ عن عائشة كيف كانت صلوة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى رمضان فقالت: ما كان يزيد فى رمضان و لا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسال عن حسنهن و طولهن ثم يصلى اربعا فلا تسال عن حسنهن و طولهن ثم يصلى ثلثا فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال: يا عائشة ان عينى تنامان و لا ينام قلبى দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সাওম, বাবু ফাদলি মান কামা রমাদানা, হাদীস নং ১৮৭৪, পৃ. ২৬৯

 Dhaka University Institutional Repository

- উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এক দিন প্রশ্ন করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কাকে অগ্রাধিকার দিব? তিনি উত্তর দিলেনঃ যে প্রতিবেশীর ঘর তোমার বাসার অধিক নিকটবর্তী, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।[১১২]
- উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, জমিনে যখন অন্যায়-অনিষ্ট ছড়িয়ে পরে এবং তা বন্ধ হয় না, তখন আল্লাহ তা'আলা জমিন বাসীদের উপর কঠিন শাস্তি প্রেরণ করেন। এ কথা শোনে উম্মু সালামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) তাদের মধ্যে তো সৎ লোকজনও রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাদেরকেও শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর পরকালে তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করবে।[১১৩]

- কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের সাথেই উঠাও। আয়িশা (রা.) বললেন, কেন? ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) তিনি জবাব দিলেন, গরীবেরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। আয়িশা! কোনো ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিবে না। তা সে খোরমার একটি টুকরাই হোক না কেন। দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে নিজের পাশে বসাবে।[১১৪]

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে জানার তীব্র আগ্রহ ছিল। যে সকল মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো; তখনো তারা জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাকতেন না। কারণ তারা স্বামী রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁর কাছে এত খোলামেলা ও দুঃসাহসী হতে পারতেন। অন্য দৃষ্টিতে তাদের কিছু কিছু প্রশ্ন কারো কাছে বেয়াদবী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা যদি সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামনে ঐসমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন না করতেন, তবে মুসলিম উম্মাহের কাছে নবুওয়াতের অনেক গূঢ় রহস্য অজানা থেকে যেত।

(ঙ) অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমে

কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট অন্য ব্যক্তির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমেও আয়িশা (রা.) হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করতেন। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

- উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা এক মহিলা (হযরত ফাতেমা বিনতে আবূ হুবাইশ রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমি একজন রক্তস্রাবের রোগিণী। তাই আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না, এমতাবস্থায় আমি কি নামায ছেড়ে দিব? উত্তরে তিনি বললেন, না। যখন তোমার হায়য উপস্থিত হবে তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করবে অতঃপর নামায আদায় করবে।[১১৫]

- উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মু সুলাইম (আনাসের মা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) স্ত্রীলোকের উপর কি গোসল ফরয হয়, যখন তার

---

১১২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুশ শুফ'আ, বাব আইয়ুজ জাওয়ারি আকরাব, হাদীস নং ২১৪০, পৃ. ৩০০

১১৩ قالت قال ان الشر إذا فشا في الأرض فلم يتناه عنه أرسل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون قالت قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورضوانه أو إلى رضوانه ومغفرته দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা (রা.), হাদীস নং ২৬৫৭০

১১৪ عن انس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اللهم احيني مسكينا و امتني مسكينا و احشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت : عائشة لم؟ يا رسول الله قال : انهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم باربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين و لو بشق تمرة يا عائشة احبى المساكين و قربيهم فان الله يقربك يوم القيامة দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুয যুহদ, বাবু মা জাআ আন্না ফুকারাআল মাহাজিরীনা ইয়াদ খুলুনাল জান্নাতা কাবলা আগনিয়াইহিম, হাদীস নং ২৩৫২ ।

১১৫ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَصَلِّي দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ইমরাআতুন ইয়াকূনু লাহা আইয়ামুন মালূমাতুন তাহীদুহা কুল্লা শাহার, হাদীস নং ৩৫৪

স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ। যখন সে জাগ্রত হয়ে বীর্য দেখে। এ কথা শোনে হযরত উম্মু সালামা (রা.) লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় (এবং পুরুষের ন্যায় বীর্যপাত হয়)? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কি আশ্চর্য! তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে? [১১৬]

- হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া তাঁর পিতা থেকে তিনি আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: হামযা ইব্‌ন 'আমর আল-আসলামী রাসূলুল্লাহ (স.) কে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: তুমি ইচ্ছে করলে রোযা রাখতেও পার আবার নাও রাখতে পার।[১১৭]

- উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মা হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি মনে করি যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তা হলে দান করে যেতেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে দান করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে দান করতে পার।[১১৮]

- কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম (স.) এর নিকট গণক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই। লোকেরা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) মাঝে মাঝে তাদের কথা সত্যে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: সেটা জ্বীনদের থেকে জানা কথা। রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বললেন, ঐ কথাটি সত্য যা জিন শয়তান (ঊর্ধ্ব জগৎ হতে) তড়িৎ গতিতে শোনে নেয় তারপর মোরগের করকরানোর মত শব্দ করে তার বন্ধুর কানে তা পৌঁছে দেয়। এরপর সে গণক ঐ একটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে থাকে।[১১৯]

- হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কতিপয় বেদুইন লোক রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি সন্তানদের কে চুমো দেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: হ্যাঁ, তারা বললো, আল্লাহর কসম আমরা সন্তানদের কে চুমো দেই না। ইহা শোনে রাসূলাল্লাহ (স.) বললেন: আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরহতে দয়া-মহাব্বত তুলে নেন, তবে আমি কি তা ফিরিয়ে দিতে পারবো।[১২০]

- উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঘি বা মাখনে ইঁদুর পতিত হলে তার হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (স.) এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ইঁদুর ও তার চার পাশের কিছু ঘি ফেলে দিয়ে তোমরা অবশিষ্ট ঘি খেতে পারো।[১২১]

---

১১৬ عَنْ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ ، فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, বাবু ফিল মারআতি তারা ফী মানামিহা মা ইয়ারার রাজুলু, হাদীস নং ৬০০

১১৭ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুস সাওমি, বাবু মা জাআ ফির রুখ-সাতি ফিস সাওমি ফিস সফর, হাদীস নং ৭০৬, পৃ. ১৫২

১১৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮৬, হাদীস নং ২৫৫৪

১১৯ عن عائشة قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু কাওলির রাজুলে লিশ শাইয়্যে.., হাদীস নং ৭০০৬; ৫৩২০

১২০ عن عائشة. قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم فقالوا: لكنا، والله! ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة وقال ابن نمير من قلبك الرحمة দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু রহমাতিহি (স.) আস-সিবইয়ানা ওয়াল আইয়ালা, হাদীস নং ২৩১৭

১২১ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ، فَقَالَ: خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফারা'ই ওয়াল 'আতীরাতি, বাবুল ফা'রাতি তাকাউ ফিস সাম্‌নি, হাদীস নং ৪২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, মুসলিম, নাওমুসলিম ও অমুসলিমরা বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিতেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে থেকে উক্ত জবাব শুনে শুনে শিখে নিতেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলোই ছিল তাদের নিত্যদিনের পাঠের অংশ।

(চ) পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক খোলামেলা সংলাপের মাধ্যমে যেমনি কোন কঠিন কোন বিষয় অতি সহজে আয়ত্ব করা যায়, তেমনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। যেমন:

◈ হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললাম, আমি ইস্তিহাযা (অনিয়মিত স্রাব) এ আক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি তোমার পূর্ব নির্ধারিত হায়যের দিনগুলোতে অপেক্ষা করবে। অতঃপর গোসল করে যোহরকে বিলম্ব করত আসরকে তাড়াতাড়ি করে উভয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে বিলম্ব করত 'এশা কে এগিয়ে নিয়ে আবার গোসল করে উভয় ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করবে। আর ফজরের ওয়াক্তের জন্যও আলাদা গোসল করবে।[১২২] এভাবে কথাবার্তার মাধ্যমে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

(ছ) 'আমল বা কর্ম দেখে শিক্ষাগ্রহণ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর আমল দেখে দেখে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিখেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ থেকে তাকীদও ছিলো। যেমন: তিনি বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো।[১২৩] রাসূলুল্লাহ (স.) এর খুব কাছ থেকে কর্ম দেখে শেখার সুযোগ সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) এর চেয়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অনেক বেশি হত। যেমন:

◈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নিকট বকরীর কাঁধের গোস্ত খেলেন, অতঃপর সালাত আদায় করলেন, কিন্তু ওযু করলেন না।[১২৪]

◈ মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, যে কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ (স.) স্ত্রী সহবাস করেন, সে কাপড় পড়েই কি তিনি সালাত আদায় করতেন? উম্মু হাবীবা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, যখন ঐ কাপড়ে নাপাকীর কোন চিহ্ন দেখা না যেত। ইব্‌ন মাজার বর্ণনায় এসেছে, যখন ঐ কাপড়ে বীর্যের কোন চিহ্ন না থাকে।[১২৫]

---

১২২ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুল হায়যি ওয়াল ইস্তিহাযাহ, বাব জামউল মুস্তাহাযাতি বায়নাস সালাতাইন ওয়া গাসলিহা ইযা জামাআত, হাদীস নং ৩৬১

১২৩ صلوا كما رأيتموني أصلي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল আযান, বাবুল আযান লিলমুসাফির ইযা কানূ জামা'আহ.., হাদীস নং ৬০৫

১২৪ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওযু, বাবু মান মাযমাযা মিনাস সাবীকে ওয়া লাম ইয়াতাওয়াদ্দাহ, হাদীস নং ২১০

১২৫ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى وفى رواية ابن ماجة نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সলাতি ফিস সাওবিল্লাযি ইউসীবু আহলাহু ফীহ, হাদীস নং ৩৬৬

 Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

সর্বযুগের মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশ্ববরেণ্য কৃতী ছাত্রী হলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীন। মানবজাতির জ্ঞানচর্চার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স.) এর তিরোধানের পর তাঁরই নবুওয়াত ও রিসালাতের জ্ঞানে, গুণে ও শক্তিতে বলীয়ান আলোকিত ভূবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত আদর্শ নারী তারাই। উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর মর্যাদা পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের শিক্ষার আসরে বসে জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষা-দীক্ষায়, আদর্শ ও নৈপুণ্যতায় বিশ্বের নারী সমাজের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস চর্চা ও শিক্ষাদানে যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছিলেন, তা আজকের সভ্যতাগর্বী বিশ্বে বিস্ময়কর ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। হাদীস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে তাদের এ স্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে অনেকটা তাদের শক্ত হাতে গড়া কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা, যাদের সংখ্যা অগণিত। তাদের নিকট হতে যারা হাদীস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগ্রহণ করেছেন তারা হলেন সম্মানিত সাহাবী ও তাবি'ঈ। তাদের অনেকেই আবার তাদের আত্মীয়-স্বজন, গোলাম ও নারীসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন তাদের কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ব্যবহৃত হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

ইরাক, মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন তথা তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য মুসলিম নারী-পুরুষ হাদীস শিক্ষা ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মাক্কা ও মদীনায় পাড়ি জমাতো। দূর-দূরান্তের জ্ঞান পিপাসুগণ উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভীড় জমাতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষার্থীগণের সুবিদার্থে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বহুল ব্যবহৃত হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ নিম্নরূপ:

মদীনা মুনাওয়ারার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র

মদীনা মুনাওয়ারায় মাসজিদুন নববী সংলগ্ন উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরাসমূহ হাদীস শিক্ষাদানের জন্য প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হতো। ইলম হাদীসের আলোচ্য বিষয় হল রাসূলুল্লাহ (স.) এর আপন জীবন পরিক্রমা। তাই তাঁর জীবদ্দশায়ই মদীনার মাসজিদুন নববী ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। অনুরূপভাবে তাঁর এন্তেকালের পর তাঁর কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন জেনে-বুঝে অনুকরণ-অনুসরণের প্রবল আগ্রহ-উদ্দিপনা নিয়ে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত মসজিদ পানে মানুষের আনা-গোনা বাড়তে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা হিসেবে মসজিদুন নববী সংলগ্ন তাদের হুজরাগুলো বিদ্যালয়েরূপ লাভ করতে থাকে। এসব হুজরাতে তারা নিয়মিত হাদীসের দার্স দিতে থাকেন। মসজিদুন নববী ছিল প্রকৃত পক্ষে ইসলামের সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীস।[১২৬]
তখনকার বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় আগত অসংখ্য মুসলিম নর-নারী উম্মুল মু'মিনীন-এর হুজরার দ্বারপ্রান্তে এসে তাদেরকে সালাম দিতেন। শর'ঈ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম পর্দার আড়াল হতে তারা জিজ্ঞেস করতেন।[১২৭] তাদের অনেকে সর্বক্ষণ উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর অন্যতম ছাত্রী আয়িশা বিন্ত তালহার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: আমি হযরত আয়িশা (রা.) এর কোলে প্রতিপালিত হয়েছিলাম। তাঁর কাছে দেশ-বিদেশ হতে লোকজন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতো। তাঁর সাথে আমার গভীর সম্পর্ক থাকায় বয়স্করা আমাকে কন্যা বলে সম্বোধন করতেন। আর যুবকরা আমাকে ভগ্নি মনে করে হাদিয়া-তোহ্ফা দিতেন এবং দেশ-বিদেশ হতে তারা আমার কাছে চিঠিপত্র পাঠাতেন। আমি তা আয়িশা (রা.) এর সমীপে পেশ করে বলতাম; খালা, এটা অমুকের পত্র ও হাদিয়া। তখন তিনি আমাকে

---

১২৬ *সীরাতুস সাইয়্যিদা 'আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন রা.*(দামেস্ক: দারুল কলাম, ২য় সংস্করণ ২০১০), পৃ. ২৪২

১২৭ *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

 Dhaka University Institutional Repository

বলতেন; হে আমার কন্যা, তুমি এর উত্তর দাও এবং বিনিময়ে কিছু প্রেরণ কর। আর যদি তোমার কাছে প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকে, তবে আমিই তোমাকে তা দিব। রাবী আয়িশা বিন্‌ত তালহা বলেন; অতঃপর তিনি আমাকে তা দিতেন।[১২৮]

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বিদ্যালয়ে পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল বেশ। তারা সাধারণত মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে এবং মুহাররম পুরুষদেরকে হুজরার অভ্যন্তরস্থ শিক্ষা মজলিশে বসাতেন। আর অন্যদেরকে মসজিদুন নববীতে বসাতেন। দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে তার আড়ালে তারা বসে যেতেন।[১২৯]

মক্কা মুকাররমার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অনেকেই প্রতিবছর হজ্জে যেতেন। হেরা ও সাবীর (ثَبِير) পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের তাঁবু স্থাপিত হতো।[১৩০] দূর-দূরান্তের জ্ঞান পিপাসুগণ সে তাঁবুর পাশে ভীড় জমাতো। কখনো কখনো কা'বার চত্বরে যমযমের ছাদের নীচে বসে যেতেন, জ্ঞান পিপাসুগণ সামনে জমায়েত হতো। তারা যখন চলতেন মহিলা সাহাবীগণ চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রাখতেন। ইমামের মত তারা চলতেন আগে আগে, আর অন্যরা পিছনে। মু'মিনীনদের মা হিসেবে মানুষেরা তাদের যথার্থ কদর করত, তাদের থেকে বরকত নেয়ার জন্য, তাদের মুখের বাণী শোনার জন্য লোকেরা এরূপ করত। সাহাবী ও তাবি'ঈগণ বিভিন্ন মাস'য়ালার সমাধান চাইতো এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করতে চাইতো, তারা তাদের সমধান বলে দিয়ে সন্দেহ দূর করে দিতেন। যেমনঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) তাদেরকে সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন; তোমরা তোমাদের মার কাছে যে সব প্রশ্ন করতে পার, তা আমার কাছেও করতে পার।[১৩১]

নিম্নে শিক্ষাদান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তাদের অবদানের আধিক্য অনুসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন সর্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মানবতার এ শেষ্ঠ শিক্ষকের বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্রী হলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)। শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে হাদীস বুঝানোর ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে শেখা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যৌক্তিক পন্থা অনুসরণ করে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যে, জ্ঞানী, মূর্খ, শহরবাসী, মরুবাসী, বেদুঈন, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা, শিশু সকলেই পূর্ণরূপে তাঁর পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। জ্ঞানের গভীরতা ও পাঠদানের নিপুণতায় বিমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও তাঁর পিছু ছাড়তে চাইতেন না। তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকত।

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ.৭৪৮ হি./১৩৭৪ খৃ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর একশত নব্বই (১৯০) জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম উল্লেখের পরেও বলেছেনঃ وطائفة سوى هؤلاء[১৩২]এছাড়াও তাঁর থেকে আরো একদল শিক্ষার্থী হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। উসতাদ সা'য়ীদ আফগানী তাঁর

---

১২৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪), অনুচ্ছেদ মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়, হাদীস নং ১১৩৩, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

১২৯ *সীরাতুস সাইয়্যিদা আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন (রা.)*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ. ৩১৭

১৩০ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু তওয়াফিন নিসা মা'আর রিজাল, হাদীস নং ১৫৩৯

১৩১ فقالت سل ما بدا لك فإنما أنا أمك দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৬৩৪৩, পৃ. ২৯৬

১৩২ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৯

 Dhaka University Institutional Repository

‘তা‘লীকাত’ এ বলেছেন: (ولو تتبع باحث كتب طبقات المحدثين لاستطاع أن يضم إلى هؤلاء اضعاهم)[১৩৩] গবেষক যদি হাদীস বর্ণনাকারীদের তাবাকাত এর কিতাবগুলো অনুষন্ধানে লেগে থাকে তবে তিনি এর (উল্লিখিত সংখ্যার) সাথে আরো অগণিত ছাত্রের সংখ্যা যোগ করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁর থেকে কত বেশি ছাত্র-ছাত্রী হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন?

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) কর্তৃক উল্লিখিত আয়িশা (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের তালিকা আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হলো:[১৩৪]

(১) ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আন-নাখ‘ঈ (إِبْرَاهِيْمُ بنُ يَزِيْدَ النَّخَعِيُّ)

নাম ইবরাহীম। পিতার নাম ইয়াজিদ ইব্ন কায়েস। তিনি ৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৬ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়ষ ৫০ বা অনুরূপ ছিল। তিনি কুফার মুফতি ছিলেন। আ’মাশ বলেন: তিনি হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কা‘বীর মতে তাঁর মত জ্ঞানী সমসাময়িক যুগে ছিল না। আবু সা’ঈদ বলেন: তাঁর রেওয়াতগুলো মুরসাল পর্যায়ের। আবু হাতীম বলেন: তিনি হযরত আয়িশা (রা.) ছাড়া আর কারো সাক্ষাৎ পান নি। তিনি হযরত আনাসের যুগ পেলেও তাঁর থেকে কোন হাদীস শোনেন নি।[১৩৫]

(২) ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আত-তাইমী (إِبْرَاهِيْمُ بنُ يَزِيْدَ التَّيْمِيُّ)

নাম ইবরাহীম। পিতার নাম ইয়াজীদ ইব্ন শারীক আত-তাইমী। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে ৯২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। তিনি কুফার একজন বড় আবিদ ও সিকা রাবী ছিলেন।[১৩৬]

(৩) ইসহাক ইব্ন তালহা (إِسْحَاقُ بنُ طَلْحَةَ)

নাম ইসহাক। পিতার নাম তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ আত-তাইমী। মাতার নাম উম্মু আবান উতবা। তিনি ১৫৬ হি. তে এন্তেকাল করেন। তাঁর দুই ভাই ইসমাঈল ইব্ন তালহা ও ইয়াকূব ইব্ন তালহা।
তাবকা: তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি‘ঈ।
শুয়ূখ: তালহাতুবনু আব্দিল্লাহ (তাঁর পিতা), আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর নিকট- মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট- অনুল্লিখিত (لم يذكرها)[১৩৭]

(৪) ইসহাক ইব্ন ‘উমার (إِسْحَاقُ بنُ عُمَرَ)

নাম ইসহাক। পিতার নাম ‘উমার।
তাবকা: তৃতীয় স্তর অর্থাৎ তিনি মধ্যম স্তরের তাবি‘ঈ ছিলেন।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) বলেন: ইমাম দারাকুতনী তাঁকে “মাতরূক” (متروك) বলে অভিহিত করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে, “মাজহূল”। ইমাম তিরমিযী তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনা করেন: عن

---

১৩৩ আব্দুল হামীদ তাহমায, উসদাত আল-আফগানীর “ تعليقات الافغانى على الاجابة” এর রেফান্সে উল্লেখ করেন। দ্র. *সাইয়্যিদা আয়িশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১৩৪ *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৬-১৩৯

১৩৫ আবুল ফদল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-মুহাক্কিক: মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, *তাকরীবুত তাহযীব*(সিরিয়া: দারুর রশীদ, ১ম প্রকাশ ১৪০৬/১৯৮৬), খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ২৭০; আ. ন. ম. মাঈন উদ্দীন সিরাজী, আসমাউর রিজাল বা রাবী চরিত (ঢাকা: আল-রারাকা লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ১৬৩

১৩৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ২৬৯

১৩৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

عائشة : ما صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله اهـ (রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকাল পর্যন্ত এক নামায তার শেষ ওয়াক্তে দু'বার আদায় করেন নি।)
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)
তালামীয: তাঁর থেকে সা'ঈদ ইব্‌ন আবী হিলাল হাদীস বর্ণনা করেন।[১৩৮]

(৫) আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (الأَسْوَدُ بنُ يَزِيْدَ)

নাম আসওয়াদ। পিতার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়স আন-নাখ'ঈ (রহ.)। তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইব্রাহীম নাখঈর মামা এবং তাবে'ঈ আলকামার ভাতিজা ছিলেন। তিনি ৭৪/৭৫ হিজরীতে কূফায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ তিনি কিবারুত তাবি'ঈন বা প্রথম শ্রেণীর তাবি' ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদে, সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত্ তিরমিযী ও সুনানু ইব্‌ন মাজায় তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর নিকট সিকা অধিক হাদীস বর্ণনা কারী ও ফকীহ, ইমাম আয-যাহাবী কিছু উল্লেখ করেন নি। তিনি ছিলেন কূফার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও জ্ঞান তাপস।[১৩৯]
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.), উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা, আবু বকর, উমার, আলী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী এবং ইব্‌ন মাসউদ (রা.) সহ প্রমুখ সাহাবীদের (রা.) কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন সুয়াইদ আন-নাখ'ঈ, ইব্রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ আন-নাখ'ঈ (তাঁর ভাগিনা), 'আশ'আস ইব্‌ন আবী সা'সা, রাবাহিবনিল হারিস আন-নাখ'ঈ, আব্দুর রহমান ইব্‌নুল আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (তাঁর ছেলে), আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (তাঁর ভাই), আম্মার ইব্‌ন উমাইর ও কাসীর ইব্‌ন মুদরিক সহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আয়িশা (রা.) হতে ১১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪০]

(৬) আয়মান আল মাক্কী (أَيْمَنُ الْمَكِّيُّ)

নাম আল-কাসিম। পিতার নাম আব্দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আইমান আল-মাক্কী। তিনি তাঁর নামে পরিচিতি লাভ করেন।
তাবকা: ৭ম স্তরের অর্থাৎ কিবারু আতবা'ইত তাবি'ঈন।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকাহ।
কিতাব: ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ', সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত্ তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) (ইব্‌ন হাজারের মতে), আবূ হাযিম সালমাতুবনু দিনার আল-মাদানী, আব্দুল্লাহ হিবনু মুহাম্মাদ ইব্‌ন উকাইল ও উমার ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র প্রমুখ সাহাবী (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[১৪১]

(৭) সুমামা ইব্‌ন হাযন (ثُمَامَةُ بنُ حَزْنٍ)

নাম সুমামা। পিতার নাম হাযন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন কুশাইর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রাবীয়া আল-কুরায়শী আল-বসরী। তিনি ওয়ার ইব্‌ন সুমামার পিতা।

---

[১৩৮] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৩৭৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*,

[১৩৯] *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০ - ৫১

[১৪০] জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্‌নুয যাকী, *তুহফাতুল আশরাফ*(আলহিন্দ: দারুল কাইয়্যিমা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২), খ. ১২, পৃ. ১০; *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১

[১৪১] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৫৯৮

 Dhaka University Institutional Repository

তাবকা: দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা প্রথম শ্রেণীর তাবি' ।
রুতবা: ইব্নু হাজার এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ।
শুয়ূখ: হযরত উমার, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর, উসমান ইব্ন আফ্ফান, আবুদ্ দারদা এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আসওয়াদ ইব্ন শাইবান আল-বসরী, সা'য়ীদ আল-জারীরী, দাউদে ইব্ন আবূ হিন্দ, কাসিম ইব্নুল ফদল প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মখাদরীম অর্থাৎ ইসলাম ও জাহিলীয়া উভয় যুগ পেয়েছিলেন। হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব এর কাছে দূত হিসেবে আগমন করেছিলেন।[১৪২]

(৮) জুবায়র ইব্ন নুফায়র (جُبَيْرُ بن نُفَيْرٍ)

নাম যুবায়র। পিতার নাম নুফায়র ইব্ন মালেক ইব্ন আমের আল-হাযরামী, আল-হিমছী। তিনি তাবি'ঈদের মধ্যে সিকা রাবী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মানিত সাহাবী। তিনি আবুদ্ দারদা ও আবূ যর প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অসংখ্য তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৮০ হিজরীতে শামে এন্তেকাল করেন।[১৪৩]

(৯) জুমাঈ' ইব্ন 'উমায়র (جُمَيْعُ بنُ عُمَيْرٍ)

নাম জুমাঈ' । পিতার নাম উমায়র ইব্ন আফ্ফাক আত-তাইমী। তাঁর কুনিয়াত আবুল আসওয়াদ।
তাবকা: ৩য় স্তর অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক মাঝে মাঝে ভুল করতেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে অহিন (واه)।
কিতাব: সুনানু আবী দাউদে, সুনানুন নাসাঈ, ইব্ন মাজা, সুনানুত্ তিরমিযী কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, আবূ বুরদা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: হাকীম ইব্ন জুবায়র (جبير), হারমালা (حرملة) আদ-দবী, আল'আলা ইব্ন সালেহ ও সাদাকাহ ইব্ন সা'য়ীদ আল-হানাফী, সুলায়মান আল-'আমাশ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাবি'ঈগণের মধ্যে সাদিক রাবী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন: তিনি উমার ও আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪৪]

(১০) হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাবী'আহ্ আল-মাখযূমী (الحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَبِيْعَةَ المَخْزُوْمِيُّ)

নাম আল-হারিস। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী রাবীয়াহ। তিনি মক্কার বনী মাখজুম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি ৭০ হিজরীর কিছু পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন।
তাবকা: ২য় স্তরের অর্থাৎ কিবারিত তাবি'ঈণ বা প্রথম সারির তাবি'ঈ ছিলেন।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) মতে সদূক (صدوق) এবং ইমাম আয-যাহাবী কিছুই উল্লেখ করেন নি।
কিতাব: সুনানুন নাসা'ঈ ও ইমাম আবূ দাউদে তাঁর মারাসিল কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলন করেন।
শুয়ূখ: 'উমার ইব্ন খাত্তাব, মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ান, হাফসা বিন্ত উমার, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

---

১৪২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সা, ক্রমিক নং ৮৫০

১৪৩ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুজ জীম, ক্রমিক নং ৯২৪

১৪৪ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুজ জীম, ক্রমিক নং ৯৬৮

তালামীযঃ ইব্‌ন মুস'আব ইব্‌ন যুবায়র প্রমুখ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর অনেক মুরছাল রেওয়ায়ত রয়েছে।[১৪৫]

(১১) হারিস ইব্‌ন নাওফল (الحَارِثُ بنُ نَوْفَلٍ)

নাম হারিস। পিতার নাম নাওফল ইব্‌নুল হারীছ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব। তিনি হযরত 'উসমান (রা.) এর খিলাফতের শেষের দিকে বসরায় এন্তেকাল করেন।
তাবকাঃ ১ম স্তর অর্থাৎ তিনি সাহাবী ছিলেন।
রুতবাঃ ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুহবাত লাভে ধন্য হয়েছিলেন।
শুয়ূখঃ তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.) ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) প্রমুখ সাহাবী (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীযঃ তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফল, নাতী হারিস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন হারিস ও আবূ মুলযাম ইব্‌ন হামীদ আল-বসরী।
কিতাবঃ সুনানুন নাসাঈ তে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি মক্কার বিখ্যাত হাশিমী গোত্রের লোক ছিলেন।[১৪৬]

(১২) আল-হাসান (الحَسَنُ)

নাম আল-হাসান। পিতার নাম আলী ইব্‌ন আবী তালেব। তাঁর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। রাসূলুল্লাহ (স.) এর কলিজার টুকরা নাতি, জান্নাতে যুবকদের নেতা। তিনি তৃতীয় হিজরীতে রমযান মাসের মাঝামাঝি সময় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫০/৫৮/৪৯/৪৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।
শুয়ূখঃ তিনি আবু হুরায়রা ও হযরত আয়িশা (র.) সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪৭]

(১৩) হামযা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ)

নাম হামযা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন খাত্তাব। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইব্‌ন খাত্তাব এর নাতী।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি'ঈ।
রুতবাঃ ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যুহরীর মতে সিকা (ثقة)
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদে, ইব্‌নু মাজা, সুনানুত্ তিরমিযী গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (তাঁর পিতা), উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিন্‌ত উমার (তাঁর ফুফু), উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

---

১৪৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১০২৮; ইউসূফ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইউসূফ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ আল্-মিযযী, আল-মুহাক্কিকঃ ড. বাশ্‌শার আওয়াদ মা'রূফ, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল(* বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪০০/১৯৮০), খ. ৫, পৃ. ২৪০-২৪৪

১৪৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১০৫৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯০-২৯৪

১৪৭ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১৩৩৪

 Dhaka University Institutional Repository

তালামীযः তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব (ইমাম যুহরীর ভাই), উতবা ইব্‌ন মুসলিম আল-মাদানী, আবূ উবায়দা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যাম‘আ সহ আরও অনেকে তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[১৪৮]

(১৪) খালিদ ইব্‌ন সা‘য়াদ (خَالِدُ بنُ سَعْدٍ)

নাম খালিদ। পিতার নাম সা‘য়াদ, বিশিষ্ট বদরী সাহাবী আবূ মাস‘উদ আল-আনসারীর গোলাম। তিনি কুফার অধিবাসী।
তাবকাः দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রথম সারির তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন (من كبار التابعين)।
কিতাবः সহীহুল বুখারী, সুনানুন নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা গ্রন্থে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাः ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ রাবী।
শুয়ূখः তাঁর মনিব আবূ মাস‘উদ আল-আনসারী, হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ‘আতীক, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীযः ইব্রাহীম ইব্‌ন বাশীর আল-আনসারী, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, সুলায়মান আল-আ‘মাশ, মানসূর ইব্‌নুল মু‘তামির, আবূ হুসাইন উসমান ইব্‌ন আসিম প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৪৯]

(১৫) খালিদ ইব্‌ন মা‘দান (خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ)

নাম খালিদ। পিতার নাম মা‘দান ইব্‌ন আবূ কারব আল-কালায়ী, আল-হিমছী। তাঁর কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। তিনি ১০৩ হিজরীতে ‘তুরসূস নামক’ স্থানে এন্তেকাল করেন, কেউ কেউ বলেনः আরও পরে।
তাবকাः তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবः সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা গ্রন্থসমূহে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাः ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও আবিদ তবে অনেক মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।
শুয়ূখः আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা‘য়াদ আল-আনসারী, উবাদা ইব্‌নুস সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌নুল আস, মুয়ায ইব্‌ন জাবাল, মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবীর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীযः তাঁর কন্যা উম্মু আব্দিল্লাহ ‘আবাদা বিন্‌ত খালিদ ইব্‌ন মা‘দান, ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ মালেক, আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন সাওবান, সফওয়ান ইব্‌ন আমর, যীয়াদ ইব্‌ন সা‘য়াদ, দাউদ ইব্‌ন উবায়দিল্লাহসহ অসংখ্য রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর ৭০ জন সাহাবী (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করেছেন।[১৫০]

(১৬) খাব্বাব (خَبَّابٌ صَاحِبُ المَقْصُوْرَةِ)

নাম খাব্বাব আল-মাদানী (সাহিবুল মাকসূরা)। মুসলিম ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন খাব্বাবের দাদা।
তাবকাः দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ কিবারুত্ তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবः সহীহু মুসলিম ও সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

[১৪৮] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১৫২৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩০-৩৩২

[১৪৯] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৯-৮১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা, ক্রমিক নং ১৬৩৮

[১৫০] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা ক্রমিক নং ১৬৭৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৭-৭৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা, ক্রমিক নং ১৬৩৮

 Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) মতে তিনি সাহাবী, কেউ কেউ তাকে 'মুখাদরিম' বলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) কিছুই উল্লেখ করেন নি।
শুয়ূখ: আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর থেকেও অনেক হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আমির ইব্‌ন সা'য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস সহ অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫১]

(১৭) খুবায়ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আয-যুবায়র (خُبَيْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ)

নাম খুবায়ব। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, আল-আসাদী। তিনি ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও আবিদ। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা ও নাসিক (ثقة وناسك ومعنى بالعلم)।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (তাঁর পিতা), কা'বুল আহবার, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে যাবায়র ইব্‌ন খুবায়ব, সুলায়মান ইব্‌ন 'আতা', উসমান ইব্‌ন হাকীম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল মালেক, ই'য়ালা ইব্‌ন উকবা প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫২]

(১৮) খিলাস আল-হাজারী (خِلَاسٌ الهَجَرِيُّ)

নাম খিলাছ। পিতার নাম আমর আল-হাজারী, আল-বসরী।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা প্রথম শ্রেণীর তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা ও তিরমিযী গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকাহ তবে মুরসাল রেওয়ায়ত করতেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: ইব্‌ন আব্বাস, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, আবূ হুরায়রা, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ প্রমুখ সাহাবীর কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: দাউদ ইব্‌ন আবী হিন্দ, যিয়াদ ইব্‌ন মুসলিম, আতাদা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ফীরোয, আওফ আল-'আরাবী ও মালিক ইব্‌ন দীনার সহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫৩]

(১৯) খিয়ার ইব্‌ন সালামা (خِيَارُ بنُ سَلَمَةَ)

নাম খিয়ার। পিতার নাম সালমাহ বা সালামাহ। তাঁর কুনিয়াত আবু যিয়াদ শামী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সুনানু আবূ দাউদ ও সুনানুন নাসাঈ গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাযারের নিকট মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট সিকা।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

---

১৫১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা ক্রমিক নং ১৬৯৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২২১-২২২

১৫২ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা ক্রমিক নং ১৭০১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২২৩-২২৬

১৫৩ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা ক্রমিক নং ১৭৭০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪১- ৪৪২

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: তাঁর থেকে খালিদ ইব্‌ন মা'দান হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫৪]

(২০) খায়সামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (خَيْثَمَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)

নাম খায়সামা। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাবরাহ, আল-জু'ফী আল-কূফী। তিনি ৮০ হিজরীর পরে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রাহ.) এর মতে তিনি সিকা তবে মুরসাল রেওয়ায়ত করেছেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা ও ইমাম।
শুয়ূখ: বারা ইব্‌ন আযিব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ, ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খালেদ, আল-হাকাম ইব্‌ন উতাইবা, সা'য়ীদ ইব্‌ন মাসরূক, কাতাদা, ইউনুস ইব্‌ন আবী ইসহাক, আ'মাশ, মানছুর ও 'উরওয়া ইব্‌ন মুররাহ সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫৫]

(২১) যাকওয়ান আস-সম্মান (مَولاَهَا ذَكْوَانُ)

নাম জাকওয়ান। তাঁর কুনিয়াত আবু সালেহ আস-সাম্মান, আয-যাইয়্যাদ। তিনি ১০১ হি. সনে এন্তেকাল করেন। তিনি মদীনার অধিবাসী। তিনি কুফায় যাইতুন (তেল) সরবরাহ করতেন তাই তাঁকে যাইয়্যাত বলা হয়।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী, ইব্‌নু মাজা গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যুহরীর মতে তিনি অত্যন্ত সিকা রাবী।
শুয়ূখ: সা'য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, সা'য়ীদ ইব্‌ন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফইয়ান, আবুদ্ দারদা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ বকর আস-সিদ্দীক, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা, উম্মু সালামা, উম্মু হাবীবা (রা.)সহ প্রমুখ সাহাবীর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী মায়মুনা, ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী তালহা, ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খালিদ, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, যায়দ ইব্‌ন আসলামসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫৬]

(২২) তাঁর গোলাম যাকওয়ান (مَولاَهَا ذَكْوَانُ)

নাম যাকওয়ান। কুনিয়াত আবূ 'আমর আল-মাদানী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর গোলাম ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

---

[১৫৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা ক্রমিক নং ১৭৭১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯

[১৫৫] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল খা ক্রমিক নং ১৭৭৩; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৭০-৩৭১

[১৫৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যাল, ক্রমিক নং ১৮৪১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১১৬-১১৮

 Dhaka University Institutional Repository

কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ গ্রন্থে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) এর নিকট তিনি সিকা, ইমাম আয-যাহাবী কিছুই উল্লেখ করেন নি।
শুয়ূখঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীযঃ আল-আযরাক ইব্ন কায়স, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলাইক, আব্দুর রহমান ইব্নুল হারিস ইব্ন হিশাম, আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন আবী আওফ, আলী ইব্ন হাসান ইব্ন আবী তালিব, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমার ইব্ন 'আতা, আবূ ইয়াযীদ আল-মাদীনী সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫৭]

(২৩) রাবী'আ আল-জুরাসী (رَبِيْعَةُ الجُرَشِيُّ)

নাম রাবী'আহ। পিতার নাম 'আমর। তাঁকে আল-হারীস, আদ-দীমাশকীর ছেলে বলা হয়। তিনিই আবুল গাজ আজ-জুরাশী। তাঁর সাহাবী হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। তিনি ৬৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। ইমাম দারা কুতনী তাঁকে ফকীহ ও সিকাহ বলে গণ্য করেছেন।[১৫৮]

(২৪) যাযান আবূ 'উমার আল-কান্দী (زاذان أبو عمر الكندي البزاز)

নাম যাযান আবূ 'উমার আল-কিন্দী, আল-বাজ্জাজ। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ, আবূ আমর। তিনি ৮২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকাঃ দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা প্রথম শ্রেণীর তাবি'ঈ ছিলেন।
কিতাবঃ আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত্ তিরমিযী ও ইব্ন মাজা গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) নিকট তিনি সদূক তবে মুরসাল বর্ণনা করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে- সিকা।[১৫৯]

(২৫) যুরারা ইব্ন আওফা (زُرَارَةُ بنُ أَوْفَى)

নাম জুরারাহ। পিতার নাম আওফা আল-'আমেরী, আল-হারাশী। কুনিয়াত আবু হাজিব। তিনি ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী, ইব্নু মাজা গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও আবিদ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) কিছুই উল্লেখ করেন নি।
শুয়ূখঃ আনাস ইব্ন মালিক, আসীর ইব্ন জাবির, আব্দুল্লাহ ইব্নুল আব্বাস, 'ইমরান ইব্ন হুসাইন, মাসরূক ইব্ন আজদা, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবীর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীযঃ আইয়ূব সিখতিয়ানী, বাহয ইব্ন হাকীম, দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ, আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন ইউনুস ইব্ন 'উবায়দ সহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৬০]

---

১৫৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যাল, ক্রমিক নং ১৮৪২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১৭ - ৫১৮

১৫৮ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুর রা, ক্রমিক নং ১৯১৫

১৫৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যা, ক্রমিক নং ১৯৭৬

১৬০ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যা, ক্রমিক নং ২০০৯; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৯-৩৪১

(২৬) যির্‌র ইব্‌ন হুবায়শ (زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ)

নাম যির্‌র। পিতার নাম হুবায়শ ইব্‌ন হুবাশা। বনু আসাদ গোত্রের সন্তান, কূফার অধিবাসী। কুনিয়াত আবু মুতার্‌রফ। তিনি ৮১/৮২/৮৩ হি. তে ১২৭ বছর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতেই তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি জালীল সিকা (ثقة جليل) রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: উবাই ইব্‌ন কা'ব, হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল আস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ যর গিফারী, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবীর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ, ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খালিদ, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, আমির আশ-শা'বী, আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী, আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূছা আল-আশ'আরী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগপ্রাপ্ত সিকাহ রাবী ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদের সঙ্গীদের ও ইরাকের বিখ্যাত কারীগণের অন্যতম।[১৬১]

(২৭) যায়দ ইব্‌ন আসলাম (زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ)

নাম যায়দ। পিতার নাম আসলাম আল-কুরায়শী আল-আদাভী। কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ ও আবু উসামাহ। উমার ইব্‌ন খাত্তাবের গোলাম। তিনি ১৩৬ হি. তে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতেই তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা আলিম তবে মুরসাল রেওয়ায়ত করেছেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে বিশিষ্ট ফকীহ।
শুয়ূখ: মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির, আবূ হুরায়রা, উম্মু তারদা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আবী তালিব, 'আমর ইব্‌ন রাফি' 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের গোলাম, আল-কা'কা ইব্‌ন হাকীমসহ কতিপয় বিখ্যাত সাহাবী ও প্রসিদ্ধ তাবিঈ'গণের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে সুফইয়ান সাওরী, আইয়ূব আস-সিখতীয়ানী, মালিক, ইব্‌নু উ'আইনা প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মদীনার অধিবাসী।[১৬২]

(২৮) যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (زَيْدُ بنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ)

নাম যায়দ। পিতার নাম খালিদ আজ-জুহানী। তিনি মদীনার বিখ্যাত সাহাবীগণ (রা.) এর মধ্যে অন্যতম। তিনি ৮৫ বছর বয়সে ৬৮/৭০ হিজরীতে তিনি মদীনায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাহাবী।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতেই তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: রাসূলুল্লাহ (স.) 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আবূ তালহা আল-আনসারী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, বুসর ইব্‌ন সা'য়ীদ, সা'য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব, আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান সহ অনেক বিখ্যাত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৬৩]

---

১৬১ ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যা, ক্রমিক নং ২০০৮; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৫- ৩৩৮

১৬২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যা, ক্রমিক নং ২১১৭

(২৯) সালিম ইব্ন আবিল জা‘আদ (سَالِم بن أَبِي الجعد)

নাম সালিম। পিতা নাম আবুল জা‘আদ রাফে‘ আল-আশজাঈ। তিনি ৯৭/৯৮/১০০ হি. তে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ রাবী এবং মুরসাল রেওয়ায়ত করেছেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতেও সিকা।
শুয়ূখ: আনাস ইব্ন মালিক, ইব্ন উমার, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা, সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ও জাবির (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আল-হাসান ইব্ন সালিম ইব্ন আবীল জা’দ, আল-হাসান ইব্ন মারওয়ান, আবাদাতা ইব্ন আবী লুবাবা, আল-মানসূর ও আ’মাশ সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ তাবি‘ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[১৬৪]

(৩০) সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ)

নাম সালিম। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার ইব্ন খাত্তাব। কুনিয়াত আবূ ‘উমার বা আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি ১০৬ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতেই তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকাহ সাবিত ফযিল(ثقة ثابت فاضل) এবং মদীনার অধিবাসী ‘সাত ফকীহ’দের অন্যতম। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তাবি‘ঈদের অন্যতম প্রধান ফকীহ ও হাদীস বিশারদদের অন্যতম সিকাহ রাবী।
শুয়ূখ: রাফে‘ ইব্ন খাদীজ, সা‘য়ীদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার, আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী, আবূ হুরায়রা, সুফিয়্যা বিন্ত আবী ‘উবায়দ, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবীর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্ন আবী হানীফা আল-ইয়ামানী, ইব্রাহীম ইব্ন উকবা, বুকাইর ইব্ন আতীক, বুকাইর ইব্ন মূসা, জাবির আল-যু’ফী, ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব ইয়াযীদ ইব্ন আব্দির রহমানসহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৬৫]

(৩১) সালিম সাবালান (سَالِمُ سَبَلاَنَ)

নাম সালিম সাবালান। পিতার নাম আব্দুল্লাহ আন-নাসরী, আবূ আব্দুল্লাহ আল-মাদানী আদ-দাওসী। সালিম শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ এর গোলাম ছিলেন। ১১০ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি‘ঈ।
কিতাব: সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সদূক রাবী ছিলেন।

---

১৬৩ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যা, ক্রমিক নং ২১৩৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৩-৬৪

১৬৪ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২১৭০; *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৩২-১৩৪

১৬৫ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২১৭৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫৪-১৫৫

শুয়ূখ: সা'য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর সিদ্দীক, উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তালামীয: বুকাইর ইব্‌নুল আশাজ, সা'য়ীদ ইব্‌ন আবী সা'য়ীদ আল-মাকবুরী, সা'য়ীদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন বানিক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-হুযালী আল-মাদানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবী কাসীর সহ বিভিন্ন স্তরের তাবি'ঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৬৬]

(৩২) সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (السَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ)

নাম সাইব। পিতার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌ন সুমামাহ আল-আসওয়াদ আল-কিন্দী। কুনিয়াত আবু ইয়াযীদ আল-কিন্দী। তিনি দ্বিতীয় হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বশেষ সাহাবী যিনি ৯১ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: প্রথম স্তরের অর্থাৎ তিনি সাহাবী ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সাহাবী।
শুয়ূখ: রাসূলুল্লাহ (স.) রাফি' ইব্‌ন খাদীজ, সা'য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, সূফইয়ান ইব্‌ন আবী যুহাইর,তালহা ইব্‌ন উবাইদিল্লাহ, 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফইয়ান ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কারিয, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন তালহা, আল-জুআইদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবী কাসীর, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সা'য়ীদ আল-আনসারী সহ অসংখ্য তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সাত বছর বয়সে তিনি পিতার সাথে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন। 'উমার (রা.) তাঁকে মদীনার বাজারের দায়িত্ব প্রদান করেন।[১৬৭]

(৩৩) সা'য়াদ ইব্‌ন হিশাম (سَعْدُ بنُ هِشَامٍ)

নাম সা'য়াদ/ সা'য়ীদ। পিতার নাম হিশাম ইব্‌ন আমের আল-আনছারী। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক এর চাচাত ভাই। তিনি ভারতে এন্তেকাল করেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতেই তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) মতে তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: ইব্‌ন উমার, আনাস ইব্‌ন মালিক, সামুরা ইব্‌ন জুনদুব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, হিশাম ইব্‌ন 'আমির ও আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবীগণ থেকে তিনি হাদীস শোনেছেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আল-হাসান আল-বসরী, হামীদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আল-হুমাইরী, হামীদ ইব্‌ন হিলাল ও যারারা ইব্‌ন আওফাসহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সম্মানিত তাবি'ঈগণের মধ্যে তিনি অন্যতম।[১৬৮]

(৩৪) সা'য়ীদ আল-মাকবুরী (سَعِيْدٌ المَقْبُرِيُّ)

নাম কায়সান আবূ সা'য়ীদ মাকবুরী। পিতার নাম আবূ সা'য়ীদ। কুনিয়াত সাহিবুল আবা। তিনি উম্মু শারীকের গোলাম। তিনি ১০০ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈ।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১৬৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২১৭৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫৪-১৫৫

১৬৭ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২২০২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৯৩ -১৯৫

১৬৮ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২২৫৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩০৭ - ৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও সাবিত।
শুয়ূখ: উসামা ইব্‌ন যায়িদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, উকবা ইব্‌ন আমির আল-যুহানী, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ রাফি', আবূ সা'য়ীদ আল-খুরদী, আবূ হুরায়রা সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে সা'য়ীদ ইব্‌ন আবূ সা'য়ীদ আল-মাকবুরী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌ন আবূ সা'য়ীদ আল-মাকবুরী (তাঁর নাতী), আবূ সখর হামীদ ইব্‌ন যিয়াদ, আব্দুল মালিক ইব্‌ন নওফল ইব্‌ন মাসাহিক সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৬৯]

(৩৫) সা'য়ীদ ইব্‌নুল আস (سَعِيْدُ بنُ العَاصِ)

নাম সা'য়ীদ। পিতার নাম 'আস ইব্‌ন আবী উহাইহা সা'য়ীদ ইব্‌নুল আস ইব্‌ন উমাইয়্যা আল-কুরায়শী আল-উমুবী। কুনিয়াত আবূ উসমান ও আবূ আব্দুর রহমান। হিজরাতের বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫৮/৫৯ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন।
কিতাব: ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহু মুসলিম, আবূ দাউদের আল-মারাসিল, সুনানুন নাসাঈ, ইব্‌নু মাজা গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সাহাবী। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) কিছুই উল্লেখ করেন নি।
শুয়ূখ: রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আয়্যুব ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌নুল 'আস, সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার, উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র, আমর ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌নুল 'আস (তাঁর ছেলে), ইয়াহিয়া ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌নুল 'আস (তাঁর ছেলে) সহ অসংখ্য রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭ বছর। হযরত 'উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে তিনি কূফার এবং মু'আবিয়ার সময় মদীনার গর্ভনর ছিলেন।[১৭০]

(৩৬) সা'য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (سَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ)

নাম সা'য়ীদ। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুসাইয়্যাব ইব্‌ন হাযান আল-কুরশী আল-মাখযুমী আল-মাদানী। তিনি উমার (রা.) এর খিলাফতের ২/৪ বছর পর মদীনায় জম্মগ্রহন করেন।[১৭১] তিনি খলীফা ওয়ালিদের খিলাফতকালে ৭৫ বছর বয়সে ৯৪/৭১২ সনে মদীনায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈনের অন্যতম ছিলেন। তাঁকে তাবি'ঈগণের নেতা বলা হয়।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা, হুজ্জাত, ফকীহ, সাইয়্যিদুত তাবি'ঈন, সকল আলিম তাঁর মুরসালকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মুরসাল হিসেবে গণ্য করেন।
শুয়ূখ: উবাই ইব্‌ন কা'ব, আনাস ইব্‌নু মালিক, বারা ইব্‌ন আযিব, বিলাল মাওলা আবী বকর, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, যুবায়র ইব্‌নু মুতয়িম, আবূ হুরায়রা (তাঁর শ্বশুর), আবুদ্ দারদা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ অসংখ্য বড় বড় সাহাবীগণ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লায়সী, বুকাইর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল আশাজ, হাস্‌সান ইব্‌ন আতিয়্যা, সহ অসংখ্য বিখ্যাত তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭২] তিনি

---

১৬৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৩২১

১৭০ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৩৯৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫০২-৫১০

১৭১ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ, ফকীহ ও জ্ঞান সাধক। একটি মাত্র হাদীসের খোজে তিনি কয়েক দিন -রাত সফর করতেন। ইমাম মাকহূল বলেন, জ্ঞানের সন্ধানে সারা জীবন সফর করেছি, কিন্তু সা'য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (রহ) এর চেয়ে বড় জ্ঞানীর সন্ধান পাইনি। ইমাম আহমাদ সহীহ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হাসান বলে মেনে নিতেন।[১৭৩] তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবিদ ব্যক্তি। তিনি বলেন: ৫০ বছর যাবৎ আমার কোন নামাজে তাকবীরে উলা বাদ যায় নি। তিনি প্রায় সারা বছর রোযা রাখতেন। ৪০ বার হজ্জ করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভিক ও অন্যায়ের প্রতিরোধক। এ জন্য তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।[১৭৪]

(৩৭) সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ)

নাম সুলায়মান। পিতার নাম ইয়াসার আল-হিলালী আল-মাদানী। কুনিয়াত আবূ আইয়্যূব ও আবূ আব্দুর রহমান। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী মাইমুনাহ বা উম্মু সালামা (রা.) এর গোলাম। তিনি ১০৭ হিজরীতে তিনি ৭৩ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি মদীনার সিকা ও ফাযিল মুহাদ্দিসীন, ফুকাহাদের অন্যমত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।
শুয়ূখ: জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, রাফি' ইব্‌ন খাদিজ, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র, আবূ সা'য়ীদ খুদরী, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা, মাইমুনা, উম্মু সালামা (রা.) সহ অনেক সাহাবীর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লায়সী, বুকাইর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল আশাজ, খালিদ ইব্‌ন আবী ইমরান, আতা ইব্‌ন ইয়াসার, আমর ইব্‌ন দীনার, আমর ইব্‌ন শু'আইব, নাফে' মাওলা ইব্‌ন উমার সহ প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭৫]

(৩৮) সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ)

নাম সুলায়মান। পিতার নাম বুরাইদাহ ইবনিল হাছীব আল-আসলামী আল-মারূজী। ১৫ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০৫ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা বুরাইদা আল-আসলামী, ইমরান ইব্‌ন হুসাইন, ইয়াহিয়া ইব্‌নু ই'য়ামার ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক বিশিষ্ট সাহাবীর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আতা, আলকামা ইব্‌ন মারসাদ, গায়লান ইব্‌ন জামি', কা'নাব আত-তামীমী ও মাহারিব ইব্‌ন দিসার সহ অসংখ্য তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭৬]

---

১৭২ *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৯; *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৭; *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৫

১৭৩ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৫; *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫; *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৬

১৭৪ *আল ওয়াফিয়াত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৩৯৬; তাহযীবুত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ৩৩৭; *আল দিয়া ওয়ান নিহায়*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৬৭-৭৫

১৭৫ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৬১৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০৫-১১০

১৭৬ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৫৩৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৭১-৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

(৩৯) শুরাইহ ইব্‌ন আরতাত্‌ (شُرَيْحُ بنُ أَرْطَاةَ)

নাম শুরাইহ। পিতার নাম আরতাত্‌ ইব্‌নুল হারিস আন-নাখ'য়ী আল-কূফী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ'য়ী, আল-হাকাম ইব্‌ন উতবা ও আলকামা ইব্‌ন কায়স সহ অনেক তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়ত করেন।[১৭৭]

(৪০) শুরায়হ ইব্‌ন হানী (شُرَيْحُ بن هاني)

নাম শুরাইহ। পিতার নাম হানী ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-হারিছী। কুনিয়াত আবূ মিকদাম। ৭৮ হিজরীতে তিনি সিজিস্তানে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ছাড়া বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ সহ সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা ও আবিদ।
শুয়ূখ: সা'য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আমির আশ-শা'বী, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুরাইস ইব্‌ন হানী (তাঁর ছেলে), মিকদাদ ইব্‌ন শুরাইহ ইব্‌ন হানী (তাঁর ছেলে), মুকাতিল ইব্‌ন বাশীর প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে আবূ শুরাইহ উপাধি দিলেন। তিনি আবূ বকরার সাথে 'সিজিস্তানে' অবস্থান করেন।[১৭৮]

(৪১) শারীক আল- হাওযানী (شَرِيْقٌ الهَوْزَنِيُّ)

নাম শারীক হাওজানী আশ-শামী আল-হিমসী। তিনি হিমস এর অধিবাসী ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সুনানু আবী দাউদ ও সুনানুন নাসাঈতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি মাকবূল ও ইমামা আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আজহার ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-হারাযী হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭৯]

(৪২) শাকীক আবুল ওয়ায়িল (شَقِيْقٌ أَبُو وَائِلٍ)

নাম শাকীক। পিতার নাম আবূ ছালমাহ আল-আসাদী। কুনিয়াত আবূ ওয়ায়িল। বনূ আসাদ গোত্রের সন্তান। তিনি 'উমার ইব্‌ন আব্দুল আজীজ এর শাসন আমলে ৯৯ হিজরীতে ১০০ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।

---

[১৭৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ২৭৭৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫

[১৭৮] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ২৭৭৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত,খ. ১২, পৃ. ৪৫৩-৪৫৫

[১৭৯] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ২৮১৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রথম স্তরের বা প্রথম শ্রেণীর অন্যতম তাবি‘ঈ ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগ পেয়েছেন কিন্তু তাঁর সাক্ষাত ও তাঁর মুখ থেকে অমীয় বাণী শোনার সৌভাগ্য হয় নি, তাই তাকে ‘আকাবীরে তাবি‘ঈনের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি নিজেই বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবুওয়াত লাভের সময় আমি ১০ বছরের ছেলে ছিলাম, তখন আমি পাহাড়ের উপত্যকায় আমার পরিবারের মেষ চড়াতাম।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি হযরত ‘উমার ইব্‌ন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস‘উদ, আবূ হুরায়রা, আবূ মুসা আল-আশ‘য়ারী, আবুদ্ দারদা, আবূ সা‘য়ীদ আল-খুদরী, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনার জন্য তাঁকে সিকাহ ও হুজ্জাত হিসেবে গন্য করা হয়।
তালামীয: হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, আল-হাকাম ইব্‌ন উতাইবা, হুসাইন ইব্‌ন আব্দুর রহমান, আমির আশ-শা‘বী, আমির ইব্‌ন শাকীকসহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮০]

(৪৩) শাহর ইব্‌ন হাওশাব (شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ)

নাম শাহর। পিতার নাম হাওশাব আল-আশ‘আরী আশ-শামী। তিনি আছমা বিন্‌ত ইয়াজীদ ইব্‌ন ছাকান এর গোলাম ছিলেন। তিনি ১১২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে এবং বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ এ তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক তবে বেশি বেশি মুরসাল রেওয়ায়ত করেছেন ইয়াহিয়া ইব্‌ন মা‘ঈন ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন: তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: তামীম আদ-দারী, যাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, সালমান আল-ফারিসী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা উম্মু সালামা, উম্মু দারদা, উম্মু হাবীবা (রা.)সহ অসংখ্য বিখ্যাত সাহাবীদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আবান ইব্‌ন সালিহ, আবান ইব্‌ন সাম্মা, ইব্রাহীম ইব্‌ন আব্দুর রহমান আশ-শায়বানী, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, দাউদ ইব্‌ন আবী হিন্দসহ অসংখ্য তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮১]

(৪৪) সালিহ ইব্‌ন রাবী’আ (صَالِحُ بنُ رَبِيْعَةَ بنِ الهُدَيْرِ)

নাম সালিহ। পিতার নাম রবী‘আহ ইব্‌ন হুদায়র আত-তাইমী আল-মাদানী।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের পরবর্তী স্তরের তাবি‘ঈ।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈদে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর নিকট মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে হিশাম ইব্‌ন ‘উরওয়া হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮২]

---

১৮০ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ২৮১৬

১৮১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ২৮৩০

১৮২ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুত তা, ক্রমিক নং ২৮৫৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৩-৪৪-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

(৪৫) সা‘সা‘আহ (صَعْصَعَةُ)

নাম সা'সা'আহ। পিতার নাম মু'আবিয়া ইব্‌ন হুসাইন আত-তামীমী আস-সা'আদী আল-বসরী। তিনি সাহাবী আহনাফ এর চাচা। ইরাকে হাজ্জাজ এর শাসন আলমে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাহাবী । কেউ কেউ বলেন: তিনি মুখাদরিম অর্থাৎ জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছেন।
কিতাব: বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সুনানুন নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.)সহ সকলের নিকট তিনি সাহাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি হাদীস শোনেছেন এছাড়াও আবূ হুরায়রা, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ যর ও উম্মুল মু'মিনীন (রা.) থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আল-হাসানুল বসরী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'সা'আহ (তাঁর ছেলে) ও মারওয়ানুল আসফার প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৩]

(৪৬) তাউস (طاوس)

নাম তাউস বা যাকওয়ান। পিতার নাম কায়সান আল-ইয়ামানী। কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান আল-হুমাইরী। বলা হয়: তাঁর নাম যাকওয়ান এবং তাউস তাঁর লকব। ১০৬ হিজরীতে বা তার পর তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা, ফকীহ ও ফযিল। আমর ইব্‌ন দীনার (রহ.) বলেন: আমি তাঁর মত আর কাউকে দেখি নি।
শুয়ূখ: যাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ, যায়দ ইব্‌ন আরকাম, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস, মা'য়ায ইব্‌ন জাবাল, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লায়সী, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, সা'য়ীদ ইব্‌ন হাস্‌সান, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তাউস, আমির ইব্‌ন মুস'আব সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব'উত তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৪]

(৪৭) তালহা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আত-তাইমী (طَلْحَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ)

নাম তালহা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাআমার আত-তাইমী আল-মাদানী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সদূক।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর আস-সিদ্দীক, দাদা আবূ বকর সিদ্দীক, পিতার খালা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর, তাঁর মাতা আয়িশা বিন্‌ত তালহা ইব্‌ন উয়াইদিল্লাহ, তাঁর পিতার খালা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ আরো অনেকের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

---

[১৮৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুস সাদ, ক্রমিক নং ২৯২৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৭১-১৭৩

[১৮৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুত তা, ক্রমিক নং ৩০০৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৩০-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: তাঁর ছেলে শুয়াইব ইব্ন তালহা ইব্ন আব্দিল্লাহ, উসমান ইব্ন আবূ সুলায়মান, আতাফ ইব্ন খালিদ আল-মাখযূমী, তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইব্ন তালহা আত-তাইমী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৫]

(৪৮) আবিস ইব্ন রাবী'আহ (عَابِسُ بنُ رَبِيْعَةَ)

নাম আবিস। পিতার নাম রবী'আহ আন-নাখ'ঈ আল-কূফী।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈনের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: হুযায়ফ ইব্নুল ইয়ামান, আলী ইব্ন আবী তালিব, উমার ইব্নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে ইব্রাহীম ইব্ন 'আবিস ইব্ন রাবীয়্যা, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আন-নাখ'ঈ, আব্দুর রহমান ইব্ন আবিস ইব্ন রাবীয়্যাহ (তাঁর ছেলে), আসমা বিন্ত আবিস ইব্নু রাবীয়্যা (তাঁর মেয়ে), আবূ ইসহাক আস-সাবিযী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৬]

(৪৯) আসিম ইব্ন হুমায়দ আস-সাকূনী (عَاصِمُ بنُ حُمَيْدٍ السَّكُوْنِيُّ)

নাম আসিম। পিতার নাম হুমায়ীদ আস-সাকুনী আল-হীমছী। মু'য়ায ইব্ন জাবালের সাথীদের অন্যতম।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন তথা প্রথম সারির তাবি'ঈনের অন্যতম তাবি'ঈ।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী, ইব্ন মাজা গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা ।
শুয়ূখ: 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, মু'য়ায ইব্ন জাবাল, আওফ ইব্ন মালিক আশ-জায়ী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস শোনেছেন।
তালামীয: আযহার ইব্ন সা'য়ীদ আল-হারাযী, হাসান ইব্ন জাবির আত-তাঈ, আমর ইব্ন কায়স আস-সাকূনী ও আবূ হাশিম মালিক ইব্ন যীয়াদ আশ-শামী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন: তিনি জাহিলীয়া ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়ে ছিলেন।[১৮৭]

(৫০) 'আমির ইব্ন সা'য়াদ (عَامِرُ بنُ سَعْدٍ)

নাম 'আমির। পিতার নাম সা'য়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস আয-যুহরী আল-মাদানী। তাঁর পিতা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ এর অন্যতম সাহাবী। আশারায়ে মুবাশশারাহ্ সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে এন্তেকাল করেন। এই মহান তাবি'ঈ ১০৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা, জাবির ইব্ন সামুরা, সা'য়াদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব,'উসমান ইব্ন আফফান, আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী,

---

[১৮৫] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুত তা, ক্রমিক নং ৩০২৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪০৫-৪০৭

[১৮৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩০৫২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৭২-৪৭৪

[১৮৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩০৫৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৪৮১ -৪৮২

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা সহ অনেক বড় বড় সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

তালামীয: ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'য়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (তাঁর ভাতিজা), 'আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন সা'য়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (তাঁর ভাতিজা), বুকাইর ইব্‌ন মিসমার, সা'য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব, যুহরী ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী সালমা সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পিতা ও উসমান সহ প্রমুখ সাহাবীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৮]

(৫১) আশ্‌'শাবী (الشَّعْبِيُّ)

নাম আমির। পিতার নাম শারাহিল/শারাহবিল আশ্‌শ'বী আল-কুফী। কুনিয়াত আবূ আমর। এ প্রখ্যাত তাবিঈ' আশ্‌শ'বী হিসেবে পরিচিত। তিনি উমার ইব্‌ন খাত্তাব এর শাসনামলে কূফাতে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহান তাবিঈ' ১০৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি'ঈদের অন্যতম।

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

রুতবা: তাবি'ঈদের মধ্যে তিনি ফকীহ হিসেবে বেশি প্রসিদ্ধ। ইমাম মাকহুল বলেন: আমি তাঁর মত বড় ফকীহ আর কাউকে দেখি নি।

শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যেমন তাঁর নিজের কথা, আমি পাঁচ শত সাহাবীর সাথে সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। কোন কিছু শোনেই তা মুখস্ত করতে পারতেন। যেমনটি তাঁর কথা থেকে বুঝা যায় তিনি বলেন:

ما كتبت سوداء فى بيضاء و لا حدثت بحديث الا حفظته

ইমাম যুহরী বলেন: العلماء اربعة ابن المسيب بالمدينة و الشعبى بالكوفة الحسن بالبصرة مكحول بالشام

তালামীয: ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত, মাকহুল আশ-শামী ও কাতাদা সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৯]

(৫২) 'আব্বাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (عَبَّادُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ)

নাম 'আব্বাদ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম।

তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ তিনি মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈন ছিলেন।

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন।

শুয়ূখ: তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, তাঁর দাদী আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক ও তাঁর দাদী (খালাত) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শোনেছেন।

তালামীয: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী মুলাইকা, মুহম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌নুয যুবায়র (তাঁর চাচাত ভাই), হিশাম ইব্‌ন উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (ছেলে) সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা একজন আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ সাহাবী ছিলেন। তাঁর পিতা খাদীজা (রা.) এর ভাই আওয়ামের পুত্র যুবায়র (রা.) এর সন্তান হিসেবে খাদীজা (রা.) এর নাতী ছিলেন, তাই আব্বাদ হলেন খাদীজা (রা.) এর নাতীর ছেলে। অপরদিকে হযরত আয়িশা (রা.) এর ভাগ্নে হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাগ্নে ছিলেন; সেদিক থেকে

---

[১৮৮] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩০৮৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২১-২৩

[১৮৯] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩১৩৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত,খ. ১৪, পৃ. ২৮-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাদ হলেন ভাগ্নের ছেলে। তাঁর পিতা যখন মক্কার খলীফা ছিলেন আব্বাদ তখন মক্কার কাযী ছিলেন। তিনি সিকাহ্ রাবী ছিলেন।[১৯০]

(৫৩) 'উবাদা ইব্নুল ওয়ালীদ (عُبَادَةُ بنُ الوَلِيْدِ)

নাম 'উবাদা। পিতার নাম ওয়ালীদ ইব্ন 'উবাদা ইব্ন ছামেদ আল-আনসারী। তিনি মদীনার সালেম গোত্রের খাযরাজ শাখার শ্রেষ্ঠ সন্তান 'উবাদার (রা.) এর নাতী যিনি বায়'আতে আকাবার বার জন নকীবের অন্যতম ও বদরী সাহাবী ছিলেন।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি'ঈদের পরবর্তী স্তরের তাবি'ঈ।
কিতাব: সুনানুত্ তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, উবাদা ইব্নুস সামিত (তাঁর দাদা), আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ আইয়্যূব আল- আনসারী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শোনেছেন।
তালামীয: ইয়াহিয়া ইব্ন সা'য়ীদ আল-আনসারী, ওয়ালীদ ইব্ন কাসীর, নু'মান ইব্ন দাউদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবাদা ইব্নুস সামিত (তাঁর চাচাত ভাই) ও ইউসূফ ইব্ন খাত্তাব সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। [১৯১]

(৫৪) আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম বুরাইদা ইব্নুল হুসাইব আল-আসলামী। কুনিয়াত আবূ সাহল আল-মারূজী। ১০৫/১১৫ হিজরীতে তিনি 'মুরূ' নামক স্থানে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আনাস ইব্ন মালিক, বাশীর ইব্ন কা'ব, সা'য়ীদ ইব্ন মুসায়্যিাব, আমির আশ-শা'বী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, তাঁর পিতা হুসাইব, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ বিখ্যাত সাহাবীদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: বাশীর ইব্ন মুহাজির, হুজাইর ইব্ন আব্দুল্লাহ, হুসাইন ইব্ন যাকওয়ান আল-মুহাজির, হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ আল-মারুজী, আমির আশ-শা'বী, সা'য়াদ ইব্ন উবায়দা, যুবায়র ইব্ন আদী ও তাঁর পুত্র সাহল সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি 'মুরূ' নামক অঞ্চলের কাজী ছিলেন। এই বিখ্যাত তাবিঈ' ও অন্যান্য সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৯২]

(৫৫) আবূল ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইব্নুল হারিস আল-বাসরী (أَبُو الوَلِيْدِ عَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ البَصْرِيُّ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম আল-হারীছ ইব্ন নাওফল ইব্নুল হারীস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব আল-আনছারী আল-বসরী। কুনিয়াত আবূল ওয়ালীদ। ৭৯/ ৮৪ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: প্রথম স্তরের অর্থাৎ তিনি সাহাবী ছিলেন।

---

১৯০ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩২২৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৩৬-১৩৭

১৯১ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩১৬১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৯৮

১৯২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩২২৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩২৮-৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: তিনি সাহাবী ছিলেন তাঁর সিকা হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।
শুয়ূখ: স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও উবাই ইব্‌ন কা'ব, উসামা ইব্‌ন যায়দ, সফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ বিখ্যাত সাহাবীদের কাছে তিনি হাদীস শোনেছেন।
তালামীয: আযরাক ইব্‌ন কায়স, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নওফল (তাঁর ছেলে), আব্দুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন নওফল (তাঁর ছেলে), উতবা ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন নওফল (তাঁর ভাতিজা), উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয,ও তাঁর গোলাম ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী যিয়াদসহ প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়ত করেন। তিনি প্রখ্যাত তাবিঈ' মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরীন এর জ্ঞাতী।[১৯৩]

(৫৬) আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম। তাঁর মাতা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক। কুনিয়াত আবূ বকর; এ উপনামটি তাঁর নানার নামানুসারে হয়েছে। ইনি একজন আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ সাহাবী। হিজরী প্রথম সনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি হলেন মুহাজিরদের প্রথম সন্তান। কু'বা নামক পল্লীতে তাঁর জন্ম হয়। জন্মে পর আবূ বকর (রা.) তাঁর কানে আযানের ধ্বনি শোনান এবং রাসূল (স.) খেজুর চিবিয়ে তাঁর মুখে হুযরের থুথু মুবারক দিয়ে তাহনীক করেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে মক্কায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তিনি সাহাবী ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: খাদীজা (রা.) এর ভাই আওয়ামের পুত্র যুবায়র (রা.) এর সন্তান হিসেবে খাদীজা (রা.) এর নাতি ছিলেন। আপরদিকে হযরত আয়িশা (রা.) এর ভাগ্নে হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এরও ভাগ্নে ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (স.) এন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তাই অনেকেই তাঁকে তাবিঈ' হিসেবে গণ্য করেন।
শুয়ূখ: রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি সরসরি হাদীস শুনার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়াও তাঁর পিতা যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ বকর সিদ্দীক (তাঁর নানা) ও তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) হতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন।[১৯৪]

(৫৭) 'উরওয়াহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ)

নাম 'উরওয়াহ্। পিতার নাম যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম ইব্‌ন খুওয়াইলিদ আল-কারশী আল-আসাদী। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ আল-মাদানী। 'উসমান (রা.) এর খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও ফকীহ ছিলেন।
শুয়ূখ: জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, তাঁর পিতা যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, উম্মুল মু'মিনীন

---

[১৯৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩২৬৫

[১৯৪] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৪; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৩১৯; *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯৭-৪০৮

 Dhaka University Institutional Repository

আয়িশা (তাঁর খালা), উম্মু সালামাসহ অসংখ্য বড় বড় সাহাবীগণ (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শুনার সৌভাগ্য লাভ করেন বিশেষ করে আয়িশা (রা.) হতে তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা্ করেছেন।
তালামীযঃ ইয়াযীদ ইব্ন রুমান, হাবীব ইব্ন আবী সাবিত, তাঁর গোলাম হাবীব, আসিম ইব্ন উমার ইব্ন উসমান, আতা ইব্ন আবী রবা, তাঁর নাতি উমার ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উরওয়া ইব্ন যুবায়র, উম্মু সালামা, উম্মু হানী সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সহোদর আব্দুল্লাহ বড় আলিম এবং সাহাবী ছিলেন।[১৯৫] তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০৫০টি। তিনি খালা হযরত আয়িশা (রা.) এর সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বলেনঃ আয়িশা (রা.) এর মৃত্যুর ৪/৫ বছর আগে আমি অনুভব করলাম যে, তিনি যদি মারা যান তবে তাঁর নিকট যে সব হাদীস ছিল তার একটিও আমার আয়ত্ত করার জন্য আক্ষেপ থাকবে না। তাঁর জ্ঞানের বহর সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য পুত্র হিশাম বলেছেনঃ আমার পিতার হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের এক হাজার ভাগের এক ভাগও আমি আয়ত্ত করতে পারি নাই। তাঁর ছাত্র ইমাম যুহরী বলেন, উরওয়া ছিলেন অফুরন্ত এক জ্ঞানের সমুদ্র।[১৯৬]

(৫৮) আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ আল-লায়সী (عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ اللَّيْثِ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম শাদ্দাদ ইব্নুল হা’দ আল-লায়সী। কুনিয়াত আবূল ওয়ালীদ আল-মাদানী। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফায় ৮১ হিজরীতে বা তার পর এন্তেকাল করেন।
তাবকাঃ দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি‘ঈদের অন্যতম ছিলেন।
কিতাবঃ সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর সহ সকলের মতে তিনি সিকা, বিশিষ্ট তাবি‘ঈ ও ফকীহ ছিলেন।
শুয়ূখঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আলী ইব্ন আবী তালিব, উমার ইব্ন খাত্তাব, মু‘য়ায ইব্ন জাবাল, তাঁর দুই খালা আসমা বিন্ত উমাইস ও মাইমুনা, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা সহ অসংখ্য সাহাবীদের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীযঃ আমির আশ-শাবী, তাউস ইব্ন কায়সান, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আওফ, ইকরামা ইব্ন খালিদ আল-মাযূমী, মা‘বাদ ইব্ন খালিদ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আল-আজালী তাঁকে ‘সিকাহ কেবারে তাবিঈ’গণের’ মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করেন। তাঁকে ফকীদের মধ্যেও গণ্য করা হয়।[১৯৭]

(৫৯) আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (عَبْدُ اللهِ بن شَقِيق)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম শাকীক আল-উকায়লী আল-বসরী। কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান। ১০৮ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে এবং বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদেও তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ তিনি সকলের কাছে সিকা রাবী ছিলেন।

---

১৯৫ *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ১১-২৪

১৯৬ *হাদীসের সংরক্ষণ যুগে যুগে*, পৃ. ২৬; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৫৬১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৭১-১৭৩

১৯৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৩৮২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৮১-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, ‘উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, ‘আলী ইব্‌ন আবী তালিব, আবূ হুরায়রা, আবূ যর গিফারী ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আয়্যুব সিখতিয়ানী, উসমান ইব্‌ন গিয়াস, ইমরান ইব্‌ন হুদায়র, হারীরী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরীন সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৯৮]

(৬০) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিহাব আল-খাওলানী (عبد الله بن شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيُّ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম শিহাব আল-খাওলানী। কুনিয়াত আবূল হারব বা আবূল যাজল আল-কূফী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহু মুসলিমে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল।
শুয়ূখ: তিনি ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবীগণ হতে হাদীস শোনেছেন।
তালামীয: খাইসামা ইব্‌ন ‘আব্দুর রহমান আল-জু’ফী, শুবাইব ইব্‌ন গারকাদা ও ‘আমির কা‘বী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কেউ কেউ তাঁকে তাবিঈ’নদের দ্বিতীয় তাবকার মধ্যে গণ্য করেন।[১৯৯]

(৬১) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর (عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ رَبِيْعَةَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম ‘আমের ইব্‌ন রাবী‘য়াহ। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আমের মুহাজির ও বদরী সাহাবী ছিলেন। আল-আজলী বলেন: তিনি ৮০ হিজরীর পর কোন এক সময় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: প্রথম স্তরের অর্থাৎ সম্মানিত সাহাবী ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.)সহ সকলেই সিকা বলে অভিমত করেছেন।
শুয়ূখ: স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস শুনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। এছাড়াও জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, ‘আমির ইব্‌ন রবী’আ, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ, ‘উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: উমাইয়্যা ইব্‌ন হিন্দ, আসিম ইব্‌ন ‘উবায়দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হাযম, ‘আব্দুর রহমান ইব্‌নুল কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সা’য়ীদ আল-আনসারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী ও আবূ বকর ইব্‌ন হাফস আয-যুহরীসহ অনেক তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[২০০]

(৬২) ইব্‌ন ‘উমার (ابْنُ عُمَرَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম ‘উমার ইব্‌ন খাত্তাব। কুনিয়াত আবূ ‘আব্দুর রহমান। নবুয়াতের দ্বিতীয় বছর তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে হজ্জ থেকে ফেরার পথে হাজ্জাজের পরামর্শে তাঁর জনৈক সিপাহি ইব্‌ন ‘উমার (রা.) এর পায়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিলে উক্ত আঘাতে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে হিজরী ৭৩/৭৪ সালে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে মক্কায় এন্তেকাল করেন।

---

[১৯৮] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৩৮৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৮৯-৯১

[১৯৯] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৩৮৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৯৩-৯৫

[২০০] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৪০৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৪০-১৪১

Dhaka University Institutional Repository

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছর পিতা 'উমার (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁকেও মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। **১১** বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে নবুয়াতের **১৩** তম বছর মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বহুবিদ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রেম, সুন্নাতের অনুসরণ ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

ইব্‌নুল আসীর বলেন: كان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه ينزل منازله و يصلى فى كل مكان صلى فيه"

মাইমুন ইব্‌ন মেহরান বলেন: ما رايت اورع من ابن عمر তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা কারীদের অন্যতম। ইল্‌ম ফিকহে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা **১৬৩০**টি।[২০১]

(৬৩) ইব্‌ন আব্বাস (ابْنُ عَبَّاسٍ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম আব্বাস। কুনিয়াত আবুল আব্বাস। মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুবাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.) তাঁর আপন খালা। মহান সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) নানান দিক থেকেই সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন। রক্ত-সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচাতো ভাই। অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আরব জাতি তথা উম্মতে মুহাম্মাদীর হাবর ও বাহর (পুণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহেজগারির তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি দিনে রোজাদার, রাতে ইবাদত গোযার এবং রাতের শেষ প্রহরে তওবা ও ইসতিগফারকারী। আল্লাহর ভয়ে তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দুটি রেখার সৃষ্টি করেছিল। ইনি সেই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস যাকে উম্মতে মুহাম্মাদীর রাব্বানী (আল্লাহকে জেনেছে এমন জ্ঞানী) বলা হয়েছে। আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, তার ব্যাখ্যা ও ভাব সম্পর্কে অধিক পারদর্শী এবং তার রহস্য উপলদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (স.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। কুরায়শগণ তাঁর গোত্র বনু হাশিমকে বয়কট করার কারণে তারা তখন শিয়াবে আবী তালিবে জীবন যাপন করছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের সময় তিনি তের বছরের একজন কিশোর মাত্র। এতদবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে **১৬৬০**টি হাদীস বর্ণনা করেন, সহীহুল বুখারী ও সহীহুল মুসলিমে যার অনেকগুলিই সংকলিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহর পিতা হযরত 'আব্বাস দৃশ্যত মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পুর্বে হিজরীর অষ্টম সনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার মা প্রখ্যাত সাহাবীয়্যা উম্মুল ফাদল লুবাব বিন্‌তুল হারিস আল-হিলালিয়্যা আব্দুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে কোলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট নিয়ে যায়। রাসূল (স.) নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থু থু নিয়ে শিশু আব্দুল্লাহর মুখে দিয়ে তার তাহনীক করেন। এভাবে তাঁর পেটে পার্থিব কোন বস্তু প্রবেশের পুর্বেই রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র ও কল্যাণময় থু থু প্রবিষ্ট হয়। আর সেই সাথে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমত। সাত বছর থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ওযুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করতেন এবং সফরে রওয়ানা হলে তিনি তার বাহনের পেছনে আরোহন করে তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। এভাবে ছায়ার ন্যায় তিনি তাকে অনুসরণ করতেন এবং নিজের মধ্যে সর্বদা বহন করে নিয়ে বেড়াতেন একটি সজাগ অন্তঃকরণ, পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্ক এবং আধুনিক যুগের যাবতীয় রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি থেকেও শক্তিশালী একটি স্মৃতিশক্তি। ৬৫ হি. মুতাবিক ৬৮৬/৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে তায়েফ নগরে এন্তেকাল করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল **৭১** বছর।[২০২]

---

[২০১] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫-৬০৬; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৫৩১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩২৯-৩৩২

[২০২] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৪৫৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৫৭-১৬২

Dhaka University Institutional Repository

(৬৪) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ফার্‌রূখ (عَبْدُ اللهِ بِنُ فَرُّوْخٍ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম ফর্‌রূখ আল-খুরাসানী। তিনি ১১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।
তাবকা: তিনি চতুর্থ স্তরের রাবী অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবিঈগণের পরবর্তীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ১৭৫ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
কিতাব: ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সনদে হাদীস সংকলন করেন।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রা.) এর মতে তিনি সদূক ইয়গলিতু (صدوق يغلط) ইমাম বুখারী (রহ.) এর মতে, তিনি (تعرف و تنكر)
শুয়ূখ: উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লায়সী, সুফইয়ান আস-সাওরী, সুলায়মান আল-'আমাশ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আওফ, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: খাল্লাদ ইব্‌ন হিলাল আত-তামীমী, সা'য়ীদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম, হিশাম ইব্‌ন 'ইবাউদিল্লাহ আর-রাজী, উরওয়া ইব্‌ন রাবী ইব্‌নুত তারিক প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আয়িশা আল-মাদানীর গোলাম ছিলেন এবং শামে অবস্থান করতেন।[২০৩]

(৬৫) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي مُلَيْكَةَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলাইকা আত-তামীমী আল-কারশী। তিনি ১১৭ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন। তিনি ৩০ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র এর শাসনামলে কাজী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস, ইব্‌ন যুবায়র ও আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে ইব্‌ন জুরায়জসহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন।[২০৪]

(৬৬) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উবায়দ (عبد الله بن عبيد)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র আল-লায়সী আল-মাক্কী। গাজী (বিজয়ী) অবস্থায় ১১৩ হিজরীতে শাহাদত বরণ করেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.)সহ অন্যান্য ইমামদের মতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, তাঁর পিতা 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র, আবূ আলকামা ইব্‌ন 'আব্বাসের গোলাম, উম্মু কুলসূম ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অন্যদের থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আইয়্যুব ইব্‌ন মূসা আল-কারশী, ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়্যা আল-কারশী, বুদাইল ইব্‌ন মায়সারা, হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদ আল-মারুযী, সুওয়াইদ ইব্‌ন হাতিম, দাহ্‌হাম ইব্‌ন হাতিম, তালহা ইব্‌ন আমর আল-মাক্কী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২০৫]

---

[২০৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৪৫৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪২৪-৪২৬

[২০৪] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৪৫৪

[২০৫] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৪৫৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২৫৯ -২৬১

(৬৭) ‘উবায়দ ইব্‌ন ‘উমায়র (عبيد بن عُمَيْرٍ)

নাম ‘উবায়দ। পিতার নাম ‘উমায়র ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন সা‘য়াদ আল-লায়সী। কুনিয়াত আবূ আসিম আল-মাক্কী। তিনি মক্কার কাযী ছিলেন। ৬৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি‘ঈদের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী সহ সকলেই তাঁর ‘সিকা’র উপর একমত।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা ‘উমায়র ইব্‌ন কাতাদা আল-লায়সী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌নুল আস, ‘আলী ইব্‌ন আবী তালিব, ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ যর গিফারী, আবূ সা‘য়ীদ খুদরী, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য বড় বড় সাহাবীদের থেকে তিনি হাদীস শোনেছেন।
তালামীয: আবূ সুফইয়ান তালহা ইব্‌ন নাফি‘, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উবায়দ ইব্‌ন ‘উমায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী মুলাইকা, আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ, মুসলিম ইব্‌ন শাদ্দাদ সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়ত করেন।[২০৬]

(৬৮) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উকায়ম (عَبْدُ اللهِ بنُ عُكَيْمٍ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম উকায়ম আজ-জুহানী আল-কূফী। কুনিয়াত আবূ মা’বাদ আল-কূফী। হাজ্জাজের শাসনামলে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। রুতবা: তিনি জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগ পেয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাক্ষাত ও তাঁর থেকে বর্ণনা কোনটিরই সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি জুহাইনার কাছে রাসূলুল্লাহ (স.) এর চিঠি শ্রবণ করেছেন।
শুয়ূখ: হুযায়ফাতুল ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার, আবূ বকর সিদ্দীক ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীয: যায়দ ইব্‌ন ওহাব আল-জুহানী, ‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা, উবায়দুল্লাহ আল-কারশী, ঈসা ইব্‌ন ‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা, আবূ শাইবা ও আরো অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২০৭]

(৬৯) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কায়স (عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي قَيْسٍ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম আবূ কায়স / আবূ কুবাইস। কুনিয়াত আবূল আসওয়াদ; ইব্‌ন আবূ মূছা; ইব্‌ন কায়স। তিনি আতিয়া ইব্‌ন আযিব এর গোলাম ছিলেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈনের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে এবং বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ কিতাবেও তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সদূক।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আতিয়্যা ইব্‌ন আযিব (তাঁর গোলাম), ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, গুদাইফ ইব্‌নুল হারিস, আবুদ্ দারদা, আবূ যর, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) হতে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

---

২০৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৩৮৫

২০৭ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৪৮২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩১৭-৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

তালামীযঃ বিশর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াসার, রাশেদ ইব্‌ন সা'য়াদ, ঈসা ইব্‌ন রাশিদ, মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ, ইয়াযীদ ইব্‌ন খুমাইর ইব্‌নুর রাহমী সহ তাঁর থেকে বহুসংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁকে সিরিয়ার হাদীস বিশারদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ইসলাম ও জাহিলীয়া উভয় যুগ পেয়েছিলেন।[২০৮]

(৭০) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (عَبْدُ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। দাদার নাম আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর ভাতিজা। মদীনার অন্যতম ফকীহ কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ কবর (রা.) এর ভাই। হারারার/হার্‌রাহ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।
তাবকাঃ দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈনের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানুন নাসাঈ ও সুনানু আবী দাউদ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
তালামীযঃ সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, নাফি' ইব্‌ন 'উমারের গোলাম সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করে।[২০৯]

(৭১) কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (القَاسِمُ بْنَ مُحَمَّدٍ)

নাম কাসিম্। পিতার নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবূ 'আবদুর রহমান। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর নাতী এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর ভাতিজা ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ (রা.) 'আলী (রা.) এর পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নর হয়ে সেখানে যান। এবং ৩৮ হিজরীতে সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। কাসিম (রা.) ইয়াতিম হয়ে পড়লে ফুফু আয়িশা (রা.) এর কোলে লালিত পালিত হন। এবং তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম ফকীহ। আবুয যিয়াদ বলেনঃ আমি কাসিমের (রা.) চেয়ে বড় ফকীহ যেমন দেখি নি, তেমনি সুন্নাতের জ্ঞানের তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখি নি। তিনি আয়িশা (রা.) হতে ১৩৭টি হাদীস বর্ণনা করেন। খালিদ ইব্‌ন নায্যার বলেনঃ আয়িশা (রা.) এর হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন তিনজন। তারা হলেন কাসিম, 'উরওয়া এবং 'আমারা। বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি ১০৬ / ৭২৪ সনে মারা যান।[২১০]

(৭২) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আতীক (عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي عَتِيْقٍ مُحَمَّدٍ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম আবূ আতীক মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান ইব্‌ন আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)। তিনি আবূ আতীক নামেই সর্বাধিক পরিচিত।
তাবকাঃ তিনি সিগারুত তাবি'ঈন বা কনিষ্ঠ তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ২২৬ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্‌ তিরমিযী ও সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্‌ন হাজার আসকালানী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।[২১১] তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস তুলে ধরা হল। عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ فِى عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تُرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ .[২১২]

---

২০৮ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৫৪৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪৬০

২০৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৫৭৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৭৬-৭৮

২১০ *তুহফাতুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৪; *তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত,খ. ২৩, পৃ. ৪২৭ - ৪৩২

২১১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৯২০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

(৭৩) আব্দুর রহমান (عَبْدُ الرَّحْمَنِ)

নাম আব্দুর রহমান। পিতার নাম আবূ বকর সিদ্দীক; আমীরুল মু'মিনীন। মাতা উম্মু রূমান। তিনি আয়িশা (রা.) এর আপন ভাই।
তাবকা: জলীলুল কদর সাহাবী। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনিই আবূ বকরের বড় ছেলে।
শুয়ূখ: স্বয়ং রাসূলুল্লাহ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়াও তাঁর পিতা আবূ বকর ও তাঁর বোন আয়িশা (রা.) থেকেই বেশি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর ভাই কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ও বোন হাফসা বিন্ত 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুর রহমান, সা'য়ীদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব, আব্দুল্লাহ ইব্ন কা'বসহ অসংখ্য সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইমামাসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৫৩ হিজরীতে মক্কার পথে তিনি হঠাৎ এন্তেকাল করেন।[২১৩]

(৭৪) আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ আল-'উমারী (عَبْدُ اللهِ بنُ وَاقِدٍ العُمَرِيُّ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম ওয়াকিদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব আল-কারশী আল-মাদানী আল-উমারী। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইব্নুল খাত্তাবের প্রপৌত্র। তিনি ১১৯ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তিনি চতুর্থ স্তরের রাবী অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি'ঈনের পরের পর্যায়ের তাবি'ঈ।
কিতাব: সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ ও ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রা.) এর মতে তিনি মাকবূল। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি 'সিকাহ'।
শুয়ূখ: স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়াও তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, দাদা আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।
তালামীয: উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়সী, সা'য়াদ ইব্ন ইব্রাহীম আয-যুহরী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্নুয যুবায়র, মুহাম্মাদ ইব্ন শিহাব আয-যুহরী, ইয়াযীদ ইব্ন মুহম্মাদ আল-কুরায়শী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২১৪]

(৭৫) আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيْدَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম ইয়াযীদ আল-বসরী। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর দুধভাই।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি'ঈ।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। রুতবা: ইমাম আল-আজলীর মতে সিকাহ রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আবূ কিলাবা জারাসী ও তাঁর ছেলে মূছা ও আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মুছা সহ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। হুদাবিয়ার সন্ধির সময় তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

---

[২১২] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাবু মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ১৬৯৩৯

[২১৩] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮১৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ৫৫০

[২১৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৬৮৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ২৫৭

 Dhaka University Institutional Repository

ইব্নুয যুবায়র এর শাসনামলে তিনি কূফার আমীর ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলেই তিনি এন্তেকাল করেন। ইমাম কা‘বী তাঁর কাতিব ছিলেন।[২১৫]

(৭৬) আব্দুল্লাহ আল-বাহী (عَبْدُ اللهِ الْبَهِيُّ)

নাম আব্দুল্লাহ আল-বাহী। পিতার নাম ইয়াছার। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। তিনি ‘মুস’য়াব ইব্ন যুবায়র’ এর গোলাম ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি‘ঈ।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে এবং ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক তবে ভুল করতেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার ইব্নুল খাত্তাব, ‘উরওয়া ইব্ন যুবায়র, আবূ সা‘য়ীদ আল-খুদরী, আবূ আব্দুল্লাহ আস-সনাবিহী, ফাতিমা বিন্ত কায়স ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন।
তালামীয: ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, খালিদ ইব্ন আবূ সালমা, ওয়াইল ইব্ন দাউদ, আব্বাস ইব্ন জুরাইহ, ইয়াযীদ ইব্ন আবী যিয়াদ সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২১৬]

(৭৭) আবদুর রহমান ইব্নুল আসওয়াদ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ)

নাম আব্দুর রহমান। পিতার নাম আল-আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কায়স আন-নাখ‘ঈ। তাঁর কুনিয়াত আবূ বকর আল-কূফী। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাও ঐ সময় এন্তেকাল করেন। এজন্য তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়। ৯৯ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত। তবে আল-আজলী বলেন: তাঁকে কিবারে তাবি‘ঈগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.)সহ সকলের নিকট তিনি সিকা।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, আনাস ইব্ন মালিক, আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র, আলকামা ইব্ন কায়স আন-নাখ‘ঈ ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবীদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আবান ইব্ন ইমরান আন-নাখ‘ঈ, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, জাবির আল-জু‘ফী, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাদ, সুলায়মান আল-‘আমাশ, আবূ ইসহাক আশ-শাইবানী, আবূ সা‘য়াদ আল-বাক্কাল ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসারসহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২১৭]

(৭৮) আবদুর রহমান ইব্নুল হারিস (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ)

নাম ‘আব্দুর রহমান। পিতার নাম হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহের নাম মাখযুম হওয়ায় তাঁকে মাখযুমীও বলা হয়। ৪৩ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈনের অন্তর্ভূক্ত।

---

[২১৫] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৭০৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩০৬

[২১৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৭২৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩৪১

[২১৭] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৩৮০৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৫২৭-৫২৭

Dhaka University Institutional Repository

কিতাব: সহীহু মুসলিম ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.)সহ সকলের নিকট তিনি 'সিকাহ কিবারে তাবিঈ'দের অন্যতম ছিলেন।
শুয়ূখ: উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, যাকওয়ান (আয়িশা র. এর গোলাম), আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালাম, হাফসা ও আয়িশা (রা.)সহ অনেক বড় বড় সাহাবীগণ (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আমির আশ-শা'বী, ইকরামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (তাঁর ছেলে), মুগীরা ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান (তাঁর ছেলে), আবূ বকর ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান (তাঁর ছেলে) ও আবূ আয়ায সহ অসংখ্য তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২১৮]

(৭৯) আবদুর রহমান ইব্‌ন সা'য়ীদ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعِيْدِ بنِ وَهْبٍ الهَمْدَانِيُّ)

নাম 'আব্দুর রহামান। পিতার নাম সা'য়ীদ ইব্‌ন ওয়াহাব আল-হামদানী আল-খাওলানী।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের পরবর্তী তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, সহীহু মুসলিম, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজায় তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা সা'য়ীদ ইব্‌ন ওহাব, সুলায়মান ইব্‌ন আবূ হাযিম আল-আশজায়ী, 'আমির আশ-শাবী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীয: সুলায়মান আল-'আমাশ, শু'বা ইব্‌নুল হাজ্জাজ, 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন 'উমায়র সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাবউত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২১৯]

(৮০) আবদুর রহমান ইব্‌ন শুমাসাহ্‌ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ شُمَاسَةَ)

নাম 'আব্দুর রহমান। পিতার নাম শুমাছা ইব্‌ন যুওয়াইব আল-মাহরী আল-মিছরী। ১০১ হিজরীতে বা তার পর তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যুহরী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: 'আমর ইব্‌নুল আস, আবূ যর গিফারী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল আস, আওফ ইব্‌ন মালিক আল-আশজায়ী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: হারিস ইব্‌ন ইয়াকূব, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী হাবীব, কা'ব ইব্‌ন আলকামা আত্‌-তানূখীসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২০]

(৮১) আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবিত (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَابِطٍ الجُمَحِيُّ)

নাম 'আব্দুর রহমান। পিতার নাম সাবিত আল-জুমাহী আল-মক্কী । কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবিত। এটাই সঠিক। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান। ১১৮ হিজরীতে তিনি মক্কায় এন্তেকাল করনে।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা ও ফকীহ তবে বেশি বেশি মুরসাল রেওয়ায়ত করতেন।

---

[২১৮] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮৩২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৩৯-৪২

[২১৯] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮৭৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ১৪৪

[২২০] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮৯৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ১৭১-১৭২

শুয়ূখ: স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) হতে তিনি মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও তাঁর পিতা সাবিত আল-জুমাহী (সাহাবী), আনাস ইব্‌ন মালিক, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, সা'য়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল, হাফসা বিন্‌ত 'আব্দুর রহমান, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক বড় বড় সাহাবীদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন হারমুয, 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন 'আব্দুল আযীয ইব্‌ন জুরাইয, 'আমর ইব্‌ন মুররাহ, লাইস ইব্‌ন সা'য়াদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী যিয়াদ, ইউনুস ইব্‌ন খুবাব সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২১]

(৮২) আব্দুল আযীয ইব্‌ন জুরায়জের পিতা (عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَالِدُ ابْنِ جُرَيْجٍ)

নাম 'আব্দুল আযীয। পিতার নাম জুরায়জ আল-কারশী।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের পরবর্তী তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ও সহীহু মুসলিম ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে কোমল (لين) প্রকৃতির রাবী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি হাদীসের ধারা অব্যাহত রাখতেন না। ইমাম তিরমিযী তার হাদীসকে হাসান বলেছেন।
সা'য়ীদ ইব্‌ন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবী মুলায়কা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) ও উম্মু হামীদ সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীয: খুসাইফ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান আল-জাযুরী, তাঁর ছেলে আব্দুল মালিক ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন জুরাইয সহ আরো অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২২]

(৮৩) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ)

নাম উবায়দুল্লাহ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ আল-হুযালী। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ আল-মাদানী। তিনি ৯৪/ ৯৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা, ফকীহ ও সাবিত। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি জ্ঞানের সাগর ছিলেন।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, 'উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও মাইমুনা (রা.) সহ অনেক বড় বড় সাহাবীগণের থেকে হাদীস শ্রবণের তাওফিক লাভ করেন।
তালামীয: সা'য়াদ ইব্‌ন ইব্রাহীম, সা'য়ীদ ইব্‌ন হিন্দ, সালিহ ইব্‌ন কায়সান, মূসা ইব্‌ন আবী আয়িশা, ইরাক ইব্‌ন মালিক (রহ.) সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২৩]

---

২২১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮৬৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ১২৩-১২৪

২২২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১১৭-১১৮

২২৩ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৩০৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৭৪-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

(৮৪) ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ‘ইয়ায (عُبَيْدُ اللهِ بنُ عِيَاضٍ)

নাম ‘উবায়দুল্লাহ। পিতার নাম ‘ইয়ায ইব্‌ন ’আমর ইব্‌ন ‘আবদ আল-কারী আল-হিযাযী আল-মাদানী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের তাবি‘ঈ অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী শরীফে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আবূ সা‘য়ীদ আল-খুদরী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌নুল হাদ, তাঁর পিতা ‘ইয়ায ইব্‌ন ‘আমর আল-কারী ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবীগণের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীয: আব্দুল্লাহ হিবনু ‘উসমান ইব্‌ন খাসইয়াম, ‘আমর ইব্‌ন দিনার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২৪]

(৮৫) ’এরাক ইব্‌ন মালিক আল-গাফ্‌ফারী আল-কিনানী (عِرَاكٌ)

নাম ’এরাক। পিতার নাম মালিক আল-গাতফানী আল-কিনানী আল-মাদানী। তিনি ১০০ হিজীর পরে ইয়াযীদ ইব্‌ন ‘আব্দুল মালিক এর শাসনামলে।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা। ‘উমার ইব্‌ন ‘আব্দুল ‘আযীয বলেন: আমি তাঁর চেয়ে বেশি নামাজী আর কাউকে পাই নাই।
শুয়ূখ: ‘উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌ন খাত্তাব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী আবূ হুরায়রা ও আবূ সালমা ইব্‌ন ‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন ‘আওফ, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবীগণের থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেন।
তালামীয: খালিদ ইব্‌ন আবুস সালত, বুকাইর ইব্‌ন আশাজ, তাঁর ছেলে খাইসাম ইব্‌ন এরাক, জা’ফর ইব্‌ন রাবীয়া আল-মিসরী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২৫]

(৮৬) ‘উরওয়া আল-মুযানী (عُرْوَةُ المُزَنِيُّ)

নাম ‘উরওয়া। পিতার নাম মুগীরা ইব্‌ন শু‘বা আস-সাকাফী। কুনিয়াত আবূ ইয়াফূর আল-কূফী। হামযা ইব্‌নুল মুগীরা ও গাফ্‌ফার ইব্‌নুল মুগীরার ভাই। ৯০ হিজরীর পরে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের তাবি‘ঈ।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ : তাঁর পিতা মুগীরা ইব্‌ন শু‘বা ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শ্রবণে সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।
তালামীয: ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা‘য়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-মুযনী, আল-হাসানুল বসরী, ‘আমিরুশ শা‘বী, ‘উবাদা ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আবী সুফইয়ান, নাফি ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন মুত‘য়িম সহ আরো অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২২৬]

---

[২২৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৩২৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ১৩৯

[২২৫] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৫৪৯; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৫৪৫-৫৪৮

[২২৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৫৭১; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৪০

 Dhaka University Institutional Repository

(৮৭) আতা ইব্ন আবী রাবাহ (عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ)

নাম ‘আতা। পিতার নাম আবূ রাবাহ (রহ.)। তিনি ইয়ামানের একটি ছোট শহর জানাদে ২৭/৬৪৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ১১৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ তিনি মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.)সহ সকলের মতে তিনি উচুমানের তাবি‘ঈ, বড় ফকীহ ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। শুয়ূখ: তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার ইব্নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আমর ইব্নুল আস, ফদল ইব্ন আব্বাস, আবুদ্ দারদা, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু’মিনীন উম্মু সালামা ও আয়িশা (রা.) সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবী (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দশজন সাহাবী (রা.) এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। সে যুগে হজ্জের মাস’আলায় তাঁর চেয়ে বড় আলিম আর কেউ ছিল না।
তালামীয: আবান ইব্ন সালিহ, উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়সী, জারীর ইব্ন হাযিম, জা’ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাদ আন-নাখ‘ঈ, আবূয যুবায়র আল-মাক্কী, আবূ মুবারকসহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাবউত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) হতে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: আমি ‘আতা (রহ.) এর চেয়ে উত্তম কাউকে পাইনি।[২২৭]

(৮৮) ‘আতা ইব্ন ইয়াসার (عَطَاءُ بنُ يَسَارٍ)

নাম ‘আতা। পিতান নাম ইয়াসার। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা.) এর গোলাম ছিলেন। মদীনার বিখ্যাত তাবীঈ'দের একজন তিনি। ৮০ বছর বয়সে ৯৭ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈনের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে বিশিষ্ট তাবি‘ঈ আলিমগণের মধ্যে তিনি অন্যতম।
শুয়ূখ: উবাই ইব্ন কা‘ব, উসামা ইব্ন যায়দ, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, যায়দ ইব্ন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ‘আমর ইব্নুল আস, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার ইব্ন খাত্তাব, মু‘য়ায ইব্ন জাবাল, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা, মায়মূনা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ অসংখ্য বড় বড় সাহাবী (রা.) এর থেকে হাদীস শ্রবণে সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। বলা হয়: হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস থেকে তিনি বেশি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: বুকাইর ইব্ন আশাজ, হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত, যায়দ ইব্ন আসলাম, আমর ইব্ন দীনার, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আমর ইব্ন ‘আতা ও হিলাল ইব্ন আলী সহ অনেক তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বেশি পরহেজগার ও আবিদ ছিলেন।[২২৮]

(৮৯) ‘ইকরামা (عِكْرِمَةُ)

নাম ‘ইকরামা আল-কারশী আল-হাশিমী, (রহ.)। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) এর ক্রীতদাস। তিনি ১০৫/১০৬/১০৭ বা ১১৫ হিজরীতে ৮০/৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

---

২২৭ তাযকিরাতুল হুফফায, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৫৯১; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৯, পৃ.১১৭-১১৮; তুহফাতুল আশরাফ, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ.২৩৫-২৪১; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৬৯-৭৪

২২৮ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৬০৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ১২৫-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

তাবকা: তৃতীয় স্তরের তাবি‘ঈ অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা, সাবিত ও বিশিষ্ট তাফসীর বিশেষজ্ঞ।
শুয়ূখ: জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আল-হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিব, সফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা, তাঁর মনিব আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন সহ অসংখ্য জলীলুল কদর সাহাবীগণ (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ‘ঈ, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, আবান ইব্‌ন সামাআ, আরতাদ ইব্‌ন আবী আরতাদ সহ অনেক তাবি‘ঈ ও তাবউত তাবি‘ঈ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট তাবিঈ' বড় আলিম, খ্যাতনামা মুফাস্‌সির, ফকীহ ও হাদীসবিদ। তিনি বলেন: আমি ৪০ বছর বিদ্যান্বেষণ করেছি, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখতেন কুরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য। তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য আফ্রিকা, ইয়ামান, সিরিয়া, ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি দেশ ভ্রমন করেছেন। মসজিদে নববীতে দুইশত জন সাহাবী (রা.) এর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) ছাড়াও ইব্‌ন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আলী (রা.) প্রমুখ বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা.) হতে তিনি সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাফসীর শাস্ত্রে তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল। কাতাদা (র.) বলেন, ইকরামা (র.) ছিলেন তাবেঈদের সবচেয়ে বড় মুফাস্‌সির। শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র.) বলেন: প্রত্যেক জাতিরই একজন বড় আলিম ছিলেন। 'ইকরামা ছিলেন এই উম্মাতের আলিম।[২২৯]

(৯০) 'আলকামা ইব্‌ন কায়স (عَلْقَمَةُ)

নাম 'আলকামা। পিতার নাম কায়স ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মালিক আন-নাখ‘ঈ। কুনিয়াত আবূ শিবল আল-কূফী (রহ.)। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যামানায় জন্মগ্রহণ করলেও বিলম্বে ইসলাম কবুল করায় সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। তিনি ৬০/৭০ হিজরীর পরে কূফায় এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈনের অন্যতম বা প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও সাবিত রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: সা'য়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, 'উসমান, 'আলী, মাসউদ, আবুদ দারদা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) প্রমুখ সাহাবী (রা.) হতে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন ও বর্ণনা করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন সুওয়ায়িদ আন-নাখ‘ঈ, তাঁর ভাই ইব্রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ আন-নাখ‘ঈ, বিশর ইব্‌ন 'উরওয়া আন-নাখ‘ঈ, 'আমির আশ-শা'বী সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব'উত তাবি‘ঈন তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন ও বর্ণনা করেন। তিনি সে যুগের বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন: আমি যা কিছু পড়েছি ও শিখেছি, সবই আলকামা পড়েছে ও শিখেছে। হযরত আয়িশা (রা.) হতে তিনি তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) তাঁর উপনাম রাখেন আবূ শিবল। অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ও পরহেজগার ছিলেন। একবার তিনি কা'বা ঘরের চার তাওয়াফের ২৮ চক্করে পুর্ণ কুরআন খতম করেন।[২৩০]

---

[২২৯] *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২১; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৫৪-২৫৬; *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৪, পৃ. ১৬৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ২৪৪-২৪৬

[২৩০] *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৬৮১; *তুহফাতুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ.২৪৪-২৪৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩০১-৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

(৯১) ‘আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস (عَلْقَمَةُ بنُ وَقَّاصٍ)

নাম আলকামাহ। পিতার নাম ওয়াক্কাস ইব্ন মিহসান আল-লায়সী। কুনিয়াত আবূ ইয়াহিয়া। তিনি আব্দুল মালেক ইব্ন মারওয়ানের শাসনামলে মদীনায় এন্তেকাল করেন এবং মদীনাতেই সমাহিত হন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও সাবিত রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার ইব্ন খাত্তাব, ‘উমার ইব্নুল খাত্তাব, ‘আমর ইব্নুল আস, মু’য়াবীয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর দুই ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্ন আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও ‘আমর ইব্ন আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী সহ অনেক তাবি‘ঈ তার থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন বলেই তাঁর হাদীসের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাদের মধ্যে তাঁর নাতি ‘উমার এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আত-তাইমী (রহ.) উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, আলকামাহ নামে আরো একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী রয়েছেন।[২৩১]

(৯২) ‘আলী ইব্নুল হুসাইন (عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ)

নাম আলী। পিতার নাম হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালেব। কুনিয়াত আবূল হাসান, আবূ মুহাম্মাদ, যায়নুল আবিদীন। এই হাশেমী বংশের সন্তান ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর নাতি যয়নুল আবেদীন হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। আহলে বাইতের নেতৃবৃন্দের অন্যতম সদস্য এবং বড় বড় তাবি‘ঈদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও সাবিত। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর বলেন: তাঁর থেকে উত্তম কোন কুরায়শ সন্তানকে আমি দেখি নি।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা আল-হাসান ইব্ন আলী, তাঁর চাচা আল-হুসাইন ইব্ন আলী, সা‘য়ীদ্ ইব্নুল মুসাইয়্যাব, ‘আমর ইব্ন ‘উসমান ইব্ন আফ্ফাস, মারওয়ান ইব্নুল হাকাম, আবূ হুরায়রা, সুফইয়া বিন্ত হুয়াই, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক বড় বড় সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন।
তালামীয: হাবীব ইব্ন আবী সাবিত, আল-হাকাম ইব্ন উতায়বা, হাকীম ইব্ন জুবাইর, যায়দ ইব্ন আসলাম, তাঁর দুই ছেলে যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ও ‘উমার ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, হিশাম ইব্ন ‘উরওয়া, আল-মিনহাল ইব্ন আমর, আবূয যুবায়র আল-মাক্কী ও আবূয-যুবায়র আল-মক্কী সহ বিভিন্ন তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি পরহেজগার, আবিদ, সিকাহ, সাবিত, ফকীহ ও নানা গুণে গুণি ছিলেন। যেমন: ইব্ন উ‘আয়না ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন; আমি কুরায়শদের মধ্যে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখি নি। জান্নাতুল বাকীতে তাঁর মহান চাচা হাসান ইব্ন আলী (রা.) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৩২]

---

২৩১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৬৮৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩১৩- ১১৪

২৩২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৪৭১৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩৮২-৩৯০

(৯৩) ‘আমর ইব্‌ন সা‘য়ীদ আল-আশদাক (عَمْرُو بنُ سَعِيْدٍ الأَشْدَقُ)

নাম ‘আমর। পিতার নাম সা‘য়ীদ ইব্‌ন ’আস। তিনি ‘আল-আশদাক তাবিঈ’ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। কুরায়শ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান ছিলেন। মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালেক তাঁকে ৯০ হিজরীতে বা ১০০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে হত্যা করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তাবি‘ঈ ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে কাবী (ثقوه) রাবী।
শুয়ূখ: আনাস ইব্‌ন মালিক, ‘উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয, আবূ হুরায়রা ও আবূল আলীয়াসহ প্রমুখ সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে ইব্‌ন ‘আরণ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন আলকামা ও জারীর ইব্‌ন হাযেন সহ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। অনেকেই তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করেন কারণ তাঁর মহান পিতা সা‘য়ীদ ইব্‌ন আস প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। মু‘আবিয়া ও তাঁর পুত্রের শাসনামলে তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন।[২৩৩]

(৯৪) ‘আমর ইব্‌ন শুরাহবীল (عَمْرُو بنُ شُرَحْبِيْلَ)

নাম ‘আমর। পিতার নাম শুরাহবিল আল-হামদানী। কুনিয়াত আবূ মায়সারা। ৬৩ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈন বা প্রথম শ্রেণীর তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সুনানু ইব্‌ন মাজা ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে -তিনি সিকা আর ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি হুজ্জাত।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, নু‘মান ইব্‌ন বাশীর ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক জলীল কদর সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে ‘আমির আশ-শা‘বী, ‘আম্মার ইব্‌ন ‘উমায়র, মাসরূক ইব্‌ন আজদা প্রমুখ হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৩৪]

(৯৫) ‘আমর ইব্‌ন গালিব (عَمْرُو بنُ غَالِبٍ)

নাম ‘আমর। পিতার নাম গালিব আল-হামদানী। তিনি কূফার অধিবাসী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সুনানুত তিরমিযী ও সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি মাকবূল রাবী আর ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: আলী ইব্‌ন আবী তালিব, ‘আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, আশতার আন-নাখ‘ঈ ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আবূ ইসহাক আস-সাবূ‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেণ।[২৩৫]

---

২৩৩ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৫০৩৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৩৮-৪০

২৩৪ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৫০৪৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৬০- ৬২

২৩৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল ‘আইন), হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৫০৯১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ১৮৩- ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

(৯৬) 'আমর ইব্ন মায়মূন (عَمْرُو بنُ مَيْمُوْنٍ)

নাম 'আমর। পিতার নাম মাইমুন আল-আওদী /আল-আযদী। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ, কেউ কেউ বলেনঃ আবূ ইয়াহয়া। তিনি ইসলাম ও জাহিলীয়া উভয় যুগই পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় নি। ৭৩/৯৪ হিজরীতে বা এর পরে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ তিনি কিবারুত তাবি'ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ'দের অন্যতম। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন।
কিতাবঃ সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: খুযাইমা ইব্ন সাবিত, সায়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, সালমান ইব্ন রাবীয়া, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, মু'য়ায ইব্ন জাবাল, আবূ আয়্যূব আল-আনসারী, আবূ হুরায়রা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক জলীল কদর সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি 'ইলমি হাদীস শিক্ষা করেন।
তালামীযঃ তাঁর থেকে ইব্ন ইসহাক, আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ, ইয়াযীদ ইব্ন শারীক, আমর ইব্ন মুররাহ, আতা ইব্ন সায়িব, আব্দুল মালিক ইব্ন 'উমায়র সহ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। [২৩৬]

(৯৭) 'ইমরান ইব্ন হিতান (عِمْرَانُ بنُ حِطَّانَ)

নাম 'ইমরান আদ-দাওসী আল-খাবিজী। পিতার নাম হিত্তান ইব্ন যিবইয়ান ইব্ন লাওযান ইব্ন আমর ইব্ন আল-হারিস। ৮৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন খাত্তাব, আবূ মূসা আল-আশ'আরী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষা করেন।
তালামীযঃ তাঁর থেকে সালিহ ইব্ন সারিজ, মুহাম্মাদ ইব্ন সিরীন ও ইয়াহয়া ইব্ন কাসীর, কাতাদা, ও মুহারিব ইব্ন দীসার সহ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।[২৩৭]

(৯৮) 'আওফ ইব্নুল হারিস (عَوْفُ بنُ الحَارِثِ)

নাম 'আওফ। পিতার নাম আল-হারিস ইব্ন আত-তুফাইল ইব্ন সিখ্‌খিরাহ।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবঃ সহীহুল বুখারী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র, নওফাল ইব্ন মু'আবিয়া, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা বা উম্মু সালামা সহ বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ বুকায়র ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আল-আশায্য, আমির ইব্ন আব্দিল্লাহ আয-যুবায়র, আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী ইয়াহইয়া, আব্দুল মাজীদ ইব্ন সুহায়ল, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী ও হিশাম ইব্ন উরওয়াহ (রহ.)সহ আরো অনেকে তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৩৮]

---

[২৩৬] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৫১২২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ২৬১-২৬৬

[২৩৭] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৫১৫২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৩২৩-৩২৪

(৯৯) 'ইয়্যায ইব্ন 'উরওয়াহ্ (عِيَاضُ بنُ عُرْوَةَ)

নাম 'ইয়্যাদ। পিতার নাম 'উরওয়া ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার। তাঁকে 'উরওয়া ইব্ন আয়্যাদ ও বলা হয়। তিনি মক্কার বনূ নাওফল গোত্রের অধিবাসী ছিলেন।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের পরবর্তী তাবি'ঈন এর অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সুনানুন নাসাঈ ও সহীহু মুসলিম কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার, ইমাম আয-যাহাবী ও ইমাম আন-নাসাঈ (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্ন খাত্তাব, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নুল আস ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলাইক, তাঁর ছেলে আব্দুল আযীয ইব্ন জুরায়জ, আতা ইব্ন আবী রাবাহ, আমর ইব্ন দীনার, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আয়ায সহ অনেক তাবি'ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন।[২৩৯]

(১০০) ঈসা ইব্ন তালহা (عِيْسَى بنُ طَلْحَةَ)

নাম ঈসা। পিতার নাম তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ আল-কুরাশী আত-তাইমী। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ আল-মাদানী। ১০০ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস, মা'য়ায ইব্ন জাবাল, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর দুই ভাতিজা তালহা ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ ও ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন জুনদুব, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী ও ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব আল-মিসরী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪০]

(১০১) গুদায়ফ ইব্নুল হারিস (غُضَيْفُ بنُ الحَارِثِ)

নাম গুদায়ফ। পিতার নাম হারিস ইব্ন যুনাইন আস-সাকূনী আল-কিন্দী। কুনিয়াত আবূ আসমা আল-হিমসী। ৬০ হিজরীর পরে কোন এক সময় তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)কে পেয়েছিলেন। তবে তিনি সাহাবী কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাঁর কাছে বায়'য়াত গ্রহণ করেছি অতঃপর মুছাফাহা করেছি।
কিতাব: সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ ও ইব্নু মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

---

[২৩৮] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৫২১৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ২৪৪-২৪৬

[২৩৯] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৫৬৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৫৭০

[২৪০] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৫৩০০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৬১৫-৬১৬

Dhaka University Institutional Repository

শুয়ূখ: উমার ইব্‌ন খাত্তাব, আবুদ্‌ দারদা, আবূ যর গিফারী, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ আরো অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে 'আই'য়াদ ইব্‌ন গুদায়ফ ইব্‌নুল হারিস, ইউনূস ইব্‌ন সাইফ, ঈসা ইব্‌ন আবূ রাযীন, মাহুল ও সুলাইম ইব্‌ন 'আমির প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৪১]

(১০২) ফারওয়াহ্ ইব্‌ন নাওফল (فَرْوَةُ بنُ نَوْفَلٍ)

নাম ফারওয়াহ্। পিতার নাম নাওফল আল-আশজা'য়ী। ৪৫ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে: তিনি সাহাবী কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে তাঁর পিতা যে সাহাবী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর পিতাও হযরত আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা। কেউ কেউ বলেন: তিনি সাহাবী।
শুয়ূখ: রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, তাঁর নাওফল আল-আশজা'ঈ, জিবলাতুন ইব্‌ন হারিসাতুল কালবী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষা করেন।
তালামীয: শুরাইক ইব্‌ন তারিক আত-তামীমী, নসর ইব্‌ন আসিম আল-লায়সী, আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ ও হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফত কালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[২৪২]

(১০৩) কা'কা ইব্‌ন হাকীম (القَعْقَاعُ بنُ حَكِيْمٍ)

নাম কা'কা'। পিতার নাম হাকীম কিনানী আল-মাদানী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে এবং বুখারীর আদাবুল মুফরাদ কিতাবেও তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ হুরায়রা, আলী ইব্‌নুল হুসাইন ইব্‌নুল আলী ইবনে আবূ তালিব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন।
তালামীয: আবান ইব্‌ন সালিহ, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, সা'য়ীদ আল-মাকবুরী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আজালান প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৩]

(১০৪) কায়স ইব্‌ন হাযিম (قَيْسُ بنُ أَبِي حَازِمٍ)

নাম কায়স। পিতার নাম আবূ হাযিম আল-বাজলী। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি কূফার অধিবাসী। ৯৮ হিজরীর আগে বা পরে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বাই'য়াত করতে এসে তাঁকে মৃত পেয়েছেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

২৪১ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল গাইন, ক্রমিক নং ৫৩৬১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১১২-১২৩

২৪২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ফা, ক্রমিক নং ৫৩৯১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১৭৯-১৮১

২৪৩ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ক্বাফ, ক্রমিক নং ৫৫৫৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৬২৩

Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও মুখাদরিম অর্থাৎ জাহিলীয়াত ও ইসলাম উভয় যুগই তিনি পেয়েছেন।
শুয়ূখ: আবূ ‘উবায়দা ইব্‌নুজ জাররাহ, আবূ মূসা আল-আনসারী, আবূ হুরায়রা, আবূ বকর সিদ্দীক, মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, মুয়ায ইব্‌ন জাবাল, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) সহ তিনি সকল আশারায়ে মুবাশ্‌শারার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এছাড়াও অন্যান্য সাহাবীগণের থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে একদল তাবি‘ঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তাবি‘ঈনদের মধ্যে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি ৯ জন আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্ থেকে হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-বাজলী, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, হারিস ইব্‌নুল কা‘ব, ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির আল-বাজলী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৪]

(১০৫) কাসীর ইব্‌ন উবায়দ আল-কূফী (كَثِيْرُ بنُ عُبَيْدٍ الكُوْفِيُّ)

নাম কাসীর। পিতার নাম উবায়দ আল-কারশী আত-তাইমী। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর দুধ ভাই। কূফায় বসবাস করতেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: যায়দ ইব্‌ন সাবিত, আবূ হুরায়রা, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।
তালামীয: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আরণ, মুজাহিদ ইব্‌ন সা‘য়ীদ, মুতাররফ ইব্‌ন তারীফ ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দকীনসহ অনেক তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৫]

(১০৬) কুরায়ব (كُرَيْبٌ)

নাম কুরায়ব। পিতার নাম আবূ মুসলিম আল-কারশী আল-হাশিমী। কুনিয়াত আবূ রাশিদাইন। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর দাস হিসেবে বিখ্যাত। ৯৮ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে কবী বা প্রবল স্মৃতি শক্তির অধিকারী।
শুয়ূখ: উসামা ইব্‌ন যায়দ, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন উকবা, হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত, বুকাইর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল আশাজ, বুকাইরুত তাবীলসহ অনেক তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৬]

---

২৪৪ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ক্বাফ, ক্রমিক নং ৫৫৬৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ১০-১৫

২৪৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল কাফ, ক্রমিক নং ৫৬১৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ১৪৩

২৪৬ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল কাফ, ক্রমিক নং ৫৬৩৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ১৭২-১৭৩

 Dhaka University Institutional Repository

(১০৭) মালিক ইব্ন আবী ‘আমির (مَالِكُ بنُ أَبِي عَامِرٍ)

নাম মালিক। পিতার নাম আবূ আমির আল-আসবাহি। কুনিয়াত আবূ আনাস। তাঁর দাদা মালিক ইব্ন আনাস। ৭৪ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈন বা অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি‘ঈ ।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ, উসমান ইব্ন আফ্ফান, উমার ইব্নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ তিনি প্রখ্যাত সাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর দুই ছেলে আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ আমির ও রবী’ ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ আমির, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ তাবি‘ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৭]

(১০৮) মুজাহিদ (مُجَاهِدٌ)

নাম মুজাহিদ। পিতার নাম জবর। কুনিয়াত আবূল হাজ্জাজ। প্রসিদ্ধ তাবি‘ঈ মুজাহিদ ইব্ন জাবর (র.) ছিলেন সাইয়্যিব ইব্ন আবু সাইয়্যিব মাখযূমীর ক্রীতদাস।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের ইমাম। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি হুজ্জাত, ইলমি কিরাত ও তাফসীরের ইমাম।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার ইব্নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল ‘আস, আতা ইব্ন আবী রবাহ, আবূ সা’য়ীদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক বড় বড় সাহাবী (রা.) হতে তিনি হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনা করেন। তিনি জাবির (রা.) এর সহীফা হতে হাদীস বর্ণনা করতেন। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত অতি গুরুত্বপুর্ণ ১১টি হাদীস মুজাহিদ ইব্ন জাবর (রা.) এর মাধ্যমে আমারা লাভ করেছি। তাফসীর বিষয়ে তিনি অধিক পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেন: আমি ইব্ন আব্বাস (রা.) এর সামনে তিন বার কুরআনকে এমনভাবে পেশ করেছি যে, প্রত্যেক আয়াতেই থেমে থেকে তাঁর থেকে উহার ব্যাখ্যা জেনে নিয়েছি। ফিকহ শাস্ত্রেরও তিনি ছিলেন ইমাম।
তালামীয: আবান ইব্ন সালিহ, জাবির আল-জু‘ফী, হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত, হাকাম ইব্ন উতাইবা, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান ও কাতাদা ইব্ন দা’আমা সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাবউত তাবি‘ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। এ মহান ব্যক্তিত্ত ৮৩ বছর বয়সে ১০১/১০২/১০৩/১০৪হি. সনে সিজদারত অবস্থায় মক্কায় এন্তেকাল করেন।[২৪৮]

(১০৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আত-তায়মী (مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম ইবরাহীম ইব্নুল হারিস ইব্ন খালিদ আত-তাইমী। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ আল-মাদানী। তিনি ১২০ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের পরবর্তী তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

---

২৪৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫১৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৪৪৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ১৪৮-১৪৯

২৪৮ *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৭৩; *আত্-তাবাকাত*, খ. ৬, পৃ. ২০; *তুহফাতুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৯৩-৯৫; *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২; *আল-বিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩২; *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) মতে সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে কাবী রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা, আনাস ইব্ন মালিক, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, উরওয়া ইব্নুয যুবায়র, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়সী, আব্দুল্লাহ ইব্ন তাউস, তাঁর ছেলে মূসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আত-তাইমী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাসীর সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৯]

(১১০) মুহাম্মাদ ইব্নুল 'আশ'আস (مُحَمَّدُ بنُ الأَشْعَثِ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম 'আশ'আস ইব্ন কায়স আল-কিন্দী, কুনিয়াত আবূল কাসিম। তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। ৬৭ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈ ও সুনানু আবী দাউদ এ তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, 'উসমান ইব্ন আফ্ফান, 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, তাঁর পিতা আশ-'আস ইব্ন কায়স, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ বিশিষ্ট সাহাবীগণের কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: 'আমির আকা'বী, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, মুজাহিদ ইব্ন জাবর, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী সহ অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৫০]

(১১১) মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ আল-জুমাহী (مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ الجُمَحِيُّ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম যিয়াদ আল-কারশী আল-জুমাহী। আবূল হারিস আল-মাদানীর গোলাম ছিলেন। তিনি বসরায় বসবাস করতেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: ফদল ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র ইব্নুল আওয়াম, যুবায়র ইব্নুস সালত আল-কিন্দী, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী (রা.) থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আইয়্যূব আস-সিখতীয়ানী, তাঁর ছেলে হারিস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ আল-জুমাহী হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ আল-মারূযী, আব্বাদ ইব্ন মানসূর, মা'মা'র ইব্ন রাসিদ, হিশাম ইব্ন হাস্সান সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৫১]

(১১২) ইব্ন সীরীন (ابْنُ سِيْرِيْنَ)

নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম সিরীন। কুনিয়াত আবূ বকর। মনিবের নাম আনাস ইব্ন মালেক। তিনি ৩৩ হিজরী মোতাবিক ৬৫৪ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৩০ জন সাহাবী (রা.) এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি যে সকল সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ

---

[২৪৯] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮-৬১৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৫৬৯১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩০৪-৩০৫

[২৫০] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৫৭৪২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৪৬৫-৪৬৭

[২৫১] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৫৮৮৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২১৭-২১৮

কয়েক জন হলেন আনাস ইব্ন মালেক, যায়দা ইব্ন সাবিত, হাসান ইব্ন আলী, আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন 'উমার ও আয়িশা (রা.) প্রমুখ।
তালামীয: 'আমির আশ-শা'বী, সাবিত আল-বানানী, খালিদ আল-হাযযা, দাউদ ইব্ন আবুল হিন্দ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আউন, ইউনুস ইব্ন উবায়দ, আওয়াঈ, মালিক ইব্ন দীনার, হিশাম ইব্ন হাসান, আবূ হিলাল, আল-মাহদী ইব্ন মাইমুন এবং জারীর ইব্ন হাযিম (রহ.) প্রমুখ।
রুতবা: তিনি ইলম হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম ছিলেন। তাঁর যুগের আলিমগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইব্ন আউন (রহ.) বলেন: আমি এ দুনিয়ায় তিন জনের মত বিজ্ঞ আলিম আর কাউকে দেখি নি। তারা হলেন ইরাকে মুহাম্মাদ ইব্ন সিরিন, হিজাজে কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ আর সিরিয়ায় রাজা ইব্ন হায়াত (রহ.)। তবে এদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন সিরিনের মত আর কেউ ছিলেন না। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই সর্তকতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه নিশ্চয়ই এ ইলম (ইলম হাদীসের সনদ) দীনের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীনগ্রহণ করছো, তা ভালো করে দেখে নাও। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'আদ (রহ.) (মৃ.২৩০/৮৪৫) তাঁকে অধিক হাদীস বর্ণনা কারী এবং নির্ভরযোগ্য ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই মহান তাবি'ঈ ১১০ হি./৭২৯ খ্রি. এন্তেকাল করেন।[২৫২]

(১১৩) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল রহমান ইব্নুল হারিস (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম আল-মাখজুমী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম ও সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে ইমাম আয-যুহরী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.) এর ভাই।[২৫৩]

(১১৪) আবু জা'ফর আল-বাকির (أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবী তালেব। কুনিয়াত আবূ জা'ফর; তবে 'আল-বাকির' নামে বেশি প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের প্রশস্ততার জন্য তাকে বাকির উপাধী প্রদান করা হয়। ৩৬ হিজরীতে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ ও ফাদিল রাবী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা জয়নুল আবেদীন, আনাস ইব্ন মালিক, সা'য়ীদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব, তাঁর দুই দাদা আল-হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব ও আল-হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ হুরায়রা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা প্রমুখ সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সাদিক, জাবির ইব্ন ইয়াযীদ আন-নাখ'ঈ, সুলায়মান ইব্নুল 'আমাশ আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আতা, আতা ইব্ন আবূ রাবাহ সহ তাঁর থেকে আরও অনেকে হাদীস

---

২৫২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৫৯৪৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ৩৪৬-৩৫০

২৫৩ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬০৬৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ৬০০-৬০১

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩ বছর বয়সে ১১৮/১১৭ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।[২৫৪]

(১১৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামাহ্ (مُحَمَّدُ بنُ قَيْسِ بنِ مَخْرَمَةَ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম কায়স ইব্‌ন মাখরামাহ্।
তাবকা: বলা হয়, 'তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর দর্শনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ও ইব্‌ন মাজা ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও অন্যরা তাঁর (সাহাবী হওয়ার কথা) দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন।
শুয়ূখ: তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হাদীস শোনেছেন। এছাড়াও আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে হাকীক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামাহ্, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌নুল মুত্তালিব, আব্দুল মালিক ইব্‌ন জুরায়জ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কাসীরসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৫৫]

(১১৬) মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুন্‌তাশির (مُحَمَّدُ بنُ المُنْتَشِرِ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম আল-মুনতাশির ইব্‌নুল আজদা' আল-হামাদানী আল-কূফী। কূফার হামদান নগরের অধিবাসী ছিলেন তিনি, তাই তাঁকে হামদানী বলা হয়।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের পরবর্তী তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন। তিনি কূফার প্রথম শ্রেনীর তাবি'ঈ ও শ্রেষ্ঠ ফকীহ মাছরূক ইব্‌নুল আজদা' এর ভাতিজা।
শুয়ূখ ও তালামীয: হযরত ইব্‌ন 'উমার ও আয়িশা (রা.), মাসরূক ইব্‌ন আজদাহ, হাদীব ইব্‌ন সালিম ও হামীদ ইব্‌ন আব্দির রহমান (রহ.)সহ প্রমুখ সাহাবী (রা.) এর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুন্‌তাশির, সাম্মাক ইব্‌ন হারব, আব্দুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা.)সহ একদল তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[২৫৬]

(১১৭) মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুনকাদির (مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম আল-মুন্‌কাদির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুদায়র।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: আবূ হুরায়রা, তাঁর পিতা মুন্‌কাদির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আত-তায়মী, আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী, আসমা বিন্‌ত উমাইস, উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন খাত্তাব, আনাস ইব্‌ন মালেক, সা'য়ীদ ইব্‌নূল মুসাইয়্যাব, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক বড় বড় সাহাবী (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

[২৫৪] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬১৫১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ১৩৬-১৪১

[২৫৫] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬২৪২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৩১৭

[২৫৬] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৩২৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন তাদের মধ্যে উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়সী, আইয়্যুব আস-সিখতিয়ানী, সা'য়ীদ ইব্ন আবূ হিলাল, সুফইয়ান ইব্ন উ'আইনা, হাবীব ইব্ন শাহীদ, সুফইয়ান আস-সাওরী ও মালেকসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন। তিনি মদীনার তায়ম গোত্রের সন্তান। এই প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ 'ইলম, পরহেজগারি, ধার্মিকতা, ইবাদত-বন্দেগী, সততা ও সচ্চরিত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি ১৩০ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তোরোর্ধ।[২৫৭]

(১১৮) মারওয়ান আল-উকায়লী (مَرْوَانُ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو لُبَابَةَ)

নাম মারওয়ান আল-ওয়াররাক আল-উকায়লী। কুনিয়াত আবূ লুবাব আল-বসরী। বলা হয়: তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর গোলাম ছিলেন বা হিন্দা বিন্ত আল-মালহাব বা আব্দুর রহমান ইব্ন যিয়াদের গোলাম ছিলেন।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈদের পরবর্তী তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সুনানুত্ তিরমিযীতে তাঁর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে, তিনি অত্যন্ত সিকাহ রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আনাস ইব্ন মালিক ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, আমবাসাতুল ওয়ায্যান ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৫৮]

(১১৯) মাসরূক (مَسْرُوْقٌ)

নাম মাসরূক। পিতার নাম আজদা ইব্ন মালিক ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-হামদানী আল-ওয়াদি'ঈ।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যতম তাবি'ঈ।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে একজন অসাধারণ মনীষী। তিনি ছিলেন ইয়ামানের প্রখ্যাত অশ্বারোহী আজদা এর পুত্র। আরবের খ্যাত নামা বীর আমর ইব্ন মা'দী কারব এর ভাগ্নে ছিলেন তিনি। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) মাসরূককে পুত্র স্নেহে শিক্ষা দান করেন। একবার তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করতে এলে তিনি বলেন: আমার ছেলের জন্য শরবত তৈরি কর।
শুয়ূখ: উবাই ইব্ন কা'ব, যায়দ ইব্ন সাবিত, 'উসমান ইব্ন আফ্ফান, উমার ইব্নুল খাত্তাব, আলী ইব্ন আবী তালিব, মু'য়ায ইব্ন জাবাল, আবূ বকর ইব্ন সিদ্দীক, 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) সহ আরো অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) হতে ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার অধিকাংশ হাদীস মুসনাদ আহমদ ও সহীহ বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। তাকে ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ রূপে গণ্য করা হতো। ইমাম কা'বী বলেন: আমি তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞান তাপস আর কাউকে দেখি নি। তিনি কাজী শুরায়হ (রহ.) থেকেও বড় মুফতী ছিলেন। বিনা ভাতায় তিনি কূফার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত গুজার। নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত। এ প্রখ্যাত তাবি'ঈ ৬৩/৬৮২ সনে মারা যান।[২৫৯]

---

২৫৭ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৩২৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৫০৩-৫০৭

২৫৮ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৫৭৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৪১২-৪১৩

২৫৯ *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৪৯; *তুহফাতুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ.৩০৩-৩২৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৪৫১-৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

(১২০) মিসদা আবু ইয়াহইয়া (مِصْدَعٌ أَبُو يَحْيَى)

নাম মেসদা'। কুনিয়াত আবূ ইয়া আল-আ'রাজ আল-মা'রিকাব।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সদূক রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আল-হাসান, আল-হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস, আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: সা'য়ীদ ইব্ন আওস আল-আদাবী, সা'য়ীদ ইব্ন আওস আল-আব্দী, সা'য়ীদ ইব্ন আবূল হাসান আল-বসরী, আবূ রযীন আল-আসাদী, আম্মার আদ্-দুহনী প্রমুখ তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৬০]

(১২১) মুতার্‌রিফ ইব্নুশ শিখখীর (مُطَرِّفُ بنُ الشِّخِّيْرِ)

নাম মুতার্‌রিফ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্নুষ শিখখীর আল-আমেরী আল-বসরী।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা, আবিদ ও ফাযিল রাবী এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি অন্যতম একজন মনীষী ছিলেন।
শুয়ূখ: উবাই ইব্ন কা'ব, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্ন শিখখির, 'উসমান ইব্ন আফ্‌ফান, আলী ইব্ন আবূ তালিব, আম্মার ইব্ন ইয়াসার, ইমরান ইব্ন হুসাইন, আবূ যর গিফারী, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: হাসান আল-বসরী, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, কাতাদা ও আবূ না'আমা আস-সা'য়াদী সহ বহু সংখ্যক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৮৭ হিজরীর পরে এন্তেকাল করেন।[২৬১]

(১২২) মিকসাম মাওলা ইব্ন আব্বাস (مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ)

নাম মিকসাম। পিতার নাম বুজরা কেউ কেউ বলেন, নাজদা। কুনিয়াত আবূল কাসিম। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্নুল হারিসের গোলাম তাঁকে ইব্ন আব্বাসের গোলাম ও বলা হয় কারন তিনি তাঁর খুববেশি সময় তাঁর সাথে অবস্থান করেন।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের পরবর্তী তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহু মুসলিম ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি 'সদূক' রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইসহাক ইব্ন ইয়াসার, আল-হাকাম ইব্ন উতাইবা, আলী ইব্ন বাযীমা, মাইমূন ইব্ন মিহরান, আবূল হাসান আল-জাযরী সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ১০১ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।[২৬২]

---

২৬০ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৬৮৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ১৪-১৫

২৬১ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৭০৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

(১২৩) মুত্তালিব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ হান্তাব (المُطَّلِبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْطَبٍ)

নাম মুত্তালিব। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হান্তাব, বলা হয়ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল মুত্তালিব ইব্‌ন হান্তাব ইব্‌নুল হারিস আল-কারশী আল-মাখযূমী।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগনের পরবর্তী তাবি'ঈগণের।
কিতাবঃ সহীহু মুসলিম ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সদূক রাবী ছিলেন তবে অধিক মুরসাল ও মুদাল্লাস রেওয়ায়ত করেছেন। ইমাম আবূ যুর'আ তাকে 'সিকা' বলেছেন।
শুয়ূখঃ আনাস ইব্‌ন মালিক, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, সা'য়ীদ ইব্‌নল মুসাইয়্যাব, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হান্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ হুরায়রা, আবূ মুসা আল-আশ'য়ারী, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ তাঁর ছেলে আল-হাকাম ইব্‌নুল মুত্তালিব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হান্তাব, খালিদ ইব্‌ন রবাহ, যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত-তামীমী, তালহা ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তাউস, তাঁর ছেলে আব্দুল আযীয ইব্‌নুল মুত্তালিব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হান্তাব ও আব্দুল মালিক ইব্‌ন জুরায়জসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৬৩]

(১২৪) মাকহুল (مَكْحُوْلٌ)

নাম মাকহুল। পিতার নাম আবূ মুসলিম হুযালী। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ। হুযাইল বংশের একজন মহিলার ক্রীতদাস হওয়ার কারণে তাঁকে হুযালী বলা হয়ে থাকে। ইমাম আয-যাহবীর (রহ.) এর মতে; তিনি প্রকৃতপক্ষে কাবূলের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। এ কারণে তাঁকে মাকহুল আশ-শামী বা দিমাশকীও বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানার্জন প্রসংগে তিনি নিজেই বলেছেনঃ طفت الارض كلها فى طلب العلم ইল্‌ম হাদীস অন্বেষণের জন্য আমি সারা জাহান পরিভ্রমন করেছি।
তাবকা: তিনি সিগারুত তাবি'ঈন এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবঃ সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ্‌, ফকীহ, কাসীরুল ইরসাল এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি শামের বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন।
শুয়ূখঃ তিনি যেসব সাহাবীর নিকট হতে হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন, তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা.), ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা (রা.), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.), মাহমূদ ইব্‌ন রাবী (রা.), 'আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম (রা.) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) প্রমুখ।
তালামীযঃ তাঁর থেকে যারা হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন, তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আল-আওযায়ী, আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ, সাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ, সুলায়মান ইব্‌ন মূসা, ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির, নু'মান ইব্‌ন মুনযির এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহ.) প্রমুখ।
মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'য়াদ রহ. এর মতে- তিনি ১১২/৭৩১, ১১৩/৭৩২ কিংবা ১১৮/৭৩৭ সনে এন্তেকাল করেন।[২৬৪]

---

[২৬২] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৮৭৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৪৬২-৪৬৩

[২৬৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৭১০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৮১-৮৩

[২৬৪] শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন কায়মায আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*(কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৭/ ২০০৬), খ. ৫, পৃ. ১৫৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬

Dhaka University Institutional Repository

(১২৫) মুসা ইব্‌ন তালহা (مُوْسَى بنُ طَلْحَةَ)

নাম মূসা। পিতার নাম তালহা ইব্‌ন ‘উবায়দুল্লাহ আত-তায়মী। কুনিয়াত আবূ ঈসা অথবা আবূ মুহাম্মাদ আল-মাদানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকাহ্‌।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈন এর অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ্‌ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: হাকীম ইব্‌ন হিযাম, হিমরান ইব্‌ন আবান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আল-খাত্তাব, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আবূ আইয়ূব আল-আনসারী, আবূ যর গিফারী, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)সহ এক জামাত সাহাবী (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে তাঁর দুই ছেলে আমর ইব্‌ন উসমান ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান, ইমরান ইব্‌ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান, মুসাইয়াব ইব্‌ন রাফি, মু‘আবিয়া ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন তালহা (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১০৩/১০৪ হিজরীতে এন্তেকাল কলেন।[২৬৫]

(১২৬) মায়মূন ইব্‌ন আবূ শাবীব (مَيْمُوْنُ بنُ أَبِي شَبِيْبٍ)

নাম মায়মূন। পিতার নাম আবূ শাবীব আর-রিবঈ। কুনিয়াত আবূ নসর। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ্‌ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক কিন্তু অধিক মুরসাল রেওয়ায়ত করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সদূক।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, ‘আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ যর আল-গিফারী ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা করতেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ‘ঈ, হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত, হাকাম ইব্‌ন উতায়বা মানসূর ইব্‌ন যাযান সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন। ‘হামাজিম’ এর ঘটনায় তিনি ৮৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৬৬]

(১২৭) মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (مَيْمُوْنُ بنُ مِهْرَانَ)

নাম মাইমূন। পিতার নাম মিহরান আল-জাঝরী। কুনিয়াত আবূ আইয়্যুব। তিনি মূলত কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের পরবর্তী তাবি‘ঈন এর অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ্‌ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে বিশ্বস্ত নির্ভযোগ্য রাবী ও ফিকহ বিশেষজ্ঞ ছিলেন তবে তৃতীয় স্তর থেকে মুরসাল রেওয়ায়ত করেছেন।
শুয়ূখ: সা‘য়ীদ ইব্‌নুয যুবায়র, সা‘য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, ‘উমার ইব্‌ন আব্দুল ‘আযীয, নাফি‘ মাওলা ইব্‌ন ‘উমার, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক সাহাবী ও বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি‘ঈদের কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

২৬৫ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৯৭৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৮২-৮৪

২৬৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৭০৪৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ২০৬-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

তালামীযঃ আইয়্যুব আস-সিখতিয়ানী, আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাদ, সুলায়মান ইব্‌নুল 'আমাশ সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 'উমার ইব্‌ন 'আব্দুল আজীজের সময় তাঁর পক্ষ থেকে জাজীরার গভর্নর ছিলেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৬৭]

(১২৮) নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (نَافِعُ بنُ جُبَيْرٍ)

নাম নাফি'। পিতার নাম জুবাইর ইব্‌ন মুতয়িম আন-নাওফলী। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ আব্দুল্লাহ আল-মাদানী। তিনি ৯৯ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈ।
কিতাবঃ সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও বিশিষ্ট রাবী ছিলেন।
শুয়ূখঃ তাঁর পিতা যুবায়র ইব্‌ন মুতয়িম, রাফি' ইব্‌ন খাদীজ, যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ প্রমুখ সাহাবি (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ তাঁর থেকে ইমাম যুহরী, হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত, কাসিম ইব্‌ন আব্বাস সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৬৮]

(১২৯) নাফি' ইব্‌ন আতা (نَافِعُ بنُ عَطَاءٍ)

নাম নাফি'। পিতার নাম 'আতা।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অজ্ঞাত (مجهول) রাবী। অনেকেই ধারণা করেন, এখানে নাফি' দ্বারা হযরত ইব্‌ন 'উমার (রা.) এর গোলামকেই বুঝানো হয়। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। نافع عن عائشة مجهول من الثالثة ووهم من زعم أنه مولى ابن عمر [২৬৯] সুনানু ইব্‌ন মাজা কিতাবে তাঁর থেকে বর্ণিত একটি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[২৭০]

(১৩০) নাফি' মাওলা ইব্‌ন 'উমার (نَافِعٌ العُمَرِيُّ)

নাম নাফি'। পিতার নাম সারজাস। তিনি দায়লাম গোত্রের সন্তান। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) এর গোলাম হিসেবে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। তিনি বলেনঃ আমি ত্রিশ বছর পর্যন্ত হযরত 'উমার (রা.) এর খিদমত করেছি। (এজন্যই মনে হয় তিনি 'উমারী হিসেবে পরিচিত হন।) একদিন তিনি আমাকে ৩০,০০০ দিরহাম দান করেন। আমি বললাম এই বিপুল অর্থ আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে। অতঃপর তিনি আমাকে দাসত্ব বন্ধন হতে মুক্ত করে দেন। তিনি হলেন ইব্‌ন 'উমার (রা.) এর হাদীসের প্রধান উৎস। তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহ.) বলেনঃ كنت اذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا ابالى ان لا اسمعه من احد আমি যখন নাফি' এর সনদে ইব্‌ন 'উমার থেকে কোন হাদীস শুনতাম তখন আমি আর কারো থেকে উক্ত হাদীস না শুনাটাকে পরওয়া করতাম না অর্থাৎ আমার আর কারো কাছে শুনার দরকার হত না।
শুয়ূখঃ যে সকল সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের কয়েক জন- ইব্‌ন উমার, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.), আবূ হুরায়রা, উম্মু সালামা, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) প্রমুখ।

---

২৬৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৭০৪৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ২১০-২২০

২৬৮ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুন নূন, ক্রমিক নং ৭০৭২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ২৭২-২৭৫

২৬৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুন নূন, ক্রমিক নং ৭০৮৮

২৭০ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েক জন- আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্ন জুরায়জ, আওযায়ী, মালেক, লাইস (রহ.) প্রমুখ। ইব্ন সা'য়াদের মতে তিনি ১১৭ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৭১]

(১৩১) নু'মান ইব্ন বাশীর (النُّعْمَانُ بنُ بَشِيْرٍ)

নাম নু'মান। পিতার নাম বাশীর ইব্ন সা'য়াদ ইব্ন সালাবা। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ আল-আনসারী। তিনি হিজরাতের পরে আনসার-এর সর্ব প্রথম সন্তান।
তাবকা: তিনি সাহাবী ছিলেন। বলা হয়, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স আট বছর সাত মাস।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হাদীস শোনেছেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা, উমার ইব্ন খাত্তাব, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছেও তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আমির আশ'বী, আব্দুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ, উরওয়া ইব্নুয যুবায়র ইব্ন আওয়াম, আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ, তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইব্ন নু'মান ইব্ন বাশীরসহ অসংখ্য তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হিমছবাসীরা আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) কে হত্যার কারণে তাঁকে সেখানে আহবান করেন তিনি সেখানে গেলে তারা তাঁকে ৬৪/৬৫ হিজরীতে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর।[২৭২]

(১৩২) হাম্মাম ইব্নুল হারিস (هَمَّامُ بن الحارث)

নাম হাম্মাম। পিতার নাম আল-হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আমর আন-নাখ'ঈ' আল-কূফী। তিনি ৬৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈনের অন্যতম ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) মতে সিকা, পরহেজগার ও আবেদ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে আবিদ আলিমদের অন্যতম তাবি'ঈ।
শুয়ূখ: হুযায়ফাতুল ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, 'আম্মার ইব্ন ইয়াসার, 'উমার ইব্নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ প্রমুখ সাহাবী (রা.) কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।
তালামীয: তাঁর থেকে ও ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ', সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও বাররা ইব্ন আব্দুর রহমানসহ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।[২৭৩]

(১৩৩) হিলাল ইব্ন ইসাফ (هلال ابن يِسَافٍ)

নাম হিলাল। পিতার নাম ইয়াসফ বা ইসাফ আল-আশজায়ী। তিনি আশজা' এর গোলাম ছিলেন তাই তাকে আশজায়ী বলা হয়। কুনিয়াত আবূল হাসান আল-কূফী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন।

---

২৭১ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুন নূন, ক্রমিক নং ৭০৮৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ২৯৮-৩০৫

২৭২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল হা, ক্রমিক নং ৭১৫২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৪১১-৪১৬

২৭৩ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল হা, ক্রমিক নং ৭৩১৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩০, পৃ. ২৯৭-২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

শুয়ূখ: আবুদ্ দারদা, উম্মু দারদা, আবূ মাসউদ আল-আনসারী, ইমরান ইব্ন হুসাইন, আবূ ইয়াহিয়া আল-আরাজ ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় এবং তাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, সা'য়ীদ ইব্ন মাসরূক আস-সাওরী, 'আমর ইব্ন দীনার ও 'আমর ইব্ন মুররা সহ এক দল তাবি'ঈ হাদীস র্বণনা করেন।[২৭৪]

(১৩৪) ইয়াহ্ইয়া ইব্নুজ জায্যার (يَحْيَى بنُ الجَزَّارِ)

নাম ইয়াহইয়া। পিতার নাম জায্যার আল-উরানী। কেউ কেউ বলেন: যুবান আল-উরানী। আবার কেউ কেউ বলেন; বরং এটা তাঁর লকব।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সদূক তবে শিয়া মতবাতে বাড়াবাড়ির অভিযোগ রয়েছে ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা।
শুয়ূখ: 'উবাই ইব্ন কা'ব, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আলী ইব্ন আবূ তালিব, মাসরূক ইব্ন আজদা, হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সহ বহু সংখ্যক সাহাবীর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত, আম্মারা ইব্ন উমাইর, আমর ইব্ন মুররাসহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৭৫]

(১৩৫) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুর রহমান (يَحْيَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ)

নাম ইয়াহইয়া। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্ন হাতিব ইব্ন আবূ বালতা'আহ্। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ বকর আল-মাদানী। তাঁর পিতা বদরী সাহাবী ও হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারী একজন জলীল কদর সাহাবী। তিনি ৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১০৪ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাবি'ঈ।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্নুল খাত্তাব, তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ইব্ন হাতিব ইব্ন আবূ বালতা'আহ্, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: 'উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়সী, যায়দ ইব্ন আসলাম, খালিদ ইব্ন ইলিয়াস, 'উরওয়া ইব্নুয যুবায়রসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৭৬]

(১৩৬) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ই'য়মার (يَحْيَى بنُ يَعْمَرَ)

নাম ইয়াহইয়া। পিতার নাম ই'য়মার আল-বসরী। কুনিয়াত আবূ সুলায়মান, আবূ সা'য়ীদ।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈ।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

২৭৪ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২২; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৫১৯

২৭৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৫১৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ২৫১-২৫৩

২৭৬ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৫৯২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা কিন্তু তিনি মুরসাল রেওয়ায়ত করতেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাব, উসমান ইব্ন আফ্‌ফান, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) সহ অনেক জলীল কদর সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: হাবীব ইব্ন 'আতা, ইসহাক ইব্ন সুওয়াইদ আল-আদবী, আয-যারাক ইব্ন কায়স, আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরাইদ ও কাতাদাসহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন। 'মুরূ' নামক অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন এবং তিনি সেখানের কাজীও ছিলেন। বিশ্বস্ত রাবী ও শুদ্ধভাষী ছিলেন। একশত হিজরীর পূর্বে বা পরে তিনি এন্তেকাল করেন।[২৭৭]

(১৩৭) ইয়াযীদ ইব্ন বাবানূস (يَزِيْدُ بنُ بَابَنُوْسَ)

নাম ইয়াযীদ। পিতার নাম বাবানূস। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সুনানু আবী দাউদ, ইমাম তিরমিযীর শামাইল, সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন।
তালামীয: আবূ ইমরান আয-যূনী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৭৮]

(১৩৮) ইয়াযীদ ইব্নুশ শিখ্‌খীর (يَزِيْدُ بنُ الشِّخِّيْرِ)

নাম ইয়াযীদ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্নুশ শিখ্‌খীর আল-আমিরী। কুনিয়াত আবূল 'আলা আল-বসরী। পিতাকে বাদ দিয়ে দাদার প্রতি তাঁর নসবী সম্পর্ক। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমারের খিলাফত কালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈনে অন্যতম রাবী।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্নুশ শিখ্‌খীর, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস, ইমরান ইব্ন হুসাইন, আবূ হুরায়রা, কাতাদা ইব্ন মিলহান ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক জলীল কদর সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: সুলায়মান আত-তাইমী, সা'য়ীদ ইব্ন আয়াজ আল-জারীরী, বাশীর ইব্ন উকবা, দাহ্‌হাক ইব্ন ইয়াসারসহ প্রমুখ তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মৃত্যু: তিনি **১১১** হিজরীর আগে বা পরে এন্তেকাল করেন।[২৭৯]

(১৩৯) ই'য়লা ইব্ন 'উকবা (يَعْلَى بنُ عُقْبَةَ)

নাম ই'য়লা। পিতার নাম 'উকবা আল-মাক্কী। তিনি আয-যুবায়র পরিবারের গোলাম ছিলেন ।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

[২৭৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৬৭৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৫৩-৫৪

[২৭৮] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৬৯৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৯২

[২৭৯] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৭৪০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল রাবী।
শুয়ূখ: আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: রজা ইব্‌ন হায়ওয়াহ্‌ ও সালিহ ইব্‌ন মিহরান আল-কারশী তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৮০]

(১৪০) ইউসূফ ইব্‌ন মাহাক (يُوْسُفُ بنُ مَاهَكَ)

নাম ইউসূফ। পিতার নাম মাহাক ইব্‌ন বুহজাদ আল-ফারেসী আল-মক্কী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা বা বিশ্বস্ত রাবী।
শুয়ূখ: 'উবাই ইব্‌ন কা'ব, হাকীম ইব্‌ন হিজাম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল 'আস, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক বড় বড় সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির, আইয়্যূব আস-সিখতিয়ানী, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান আদ্‌-দাবহী, 'আমর ইব্‌ন মুররা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-বসরীসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন। তিনি ১০৬ হিজীর আগে বা পরে এন্তেকাল করেন।[২৮১]

(১৪১) আবূ 'উমামা ইব্‌ন সাহল (أَبُو أُمَامَةَ بنُ سَهْلٍ)

নাম মুহাম্মাদ সা'য়াদ বা আস'আদ। পিতার নাম সাহল ইব্‌ন হানীফ আল-আনসারী আল-আওছী। কুনিয়াত আবূ উমামা এ কুনিয়াতেই তিনি প্রসিদ্ধ। বলা হয়, তাঁর নানা সা'য়াদ ইব্‌ন যারারা এর নামে তাঁর নাম রাখা হয় এবং তাঁর কুনিয়াতে তাঁর কুনিয়াত রাখা হয়।
রুতবা: ইব্‌নু আব্দুল বার তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন। আসলে তিনি মদীনার কেবারুত তাবি'ঈন এর অন্যতম ব্যক্তি।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে হাদীস শোনেছেন। এ ছাড়া আনাস ইব্‌ন মালিক, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ হুরায়রা, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ বিশিষ্ট সাহাবীগণের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: উমাইয়্যা ইব্‌ন হিন্দ, সফওন ইব্‌ন সুলাইম, উসমান ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন হিন্দ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির, মুসা ইব্‌ন যুবায়রসহ প্রমুখ তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১০০ হিজরীতে ৯২ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।[২৮২]

(১৪২) আবূ বুরদাহ্‌ ইব্‌ন আবু মূসা (أَبُو بُرْدَةَ بنُ أَبِي مُوْسَى)

নাম আবূ বুরদাহ্‌, কেউ বলেন, 'আমির। আবার কেউ বলেন, আল-হারিস। পিতার নাম আবূ মূসা আল-আশ'আরী। তিনি ইয়ামেনের আল-আশ'আর গোত্রের সন্তান ছিলেন। এ কারণে তিনি ইতিহাসে আল-আশ'আরী নামে পরিচিত।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

---

[২৮০] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৮৪৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৩৯৩৯৭

[২৮১] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৮৭৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৪৯১

[২৮২] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৫৭৪৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২৫

Dhaka University Institutional Repository

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে, বড় মাপের মনীষীগণের অন্যতম।
শুয়ূখ: হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা আল-আশারী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আযরাক ইব্‌ন কায়স, সাবিত ইব্‌নুল হাজ্জাজ, তাঁর ছেলে বিলাল ইব্‌ন আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ আল-আশ'আরী, আবূ ইসহাক আশ-শায়বানীসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ১০৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৮৩]

(১৪৩) আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (ابو بكر بن عبد الرحمن)

নাম আবূ বকর বা মুহাম্মাদ। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌নুল মুগীরা আল-মাখজুমী আল-মাদানী। কুনিয়াত আবূ আব্দির রহমান। 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের খেলাফত কালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা, ফকীহ্ ও আবিদ রাবী এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর সাত ফকীহর অন্যতম।
শুয়ূখ: 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, তাঁর পিতা 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম, নাওফল ইব্‌ন মু'আবিয়া, আবূ মাসউদ আল-আনসারী, আবূ হুরায়রা, আসমা বিন্‌ত উমাইস ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ আরো অনেকের এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালমীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির, হাকাম ইব্‌ন উতাবা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব আল-হুমারী, ইকরাম ইব্‌ন খালিদ আল-মাখযূমী, 'উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয, 'আমর ইব্‌ন দীনার, ইমাম কা'বী ও আয-যুহরীসহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন আব্দুল মালিকের খেলফতকালে ৯৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৮৪]

(১৪৪) আবুজ জাওযা আর-রাব'য়ী (أَبُو الْجَوْزَاءِ الرَّبْعِيُّ)

নাম আওস। কুনিয়াত আবূজ জাওযা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ আর-রাব'য়ী। তিনি ৮৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) মতে সিকা রাবী; তবে মুরসাল রেওয়ায়ত করতেন।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আবান ইব্‌ন আবী আয়াস, সুলায়মান ইব্‌ন আলী আর-রবয়ী ও 'উসমান ইব্‌ন মালিক আল-কিন্দীসহ অসংখ্য তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৮৫]

---

[২৮৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল বা, ক্রমিক নং ৭৯৫২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৬৬

[২৮৪] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬০৬৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১১২-১১৫

[২৮৫] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), ذكر من اسمه أشتر إلى آخر حرف الألف, ক্রমিক নং ৫৭৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯১-৩৯৩

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৫) আবূ হুযায়ফা আল-আরহাবী (أَبُو حُذَيْفَةَ الأَرْحَبِيُّ)

নাম সালমা। পিতার নাম সুহাইব। কুনিয়াত আবূ হুযায়ফা আল আরহাবী। কেউ বলেন, তাঁকে ইব্নু সুহাইবা ও বলা হয়।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী, সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান, আলী ইব্ন আবী তালিব ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: খায়সামা ইব্ন আব্দুর রহমান, আলী ইব্ন আকমার ও আবূ ইসহাক আস-সাবীয়ী প্রমুখ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৮৬]

(১৪৬) আবূ হাফসা (أَبُو حَفْصَةَ)

নাম আবূ হাফসা। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর গোলাম ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈতে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল রাবী।
শুয়ূখ: তাঁর মনিব উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইয়াহ্হিয়া ইব্ন আবূ কাসীর তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন।[২৮৭]

(১৪৭) আবুয যুবায়র আল-মাক্কী (أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ)

নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুসলিম ইব্ন তাদরস আল-আসাদী। কুনিয়াত আবূয যুবায়র আল-মক্কী। কুনিয়াতেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। হাকীম ইব্ন হিযাম এর গোলাম ছিল। তিনি ২০ হিজরীর পর কোন একসময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিজরীর ১২৫/১২৬ সালে তিনি এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে হাদীসের ইমাম ছিলেন।
শুয়ূখ: উসামা ইব্ন যায়দ, আনাস ইব্ন মালেক, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, আবুদ্ দারদা, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)সহ অসংখ্য জলীল কদর সাহাবী (রা.) থেকে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়্যা, জা'ফর ইব্ন রাবীয়া, সা'য়ীদ ইব্ন আবূ সা'য়ীদ আল-মাকবুরীসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন-এর একটি কাফেলা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন হাজর উল্লেখ করেন: তিনি তৃতীয় স্তর থেকে মুদাল্লাস রেওয়ায়ত করেছেন।[২৮৮]

---

[২৮৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৪৯৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৯১-২৯৪

[২৮৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল হা, ক্রমিক নং ৮০৫৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ২৫৪

[২৮৮] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬২৯১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৪০২-৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৮) আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)

নাম আবু সালামা। কেউ কেউ বলেন, আব্দুল্লাহ আবার কেউ বলেন, ইসমাঈল। পিতার নাম 'আবদুর রহমান ইব্ন আওফ আয-যুহরী। তবে আবু সালামা উপনামে তিনি অধিক পরিচিত। মদীনার অধিবাসী প্রখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) এর পুত্র ছিলেন তিনি।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে হাদীসের ইমাম।
শুয়ূখ: উসামা ইব্ন যায়দ, আনাস ইব্ন মালিক, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, রাফি' ইব্ন খাদীজ, উবাদাতা ইব্নুস সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ, আবুদ্ দারদা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা ও আয়িশা (রা.)সহ অনেক বড় বড় সাহাবী ও তাবি'ঈ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
তালামীযঃ ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়্যা, বুকাইর ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আশাজ, সা'য়ীদ ইব্ন আবূ সা'য়ীদ আল-মাকবূরী, সুলায়মান ইব্ন আহওয়াল, আমির আশ-শাবী, আব্দুল মালিক ইব্ন উমাইর, 'উমার ইব্ন আব্দুল আযীয, 'আমর ইব্ন দীনার, মুহাম্মাদ ইব্ন হারমালা, মূসা ইব্ন উকবা, নাফি' মাওলা ইব্ন 'উমারসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ৭২ বছর বয়সে ৯৪/১০৪ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।[২৮৯]

(১৪৯) আবুশ শা'সা আল-মুহারিবী (أَبُو الشَّعْثَاءِ المُحَارِبِيُّ)

নাম সালীম। পিতার নাম আসওয়াদ ইব্ন হানজালা। কুনিয়াত আবূশ শা'সা আল-মুহারিবী। তিনি কূফার অধিবাসী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ: যুয়াইফা ইব্নুল ইয়ামান, সালমান আল-ফারেসী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, আবূ যর আল-গিফারী, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ বিখ্যাত বিখ্যাত সাহাবীগণের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ ইব্রাহীম ইব্ন মুহাজির, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আন-নাখ'ঈ, আশ'আস ইব্ন আবূশ শা'য়াসা, সা'য়ীদ ইব্ন ওহাব, হাকাম ইব্ন 'উতাইবা, হাবীব ইব্ন আবী সাবিত, 'আম্মারা ইব্ন 'উমায়রসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাবউত তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের শাসন আমলে তিনি এন্তেকাল করেন।[২৯০]

(১৫০) আবুস সিদ্দীক আন-নাজী (أَبُو الصِّدِّيْقِ النَّاجِي)

নাম বকর। পিতার নাম 'আমর, কেহ কেহ বলেন, কায়স। কুনিয়াত আবূস-সিদ্দীক আন-নাজী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।

---

[২৮৯] *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩; *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১২৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৩৭০-৩৭৫

[২৯০] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৫২৪; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৪০-৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ সা’য়ীদ ইব্‌ন সা’য়াদ, মালিক আল-খুদরী ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আবান ইব্‌ন আবী আয়াস, জা’ফর ইব্‌ন সাওর আল-আব্দী, কাতাদা ইব্‌ন দা’আমাসহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। এ মহান তাবিঈ ১০৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৯১]

(১৫১) আবয়ু যবইয়ান (أَبُو ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ)

নাম হুসাইন। পিতার নাম জুনদুব ইব্‌নুল হারিস আজ-জানবী। কুনিয়াত আবূ যবইয়ান। তিনি কূফার অধিবাসী।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিতারুত তাবি‘ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি‘ঈদের অন্যতম।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ: উসামা ইব্‌ন যায়দ, জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী, হুজাইফা ইব্‌নুল ইয়ামান, সালমান ফারেসী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আলকামা ইব্‌ন কায়স, আলী ইব্‌ন, ‘আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ‘ঈ, হাবীব ইব্‌ন হাস্‌সান, সালমা ইব্‌ন কুহাইল, সুলায়মান আল-‘আমাশ, তাঁর ছেলে কাবূস ইব্‌ন আবূ যবইয়ান, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যীয়াদসহ প্রমুখ বিশিষ্ট তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ৯২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[২৯২]

(১৫২) আবুল আলিয়া (أَبُو الْعَالِيَةِ)

নাম রাফী‘। পিতার নাম মিহরান। তবে আবূল আলিয়া উপনামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ। রিয়াহ বংশীয় এক মহিলার কৃতদাস ছিলেন বলে তাকে রিয়াহী বলা হয়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবি‘ঈ। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগ পেলেও তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের দু’বছর পরে ইসলাম কবুল করেছেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি‘ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি‘ঈগণে অন্যতম।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ: আলকামা ইব্‌ন কায়স, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, ‘আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী হতে তিনি হাদীস শিখেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। হাদীস গ্রহণে তিনি সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে প্রকৃত বর্ণনাকারী থেকে হাদীস না শুনা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। ইলমুত তাফসীরে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের জ্ঞানী হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।
তালামীয: ‘আতা ইব্‌ন সাইব, তাঁর ছেলে কাবুস ইব্‌ন আবূ যুবইয়ান, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যীয়াদ, আবূ ইসহাক ‘আমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহসহ প্রমুখ তাবি‘ঈ ও তাবউত তাবি‘ঈন তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন। ইলম হাদীসে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখে তিনি ৯৩/৭১১ সনে মারা যান।[২৯৩]

---

[২৯১] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল বা, ক্রমিক নং ৭৪৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৩- ২২৪

[২৯২] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১৩৬৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫১৪-৫১৭

[২৯৩] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৬১-৬২; *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২১৪-২১৮

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৩) আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাদালী (أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيُّ)

নাম আব্‌দ বা আব্দুর রহমান। পিতার নাম আব্‌দ। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাদালী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
কিতাব: সুনানুত্ তিরমিযী, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা তবে শি'য়া মতবাদে নিয়ে তিনি বিশ্বস্ত রাবী তবে তাঁর ব্যাপাবে শি'য়া মতবাদ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির অভিযোগ রয়েছে।
শুয়ূখ: খুজাইমা ইব্‌ন সাবিত, সালমান আল-ফারেসী, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়া, আবূ মাস'উদ, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক সাহাবীগণের কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ, 'আমির আশ-শা'বী, 'আতা ইব্‌নুস সায়িব, 'আমর ইব্‌ন মায়মূন, শামর ইব্‌ন আতীয়্যাসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[২৯৪]

(১৫৪) আবূ 'উবায়দা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ)

নাম 'আমির। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ। কুনিয়াত আবূ 'উবায়দা। তিনি তাঁর কুনিয়াতেই বিখ্যাত।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ: আল-বারা ইব্‌ন আযিব, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, 'আমর ইব্‌নুল হারিস ইব্‌নুল মুস্তালিক, কা'ব ইব্‌ন আজরা, মাসরূক ইব্‌নুল আজদা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।
তালামীয: তামীম ইব্‌ন সালমা, ইব্রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আন-নাখ'ঈ, খাসীব ইব্‌ন আব্দুর রহমান আল-জাযুরী, সালিমুল আফতাসসহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। আরোও প্রসিদ্ধ যে, এ ছাড়া তাঁর আর কোন নাম নেই (الاشهر انه لا اسم له غيرها)। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। তবে অধিক প্রাধান্য যে কথা তাহল: তিনি তাঁর পিতার থেকে কোন হাদীস শোনেন নি। হিজরীর ৮০ সনের পর এবং ১০০ সনের পূর্বে তিনি এন্তেকাল করেন।[২৯৫]

(১৫৫) আবূ উসমান আল-নাহদী (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ)

নাম আব্দুর রহমান। পিতার নাম মিল্ল। কুনিয়াত আবূ উসমান আন-নাহদী। তাঁর কুনিয়াতেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি ইসলামী ও জাহেলিয়া উভয় যুগ লাভ করেছিলেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও আবিদ রাবী।
শুয়ূখ: 'উবাই ইব্‌ন কা'ব, উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল ইব্‌ন রাবাহ, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, হুজাইফা ইব্‌ন ইয়ামান, সা'য়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, ইমরান ইব্‌ন হুসাইন, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

২৯৪ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৮২০৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ২৪-২৫

২৯৫ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৬১-৬২; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৮২৩১

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: আয়্যূব সিখতিয়ানী, সাবিত আল-বানানী, জা'ফর ইব্‌ন মায়মুন আল-আনমাতী, হামীদুত তাবীল, কাতাদা ও 'উসমান ইব্‌ন গিয়াসসহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ৯৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩০ বছর বা তার চেয়ে বেশি।[২৯৬]

(১৫৬) আবূ আতীয়্যাহ্ আল-ওয়াদি'য়ী (أَبُو عَطِيَّةَ الوَادِعِيُّ)

নাম মালিক । পিতার নাম 'আমির বা আবূ 'আমির বা ইব্‌ন আওফ বা ইব্‌নু হামরা বা ইব্‌নু আবী হামরা। কুনিয়াত আবূ আতিয়্যা আল-হামদানী আল-কূফী আল-ওয়াদি'য়ী। নামে নয় এ কুনিয়াতেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ।
কিতাব: ইব্‌ন মাজা ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, মাসরূক ইব্‌নুল আজদা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। ৭০ হিজরীর পরে বা আগে তিনি এন্তেকাল করেন।[২৯৭]

(১৫৭) আবূ কিলাবা আল-জারমী (أَبُو قِلَابَةَ الجَرْمِيُّ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আমির আল-জারমী। কুনিয়াত আবূ কিলাবা। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা ও ফাযিল রাবী; তবে অধিক মুরসাল রেওয়ায়তের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
শুয়ূখ: আনাস ইব্‌ন মালিক আল-আনসারী, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিইয়ান, নু'মান ইব্‌ন বাশীর, সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব, হুজাইফা ইব্‌ন ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, ইমরান ইব্‌ন হুসাইন, আবূ হুরায়ারা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আইয়্যূব আস-সিখতিয়ানী, হাস্‌সান ইব্‌ন আতিয়্যাহ্, হাদীমুত তাবীল, কাতাদা, ইমরান ইব্‌ন হুসাইন, 'আমর ইব্‌ন মাইমুন ইব্‌ন মিহরান ও সাবিত আল-বানানী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিনা করেন ইমাম আজলী বলেন: فيه نصب يسير من الثالثة তিনি বিচারক পদ প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে সিরিয়ায় এসে ১০৪ হিজরীতে বা তার পর এন্তেকাল করেন।[২৯৮]

(১৫৮) আবুল মালীহ আল-হুযালী (أَبُو المَلِيْحِ الهُذَلِيُّ)

নাম আবূল মালিহ বা আমির বা যায়দ বা যিয়াদ। পিতার নাম 'উসামা ইব্‌ন 'উমায়র বা 'আমির ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন হানীফ ইব্‌ন নাজিয়া আল-হুযালী।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

[২৯৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল আইন, ক্রমিক নং ৪০১৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৪২৪-৪২৯

[২৯৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৮২৫৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ৯০-৯১

[২৯৮] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল আইন, ক্রমিক নং ৩৩৩৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ, ১৪, পৃ. ৫৪২-৫৪৭

Dhaka University Institutional Repository

রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা উসামাতুল হুজাইল, আনাস ইব্ন মালিক, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান, আবূ হুরায়ারা, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু হাবীবা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আবূ আইয়্যুব আস-সিখতিয়ানী, সাবিত ইব্ন 'আম্মার, সালিম ইব্ন আবীল জা'য়াদ ও সালিহ ইব্ন হিলালসহ এক কাফেলা তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ তাবি'ঈ ৯৮/১০৮ বা তার পর এন্তেকাল করেন।[২৯৯]

(১৫৯) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (أَبُو مُوْسَى)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম কায়েস। মাতার নাম তাইয়্যেবা। কুনিয়াত আবূ মূসা, তিনি এ উপনামে সমধিক পরিচিত। তিনি ইয়েমেনের আল-আশ'আর গোত্রের সন্তান ছিলেন। এ কারণে তিনি ইতিহাসে আল-আশ'আরী নামে পরিচিত। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ইসলাম গ্রহণ করে আবূ মূসা ইয়ামান থেকে মক্কায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরম সান্নিধ্য লাভ করেন। কোন কোন দুর্বল সূত্রে খায়বর অভিযানের সময় ইসলাম গ্রহণের কথা বলা হয়। তিনি প্রথমে হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরতকারীদের মধ্যে অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে ১০ম হিজরীতে ইয়ামানে 'আদনা' এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হযরত 'উমার (রা.) এর শাসনামলে বসরা ও কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর শাসনামলে দামেস্কে অবস্থান করেন। তৃতীয় স্তরের রাবীদের অন্তর্ভূক্ত।তিনি ৩৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে আনাস ইব্ন মালেক ও তারেক ইব্ন শিহাবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লামা আইনী বলেন: তিনি ৫৪ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে কূফায় এন্তেকাল করেন।[৩০০]

(১৬০) আবূ হুরায়রা (أَبُو هُرَيْرَةَ)

নাম আবু হুরায়রা, ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে তাঁর নাম ছিল আবদুস সামছ, যার বাংলা অর্থ অরুন দাস। রাসূলুল্লাহ (স.) এ নাম রাখেন আবদুর রহমান। আবু হুরায়রা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। ছোট বেলায় একটি বিড়াল শাবক সাথে নিয়ে তিনি সবসময় খেলতেন। তা দেখে সাথীরা তাঁর নাম দেয় আবূ হুরায়রা (বিড়াল শাবক ওয়ালা)। আস্তে আস্তে এ নামেই তিনি সকলের মাঝে পরিচিত হন এবং তাঁর আসল নামটি ঢাকা পড়ে যায়। আবূ হুরায়রা ইসলামে দীক্ষিত হন প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়িল ইব্ন আমর আদ-দাওসীর হাতে। মদীনায় তাঁর প্রথম আগমন হয় খাইবার বিজয়ের বছর সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে। মদীনায় আসার পর দাওস গোত্রের এ যুবক নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খিদমত ও সাহচর্য অবলম্বন করেন। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা মসজিদেই অবস্থান করতে থাকতেন। সময় সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছ থেকে তালীম ও তারবিয়াত লাভ করতেন এবং তাঁর ইমামতিতেই নামাজ আদায় করতেন। আবূ হুরায়রা (রা.) মুসলিম উম্মাহর জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাজার হাজার হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণ করে গেছেন। ইমাম বুখারী বলেন: আটশতেরও বেশি সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা আটাত্তর বছর জীবিত ছিলেন। অনেকের মতে তিনি

---

[২৯৯] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৮৩৯০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ, ১৪, পৃ. ৩১৬-৩১৮

[৩০০] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল আইন, ক্রমিক নং ৩৫৪২ ; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪৫৩-৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৫৫ হিজিরীতে এন্তেকাল করেন; কিন্তু ওয়াকিদীর মতেঃ ৫৯ হিজরী। ইমাম বুখারীর মতে, ৫৭ হিজরী।[৩০১]

(১৬১) আবূ নাওফল ইব্ন আবী আকরাব (أَبُو نَوْفَلٍ بنُ أَبِي عَقْرَبٍ)

নাম আবূ নাওফল বা মুসলিম বা আমর। পিতার নাম আবূ আকরাব বা মুসলিম ইব্ন আবূ আকরাব আল-বিকরী আল-কিনানী।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবঃ ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ ও সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখঃ আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস, তাঁর পিতা আবূ আকরাব, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর ও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ আল-আসওয়াদ ইব্ন শাইবান, আব্দুল মালিক ইব্ন জুরায়জ, আব্দুল মালিক ইব্ন 'উমায়র, আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আনসহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈ তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩০২]

(১৬২) আবূ ইউনুস (أَبُو يُونُسَ)

নাম আবূ ইউনুস। পিতার নাম পাওয়া যায় না। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর গোলাম ছিলেন।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ তাবি'ঈনদের মধ্যম স্তরের বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন।
কিতাবঃ ইব্ন মাজা ও সহীহু বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে এবং বুখারীর আদাবুল মুফরাদেও তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ তাঁর থেকে যাইদ ইব্ন আসলাম, আবূ তাওয়ালা ইব্ন আব্দুল্লাহ, কা'কা' ইব্ন হাকীম ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আতীক প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩০৩]

(১৬৩) বুহাইয়্যা (بُهَيَّةُ)

নাম বুহাইয়্যা বা বুহাইমা। পিতার নাম বিশর আল-মাযিনীয়্যা। ডাক নাম ছাম্মা'। ইমাম আদ-দারাকুতনী বলেন, তাঁর আসল নাম বুহাইয়্যা। আবূ যুর'আ আদ-দিমাশকী বলেন, তাঁর পরিবারের চার জন সদস্যই রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বিশর এবং তাঁর দুই ছেলে আব্দুল্লাহ ও আতিয়্যা ও তার বোন ছাম্মা"।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাবঃ সুনানু আবী দাউদ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ আবূ উকাইল ইয়াহিয়া ইব্নুল মুতাওয়াক্কিল ও অন্যান্য তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩০৪]

---

৩০১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল হা, ক্রমিক নং ৮৪২৬; *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ২৪৪-২৪৬

৩০২ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুন নূন, ক্রমিক নং ৮৪২১

৩০৩ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ৪১৮; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৮৫৫৮

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৪) জাসরাহ্ বিন্ত দাজাজাহ্ (جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ)

নাম জাসরাহ্। পিতার নাম দাজাজাহ্। তিনি প্রসিদ্ধ তাবি'ঈয়া। কূফাবাসীদের মধ্যে তাঁকে গণ্যকরা হয়।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু ইবনি মাজা কিতাবে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্ন হাজর (রহ.) এর মতে মাকবূল ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে সিকা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ যর, উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা ও আয়িশা (রা.) প্রমুখের কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকেও কুদামা ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আমেরী, আফলাত বিন্ত খলীফা ও মামাদূহ আল-হুযালী।[৩০৫]

(১৬৫) হাফসা বিন্ত আবদুর রহমান (وَحَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)

নাম হাফসা। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর আস-সিদ্দীক ইব্ন আবূ কুহাফা। তাঁর মাতা কারীনা আস-সোগরা বিন্ত আবূ উমাইয়্যা ইব্নুল মুগীরা। সুতরাং তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর নাতনী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হলেন তাঁর ফুফু এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হলেন তাঁর খালা। তিনি তাঁর পিতা, ফুফু ও খালার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী ও ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ: তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: আব্দুর রহমান ইব্ন সাবিত, 'ইরাক ইব্ন মালিক, 'আরণ ইব্ন আব্বাস, ইউসূফ ইব্ন মাহিকসহ প্রমুখ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩০৬]

(১৬৬) খায়রা (خَيْرَةُ)

নাম খায়রা। তিনি হাসান আল-বসরীর মা। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা.) এর দাসী ছিলেন।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারে তাবি'ঈন বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূলা রাবী ছিলেন।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

৩০৪ *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুল বা, ক্রমিক নং ৮৫৪৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২৪৪-২৪৬

৩০৫ *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুজ জীম, ক্রমিক নং ৮৫৫১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৪৩

৩০৬ *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৯-৩০০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুল হা, ক্রমিক নং ৮৫৬২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

তালামীযঃ তাঁর দুই ছেলে হাসান ইব্ন আবুল হাসান আল-বসরী, সা'য়ীদ ইব্ন আবুল হাসান আল-বসরী, আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন যাদ'আন ও হাফসা বিন্ত সীরীনসহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩০৭]

(১৬৭) যিফরা বিন্ত গালিব (ذِفْرَةُ بِنْتُ غَالِبٍ)

নাম যিফরা। পিতার নাম গালিব আর-রাসিবিয়্যা আল-বসরীয়্যা। আব্দুর রহমান ইব্ন আযীনার মাতা।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাবঃ সুনানুন নাসাঈ শরীফে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূলা রাবী এবং তিবরানী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তবে অনেকেই তাঁকে প্রথম স্তরের তাবি'ঈ মনে করেন।
শুয়ূখঃ তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীযঃ বুদাইল ইব্ন মায়সারা ও মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনসহ আরো অনেকে তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩০৮]

(১৬৮) যয়নাব বিন্ত আবু সালামা (زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ)

মূল নাম বাররা ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) এ নাম পরিবর্তন করে রাখেন যয়নাব। পিতার নাম আবূ সালামা ইব্ন আব্দুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযূম। তাঁর মাতা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)। তিনি উমার ইব্ন আবূ সালামা (রা.) এর ভাই ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর রাবীবাহ বা পালিত কন্যা ছিলেন।
শুয়ূখঃ তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও হাবীবা বিন্ত উম্মু হাবীবা রাসূলুল্লাহ (স.) এর পালিত কন্যা, যয়নাব বিন্ত জাহাশ, হযরত আয়িশা, উম্মু হাবীবা বিন্ত আবী সুফইয়ান এবং তার মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীযঃ হামীদ ইব্ন নাফি' আল-মাদানী, আমির আশ-শা'বী, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন উতবাহ ইব্ন মাস'ঊদ, ইরাক ইব্ন মালিক, উরওয়াহ ইব্নুয যুবায়র, আমর ইব্ন শু'য়াইব, কাছিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর, আবূ কিলাবা ও তাঁর আবূ উবায়দা ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন যামআ (রহ.)সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় হজ্জের কার্য সম্পাদনের পূর্বেই এন্তেকাল করেন। হযরত ইব্ন উমার তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন।[৩০৯]

(১৬৯) যয়নাব বিন্ত আবু নসর (زَيْنَبُ بِنْتُ نَصْرٍ)

নাম যয়নব। পিতার নাম নছর।
তাবকাঃ তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাবঃ সুনানুন নাসাঈ শরীফে তাঁর হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবাঃ ইব্ন হাজার (রহ.) বলেনঃ তাঁর অবস্থান জানা যায়নি। (لا يعرب حلها من الثالثة)
শুয়ূখঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

৩০৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুল খা ক্রমিক নং ৮৫৭৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৬৬

৩০৮ *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬২; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুদ দাল, ক্রমিক নং ৮৫৮০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৬৮-১৭০

৩০৯ *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুয যা, ক্রমিক নং ৮৫৯৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৮৫-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: তাঁর থেকে আওফ ইব্ন সালিহ আল-বারেকীসহ আরোও অনেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩১০]

(১৭০) যয়নাব আস-সাহ্মীয়াহ্ (زَيْنَبُ السَّهْمِيَّةُ)

নাম যয়নাব। পিতার নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস। তিনি আমর ইব্ন শু'আয়ব এর ফুফু। তিনিই যয়নাব আস-সাহ্মীয়্যাহ্।
তাবকা : তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈ ছিলেন।
কিতাব: সুনানু ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) বলেন: তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না (لا يعرب حلها من الثالثة)।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর ভাতিজা 'আমর ইব্ন শু'আয়ব ও অন্যান্য তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩১১]

(১৭১) সুমাইয়্যা আল বসরীয়া (سُمَيَّةُ البَصْرِيَّةُ)

নাম সুমাইয়্যা আল বসরীয়া।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবিঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
কিতাব: সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসাঈ, ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল রাবী।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: সাবিতুল বানানী তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষগ্রহণ করেন।[৩১২]

(১৭২) শুমায়সা আল আত্কীয়া (شُمَيْسَةُ العَتْكِيَّةُ)

নাম শুমায়সা আল আত্কীয়া। পিতার নাম আজীজ ইব্ন আকির আল-আত্কিয়্যা আল-বসরীয়্যা।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
কিতাব: বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি তৃতীয় স্তরের মাকবূল রাবীদের অন্যতম।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর নিকট হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: শু'বাতু ইব্নুল হাজ্জাজ, হিশাম ইব্ন হাস্সান তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩১৩]

(১৭৩) সাফীয়্যা বিন্ত শাইবা (صفية بنت شَيْبَةَ)

নাম সাফিয়্যা। পিতার নাম শাইবা ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহা।
তাবকা: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, এ কথা ঠিক নয়।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

[৩১০] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুয যা, ক্রমিক নং ৮৬০০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৮৯

[৩১১] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুয যা, ক্রমিক নং ৮৫৯৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৮৯

[৩১২] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুস সীন, ক্রমিক নং ৮৬১০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৯৮-১৯৯

[৩১৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ৮৬১৮; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে তিনি ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন আল-খাত্তাব, আসমা বিন্ত আবূ বকর ও উম্মু উসমান বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.)সহ অনেক সাহাবী (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তালামীয: ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির, বুদায়ল ইব্ন মায়সারা, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ সাওর, কাতাদা ইব্ন দা'আমাহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩১৪]

(১৭৪) সাফীয়্যা বিন্ত আবূ 'উবায়দ (صفية بنت أبي عُبَيد)

নাম সাফিয়্যা। পিতার নাম আবূ 'উবায়দ ইব্ন মাসউদ আস-সাকিফীয়্যা। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) এর সহধর্মিনী। সেদিক থেকে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) এর পুত্র বধূ ছিলেন।

তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ কিবারুত তাবি'ঈ বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন।

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।

শুয়ূখ: আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর, হাফসা বিন্ত 'উমার, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তালামীয: হামীদ ইব্ন কায়স আল-আরাজ, সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, আব্দুল্লাহ ইব্ন দীনার, আব্দুল্লাহ ইব্ন সফওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা আল-জুমাহী ও মূসা ইব্ন উকবা (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩১৫]

(১৭৫) আয়িশা বিন্ত তালহা (عائشة بنت طلحة)

নাম আয়িশা। পিতার নাম তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উসমান ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'য়াদ ইব্ন তাইম। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহাবী তালহা (রা.) ছিলেন তাঁর পিতা এবং আবু বকর (রা.) এর কন্যা উম্মু কুলসূম ছিলেন তাঁর মা।

তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের বিখ্যাত তাবিঈগণের অন্যতমা ছিলেন।

কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।

শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হলেন তাঁর খালা। তিনি খালার তত্ত্বাবধানে থেকেই হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তালামীয: তাঁর ছেলে তালহা ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন আব্দির রহমান ইব্ন আবী বকর আসসিদ্দীক, তাঁর ভাইয়ের ছেলে তালহা ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ, আব্দিল্লাহ ইব্ন ইয়াসার, আতা ইব্ন আবী রবাহ, উমার ইব্ন সুওয়দ, ফুদায়ল ইব্ন আমর আল-ফকীমী, ভাতিজা মু'আবিয়া ইব্ন ইসহাক ইব্ন তালহা ও মূসা ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন ইসহাক ইব্ন তালহা, মিনহাল ইব্ন আমর ও ইউসূফ ইব্ন মাহিক আল-মাক্কিসহ আরো অনেকে। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি।[৩১৬]

(১৭৬) উমারা বিন্ত আব্দুর রহমান (عُمَرة بنت عبد الرحمن)

নাম উমারা বা আমরা (عَمْرَةُ)। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্ন সা'য়াদ আল-আনসারীয়া (রা.)।

---

৩১৪ তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ.৪৫৮-৪৫৯; তুহফাতুল আশরাফ, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৯৪-৩৯৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুস সাদ, ক্রমিক নং ৮৬২২; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২১১-২১২

৩১৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুস সাদ, ক্রমিক নং ৮৬২৩; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২১২-২১৫

৩১৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৮৬৩৬; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২৩৭-২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের বিখ্যাত তাবি‘ঈগণের অন্যতমা ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা রাবী।
শুয়ূখ: তিনি ছিলেন আয়িশা (রা.) এর তা’লীম তারবিয়াত বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উত্তম নমুনা। আয়িশা (রা.) ছাড়াও উম্মু হিশাম, হাবীবা বিন্ত সাহল, হামনা বিন্ত জাহশ (রা.) প্রমুখ মহিলা সাহাবী হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা.) হতে তিনি ৭২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিব্বান বলেন, তিনি আয়িশা (রা.) এর হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। সুফিয়ান সাওবী বলেন: আমরা/উমারা, কাসিম ও উরওয়ার হাদীসই হচ্ছে আয়িশা (রা.) এর সর্বাধিক শক্তিশালী ও সঠিক হাদীস। শু‘বা মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ‘উমার ইব্ন ‘আব্দিল ‘আযীয আমায় বলেছেন, আয়িশা (রা.) এর হাদীস সম্বন্ধে আমারা থেকে অধিক জ্ঞানী আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ‘উমার ইব্ন ‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন হাযাম (রা.) এর নিটক চিঠি লিখে ছিলেন তিনি যাতে আমরা (রহ.) এর হাদীসগুলো তাকে লিখে দেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে হারিসা ইব্ন আবূর রিজাল, রুযায়ক ইব্ন হাকীম, সা’য়াদ ইব্ন সা’য়ীদ আল-আনসারী, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, উরওয়া ইব্নুয যুবায়র, আমর ইব্ন দীনার, প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ৭৭/৯৮ বছর বয়সে ১০৩ /১০৬ হিজরীতে মারা যান।[৩১৭]

(১৭৭) মারজানা (مرجانة)

নাম মারজানা। স্বামীর নাম ওয়াক্কাস / কায়স। কুনিয়াত উম্মু আলকামা। তাঁর ছেলে আলকামা ইব্ন আবূ আলকামা বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন খন্দকসহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে শরীক ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের বিখ্যাত তাবিঈগণের অন্যতমা ছিলেন।
কিতাব: সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের সবগুলোতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি মাকবূলাহ এবং ইমাম আয-যাহারী (রহ.) এর মতে সিকা।
শুয়ূখ: উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা ও মুআবিয়্যা ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা.) হতে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আলকামা ইব্ন আবূ আলকামা হাদীস বর্ণনা করেন।[৩১৮]

(১৭৮) মু‘আযা আল-আদাভীয়্যা (مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ)

তাঁর নাম মু’আযা বা মিছকা বা মাছীকা আল-আদাভীয়্যা। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল এর দাসী। সহীহ মুসলিম আল-আমাশ এর সনদে বর্ণনা করেন, হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন: عن جابر قال كانت جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسيكة فاكرهها على البغاء فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فشكت له فأنزل الله تعالى * ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا*“ হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর মিছকীনা নামের একটি দাসী ছিল সে তাকে ব্যভিচারে জোরপূর্বক বাধ্য করত তখন সে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে অভিযোগ করলে, ততক্ষনাৎ আয়াত নাযিল হল: তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৩১৯] ইব্ন ইসহাক ইমাম যুহরীর থেকে মুত্তাছিল সূত্রে বর্ণনা করেন: قال ابن اسحاق متصلا بأثر الزهرى و بلغنى أن معاذة عتقت وكانت فيما بلغنى ممن بايع النبى صلى الله عليه وسلم بيعة النساء فتزوجها سهل بن قرظة أخو بنى عمرو بن الحارث فولدت له عبد الله بن

---

৩১৭ *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুল ‘আইন, ক্রমিক নং ৮৬৪৩; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২৪১-২৪২

৩১৮ *তুহফাতুল আশরাফ*, খ. ১২, পৃ. ১৫; *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১২, পৃ. ৪৬৬; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা, হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৮৬৮০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩০৪

৩১৯ *আল-কুরআন*, ২৪ : ৩৩

 Dhaka University Institutional Repository

سهل ثم هلك عنها او فارقها فتزوجها الحمير بن عدى القارئ أخوبنى حنظلة فولدت له توأما الحارث و عديا و ام سعد ثم فارقها فتزوجها عامر بن عدى من خطمة فولدت له أم حبيب بنت عامر وهى معاذة بنت عبد الله بن جرير الضريربن أمية بن حذارة بن الحارث بن الخزرج- অর্থাৎ ইমাম আয-যুহরী বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, মু'আযাকে মুক্ত করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে যে সকল মহিলারা বায়'য়াত গ্রহণ করেছেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। অতঃপর 'আমর ইব্নুল হারেসের ভাই সাহল ইব্ন কুরযা তকে বিবাহ করেন। তার ঔরসে আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহল জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তিনি এন্তেকাল করলে বা ছেড়ে দিলে আল-হুমাইর ইব্ন আদী আল-কারী (বনূ হানজালার ভাই) তাকে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে তাওয়ামা আল-হারিস, আদী বা সা'য়াদ জন্মগ্রহণ করেন। এরপর সে ছেড়ে দিলে বনূ হাজমার সন্তান 'আমির ইব্ন আদী তাকে বিবাহ করেন। তার ঔরসে উম্মু হাবীব বিন্ত 'আমির জন্মগ্রহণ করেন।[৩২০]

শুয়ূখ: তিনি হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব, হিশাম ইব্ন আমির আল-আনসারিয়্যা, উম্মু আমর বিন্ত আব্দুল্লাহ ইব্ন আয-যুবায়র ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তালামীয: তাঁর কাছে যারা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন, তারা হলেন: ইসহাক ইব্ন সুওয়াদ, আওফা ইব্ন দালাহুম আল-আদবিয়্যা, আইয়ূব আস-সিখতিয়ানি, জাফর ইব্ন কায়সান, রশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিমানী, আবূ ফাতিমা সুলায়মান ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-বাসারিয়্যা, আবূ কিলাবা আব্দিল্লাহ ইব্ন যায়দ আল-জারমী, উমার ইব্ন যর আল-হামাদানী, কাতাদা ইব্ন দা'আমা প্রমুখ।[৩২১]

(১৭৯) উম্মু কুলসূম আত-তায়মীয়্যাহ্ (أم كلثوم التَّيْمِيَّة)

নাম উম্মু কুলসূম আল-তায়মীয়্যাহ্ আল-মাক্কীয়্যাহ্। পিতার নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর আস-সিদ্দীক। এ হিসেবে তিনি তাইমীয়্যাহ্, লায়সীয়্যাহ্ নয়। মাতার নাম হাবীবা বিন্ত খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন যুহাইর ইব্ন মালিক ইব্ন ইমরাউল কায়স (জাহিলী যুগের বিখ্যাত কবি)। তাঁর স্বামীর নাম তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উসমান ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'য়াদ ইব্ন তামীম। তালহার ঔরসে যাকারীয়্যা, ইউসূফ (ছোট অবস্থায় মারা যায়) ও আয়িশা নামে তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর স্বামী তালহা উষ্ট্রের যুদ্ধে শহীদ হন। সুলায়মান ইব্ন হারব বর্ণনা করেন: আয়িশা (রা.) তাঁর বোন উম্মু কুলসূমকে নিয়ে তাঁর (স্বামী তালহার শাহাদতের পর) ইদ্দতের মধ্যেই হজ্জ পালন করেন। এরপর আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উবাই রাবীয়া ইব্ন মুগীরা তাকে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে ইব্রাহীম আল-আহাওয়াল, মূসা, উম্মু হামীদ ও উম্মু 'উসমান জন্মগ্রহণ করেন। আস-সাওরী বর্ণনা করেন: قال الثورى عن يحيى بن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة نحوه أخرجه ابن منده وأبو نعيم قلت ليس لآم كلثوم بنت أبى بكر صحبة لآنها ولدت بعد وفاة النبى- অর্থাৎ-উম্মু কুলসূম বিন্ত আবূ বকর রাসূল (স.) এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয় নি। তাই তিনি সাহাবী নন। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর জন্মগ্রহণ করেন।

শুয়ূখ: তিনি তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

তালামীয: তাঁর থেকে তাঁর ছেলে ইব্রাহীম ইব্ন আব্দির রহমান ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন আবূ রাবীআতা আল-মাখযূমী, যাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, জবর ইব্ন হাবীব, তালহা ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ, লূত ইব্ন আবূ ইয়হিয়া ও মুগীরা ইব্ন হাকাম আস-সানআনী (রহ.)সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।

কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহুল বুখারী, মুসলিম, সুনানুন নাসাঈ ও ইব্ন মাজা কিতাবে সংকলিত হয়েছে।[৩২২]

---

[৩২০] *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০৩-৭০৪; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৮৬৮৪;

[৩২১] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩০৮-৩০৯

[৩২২] *মাওসূআতু হায়াতিস সাহাবীয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১-১৯২; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা

Dhaka University Institutional Repository

(১৮০) উম্মু মুহাম্মাদ (ام محمد)

নাম আমিনা বা উমাইনা বা উমাইয়্যা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। কুনিয়াত উম্মু মুহাম্মাদ। স্বামীর নাম যায়দ ইব্ন জাদ'আন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদ ও ইব্ন মাজা কিতাবে সংকলিত হয়েছে।[৩২৩] উম্মু মুহাম্মাদ (রা.) প্রমুখ। এছাড়া আরো অনেকেই আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১৮১) উম্মু কুলসূম আল-লায়সিয়্যা (أم كلثوم الليثية المكية)

নাম উম্মু কুলসূম আল-লায়সিয়্যাহ্ বা আল-মাক্কিয়্যাহ্। বলা হয়, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর আস্-সিদ্দীক এর কন্যা, সে দিক দিয়ে তিনি লায়সিয়্যাহ্ নয়; বরং তায়মিয়্যাহ্ হওয়া উচিত।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
শুয়ূখ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র আল-লায়স্যি আল-মাক্কী। কিতাব: তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযীতে সংকলিত হয়েছে।[৩২৪]

(১৮২) উম্মু কুলসূম (أم كلثوم)

উম্মু কুলসূম হয়ত তাঁর কুনিয়াত হবে, যা তাঁর নামে রুপান্তরিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে ইস্তিহাযা বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন হাজ্জাজ ইব্ন আরত।
কিতাব: তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদ-এ সংকলিত হয়েছে।[৩২৫]

(১৮৩) কুলসুম (كلثم)

তাঁকে কুলসুম বা উম্মু কুলসূম বিন্ত আমর আল-কারশিয়্যাও বলা হয়।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি উম্মু মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আইমান ইব্ন নাবিল আল-মাক্কী।
কিতাব: তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈ ও ইব্ন মাজা কিতাবদ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।[৩২৬]

(১৮৪) উম্মু কুলসূম বিন্ত সুমামা (أم كلثوم بنت ثمامة)

নাম উম্মু কুলসূম। পিতার নাম সুমামা। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-ইয়াশকারী এর দাদী। তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে, তিনি মাকবূল রাবী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন আল-ইয়াশকারী হাদীস বর্ণনা করেন।

আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৮৭৬১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩৮০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩৮০-৩৮১

৩২৩ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), বাবুন নিছা হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৮৫৩৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩৮৫

৩২৪ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, ক্রমিক নং ৮০০৫, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

৩২৫ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, ক্রমিক নং ৮০০৬, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪

৩২৬ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, ক্রমিক নং ৭৯২১, পৃ. ২৯৪-২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবঃ তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদ কিতাবে সংকলিত হয়েছে।[৩২৭]

২। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

বিশ্বচরাচরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স.) এর আর একজন কৃতি ছাত্রী হলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)। একজন বরেণ্য শিক্ষকের সত্যিকার পরিচয় যেমনি তাঁর কৃতী ছাত্রদের মাধ্যমে ফুটে উঠে, তেমনি ইতিহাসে তাঁর স্থান ও মর্যাদাও নির্ধারিত হয় অনেকটা তাদেরই দ্বারা। এমনটি দেখা যায় সার্থক শিক্ষক হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ক্ষেত্রেও। ইলম হাদীসের তত্ত্বজ্ঞানে কতখানি পারদর্শী এবং শিক্ষাদানে কতবেশি দক্ষ ছিলেন, তা তাঁর জীবনের বহুঘটনা ও কথায় সুস্পষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো। একবার সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.) এর একটি ছোট্ট দল হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর নিকট এসে আবদার করলেন যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর গোপন জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর গোপন ও প্রকাশ্য উভয় জীবনই এক রকম। এতে তাঁর মনে একটু দ্বিধা দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে প্রবেশ করলে এসব কথা তিনি তাঁকে বললেন। শোনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি খুব ভাল করেছ।[৩২৮] এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবী তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করতেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর এ ধারাবাহিকতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় তাঁর হুজরা হাদীসের পাঠশালায় পরিণত হয়।
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ[৩২৯]

(১) 'উমার ইব্ন আবূ সালামা (عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ)

নাম 'উমার। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আসাদ আল-মাখযুমী আল-কারশী। তাঁর পিতার কুনিয়াত আবূ সালামা। এ নামেই তাঁর পিতা বেশি পরিচিত। তাই তাঁর ছেলেও 'উমার ইব্ন আবূ সালামা নামে তিনিও অধিক পরিচিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর দায়িত্বে লালিত পালিত হন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে খানার আদব শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৩৩০] তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)। তিনি হিজরাতের দ্বিতীয় বছর হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল নয় বছর। খলীফা আব্দুল মালেক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফত কালে ৮৩ হিজরী সনে তিনি মদীনায় এন্তেকাল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস মুখস্ত করেছেন। তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক সাহাবাগণের কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং বর্ণনা করেন।[৩৩১] হযরত আলী (রা.) তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সঠিক মতানুসারে ৮৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[৩৩২]

(২) যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (زينب بنت أبي سلمة)

তাঁর নাম ছিল বাররা, রাসূলুল্লাহ (স.) পরিবর্তন রাখেন যয়নাব। এ নামেই তিনি পরিচিত। পিতার নাম আবূ সালামা আব্দুল্লাহ ইব্ন আল-আসাদ আল-মাখযুমী আল-কারশী। তিনি 'উমার ইব্ন আবূ সালামা

---

[৩২৭] তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, ক্রমিক নং ৮০০৩, পৃ. ৩৮১
[৩২৮] মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৬৯৩
[৩২৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬৭
[৩৩০] أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سمِّ الله، وكل مما يليك দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুল আত'য়িমা, বাবুল আকলি মিম্মা ইয়ালিহ, হাদীস নং ৫৩৭৮
[৩৩১] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০২
[৩৩২] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শিন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৯০৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৩৭২-৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) এর বোন। তাঁর পিতা হযরত আবূ সালামা (রা.) চতুর্থ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের নয় তারিখ এন্তেকাল করেন।[৩৩৩] পিতার এন্তেকালের কয়েক মাস পর যয়নাব (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)। হিজরী চতুর্থ সনে শাওয়াল মাসের শেষের দিকে যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বিবাহ হয় তখন যয়নাব (রা.) দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) সুভদ্রা লাজুক মহিলা ছিলেন। বিয়ের প্রথম দিকে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কাছে আসতেন, তিনি দুগ্ধপোষ্য মেয়ে যয়নাবকে দুধ পান করাতে শুরু করতেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) ফিরে যেতেন। হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) ছিলেন তাঁর দুধভাই। তিনি একথা শোনে ক্ষেপে যান এবং মেয়েকে (যয়নাবকে) নিজের কাছে নিয়ে যান। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মু সালামা (রা.) এর ঘরে আসেন এবং এদিক ওদিন তাকাতে থাকেন। শিশু মেয়েকে না দেখে জিজ্ঞেস করেন, যয়নাব কোথায়? তাকে কি করেছো? তিনি জবাব দিলেন আম্মার এসে নিয়ে গেছে। সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কাছে অবস্থান করতে থাকেন।[৩৩৪] তিনি তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর যুগে তিনি মহিলাদের মধ্যে অন্যতম বড় ফকীহ ছিলেন।[৩৩৫] তিনি ৭৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। হযরত ইব্ন উমার (রা.) তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।[৩৩৬]

(৩) আব্দুল্লাহ ইব্ন রাফি / নাফি' (عبد الله بن رافع)

পূর্ণ নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন রাফে' আল-মাখযূমী আল-মাদানী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ক্রিতদাস ছিলেন। তৃতীয় তাবকার সিকা রাবী ছিলেন। ইব্ন হিব্বান তাঁর 'কিতাবুস সিকাত' গ্রন্থে তার জীবনী উল্লেখ করেন।

শুয়ূখ: তিনি হাজ্জাজ ইব্ন আমর ইব্ন গাযিয়্যা আল-আনসারী, গাযিয়্যা ইব্ন আল-হারিস তিনি উমারা ইব্ন গাযিয়্যার পিতা, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

তালামীয: তাঁর থেকে উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়সী, ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ ফারওয়াহ, আফলাহ ইব্ন সা'য়ীদ আল-কাবায়ী, আইয়ূব ইব্ন খালিদ ইব্ন সাফওয়ান আল-আনসারী, সা'য়ীদ ইব্ন আবূ সা'য়ীদ আল-মাকবূরী, সা'য়ীদ ইব্ন মুসলিম, কাসিম ইব্ন আব্বাস আল-হাশিমী ও ইব্ন আব্বাস এর গোলাম ইকরামা (রহ.)সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন। তার বর্ণিত হাদীস বুখারী ও মুসলিম ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে।[৩৩৭]

(৪) 'আমির (عَامِرِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ)

পূর্ণ নাম 'আমির ইব্ন আবূ উমাইয়্যা হুযায়ফা (রা.)। তাঁকে সুহাইল ইব্ন মুগীরা ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্ন মাখযূম আল-কারশীও বলা হয়। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ভাই, জলীলুল কদর সাহাবী, যিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি শুধু তাঁর বোন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন সা'য়ীদ ইব্ন আল-মুসাইয়্যাব। 'সুনানুন নাসাঈ' কিতাবে তাঁর থেকে বর্ণিত একটি হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৩৩৮]

---

৩৩৩ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২ - ২০৩

৩৩৪ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীস নং ২৬৫৭২; ২৬৬৬১; ২৬৭৬৪; ২৬৭৬৫; ২৬৭১১

৩৩৫ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

৩৩৬ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুয যা, ক্রমিক নং ৮৫৯৫

৩৩৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শিন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৩০৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ, ১৪, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬

৩৩৮ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শিন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩০৮৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ, ১৪, পৃ. ১২-১৪

Dhaka University Institutional Repository

(৫) মুসা‘আব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (مصعب بن عبد الله بن أبي أمية)

পূর্ণ নাম মুসা‘আব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ উমাইয়্যা ইব্‌ন আল-মুগীরা আল-মাখযুমী। তিনি তৃতীয় তাবকার সদূক রাবী হিসেবে বিখ্যাত। ইব্‌ন হিব্বান 'কিতাবুস সিকাত' গ্রন্থে তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, যুবায়র ইব্‌ন মূসা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর ফুফু হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাঁর ভাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ উমাইয়্যা, তাঁর ভাই মূসা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আবূ উমাইয়্যা, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সুলায়ম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর গোলাম ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ। তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার মধ্যে শুধু 'সুনানু ইব্‌ন মাজা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৩৩৯]

(৬) সা‘য়ীদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (سَعِيد بْن المُسَيَّب)

পূর্ণ নাম সা‘য়ীদ ইব্‌ন আল-মুসাইয়্যাব ইব্‌ন হুযন ইব্‌ন আবূ ওয়াহাব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আয়িয ইব্‌ন 'ইমরান ইব্‌ন মাখযূম আল-কারশী আল-মাখযূমী। তিনি ৯৪ হিজরী মুতাবিক ৭০৩ ডখ্রস্টাব্দেমৃত্যুবরণ করেন।[৩৪০]

(৭) শাকীক ইব্‌ন সালামা (شَقِيق بْن سلمة)

নাম শাকীক। পিতার নাম আবূ সালামা। কুনিয়াত আবূ ওয়াইল। তিনি কুফা অঞ্চলের বনূ আসাদ গোত্রের সন্তান। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু তাঁর সাথে দেখা হয় নি এবং তাঁর কোন কথাও শোনেন নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন আমি দশ বছর বয়সের ছেলে, উপত্যাকায় আমাদের ছাগল চড়াতাম।
তাবকা: তিনি দ্বিতীয় স্তরের সিকা ও হুজ্জাত রাবী।
শুয়ূখ: তিনি কিবারুস সাহাবাহ্ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন: উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও হযরত উম্মু সালামা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে জামি ইব্‌ন আবূ আর-রাশিদ, হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত, হুসাইন ইব্‌ন আব্দির রহমান, আল-হাকাম ইব্‌ন উতায়বা, হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মান, সা‘য়ীদ ইব্‌ন মাসরূক আস-সাওরী, সালমা ইব্‌ন কুহায়ল, আমির আশ-শাবী, আমির ইব্‌ন শাকীক (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১০২ হিজরীতে উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয (রহ.) এর শাসনামলে একশত বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।[৩৪১]

(৮) আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (اسود بن يزيد): নাম আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আন-নাখ‘ঈ। তিনি ৭৫ হিজরী মুতাবিক ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে এন্তেকাল করেন।[৩৪২]

(৯) আশ্‌‘শাবী (الشَّعْبِي): নাম আমির (عَامِر)। পিতার নাম শারাহিল বা শারাহবিল আশ্‌‘শাবী আল-কুফী।[৩৪৩]

---

৩৩৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৬৯২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৩৩-৩৪

৩৪০ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৩৬) ছত্রিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪১ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুশ শীন, ক্রমিক নং ২৮১৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫৪৮-৫৫২

৩৪২ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৫) পঞ্চম নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪৩ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৫১) একান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) মুজাহিদ (مجاهد): নাম মুজাহিদ। পিতার নাম জবর। কুনিয়াত আবূল হাজ্জাজ। তিনি বেশি প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ।[৩৪৪]

(১০) নাফি' ইব্‌ন যুবায়র (نافع بن الزبير)

নাম নাফি'। পিতার নাম জুবাইর ইব্‌ন মুতয়িম আন-নাওফলী। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ আব্দুল্লাহ আল-মাদানী।[৩৪৫]

(১১) নাফি' মাওলা ইব্‌ন উমার (نافع مولى بن عمر)

নাম নাফি'। পিতার নাম সারজাস। তিনি দায়লাম গোত্রের সন্তান। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) এর দাস হিসেবে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ।[৩৪৬]

(১২) 'আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (عطاء بن أبي رباح)

নাম 'আতা। পিতার নাম আবূ রবাহ। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। তিনি কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট চ্যাপ্টা নাকওয়ালা কালো হাবশী। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে তাঁর একচোখ কানা হয়ে যায় এর পরে একেবারে অন্ধ হয়ে যান। তিনি মক্কার তাব'ঈণের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং অন্যতম ফকীহ ছিলেন। সালামা ইব্‌ন কুহাইল বলেন, আমি আতা, তাউস ও মুজাহিদ এ তিনজনের চেয়ে আর বড় কোন আলিম দেখি নি। তিনি ১১৪/১১৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। শেষ জীবনে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোভ পায়। তিনি ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, ফদল ইব্‌ন আব্বাস, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও হযরত উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে আবান ইব্‌ন সালিহ, ইব্রাহীম ইব্‌ন মায়সারা আত-তায়িফী, ইব্রাহীম ইব্‌ন মায়মূন আস-সানি', ইব্রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-খাওলানী, উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-লায়সী,খালিদ ইব্‌ন আবূ আওফ, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মিসরী, সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান ও সুলায়মান ইব্‌ন মূসা আদ-দিমাশকী (রহ.)সহ অসংখ্য তাবিঈ ও তাবউত তাবিঈ হাদীস বর্ণণা করেন।[৩৪৭]

(১৩) শাহর ইব্‌ন হাওশাব (شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ)

নাম শাহর। পিতার নাম হাওশাব আল-আশ'আরী আশ-শামী। তিনি আছমা বিন্‌ত ইয়াজীদ ইব্‌ন ছাকান এর গোলাম ছিলেন। তিনি ১২ হিজরী মুতাবিক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে এন্তেকাল করেন।[৩৪৮]

(১৪) ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলাইকা আত-তামীমী আল-কারশী। তিনি ১১৭ হিজরী মুতাবিক ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে।[৩৪৯]

---

[৩৪৪] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১০৮) একশত আট নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৪৫] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১২৮) একশত আঠাশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৪৬] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৩০) একশত ত্রিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৪৭] ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৫৯১; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৬৯-৭৬

[৩৪৮] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৪৩) তেতাল্লিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৪৯] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৬৫) পয়ষট্টি নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

 Dhaka University Institutional Repository

(১৫) উম্মুল হাসান আল-বসরী (ام الحسن البصرى)

নাম খায়রা (خيرة)। তিনি হাসান আল-বসরীর মা। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা.) এর দাসী ছিলেন।[৩৫০]

(১৬) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (سُلَيْمان بْن يسار)

নাম সুলায়মান। পিতার নাম ইয়াসার আল-হিলালী আল-মাদানী। তিনি হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর গোলাম ছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর দাস ছিলেন। তিনি সিকাহ ও ফাদিল রাবী ছিলেন।
তাবকা: তিনি তৃতীয় তাবকার বিখ্যাত সাতজন বড় বড় ফকীহ এর অন্যতম। এমহান তাবি' ১০০ হিজরীর আগে বা পরে এন্তেকাল করেন।[৩৫১]

(১৭) 'উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা (أسامة بن زيد بن حارثة)

নাম উসামা। পিতার নাম যায়দ ইব্ন হারিসা ইব্ন শারাহবিল আল-কালবী আল-মাদানী। তিনি হিজরাতের পূর্বে নবুওয়াতের সপ্তম বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা উম্মু আয়মান রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাতা আমিনার দাসী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) ১১শ হিজরীতে রোমানদের বিরুদ্ধে উসামার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের খবর শোনেই তিনি মদীনাতে আসেন এবং তাঁর দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) কে তিনি নিজ হাতে কবরে রাখেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও বিলাল ইব্ন রাবাহ, তাঁর পিতা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮টি। তার মধ্যে ১৫টি মুত্তাফক আলাইহি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) ভিন্ন-ভিন্নভাবে ২টি করে হাদীস সংকলন করেন।
তালামীয: তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইব্ন উসামা ইব্ন যায়দ, আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা.) এর গোলাম কুরায়ব, হাসান আল-বসরী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবূ উসমান নাহদী, আমর ইব্ন উসমান, আবূ ওয়ায়েল, আমির ইব্ন সা'য়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (রহ.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবী'ঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযতর মু'আবিয়া (রা.) এর শাসনামলে শেষদিকে ৫৪ হিজরী মুতাবিক ৬৭৩ ডখ্রস্টাব্দে৬০ বছর বয়সে মদীনায় এন্তেকাল করেন।[৩৫২]

(১৮) সাফীয়্যা বিন্ত বিন্ত শায়বা (صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ)

নাম সাফিয়্যা। পিতার নাম শায়বা ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহা। ইনি ছিলেন অন্যতমা তাবি'ঈ মহিলা যিনি আয়িশা (রা.)সহ অধিকাংশ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৫৩]

---

৩৫০ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৬৬) একশত শিষট্টি নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৫১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২৬১৯

৩৫২ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৭৪-১৭৯; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৩১৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৮-৩৪৪

৩৫৩ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৭৩) একশত তিহাত্তর নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

 Dhaka University Institutional Repository

(১৯) আব্দুর রহমান ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন হিশাম (عَبْد الرحمن بْن الحارث بْن هشام)

নাম আব্দুর রহমান। পিতার নাম হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌নুল মুগীরা আল-মাখযূমী। তাঁর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ আল-মাদানী। তিনি কিবারুত তাবী'ঈন সিকা রাবী। ৪৩ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন। কেউ কেউ তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করেন।
শুয়ূখ: তিনি তাঁর পিতা আল-হারিস ইব্‌ন হিশাম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর গোলাম যাকওয়ান, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা.) এর গোলাম নাফি, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা, আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আমির আশ-শাবী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমায়র, আব্দুর রহমান ইব্‌ন সায়াদ, তাঁর তিন ছেলে যথা-ইকরামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান, আবূ বকর ইব্‌ন আব্দুর রহমান ও মুগীরা ইব্‌ন আব্দুর রহমান, হিশাম ইব্‌ন আমর আল-ফাযারী, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন হাতিব (রহ.)সহ অসংখ্য তাবিঈ ও তাবউত তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৪৩ হিজরী মুতাবিক ৬৬৩ ডখ্রস্টাব্দেমৃত্যু বরণ করেন।[৩৫৪]

(২০) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ)

নাম 'উরওয়া। পিতার নাম যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম ইব্‌ন খুওয়াইলিদ আল-কারশী আল-আসাদী।[৩৫৫]

(২১) কুরাইব মাওলা ইব্‌ন আব্বাস (كريب مولى ابْن عباس)

নাম কুরায়ব। পিতার নাম আবূ মুসলিম আল-কারশী আল-হাশিমী। কুনিয়াত আবূ রাশিদাইন। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর দাস হিসেবে বিখ্যাত। তিনি ১৯ হিজরী মুতাবিক ৭১৬ ডখ্রস্টাব্দেমৃত্যু বরণ করেন।[৩৫৬]

(২২) আবূ 'উসমান আন-নাহদী (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ)

তাঁর নাম আব্দুর রহমান। পিতার নাম মিল্ল। কুনিয়াত আবূ উসমান আন-নাহদী এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তিনি মুখাদরামিন তাবিঈ, সিকা, সাবিত, আবিদ ছিলেন। তিনি ৯৫ হিজরীতে বা তার পর এন্তেকাল করেন। এন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর বা তার বেশি।
শুয়ূখ: তিনি উবাই ইব্‌ন কাব, উসামা ইব্‌ন যায়দ, আনাস ইব্‌ন জান্দাল, বিলাল ইব্‌ন রাবাহ, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, হুযায়ফাতুল ইয়ামান, সায়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আইয়্যুব আস-সিখতিয়ানী, জাফর ইব্‌ন মায়মূন আল-আনমাতী, হামীদ আত-তবীল, সুলায়মান আত-তায়মী, দাহ্‌হাক ইব্‌ন ইয়াসার, ইমরান ইব্‌ন হাদীর, আব্বাস আল-জারীরী, উসমান ইব্‌ন গিয়াস, কাতাদা, আতা ইব্‌ন আজলান (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবিঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৫৭]

---

[৩৫৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮৩২; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৩৯-৪১

[৩৫৫] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৫৭) সাতান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৫৬] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১০৬) একশত ছয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৫৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪০১৭; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ৪২৪-৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

(২৩) হামীদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (حَمِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)

নাম হামীদ (حميد)। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ আল-কারশী আয-যুহরী আল-মাদানী। তিনি আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান এর ভাই। তাঁর মাতা কুলসূম বিন্‌ত উকবা ইব্‌ন আবূ মু'য়ীত, যিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান এর বোন। তিনি দ্বিতীয় তাবকার সিকা রাবী।
শুয়ূখ: বশীর ইব্‌ন সায়াদ, আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা, বুসরা বিন্‌ত সফওয়ান ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবীর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: যারা তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাদের কয়েক জন হলেন: মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী, কাতাদা ইব্‌ন দাআমা, আম্বাসা ইব্‌ন আম্মার, ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, সঠিক মতানুসারে, ১০৫ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি উমার (রা.) থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৫৮]

(২৪) আবূ বকর ইব্‌ন আব্দুর রহমান (মৃ. ৯৩/৭১১)

নাম আবূ বকর বা মুহাম্মাদ বা আল-মুগীরা। পিতার নাম আব্দুর রহমান ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌নুল মুগিরা আল-মাখযুমী আল-মাদানী। তাঁর কুনিয়াত আব্দুর রহমান, কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ও কুনিয়াত একই।
তাবকা: তিনি তৃতীয় তাবকার সিকাহ, ফকীহ ও আবিদ ছিলেন।
শুয়ূখ: তিনি তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ইব্‌ন আল-হারিশ ইব্‌ন হিশাম, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাম'আ আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, মারওয়ান ইব্‌ন আল-হাকাম, নাওফল ইব্‌ন মু'আবিয়া, আবূ হুরায়রা, আসমা বিন্‌ত উমায়স, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালমীয: তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তারা হলেন: ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির, তাঁর ছেলে সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান, আবূ আব্দুর রহমান খালিদ ইব্‌ন যায়দ, আল-হাকাম ইব্‌ন উতবা, আমির আশ-শাবী, আম্মার ইব্‌ন উমায়র, ইকরামা ইব্‌ন খালিদ, তাঁর আর এক ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর, উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয ও ইরাক ইব্‌ন মালিক (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন। এ মহান তাবি'ঈ ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[৩৫৯]

(২৫) 'উসমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাওহাব (عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ)

নাম 'উসমান। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাওহাব আত-তাইমী। তিনি চতুর্থ তাবকার সিকা রাবী। এমহান তাবি' ৬০ হিজরী মুতাবিক ৬৭৯ ডখ্রস্টাব্দেএন্তেকাল করেন।[৩৬০]

(২৬) কাবীসা ইব্‌ন যুয়ায়ব (قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ)

নাম কাবীসা। পিতার নাম যুয়ায়ব ইব্‌ন হালহালা আল-খুযা'ঈ। কুনিয়াত আবূ ইসহাক ও আবূ সা'য়ীদ আল-মাদানী। সাহাবীগণের কৃতি সন্তান শেষ জীবনে দামেস্কে বসবাস করেন। তিনি ৮০ হিজরী মুতাবিক ৭০৭ খ্রিস্টাব্দের দশকে এন্তেকাল করেন।[৩৬১]
এছাড়াও মুসনাদ কিতাবগুলো খুঁজে আরও অনেক বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায়, যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৬২]

---

৩৫৮ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১৫৫২; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫

৩৫৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল বা, ক্রমিক নং ৭৯৭৬; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১১২-১১৫

৩৬০ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৪৯১

৩৬১ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল কাফ, ক্রমিক নং ৫৫১২

Dhaka University Institutional Repository

(২৭) ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌নুল কিবতিয়্যা (عُبَيد اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ)

নাম উবায়দুল্লাহ, পিতার নাম কিবতিয়্যা আলকূফী। তাঁর লকব মুহাজির।
তাবকা: তাঁকে চতুর্থ স্তরের মধ্যম শ্রেণীর তাবিঈ হিসেবে গণ্য করা হয়।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার আসকালানী ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন মা‘য়ীন (রহ.) এর মতে ‘সিকা’।
কিতাব: সহীহুল বুখারী, মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ ও নাসাঈ কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা, আল-হারিস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাবী‘য়া, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা, ইব্‌নু রাজা আল-আতারিদী ও উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: বাহর ইব্‌ন কানীয আস-সিকা, আব্দুল আযীয ইব্‌ন রাফী, ফুরাদ আল-কায্‌যায ও মুসয়ির ইব্‌ন কাদ্দাম (রহ.) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৬৩]

(২৮) মিকসাম ইব্‌ন বাজরা (مقسم بن بجرة)

নাম মিকসাম, বলা হয় ইব্‌ন বাজরা (ابْن بجرة), বা ইব্‌ন নাজদা (ابْن نجدة) বা আবূল কাসিম বা আবূল আব্বাস। পিতার নাম বাজরা। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন নাওফল এর গোলাম ছিলেন। তাঁকে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর গোলামও বলা হয় কারণ তাঁর সাথে বেশি সময় থাকতেন।
তাবকা: তাঁকে চতুর্থ তাবকার অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের পরবর্তী তাবি‘ঈন-এর মধ্যে গণ্য করা হয়।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) বলেন, ‘সদূক’ তবে তিনি মুরসাল বর্ণনা করতেন। আবূ হাতিম বলেন, সালিহুল হাদীস, লা বা’সা বিহি।
কিতাব: সহীহু মুসলিম ছাড়া সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: খিফাফ ইব্‌ন ঈমা ইব্‌ন রুখসা আল-গিফারী, তাঁর মনিব আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন নাওফল, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শরাহবীল ইব্‌ন হাসানা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল-আস, মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান, উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।
তালমীয: ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার, আল-হাকাম ইব্‌ন উতায়বা, খাসীফ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আল-জাযরী, আব্দুল হামীদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আল-খাত্তাব, ইমরান ইব্‌ন আবূ আনাস, মায়মূন ইব্‌ন মিহরান, আলী ইব্‌ন বাযীমা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আল-মুহাজির (রহ.)সহ অসংখ্য তাবিঈ ও তাব‘উত তাবিঈ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করে তা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়াদ বলেন: তিনি ১০১ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।[৩৬৪]

(২৯) কাবশা বিন্‌ত আবূ মারইয়াম (كبشة بنت أبي مريم)

তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে রায়তা বিন্‌ত হারীস হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদে সংকলিত হয়েছে।[৩৬৫]

---

৩৬২ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৫২৭ - ২৬৮০৬

৩৬৩ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ১৪২-১৪৪

৩৬৪ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৪৬১-৪৬২

৩৬৫ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

(৩০) রাব‘ঈ ইব্‌ন হিরাশ (ربعي بن حراش)

নাম রাব‘ঈ, পিতার নাম হিরাশ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাজাদ আল-গাতফানী।
তাবকা: দ্বিতীয় তাবকার কিবারুত তাবি‘ঈনের অন্যতম।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর নিকট সিকাতুন আবিদ। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট হুজ্জাতুন কানিতুন, কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি।
কিতাব: সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবেই তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি যাদের থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তারা হলেন, আল-বারা ইব্‌ন নাজিয়্যা, হুযায়ফাতুল ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, উমার ইব্‌ন খাত্তাব, আমর ইব্‌ন মায়মূন, ইমরান ইব্‌ন হুসাইন, আবূ যর আল-গিফারী, আবূ বকরা আস-সাকাফী ও উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবিঈন।
তালামীয: ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির, আল-হাসান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আন-নাখ‘য়ী, হুসায়ন ইব্‌ন আব্দুর রহমান আস-সালমা, হামীদ ইব্‌ন হিলাল আদবী, আমির আশ-শাবী, আব্দুল মালিক ইব্‌ন উমায়র প্রমুখ তাবি‘ঈগণ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তিনি ১০০ হিজরীতে বা আগে ও পরে এন্তেকাল করেন।[৩৬৬]

(৩১) নাবহান (نبهان)

তাঁর পূর্ণ নাম নাবহান আল-কারশী আল-মাখযূমী, আবূ ইয়াহিয়া আল-মাদানী, তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর (মুকাতাবা) গোলাম ছিলেন।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈনের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর নিকট ‘মাকবূল’। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে ‘সিকা’।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ও মুসলিম ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ ও তালামীয: তিনি তাঁর মনীব উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৬৭]

(৩২) রুমায়সাতা বিন্‌তুল হারিস (رميثة بنت الحارث)

তাঁর নাম রুমায়সা, আওফ ইব্‌ন আল-হারিস এর বোন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দির রহমান ইব্‌ন আবূ বকর আস-সিদ্দীক এর মাতা, যিনি ইব্‌ন আবূ আতীক নামে বিখ্যাত। পিতা আল-হারিস ইব্‌ন তুফায়ল ইব্‌ন সাখবারা আল-আয্‌দী।
তাবকা: চতুর্থ স্তরের মধ্যম পর্যায়ের পরবর্তী তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে ‘মাকবূলা’ আর ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট ‘সিকা’।
কিতাব: সুনানুন নাসাঈ কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর থেকে তাঁর ভাই আওফ ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন আত-তুফায়ল হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৬৮]

---

৩৬৬ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪-৫৬
৩৬৭ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ৩১১
৩৬৮ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

(৩৩) মাচ্ছাহ বা বাচ্ছা আল-আয্‌দিয়্যা (مسة أم بسة الأزدية)

তাঁর পূর্ণ নাম মাচ্ছা অথবা বাচ্ছা আল-আযদিয়্যা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালাম (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ সাহল কাসীর ইব্‌ন যিয়াদ। সুনানু আবী দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৩৬৯]

(৩৪) উম্মু মূসা (ام موسى)

তাঁর পূর্ণ নাম উম্মু মূসা সারিয়্যা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, কেউ কেউ বলে, তাঁর নাম হাবীবা অথবা ফাখিতা। তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে 'মাকবূলা'।
কিতাব: ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সুনানু আবী দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে মুগীরা ইব্‌ন মাকসান আদ্-দবী হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৭০]

(৩৫) আব্দুর রহমান ইব্‌ন শায়বা (عبد الرحمن بن شيبة)

নাম আব্দুর রহমান, তাকে খাযিনুল কাবা বলা হয়, তিনি সাফীয়্যা বিন্‌ত শায়বা। পিতার নাম শায়বা ইব্‌ন উসমান আল-কারশী আল-আব্দারী আল-মাক্কী।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম শ্রেণীর তাবি'ঈনের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি 'সিকা'। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈতে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ও উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আবূ কিলাবা আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ আল-জুরমী ও উসমান ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন হানীফ আল-আনসারী হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৭১]
এছাড়াও ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে যাদের নাম এসেছে, তাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর নামও রয়েছে।[৩৭২] প্রমুখ সাহাবী ও তাবিঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

৩। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর হুজরাটিও ছিল হাদীস চর্চার একটি অন্যতম কেন্দ্র। তিনি যেমনি ইসলামের জন্য হিজরত করেছিলেন; ত্যাগ শিকার করেছিলেন, তেমনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর সফলতার বড় প্রমাণ হল তাঁর বিশ্ববরেণ্য কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা।
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৩৭৩]

(১) হাবীবা বিন্‌ত উবায়দুল্লাহ মু'আবিয়া (حبيبة بنت عبيد الله معاوية)

নাম হাবীবা। পিতার নাম উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ আল-আসাদিয়্যা। তাঁর মা হাবীবা বিন্‌ত আবূ সূফিয়ান। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর পালিত কন্যা, প্রথম স্তরের মহিলা সাহাবী। তিনি তাঁর পিতা-মাতা

---

৩৬৯ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩০৫-৩০৬
৩৭০ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯
৩৭১ তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ১৭৬
৩৭২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুস সীন, ফাসলুন ফিস সাহাবিয়াত, পৃ. ৬০১
৩৭৩ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের সাথে হাবশায় হিজরত করেন। তবে কেউ বলেন, তিনি হাবশায় হিজরাতের পর হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬০ হিজরী মুতাবিক ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দেএন্তেকাল করেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৩৭৪]

(২) ভাই 'উতবা (عتبة بن أَبِي سُفْيَانَ): তাঁর নাম 'উতবা। পিতার নাম আবূ সুফইয়ান।

(৩) ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (عَبد اللهِ بن عتبة بن أَبِي سُفْيَانَ)

নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম উতবা ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান আল-উমুভী আল-মাদানী। তিনি তৃতীয় তাবকার মাকবূল রাবী। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা কিতাব দ্বয়ে সংকলিত হয়েছে। তিনি তাঁর ফুফু উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূল মালীহ ইব্‌ন উসামা আল-হুযালী হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৭৫]

(৪) আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌নুল মুগীরা (أَبُو سفيان بن سَعِيد بن المغيرة)

নাম আবূ সুফইয়ান। পিতার নাম সা'য়ীদ ইব্‌নুল মুগীরা ইব্‌নুল আখনাস আস-সাকাফী আল-মাদানী। তিনি তৃতীয় তাবকার মাকবূল ও সিকা রাবী। সুনানু আবী দাউদ ও নাসাঈতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৭৬]

(৫) গোলাম সালিম ইব্‌ন শাওয়াল (سَالِم بن شوال)

নাম সালিম। পিতার নাম শাওয়াল আল-মাক্কী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর গোলাম ছিলেন।
তাবকা: তৃতীয় তাবকার সিকা রাবী ছিলেন। তিনি তাঁর মনীব উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে আতা ইব্‌ন আবী রবা ও আমর ইব্‌ন দীনার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তৃতীয় তাবকার সিকা রাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহু মুসলিম ও সুনানুন নাসাঈতে সংকলিত হয়েছে।[৩৭৭] এছাড়াও অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

(৬) আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجراح)

নাম আমির। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল জাররাহ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহাইব ইব্‌ন দুব্বাহ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন ফিহর আল-কুরাইশী আল-ফিহরী। আবূ উবায়দা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ ছিলেন তাদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবূ উবায়দা। তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, মুহাম্মাদ কোথায়, মুহাম্মাদ কোথায়...,। তখন আবূ উবায়দা ছিলেন সে দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসূলুল্লাহ (স.) কে মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। খন্দক ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবূ উবায়দা শরীক ছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহ

---

[৩৭৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল হা, ক্রমিক নং ৮৫৫৮; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১৪৮-১৪৯

[৩৭৫] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৪৬০; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২৬৭-১৬৮

[৩৭৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ৮১৩৫; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৩৬১

[৩৭৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুস সীন, ক্রমিক নং ২১৭৫; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

(স.) এর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। হযরত আবূ বকর (রা.) এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৩ হিজরীতে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে অভিযানে সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন আবূ উবায়দা (রা.) কে। ১৭ হিজরীতে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা.)কে দিমাশকের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে খলীফা উমার (রা.) আবূ উবায়দা (রা.) কে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। এ মহান সাহাবী (রা.) ১৮ হিজরীতে হযরত উমার (রা.) এর শাসনামলে এন্তেকাল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)সহ অনেক সাহাবীগণ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থোকে হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারীসহ অনেক সাহাবী ও তাবিঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৭৮]

(৭) সাফীয়্যা বিন্ত শায়বা (صفية بنت شَيْبَةَ)

নাম সাফিয়্যা। পিতার নাম শাইবা ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহা। ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি ছিলেন মহিলা সাহাবী, যিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন আল-খাত্তাব, আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা.)সহ অধিকাংশ উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবেই সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে মায়মূন ইব্ন মিহরান, আতা ইব্ন আবূ রবা, তাঁর ছেলে মানসূর ইব্ন আব্দুর রহমান আল-হাজবী, তাঁর ভাতিজা মুসাফি ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন শায়বা ও মুসআব ইব্ন শায়বা, কাতাদা ইব্ন দা'আমা, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাজির, বুদাইল ইব্ন মায়সারা (রহ.)সহ অসংখ্য তাবিঈ ও তাবউত তাবিঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৭৯]

(৮) যয়নাব বিন্ত উম্মু সালামা (زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ): নাম যয়নব (মৃ. ৭৩/৬৯২)। পিতার নাম আবূ সালামা ইব্ন আব্দুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযূম।[৩৮০]

(৯) উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) : নাম 'উরওয়া (মৃ. ৯৪/৭১২)। পিতার নাম যুবায়র ইব্নুল আওয়াম ইব্ন খুওয়াইলিদ আল-কারশী আল-আসাদী।[৩৮১]

(১০) আবূ সালিহ আস-সামান (ذكوان أَبُو صالح السمان)

নাম যাকওয়ান। আবূ সালিহ আস-সামান আল-মাদানী আয-যিয়াদ তিনি নামের চেয়ে এ কুনিয়াতেই বেশি পরিচিত। তিনি কুফাতে তেল আমদানী করতেন। এ কারণে তাকে আয-যিয়াদ বলা হয়।
তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও সাবিত রাবী।
কিতাব: সিহাহ সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি হযরত আবূ হুরায়রা, আবুদ্ দারদা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা, উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা.)সহ অনেক সাহাবীগণ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ লাভ করেন।

---

[৩৭৮] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০-৯৫; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩০৯৮; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৪৪

[৩৭৯] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২১১-২১২; বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৭৩) একশত তিহাত্তর নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৮) নম্বরেও এ মহান মহিলা তাবি'ঈর নাম রয়েছে।

[৩৮০] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৬৮) একশত তিহাত্তর নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৮১] বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৫৭) শাতান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (২০) বিশ নম্বরেও এ মহান তাবি'ঈর নাম রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: তাঁর থেকে ইব্রাহীম ইব্ন আবূ মায়মূন, ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ তালহা, ইসমাঈল ইব্ন খালিদ, যায়দ ইব্ন আসলাম, সুলায়মান আল-আমাশ, হামীদ ইব্ন হিলাল, তাঁর দুই ছেলে সুহায়ল ইব্ন আবু সালিহ ও সালিহ ইব্ন আবূ সালিহ (রহ.)সহ অনেক তাবিঈ ও তাবউত তাবিঈন হাদীস বর্ণনা করেন। ১০১ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।[৩৮২]

(১১) শাহর ইব্ন হাওশাব (شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ): নাম শাহর। পিতার নাম হাওশাব আল-আশ'আরী আশ-শামী (মৃ. ১২/৬৩৩)।[৩৮৩]

(১২) আনবাসা (عنبسة)

তাঁর নাম আনবাসা। পিতার নাম আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমাইয়্যা আল-কুরায়শী আল-উমুবী। তিনি উমাইয়্যা শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর ভাই। তাঁর কুনিয়াত হল আবুল ওয়ালীদ। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখেছেন। তবে আবূ নু'আইম বলেন, তাঁর সাহাবী নয়; বরং তাবী' হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। ইব্নু হিব্বান 'সিকাহ তাবী'ঈন'এর মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর ভাই হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর পূর্বে এন্তেকাল করেন।[৩৮৪]

(১৩) শুতায়র ইব্ন শাকাল (شتير ابن شكل)

তাঁর নাম শুতায়র। পিতার নাম শাকাল ইব্ন হামীদ আল-আবসী, আবূ ঈসা আল-কূফী।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের কিবারুত তাবিঈন এর আন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে 'সিকা'।
কিতাব: ইমাম আল-বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদসহ সহীহুর বুখারী ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুযূখ: তিনি তাঁর পিতা জলীলু কদর সাহাবী শাকাল ইব্ন হামীদ, ওয়াসিলা ইব্ন যুফার, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আলী ইব্ন আবূ তালিব, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা ও হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর কাছে বিলাল ইব্ন ইয়াহিয়া আল-আবসী, আমির আশ-শাবী, আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়স, আবুদ দুহা মুসলিম ইব্ন সাবীহ (রহ.) আরো অনেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন ও বর্ণনা করেন।[৩৮৫]

(১৪) আবুল মালীহ আমীর আল-হুযালী (أبو المليح الهذلي)

তাঁর নাম আবূল মালিহ বা আমির বা যায়দ বা যিয়াদ। পিতার নাম 'উসামা ইব্ন 'উমায়র বা 'আমির ইব্ন 'উমায়র আল-হুযালী।[৩৮৬]
এছাড়াও মুসনাদ কিতাবগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে আরও অনেক বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায়, যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৮৭]

---

৩৮২ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুয যাল, ক্রমিক নং ১৮৪১; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১৩-৫১৫

৩৮৩ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৪৩) তেতাল্লিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৩) তের নম্বরেও এ মহান তাবি'ঈর নাম রয়েছে।

৩৮৪ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৫২০৫

৩৮৫ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

৩৮৬ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৫৮) একশত আটান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৮৭ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু উম্মি হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফইয়ান (রা.), হাদীস নং ২৬৮১৫ - ২৬৮৪২

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) সৎ ভাই মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (معاوية بن أبى سفيان)

তাঁর নাম মু'আবিয়া, পিতার নাম আবূ সুফইয়ান সখর ইব্ন হারব ইব্ন উমাইয়্যা আল-কারশী আল-উমুবী, আবূ আব্দুর রহমান। তাঁর মাতা হিন্দ বিন্ত উতবা ইব্ন রাবীয়্যা। তিনি ৬০ হিজরীতে দামেশকে এন্তেকাল করেন। তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়াও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, উমার ইব্ন আল-খাত্তাব, তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এবং বিশিষ্ট তাবি'ঈ কা'ব আল-আহবার ও মালিক ইব্ন ইউখামির আস-সাকসাকী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছে যারা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন তারা হলেন: সাবিত ইব্ন সায়াদ আত-তায়ী, আবুশ শা'সা জাবির ইব্ন যায়দ আল-বাসরী, জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-বাজলী, আল-হাসান আল-বসরী, খালিদ ইব্ন মাদান, যাকওয়ান আবূ সালিহ আস-সামান, সা'য়ীদ ইব্ন আল-মুসাইয়্যাব, সা'য়ীদ আল-মাকবুরী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও আব্দুর রহমান ইব্ন হুরমুয (রহ.)সহ অসংখ্য সাহাবী ও তাবি'ঈন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবেই সংকলিত হয়েছে।[৩৮৮]

(১৬) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ সুফইয়ান আস-সাকাফী (مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سفيان الثقفى)

নাম মুহাম্মাদ, তিনি মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান এর ভাই। পিতার নাম আবূ সুফইয়ান সখর ইব্ন হারব ইব্ন উমাইয়্যা আল-কারশী আল-উমুবী। মাতা হিন্দ বিন্ত উতবা ইব্ন রাবীয়্যা।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈন এর অন্তর্ভূক্ত। ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি মাকবূল রাবী।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈতে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: আর তাঁর থেকে সুলায়মান ইব্ন মূসা, আবূ আসিম আন-নবীল, সা'য়ীদ ইব্ন আব্দুল আযীয, মাকহুল, আমবাসা ইব্ন আবূ সুফইয়ানসহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৮৯]

(১৭) উমার ইব্নুল হাকাম (عُمَر بن الحكم)

তাঁর নাম উমার, পিতার নাম আল-হাকাম ইব্ন রাফি ইব্ন সিনান আল-আনসারী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম শ্রেণীর তাবিঈন এর অন্তর্ভূক্ত। ইব্ন হাজার (রহ.) এর নিকট তিনি সিকা রাবী। কিতাব: সুনানু ইব্ন মাজা ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আল-আস, কাব ইব্ন মালিক, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে তাঁর দুই ভাতিজা জাফর ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আল-হাকাম ও আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর, সা'য়ীদ ইব্ন হিলাল, ইমরান ইব্ন আবূ আনাস (রহ.)সহ আরো অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৯০]

(১৮) আনাস ইব্ন মালিক (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ)

তাঁর নাম আনাস, পিতার নাম মালিক ইব্ন আন-নদর ইব্ন দমদম ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম ইব্ন জুন্দুব ইব্ন আমির ইব্ন গনাম ইব্ন আদী ইব্ন আন-নাজ্জার আল-আনসারী। তাঁর মায়ের নাম উম্মু সুলাইম বিন্ত মিলহান ইব্ন খালিদ ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় হিজরত করে আসেন এবং তখন থেকে হযরত আনাস (রা.) তাঁর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

---

[৩৮৮] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ১৭৬-১৭৮
[৩৮৯] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২৮৪
[৩৯০] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বছর। তখন থেকে তিনি মদীনা শরীফ থেকে বসরায় চলে গিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে কিছু কিছু হাদীস তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৮৬টি, তার থেকে ১৮০টি মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী এককভাবে ৮০টি ও মুসলিম এককভাবে ৯০টি হাদীস সংকলিত করেন। এ মহান সাহাবী ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল (১০৩) একশত তিন বছর।[৩৯১]

(১৯) আবূ সুফইয়ান ইব্নুল আখনাস (أَبُو سفيان بن الأخنس)

তাঁর নাম আবূ সুফইয়ান, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর বোনের ছেলে। পিতার নাম সা'য়ীদ ইব্ন আল-মুগীরা ইব্ন আল-আখনাস ইব্ন শারীক আস-সাকাফী আল-মাদানী। তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর নিকট, তিনি মাকবূল, ইমাম আয্-আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে 'সিকা'। তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদ ও সুনানুন নাসাঈ কিতাবে সংকলিত হয়েছে।[৩৯২]

৪। হযরত হাফসা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

হযরত হাফসা (রা.) শিক্ষার সম্পূর্ন উপযুক্ত বয়সে পবিত্র স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের দার্সে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি দেখতে পেয়ে তাঁর শিক্ষার ব্যপারে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। শিক্ষকতার জীবনেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসীকতার সাথে হাদীস শিক্ষাদান কার্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ তাঁর হুজরা নামক বিদ্যায়ে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করতেন। তাঁর কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী ও তাবি'ঈগণ, হাদীস শিক্ষা-সম্প্রসারণে তাদের অবিস্মরণীয় অবদানই হাদীসের সার্থক ও সফল শিক্ষকতার বড় প্রমাণ।
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা বিন্ত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৩৯৩]

(১) আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ)

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ আব্দুর রহমান। পিতার নাম 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.); মাতার নাম যয়নাব বিন্ত মায'উন। তিনি নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে পিতার সাথে মদীনায় হিজরত করেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সবযুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবূ বকর (র.) এর শাসনামলে, ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 'উমার (রা.) এর শাসনামলে ইরান, সিরিয়া ও মিসর অভিযানে অংশ নেন। হযরত 'উসমান (রা.) এর শাসনামলে আফ্রিকা, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো অভিযানে বীর দর্পে যুদ্ধ করেন। তিনি মু'আবিয়া (রা.) এর উত্তরাধিকার নীতির বিরোধী ছিলেন। প্রথমে ইয়াযীদের বায়'আত অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে সম্ভাব্য সংকট এড়ানোর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। ইলম ফিকহে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে

[৩৯১] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩-৩৭০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৭-৪২০

[৩৯২] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৩৬১

[৩৯৩] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৭-২২৮

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ থেকে ফেরার পথে হাজ্জাজের পরামর্শে তার জনৈক সিপাহীর বর্শার আঘাতে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে ৭৩/৭৪ হিজরীতে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।[৩৯৪]

(২) ভাতিজা হামযা (حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ): নাম হামযা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন খাত্তাব। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইব্‌ন খাত্তাব এর নাতী।[৩৯৫]

(৩) সাফীয়্যা বিন্‌ত বিন্‌ত আবূ ‘উবায়দ (صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ)

তাঁর নাম সাফিয়্যা। পিতার নাম আবূ ‘উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ আস-সাকিফীয়্যা। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার (রা.) এর সহধর্মিনী।[৩৯৬]

(৪) হারিসা ইব্‌ন ওয়াহাব (حارثة بن وهب)

তাঁর নাম হারিসা। পিতার নাম ওয়াহাব আল-খুযা‘ঈ। হযরত ‘উমার (রা.) তাঁর মাকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর নাম উম্মু কুলসূম। এ মহান সাহাবী শেষ জীবনে কুফায় বসবাস করতেন।[৩৯৭]

(৫) মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা‘আ (مطلب بن أبي وداعة)

তাঁর নাম মুত্তালিব। পিতার নাম আবূ ওয়াদা‘আ আল-হারিস ইব্‌ন সবীরাহ ইব্‌ন সা‘য়ীদ ইব্‌ন সা‘য়াদ আস-সাহমী আল-কুরায়শী। তাঁর মাতা আরওয়া বিন্‌ত আল-হারিস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচাতো বোন। এ সম্মানিত সাহাবী মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কুফায় কিছুদিন বসবাস করেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি মদীনায় বসবাস করেন এবং মদীনায়ই এন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা বদরের যুদ্ধে মুসলমাদের হাতে বন্ধী হন। তখন মুত্তালিব এসে চার হাজার দিনারের বিনিময় তাঁকে মুক্ত করেন। তাঁর থেকে আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, তাঁর দুই ছেলে কাসীর ও জা‘ফর এবং তাঁর ভাইয়ের ছেলে মুত্তালিব ইব্‌নুস সাইব হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৯৮]

(৬) উম্মু মুবাশশির আল-আনসারীয়্যা (أُمُّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةُ)

তাঁর প্রকৃত নাম হামীমা বা জাহিমা বিন্‌ত সায়ফী ইব্‌ন সাখার। কুনিয়াত উম্মু মুবাশ্‌শির আল-আনসারীয়্যা। এ সম্মানিতা মহিলা সাহাবীর স্বামী ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ও হাফসা (রা.) থেকে তিনি দশটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান, মুজাহিদ ইব্‌ন জবর (রা.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৯৯]

(৭) আব্দুর রহমান ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন হিশাম (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الحارث بن هشام): নাম আব্দুর রহমান। পিতার নাম হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌নুল মুগীরা আল-মাখযূমী (মৃ. ৪৩/৬৬৩)।[৪০০]

---

৩৯৪ *আসহাবে রাসূলের জীবনকাথা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯-৩৮

৩৯৫ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৩) তের নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৯৬ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৭৪) তের নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৯৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল হা, ক্রমিক নং ১০৬৪

৩৯৮ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুল মীম ফাসলুন ফিস সাহাবা, পৃ. ৬১৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৭১২

৩৯৯ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৮৭৬৪; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৬

৪০০ আলোচনা উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৯) উনিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

 Dhaka University Institutional Repository

(৮) আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা (عبد الرحمن بن صفوان بن أُمَيَّةَ)

নাম আব্দুর রহমান (মৃ. ৭৩/৬৯২)। পিতার নাম সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা ইব্‌ন খালাফ আল-জামহী। বলা হয় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুহবত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তবে ইব্‌ন হিব্বান সিকাতুত তাবি'ঈন এর মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেন।[৪০১]
এছাড়াও মুসনাদ কিতাবগুলো পাতি পাতি করে অনুসন্ধান করে আরও অনেক বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায়, যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪০২] যেমন:

(৯) শুতায়র ইব্‌ন শাকাল (شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ): নাম শুতায়র। পিতার নাম শাকাল আল-আবসী আল-কুফী।[৪০৩]

(১০) আবূ বকর ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবূ হাসমা (أَبُو بكر بْن سُلَيْمان بْن أَبِي حثمة)

নাম আবূ বকর। পিতার নাম সুলায়মান ইব্‌ন আবূ হাসমা, আর আবূ হাসমা এর মূল নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুযায়ফা বা আদী ইব্‌ন কাব ইব্‌ন হুযায়ফা।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা ও নসব সম্পর্কে সুপণ্ডিত। সুনানু ইব্‌ন মাজা ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি হাকীম ইব্‌ন হিযাম, সা'য়ীদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল, তাঁর পিতা সুলায়মান ইব্‌ন আবূ হাসমা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আল-খাত্তাব, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, খালিদ ইব্‌ন ইলইয়াস, সালিহ ইব্‌ন কায়সান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আল-হারিস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মুনকাদির, ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কাসীদ, আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী জাহাম (রহ.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০৪]

(১১) ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা.) (ابن أَبِي مليكة)

নাম যুহায়র (زهير)। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাদ'আন আল-কারশী আবূ মুলায়কা আত-তায়মী আল-মাদানী। তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আয-যুবায়র এর শাসনামলে কাযী (বিচারক) ছিলেন।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ও সুনানু আবী দাউদ কিতাব দ্বয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান, উরওয়া ইব্‌ন আয-যুবায়র, উকবা ইব্‌ন আল-হারিস, আলকামা ইব্‌ন আয-যুবায়র, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর, আসমা বিন্‌ত আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা, উম্মু সালামা ও হাফসা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে ইসহাক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, আইয়্যূব আস-সিখতিয়ানি, জারীর হাযিম, হাবীব ইব্‌ন আশ-শহীদ, হামীদ আত-তাবীল, তাঁর ভাতিজা আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, আমর ইব্‌ন দীনার, তাঁর ছেলে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা ও আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন।[৪০৫]

---

[৪০১] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৯০১

[৪০২] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু হাফসা বিন্‌ত 'উমার (রা.), হাদীস নং ২৬৪৭৯ - ২৬৪৫২৩

[৪০৩] তাঁর আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৩) তের নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৪০৪] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ৯৩- ৯৪

[৪০৫] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ২৫৬- ২৫৭

 Dhaka University Institutional Repository

(১২) সালিম (سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ): নাম সালিম। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন আল-খাত্তাব আল-কারশী।[৪০৬]

(১৩) আব্দুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ)

নাম আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত আবূ সাফওয়ান, তিনি তাঁর পিতার বড় ছেলে। পিতার নাম সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন খালফ আল-কারশী আল-জামহী। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। সহীহ মুসলিম, সুনানুন নাসাঈ ও ইব্ন মাজা কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়াও তাঁর পিতা সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা, আব্দুল্লাহ ইব্ন সায়িব আল-মাখযূমী, আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আমর ইব্নুল ‘আস, উমার ইব্ন আল-খাত্তাব, সাফীয়্যা বিন্ত আবূ উবায়দ, উম্মু দারদা আস-সুগরা, উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মু সালামা ও হাফসা বিন্ত উমার (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর কাছে তাঁর ছেলে উমাইয়্যা ইব্ন সাফওয়ান, সালিম ইব্ন আবূল জায়াদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা, আব্দুর রহমান ইব্ন মূসা, আমর ইব্ন দীনার, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী (রহ.)সহ অনেক তাবি‘ঈ ও তাব‘উত তাবি‘ঈন হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৪০৭]

(১৪) হুনায়দা ইব্ন খালিদ আল-খুযা‘ঈ (هنيدة بْن خالد الخزاعي)

তাঁর নাম হুনায়দা, হযরত উমার (রা.) এর পালিত পুত্র। তাঁর মা কোন এক সময় হযরত উমার (রা.) এর স্ত্রী ছিলেন। পিতার নাম খালিদ আল-খুযাঈ আন-নাখ‘ঈ। তিনি সাহাবী কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন হাজার (রহ.) তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) তাঁকে সিকা তাবি‘ঈ বলে গন্য করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদ ও নাসাঈ কিতাব দ্বয়ে সংকলিত হয়েছে। তিনি হযরত আলী, উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা ও হযরত হাফসা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০৮]

(১৫) সাওয়া আল-খুযা‘ঈ (سواء الخزاعي)

তাঁর নাম সাওয়া আল-খুযা‘ঈ। তিনি মুগীস আল-খুযা‘ঈ এর ভাই।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি‘ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে *মাকবূল* ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট সিকা।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদ ও নাসাঈ কিতাব দ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসা, হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আসিম ইব্ন বুদহালা, আল-মুসাইয়্যাব ইব্ন রাফি‘ ও মা‘বাদ ইব্ন খালিদ (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০৯]

(১৬) আল-মুসাইয়্যাব (المُسَيَّب بْن رافع)

তাঁর নাম আল-মুসাইয়্যাব, কুনিয়াত আবুল আলা আল-কূফী। পিতার নাম রাফি‘ আল-আসাদী, আল-কাহিলী। তিনি ১০৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
তাবকা: তিনি চতুর্থ তাবকার মধ্যম পর্যায়ের পরবর্তী তাবি‘ঈন এর অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট হুজ্জাত।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

---

[৪০৬] আলোচনা উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৩০) ত্রিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।
[৪০৭] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১২৫- ১২৭
[৪০৮] *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৪৯; *মারিফাতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৬৪
[৪০৯] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৩০

শুয়ূখ: তিনি হযরত আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, সা'য়াদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা ও উম্মু হাবীবা, মূসা ইব্‌ন তালহা, আবূ উবায়দা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ও কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (রা.)সহ অনেক সাহাবী ও তাবিঈগণের কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর কাছে সা'য়ীদ ইব্‌ন মাসরূক আস-সাওরী, সুলায়মান আল-'আমাশ, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ (রহ.)সহ অনেক তাবিঈ ও তাব'উত তাবিঈন হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং তা বর্ণনা করেন।[৪১০]

এ সকল সাহাবী ও তাবি'ঈসহ আরো অনেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করে তা বর্ণনা করেন।

৫। হযরত মাইমূনা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর দীর্ঘদিন যাবত উম্মুল মু'মিনীন হরযত মায়মূনা (রা.) হাদীস শিক্ষাদান কার্যক্রমের সাথ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসে খেলাফ কিছু দেখলে তা মেনে নিতে পারতেন না। হাদীস শিক্ষার মাধ্যমে তা তিনি সংশোধন করে দিতেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, একবার হযরত মায়মূনা (রা.) এর একজন দাসী তাঁর বোনের ছেলে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর বাড়িতে যেয়ে দেখেন, তাদের স্বামী-স্ত্রীর বিছানা আলাদ আলাদা। দাসী মনে করলেন সম্ভবত তাদের মধ্যে কিছু একটি হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, না, তা নয়; বরং স্ত্রীর মাসিকের সময় ইব্‌ন আব্বাস এরূপ পৃথক বিছানায় থাকেন। দাসী ফিরে এসে এ ঘটনা হযরত মায়মূনা (রা.) কে জানিয়ে দিলেন। তিনি দাসীকে বললেন, যাও, তাকে বল, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের প্রতি এত অবহেলা কেন? তিনি তো সব সময় আমাদের বিছানায় আমাদের সাথেই আরাম করতেন।[৪১১] এভাবে তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে হাদীস শিক্ষাদান করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)সহ তাঁর অনেক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরাই শিক্ষক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ।
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪১২]

(১) ভাগিনা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (ابن عباس)

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ (মৃ.৮৬/৭০৫)। পিতার নাম আব্বাস। কুনিয়াত আবুল আব্বাস। মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুবাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচাতো ভাই।[৪১৩]

(২) ভাগিনা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌নুল হাদ (عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ)

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ (মৃ. ৮১/৭০০)। পিতার নাম শাদ্দাদ ইব্‌নুল হাদ আল-লায়সী। কুনিয়াত আবূল ওয়ালীদ আল-মাদানী।[৪১৪]

(৩) ভাগিনা আব্দুর রহমান ইব্‌নুস সায়িব (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن السائب)

নাম আব্দুর রহমান, কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, আবার কেউ কেউ কলেন 'উবায়দুল্লাহ। পিতার নাম সায়ব ইব্‌ন আবূ নুহাইক আল-মাখযূমী। তিনি তৃতীয় তাবকার মাকবূল রাবী ছিলেন।[৪১৫]

---

৪১০ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৫৮৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০২-১০৩

৪১১ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিস যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮৭৭

৪১২ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৯

৪১৩ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৬৩) ঊনিশ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪১৪ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৫৮) আটান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) ইয়াযীদ ইব্ন 'আসাম (يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ)

তাঁর নাম ইয়াযীদ। পিতার নাম 'আসাম 'আমর ইব্ন উবায়দ ইব্ন মু'আবিয়া আল-বাক্কায়ী আবূ আওফ কূফী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর বোনের ছেলে। বলা হয় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন; তবে তার কোন প্রমাণ নাই। তিনি তৃতীয় স্তরের সিকাহ রাবী। একশত তিন হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন। তিনি হযরত মায়মূনা (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪১৬]

(৫) উবায়দুল্লাহ ইব্নুল আসাম (عُبَيد الله بْن عَبد اللهِ بْن الأصم العامري)

তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আসাম আল-'আমিরী।
তাবাকা: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের মাকবূল রাবী।
কিতাব: সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাব এবং বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ-এ তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৪১৭]

(৬) তাঁর দাসী নাদবা/নুদবা/বুদিয়্যা (ندبة/ بدية)

তাঁর নাম নাদবা বা নুদবা / বুদিয়্যা (بدية)। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর দাসী ছিলেন। বলা হয় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুহবত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তবে তা প্রমাণিত নয়।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের সিকা রাবী। কিতাব: সুনানু আবী দাউদ ও সহীহু মুসলিমে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে উরওয়া ইব্নুয যুবায়র এর গোলাম হাবীবুল আওয়ার হাদীস বর্ণনা করেন।[৪১৮]

(৭) আতা ইব্ন ইয়াসার (عطاء بن يسار): নাম 'আতা। পিতার নাম ইয়াসার। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা.) এর গোলাম ছিলেন।[৪১৯]

(৮) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (سليمان بن يسار الهلالي): নাম সুলায়মান। পিতার নাম ইয়াসার আল-হিলালী আল-মাদানী (মৃ. ১০০/ ৭১৮)।[৪২০]

(৯) ইব্রাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ)

তাঁর নাম ইব্রাহীম। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন মা'বাদ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম আল-কারশী আল-হাশিমী আল-মাদানী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সদূক রাবী। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহুল বুখারী ব্যতিত সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে। তিনি তাঁর পিতার চাচা আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্ন মাবাদ ইব্ন আব্বাস ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা

---

৪১৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৩৮৬৯

৪১৬ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুল ইয়া ফাসলুন ফিত তাবী'ঈন, পৃ. ৬২৩; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৬৮৬

৪১৭ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৩০৪

৪১৮ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুন নূন, ক্রমিক নং ৮৬৯২; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭৫-৪৭৮

৪১৯ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৮৮) অষ্টআশি নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪২০ বিস্তারিত আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১৬) ষোল নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

 Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর থেকে সুলায়মান ইব্‌ন সুহায়ম, তাঁর ভাই আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল মালিক ইব্‌ন আব্দুল আযীয ইব্‌ন জুরায়য ও হযরত ইব্‌ন উমার এর গোলাম নাফি (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেন।[৪২১]

(১০) কারায়ব ইব্‌ন আব্বাসের দাস (كريب مولى عَبد اللهِ بْن عَبَّاس): নাম কুরায়ব। পিতার নাম আবূ মুসলিম আল-কারশী আল-হাশিমী। কুনিয়াত আবূ রাশিদাইন (মৃ. ৯৮/৭০৬)।[৪২২]

(১২) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ উতবা (عُبَيد اللهِ بْن عَبد الله بْن عتبة):

নাম উবায়দুল্লাহ (মৃ. ৯৪/৭১২)। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাস'উদ আল-হুযালী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত। মদীনার সাত জন ফকীহ এর অন্যতম।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা, ফকীহ ও সাবিত এবং ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে তিনি জ্ঞানের সাগর ছিলেন। তিনি ৯৪ বা ৯৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি হযরত আবূ হুরায়রা, আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স, নুমান ইব্‌ন বাশীর, আবূ তালহা আল-আনসারী, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও হযরত মায়মূনা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবী ও তাবিঈন এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে সালিম আবুন নাদর, সায়াদ ইব্‌ন ইব্রাহীম, সা'য়ীদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, সালিহ ইব্‌ন কায়সান, আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যাকওয়ান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী, মূসা ইব্‌ন আবী আয়িশা (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[৪২৩]

(১৩) আলিয়া বিন্‌ত সুবায়' (العالية بنت سبيع)

তাঁর নাম আলিয়া। পিতার নাম সুবায়'। আল-আজলী বলেন, তিনি তৃতীয় স্তরের সিকাহ রাবী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হুযায়ফা হাদীস বর্ণনা করেন। সহীহু মুসলিম ও সুনানু আবী দাউদ এ তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৪২৪]

(১৪) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালীত (عَبد اللهِ بن سليط)

নাম আব্দুল্লাহ, তিনি হযরত মায়মূনা (রা.) এর দুধ ভাই। পিতার নাম সালীত আল-হিজাযী আল-মাদানী।
তাবকা: দ্বিতীয় স্তরের কিবারুত তাবিঈ'নগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রহ.) এর মতে মাকবূল। তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈতে সংকলিত হয়েছে। তিনি তাঁর পিতা সালীত ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হামযা আল-ফাযারী ও আবুল মালীহ ইব্‌ন উসামা আল-হুযালী হাদীস বর্ণনা করেন।[৪২৫]

---

[৪২১] তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩০

[৪২২] তাঁর আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (১০৬) একশত ছয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৪২৩] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৪৩০৯; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০০

[৪২৪] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল 'আইন, ক্রমিক নং ৮৬৩২; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২২৬

[৪২৫] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৫৭-৫৮; মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর*(হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যা, তা. বি.), খ. ৫, পৃ. ১১৩

 Dhaka University Institutional Repository

(১৫) উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (عُبَيد الله الخولاني)

তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ, তাঁকে ইব্নুল আসাদ আল-খাওলানীও বলা হয় । পিতার নাম আসওয়াদ। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর পালিত পুত্র।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম শ্রেণীর তাবিঈন এর অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে সিকা।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহুল বুখারী, মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ ও ইব্ন মাজা কিতাবে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জাহানী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, উসমান ইব্ন আফ্ফান ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে বুসর ইব্ন সা'য়ীদ, আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা ও মুহাম্মাদ তালহা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন রাকানা হাদীস বর্ণনা করেন।[৪২৬]

(১৬)'উবায়দ ইব্নুস্ সিবাক (عُبَيد بن السباق)

তাঁর নাম উবায়দ, কুনিয়াত আবূ সা'য়ীদ। পিতার নাম আস-সিবাক আস-সাকাফী আল-মাদানী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি সিকা রাবী ছিলেন।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি উসামা ইব্ন যায়দ, যায়দ ইব্ন সাবিত, সাহল ইব্ন হানীফ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়্যা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর কাছে আবূ উসামা আসয়াদ ইব্ন সাহাল ইব্ন হানীফ, তাঁর ছেলে সা'য়ীদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন আস-সিবাক, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয-যুহরী, মুসলিম ইব্ন মুসলিম ইব্ন মা'বাদ ও ইয়াযীদ ইব্ন জাদাবাতা আল-লায়সী (রহ.)সহ প্রমুখ হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং বর্ণনাও করেন।[৪২৭]

(১৭) ইমরান ইব্ন হুযায়ফা (عِمْران بن حذيفة)

তাঁর নাম ইমরান। পিতার নাম হুযায়ফা ইব্ন আল-ইয়ামান আল-কূফী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার (রহ.) এর মতে তিনি মাকবূল রাবী।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈ ও ইব্ন মাজা কিতাবদ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে যিয়াদ ইব্ন আমর ইব্ন হিন্দ আল-জামালী হাদীস বর্ণনা করেন।[৪২৮]
এছাড়াও মুসনাদ কিতাবগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে আরও কয়েকজন বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায়, যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪২৯]

---

[৪২৬] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ০৯-১০

[৪২৭] *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫৪৬-৫৪৭; *আত-তারীখুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, ৩ য়, পৃ. ৪৯৬

[৪২৮] শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ, তাহকীক, আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাভী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*(বৈরূত: দারুল মারিফাতি লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, ১ম সংস্করণ ১৯৬৩) , খ. ৩, পৃ ২৩৫; খায়রুদ্দীন ইব্ন মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আয-যিরিকলী, *আল-আলাম*(দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৫ তম সংস্করণ, মে ২০০২), খ. ৫, পৃ. ৭০

[৪২৯] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮৫২ / ২৬৯১৫

Dhaka University Institutional Repository

(১৮) বিলাল আল-আবসী (بلال بن يحيى العبسى الكوفى)

তাঁর নাম বিলাল। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া আল-আবসী আল-কূফী।
তাবকা: তৃতীয় তাবকার মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত।
রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) উভয়ের নিকট সদূক।
কিতাব: ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, সুনানু আবী দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজায় তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান, শুতায়র ইব্ন শাকাল, আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ বকর ইব্ন হাফস ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে হাবীব ইব্ন সুলাইম আল-আবসী, হাম্মাদ ইব্ন ঈসা আল-আবসী, সায়াদ ইব্ন আওস আল-কাতিব, লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম, ও মূসা ইব্ন আবূল মুখতার হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৩০]

(১৯) আবূল মালীহ (ابو المليح)

তাঁর নাম আমির অথবা যায়দ, কুনিয়াত আবুল মালীহ, নামের চেয়ে কুনিয়াতেই তিনি বেশি বিখ্যাত। পিতার নাম উসামা ইব্ন উমায়র আল-হুযালী।
তাবকা: তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈন এর অন্তর্ভূক্ত। তিনি ৯৮/১০৮ বা এর পর এন্তেকাল করেন। রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট তিনি সিকা রাবী।
কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে।
শুয়ূখ: তিনি তাঁর পিতা উসামা আল-হুযালী, আনাস ইব্ন মালিক, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন সালীত, আব্দুল্লাহ ইব্ন সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও উম্মু হাবীবা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবী ও তাবিঈ এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।
তালামীয: তাঁর থেকে আইয়্যুব সিখতিয়ানী, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাল, সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ, আমির ইব্ন উবায়দা আল-বাহিলী, কাতাদা ইব্ন দাআমা, তাঁর দুই ছেলে মুবাশ্শির ইব্ন আবুল মালীহ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল মালীহ, আবূ কিলাবা আল-জুরমী ও মিনহাল ইব্ন খলীফা (রহ.)সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৩১]

(২০) উবায়দুল্লাহ ইব্ন রাফি' (عُبَيْد اللَّهِ بْنِ رافع)

তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ। পিতার নাম রাফি' ইব্ন খাদীজ ইব্ন রাফি' ইব্ন আদী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাশিম ইব্ন হারিসা। তাঁর মাতা আসমা বিন্ত যিয়াদ ইব্ন তারফা ইব্ন মুসাদ ইব্ন আল-হারিস ইব্ন মালিক।
শুয়ূখ: তিনি তাঁর পিতা রাফি' ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। উবায়দুল্লাহ ১১১ হিজরীতে হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিক এর শাসনামলে মদীনায় এন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।[৪৩২]

(২২) উম্মু মানবূয (أم منبوذ)

উম্মু মানবূয তাঁর কুনিয়াত, আসল নাম জানা যায় না। এ কুনিয়াতেই তিনি বিখ্যাত। পিতার নাম আবূ সুলায়মান। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানুন নাসাঈতে সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে মানবূয ইব্ন আবূ সুলায়মান হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৩৩]

---

৪৩০ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০০
৪৩১ প্রাগুক্ত, খ. ৩৪, পৃ. ৩১৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৪
৪৩২ *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮
৪৩৩ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৬। হযরত যয়নাব বিন্তু জাহ্শ (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর কৃতি ছাত্রী হযরত যয়নাব (রা.) ছিলেন নানা গুণে গুণান্বিতা একজন আদর্শ শিক্ষক, যাঁকে দেখেই তাঁর শিক্ষার্থীরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিখতে পারতেন, বুঝতে পারতেন; তাঁর মুখ থেকে বলার প্রয়োজন হতো না। কারণ তাঁর সামগ্রিক কর্ম-কাণ্ডে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস জীবন্তরূপ লাভ করতো, সরাসরি অনুসৃত হতো। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা কম হওয়ার একটি যৌক্তিক কারণ হল, তিনিও হযরত সাওদা (রা.) এর মত বিদায় হজ্জের ভাষণের সে নির্দেশকে আঁকড়ে ধরে আর কখনও ঘর থেকে বের হন নি, হজ্জ করতেও যান নি।[৪৩৪] তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি হজ্জ ও উমরা দু'টোই আদায় করেছি। এখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে ঘরে অবস্থান করব।[৪৩৫]
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪৩৬]

(১) মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহশ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ)

তাঁর নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ আল-কুরায়শী আল-আসাদী। তিনি হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসেন এবং মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁকে সিগারুস সাহাবা এর মধ্যে গণ্য করা হয়, তবে তাঁর পিতাকে কিবারুস সাহাবা হিসেবে গণ্য করা হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) তাঁর ফুফু। তিনি তাঁর ফুফুসহ অন্যান্য সাহাবীগণের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে গোলাম আবূ কাসীরসহ অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস বুখারী, মুসলিম ও ইব্ন মাজা কিতাবে সংকলিত হয়েছে।[৪৩৭]

(২) উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.)

উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয় উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ এর সাথে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) এর ভাই। এ দিকদিয়ে উম্মু হাবীবা (রা.) ছিলেন হযরত যয়নাব (রা.) এর ভাবী। তিনি তাঁর সতীন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইয়া'জুয-মা'জুয এর ঘটনা সংক্রান্ত তিনটি হাদীস ও মিসওয়াক এর গুরুত্ব সংক্রান্ত একটি হাদীস উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন।[৪৩৮]

(৩) যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা.): উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর মেয়ে যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা.)ও যয়নাব বিন্ত জাহশ (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৩৯]

(৪) কুলসূম ইব্নুল মুস্তালাক (রহ.)

তাঁর নাম কুলসূম। পিতার নাম 'আলকামা ইব্ন নাজিয়্যা ইব্নুল মুস্তালিক আল-খুযা'ঈ।
তাবকা: তিনি দ্বিতীয় স্তরের সিকা রাবী ছিলেন। বলা হয় তিনি সাহাবী ছিলেন, তবে ইব্ন হিব্বান তাঁকে তাবিঈন এর মধ্যে গণ্য করেন। সুনানু আবী দাউদ, ইব্ন মাজা ও সহীহু মুসলিমে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.), উসামা ইব্ন যায়দ, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, জুওয়াইরিয়্যা বিন্ত আল-হারিস ইব্ন আবূ দারার ইব্ন আল-মুস্তালিক, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ

---

[৪৩৪] *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৫
[৪৩৫] *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৫
[৪৩৬] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮
[৪৩৭] *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুল মীম ফাসলুন ফিস সাহাবাতি, পৃ. ৬১৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬০০৬
[৪৩৮] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু যয়নাব বিন্ত জাহশ যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৭৪৮১; ২৭৪৮২; ২৭৪৮৩; ২৭৪৮৪
[৪৩৯] আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

 Dhaka University Institutional Repository

ও হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ সাখরা জামি' ইব্ন শাদ্দাদ, যুবায়র ইব্ন আদী, ইমরান ইব্ন উমায়র ও মুহাজির আবূল হাসান (রহ.)সহ অনেক তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৪০]

(৫) আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর আস্-সিদ্দীক (القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق)

তাঁর নাম আল-কাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)। তিনি হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত কালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ফুফু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর হুজরায় থেকে লালিত-পালিত হন এবং তাঁর কাছে ফিক্হ ও হাদীসসহ শরী'আতের অন্যান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন।

তাবকা: ৬ষ্ঠ স্তরের অর্থাৎ সিগারুত তাবিঈনের সমসাময়িক যুগের রাবীগণ।

কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

রুতবা: ইব্ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) এর নিকট তিনি সিকা রাবী।

শুয়ূখ: তবে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ, ফাতিমা বিন্ত কায়স, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার, আবূ হুরায়রা (রা.)সহ অসংখ্য সাহাবীর কাছ থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

তালামীয: তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান, আশ-শাবী, নাফি' আল-উমারী, সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ, আবূ বকর ইব্ন হাযম, আয-যুহরী, তাঁর ভাই সায়াদ ইব্ন সা'য়ীদ, ইব্ন আবূ মুলায়কা, জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ (রহ.)সহ অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৪১]

এছাড়াও ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, গ্রন্থে আরও একজন বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায়, যিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্তু জাহ্শ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৪২] এছাড়াও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

৭। হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অনেকের মত উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.) এর হুজরাটি হাদীস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সম্মানিত সাহাবীগণ ও তাবি'ঈন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। উম্মু মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের আলোকে তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন। এভাবে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে তিনি তাদেরকে ইলম হাদীস শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হযরত সুহাইরা বিন্ত জাইফার সুদূর ইরাক থেকে হাদীস শিখতে আসা একজন শিক্ষার্থী বর্ণনা করেন, তিনি একবার বায়তুল্লায় হজ্জ আদায় করে মদীনায় এসে হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর গৃহে পৌছে দেখতে পান যে, সেখানে কূফার বহু মহিলা বসে আসেন এবং তারা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করছেন। আর তিনি হাদীস বলে সুন্দরভাবে তাদের জবাব দিচ্ছেন। তিনি তাদের সাথে একমত হয়ে বললেন, আপনারা প্রশ্ন করুন, আমরা জবাব শুনবো। তখন প্রথমে তারা স্বামী-স্ত্রী বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। অতঃপর হায়য বিষয়ে প্রশ্ন করলেন।[৪৪৩]

---

৪৪০ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২(মিনাশ শীন ইলাল 'আইন), হরফুল কাফ, ক্রমিক নং ৫৬৫৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২০৫

৪৪১ *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৩-৫৬

৪৪২ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুস সাদ, ফাসলুন ফিস সাহাবিয়াত, পৃ. ৬০১

৪৪৩ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ، سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَتْ: حَجَجْنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَ لَنَا: إِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْتُنَّ وَسَمِعْنَا، وَإِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَّ. فَقُلْنَا: سَلْنَ فَسَأَلْنَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا، وَمِنْ أَمْرِ الْمَحِيضِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু সাফীয়্যা বিন্ত উম্মুল মু'মিনীন (রা.), হাদীস নং ২৬৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪৪৪]

(১) ইমাম যয়নুল আবেদীন (زين العابدين)

তাঁর নাম আলী। পিতার নাম হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালেব। কুনিয়াত আবূল হাসান, আবূ মুহাম্মাদ, যায়নুল আবিদীন। যয়নুল আবেদীন হিসেবে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন।[৪৪৫]

(২) ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (إِسحاق بْن عَبْد الله بْن الحارث)

তাঁর নাম ইসহাক। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম আল-কারশী আল-হাশিমী।

তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

রুতবা: ইব্‌ন হাজার ও ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) উভয়ের মতে তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।

কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানু আবী দাউদে সংকলিত হয়েছে।

শুয়ূখ: তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়াও হযরত আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন নাওফল, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তালামীয: তাঁর থেকে আসওয়াদ ইব্‌ন শায়বান, সাবিত আল-বানানী, জাবলা ইব্‌ন আতীয়্যা, হামীদ আত-তাবীল, দাওউ ইব্‌ন আবী হিন্দ, সা'য়ীদ ইব্‌ন হাম্মাদ, কাতাদা ইব্‌ন দা'আমা (রহ.)সহ অনেক তাবিঈ ও তাব'উত তাবি'ঈন হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৪৬]

(৩) মুসলিম ইব্‌ন সাফওয়ান (مسلم بن صفوان)

তাঁর নাম মুসলিম। পিতার নাম সাফওয়ান।

তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মধ্যম শ্রেণীর তাবি'ঈন এর অন্তর্ভূক্ত।

রুতবা: ইব্‌ন হাজার (রাহ.) এর মতে তিনি মাজহুল রাবী।

কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনানুত্ তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজায় সংকলিত হয়েছে।

শুয়ূখ: তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তালামীয: আবূ ইদ্রীস আল-মুরহিবিয়্যা (রহ.)সহ অন্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। [৪৪৭]

(৪) কিনানা (كنانة)

নাম কিনানা। পিতার নাম নাবীহ (نبيه)। তিনি হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর গোলাম ছিলেন।

তাবকা: তিনি তৃতীয় স্তরের মাকবূল রাবী ছিলেন। যদিও আল-আযদী তাঁকে দ'য়ীফ বলেছেন। তবে তাঁর এ দাবীর পক্ষে তিনি কোন প্রমাণ পেশ করেন নি।

কিতাব: তাঁর বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ও সুনানুত্ তিরমিযীতে সংকলিত হয়েছে। শুয়ূখ: তিনি আশতার আন-নাখ'ঈ, উসমান ইব্‌ন আফ্ফান, আবূ হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর কাছে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

[৪৪৪] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮

[৪৪৫] আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় বিরানব্বই নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৪৪৬] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১(মিনাল আলিফ ইলাস সীন), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৩৬৫; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৭

[৪৪৭] *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৬৬৩৩; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ৫২১-৫২২

Dhaka University Institutional Repository

তালামীয: তাঁর থেকে খাদীজ ইব্‌ন মু‘আবিয়া, তাঁর ভাই যুহায়র ইব্‌ন মু‘আবিয়া, সায়াদান ইব্‌ন বশর আল-জুহানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন মাসরিফ ও হাশিম ইব্‌ন সা‘য়ীদ আল-কূফী (রহ.) প্রমুখ হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৪৪৮]

(৫) ইয়াযীদ ইব্‌ন মু‘আত্তাব (يزيد بن معتب)

নাম ইয়াযীদ, তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর গোলাম ছিলেন। পিতার নাম মু‘আত্তাব। তাঁর মনীব উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৪৪৯]
এছাড়াও ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, গ্রন্থে আরও দু’জন বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায়, যারা উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৫০]

(৬) হযরত ইব্‌ন ‘উমার (রা.): নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)।[৪৫১]

(৭) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)

তাঁর নাম আনাস, রাসূলুল্লাহ (স.) এর খাদিম, যিনি দীর্ঘ দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমত করেছিলেন। পিতার নাম মালিক ইব্‌ন আন-নদর ইব্‌ন দমদম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আন নাজ্জার আল-আনসারী। তাঁর মায়ের নাম উম্মু সুলায়ম বিন্‌ত মিলহান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম। সাহাবীগণ (রা.) এর মধ্যে সর্বোচ্চ হাদীস বর্ণনাকারী সাত জনের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়াও হযরত আবূ বকর, উমার, উসমান, মুআয, আবূ হুরায়রা ও উম্মাহাতুল মু’মিনীন (রা.)সহ অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর সাহাবী থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে প্রায় দুইশত সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৮৬টি। বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ১৮০টি, বুখারী এককভাবে ৮০টি, মুসলিম এককভাবে ৯০টি হাদীস সংকলন করেন। অধিক সহীহ মতানুসারে তিনি ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর।[৪৫২]
এছাড়াও মুসনাদ কিতাবগুলো পাতি পাতি করে অনুসন্ধান করে তাঁর থেকে আরও কয়েকজন বর্ণনাকারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তা হলো:

(৮) সুহায়রা বিন্‌ত জায়ফার (صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ)

সুহায়রা বিন্‌ত জায়ফার উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) থেকে ‘নবীযুল যার’ (نبيذ الجر) হারাম হওয়ার প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৫৩] শায়খ শুয়াইব আল-আরণাউত বলেন, তিনি মাজহূল রাবী।[৪৫৪] আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে তাঁর জীবনী পাওয়া যায় না।

---

৪৪৮ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল মীম, ক্রমিক নং ৫৬৬৯; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৩০-২৩১

৪৪৯ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ২১০

৪৫০ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুয যা, ফাসলুন ফিস সাহাবিয়াত, পৃ. ৫৯৬

৪৫১ আলোচনা উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসা বিন্‌ত ‘উমার (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় এক নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

৪৫২ *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪১৭; *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩-৩৬৫

৪৫৩ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ، قَالَتْ: دَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَسَأَلْتُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَتْ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু সাফীয়্যা বিন্‌তউম্মুল মু’মিনীন (রা.), হাদীস নং ২৬৮৬২; ২৬৮৬৪; ২৬৮৬৫

৪৫৪ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صهيرة بنت جيفر দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুহাক্কিক: শু‘আয়ব আল-আরনাউত, মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ৬, টীকা নং ৪, হাদীস নং ২৬৮৬২

Dhaka University Institutional Repository

(৯) আলী ইব্‌ন হুসাইন (عَلِّي بن الْحُسَيْن)

তাঁর নাম আলী, কুনিয়াত আবুল হুসাইন, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, আবূ মুহাম্মাদ আল-হাশিমী আল-মাদানী যয়নুল আবেদীন। পিতার নাম আল-হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। তিনি ৯২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা হুসাইন ইব্‌ন আলী, তাঁর চাচা আল-হাসান ইব্‌ন আলী, আবূ হুরায়রা, আল-মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা, মারওয়ান ইব্‌ন আল-হারিস, আমর ইব্‌ন উসমান, সা'য়ীদ ইব্‌ন মারজানা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা.) এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে আয-যুহরী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, আল-হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (রহ.)সহ আরো অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৫৫]

৮। হযরত জুওয়াইরীয়্যা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

হযরত জুওয়াইরীয়্যা (রা.)কে বিবাহ করার পশ্চাতে দীনী কারণই ছিল প্রধান।[৪৫৬] রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসকে একনিষ্ঠভাবে আমল করণের মাধ্যমে তিনি জীবন্ত চলমান হাদীস ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর অনুপম বুযুর্গী, আকর্ষণীয় ইবাদত বন্দেগী, নিমগ্ন তাসবীহ-তাহলীল তাঁর শিক্ষার্থীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করত এবং আমলের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণে উৎসাহিত করত। এক কথায় তাঁর সকল কাজ, সকল কথা ও উম্মুল মু'মিনীন জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি হাদীসের একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন, হাদীসের শিক্ষক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ তারাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার, আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, মুজাহিদ ও কুরায়ব এর মত বিশ্ববরেণ্য হাদীস বিশারদ সাহাবী ও তাবী'ঈ তাঁরই গুণমুগ্ধ ছাত্র ছিলেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরীয়্যা বিন্‌ত হারিস (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪৫৭]

(১) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (عَبد اللهِ بْن الْعَبَّاس)

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম আব্বাস। কুনিয়াত আবুল আব্বাস। মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুবাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচাতো ভাই।[৪৫৮]

(২) হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (جَابِر بْن عَبد الله)

তাঁর নাম জাবির। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর। মাতার নাম নাসীবা বিন্‌ত উকবা। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ, আবূ আব্দুর রহমান, আবূ মুহাম্মাদ। তিনি খাযরাজ গোত্রের সলম শাখার সন্তান। তাঁর দাদা 'আমর 'আকাবায় শপথ গ্রহণকারী সাতজন বণিক দলের একজন সদস্য হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সের কারণে তিনি বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি মোট ১৭টি যুদ্ধে শরীক হন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্যতম। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৪০টি। সম্মিলিতভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে ৬০টি, এককভাবে বুখারীতে ২৬টি এবং মুসলিমে ১২৬টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।[৪৫৯]

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (عَبد اللهِ بْن عُمَر): আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব।[৪৬০]

(৪) 'উবায়দ ইব্‌নুস সিবাক (عُبَيد بن السباق) :উবায়দ ইবন্ আস-সিবাক, কুনিয়াত আবূ সা'য়ীদ।[৪৬১]

---

৪৫৫ *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

৪৫৬ আহমান মানসুর, *বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মাদ* স. (ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেসন্স ১৯৯৫), পৃ. ২৪৮

৪৫৭ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.

৪৫৮ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় তেষট্টি নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৫৯ *তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২

৪৬০ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা বিন্‌ত 'উমার (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় এক নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

৪৬১ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিনত আল-হারিস (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় ষোল নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

(৫) তুফায়ল (طفيل)

নাম তুফায়ল; পিতার নাম আমর ইব্ন আদ-দাওসী; উপাধি যুন-নূর। ইয়ামানের অধিবাসী আদ্-দাওসী কবীলার এর সন্তান হওয়ায় তাঁকে দাওসী বলা হয়। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় আসলেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুখে ইসলামের কথা শোনে অভিভূত হলেন এবং তৎক্ষনাত ইসলাম গ্রহণ করলেন। এটা ছিল হিজরতের পূর্বের ঘটনা। অতঃপর তিনি ফিরে এসে তাঁর কবীলায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (স.) ও মুসলিমদের ওপর যখন যুলুম-অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌঁছে, তখন একদিন তুফায়ল (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)কে প্রস্তাব দিলেন তাদের গোত্রে হিজরত করে তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)কে হিফাজতের পূর্ণ যিম্মদারীর আশ্বাসও দিলেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ না থাকায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর আহবানে সাড়া দেন নি। তুফায়ল (রা.) এর দাওয়াতে দাওস কাবীলার ৮০টি পরিবার ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে যান। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দেখা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত খুশি হলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। এ মহান সাহাবী বীরত্বের সাথে লড়াই করে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৬২]

(৬) আবূ আইয়্যূব আল-মুরাগী (أَبُو أيوب المراغي)

তাঁর নাম আবূ আইয়্যূব আল-মুরাগী আল-'আতাকী (মৃ. ৮০/৬৯৯)। পিতার নাম মালিক। কেই কেউ বলেন, তাঁর নাম ইয়াহইয়া, আবার কেউ বলেন, হাবীব ইব্ন মালিক। তিনি তৃতীয় স্তরের সাবিত ও সিকাহ রাবী ছিলেন। সুনানুত্ তিরমিযী ছাড়া সিহা সিত্তার সবগুলো কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)সহ অনেক সাহাবীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৬৩]

(৭) কুলসূম ইব্ন মুস্তালাক (كلثوم بن المصطلق): তাঁর নাম কুলসূম। পিতার নাম 'আলকামা ইব্ন নাজিয়্যা ইব্নুল মুস্তালাক আল-খুযা'ঈ।[৪৬৪]

(৮) আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আল-হাদ (عَبْد اللَّه بْن شَدَّادِ بْن الْهَادِ): তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম শাদ্দাদ ইব্নুল হা'দ আল-লায়সী (মৃ. ৮১/৭০০)।[৪৬৫]

(৯) কুরায়ব : তাঁর নাম কুরায়ব। পিতার নাম আবূ মুসলিম আল-কারশী আল-হাশিমী।[৪৬৬]

(১০) মুজাহিদ : নাম মুজাহিদ ইবন জবর।[৪৬৭] এছাড়াও মুসনাদ কিতাব গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাঁর থেকে আরও কয়েকজন বর্ণনাকারীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন:

(১১) উম্মু 'উসমান (أم عثمان)

তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্যতম হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) এর সম্মানিতা খালা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়্যা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো,

---

৪৬২ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৫-১৮৯

৪৬৩ *ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, প্রাগুক্ত, হরফুল হামযা, ফাসলুন ফিত তাবি'ঈন, পৃ. ৬১৭; *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪(মিনাল কুনা ইলা আখিরিল কিতাব), হরফুল আলিফ, ক্রমিক নং ৭৯৪৯

৪৬৪ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় চার নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

৪৬৫ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় আটান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

৪৬৬ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় একশত ছয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

৪৬৭ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় একশত আট নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমি কাপড় পরিধান করবে, কেয়ামত দিবসে তাঁকে আগুনের পোষাক পরিধান করানো হবে।[৪৬৮]

(১২) আবূ আইয়্যুব আল-হাজারী (أبو أيوب الهجري)

তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরীয়্যা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো, কোন এক জুম'আর দিন রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত জুওয়াইরিয়্যা (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন তিনি রোজাদার ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখবে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল।[৪৬৯]

৯। হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীগণ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ তথা হাদীসের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে নির্দেশ দেন, 'আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।'[৪৭০] একথার ওপর তিনি এত দৃঢ়ভাবে আমল করেন যে, হজ্জের উদ্দেশ্যেও আর কখনও ঘর থেকে বের হন নি। তিনি বলতেন, আমি হজ্জ ও উমরা দু'টোই আদায় করেছি। এখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে ঘরে অবস্থান করব।[৪৭১] এছাড়াও তিনি বেশি বয়স্ক ও স্থুলকায় ও লম্বা দেহের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা জ্ঞান চর্চার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তথাপিও তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষা করে সদাসর্বদা আমলের মাধ্যমে চর্চা করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তিনি অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর মত দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন না; নানা কারণে হাদীস বর্ণনার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগও তাঁর অন্যদের চেয়ে কম ছিল বিধায় তাঁর হাদীস বর্ণনার সংখ্যা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম।

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.) এর শিক্ষার্থী বা তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪৭২]

(১) হযরত ইব্‌ন আব্বাস : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম আব্বাস।[৪৭৩]

(২) ইব্‌নুয যুবায়র (الزبير):নাম আব্দুল্লাহ, পিতা যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম। কুনিয়াত আবূ বকর।[৪৭৪]

(৩) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (يحيى بن عبد الله الانصارى)

তাঁর নাম ইয়াহইয়া। পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন সা'য়াদ ইব্‌ন যারারাহ আল-আনসারী আল-মাদানী। তিনি চতুর্থ স্তরের সিকাহ রাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহু মুসলিম ও আবূ দাউদে সংকলিত হয়েছে।[৪৭৫]

---

৪৬৮ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত আল-হারিস ইব্‌ন আবূ দারার যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮১৪

৪৬৯ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু জুওয়াইরিয়্যা বিন্‌ত আল-হারিস ইব্‌ন আবূ দারার যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮১১

৪৭০ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮০৭

৪৭১ *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৫

৪৭২ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৬, ২৬৯; *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১২, পৃ. ৪৫৫

৪৭৩ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় (৬৩) তেষট্টি নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৭৪ আলোচনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) এর ছাত্রদের তালিকায় ছাপ্পান্ন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৭৫ *তাকরীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩(মিনাল গাইন ইলাল ইয়া), হরফুল ইয়া, ক্রমিক নং ৭৫৮৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (স.) এর মত বিশ্ববরেণ্য সফল ও সার্থক শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্রী হলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীন তথা রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ (রা.)। শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে হাদীস বুঝানোর ক্ষেত্রে তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে শেখা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যৌক্তিক পন্থা অনুসরণ করে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যে, জ্ঞানী, মূর্খ, শহরবাসী, মরুবাসী, বেদুঈন, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা, শিশু সকলেই পূর্ণরূপে তাদের পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। তাদের সব কথা সকলের অন্তরের গভীরে গেঁথে যেত। নিম্নে তাদের গৃহীত পদ্ধতিগুলো তুলে ধরা হল:

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষাদান

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) এর হুজরা নামক হাদীসের বিদ্যালয়ে মূলত তারা বর্তমানে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির মত নিয়মিত হাদীস শিক্ষাদান করতেন। তারা সেখানে খুব ধীরে ধীরে কাটা কাটা ভাষায় হাদীস বলতেন যাতে শিক্ষার্থীগণ শোনেই তা বুঝতে ও আয়ত্ব করতে পারে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর প্রধান হাদীস বিশারদ হযরত আয়িশা (রা.) প্রায়ই বলতেন; নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স.) কখনো তোমাদের মত এত দ্রুত অনর্গল কথা বলতেন না। তাঁর কথা শোনেই মুখস্ত করা যেত।[৪৭৬] অর্থাৎ তিনি যেমন এ পদ্ধতি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করতেন, তেমন অন্যদেরও এ পদ্ধতিতেই হাদীস শিক্ষাদানের তাকীদ দিতেন।

উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষাদান

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) অনেক সময় হাদীসের উদ্দীষ্ট ভাব ও বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতেন। এটি মূলত কুরআনিক পদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: নিশ্চয় আমি এ কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি।[৪৭৭] এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান খুবই ফলপ্রসূ তাই উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। যেমন: হযরত 'আমির/সা'আদ ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন। আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূলুল্লাহ (স.) এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেন; তুমি কি কুরআন পড় নাই? তিনি জবাব দিলেন; হ্যাঁ। হুবহু কুরআনের মতই ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৪৭৮] অর্থাৎ আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা হল হাদীস। কুরআনুল কারীমের কথাগুলো ছবির মতো রাসূলুল্লাহ (স.) এর চরিত্রে নিঁখুতভাবে ফুটে ওঠেছে।

দলীলভিত্তিক শিক্ষাদান

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) তাদের দারসে শরী'আতের কোন হুকুম বর্ণনা করলে সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাতের দলীল প্রদান করতেন। তারা কখনও মনগড়া, অযৌক্তিক ও দলীল বিহীন কথা বা মত তাদের ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিতেন না। হযরত মাসরূক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি একদিন তাঁকে (উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা.) প্রশ্ন করলাম; আম্মা! মুহাম্মাদ (স.) কি আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি বলেন; তুমি এমন একটি কথা বলেছো যা শোনে আমার দেহের প্রতিটি লোম সোজা হয়ে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলে। তারপর তিনি তিলাওয়াত

---

[৪৭৬] *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহি (স.), হাদীস নং ৩৭১৯

[৪৭৭] *আল-কুরআন*, ১৮ : ৫৪

[৪৭৮] *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু সাইয়্যেদা 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৪৬৯০

Dhaka University Institutional Repository

করেন: [৪৭৯] لا تدركه الابصار وهويدرك الابصار وهو اللطيف الخبير অতঃপর তিনি আরও তেলাওয়াত করেন:[৪৮০] وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا এভাবে তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে কুরআনুল হাকীমের আয়াত দিয়ে দলীল প্রদান করলেন।

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ তাদের সামনে শিক্ষনীয় বিষয়টি কর্মের মাধ্যমে সম্পাদন করে দেখাতেন। এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রহ.) এর বর্ণনাটি উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কিরাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বিসমিল্লাহ সহকারে প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণরূপে পাঠকরে শুনালেন এবং বললেন, এটাই হলো রাসূলুল্লাহ (স.) এর কিরাত।[৪৮১]

অনুরূপভাবে সালিম সাবালান (রা.) এর বর্ণনাটিও প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন: হযরত আয়িশা (রা.) আমাকে অযুর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাকে দেখিয়েছেন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) অযু করেছেন। অতঃপর তিনি আমার সামনে অযু করেছেন; তিনবার নাকে পানি দিয়েছেন, তিন বার মুখমণ্ড ধৌত করেছেন, ডান ও বাম হাত তিন তিন বার করে ধৌত করেছেন, মাথার সম্মুখ ভাগে হাত রেখে পিছন পর্যন্ত তিনি একবার মাছেহ করেছেন। তারপর তাঁর দু'ই হাত দিয়ে কান মাছেহ করেছেন অতঃপর গাড় মাছেহ করেছেন।[৪৮২]

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে প্রশ্ন করার অবাধ সুযোগ ছিল। শিক্ষার্থীরা মনখুলে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারতো। তারা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সব প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং তাতে কোন ধরনের কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যেমন:

- ◈ হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাবাহ আয়িশা (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন; আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই কিন্তু লজ্জাবোধ করছি। আয়িশা (রা.) বললেন; তোমার মনে যে প্রশ্ন উদয় হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করতে পার। আমি তো তোমাদের মা স্বরূপ।[৪৮৩]
- ◈ হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা.) তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) কে প্রশ্ন করলেন, যে কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (স.) স্ত্রী সহবাস করেন, সেই কাপড় পরেই তিনি সালাত আদায় করতেন? উম্মু হাবীবা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যখন এ কাপড়ে নাপাকীর কোন দাগ দেখা যেত না।[৪৮৪]

---

৪৭৯ *আল-কুরআন*, ৬ : ১০৩

৪৮০ *আল-কুরআন*, ৪১ : ৫১

৪৮১ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা (রা.), হাদীস নং ২৬৫৮৩, পৃ. ২০৬; *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, কিতাবুল হুরূফ ওয়াল কিরাত, হাদীস নং ৪০০১

৪৮২ سَالِمٌ سَبَلَانُ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ، وَتَسْتَأْجِرُهُ فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَهَا بِأُذُنَيْهَا، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ১০০, পৃ. ১৪

৪৮৩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: سَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৬৩৪৩

৪৮৪ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى وفى رواية ابن ماجة نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى দ্র. *সুনানু*

Dhaka University Institutional Repository

- ◈ তাবি'য়ী ইয়া'লা ইব্ন মামলাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে নবী করীম (স.) এর (রাতের) নামায ও কির'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা তাঁর নামায দিয়ে কি করবে? (অর্থাৎ তোমরা কি তাঁর মত নামায পড়তে পারবে?) তিনি নামায পড়তেন অতঃপর ঘুমাতেন, যে পরিমাণ সময় নামায পড়তেন। দ্বিতীয়বার নামায পড়তেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন; আবার ঘুমাতেন যে পরিমাণ সময় নামায পড়তেন। এভাবে সোবহে সাদেক হয়ে যেতো। তাবি'ঈ বলেন, অতঃপর হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কের'আতের বর্ণনা দিলেন। দেখলাম, তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন।[৪৮৫]

হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে এরূপ আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) তৎকালীন সময়ের মুসলিম নর-নারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষা দিতেন।

ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য জীবনের ছোট বড় বিভিন্ন ঘটনা পরবর্তীতে লোকদের মাঝে বর্ণনা করার মাধ্যমেও উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) তাদের শিক্ষার্থীগণকে হাদীস শিক্ষা দিতেন। নিম্নে এর দুই-একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

- ◈ হিশাম ইব্ন 'উরওয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট একদা একটি শিশু আনা হলো। শিশুটি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোলে পেশাব করে দিলে তিনি ঐ কাপড়ের উপর পানি ছিটা দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন, তা আর ধৌত করলেন না।[৪৮৬]

  এরূপ অসংখ্য ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে হযরত আয়িশা (রা.) এর মতো অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর অসংখ্য হাদীস লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন যে যুগে, যে পরিবেশে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান করেছেন, সেখানে আধুনিক কোন উপকরণ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু তাদের পদ্ধতিগুলো ছিল মৌলিক, বিজ্ঞান সম্মত ও বর্তমান যুগের বিচারেও অত্যাধুনিক। অপর দিকে তাদের শিক্ষার্থীগণ ছিলেন অধিকাংশ নিরক্ষর, স্বাক্ষর, শহরবাসী, মরুবাসী, বেদুঈন, আরবী, অনারবী, বয়স্ক, যুবক, কিশোর বিভিন্ন বয়সী; তবুও অতি সহজেই সকলে সুন্দরভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে বড় বড় মুহাদ্দিস বা হাদীস বিশারদে পরিণত হয়ে পেরেছিলেন। তাই সার্বিক দিক গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন- এর শিক্ষাপদ্ধতিগুলোই ইলম হাদীস চর্চার অদ্বিতীয় শিক্ষানীতি। সব পরিবেশে, সকল ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল শিক্ষকবৃন্দের জন্যও উপযুক্ত হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি।

আবী দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সলাতি ফিস সাওবিল্লাযি ইউসীবু আহলাহু ফীহ, হাদীস নং ৩৬৬; *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাতি ওয়া সুনানিহা, বাবুস সলাতি ফিস সাওবিল্লাযি ইউজামিউ ফীহ, হাদীস নং ৫৪০

৪৮৫ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জা'আ কাইফা কানাত কির'আতুন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩০৯১

৪৮৬ *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবু মাজাআ ফী বাওলিস সবিয়্যে আল্লাজী লাম ইয়াত'আম, হাদীস নং ৫২৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) বর্ণিত হাদীসসমূহের প্রতি গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকরলে দেখা যায়, মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় তাতে স্থান পেয়েছে। ওহীর সূচনা থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের সমাপ্তি তথা এন্তেকাল পর্যন্ত ছোট-বড় সকল বিষয়ের একটি স্পষ্ট বর্ণনা বা নির্দেশনা এ সব হাদীসে চিত্রিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করার পর ঈমানের দাবী পূরণের জন্য জ্ঞানার্জন থেকে আরম্ভ করে যা যা দরকার, তা সবই উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহে খুঁজে পাবে। বিশেষত নারী জীবনের অনেক একান্ত খুঁটিনাটি বিষয় যা অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) কর্তৃক যা জানা সম্ভব ছিল না, তা মুসলিম নারী সমাজ তাঁদের বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে অবহিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়, যা উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর চেয়ে এতবেশি আর কেউ জানতেন না। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ তা জানতে পেরেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঈমানিয়াত ও আকা'ইদ

ওহীই (وحى) ঈমান ও যাবতীয় ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাই ঈমানিয়াত বা ঈমান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করার আগে ওহী সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করা হলোঃ

ওহীর সূচনা ও নবুয়ত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই প্রতিফলিত হত। এরপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হতে লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয়ে গেলে হযরত খাদিজা (রা.) এর নিকট ফিরে এসে আবার ঐ পরিমাণ খাবার কয়েক দিনের জন্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর নিকট সত্য (ওহী) আসল। জিবরাঈল ফেরেশতা তথায় এসে তাঁকে বললেন, পড়ুন! রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বললেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, এতে আমি খুব কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আমি বললাম আমি তো পড়তে পারি না। তখন তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে ধরে আবারও খুব জোরে চাপ দিলেন। এবারও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এর পর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ফেরেশতা তৃতীয় বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি বিশেষ ভাবে কষ্ট পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়ুন' আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি জমাট রক্ত হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 'পড়ুন'! আর আপনার রব সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত। তিনি কলম দ্বারা 'ইলম' শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) উক্ত আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে আসলেন। তখন তাঁর হৃদয় কাঁপতেছিল। তিনি বিবি খাদীজার নিকট এসে বললেন; আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি কেটে গেলে তিনি স্ত্রী খাদীজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন; (আল্লাহর কসম!) আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি তখন হযরত খাদীজা (রা.) (সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে) বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কখনই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, আপনি অক্ষমদের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য করেন, অতিথিবৃন্দের মেহমানদারী করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। এরপর বিবি খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)কে সঙ্গে নিয়ে আপন চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নওফলের নিকট চলে গেলেন।[১] হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! তোমার ভাতিজা কি বলে তা একটু শোন! তখন ওয়ারাকা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) যা দেখেছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এতো সে রহস্যময় ফেরেশতা (জিবরাঈল), যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.) এর নিকট পাঠিয়ে ছিলেন।[২] হায়! আমি যদি তোমার নবুওয়াত কালে বলবান যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম! যখন তোমার কওম তোমাকে মক্কা হতে বের করে দিবে! তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তারা কি সত্যি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন; হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার সে যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। এর অব্যবহিতপর ওয়ারাকা এন্তেকাল করলেন। এদিকে ওহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল।[৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হারেস ইব্ন হিশাম রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ ওহী কোন সময় আমার নিকট ঘণ্টার আওয়াযের মত আসে। আর ওটাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রকৃতির ওহী। তবে এ অবস্থায় ফেরেশতা যা বলে, উহা শেষ হতেই আমি তাঁর নিকট থেকে উহা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোন সময় ফেরেশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি যা বলেন আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করে ফেলি। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, বস্তুত

---

১ ওয়ারাকা ইব্ন নওফল ইব্ন আব্দুল ওয্যা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ তাওরাত ও ইনজীল বিশ্বাসীদের নিকট থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতে জানতেন। ইঞ্জিল কিতাব তিনি এ ভাষায় লিখতেন। সে সময় তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং দৃষ্টিহীন। দ্র. মুহাম্মাদ ইব্নু ইসহাক, অনু. আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইব্ন হিশাম*(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৯৫), পৃ. ৫৬; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর রাহীকুল মাখতুম*(লন্ডনঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ৪র্থ প্রকাশ ২০০০), পৃ. ৯২

২ সুহাইলী বলেনঃ ঈসা (আ.) সময়ের ব্যবধানের দিক দিয়ে নিকটতর নবী হওয়া সত্ত্বেও ওয়ারাকা তার পরিবর্তে মূসার নামোল্লেখ করলেন এ জন্য যে, ওয়ারাকা তখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর খ্রিষ্টানদের মতে হযরত ঈসা (আ.) নবী নন। বরং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার তিনটি সত্তার একটি যা ঈসার সত্তায় একাকার হয়ে গিয়েছে। খ্রিষ্টানদের মধ্যে অবশ্য এ ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। দ্র. সীরাতে ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, সূত্র: ২১ নং টীকা, পৃ. ৫৬

৩ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، قَالَ: " فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} [العلق: 2] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ، قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(সাহরানপুর: আসাহহুল মাতাবি', তা. বি.), খ. ১, কিতাবুল ওহী, বাবু কাইফা কানা বাদ'উল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ৩, পৃ. ২-৩; মুহাম্মাদ ইব্নুল হাজ্জাজ ইমাম মুসলিম আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(কলিকাতা: দারু ইশা'আতে ইসলামিয়্যা ও আসাহহুল মাতাবি', তা. বি.), খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাইফা কানা বাদ'উল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ২৫২, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি। যখন উহার অবসান হত, তখন তাঁর কপাল হতে ঘাম ঝরে পড়ত।[৪]

কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।[৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ সফর অবস্থায় রোযা ছেড়ে দিলেন) এবং অন্যদেরকেও অনুমতি প্রদান করলেন, এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তা হতে বিরত থাকলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট সংবাদ পৌঁছল, ফলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন: সে সকল লোকদের কি হল, যে আমি যা করি তা হতে তারা বিরত থাকে। আল্লাহর কসম! আমি তাদের থেকে আল্লাহকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি।[৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন যে, তিনিই আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু সংখ্যক হল মুহকাম (সুস্পষ্ট) এখান থেকে 'কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ব্যতিত আর কেউই তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না' এ পর্যন্ত। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: এরপর যখন তুমি দেখবে; আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে 'তোমরা দেখবে সে সব লোকদেরকে যারা শুধু আল্লাহর কিতাবের মুতাশাবেহ আয়াতগুলোকে অনুসরণ করছে (তখন বুঝবে যে) তারাই হচ্ছে সে সব লোক (বক্র অন্তর বিশিষ্ট বলে) আল্লাহ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে সর্তক থাকবে।[৭]

তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহকে (রাসূল (স.)!) আনসারদের একটি বালকের জানাযার দিকে আহ্বান করা হয়েছিল। এমনি সময় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (স.) জান্নাতের চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যে এ চড়ুই পাখিটি কতই না সৌভাগ্যবান! কেননা সে কোন

---

৪ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওহী, বাবু কাইফা কানা বাদ'উল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ৩, পৃ. ২

৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সুলহ, বাব ইযা ইসতালাহু আলা সুলহি জাওরিন ফাস সুলহু মারদূদুন, হাদীস নং ২৫৫০, পৃ. ৩৭১; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আকদিয়্যাতি, বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলি, হাদীস নং ১৭১৮, পৃ. ৮৮

৬ عَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাব মান লাম ইউওয়াজিহিন নাছা বিল 'ইতাব, হাদীস নং ৫৭৫০, পৃ. ৮৯১; কিতাবুল 'ইতিসাম কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি, বাব মা ইউকরাহু মিনাত তা'আম্মুকি ওয়াত তানাযু'য়ি, হাদীস নং ৬৮৭১, পৃ. ১০৭০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু 'ইলমিহি (স.) বিল্লাহি তা'আলা ওয়া সিদ্দাতি খাশইয়াতিহি, হাদীস নং ২৩৫৬, পৃ. ২৬১

৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাব মিনহু আয়াতুম মুহকামাত, হাদীস নং ৪২৭৩, পৃ. ৬৫২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইলম, বাবুন নাহ্ই 'আন ইত্তিবা'য়ি মুতাশাবিহিল কুরআনি, হাদীস নং ২৬৬৫

Dhaka University Institutional Repository

পাপকার্য করে নি এবং তার পাপকাজ করার মত বয়সও হয় নি। রাসূলুল্লাহ (স.) একথা শুনে বললেন: হে আয়িশা (র.) এর বিপরীতও তো হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাদেরকে সে স্থানের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অথচ তখন তারা তাদের পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থান করছিল। এভাবে জাহান্নামের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অথচ তখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিল।[৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন: ছয় ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। (সে ছয় ব্যক্তি হচ্ছে):

(১) যে আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু সংযোগ করে। (২) আল্লাহর তাকদীরকে অস্বীকারকারী।
(৩) জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল কারী; সে এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করে যে আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন তাকে যেন সে সম্মান দিতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে যেন সে অপমান করতে পারে। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে হালাল বা বৈধ মনে করে তথা হারাম শরীফের ভিতর নিষিদ্ধ কাজ করে। (৫) যে আমার বংশধরকে কষ্ট দেয়া বৈধ মনে করে যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং (৬) আমার সুন্নাত পরিত্যাগকারী।[৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (স.)! মু'মিনদের নাবালেগ সন্তানদের কি হবে? (অর্থাৎ তারা কি জান্নাতী হবে? নাকি জাহান্নামী?) রাসূলুল্লাহ (স.)! বললেন: তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! (স.)! কোন আমল ব্যতিতই? রাসূলুল্লাহ (স.)! বললেন: তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত; তা আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানদের কি হুকুম? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তারা ও তাদের পিতার অন্তর্গত, আমি বললাম, কোন মন্দ আমল ব্যতিতই? মহানবী (স.)! বললেন: তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত; তা আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর অবগত রয়েছেন।[১০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি সে সম্পর্কে নীরব থাকবে; তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।[১১]

---

৮ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ صَبِيٌّ، فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا وَلِهَذِهِ أَهْلًا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল কদর, বাবু মা'না কুল্লু মালূদিন ইউলাদু 'আলাল ফিতরাতি ওয়া হুকমু মাওতি আতফালিল কুফফারি, হাদীস নং ২৬৬২, পৃ. ৩৩৬

৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي দ্র. ওয়ালী উদ্দীন, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আল-খতীব আত-তিবরিযী, *মেশকাতুল মাসাবীহ*(দিল্লী: আসাহহুল মাতাবি' তা.বি.), খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ঈমান বিল কাদর, হাদীস নং ১০৯

১০ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ: بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ দ্র. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনিল আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(ঢাকা: হামীদীয়্যা লাইব্রেরী লিমিটেড, তা. বি.), খ. ২, কিতাবুস সুনান, বাবুন ফী যারারিয়্যিল মুশরিকিন, হাদীস নং ৪৭১২, পৃ. ৬৪৮

১১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مليكة، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّهُ دخل عَلَى عَائِشَةَ فذكر لَهَا شيئاً من القدر. فقَالَت: سَمِعْتُ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ يَقُولُ (من تكلم فِيْ شيء من القدر سئل عَنْهُ يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عَنْهُ) দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজা*(দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরবী, ১৯৭৫), খ. ১, মুকাদ্দামা, বাবুন ফিল কারদি, হাদীস নং ৮৪, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আপনি যে বিষ মেশানো বকরীর গোশত খেয়েছিলেন, প্রত্যেক বছরই আপনি তার যন্ত্রনায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ আমি কেবল সে যন্ত্রনায়ই আক্রান্ত হই, যা আমার জন্য (তাকদীরে) নির্ধারিত হয়েছে। আর এটা তখন নির্ধারিত হয়েছে, যখন হযরত আদম (আ.) তাঁর সৃষ্টির উপাদান কাদা মাটিতে ছিলেন।[১২] অর্থাৎ আদম (আ.) এর সৃষ্টির পূর্বেই তাকদীর নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল্লাহর জন্য ভালবাসা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ রূহ বা আত্মাসমূহ (মানব দেহে প্রবেশের পূর্বে আলমে আরওয়াহে) সেনাবাহিনীর ন্যায় সমবেত ছিল, তখন যারা পরস্পর পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ছিল (মানব দেহে প্রবেশের পরও) তারা পরস্পরে পরিচিত ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। আর যেগুলো সে আদিকালে পরস্পরে অপরিচিত ছিল তারা (মানব দেহে প্রবেশের পরও) পরস্পরে মতানৈক্য ও অপরিচিত রয়ে গেল।[১৩]

মানুষ, ফেরেস্তা ও জিন জাতির সৃষ্টি তত্ত্ব

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ ফেরেশতাদিগকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হতে এবং হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দ্বারা, যার বর্ণনা (কোরআনে) তোমাদেরকে বলা হয়েছে।[১৪]

শয়তানের ওয়াসওয়াসা

✿ হযরত সাফীয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইতিকাফে থাকা অবস্থায় রাতে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলাম। তাঁর সাথে কথা বলে যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাড়ালাম, তিনি তখন আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) এর ছিল তাঁর বাসস্থানে। দুইজন আনসার ব্যক্তি পথ চলছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (স.) দেখে দ্রুত হাটতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমরা আস্তে চলো। ইনি হলেন সাফিয়া বিন্‌ত হুয়াই। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনি কি খারাপ কিছু ভেবেছেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলতে পারে। আমার ভয় হচ্ছে যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে খারাপ কিছুর উদয় ঘটায় কি না।[১৫]

কিয়ামতের আলামত

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললে শুনেছিঃ মাহ্‌দী আমার খান্দানের তথা ফাতেমার বংশ হতে জন্মগ্রহণ করবেন।[১৬]

---

১২ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ، قَالَ: مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবুস সিহর, হাদীস নং ৩৫৪৬

১৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবুল আরওয়াহ জুনূদুম মুজান্নাদাহ, হাদীস নং ৩১৫৮, পৃ ৪৬৯

১৪ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকাইক, বাব ফী আহাদীস মুতাফারিকাহ, হাদীস নং ২৯৯৬

১৫ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، أَوْ قَالَ: شَيْئًا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু বয়ানি আন্নাহু ইয়াসতাহিব্বু লিমান রায়া খালিয়ান বি'ইমরা'আতিন, হাদীস নং ২১৭৫

১৬ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আওয়ালু কিতাবিল মাহদী, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৪২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা: ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের একটি। সাহাবীগণের একটি বড় দল থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হবেন, তখন হযরত ঈসা (আ.)ও তাঁর পিছনে সালাত আদায় করবেন এবং তিনি সাত বৎসর খেলাফত কায়েম করে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, কাজেই এর প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। আর এটাই হল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা।

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: (শেষ যমানায়) একজন খলীফার মৃত্যুর সময় (নেতৃস্থানীয়) লোকদের মধ্যে (আর একজন খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে) মতবিরোধ দেখা দিবে। তখন মদীনা হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে পলায়ন করবে। এ সময় মক্কাবাসীগণ তার নিকট এসে তাকে জোরপূর্বক ঘর হতে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। (প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি হলেন ইমাম মাহ্দী; তিনি ফিত্না অথবা নেতৃত্বের ভয়ে পলায়ন করবেন, কিন্তু তার কর্মকাণ্ডে এবং চেহারার নূরানী জ্যোতির্ময় আলোকে লোকেরা চিনে ফেলবে যে, তিনি ইমাম মাহ্দী)। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে লোকেরা তাঁর কাছে বাই'আত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া হতে একটি সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'বাইদা' নামক স্থানে তাদেরকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা হবে। অতঃপর যখন চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা চাক্ষুষ এ অবস্থা দেখতে পাবে। তখন সিরিয়ার আবদালগণ এবং ইরাকের এক বিরাট জামাত তাঁর নিকট এসে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবে। অতঃপর কুরাইশের এক ব্যক্তি, যার মামার বংশ হবে 'বনূকাল্ব' সেও ইমামের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে। ইমামের সেনাবাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হবে। এটাই 'ফিতনায়ে কাল্ব'। ইমাম মানুষের মধ্যে তাদের পয়গাম্বর (মুহাম্মাদ স.) এর সুন্নাত মুতাবিক কাজ-কর্ম পরিচালনা করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বৎসর এ অবস্থায় অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি এন্তেকাল করবেন এবং মুসলিমগণ তাঁর জানাযা পড়বেন।[১৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি: 'লাত ও উযযা' এ মূর্তিদ্বয়ের পূজা না হওয়া পর্যন্ত দিন ও রাত্র শেষ হবে না। (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে আবার লাত ও উযযা মূর্তির পূজা করা হবে।) হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমার ধারণা ছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"এ আয়াতটি নাযিল করেছেন, তখন মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যতদিন আল্লাহ চাইবেন, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি সুগন্ধময় বাতাস প্রবাহিত করবেন, তাতে ঐ সকল ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটবে, যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতঃপর কেবলমাত্র ওসব লোকই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে না। তখন তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।[১৮]

---

১৭ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আওয়ালু কিতাবিল মাহদী, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৪২৮৬

১৮ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} التوبة: 33 أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সা'আতি, বাবু লা তাকূমুস সা'আতু হাত্তা.., হাদীস নং ২৯০৭, পৃ. ৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামত সন্নিকটে

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক বেদুইন লোকই রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করত, কিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের প্রতি নজর করে বলতেন: এ বালকটি যদি জীবিত থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।[১৯]

ব্যাখ্যা: এখানে কিয়ামত বলে, কিয়ামতের শাব্দিক অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো মৃত্যু বা ধ্বংস। যেমন অন্য হাদীসে আছে (من مات فقد قامت قيامته), যখন যার মৃত্যু আসে তখন তার কিয়ামত সংঘটিত হয়। বড় কিয়ামত বা বিশ্বজগতের কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াত রয়েছে। তাই সে বিষয়ে প্রশ্ন না করে নিজের কিয়ামত বা মৃত্যু নিয়ে ভেবে সৎ কাজে মনোনিবেশ করো।

কবর আজাব

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট আগমন করল এবং কবরের আযাবের বিষয়ে আলোচনা করে বলল, হে আয়িশা (রা.)! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কবরের আযাব হতে মুক্তি দান করুন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; হ্যাঁ। কবরের আযাব সত্য। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: এর পর আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে এরূপ কখনও দেখি নি যে, তিনি সালাত পড়েছেন অথচ কবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন নি।[২০]

কিয়ামতের অবস্থা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে "যেদিন এ জমীনকে আরেক যমীনে এবং আকাশ মণ্ডলিকে আরেক আকাশে পরিবর্তন করা হবে।"[২১] এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে দিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের উপর।[২২]

হাশরের ভয়ংকর অবস্থা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষদিগকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) নারী-পুরুষ সকলে কি একজন আরেক জনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে?

---

১৯ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً، يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: إِنْ يَعِشْ هَذَا لاَ يُدْرِكْهُ الهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাবু সকরাতিল মাওত, হাদীস নং ৬১৪৬, পৃ. ৯৬৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআত, বাবু কুরবুস সা'আতি, হাদীস নং ২৯৫২, পৃ. ৪০৬

২০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ القَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ القَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ: عَذَابُ القَبْرِ حَقٌّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাব আত-তা'আওয়ুযু মিন আযাবিল কাবরি ফিল কুসূফ, হাদীস নং ১০০২ ; বাব আস-সাদাকাহ ফিল কুসূফ, হাদীস নং ৯৯৭; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবু যিকরি আযাবিল কাবরি ফী সালাতিল খুসূফ, হাদীস নং ৯০৩, পৃ. ২৯৭

২১ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات দ্র. *আল-কুরআন*, ১৪ : ৪৮

২২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: عَلَى الصِّرَاطِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাত ওয়াল জান্নাত ওয়ান নার, বাব ফিল ব'াসি ওয়ান নুসূর ওয়া সিফাতিল আরদি ইয়াওমাল কিয়ামাহ, হাদীস নং ৪৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বললেন, হে আয়িশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেহ কারোর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই পাবে না।[২৩]

হিসাব-নিকাশ ও পুলসিরাতের অবস্থা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়িশা বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি (খাঁটি মু'মেনদের সম্পর্কে) এটা বলেন নি। অচিরেই তার নিকট হতে সহজ হিসাব নেয়া হবে। উত্তরে তিনি বললেন, সেটা হল শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবেই।[২৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি (আয়িশা) বললেন, দোযখের আগুনের কথা স্মরণ হয়েছে তাই কাঁদছি। (আচ্ছা বলুন তো!) কিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার- পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, (হে আয়িশা! জেনে রাখ, তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। প্রথমটি: মিজানের কাছে, যতক্ষণ না সে জেনে নিবে তার আমলের পাল্লা ভারী না কি হালকা। দ্বিতীয়টি: আমলনামা হাতে পাওয়ার অবস্থা, যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এ লও তোমার আমল নামা এবং তা পড়ে দেখ। যে পর্যন্তনা সে জেনে নিবে যে, এটা তাকে ডান হাতে দেয়া হবে না কি বাম হাতে? আর তৃতীয়টি হল: 'পুলসিরাত' যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে।[২৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মুখে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল-সম্পদ খিয়ানত করে এবং আমার নির্দেশের নাফরমানী করে, তাই আমি তাদেরকে গাল-মন্দ করি এবং মারধরও করে থাকি। (কিয়ামতে) তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কি হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন গোলামদের খিয়ানত, নাফরমানী, মিথ্যা বলা এবং তোমার শাস্তি দেয়া সবকিছুর হিসাব নেয়া হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার সমান সমান হবে। তুমি সওয়াবও পাবে না এবং তোমাকে কোন শাস্তিও দেয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তখন তাদের বর্ধিত অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য তুমি সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তখন গোলামদের জন্য তোমার নিকট হতে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ সমস্ত কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বসল এবং চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি কি আল্লাহর এ বাণীটি পড় নি? "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল

---

২৩ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফা হাশর, হাদীস নং ৬১৬২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাতি না'য়ীমিহা ওয়া আহলীহা, বাবু ফানাইত দুনইয়া ওয়া বয়ানিল হাশর ইয়াওমাল কিয়ামাহ, হাদীস নং ২৮৫৯, পৃ. ৩৮৩

২৪ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} الانشقاق: 8 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মা সামিয়া শাইআন ফারাজাআহু হাত্তা ইয়ারিফাহু, হাদীস নং ১০৩, পৃ. ২১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু সিফাতিল জান্নাত ওয়া নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা, বাবু ইসবাতিল হিসাব, হাদীস নং ২৮৭৬, পৃ. ৩৮৭

২৫ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফী যিকরিল মিযান, হাদীস নং ৪৭৫৫, পৃ. ৬৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ওজনের পাল্লা স্থাপন করব এবং কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না। যদি আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তাও উপস্থিত করব, আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ঠ।"[২৬] তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমি আমার নিজের এবং ঐ সমস্ত গোলামদের ব্যাপারে তাদেরকে আমার নিকট হতে পৃথক করে দেয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছু পাচ্ছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি যে, তারা সকলেই মুক্ত।[২৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন: "اللهم حاسبني حسابا يسيرا" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিও।) আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! (স.) সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, বান্দা তার (কৃত গোনাহ সমূহের) আমলনামা দেখবে, অতঃপর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। হে আয়িশা! জেনে রাখ, সে দিন যার হিসাব যাচাই-বাছাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে।[২৮]

গুনার ভয় ও কান্না

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة 'যারা তাদেরকে যা দান করার দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়' এরা কি তারা যারা মদ্যপান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন; না, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং তারা ওসব লোক, যারা রোযা রাখে, সালাত পড়ে এবং সদকা-খয়রাত করে। তারা এ আশংকায় ভীত থাকে তাদের এসব কাজগুলি সম্ভবত কবুল নাও হতে পারে। এরা ওসব লোক যারা কল্যাণময় কাজে অগ্রগামী থাকে।[২৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হে আয়িশা! তুমি ওসব গুনা হতে বেঁচে থাক যে গুলো ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়। কারণ এসব ছোট ছোট গুনা গুলি খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর তরফ হতে ফেরেশতা নিযুক্ত করা আছে।[৩০]

হারামকে অন্য নামে হালাল করণের ভবিষ্যদ্বাণী

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম যে জিনিসকে উল্টিয়ে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী যায়েদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া বলেন, অর্থাৎ ইসলামী বিধানসমূহ হতে যেভাবে কোন পাত্রকে উল্টিয়ে দেয়া হয় তা হবে শরাবের ব্যাপারটি। তখন জিজ্ঞাসা করা হল। ইয়া

---

২৬ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين দ্র. আল-কুরআন, ২১ : ৪৭

২৭ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يُكَذِّبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي، وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الفَضْلُ.قَالَ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ {وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ} فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَهُمْ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মিন সূরাতিল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২১২, পৃ. ১৪৫

২৮ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু আহওয়ালিল কিয়ামাত ওয়া বাদইল খালক, বাবুল হিসাব ওয়াল কিসাস ওয়াল মীযান, পৃ.৪৮৭; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩০৮২, পৃ. ২০

২৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وقُلوبُهم وَجِلَةٌ) أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মিন সূরাতিল মু'মিনীন, হাদীস নং ৩২২৫, পৃ ১৪৬

৩০ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشَةَ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাব ফী তালাকিল আমাতি ওয়া ইদ্দাতিহা, হাদীস নং ২০৮০, পৃ. ৬৭২

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলাল্লাহ! তা কিভাবে হবে? অথচ শরাব যে হারাম, এর বিধান তো আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তারা অন্য নামে তার নামকরণ করে হালাল সাব্যস্ত করে নিবে।[৩১]

কারামত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হাবশার তথা আবিসিনিয়ার রাজা) নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, তাঁর কবরে সর্বদা আলো দেখা যাচ্ছে।[৩২]
ব্যাখ্যা: আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাবশায় হিজরতকারী মুসলিমগণকে আশ্রয় দিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। সুনানু আবী দাউদ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ আওনুল মা'বূদ-এ বলা হয়েছে: (وَلَعَلَّ النَّجَاشِيُّ مَاتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الشَّهَادَةِ) সম্ভবত নাজ্জাশীর কোন না কোন কারণে শাহাদতের মৃত্যু ছিলো, তাই তাঁর এ মর্যাদা হতে পারে।[৩৩]

মু'জিযা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) খন্দকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসলেন এবং যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) মাথার ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে হাযির হয়ে বললেন: আপনি তো অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনও উহা পরিত্যাগ করি নি। আপনি তাদের দিকে বের হয়ে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কোথায়? তখন তিনি বনূ কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের উদ্দেশ্যে (অভিযানে) বের হয়ে পড়লেন।[৩৪]

পাপের ফল আযাব-গযব

✿ হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন: আল্লাহ ব্যতিত কোন মা'বূদ নেই। আরবের জন্য মহাবিপদ সে দুর্যোগের কারণে, যা অতি নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গিয়েছে। এ কথা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার নিকটবর্তী (তর্জনী) অঙ্গুলী দুইটি গোল (ছিদ্রের পরিমাণটি) দেখালেন। তখন হযরত যয়নাব জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশি হবে।[৩৫]

---

৩১ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ - قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّاوِيُّ: يَعْنِي الْإِسْلَامَ - كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ يَعْنِي الْخَمْرَ. قِيلَ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مابين؟ قَالَ: يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا দ্র. *সুনানুদ্ দারামী*, খ. ৬, বাবু মা কীলা ফিল মুসকিরি, হাদীস নং ২১৫৩ পৃ. ৩১৮; *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাবুল ইনযার ওয়াত তাহযীর, হাদীস নং ৫১৪৪, পৃ. ৪৬০-৪৬১ .

৩২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিন নূর ইউরা ইনদা কাবরিশ শহীদ, হাদীস নং ২৫২৩, পৃ. ৩৪১

৩৩ মুহাম্মাদ আশরাফ ইবন আমীর ইবন আলী ইবন হায়দার, *আওনুল মা'বূদ শারহু সুনানি আবী দাউদ*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ ১৪১৫), খ. ৭, পৃ. ১৪২

৩৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الخَنْدَقِ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, বাবুল গোসল বা'দাল হারব ওয়াদ দীমার, হাদীস নং ২৬৫৮, পৃ ৩৯৪; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩১৬০

৩৫ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফিতান, বাবু কাওলুন নাবিয়্যি (স.) অয়লুন লিল আরাবি মিন শাররি কাদ ইকতারাবা, হাদীস নং ৬৬৫০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সা'আহ, বাবু ইকতিরানিল ফিতান, হাদীস নং ২৮৮০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ‘আমলিয়াত

আমল বা ‘ইবাদত করার জন্য সর্ব প্রথম মানুষের যে জিনিসটি দরকার তা হল ইসলামী জ্ঞান। শুধু কষ্ট বা পরিশ্রম করার নামই ‘ইবাদত নয়। কোন ব্যক্তি যখন সহীহ নিয়তে (আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে) কোন কাজ করে সেটা ‘এবাদত হিসেবে গণ্য হবে, তাতে সে সওয়াব পাবে। আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ‘উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে ইরশাদ করতে শুনেছি: প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরাত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার নিয়তে-সে নিয়ত (উদ্দেশ্যে) অনুযায়ী হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।[৩৬]

উত্তম আমল

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বেশি প্রিয় আমল হল তা, যা সর্বদা পালন করা হয়, তা যদিও পরিমানে কম হয়।[৩৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদের যখন কোনো ‘আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তা‘আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পববর্তী সব ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন: তোমাদের চেয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে আমিই বেশি ভয় করি ও বেশি জানি।[৩৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আয়িশা (রা.) অমুক মহিলা, এ-বলে তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, থাম, তোমরা যতটুকু সামর্থ রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা‘আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল তা-ই যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।[৩৯]

✿ উম্মুল মু’মিনী হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় কার্যাবলী হচ্ছে তা যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা পরিমাণে কম হয়।[৪০]

---

৩৬ عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু বাদয়িল ওহী, বাব কাইফা কানা বাদয়িল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহি (স.), হাদীস নং ১, পৃ. ২

৩৭ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৭৭৪; ২৬৫৩৫

৩৮ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (স.) আনা আলামুকুম বিল্লাহি ওয়া আন্নাল মা‘রিফাতা ফি‘লুল কালবি, হাদীস নং ২০, পৃ. ৭

৩৯ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবু আহাব্বুদ দীনে ইলাল্লাহি আদওয়ামুহা, হাদীস নং ৪৩, পৃ. ১১

৪০ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাব আল-কাসদু ওয়াল মুদাওয়ামাতুহু আলাল আমাল, হাদীস নং ৬১০০, পৃ. ৯৫৭; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু ফাদীলাতিল ‘আমালিদ দায়িমি মিন কিয়ামিল লাইলি ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং ৭৮২, পৃ. ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমরা যে পরিমাণ কাজ করতে সক্ষম তা সর্বদা করবে। কেননা তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কাজে বিরক্ত না হও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও সওয়াব দানে বিরক্ত হন না।[৪১]

❁ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, কল্যাণকর নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ হতে নিষেধ অথবা আল্লাহর যিকির ব্যতিত।[৪২]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে অথচ সে নামাজে রত, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে যতক্ষণ না তার ঘুম দূরীভূত হয়। কারণ তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাবস্থায় সালাত পড়ে তখন সে জানতে পারে না যে, সে কি বলছে? হতে পারে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে অভিসম্পাত করে বসে।[৪৩]
সূতরাং তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় করা উচিত নয়। ঘুম ঘুম ভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হলে সালাত আদায় করা উত্তম। আমল করার জন্য জ্ঞান দরকার। তাই জ্ঞানার্জন করাই সবচেয়ে বড় আমল।

জ্ঞানার্জনই সর্বোত্তম আমল

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জনের কোন পথ অবলম্বন করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেব। আর আমি যে ব্যক্তির দু'চক্ষু ছিনিয়ে নিয়েছি, তাকে তার বিনিময় জান্নাত দান করব। বস্তুত 'ইবাদত অধিক হওয়ার চেয়ে দীনি 'ইলম অধিক হওয়া শ্রেয়। আর দীনের মূল হচ্ছে সন্দেহ-সংশয় হতে বেঁচে থাকা।[৪৪]

কুরআন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল-কুরআন পড়ে এবং মুখস্ত করে তাঁর দৃষ্টান্ত সুমহান সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণের মত। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও অব্যাহত চেষ্টা সাধনা করে তাঁর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।[৪৫]

---

৪১ عن عائشة (ض) قالت قال رسول الله (ص) خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا দ্র. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ, বাবু মা ইউকরাহু মিনাত তাশদীদি ফিল ইবাদাতি, হাদীস নং ১১০০, পৃ. ১৫৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু ফাদীলাতিল 'আমালিদ দায়িমি মিন কিয়ামিল লাইলি ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং ৭৮২ পৃ.২৬৬

৪২ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আদ-দাহ্‌হাক, আত্‌-তিরমিযী, *সুনানুত্‌ তিরমিযী*(দিল্লী: কুতুব খানায় রশিদীয়্যা, তা. বি.), খ. ২, আবওয়াবুল যুহদ আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মা জাআ ফী হিফযিল লিসান, হাদীস নং ২৫২৫; সুনানু ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফিতান, বাব কাফ্‌ফুল লিসান ফিল ফিতনাহ, হাদীস নং ৩৯৭৪

৪৩ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ওয়াযূ, বাব আল-ওয়াযূ মিনান নাওমি.., হাদীস নং ৬১০০, পৃ. ৯৫৭; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু আমরিন মান নাআসা ফী সালাতিহি, হাদীস নং ৭৮৬, পৃ. ২৬৭

৪৪ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ: سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ: أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَقَصْدٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, তৃতীয় ফছল, হাদীস নং ২৫৫

৪৫ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাবু তাফসীরি সূরাহ আবাসা ওয়াতাওয়াল্লা, হাদীস নং ৪৬৫৩

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদের বিষয়ে সূরা বাকারা-এর আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে গিয়ে তা লোকদেরকে শিক্ষা দিলেন।[৪৬]

❁ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ এর পর সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াত উল্লেখ করে বললেন: রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতি আয়াত থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন।[৪৭]

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পর্ব

মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ডান হাত তাঁর পবিত্র কার্যাবলি ও খাওয়া-দাওয়ার জন্য (ব্যবহৃত হত) আর তাঁর বাম হাত তাঁর পায়খানা-প্রস্রাব ও অন্যান্য অপ্রিয় কাজের জন্য (ব্যবহৃত হত) ।[৪৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে, সে যেন সাথে তিনটি পাথর (ঢিলা) নিয়ে যায়, যেগুলো দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে। কেননা, এটাই তার জন্য যথেষ্ট।[৪৯]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মল-মূত্র ত্যাগ করে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন: غفرانك হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা কামনা করছি।[৫০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তোমাদের নিকট বলে, রাসূলুল্লাহ (স.) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তাহলে তোমরা তাকে বিশ্বাস করো না বরং তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন। [৫১]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) প্রস্রাব করলেন, আর হযরত 'উমার (রা.) পানির একটি পাত্র নিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বললেন, হে উমার! এটা কি? 'উমার (রা.) বললেন: আপনার ওযু করার জন্য পানি। তখন তিনি বললেন, আমি এজন্য আদিষ্ট

---

৪৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাবু তাহরীমি তিজারাতিল খামরি ফিল মাসজিদ, হাদীস নং ৪৪৭; খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাব আহাল্লাল্লাহুল বায়'আ ওয়া হাররামার রিবা, হাদীস নং ৪২৬৬

৪৭ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হুরূফ ওয়াল কির'আত, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ২০০১

৪৮ দ্র. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু কারাহিয়্যাতি মাচ্ছিয যাকার বিল ইয়ামীন ফিল ইসতিব্‌রা, হাদীস নং ৩৩, পৃ. ৫

৪৯ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল ইসতিনজা বিল আহজার, হাদীস নং ৪০, পৃ. ৬; *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ৪৪, পৃ.৮

৫০ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: غُفْرَانَكَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা খারাজা মিনাল খালা, হাদীস নং ৫, পৃ. ৩; *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাতি ওয়া সুনানিহি, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা খারাজা মিনাল খালা, হাদীস নং ৩০০, পৃ. ১১০

৫১ দ্র. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবত তাহারাত, বাবু মা জা'আ ফিন নাহ্ই আনিল বাওলি কায়িমান, হাদীস নং ১২, পৃ. ৩ ; *সুনানু নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল বাওলি ফিল বাইতি জালিছান, হাদীস নং ২৯, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

হই নি যে, যখনই প্রস্রাব করব তখনই ওযু করব। আমি যদি এরূপ করি; তবে তা সুন্নাতে পরিণত হয়ে যাবে।[৫২]

ঋতুস্রাব (হায়য) থেকে পবিত্রতার্জন

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে একই লেপের মধ্যে ছিলাম। এ অবস্থায় আমার হায়য শুরু হল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যাও শক্তকরে পট্টি বেঁধে ফিরে এসো।[৫৩]

❁ হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সালাত আদায় করতেন এ অবস্থায় আমি তাঁর পাশে ছিলাম এবং আমি ঋতুবতী ছিলাম। যখন তিনি সিজদা করতেন, কখনও কখনও তাঁর গায়ের কাপড় আমার গায়ে এসে পড়ত। তিনি (মায়মূনা রা.) একটি চাদরের উপর সালাত আদায় করছিলেন।[৫৪]
মুসল্লির পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ নাপাক জিনিসের উপর থাকলে সালাত আদায় হয় না। অথচ ঋতুবতী নারীর গায়ের উপর থাকলে সালাত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হায়য অবস্থায় তার সম্পূর্ণ শরীর নাপাক নয়, লজ্জাস্থান ব্যতিত।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স.) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। অথচ তখন আমরা উভয়ে নাপাক অবস্থায় থাকতাম। তিনি আমাকে হুকুম করতেন, আমি শক্ত করে পায়জামা বাঁধতাম (কাপড় পরতাম) অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গম ব্যতিত অন্যান্য উপভোগ করতেন, অথচ তখন আমি ঋতুমতী থাকতাম। আর তিনি ই'তেকাফে থাকাবস্থায় তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন আমি তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতী থাকতাম।[৫৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম এবং তা (পেয়ালাটি) রাসূলুল্লাহ (স.) কে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রাখতেন। অতঃপর পানি পান করতেন। আর কখনো কখনো আমি ঋতুস্রাব (হায়েয) অবস্থায় হাড়যুক্ত গোশত চোষণ করতাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ (স.) কে দিতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রাখতেন এবং তা খেতেন ।[৫৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কোলে হেলান দিতেন এবং কোরআন তিলাওয়াত করতেন, অথচ তখন আমি ঋতুমতী থাকতাম।[৫৭]

---

৫২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرُ ، فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ: مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, বাব মান বালা ওয়া লাম ইয়ামুচ্ছা মাআন, হাদীস নং ৩২৭, পৃ. ১১৮

৫৩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ، فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ، فَقَالَ: قُومِي، فَائْتَزِرِي، ثُمَّ عُودِي দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৭৯৯

৫৪ عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুস সালাতি ফিস সিয়াবি, বাব ইযা আসাবা সাওবুল মুসল্লি ইমরাআতাহু ইযা সাজাদা, হাদীস নং ৩৭৯, পৃ. ৩৭২

৫৫ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাব মুবাশারাতুল হায়িয, হাদীস নং ২৯৫; ২৯৬, পৃ. ৪৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাব মুবাশারাতুল হায়িয ফাওকাল ইযারি, হাদীস নং ২৯৩, পৃ. ১৪১

৫৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيّ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাব জাওয়যু গোসলি র'াসি যাওজিহা ওয়া তারজীলিহি.., হাদীস নং ৩০০, পৃ. ১৪২

৫৭ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাব জাওয়যু গোসলি র'াসি যাওজিহা ওয়া তারজীলিহি.., হাদীস নং ৩০১, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বলেছেন: মসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি দাও! আমি বললাম, আমিতো ঋতুমতী।[৫৮] তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমার ঋতুস্রাব (হওয়া না হওয়া) তোমার হাতে নয়।[৫৯]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন আমরা ঋতুবতী হতাম তখন শয্যা হতে নেমে মাদুরের ওপর আসতাম। আর আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকটবর্তী হতাম না এবং তাঁর কাছে যেতাম না যতক্ষণ না আমরা (হায়েয থেকে) পবিত্র হতাম।[৬০]

✽ হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাথে থাকতেন অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়ে সবকিছু করতেন সঙ্গম ব্যতিত, অথচ তিনি ঋতুবতী।[৬১]

ইস্তেহাযা থেকে পবিত্রতা অর্জন

✽ হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে এক মহিলার ঋতুর খুন প্রবাহিত হতে লাগল। তার জন্য উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)এর নিকট মাস'আলা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, সে দেখবে এ অবস্থা ঘটবার আগের মাসে যে কয়দিন তার হায়য হয়েছিল, এ মাসেও সে কয়দিন পরিমাণ সালাত ত্যাগ করবে। যখন ঐ পরিমাণ দিন শেষ হয়ে যাবে, সে গোসল করবে। অতঃপর এক খণ্ড কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধবে, তারপর সালাত আদায় করবে।[৬২] পট্টি বাঁধা অবস্থায়ও যদি খুন প্রবাহিত হতে থাকে, তবে সালাত আদায় করবে।

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমি একজন অবিরাম ঋতুস্রাবের রোগিণী। তাই আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না, এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দিব? উত্তরে তিনি বললেন, না। এটা শিরার রগ হতে নির্গত রক্ত, যা হায়যের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়য উপস্থিত হবে তখন তুমি সালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করবে অতঃপর সালাত আদায় করবে।[৬৩]

১৪২; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু কিরআতির রাজুলি ফী হুজরি ইমরাতিহি ওয়া হুয়া হায়িয, হাদীস নং ২৯৩, পৃ. ৪৩

৫৮ হায়য, নিফাস বা এরূপ অন্য কোন করণে যাদের উপর গোসল করা ফরয, তাদের মাসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কিন্তু গুরুতর প্রয়োজন বশত প্রবেশ করার বিধান আছে। দ্র. হযরত মাওলানা শাহ্ ছুফী নেছারউদ্দীন আহমদ ছাহেব (রহ.), *তরিকুল ইসলাম*(নেছারাবাদ: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১১তম সংস্করণ, ১৯৯৪), খ. ২, পৃ. ১৬৫

৫৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ দ্র. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাব জাওয়াযু গোসলি র'াসি যাওজিহা ওয়া তারজীলিহি, হাদীস নং ২৯৮, পৃ. ১৪২

৬০ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ المِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফির রাজুলি ইউসিবু মিনহা না দুনাল জিমা'য়ি, হাদীস নং ২৭১, পৃ. ৩৫

৬১ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিস আল-হিলালীয়া (রা.), হাদীস নং ২৬৯০৪

৬২ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعْنِى أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِى أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لْتُصَلِّى দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২০৮; দ্র. সুনানু আবী দাউদ, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাব ফিল মারআতি তুসতাহাযাতু.., হাদীস নং ২৭৪

৬৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওযু, বাব গোসলুদ দম, হাদীস নং ২২৬, পৃ. ৩৬; *সহীহু মুসলিম* প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাবুল মুসতাহাযাতি ওয়া গোসলিহা ওয়া সালাতিহা, হাদীস

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওযু

❁ হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সাধারণত একটি হলুদ রঙের পাত্রে ওযু করতেন।[৬৪]

❁ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে কোন মুসলিম বান্দা ওযু করে। অতঃপর সে ওযু পরিপূর্ণরূপে করে। এরপর প্রত্যেক দিন বার রাকা'আত নফল সালাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, এ হাদীস শুনার পর আমি কখনও এ বার রাকা'আত নফল সালাত কখনও ত্যাগ করি নি।[৬৫]

❁ হযরত মায়মূনা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ওযু করেছেন, তাঁর নাপাকীর গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে।[৬৬]

ওযু আবশ্যক হওয়ার কারণ

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে পাঁজরের ভুনা গোশত খেতে দিলাম। অতঃপর তিনি তা হতে কিছু খেলেন। এরপর তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন, তথচ (নতুনভাবে) ওযু করলেন না।[৬৭]

❁ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) মারওয়ানের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা ওযু করবে। হযরত মারওয়ান (রা.) তখন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে জানতে চান। উম্মু সালামা (রা.) বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কাছে বকরীর রানের গোশত কামড়িয়ে কামড়িয়ে খেলেন। অতঃপর সালাতের জন্য বের হলেন, অথচ তিনি (নতুনভাবে) ওযু করলেন না।[৬৮]

❁ হযরত মায়মূনা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদা বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। অতঃপর সালাত আদায় করলেন, অথচ ওযু করলেন না।[৬৯]

❁ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণ করার পর তোমরা ওযু করবে।[৭০]

নং ৩৩৩, পৃ. ১৫১

৬৪ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু যয়নাব বিন্ত জাহাশ যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮০৯

৬৫ عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَوْ بَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهِنَّ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি হাবীবা বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা.), হাদীস নং ২৬৮৩৭

৬৬ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়া যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৮৪৪

৬৭ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا قَرَّبَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৬৭৮

৬৮ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ مَرْوَانَ، قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَهَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَتِفًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৬৬৮; ২৬৭৬৬

৬৯ عن مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালিয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৭০

Dhaka University Institutional Repository

অত্র হাদীসে ওযু বলতে ওযুর শাব্দিক অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। খাদ্য গ্রহণের পর হাত ও মুখ ধোয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে সালাতে দাঁড়াবে।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কখনও তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন; অতপর সালাত আদায় করতেন, অথচ (নতুন) ওযু করতেন না।[৭১]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, নবী (স.) অপবিত্র (জুনুবী) অবস্থায় নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিতেন এবং সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন।[৭২]

ওযুর সুন্নাতসমূহ

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যে কোন কাজ যথাসম্ভব তাঁর ডান দিক হতে আরম্ভ করতে ভালবাসতেন। যেমন: পবিত্রতা অর্জন করতে, মাথা আঁচড়াতে ও জুতা পরিধান করতে।[৭৩]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর একখণ্ড কাপড় ছিল, যার দ্বারা তিনি ওযু করার পর তাঁর অঙ্গসমূহ মুছে নিতেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সবল নয়, কারণ এর বর্ণনাকারী আবূ মু'য়ায মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল।[৭৪]

দশটি দীনি স্বভাব

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন: দশটি বিষয় দীনি স্বভাবের অন্তর্গত গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, গুপ্তস্থানের লোম কাটা ও পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দশমটি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত তা কুলি করা হবে।[৭৫]

---

৭০ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّار দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফইয়ান (রা.), হাদীস নং ২৬৮৩৫ ; ২৬৮৩৪ ; ২৬৮২৯

৭১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ দ্র. আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, *সুনানুন নাসাঈ*(করাচি: আদব মানযিল, তা. বি.), খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব তারকিল ওযুয়ি মিনাল কুবলাতি, হাদীস নং ১৭০, পৃ. ২১; *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাতি ওয়া সুনানিহা, বাবুল ওযুয়ি মিনাল কুবলাতি, হাদীস নং ৫০২, পৃ. ১৬৮; *সুনানুত্‌ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়বুত তাহারাতি, বাব মা জাআ ফী তারকিল ওযুয়ি মিনাল কুবলাতি, হাদীস নং ৮৬, পৃ. ১৩; সুনানু আবী দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবত তাহারাত, বাবুল ওযু মিনাল কুবলাতি, হাদীস নং ১৭৮, পৃ. ২৪

৭২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুত জাওযি নাওমিজ জুনুবি ওয়া ইসতিহ্বাবুল ওয়াদূ লাহু, হাদীস নং ৩০৫

৭৩ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَثُ أَخِيرًا: كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওযু, বাবত তাইয়াম্‌মুনি ফী ওযুয়ি ওয়াল গাছলি, হাদীস নং ১৬৬, পৃ. ২৭; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাহারাত, বাবুত তাইয়ামমুনি ফিত তুহূরি ওয়া গারিহি, হাদীস নং ২৬৮, পৃ. ১৩২

৭৪ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ দ্র. *সুনানুত্‌ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব মা জাআ ফিত তামানদুলি বা'দাল ওযু, হাদীস নং ৫৩, পৃ. ৯

৭৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ،وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু খিসালিল ফিতরাতি, হাদীস নং ২৬১, পৃ. ১২৭ ; *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াকি মিনাল ফিতরাতি, হাদীস নং ৫৩, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

মিসওয়াকের বিবরণ

❁ হযরত উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি: যদি না আমি আমার উম্মতের উপর বেশি কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তবে তাদেরকে (ফরয হিসেবে) প্রত্যেক সালাতের জন্য মেসওয়াক করতে আদেশ দিতাম, যেমন তারা ওযু করে।[৭৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন: মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কার করার উপকরণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সনদ ছাড়াই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৭৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে কিংবা দিনে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন তখনই ওযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[৭৮]

❁ মিকদাদ ইব্ন শুরায়হ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে এসে কোন কাজটি প্রথম করতেন। তিনি বললেন, মিসওয়াক।[৭৯]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) মিসওয়াক করতেন, অতঃপর মিসওয়াকটি ধৌত করার জন্য আমাকে দিতেন। আমি (ধৌত করার পূর্বে) প্রথমে তা দ্বারা নিজে মিসওয়াক করতাম। তারপর তা ধৌত করতাম এবং তাঁকে দিতাম।[৮০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদা মিসওয়াক করছিলেন, তখন তাঁর নিকট দু'জন ব্যক্তি ছিল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। তখন তাঁর প্রতি মিসওয়াকের ফজিলত সম্পর্কে ওহী নাযিল করা হল যে, বড় জনকে দিন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বড় জনকে মেসওয়াকটি দিন।[৮১]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন: যে সালাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় তার ফদীলত সে সালাতের তুলনায় সত্তরগুণ বেশি, যার জন্য মিসওয়াক করা হয় নাই।[৮২]

---

৭৬ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، كَمَا يَتَوَضَّئُونَ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি হাবীবা বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা.), হাদীস নং ২৬৮১৯

৭৭ عن عائشة قَالَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুস সাওম, বাব আস-সিওয়াকির রাতিব ওয়াল ইয়াবিস, পৃ. ৫১৮; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব আত-তারগীবু ফিস সিওয়াক, হাদীস নং ৫, পৃ. ৩

৭৮ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব আস-সিওয়াকু লিমান কামা মিনাল লাইলি, হাদীস নং ৫৭, পৃ. ৮

৭৯ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক, হাদীস নং ২৫৩

৮০ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব গাসলিস সিওয়াস, হাদীস নং ৫২, পৃ. ৭

৮১ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ، أَنْ كَبِّرْ أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুন ফির রজুলি ইয়াসতাকু বে সেওয়াকি গাইরিহি, হাদীস নং ৫০, পৃ. ৭

৮২ عن عائشة (ض) قالت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضعفا দ্র. আহমাদ ইব্নুল হুসাইন ইব্ন আলী আবূ বকর আল-বাইহাকী, তাহকীক: ড. আব্দুল আলী আব্দুল হামীদ হামিদ, শু'আবুল ঈমান(রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ ১৪২৩/২০০৩), খ. ০৪, তহারাত, ফাদ্লুল ওযূ, হাদীস নং ২৫১৯, পৃ. ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য তিনটি পাত্র ঢেকে রাখতাম। একটি ওযুর জন্য, একটি মিসওয়াকের জন্য আর একটি পান করার জন্য।[৮৩]

গোসল

❁ ইব্ন আব্বাস (রা.) হযরত মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিনবার হাত ধৌত করলেন। সুলায়মান (রহ.) বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধুলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তাঁর দু'পা ধৌত করলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।[৮৪]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন জানাবাত হতে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে গোসল করতেন তখন প্রথমেই দু'হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন, অতঃপর সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে প্রবেশ করাতেন এবং তার দ্বারা চুলের গোরা খেলাল করতেন। অতঃপর দু'হাতের অঞ্জলি ভরে তিনবার মাথার ওপর পানি ঢালতেন, অতঃপর শরীরের সম্পূর্ণ চামড়ায় পানি প্রবাহিত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু ইমাম মুসলিম (রা.) এর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) প্রথমে পাত্রে হাত প্রবিষ্টকরণের পূর্বে উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর পানি ঢালতেন এবং তার দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করতেন, অতঃপর ওযু করতেন।[৮৫]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি আমার মাথার চুলের বেণি শক্তভাবে বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি কি তা খুলব? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, না; তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে, আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সর্বশরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা লাভ করবে।[৮৬]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মু সুলাইম (আনাসের মা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জা করেন না। (সুতরাং আমিও লজ্জা করব না।) স্ত্রীলোকের উপর কি গোসল ফরয হয়, যখন তার স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ। যখন সে জাগ্রত হয়ে বীর্য দেখে। এ কথা শুনে হযরত উম্মু সালামা (লজ্জায়) মুখ ঢেকে ফেললেন এবং

---

৮৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً، إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহুরি ওয়া সুনানিহা, বাবু তাগতিয়াতিল ইনা, হাদীস নং ৩৬১, পৃ. ১২৯

৮৪ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল গোসল, বাবু মান আফরাগা বিইয়ামিনিহি আলা শিমালিহি ফিল গোসল, হাদীস নং ২৫৮

৮৫ عَن عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثمَّ يصب على رَأسه ثَلَاث غرف بيدَيْهِ ثمَّ يفِيض المَاء على جلده كُله وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল গাসলি, বাবুল ওযুয়ি কাবলাল গাসলি, হাদীস নং ২৪৫, পৃ. ৩৯; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাহারাত, বাবু সিফাতিল জানাবাতি, হাদীস নং ৩১৬, পৃ. ১৪৭

৮৬ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু হুকমি দাফায়িরিল মুসতাগছালাতি, হাদীস নং ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় (এবং পুরুষের ন্যায় বীর্যপাত হয়)? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কি আশ্চর্য! তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে? (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মু সুলায়মের বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাগুলি বেশি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এ কথাও বলেছেন যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের মধ্যে যেটিই জয়ী হয় অথবা গর্ভাশয়ে আগে প্রবেশ করে, সাদৃশ্য তারই হয়।[৮৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারীদের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) কে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন। অতঃপর বললেন: তুমি মেশকের সুগন্ধিযুক্ত একটি কাপড়ের খণ্ড নেবে এবং তার দ্বারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল: কিরূপে আমি তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করব? তিনি আবার বললেন, তুমি তার দ্বারা উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। সে পুনরায় বলল: কিরূপে আমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, সুবহান আল্লাহ (এটাও বুঝলে না) তা দ্বারা তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং (চুপে চুপে) বললাম, (রক্তস্রাব শেষ হলে) তা দ্বারা (যৌনাঙ্গের ভেতরে মুছে) রক্তের দাগ দূর করবে।[৮৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করা হলো সে লোক সম্পর্কে, যে (জাগ্রত হয়ে শুক্রের) আদ্রতা পেয়েছে, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। (সে কি করবে?) জবাবে তিনি বলেন: সে গোসল করবে। তাঁকেও আরও জিজ্ঞেস করা হলো সে লোক সম্পর্কে যার ধারণা হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে। অথচ সে শুক্রের আদ্রতা পাচ্ছেনা, সে কি করবে? তিনি বললেন: তাঁর ওপর গোসল ফরয নয়। এমন সময় হযরত উম্মু সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! যে স্ত্রীলোক সেরূপ দেখবে তার ওপরও কি গোসল ফরয হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই ন্যায়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ) তবে দারেমী ও আবূ দাউদ তথা তার উপর গোসল ফরয নয় এ কথা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।[৮৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যখন পুরুষের খাতনার স্থল স্ত্রীর খাতনার স্থল অতিক্রম করে, তখন উভয়ের ওপর গোসল ফরয হবে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: আমি ও রাসূলুল্লাহ (স.) এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা উভয়ে গোসল করেছি।[৯০]

---

৮৭ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু ওজূবিল গসল আলাল মারআতি বেখুরূজিল মনি মিনহা, হাদীস নং ৩১৩

৮৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَت كَيفَ أتطهر قَالَ تطهري بهَا قَالَت كَيفَ قَالَ سُبْحَانَ الله تطهري فاجتبذتها إِلَيّ فَقلت تتبعي بهَا أثر الدَّم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাব দালকুল মারআতি নাফসাহা ইযা তাতহ্হাত মিনাল মাহীযে.., হাদীস নং ৩০৮, পৃ. ৪৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাবু ইসতিহবাবি ইস'তিমালিল মাগসালাতি মিনাল হায়য.., হাদীস নং ৩৩২, পৃ. ১৪৭

৮৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: يَغْتَسِلُ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফির রাজুলি ইয়াজিদুল বাল্লাতা ফী মানামিহি, হাদীস নং ১৩৬, পৃ. ৩১; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব মা জাআ ফীমান ইয়াসতাইকিযা ফাইয়ারা বালালান.., হাদীস নং ১১৩, পৃ. ১৮ *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাইয়ামমুম, বাব মান ইহতিমালা লাম ইয়ারা বালালান, হাদীস নং ১১২, পৃ. ২০০

৯০ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব মা জাআ: ইযা ইলতাকা খাতানানি ওজাবাল গোসলু, হাদীস নং ১০৮, পৃ. ১৮; *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাইয়াম্মুম, বাবু মা জাআ ফী ওজূবিল গোসল ইযা ইলতাকাল খাতানানি, হাদীস নং ৬০৮, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক মুসলিম মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললেন, আমার চুল খুব ঘন ও ঝুটি বাধা। আমি কি জানাবাত হতে পবিত্র হওয়ার জন্য চুল কমিয়ে ফেলব? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তিনবার চুলে পানি ঢালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[৯১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) গোসল করার পর পুনরায় ওযু করতেন না।[৯২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) খিতমী নামক ঘাস দ্বারা তাঁর নিজ মাথা ধৌত করতেন। অথচ তখন তিনি নাপাক থাকতেন। তিনি এটাকে যথেষ্ট মনে করতেন এবং মাথায় পুনরায় পানি ঢালতেন না।[৯৩]

সুন্নাত গোসল

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) চার কারণে গোসল করতেন: ১. নাপাকীর কারণে, ২. জুমার দিনে, ৩. শিঙ্গা নেয়ার কারণে এবং ৪. মৃতকে গোসল দানের কারণে।[৯৪]

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা মুবাহ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন নাপাক অবস্থায় থাকতেন, আর এ সময় কোন কিছু খাওয়া কিংবা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সালাতের ন্যায় ওযু করতেন।[৯৫]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার বিছানায় নাপাক হতেন। অতঃপর ঘুমাতেন, আবার জাগ্রত হতেন, আবার ঘুমাতেন। অর্থাৎ ফরয গোসলের জন্য তাড়াহুড়া করতেন না।[৯৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সকল অবস্থায় মহান আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এমনকি নাপাক অবস্থায়ও ।[৯৭]

---

[৯১] عن أم سلمة قالت: إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت: يا رسول الله؛ إني امرأةٌ أشدُّ ضُفُرَ رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثياتٍ من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিল মারআতি হাল তানকুদু শা'রাহা 'ইনদাল গোসলি, হাদীস নং ২৫১

[৯২] عن عائشة (ض) قالت كان النبى (ص) لا يتوضأ بعد الغسل দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিল ওযুয়ি বাদাল গোসলি, হাদীস নং ২৫০, পৃ.৩৩; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব মা জাআ ফির রাজুলি ইয়াসতাদফি'উ বিল মার'আতি বা'দাল গোসলি, হাদীস নং ১২৩, পৃ. ১৭; *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়বুত তাইয়াম্মুম, বাব ফিল ওযু'য়ি বা'দাল গোসলি, হাদীস নং ৫৭৯, পৃ. ১৯১; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু তারকিল ওযু মিম বা'দিল গোসল, হাদীস নং ২৫২, পৃ. ২৯

[৯৩] عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিল জুনুবি ইয়াগসিলু রা'সাহু, হাদীস নং ২৫৬, পৃ. ৩৪

[৯৪] عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিল গোসলি ইয়াওমাল জুম'আতি, হাদীস নং ৩৪৮, পৃ. ৪৯

[৯৫] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল গোসলি, বাব আয-যুনুবু ইয়াতাঅয্যা'উ সুম্মা ইয়ানামু, হাদীস নং ২৮৪, পৃ. ৪৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হায়য, বাবু জাওযি নাওমিজ জুনুব ওয়া ইসতিহবাবুল ওযু লাহু, হাদীস নং ৩০৫, পৃ. ১৪৪

[৯৬] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৫৯৪

[৯৭] قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু যিকরিল্লাহি তা'আলা ফী হালাতিল জানাবাতি ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং ৩৭৩, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) অনেক সময় নাপাকীর গোসল করতেন। অতঃপর গরম হওয়ার জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। আমার গোসল করার পূর্বেই।[৯৮] ইব্ন মাজা, তিরমিযীও অনুরূপ (অর্থবোধক হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমরা এসব ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ আমি ঋতুমতী নারী এবং নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাতায়াত হালাল মনে করি না।[৯৯]

অপবিত্রকে পবিত্রকরণ

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন: তাঁকে এক মহিলা (ইবরাহীম ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আওফের উম্মু ওলাদ বা সন্তানের মা) বলেন, আমার কাপড়ের আচল নিচের দিকে লম্বা (আমি মাসজিদে এসে সালাত আদায় করি এ জন্য) আমাকে পবিত্র ও অপবিত্র জায়গা অতিক্রম করে আসতে হয়, এর হুকুম কি? তিনি (উম্মু সালামা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরূপ ক্ষেত্রে বলেছেন: পূর্ববর্তী পাক জায়গার মাটি উহাকে (আগের নাপাকীকে) পাক করে দেয়।[১০০]

❁ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, (আমার খালা) হযরত মায়মূনা (রা.) এর আযাদ করা বাঁদীকে একটি বকরী দান করা হলো। পরে তা মরে গেল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং বললেন: কেন তোমরা এর চামড়া (দাবাগাত) পাকা করলে না। অতঃপর তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হলে না। উত্তরে তাঁরা বললেন, এটা তো মৃত! রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তা খাওয়া হারাম।[১০১] অর্থাৎ মরা পশুর গোশত খাওয়া হারাম। তার চামড়া পাকা করে কাজে লাগানো হারাম নয়। কাঁচা চামড়া (দাবাগাত) পাকা করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

❁ হযরত সাওদা (রা.) বলেন, আমাদের একটি ছাগল মারা গেল এবং আমরা তার চামড়া পাকা করলাম। অতঃপর আমরা সর্বদা তাতে নবীয বানাতাম (তৈরি করাতাম), যাতে ওটা পুরান মশকে (পানীয় দ্রব্য বহনের একপ্রকার চামড়ার থলি) পরিণত হল।[১০২]

❁ (বিশিষ্ট তাবেয়ীদ্বয়) হযরত আসওয়াদ ও হাম্মাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তাঁরা হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাপড় হতে বীর্য খুঁচিয়ে ফেলতাম। (মুসলিম) হযরত আলকামা এবং আসওয়াদও হযরত আয়িশা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তাতে রয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) সে কাপড়েই সালাত আদায় করেছেন।[১০৩]

---

৯৮ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ১, আবওয়বুত তাইয়াম্মুম, বাব ফিজ জুনুবি ইয়াসদাতফিউ বিইমর'াতিহি কাবল আন তাগতাসিলা, হাদীস নং ৫৮০, পৃ. ১৯২; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়বুত তাহারাত, বাব মা জাআ ফির রাজুলি ইয়াসদাতফি'উ বিল মারআতি বা'দাল গোসলি, হাদীস নং ১২৩, পৃ. ১৭;

৯৯ عن عائشة (ض) قالت قال رسول الله (ص) وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিল জুনুবি ইয়াদখুলুল মাসজিদ, হাদীস নং ২৩২, পৃ. ৩০

১০০ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিল আযা ইউসিবুয্ যায়ল, হাদীস নং ৩৮৩

১০১ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ: قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবুস সাদাকাতি 'আলা মাওয়ালী আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ১৪২১

১০২ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا দ্র. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু তাতহীরিন নাজানাত, আল-ফাসলুল আওয়াল, হাদীস নং ৪৬৭

১০৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ رواه مسلم برواية علقمة و الاسود عن عائشة (ض) نحوه ثم يصلى فيه দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাহারাত, বাবু হুকমিল মনিয়্যি, হাদীস নং ২৮৮, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে আদেশ করেছেন, যখন তা দাবাগাত করা হবে।[১০৪]

✿ হযরত মায়মূনা (রা.) বলেন: কুরায়শ বংশের কয়েকজন লোক গাধার ন্যায় বিরাট আকারের তাদের একটি মরা বকরী টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছ দিয়ে গমন করছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে বললেন: যদি তোমরা এর চামড়টা খুলে দাবাগাত (পাকা) করে নিতে ভাল হত! তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল (স.) এটা তো মরা। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, পানি আর কারয (সলমগাছের পাতা, যা দ্বারা চামড়া পাকা করা হত) এটাকে পাক করে দিবে।[১০৫]

সালাত পর্ব

সালাতের ওয়াক্ত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ (রা.) এশার সালাত আদায় করতেন, পশ্চিম আকাশের লালিমা দূরিভূত হওয়ার পর থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে।[১০৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ফযরের সালাত আদায় করতেন, অতঃপর মহিলারা চাদর আবৃতাবস্থায় ঘরে ফিরে যেতেন, অথচ অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতনা।[১০৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত কোন সালাতকে শেষ ওয়াকতে দুইবার আদায় করেন নি।[১০৮]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তোমাদের অপেক্ষা যোহরের সালাত আগে আগে আদায় করতেন, আর তোমরা আসরের সালাত তাঁর অপেক্ষা আগে আগে আদায় কর।[১০৯]

আজান ও এর জবাব প্রদান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মুয়াজ্জিনকে শাহাদাত (اشهد ان لا اله الا الله- বলতে শুনতেন, তখন তিনি বলতেন, আমিও সে সাক্ষ্য দিচ্ছি যা মুয়াজ্জিন দিচ্ছে।[১১০]

---

১০৪ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী 'উহাবিল মাইতাতি, হাদীস নং ৪১২৪, পৃ. ৫৬৯

১০৫ عن ميمونة قالت: مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী 'উহাবিল মাইতাতি, হাদীস নং ৪১২৬

১০৬ عن عائشة (ض) قالت كَانُوا يُصَلُّونَ العَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু মাওয়াকীতুস সালাত, বাব আন-নাওমু কাবলাল 'ইশা লিমান গালাবা, হাদীস নং ৫৪৪, পৃ. ৮০

১০৭ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু মাওয়াকীতুস সালাত, বাবু ওয়াকতিল ফাজরি, হাদীস নং ৫৫৩, পৃ. ৭১; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়দি'উল সালাতি, বাব ইসতিহবাবিত তাকবীর বিসুবহী, হাদীস নং ৬৪৫, পৃ. ২৩০

১০৮ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মা জাআ ফিল ওয়াকতিল আওয়ালি মানাল ফাদলি, হাদীস নং ১৭৪, পৃ. ২৪

১০৯ عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعجِيلاً للظُّهرِ مِنْكُمْ، وأَنتم أَشَدُّ تَعجِيلاً للعَصرِ مِنهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা জা'আ ফী 'তাখীরিস সালাতিল আসর, হাদীস নং ১৬১

১১০ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ، قَالَ: وَأَنَا، وَأَنَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা সামি'য়াল মুয়াজ্জিন, হাদীস নং ৫২৬, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তাঁর কাছে থাকতেন, দিনে ও রাতে যখনই মু'য়াজ্জিনের আযান শুনতে, তখনই তিনি মু'য়াজ্জিনের অনুরূপ কথাগুলো বলে আযানের জবাব দিতেন। মু'য়াজ্জিন আযান শেষ করলে তিনিও জবাব শেষ করতেন।[১১১]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি যেন মাগরিবের আযানের সময় বলি- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي হে আল্লাহ! এ তোমার রাত্রের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার মুআযযিনদের আযানের ধ্বনির সময়, আমাকে ক্ষমা কর।[১১২]

সালাতের স্থানসমূহ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যে রোগ হতে আর সুস্থ হয়ে ওঠেন নি, সে রোগ শয্যায় থেকেই বলেছিলেন: ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হউক, কারণ তারা আম্বিয়ার কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল।[১১৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মান করতেন, তাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধময় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৪]

সালাতের নিয়ম-কানুন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সালাত আরম্ভ করতেন তাকবীর সহকারে এবং কেরাত আরম্ভ করতেন আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন সহকারে। যখন রুকূ' করতেন মাথা বেশি জাগাতেন না এবং বেশি নিচুও করতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন। যখন রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সেজদায় যেতেন না এবং সেজদা হতে যখন মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (পুনরায়) সেজদায় যেতেন না এবং তিনি প্রতি দুই রাক'আতে একবার আততাহিয়্যাতু পড়তেন। তারপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো নিতম্বের ওপর বসতে (কুকুর-বৈঠক) নিষেধ করতেন এবং কোন ব্যক্তিকে তাঁর নামাজে দুই হাত হিংস্র জন্তুর মতো বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন এবং সালাম সহকারে সালাত শেষ করতেন।[১১৫]

---

১১১ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ، حَتَّى يَسْكُتَ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি হাবীবা বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা.), হাদীস নং ২৭৪৬১

১১২ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকূলু 'ইনদা আযানিল মাগরিব, হাদীস নং ৫৩০

১১৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাবুস সালাতি ফিল বাই'আতি, হাদীস নং ৪২৫, পৃ. ৬২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, বাবুন নাহিই 'আন বিনাইল মাসাজিদে 'আলাল কুবূর.., হাদীস নং পৃ.৫২৯, পৃ. ২০১

১১৪ عَن عَائِشَةَ قَالَت: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيَطَيَّبَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুস সালাত, বাবু ইত্তিখাযিল মাসাজিদ ফিদ দুওরি, হাদীস নং ৪৫৫, পৃ. ৬৬; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু মা যুকিরা ফী তাতয়ীবিল মাসাজিদ, হাদীস নং ৫৯১, পৃ. ৭৬

১১৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াজমা'উ সিফাতিস সালাত, হাদীস নং ৪৯৮, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সতর ঢাকা

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)!) স্ত্রীলোক কি শুধু জামা ও উড়নাতে সালাত আদায় করতে পারে ইযার (দেহের নিম্নাংশের পরিধেয়) ব্যতিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি জামা বড় হয় এবং পায়ের পাতা ঢেকে য়ায়।[১১৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, উড়না ব্যতিত সাবালিকা মেয়ের সালাত কবুল হয় না।[১১৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একবার এমন চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করলেন, যার কিনারায় কারুকার্য ছিল, তখন তিনি এর কারুকার্যের দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করলেন, যখন তিনি সালাত হতে অবসর হলেন তখন বললেন: আমার এ চাদরটি নিয়ে আবূ জাহম (ব্যবসায়ী) এর নিকট যাও (এর পরিবর্তে) আমার জন্য আবূ জাহমের আম্বেজানিয়ার চাদর নিয়ে এসো। কারণ এ চাদর এখনই আমাকে সালাত হতে (একাগ্রতা হতে) বিরত রেখেছে। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আমি নামাজের মধ্যে এ করুকার্যের দিকে তাকাতে ছিলাম। সুতরাং আমার ভয় হয় যে, এটা আমাকে বিপর্যয়ে ফেলে দেবে।[১১৮]

সুতরা বা আড়াল করণ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রাত্রের বেলায় সালাত আদায় করতেন, আর আমি তাঁর এবং কেবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম যেভাবে জানাজাকে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়।[১১৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মুখে ঘুমাতাম, আর আমার পদদ্বয় থাকতো কেবলার দিকে। যখন তিনি সেজদা করতেন, তখন আমাকে টোকা দিতেন। আর তখনই আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি পুনরায় আমার পা দু'খানা (লম্বা করে) প্রসারিত করে দিতাম । হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: সে সময় ঘরে বাতি থাকতো না ।[১২০]

---

১১৬ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু ফী কাম তুসাল্‌লিল্ মার'আতু, হাদীস নং ৬৪০

১১৭ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুল মারআতি তুসাল্লি বিগাইরি খিমারিন, হাদীস নং ৬৪১, পৃ. ৯৪; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাব মা জাআ লা তুকবালু সালাতু হায়িয ইল্লা বিখিমার, হাদীস নং ৩৭৫, পৃ. ৪৯

১১৮ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু ইযা সাল্লা ফী সাওবিন লাহু আলামুন ওয়া নাযারা ইলা আলামিহা, হাদীস নং ৩৬৬, পৃ. ৫৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, বাবু কারাহিয়াতিস সালাত ফী সাওবিন লাহু 'আলামুন, হাদীস নং ৫৫৬, পৃ. ২০৮

১১৯ عن عائشة (ض) قالت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুস সলাতি আলাল ফিরাশ, হাদীস নং ৩৭৫; ৩৭৭, পৃ. ৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাত, বাবুল ইতিরাদি বাইনা ইয়াদায়ল মুসাল্লি, হাদীস নং ৫১২, পৃ. ৯৬

১২০ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرِجْلَيَّ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا، قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبُيُوتِ يَوْمَئِذٍ مَصَابِيحُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাত আলাল ফিরাশ, হাদীস নং ৩৭৬ /৩৭৭, পৃ. ৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাত, বাবুল ইতিরাদি বাইনা ইয়াদাইল মুসাল্লি, হাদীস নং ৫১২, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

তাকবীরে তাহরীমার পর করণীয় আমল

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন সালাত শুরু করতেন তখন বলতেন 'সুবহানা কাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুকা।' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সাথে, তোমার নাম মঙ্গলময়, তোমার কৃতিত্ব সুমহান, তুমি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্নু মাজাহ হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন)। তবে ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি এমন একটি হাদীস যা হারেসা ব্যতিত অন্য কারও সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে।[১২১]

নামাজে কের'আত পাঠ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) সূরায়ে 'আরাফ দ্বারা মাগরিবের সালাত আদায় করলেন এবং উক্ত সূরাটিকে উভয় রাক'আতে ভাগ করে পড়লেন।[১২২]

রুকূ' সম্পর্কিত আলোচনা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর রুকূ' সেজদার মধ্যে খুব বেশি বেশি বলতেন: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى) অর্থ-হে আমাদের আল্লাহ! হে প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তিনি এ আমল করতেন।[১২৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর রুকূ'তে এবং সেজদাতে বলতেন, (سبوح قدوس رب الملائكة و الروح) যার অর্থ-আল্লাহ অতি পাক ও পবিত্র; তিনি ফেরেস্তাগণের প্রতিপালক এবং রূহ বা জিবরাঈল ফেরেস্তারও প্রতিপালক।[১২৪]

সেজ্দা ও এর মাহাত্ম্য

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিছানা হতে হারিয়ে ফেললাম (অর্থাৎ বিছানায় পেলাম না) অতঃপর আমি তাঁকে (অন্ধকারে) খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তাঁর দুই পায়ের তালুতে লাগল। তিনি মসজিদে ছিলেন আর দুই পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায় (সেজদায় রত) ছিল। তিনি তখন বলছিলেন: " اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و اعوذبك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك- অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার

---

১২১ عن عائشة (ض) قالت كان رسول الله (ص) اذا افتتح الصلوة قال سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (رواه الترمذى و ابو داود ورواه ابن ماجة عن ابى سعيد و قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه الا من حارثة وقد تكلم فيه من قبل حفظه) দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মান রাআল ইসতিফতাহা বিসুবহানাকা আল্লাহুম্ম ওয়া বিহাম দিকা, হাদীস নং ৭৭৫, পৃ. ১১৩; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকূলু 'ইনদা ইফতিতাহিস সলাতি, হাদীস নং ২৪৩, পৃ. ৩৩; *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু ইফতিতাহিস সালাত, হাদীস নং ৮০৬, পৃ. ২৬৫

১২২ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবুল কিরাতি ফিল মাগরিব, হাদীস নং ৯৮১, পৃ. ১১৪

১২৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي দ্র. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সিফাতিস সালাত, বাবুদ দুআ ফির রুকূ'ই, হাদীস নং ৭৬১, পৃ. ১০৯; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইউকালু ফির রুকূই ওয়াস সুজূদি, হাদীস নং ২১৭; ৪৮৪, পৃ. ১৯১

১২৪ عن عائشة (ض) قالت ان النبى (ص) كَانَ يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবু নাওয়িন আখারা মিনায যিকরি ফির রুকূ', হাদীস নং ১০৩৮ ; ১১২২, পৃ. ১১৯ ; ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি হতে রেহাই চাচ্ছি এবং (তোমারই রহমতের দ্বারা) তোমার আক্রোশ হতে পানাহ কামনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা করার সাধ্য রাখি না। তুমি তাই যেরূপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।[১২৫]

সালাতের মধ্যে যা করা বৈধ ও অবৈধ

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আফলাহ নামের এক যুবককে (ক্রীতদাস) দেখলেন, সে যখন সেজদা করতে যায় (ধুলা-বালি সরানোর জন্য) ফুঁ দেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে ধুলা-বালি লাগতে দাও।[১২৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে নামাজের মধ্যে আড়চোখে দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে বললেন, এটা তো ছোঁ মেরে নেয়া। শয়তান বান্দার নামাজের কিছু অংশ অর্থাৎ কিছু ছওয়াব ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।[১২৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) নফল সালাত আদায় করছিলেন, তখন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। এমতাবস্থায় আমি ঘরে আসবার জন্য দরজা খুলতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) কিছু হেঁটে আসলেন এবং আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর পুনারায় জায়নামাজে গেলেন (এবং একই সালাত আদায় করতে থাকলেন)। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, দরজাটি কেবলার দিকে অবস্থিত ছিল।[১২৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন তোমাদের মধ্যে স্বীয় নামাজের মধ্যে কেউ ওযু ভঙ্গ করে, সে যেন নিজের নাক ধরে বাইরে চলে যায়।[১২৯]

শেষ বৈঠকের দু'আ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) নামাজের মধ্যে (শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে) প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আজাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং কানা দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে পানাহ কামনা করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমারই নিকট আশ্রয় চাই পাপ ও ঋণের বোঝা হতে" (এটা শুনে) এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি কেন দেনার বোঝা হতে বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, অবশ্য কোনো ব্যক্তি

---

১২৫ عن عائشة قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইউকালু ফির রুকূ' ওয়াস সুজূদ, হাদীস নং ২২২, পৃ. ১৯২

১২৬ عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: "رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَاماً لَنا يُقَالُ لَهُ أَفلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفلَحُ تَرِبَ وَجْهُكَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিন নাফখি ফিস সালাত, হাদীস নং ৩৭৯

১২৭ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সিফাতিস সালাত, বাবুল ইলতিতাফ ফিস সালাত, হাদীস নং ৭১৮, পৃ. ১০৪

১২৮ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَ أَحْمَدُ: فَمَشَى فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী* খ. ১, আবওয়বুস সফর, বাবু মা ইয়াজূয়ু মিনাল মাশয়ি ওয়াল আমালি ফী সলাতিত তাতও'উই, হাদীস নং ৯২২, পৃ. ৭৭; সুনানু আবী দাউদ, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুল আমালি ফিস সালাত, হাদীস নং ৭৭৫, পৃ. ১৩২; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবুল মাশই আমামাল কিবলাতি খাতাউন ইয়সীরুন, হাদীস নং ১১৯১, পৃ. ১৩৫

১২৯ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু ইসতিযানিল মুহদিসি লিল ইমাম, হাদীস নং ১১৯১, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বলে তো মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তো তা ভঙ্গ করে অর্থাৎ ওয়াদা ঠিক রাখতে পারে না।[১৩০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) নামাজের মধ্যে সম্মুখের দিকে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর ডান দিকে সামান্য মোড় দিতেন।[১৩১]

সালাতের পরের দু'আ

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন, তখন এ দু'আ পাঠ পরিমাণ সময়ের বেশি বসে থাকতেন না। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি নিজেই শান্তি, আর তোমার হতেই শান্তি। হে প্রতাপশালী! হে সম্ভ্রমশালী! তুমি কল্যাণময়।[১৩২]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ফযরের সালাত শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুল হওয়ার মত আমল ও হালাল রিয্ক চাচ্ছি।[১৩৩]

জামা'আত ও এর মাহাত্ম্য

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর যামানায় মহিলাগণ যখন ফরয সালাতের সালাম ফিরাতেন, তখনই তাঁরা বের হওয়ার জন্য উঠে পড়ত। আর রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাথে যেসকল পুরুষ সালাত আদায় করতেন, তাঁরা কিছু সময় বসে থাকতেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (স.) উঠে দাঁড়াতেন, পুরুষগণও তখন উঠে দাঁড়াতেন।[১৩৪] সালাতের জামা'আত শেষে বাড়ি ফেরার পথে, যাতে মহিলাদের সাথে পুরুষদের দেখা না হয়।
অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে পুরুষ ও মহিলা সকলেই ফরয সালাত জামা'আতের সাথে মসজিদেই আদায় করতেন।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: খাদ্য উপস্থিত হওয়ার পর সালাত আদয় করা যাবে না। অনুরূপভাবে যখন সে দুই 'হদস' অর্থাৎ পেশাব ও পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে।[১৩৫]

---

১৩০ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সিফাতিস সালাত, বাবুদ দু'আ কাবলাস সালাম, হাদীস নং ৭৯৮, পৃ. ১১৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, বাবু মা ইউসতাআযু মিনহু ফিস সালাত, হাদীস নং ৫৯৭; ৫৯৮, পৃ. ২১৮

১৩১ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাব মিনহু আয়দান, হাদীস নং ২৯৫, পৃ. ৩৯

১৩২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, বাবু ইসতিহবাবিয যিকর.., হাদীস নং ৫৯২, পৃ. ২১৮

১৩৩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুল আযান ওয়াস সুন্নাত ফিহা, বাবু মা ইউকালু ব'াদাত তাসলীম, হাদীস নং ৯২৫

১৩৪ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُدদ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সিফাতিস সালাত, বাবু খুরূজুন নিসা ইলাল মাসাজিদ বিল লাইল ওয়াল গালাস, হাদীস নং ৮২৮

১৩৫ عن عائشة (ض) انها قالت سمعت رسول الله (ص) يقول لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইস সালাত, বাবু কারাহিয়াতিস সালাত বি হাদারাতিস সালাত, হাদীস নং ৫৬০, পৃ. ৬০৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা: ফরয সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব, অধিকাংশ আহনাফের মতে, তবুও মানবীয় জরুরতের গুরুত্বের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে অত্র হাদীসে।

কাতার সোজা করা

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেস্তাগণ সারির ডান দিকের প্রতি 'সালাত' পেশ করেন।[১৩৬]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: এক দল লোক সর্বদা প্রথম সারি হতে পিছনে থাকবে, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে জাহান্নাম পর্যন্ত পিছিয়ে দেবেন।[১৩৭]

ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়াবার স্থান

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ কক্ষে সালাত আদায় করলেন আর লোকজন কক্ষের বাইর হতে তাঁর একতেদা করলেন।[১৩৮]

মুক্তাদির কর্তব্য এবং মাসবুকের বিধান

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এন্তেকালের পূর্বে) যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর রোগ খুব কঠিন হয়ে পড়ল, একদা হযরত বেলাল এসে রাসূলুল্লাহ (স.)কে খবর দিলেন নামাজের সময় হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের সালাত পড়িয়ে দেয়। আবূ বকর (রা.) সে কয়দিনের সালাত পড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন নিজে পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে পিছনে সরে না যেতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) এসে হযরত আবূ বকর (রা.) এর বাম পার্শ্বে বসলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) বসে (ইমাম রূপে) সালাত আদায় করতে থাকলেন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সালাতের ইক্তেদা করলেন। আর লোকেরা আবূ বকর (রা.) এর একতেদা করল। অর্থাৎ তাঁর নামাজের অনুসরণ করল। (বুখারী ও মুসলিম) অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর লোকদেরকে তাকবীর শুনাতেন।[১৩৯]

---

[১৩৬] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মান ইয়াসতাহিব্বু আন ইয়ালিয়াল ইমাম, হাদীস নং ৬৭৬, পৃ. ৯৮

[১৩৭] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু সাফফিন নিসাই ও কারাহিয়াতিত তাখীরি, হাদীস নং ৬৭৬, পৃ. ৯৮

[১৩৮] عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুর রজুলি ইয়াতাম্মু বিল ইমামি, হাদীস নং ১১২৬, পৃ. ১৬০

[১৩৯] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল আযান, বাবুর রাজুলি ইয়াতাম্ম বিল ইমাম.., হাদীস নং ৬৮১, পৃ. ৯৯ ; ১৯৫ ; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিইস সালাত, বাবু ইসকিখলাফিল ইমামি ইযা আরদা লাহু.., হাদীস নং ৪১৮, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নাত সালাত ও এর ফজিলত

✿ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি দিন-রাতে (ফরয ব্যতিত) বার রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক'আত যোহরের (ফরযের) পূর্বে, দুই রাক'আত যোহরের পর, দুই রাক'আত মাগরিবের পর, দুই রাক'আত এশার (ফরযের) পর এবং দুই রাক'আত ফজরের (ফরযের) পূর্বে।[১৪০]
কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, উম্মু হাবীবা (রা.) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয ব্যতিত প্রত্যহ বার রাক'আত নফল সালাত আদায় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নিমার্ণ করবেন।

✿ বিশিষ্ট্য তাবি'য়ী হযরত কুরাইব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ ও আব্দুর রহমান ইব্ন আযহার (রা.) তাকে হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তাঁকে আমাদের সালাম বলবে এবং আসরের পর দুই রাক'আত সুন্নাত (নফল পড়া জায়েয কি না সে) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কুরাইব বলেন, অতঃপর আমি হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সে বিষয় জানালাম যার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। তিনি বললেন, যাও হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। এ কথা শুনে আমি আবার তাঁদের কাছে ফিরে এলাম। তাঁরা আবার আমাকে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে পাঠালেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে তা (ও দু'রাক'আত আদায় করা) হতে নিষেধ করতে শুনেছি। কিন্তু এরপর একদিন তাঁকে তা আবার আদায় করতে দেখলাম। এরপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলে, আমি আমার খাদেমকে তাঁর কাছে পাঠালাম এবং বললাম তুমি তাঁকে গিয়ে বল, উম্মু সালামা বলছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনাকে এ দু'রাক'আত সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ আপনাকে এ দুরাক'আত পড়তে দেখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, হে আবূ উমাইয়ার মেয়ে (উম্মু সালামা) তুমি আমাকে আসরের পর দুই রাক'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে। ব্যাপার এই যে আমার নিকট আব্দুল কায়স গোত্রের কিছু লোক এসেছিল এবং আমাকে যোহরের পরের দুই রাক'আত হতে আটকিয়ে রেখেছিল। এ দুই রাক'আত হল সে দুই রাক'আতই।[১৪১]

✿ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও তার পরে চার রাক'আত আদায় করেছে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দোযখ হারাম করে দিয়েছেন।[১৪২]

---

১৪০ عَن أُمِّ حَبيبةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَومٍ وَلَيلَةٍ ثِنتيْ عشرةَ رَكعةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجنَّةِ: أَربَعاً قَبلَ الظُّهرِ، وَرَكعَتينِ بَعدَهَا، وَرَكعَتينِ بَعدَ المَغرِبِ، وَرَكعَتينِ بَعدَ العِشَاءِ، وَرَكعَتينِ قَبْلَ الفَجرِ صَلاةِ الغَداةِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফী ফাদলিত তাতও'উয়ি সিত্তা রাক'আতিম বা'দাল মাগরিবে, হাদীস নং ৪১৩

১৪১ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَالَ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা, বাবু মারিফাতির রাকাতাইন কানা ইউসাললিহিমান নাবিয়্যু (স.) ব'দাল আসর, হাদীস নং ৮৩৪

১৪২ عَنْ أُم حَبِيبَةَ زوجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمعتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَربعِ ركَعاتٍ قَبلَ الظُّهرِ وَأَربعٍ بَعدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাবুন আখার, হাদীস নং ৪২৬; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু কিয়ামিল লাইল ওয়া তাতওউ'য়িন নাহার, হাদীস নং ১৮১২; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুল আরবা'ই কাবলায যুহর ওয়া ব'দাহা, হাদীস নং ৬৭৬

Dhaka University Institutional Repository

✿ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বার আমি হযরত আয়িশা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি আমার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয়ে গিয়ে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। রাসূল (স.) লোকদেরকে মাগরিবের সালাত পড়াতেন, অতঃপর ঘরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদেরকে এশার সালাত পড়াতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি রাতে নয় রাক'আত সালাত আদয় করতেন তন্মধ্যে বিতির সালাতও থাকত। তিনি কোনো কোনো সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদয় করতেন। আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘক্ষণ বসে বসেও সালাত আদায় করতেন। কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করতেন তখন রুকূ'-সেজদা ও দাড়িয়ে করতেন এবং যখন বসে বসে কেরাআত পাঠ করতেন তখন রুকূ'-সেজদা ও বসেই করতেন। আর যখন সুবহে সাদিক অর্থাৎ আকাশে উষার আবির্ভাব হতো, তখন তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)
কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ আরো কিছু বর্ধিত করেছেন যে, সেখানে বলা হয়েছে যে, অতঃপর তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং লোকদেরকে ফজরের সালাত পড়াতেন।[১৪৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) নফল সালাত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতেন ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সালাতের প্রতি। অর্থাৎ ঐ সালাত তিনি সর্বদা পড়তেন।[১৪৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সালাত দুনিয়া ও উহার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম।[১৪৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর বিশ রাক'আত (নফল) সালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।[১৪৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এশার সালাত পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি চার রাক'আত কিংবা ছয় রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।[১৪৭]

---

১৪৩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رواه مسلم و زاد ابو داود ثم يخرج فيصلى بالناس صلوة الفجر দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু তাফরী'উ আবওয়াবিত তাতও'উয়ি, হাদীস নং ১১৫১, পৃ. ১৭৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা, বাবু জাওযিন নাফিলাতি কায়িমান, হাদীস নং ৭৩০, পৃ. ২৫২

১৪৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাতও'উয়ি, বাব তা'আহুদু রাক'আতাইল ফজর.., হাদীস নং ১১১৬, পৃ. ১৫৬ ; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাব ইসতিহবাবি রাক'আতাই সুন্নাতিল ফাজর.., হাদীস নং ৭২৪, পৃ. ২৫০

১৪৫ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাব ইসতিহবাবি রাক'আতাই সুন্নাতিল ফাজর, হাদীস নং ৭২৫, পৃ. ২৫০

১৪৬ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফী ফাদলিত তাতও'উয়ি সিত্তা রাক'আতিম বা'দাল মাগরিবে, হাদীস নং ৪৩৩, পৃ. ৫৮

১৪৭ عن عائشة (ض) قالت مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صلى أَربع رَكْعَات أَو سِتّ رَكْعَات দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাত বা'দাল ইশা, হাদীস নং ১৩০৩, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) আসরের পর আমার ঘরে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা কখনো ত্যাগ করেন নি।[১৪৮] (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আয়িশা বলেন: সে সত্তার কসম! যিনি তাকে নিয়ে গেছেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করেন নি।

রাতের সালাত

✿ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সহধর্মিণী হযরত মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা.) এর ঘরে এক রাত যাপন করছিলাম। নাবীউল্লাহ (স.) তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নাবীউল্লাহ (স.) 'ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন, বালকটি কি ঘুমিয়ে গেছে? বা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তারপর (সলাতে) দাড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।[১৪৯]

✿ তাবি'য়ী ইয়া'লা ইব্ন মামলাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর (রাতের) সালাত ও কির'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা তাঁর সালাত দিয়ে কি করবে? (অর্থাৎ তোমরা কি তাঁর মত সালাত আদায় করতে পারবে?) তিনি সালাত আদায় করতেন অতঃপর ঘুমাতেন, যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করতেন। দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করতেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন। আবর ঘুমাতেন যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করতেন। এভাবে সোবহে সাদেক হয়ে যেতো। তাবি'য়ী বলেন, অতঃপর হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কের'আতের বর্ণনা দিলেন। দেখলাম, তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন।[১৫০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এশার সালাত সম্পন্ন করার পর হতে ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাক'আত সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাক'আতের পরে সালাম ফিরাতেন। (এর মধ্যে কোনো এক সালাতের সাথে) এক রাক'আত মিলিয়ে তাকে বেজোড় (বা বিতর) করতেন। আর বিতরের ঐ রাক'আতে এত লম্বা সেজদা করতেন, যাতে আমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতে পারে, তারপর সেজদা হতে মাথা উঠাতেন। যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আযান শেষ করে থামতেন উষার আলো উদ্ভাসিত হতো তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দু'রাক'আত সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ডান পাঁজরের ওপর কিছুক্ষণ শুয়ে

---

১৪৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قطّوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَركهمَا حَتَّى لَقِيَ الله দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তাতওউ'য়ি, বাবু মা ইউসল্লা ব'াদাল আসর মিনাল ফাওয়িদ ওয়া নাহবিহা, হাদীস নং ৫৬৬ ; ৫৬৮, পৃ. ৮৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু মারিফাতির রাক'াতাইন আল্লাতাইন কানা ইউসাল্লিহান নাবিয়্যু (স.) ব'াদাল আসর, হাদীস নং ৭৩৫, পৃ. ২৭৭

১৪৯ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবুস সামারি ফিল 'ইলম, হাদীস নং ১১৪

১৫০ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জা'আ কাইফা কানাত কির'আতুন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩০৯১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্রাম করতেন যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন সালাতের একামত বলার অনুমতি গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। অতঃপর তিনি ফজর পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন।[১৫১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন (আমার দিকে মনোযোগ দিতেন) আমি যদি সজাগ হতাম, আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, নতুবা তিনি (খানিকটা) শুয়ে বিশ্রাম করতেন।[১৫২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করে ডান পাঁজরের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন।[১৫৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তন্মধ্যে বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতও থাকত।[১৫৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন রাতে সালাত আদায় করতে উঠতেন, তখন দু'রাক'আত সংক্ষিপ্ত সালাত দ্বারা তা শুরু করতেন।[১৫৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স বার্ধক্যে পৌঁছল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর অধিকাংশ সালাত (নফল) বসেই পড়তেন। [১৫৬]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত আতঙ্কিত অবস্থায় জাগ্রত হলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! এ রাতে কত রহমাত নাযিল হলো এবং কত বিপদ নাযিল হলো! কে জাগিয়ে দিবে এ হুজরাবাসিনীগণকে। এর দ্বারা তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে বুঝাচ্ছেন। যাতে তাঁরা সালাত আদায় করেন। আহ্! দুনিয়াতে সুশোভিতা কত নারী আখেরাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হবে।[১৫৭]

---

১৫১ عن عائشة (ض) قالت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়বুত তাহাজ্জুদ, বাবু তাওলিস সুজূদি ফী কিয়ামিল লাইল, হাদীস নং ১০৭১, আরো ১০৯৬; ৯৪৯, পৃ. ১৫১; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল, হাদীস নং ৭৩৬, পৃ.২৫৩

১৫২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল, হাদীস নং ৭৩৬, পৃ. ২৫৫

১৫৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ, বাব আদ-দাজআতু 'আলাশ শাক্কিল আইমানি বাদা রা'আতাইল ফাজরি, হাদীস নং ১১০৭ ও ৯৪৯, পৃ. ১৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল, হাদীস নং ৭৩৬, পৃ. ২৫৩

১৫৪ عن عائشة(ض) قالت كان النبى (ص) يصلى من الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الفجر দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল, হাদীস নং ৭৩৭, পৃ. ২৫৪

১৫৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবুদ দু'আ ফী সলাতিল লাইলি ওয়া কিয়ামিহি, হাদীস নং ৭৬৭, পৃ. ২৬০

১৫৬ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ, বাব আদ-দাজআতু আলাশ শাক্কিল আইমানি বা'দা রাক'আতাইল ফাজরি, হাদীস নং ১১০৭ ও ৯৪৯, পৃ. ১৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল, হাদীস নং ৭৩৬, পৃ.২৫৩

১৫৭ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الخَزَائِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইলম, বাবুল ইলম ওয়াল 'ইযাতি বিল লাইল, হাদীস নং ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে উঠলে যে আমল করতেন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন রাতে সালাত আদায় করতে উঠতেন তখন এ দু'আ পাঠ করে সালাত শুরু করতেন: হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করবে; যে বিষয় নিয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করছে। তুমিই আমাকে তোমার অনুগ্রহে সঠিক পথ দেখাও; যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। যাকে ইচ্ছা তুমিই সোজা পথপ্রদর্শন করো।[১৫৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (স.) রাতের বেলায় ঘুম হতে জাগতেন, তখন বলতেন, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি! তোমারই প্রশংসা সহকারে আমি তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার গুনাহের জন্য এবং তোমারই কাছে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আমাকে সঠিক পথে পথ প্রদর্শনের পর আমার অন্তরকে বক্র পথে পরিচালিত করো না এবং তোমার পক্ষ হতে আমাকে রহমত প্রদান করো। কেননা তুমিই সর্বাধিক দাতা।[১৫৯]

✿ হযরত শারীক হাওযানী (রহ) (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন রাতে জাগতেন, তখন কি কাজের মাধ্যমে (ইবাদত- বন্দেগী) শুরু করতেন? হযরত আয়িশা (রা.) জবাবে বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, যা তোমার পূর্বে (আজ পর্যন্ত) আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন রাতে ঘুম হতে জেগে উঠতেন দশবার 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ 'আল্লাহ মহান' বলতেন, দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতেন, দশবার বলতেন, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' দশবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' দশবার বলতেন, 'আসতাগ ফিরুল্লাহ' এবং দশবার বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। অতঃপর তিনি দশবার বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা হতে। অতঃপর তিনি সালাত (তাহাজ্জুদ) পড়তে আরম্ভ করতেন।[১৬০]

রাতের বেলায় ইবাদতের জন্য উৎসাহ প্রদান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সাধারণত রাতের প্রথম ভাগে জাগ্রত থাকতেন। অতঃপর (কিছু ইবাদতের পরে) নিজের পরিবারের প্রতি কোন প্রয়োজন থাকলে তা পূর্ণ করতেন। অতঃপর (কিছুক্ষণ) ঘুমাতেন। আযানের সময় নাপাক অবস্থায় থাকলে তিনি তাড়াতাড়ি

---

১৫৮ عن عائشة (ض) قالت كان النبى (ص) إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবুদ দু'আ ফী সলাতিল লাইলি ওয়া কিয়ামিহি, হাদীস নং ৭৭০, পৃ. ২৬০

১৫৯ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, আবওয়াবুন নাওম, বাব মা ইয়াকূলুর রাজুলু ইযা তা'আররা মিনাল লাইলি, হাদীস নং ৫০৬১, পৃ. ৬৮৯

১৬০ عن شريق الهوزنى (رح) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَسَأَلْتُهَا: بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا، وَحَمَّدَ عَشْرًا، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا، وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, আবওয়াবুন নাওম, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা আসবাহা, হাদীস নং ৫০৮৫, পৃ. ৬৯১

Dhaka University Institutional Repository

ওঠতেন এবং গোসল করতেন। আর নাপাক অবস্থায় না হলে নামাজের জন্য ওযু করতেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।[১৬১]

বিতর ও তাহাজ্জুদ সালাত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে (কখনো কখনো) তেরো রাক'আত সালাত আদায় করতেন যার শেষ রাক'আত ছাড়া তিনি আর কোথাও বসতেন না।[১৬২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের প্রত্যেক অংশেই রাসূলুল্লাহ (স.) বিতর সালাত পড়েছেন। রাতের প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে এবং শেষ ভাগে অর্থাৎ সাহরীর সময় পর্যন্ত।[১৬৩]

✿ হযরত গুদাইফ ইব্‌ন হারিস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (স.) নাপাকির গোসল (তাড়াতাড়ি) প্রথম রাতেই করতেন নাকি শেষ রাতে করতেন। তিনি জবাবে বললেন: অনেক সময় তিনি প্রথম রাতে গোসল করতেন। আমি বললাম: আল্লাহ অতি মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরী'আতের আদেশকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, আমি পুনরায় আরজ করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) কি প্রথম রাতে বিতর পড়তেন, না শেষ রাতে পড়তেন? তিনি (আয়িশা) বললেন: তিনি অনেক সময় প্রথম রাতে বিতর পড়তেন আবার অনেক সময় শেষ রাতে বিতির পড়তেন। আমি বললাম: আল্লাহু আকবার, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরী'আতের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন। আমি আবার আরজ করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) কি (তাহাজ্জুদ) নামাজের কেরাত সশব্দে পাঠ করতেন নাকি নিঃশব্দে পাঠ করতেন? তিনি বললেন: তিনি অনেক সময় সশব্দে কেরাত পাঠ করতেন। আবার অনেক সময় নিঃশব্দে কেরাত পাঠ করতেন। আমি বললাম: আল্লাহু আকবার। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরী'আতের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।[১৬৪]

✿ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী কায়েস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদিন আমি হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট আরজ করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স.) কত রাক'আত বিতির সালাত আদায় করতেন? জবাবে তিনি বললেন: কখনো তিনি চার রাক'আতের সাথে তিন রাক'আত পরে বিতর করতেন, কখনো ছয় রাক'আতের সাথে তিন রাক'আত পড়ে, কখনো আট রাক'আতের সাথে তিন রাক'আত পড়ে বেজোড়

---

১৬১ عن عائشة (ض) قالت كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ - قَالَتْ - وَثَبَ - وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ قَامَ - فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তাহাজ্জুদ, বাব কাইফা কানা সালাতুন নাবিয়্যি (স.).., হাদীস নং ১০৯৫, পৃ. ১৫৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল.., হাদীস নং ৭৩৯, পৃ. ২৫৫

১৬২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল.., হাদীস নং ৭৩৭, পৃ. ২৫৩

১৬৩ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল বিতর, বাব মা জাআ ফিল বিতর, হাদীস নং ৯৫১, পৃ. ১৩৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু সলাতিল লাইলি ওয়া 'আদাদি রাক'আতিন নাবিয়্যি (স.) ফিল লাইল.., হাদীস নং ৭৪৫, পৃ. ২৫৫

১৬৪ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخْفُتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ، قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাব ফিজ জুনুবি ইউআখখিরুল গোলস, হাদীস নং ২২৬, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। কিন্তু কখনো (তাহাজ্জুদসহ) সাত রাক‘আতের কম বিতর পড়তেন না এবং তেরো রাক‘আতের অধিক ও পড়তেন না।[১৬৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) (নফল সালাত) বসে পড়তেন আর এতে কেরাত ও বসেই পাঠ করতেন। যখন তাঁর কেরাত পাঠ ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকী থাকত, তখন তিনি ওঠে দাঁড়াতেন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় (অবশিষ্ট) কেরাত পাঠ করতেন। অতঃপর রুকূ‘ করতেন তারপর সেজদায় যেতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতেও তিনি এর (প্রথম রাক‘আতের) অনুরূপ কাজ করতেন।[১৬৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) বিতির পড়তেন এক রাক‘আত। অতঃপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন (নফল) বসে বসে। এই দু'রাক‘আতে কেরাত পড়তেন বসেই, যখন তিনি রুকূ‘ করতে ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কেরাত পাঠ করে রুকূ‘ করতেন।[১৬৭]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বিতিরের পর দুই রাক‘আত সালাত আদায় করতেন।[১৬৮] কিন্তু ইব্‌ন মাজা একটু বাড়িয়ে বলেন, সংক্ষিপ্তভাবে এবং বসে বসে পড়তেন।[১৬৯]

এশরাক বা চাশতের সালাত

❁ হযরত মুয়াযাহ (মহিলা তাবি‘ঈ) (রহ) বলেন: আমি একদা হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) যোহা বা চাশতের সালাত কত রাক‘আত পড়তেন? তিনি বললেন: চার রাক‘আত। তবে যখন আল্লাহ চাইতেন তখন আরও কিছু বেশি পড়তেন।[১৭০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) চাশতের সালাত আট রাক‘আত পড়তেন এবং বলতেন আমার পিতামাতা ও যদি এই সময় জীবিত হয়ে আসেন তবু (তাদের একবার দেখার জন্য ও) আমি এ সালাত ত্যাগ করব না।[১৭১]

---

১৬৫ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাব ফিস সলাতিল লাইল, হাদীস নং ১৩৬২, পৃ. ১৮৮-১৯৩

১৬৬ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, বাবু জাওয়ুন নাফিলাতি কাইদান ওয়া কাইমান.., হাদীস নং ৭৩১, পৃ. ২৫২

১৬৭ عن عائشة (ض) قالت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফির রাকআতাইন ব'দাল বিতর জালিসান, হাদীস নং ১১৯৬, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

১৬৮ عَن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ الوِترِ رَكعَتين দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল বিতর, বাব মা জাআ লা বীতরানে ফী লাইলাতিন , হাদীস নং ২৬৯

১৬৯ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফির রাক‘আতাইন বাদাল বিতর জালিসান, হাদীস নং ১১৯৫

১৭০ عن معاذة قالت سألت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা ওয়া কাসরাহা, বাবু ইসতিহবাবি সলাতিদ দুহা.., হাদীস নং ৭১৯, পৃ. ২৪৮

১৭১ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تركتها দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু সলাতিদ দুহা, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

সফরের সালাত

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) (সফর অবস্থায়) সব রকমের আমলই করেছেন কসরও করেছেন এবং পূর্ণ সালাতও আদায় করেছেন।[১৭২]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: প্রথমে দুই দুই রাক‘আত করে সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) (মদীনায়) হিজরাত করলেন, তখনই সালাত চার রাক‘আত ফরয করা হল। শুধু সফরের সালাতকেই প্রথম ফরযের অবস্থায় রেখে দেয়া হল। তাবি‘ঈ ইব্ন শিহাব যুহরী বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) উরওয়াহ (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত আয়িশা (রা.) এর কি ব্যাপার? তিনি সফরে পূর্ণ সালাত আদায় করতেন? ‘উরওয়া বললেন, হযরত আয়িশা (রা.) হযরত ‘উসমানের মত এর একটি তা’বীল করতেন অর্থাৎ তিনিও হযরত ‘উসমান (রা.) এর মত কসর ও পূর্ণ সালাত উভয়টাই জায়েয মনে করতেন।[১৭৩]

শা‘বানের মধ্য রজনী

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে (বিছানা হতে) হারিয়ে ফেললাম। খুঁজে তাঁকে দেখলাম তিনি ‘বাকী’ নামক গোরস্থানে আছেন। (রাসূলুল্লাহ (স.) যখন প্রত্যাবর্তন করলেন) তিনি বললেন, তুমি কি আশঙ্কা করেছিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) তোমার প্রতি অবিচার করবে? (অর্থাৎ তোমার হক নষ্ট করবে?) হযরত আয়িশা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার অন্য কোন বিবির নিকট গমন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বনী কালবের মেষ পালের পশমের সংখ্যারও অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন (অর্থাৎ অগণিত অসংখ্যক পাপীকে ক্ষমা করেন; আজ সেই রাত)। (তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ) ইমাম রাযীন বর্ধিত করে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা সেই সমস্ত লোকদের পাপ মাফ করেন, যারা দোজখের উপযুক্ত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীসটি যয়ীফ বলে আখ্যায়িত করতে শুনেছি।[১৭৪]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে বললেন, (আয়িশা) তুমি কি জান এই রাতে (বা পনেরো তারিখের রাতে) কি কি ঘটে? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এ রাতে লিপিবদ্ধ হয় এবছর যত আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এ রাতেই লিপিবদ্ধ করা হয় এ বছর যত আদম সন্তান মৃত্যু বরণ করবে। এ রাতেই মানুষের আমলসমূহ (আসমানে) উঠানো হয় এবং এ রাতেই মানুষের রিজিকসমূহ অবতীর্ণ করা হয়। তারপর হযরত আয়িশা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আল্লাহ তা‘আলার রহমত ব্যতিত (নিজের আমলের জোরে) কোনো ব্যক্তি কি বেহেশতে প্রবেশ করতে

---

১৭২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَصَرَ الصَّلاةَ، وَأَتَمَّ দ্র. মহীউস সুন্নাহ্ আবূ মুহম্মাাদ আল-হুসায়ন ইব্ন মাসউদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আল-ফারা আল-বাগাবী, তাহকীক: শুয়াইব আরনাঊত, *শারহুস সুন্নাহ্*(বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩), খ. ৪, আবওয়াবু সালাতিস সফর, বাব কাসরুস সালাত, হাদীস নং ১০২৩, পৃ. ১৬৬

১৭৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تتمّ؟ قَالَ: تأولت كَمَا تَأَول عُثْمَان দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবু বুনইয়ানিল কাবা, বাবু কযভীজিন নাবিয়্যি (স.) ‘আয়িশাতা (রা.).., এবং কিতাব, বাবু কাইফা ফুরিদাতিস সলাওয়াত ফিল ইসরা, ও আবওয়াবু তাকসীরিস সালাত, বাবু ইয়াকসুরু ইযা খারাজা মিন মাওদি‘য়িহি, হাদীস নং ১০৪০, ৩৪৩, পৃ. ৫০, ১৪৭, ৫৫৭; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, সলাতিল মুসাফিরীনা কাসরাহা, হাদীস নং ৬৮৫, পৃ. ২৪১

১৭৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ رَزِينٌ: مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ يضعف هَذَا الحَدِيث দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সওমি মিন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মা জাআ ফী লাইলাতিন নিসফি মিন শা‘বান, হাদীস নং ৭৩৬, পৃ. ৯২; *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা জাআ ফী লাইলাতিন নিসফি মিন শা‘বান, হাদীস নং ১৩৮৯, পৃ. ৪৪৪

Dhaka University Institutional Repository

পারবে না? রাসূলুল্লাহ (স.) তিনবার করে বললেন: আল্লাহর রহমত ছাড়া কোন ব্যক্তি ই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও না? (এটা শুনে) রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ হাত আপন পবিত্র মাথায় স্থাপন করলেন এবং বললেন, আমিও আল্লাহর রহমত ব্যতিত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব না, তবে হ্যাঁ যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের ছায়ায় আমাকে ঢেকে নেন। এই বাক্য তিনি তিনবার বলেন।[১৭৫]

দুই ঈদের সালাত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা মিনায় অবস্থানের দিনে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট হাজির হলেন। তখন তাঁর (আয়িশার) নিকট (আনসারীদের) দু'ইটি বালিকা বসে দফ বাজিয়ে গান করছিল, যে গান আনসারগণ বুআস যুদ্ধে (প্রেরণা ও যুদ্ধ উন্মাদনার জন্য) গেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ কাপড়ে আবৃত হয়ে শুয়েছিলেন। এটা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ পবিত্র মুখমণ্ড হতে কাপড় সরালেন এবং বললেন, হে আবূ বকর! এদেরকে (তাদের কাজের ওপর) ছেড়ে দাও। কারণ এটা ঈদের দিন। অপর এক বর্ণনায় এ কথা এসেছে, হে আবূ বকর! প্রত্যেক জাতির জন্য আনন্দ উৎসব রয়েছে এটা আমাদের আনন্দ উৎসবের দিন।[১৭৬]

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) একজন ঘোষক (আহবানকারী) পাঠালেন। সে লোকদেরকে ডেকে বলল, সালাতের জামা'আত প্রস্তুত। লোকজন সমবেত হলো। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং চার রুকূ' ও চার সেজদাতে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: আমি কখনও এমন রুকূ' ও সেজদা করিনি যা এ রুকূ' ও সেজদা হতে দীর্ঘতর ছিল ।[১৭৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সূর্যগ্রহণ কালীন নামাজে কেরাত সশব্দে পাঠ করেছিলেন।[১৭৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) সেজদা করলেন এবং সেজদাকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর সালাত হতে অবসর গ্রহণ করলেন। ততক্ষণে সূর্য দ্বীপ্তিমান হয়ে গেছে। তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দান করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান

---

১৭৫ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَل تدرين مَا هَذِهِ اللَّيْل؟ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: مَا مِنْ أحد يدْخل الْجنَّة إِلَّا برحمة الله تَعَالَى ثَلَاثًا. قُلْتُ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবু কিয়ামু শাহরি রমযান, হাদীস নং ১৩০৫, পৃ. ১১৫

১৭৬ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى و فى رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيد و هذا عيدنا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল 'ঈদাইন, বাব আল-হিরাবু ওয়াদ দারাকু ইয়াওমাল 'ঈদ, হাদীস নং ৯০৮, ৪৪৩, পৃ. ১৩০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল 'ঈদাইন, বাবুর রুখসাতি ফিল ল'াব আল্লাযি লা মাসিয়াতা ফিহি.., হাদীস নং ৮৯২, পৃ. ২৯১

১৭৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتقدم فصلى أَربع رَكْعَات وَفِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبع سَجدَات. قَالَت عَائِشَةَ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قطّ كَانَ أطول مِنْهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবুল জাহরি বিল কির'আতি ফিল কুসূফ, হাদীস নং ১০১৬, পৃ. ১৪৬; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবু সলাতিল কুসূফ, হাদীস নং ৯০১, পৃ. ২৯৫

১৭৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الخسوف بقرَاءَته দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবুল জাহরি বিল কিরআতি ফিল কুসূফ, হাদীস নং ১০১৬, পৃ. ১৪৬; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবু সলাতিল কুসূফ, হাদীস নং ৯০১, পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে বা কারো হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। সুতরাং তোমরা যখন এটা (সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ) দেখবে, তখন আল্লাহর কাছে দু'আ করবে এবং আল্লাহু আকবর বলবে, সালাত আদায় করবে এবং দান সদকা করবে। অতঃপর তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদের উম্মত! খোদার কসম! আল্লাহ অপেক্ষা গায়রতকারী বা ঘৃণাকারী আর কেউ নাই। তিনি গায়রত করেন তাঁর সেই বান্দার উপর যে জেনা করে এবং সে বান্দীর উপরে যে জেনা করে। হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা নির্ঘাত কম হাসতে এবং নির্ঘাত বেশি বেশি কাঁদতে।[১৭৯]

বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! মুষল ধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।[১৮০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর সমীপে মানুষ অনাবৃষ্টির ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) একটি মিম্বার নির্মাণ করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাঁর জন্য ঈদগাহে মিম্বার রাখা হলো আর রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদের নিকট হতে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তারা একদিন ঈদগাহের দিকে সকলে বের হবে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: সে মতে রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন সূর্যের কিনারা উদয় হতেই (ঈদগাহের দিকে) বের হলেন এবং মিম্বারের উপরে বসলেন, তারপর আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন: তোমরা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট) তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টির মৌসুম অতিক্রান্ত হওয়ার পর ও বৃষ্টি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন তোমরা আল্লাহকে ডাক, আর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। অতঃপর রাসূল (স.) বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি দু'জাহানের প্রতিপালক, দয়াময়-দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী; আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী ফকির। আমাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আর যা বর্ষণ করবে তা আমাদের জন্য শক্তি ও কল্যাণের কারণ বানাও, যাতে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এর দ্বারা উপকৃত হই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের হস্তদয় উত্তোলন করলেন, এতটা উত্তোলন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তারপর জনতার দিকে পিঠ ঘুরালেন এবং নিচের চাদর উল্টিয়ে দিলেন, তখনও তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলিত ছিল। তারপর জনতার দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বার হতে নামলেন, অতঃপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা একখণ্ড মেঘ সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল, বিদ্যুত চমকাল, অতঃপর আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি হলো। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর মসজিদে আসতে না আসতেই বৃষ্টির পানির ঢল নামল। যখন রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদেরকে নিজেদের আশ্রয়ের দিকে তাড়াহুড়া করে দৌড়াতে দেখলেন, তখন তিনি হেসে উঠলেন, এমনকি সম্মুখের দাঁতসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[১৮১]

---

১৭৯ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবুস সাদাকাতি ফিল কুসূফ, হাদীস নং ৯৯৭, পৃ. ১৪২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল কুসূফ, বাবু সলাতিল কুসূফ, হাদীস নং ৯০১, পৃ. ২৯৫

১৮০ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইসতিসকা, বাবু মা ইউকালু ইযা আমতারাত, হাদীস নং ৯৮৫, পৃ. ১৪০

১৮১ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عزوجل ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ الله عزوجل أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ . ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ملك يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ

Dhaka University Institutional Repository

ঝড় তুফানে যা করণীয়

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে কখনো এরূপ হাসতে দেখি নি, যাতে তাঁর আলা-জিহ্বা দেখতে পাই। বরং তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ বা প্রবল বাতাস বইতে দেখতেন এর-ছাপ চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠত।[১৮২] অর্থাৎ তাঁর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে যেত।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন প্রবল ঝড়ে হাওয়া বইতো রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন: হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এর ভাল দিকটি, এতে যে কল্যাণ রয়েছে তা এবং একে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তার ভাল দিকটি প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট মন্দ দিকটি হতে, এতে যে অকল্যাণ রয়েছে, তা হতে এবং এটা যে উদ্দেশ্য পাঠানো হয়েছে তাঁর মন্দ দিক হতে পানাহ চাচ্ছি" আয়িশা (রা.) বলেন যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতো তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। (ভয়-বিহ্বল চিত্তে) তিনি একবার ঘর হতে বের হতেন আবার ঘরে প্রবেশ করতেন, একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পিছনে সরে আসতেন। আর যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি হতো (তাঁর ভয়-বিহ্বলতা দূর হয়ে যেত) তাঁর চেহারা খুশিতে ভরে উঠত। রাবী বলেন: একবার বিবি আয়িশা (রা.) তাঁর এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: হে আয়িশা! এই মেঘ এমনও তো হতে পারে, যে মেঘ দেখে আদ সম্প্রদায় বলেছে। (আল্লাহ আল-কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন) "যখন তারা একে তাদের নালা-প্রান্তরসমূহের দিকে আসতে দেখল, বলল এটা তো মেঘ এটা আমাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে যে রাসূল (স.) যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ! তুমি একে রহমতের কারণ বানাও।[১৮৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন নিজের কাজকর্ম ছেড়ে দিতেন এবং এর দিকেই নিবিষ্ট হয়ে যেতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! এতে যা কিছু অকল্যাণ রয়েছে আমি তা হতে তোমার কাছে পানাহ চাই। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি হতো তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান করো।[১৮৪]

الْفُقَرَاءُ. أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِن ضحك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু রাফয়িল ইয়াদাইন ফিল ইসতিসকা, হাদীস নং ১১৭৩, পৃ. ১৬৫

১৮২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يتبسم فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجهه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাব কাওলুহু তা'আলা: ফালাম্মা র'য়াওহু আরিদান মুস্তাকবিলা আওদিয়াতিহিম কলূ হাযা মুমতিরুনা বাল হুয়া মাস্তা'জালতুম বিহ রীহুন ফীহা আযাবুন আলীম, হাদীস নং ৪৫৫১, পৃ ৭১৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সলাতিল ইসতিসকা, বাবুত তা'য়াওয়ুযি 'ইনদা রুইয়াতির রীহ, হাদীস নং ৮৯৯, পৃ. ২৯৪

১৮৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَونه وحرج وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا) وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةً দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু সালাতিল ইসতিসকা, বাবুত তা'য়াওয়ুযি 'ইনদা রুইয়াতির রীহ, হাদীস নং ৮৯৯, পৃ. ২৯৪

১৮৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللهَ وَإِن مطرت قَالَ: اللَّهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা হাজাতির রীহ. হাদীস নং ৫০৯৯, পৃ. ৬৯৫; *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুদ দু'আ, বাবু মা ইয়াদ'উ বিহির রাজুলু ইযা রা'আস সাহাবা ওয়াল মাতারা, হাদীস নং ৩৮৯৯

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ও সাদাকাহ্ পর্ব

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, যাকাতের মাল যে সম্পদের সাথে মিলিত হয়, তা সে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাসে ও ইমাম হোমাইদী) হোমাইদী অতিরিক্ত এ কথাটি ও সংযোজন করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমার ওপর যাকাত ফরজ হল, অথচ তুমি তা বের করে দিলে না। তখন এ হারাম মাল, হালাল মালকে ধ্বংস করে দিবে। যারা বলে: যাকাতের সম্পর্কটি মূল মালের সাথে, তারা এ হাদীসটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। মুনতাকী গ্রন্থে অনুরূপই উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বায়হাকী শু'য়াবুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদ হযরত আয়িশা (রা.) পর্যন্ত উল্লেখ আছে, ইমাম আহমদ (রহ) শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: যে কোন ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করল অর্থাৎ সে স্বচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি তথা যাকাত খাওয়ার যোগ্য নয়, এমন ব্যক্তি যাকাত না দিয়ে যাকাতের মালকে নিজের আসল মালের সাথে মিলিয়ে ফেলে। ফলে এ যাকাতের মাল তার আসল মালকে ধ্বংস করে ছাড়বে। এটা প্রকৃত পক্ষে গরীব মিসকীনের হক।[১৮৫]

যে সব জিনিসের যাকাত ফরয হয়

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাকে (খায়বরের) ইয়াহুদীদের নিকট পাঠালেন, তিনি তাদের খেজুর মিষ্টি হওয়ার কালে খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বেই অনুমান করে পরিমাপ করতেন।[১৮৬]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সময় স্বর্ণের 'আওযাহ' নামক গহনা পরিধান করতাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এটা কি সে কানযের অন্তর্ভূক্ত? (যার সম্পর্কে কুরআন কারীম ভয় প্রদর্শন করেছে) রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যা যাকাত দানের পরিমাণে পৌঁছে এবং যার যাকাত প্রদান করা হয়, তা সে কানয নয়।[১৮৭] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অলংকার নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে।

যার জন্য যাকাত হালাল নয়

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: বারীরাকে কেন্দ্র করে ইসলামী শরী'আতে তিনটি সুন্নত (বিধান) প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথমটি হল: সে দাসত্ব হতে মুক্ত হয়েছে, ফলে বর্তমান স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা না থাকার ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার বা অধিকার দেয়া হয়েছে।
দ্বিতীয় বিধান হল: তার মীরাস (ওয়ালা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তার পরিত্যাক্ত মীরাসের অধিকারী সে লোকই হবে যে তাকে মুক্ত করেছে।
আর তৃতীয় বিধান হল: একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) তার ঘরে প্রবেশ করলে দেখলেন, হাঁড়িতে গোশত সিদ্ধ হচ্ছে। অথচ খাওয়ার জন্য কাছে রুটি এবং ঘরের অন্য আর এক সালুন উপস্থিত করা হল। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বললেন: আমি কি হাড়ি দেখি নি, যার মধ্যে গোশত রয়েছে? তাঁরা (বারীরার পরিবারের লোকেরা) বলল: হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, তবে তা এমন গোশত, যা বারীরাকে সাদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছে।

---

১৮৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ قَالَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ من يرى تعلق الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَو غَنِي وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاء : দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, আল-ফাসলুস সালিস, হাদীস নং ১৭০১, পৃ. ১৫৭

১৮৬ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু মাতা ইউহরাসুত তামারু, হাদীস নং ১৬০৬, পৃ. ২২৬

১৮৭ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবুল কানয মা হুয়া যাকাতুল হুলিয়্যি, হাদীস নং ১৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অথচ আপনি সাদাকার মাল খান না। তখন তিনি বললেন: এটা বারীরার জন্য সাদাকা। আর আমাদের জন্য হাদীয়া।[১৮৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময়ে কিছু দিতেন।[১৮৯]

দানের মর্যাদা ও কার্পণ্যতার নিন্দা

✿ হযরত 'উসমান গণী (রা.) এর একজন ভৃত্য হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে কিছু গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ (স.) গোশত বেশি পছন্দ করতেন। তাই উম্মু সালামা (রা.) তাঁর খাদেমাকে বললেন, তা ঘরে রেখে দাও! সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স.) তা খেতে পারেন। সুতরাং খাদেমা ঘরের একটি তাকে তা রেখে দিল। এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে দরজায় দাঁড়াল এবং বলল, আমাকে কিছু দিন! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের বরকত দিবেন। ঘর থেকে তারা বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন! এ কথা শুনে ভিক্ষুকটি চলে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, হে উম্মু সালামা! তোমাদের নিকট কি এমন কিছু আছে যা আমি খেতে পারি? হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আছে। অতঃপর উম্মু সালামা (রা.) তাঁর খাদেমাকে বললেন, যাও সে গোশত রাসূলুল্লাহ (স.) কে এনে দাও! তাই খাদেমা গোশত আনতে গেল, কিন্তু তাতে এক খণ্ড পাথর ছাড়া আর কিছুই পেল না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সে গোশতা খণ্ডই পাথর খণ্ডে পরিণত হয়েছে। যেহেতু তোমরা তা ভিক্ষুককে দাও নি।[১৯০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবিদের কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মধ্যে কে পরকালে আপনার সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হবে? তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে। তখন তাঁরা একখণ্ড কাঠের টুকরা নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। আর তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদা (রা.) এর হাত ছিল সকলের চেয়ে লম্বা। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন: পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, দীর্ঘ হাত বলতে বস্তুত দান-সাদাকার দিক দিয়ে যার হাত প্রশস্ত, তাকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের মধ্যে শীঘ্রই রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে মিলিত হওয়ার মত হযরত যয়নাব (রা.)ই ছিলেন। আর তিনি দান করতে ভালবাসতেন। (বুখারী) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে শীঘ্রই আমার সাথে (পরকালে) মিলিত হবে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর বিবিগণ পরস্পরের হাত মাপতে লাগল এবং দেখতে লাগলাম কার হাত সব চেয়ে বেশি লম্বা। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: আমাদের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্টা ছিলেন বিবি যয়নাব (রা.)। কেননা, তিনি নিজের হাতে কাজ করতেন এবং দান-সাদাকা করতেন।[১৯১]

---

১৮৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল হুররাহ তাহতাল আবদি, হাদীস নং ৪৮০৯, পৃ. ৭৬৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল 'ইতক, বাবু ইন্নামাল ওলাউ লিমান 'আতাকা, হাদীস নং ১৫০৪, পৃ. ৪৯৫

১৮৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হিবাহ ওয়া ফাদলিহা, বাবুল মুকাফাআতি ফিল হিবাহ, হাদীস নং ২৪৫৪, পৃ. ৩৫২

১৯০ عَن مولى لعُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِأُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِيهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ. وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. فَقَالُوا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ؟ . فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِي فَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكِ اللَّحْمِ. فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكَوَّةِ إِلَّا قِطْعَةَ مَرْوَةٍ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَإِن ذَلِك اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلَ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবুল ইনফাক ওয়া কারাহিয়াতুল ইমসাক, হাদীস নং ১৭৮৬

১৯১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَت سَوْدَة أَطْوَلهنَّ يدا فعلمنَا بعد أنما كَانَت طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: أَسْرَعكُنَّ لُحُوقا بين أَطْوَلكُنَّ يَدًا

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর (অন্তিম) রোগের সময় আমার কাছে তাঁর ছয়টি কিংবা সাতটি দীনার ছিল। তা বণ্টন করে দেয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা আমাকে তা বণ্টন করা থেকে ব্যস্ত রাখল। (আমি এগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম) অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে ছয়টি কিংবা সাতটি দিনারের কি হল? (অর্থাৎ সে দিনারগুলি কি করেছ?) হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, কিছুই করা হয় নি। আল্লাহর কসম আপনার অসুস্থতা আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। এ কথা শুনে তিনি তা আনালেন অতঃপর সে গুলো নিজের হাতে রেখে বললেন: বল দেখি আল্লাহর নবীর কি অবস্থা হবে? যদি তিনি এখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সহিত মিলিত হন। (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করেন) আর এ দিনারগুলি তাঁর কাছে থেকে যায়।[১৯২]

দানের মাহাত্ম্য

❁ হযরত মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে আমি একটি দাসী আযাদ করলাম। এর পর সে কথা আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জানালাম। তুমি যদি এটা তোমার মামাদের দান করতে! তবে তোমার বেশি সওয়াব হত।[১৯৩]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি বা জোড়া সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যে ঐ তিন শত ষাট সংখ্যা পরিমাণ 'আল্লাহু আকবর' বলল; 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলল; 'লা-ইলাহা ইল্লালাহু' বলল; 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলল; অথবা মানুষের চলাচলের পথ হতে একটি পাথর বা কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দিল অথবা কাকেও কোন ভাল কাজের উপদেশ দিল অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল, তাহলে সে সে দিন নিজেকে দোযখ হতে দূরে রেখে চলল।[১৯৪]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা তাঁরা একটি বকরী যবাই করলেন (এবং অতিথি মুসাফিরকে খাওয়ালেন), অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, এর কতটুকু অবশিষ্ট আছে? হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, এর একটি বাহু ছাড়া আর কিছুই বাকী নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তার ঐ একটি বাহু ছাড়া আর সবটাই অবশিষ্ট আছে।[১৯৫] ইমাম তিরমিযী এটাকে সহীহ বলেছেন।

قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ؟ لِأَنَّهَا كَانَت تعْمل بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّق দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু আইয়্যুস সাদাকাতি আফদাল.., হাদীস নং ১৩৫৪, পৃ ১৮৯; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাব মিন ফাদাইলি উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব (রা.), হাদীস নং ২৪৫২, পৃ. ২৯১

১৯২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فِي مَرضه سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُفَرِّقَهَا فَشَغَلَنِي وَجَعُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا: مَا فَعَلَتِ السِّتَّةُ أَوِ السَّبْعَة؟ قلت: لَا وَالله لقد كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ فَقَالَ: مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবুল ইনফাক ওয়া কারাহিয়াতুল ইমাসাক, হাদীস নং ১৮৮৪, পৃ. ১৬৬

১৯৩ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন, হাদীস নং ৯৯৯

১৯৪ عن عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু বয়ানি আন্না ইসমাস সাদাকাতি ইয়াকা'উ 'আলা কুল্লি নাও'য়িম মিনাল মা'রূফ, হাদীস নং ১০০৭, পৃ. ৩২৫

১৯৫ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাতি, বাব (নাম বিহীন), হাদীস নং ২৫৮৭, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

উৎকৃষ্ট দান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে আমি কাকে হাদীয়া (উপঢৌকন) দিব? তিনি বললেন: দুইয়ের মধ্যে যার ঘরের দরজা তোমার কাছাকাছি।[১৯৬]

সিয়াম পর্ব

চাঁদ দেখে রোযা রাখা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) শা'বান মাসের এত বেশি হিসাব রাখতেন, যা অন্যান্য মাসে রাখতেন না। অতঃপর রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। যদি মেঘের কারণে চাঁদ গোপন থাকত, তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিনে হিসাব করতেন অতঃপর রোযা রাখতেন।[১৯৭]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (স.) কে দুই মাসের রোযা এক সাথে রাখতে দেখি নাই শা'বান ও রমযান মাস ব্যতিত।[১৯৮]

সাহারী ও ইফতার

✿ তাবি'ঈ হযরত আবূ আতিয়্যা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও মাসরূক হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবীগণের মধ্যে দুই ব্যাক্তি আছেন তাঁদের একজন ইফতার খুব শীঘ্র শীঘ্র করেন এবং (মাগরীবের) সালাতও শীঘ্র শীঘ্র পড়েন। আর অপর জন ইফতারী দেরীতে করেন এবং সালাতও দেরীতে পড়েন। তখন তিনি (আয়িশা) জিজ্ঞাসা করলেন, দুইজনের কে ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করেন এবং সালাতও শীঘ্র শীঘ্র আদায় করেন। আমরা বললাম, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরূপই করতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী (রা.)।[১৯৯]

✿ হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়ত করে নাই তার রোযা নাই।[২০০]
ব্যাখ্যা: ইমাম মালিক এ হাদীস অনুসারে ফরয, নফল ইত্যাদি সকল রকমের রোযাতেই সুবহি সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করাকে ফরয মনে করেন। নফল ব্যতিত ফরয ও মাননত ইত্যাদি রোযায় ইমাম শাফিয়ী ও আহমাদেরও এ মত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সালামা ইব্ন আকওয়া কর্তৃক আশুরা সম্পর্কে

---

১৯৬ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু হক্কুল জিওয়ার ফী কুরবিল আবওয়াব, হাদীস নং ৬০২০

১৯৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ. ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ইযা উগমিয়াশ শাহার, হাদীস নং ২৩২৫, পৃ. ৩১৮

১৯৮ عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ما رَأَيتُ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصومُ شهرينِ متتابعينِ إلاَّ شَعبَانَ ورَمضَان দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সাওম 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী বিসালি শা'বান বিরামাযান, হাদীস নং ৭৩৩; *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাব যিকারু হাদীসি আবী সালামা ফী যালিকা, হাদীস নং ২১৪৬

১৯৯ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ: يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ফাদলিস সাহুরি ওয়া তা'কীদি ইসতিহবাবিহি, হাদীস নং ১০৯৯, পৃ. ৩৫০

২০০ عن حفصةَ عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبلَ الفَجرِ فلا صِيامَ لَهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সাওম 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ লা সিয়ামা লিমান লাম ইয়াযিম মিনল লাইল, হাদীস নং ৭২৬

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত হাদীস অনুসারে বলেন, কাযা, কাফ্ফারা ও অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা ব্যতিত ফরয, নফল ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযায় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করলেই চলে।

রোযার পবিত্রতা রক্ষা

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রোযা অবস্থায় (আমাদিগকে) চুম্বন করতেন এবং আমাদের দেহের সহিত দেহ মিলাতেন। আর তিনি তোমাদের অপেক্ষা নিজের প্রভৃত্তির উপর অধিকতর সংযমী ছিলেন।[২০১]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রমযান মাসে কখনো কখনো স্বপ্নদোষ ব্যতিতই নাপাকী অবস্থায় ভোর করতেন। অতঃপর গোসল করতেন এবং যথারীতি রোযা (অব্যাহত) রাখতেন।[২০২]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রোযা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহবা চুষতেন।[২০৩]

ভ্রমনকারীর রোযা

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হামযা বিন 'আমর আসলামী (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি কি সফরে থাকা অবস্থায় রোযা রাখতে পারব? (অর্থাৎ সে সময় রোযা রাখা যায়েজ আছে কি না?) আর তিনি রোযা রাখা খুব বেশি পছন্দ করতেন। (রোযা রাখা যেন তাঁর আনন্দ) জবাবে তিনি (স.) বললেন, যদি চাও তবে রোযা রাখতে পার। আর যদি চাও, রোযা ভাঙ্গিতেও পার।[২০৪] (অর্থাৎ সফরে রোযা রাখা না রাখা উভয়টির অনুমতি আছে।)

কাযা রোযা

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উপরে রমযানের রোযা কাযা করা আবশ্যক হত। (কেননা আমি রমযান মাসেও ঋতুবতী হতাম) কিন্তু আমি তা (পূর্ববর্তী) শা'বান মাস ব্যতিত পূর্ণ করতে সুযোগ পেতাম না। অধঃতন রাবী ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বলেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর সাথে নবীর কাজ অথবা নবী (স.) এর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ থাকার কথা বুঝিয়েছেন।[২০৫]

---

২০১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুল মুবাশারাতি লিস সায়িম, হাদীস নং ২৮২৬, পৃ ২৫৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু বয়ানি আন্নাল কুবলাতা ফিস সওমি লাইসাত মুহাররামাহ.., হাদীস নং ১১০৬, পৃ. ৩৫২

২০২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ইগতিসালিস সায়িম, হাদীস নং ২৮২৯, পৃ ২৫৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সিহ্হাতি সাওমি মান তালাআ আলাইহিল ফাজরু ওয় হুয়া জুনুব, হাদীস নং ১১০৯, পৃ. ৩৫৩

২০৩ عَن عَائِشَةَ: أَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِم ويمص لسنانها দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুস সায়িম ইয়াবলা'উর রীকা, হাদীস নং ২৩৮৬, পৃ. ৩২৪

২০৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুস সাওমি ফিস সফর ওয়াল ইফতারি, হাদীস নং ১৮৪১, পৃ. ২৬০; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুত তাখয়ীরি ফিস সাওমি ওয়াল ফিতরি ফিস সফর, হাদীস নং ১১২১, পৃ. ৩৫৮

২০৫ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু মাতা ইয়াকদি কাদাআ রমাযান, হাদীস নং ১৮২৯, পৃ. ২৬১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু কাদাআ রমযানা ফি শাবান, হাদীস নং ১১৪৬, পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

✿ মহিলা সাহাবী হযরত মুয়াযাতাল- আদভিয়্যা হতে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন: ঋতুবতী মহিলার রোযা কাযা করতে হয় অথচ সালাতের কাযা আদায় করতে হয় না কেন? উত্তরে হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় আমাদের ও এটা (ঋতু) হতো। কিন্তু এ অবস্থায় আমদেরকেও রোযা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত আর সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।[২০৬] (তাই আমরা এরূপ করতাম কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করতাম না।)

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে আর তার যিম্মায় (ফরয) রোযা রয়ে গেছে। তার পক্ষে তার অলী-ওয়ারিশ (অভিভাবক) রোযা রাখবে।[২০৭]

নফল রোযা

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখতে, যার প্রথম দিন সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার হয়।[২০৮]

✿ হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) প্রত্যেক মাসের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় জুমার সোমবার রোযা রাখতেন।[২০৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) (প্রায়শ এমন ভাবে একনাগারে) রোযা রাখতে থাকতেন যাতে আমরা (মনে মনে) বলতাম যে, তিনি (এ মাসে) আর রোযা ছাড়বেন না। আবার তিনি এমন ভাবে রোযা ছাড়তে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি এ মাসে আর রোযা রাখবেন না। (তিনি আরও বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে রমযান মাস ছাড়া আর কখনো পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নি। আর তাঁকে শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত বেশি রোযা রাখতেও দেখি নি। (অর্থাৎ অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসেই নফল রোযা খুব বেশি রাখতেন।)
অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আয়িশা রা.) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (স.) শা'বান মাস সবটাই রোযা রাখতেন। অর্থাৎ মাত্র অল্প কয়েক দিন ব্যতিত পূর্ণ শা'বান মাস রোযা রাখতেন।[২১০]

✿ তাবি'ঈ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) কি কোন পূর্ণ মাস (নফল) রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর সম্পর্কে জানি না যে, তিনি রমযান ছাড়া কোন পূর্ণ মাস রোযা রেখেছেন, আবার কোন পূর্ণ মাস রোযা ছেড়েছেন। (অর্থাৎ রমযান ছাড়া কোন মাসেই তিনি পুরো মাস জুড়ে রোযা রাখতেন না বরং অন্য

---

২০৬ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু ওয়াজুবি কাদাই সাওমি আলাল হায়িয দুনাস সালাত, হাদীস নং ৩৩৫, পৃ. ১৫৩

২০৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু মান মাতা ওয়া আলাই সাওম, হাদীস নং ১৮৫১, পৃ. ২৬১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু কাযাইস সিয়াম আনিল মাইয়্যিত, হাদীস নং ১১৪৭, পৃ. ৩৬

২০৮ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু মান কালা আল-ইসনাইন ওয়াল খামীস, হাদীস নং ২০৯৬

২০৯ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَمِنْ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সাওমিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৩২৬

২১০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله وكن يصوم شعبان إلا قليلا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সাওমি শা'বান, হাদীস নং ১৮৬৮, পৃ ২৬৪; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সিয়ামিন নাবিয়্যি (স.) ফী গাইরি রমাযান.., হাদীস নং ১১৫৬, পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সবমাসেই তিনি কিছু দিন রোযা রাখতেন আবার কিছুদিন রোযা ছাড়তেন।) পরকালে পাড়ি যমানোর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এভাবেই করতেন।[২১১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে কখনো যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন রোযা রাখতে দেখি নি।[২১২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন।[২১৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এক মাসের শনিবার, রবিবার ও সোমবার রোযা রাখতেন এবং পরের মাসের মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[২১৪]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) অন্যান্য দিনে রোযা রাখার চেয়ে শনি-রবিবারেই বেশি রোযা রাখতেন এবং বলতেন: এ দুই দিন মুশরিকদের পর্বের দিন। অতএব, এ ব্যাপারে আমি তাদের খেলাফ করাকে পছন্দ করি।[২১৫]
ব্যাখ্যাঃ 'মুশরিকদের' বলতে, এখানে তিনি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বুঝিয়েছেন। কেননা, ইয়াহুদীরা ওয়ায়রকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে শিরক করেছে।
"এ দুই দিন মুশরিকদের পর্বের দিন" অর্থাৎ- শনিবার ইয়াহুদীদের এবং রবিবার খ্রিস্টানদের। এ দুই দিনে তাঁরা রোযা রাখে না।

✿ হযরত হাফসা (রা.) বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ (স.) কখনও ছাড়তেন না। তা হলো আশুরার রোযা, যিলহজ্জের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা এবং ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নত সালাত।[২১৬]

নফল রোযা ভাঙ্গা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমার নিকট আসলেন এবং বললেন: তোমার নিকট (খাওয়ার জন্য) কিছু আছে কি? আমি বললাম জি-না। তখন তিনি বললেন আমি রোযা রাখলাম। অতঃপর আরেক দিন তিনি আমার নিকট আসলেন, তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমাদেরকে 'হাইস'[২১৭] হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে তা দেখাও।

---

২১১ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সিয়ামিন নাবিয়্যি (স.) ফী গাইরি রমাযান.., হাদীস নং ১১৫৬, পৃ. ৩৬৪

২১২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ দ্র. *সহীহুল মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল এ'তেকাফ, বাবু সাওমি আশরি যিল হাজ্জ, হাদীস নং ১১৭৬, পৃ. ৩৭২

২১৩ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সিয়ামি আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী সাওমি ইয়াওমিল ইসনাইনি, হাদীস নং ৭৪২, পৃ. ৯৩; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু যিকরি ইখতিলাফিন নাকিলীন, হাদীস নং ২৩২৪, পৃ. ২৫২

২১৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ، وَالأَحَدَ، وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلَاثَاءَ، وَالأَرْبِعَاءَ، وَالخَمِيسَ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সাওমি আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী সাওমি ইয়াওমিল ইসনাইনি ওয়াল খামীস, হাদীস নং ৭৪৩, পৃ. ৯৩

২১৫ عن أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৫৫২৫

২১৬ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু কাইফা ইয়াসূমু সালাসাহ আইয়্যাম মিন কুল্লি শাহরিন, হাদীস নং ২৩৭৩

২১৭ 'হাইস' এক প্রকার হালুয়া বা মণ্ড, যা খেজুর, পণীর ও আটা মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমি তো রোযার নিয়ত করেছি, সকাল হতে রোযাদার হিসেবে কাটালাম। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি তা খেলেন।[২১৮]

✿ ইমাম যুহরী হযরত ‘উরওয়া হতে এবং তিনি হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি ও হাফসা রোযা রাখছিলাম। এ সময় আমাদের নিকট এমন কিছু খানা উপস্থিত করা হল, যা আমরা খুব পছন্দ করি। সুতরাং আমরা তা হতে খেলাম। অতঃপর হযরত হাফসা রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমরা দু’জন রোযাদার ছিলাম, এ অবস্থায় আমাদের নিকট কিছু খানা উপস্থিত হল, যা আমরা খুব পছন্দ করি। ফলে আমরা তা থেকে খেলাম। একথা শুনে তিনি বললেন, এর পরিবর্তে অপর একদিন কাযা রোযা রাখিও। (তিরমিযী) ইমাম তিরমিযী হাদীস বিশেষজ্ঞদের এমন এক দলের নাম উল্লেখ করেছেন যারা হাদীসটিকে যুহরী হতে এবং যুহরী আয়িশা (রা.) হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ মধ্যস্থ বর্ণনাকারী উরওয়ার নাম উল্লেখ করেন নি। (সুতরাং হাদীসটি মুনকাতা বা বিচ্ছিন্ন) এটাই সঠিক বর্ণনা। কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ ইহাকে উরওয়ার আযাদকৃত দাস যুমাঈল হতে বর্ণনা করেছেন।[২১৯]

কদরের রাত্রি

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিতে শবে-কদর তালাশ কর।[২২০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, রমযানের শেষ দশকের ইবাদতে এত অধিক পরিশ্রম করতেন যা অন্য সময় করতেন না।[২২১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন রাসূলুল্লাহ (স.) ইবাদতের জন্য কোমড়ে কাপড় বাঁধতেন। তিনি সারা রাত্র জেগে ইবাদত করতেন এবং নিজের পরিবার পবিজনকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন।[২২২] (বুখারী ও মুসলিম)

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাকে বলে দিন, যদি আমি বুঝতে পারি যে, ‘শবে কদর’ কোন রাত্রিতে তখন আমি কি বলব? তিনি বললেন : তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালবাসো অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।[২২৩] তিরমিযী বলেছেন এটা সহীহ হাদীস।

---

২১৮ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু জাওযি সাওমিন নাফিলা বিনিয়্যাতিন মিনান নাহর, হাদীস নং ১১৫৪, পৃ. ৩৬৪

২১৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুস সাওমি ‘আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ইজাবিল কাযাই আলাইহি, হাদীস নং ৭৩১, পৃ. ৯২; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু মান রাআ আলাইহিল কাযা, হাদীস নং ২৪৫৭, পৃ. ৩৩৩

২২০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সাওমি, বাবু তাহাররি লাইলাতাল কাদর, ফিল বিতর, হাদীস নং ১৯১৩, পৃ. ২৭০

২২১ عن عائشة رضي الله عنها قالت كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল এ‘তিকাফ, বাবুল ইজতিহাতি ফিল আশরিল আওয়াখিরি মিন রমযান, হাদীস নং ১১৭৫, পৃ. ৩৭২

২২২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুস সাওমি, বাবুল আমালি ফিল আশরিল আওয়াখিরি মিন রমযান, হাদীস নং ১৯২০, পৃ. ২৭১

২২৩ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুত তাওয়াতি আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব (নাম বিহীন), হাদীস নং ৩৫৮০, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

এ'তেকাফ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) বরাবরই রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন। যে পর্যন্তনা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওফাত দান করেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর বিবিগণ এ'তেকাফ করেছেন।[২২৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এ'তেকাফ করতেন তখন মসজিদে থেকেই তাঁর শির মোবারক আমার দিকে আগাইয়া দিতেন, আর আমি উহা আঁচড়িয়ে দিতাম। আর তিনি মানবীয় প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা) ব্যতিত কখনো ঘরে আসতেন না।[২২৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এ'তেকাফের ইচ্ছা করতেন, ফজরের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর এ'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।[২২৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এ'তেকাফের অবস্থায় রোগীর খোঁজ-খবর নিতেন। হাটতে পথের এদিক-সেদিক না গিয়ে এবং কোথাও না দাঁড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন।[২২৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এ'তেকাফকারীর পক্ষে এই সুন্নাত পালন করা আবশ্যক যে, সে কোন রোগীকে দেখতে যাবেনা। জানাযায় হাযির হবেনা। স্ত্রী সহবাস করবেনা। তার সাথে মেলা-মেশাও করবেনা। যা না হলে নয় এমন প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না। রোযা ব্যতিত এ'তেকাফ হয় না। এবং জামে মসজিদ ছাড়াও এ'তেকাফ হয় না।[২২৮]

আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ কুরআনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পূণ্যবান সুমহান সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিস্তাদের সঙ্গী হবেন। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও চেষ্টা সাধনা করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার।[২২৯]

---

২২৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল এ‘তিকাফ, বাবুল এ‘তিকাফ ফিল আশরিল আওয়াখিরি.., হাদীস নং ১৯২১, পৃ ২৭১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল এ‘তিকাফ, বাবু এ‘তিকাফিল আশরিল আওয়াখিরি মিন রমাযান, হাদীস নং ১১৭২, পৃ. ৩৭১

২২৫ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল এ‘তিকাফ, বাবু লা ইয়াদখুলুল বায়তা ইল্লাহ লিহাজাত, হাদীস নং ১৯২৫, পৃ ২৭১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু জাওযি গোসলি রা'সি যাওজিহা, হাদীস নং ২৯৮

২২৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুল এ‘তিকাফ ওয়া কাযাইল এ‘তিকাফ, হাদীস নং ২৪৬৪, পৃ. ৩৩৪; *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু মা জাআ ফীমান ইয়াবতাদি'উল এ‘তিকাফ.., হাদীস নং ১৭৭১

২২৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুল মু'তাকিফি ইয়া‘উদুল মারিদা, হাদীস নং ২৪৭২, পৃ. ৩৩৫

২২৮ عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَمَسُّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لابد مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবুল মু‘তাকিফ ইয়া‘উদুল মারিদা, হাদীস নং ২৪৭৩, পৃ. ৩৩৫

২২৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شاق لَهُ أَجْرَانِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাওহীদি-কিতাবুর রাদ্দি আলাল জাহমিয়্যাতি.., বাবু কাওলিন্নাবিয়্যি (স.) আল-মাহিরু বিল কুরআনি মাআস সাফারাতিল কিরামিল বাররাতি, হাদীস নং (সনদ বিহীন বাব হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন) পৃ. ১১২৫; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাব ফাদায়িলিল কুরআন ওয়ামা ইয়াতা‘আল্লাকু বিহি, বাবু ফাদলিল মাহিরি বিল কুরআন.., হাদীস নং ২৪৪, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স.) এক ব্যক্তিকে (সাহাবীকে) বিশেষ অভিযানে দলনেতা করে পাঠালেন, (এই গোটা অভিযানে তাঁর স্থায়ী নিয়ম ছিল) তিনি প্রত্যেক নামাযে قل هو الله احد পড়ে সালাতের কিরাত শেষ করতেন। (অর্থাৎ সে প্রত্যেক রাকা'য়াত নামাযে আল-হামদু ও অন্যান্য কেরাতের সাথে সূরা ইখলাস পড়তেন। ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গিরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিষয়টি উল্লেখ করলেন, তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাস কর সে কেন এরূপ করেছে? তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বললেন: যেহেতু এ সূরায় রহমানের (আল্লাহর) পরিচয় ও গুনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে এটা পাঠ করতে আমার খুব ভাল লাগে। শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন সে লোকটিকে বল, আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ভালবাসে, পছন্দ করে।[২৩০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন বিছানায় ঘুমোতে যেতেন তখন সূরা নাছ, ফালাক ও ইখলাস পাঠ করে উভয় হতের তালুতে ফুঁ দিতেন অতঃপর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত শরীর মোবারক মাছেহ করতেন, মাথা ও মুখমণ্ড থেকে প্রথমে শুরু করতেন, এভাবে তিনি তিন বার করতেন।[২৩১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নামাজের মধ্যে কুরআন তেলওয়াত নামাজের বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে উত্তম, নামাজের বাইরে কুরআন তেলাওয়াত তাসবীহ ও তাকবীর থেকে উত্তম, তাসবীহ সদকা (দান) থেকে উত্তম, সদকা সওম (রোযা) থেকে উত্তম, সওম জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল স্বরূপ।[২৩২]

কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় রাতের দিকে এ দু'আ পাঠ করতেন: আমার মুখমণ্ডল সে সত্তার জন্য সেজদা করল যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন; স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে।[২৩৩] তবে ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

২৩০ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু মা জাআ ফী দুআইন নাবিয়্যি (স.) উম্মাতাহু ইলা তাওহীদিল্লাহ, হাদীস নং ৬৯৪০, পৃ ১০৯৬; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাব ফাদায়িলিল কুরআন ওয়ামা ইয়াতা'আল্লাকু বিহি, বাবু ফাদলি কির'আতি কুল হুয়াল্লাহু, হাদীস নং ৮১৩, পৃ. ২৭১

২৩১ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন, বাবু ফাদলিল মু'আওয়াযাত, হাদীস নং ৪৮২৯, পৃ. ৭৫০

২৩২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ দ্র. *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, তা'যীমুল কুরআন, ফছল ফী কিরআতিল কুরআন, হাদীস নং ২০৪৯, পৃ. ৫১৮

২৩৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুস সফর, বাবু মা জাআ মা ইয়াকূলু ফী সুজূদিল কুরআন, হাদীস নং ৫৭৭, পৃ. ৭৫; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকূলু ইযা সাজাদা, হাদীস নং ১৪১৪, পৃ. ২০০; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুল ইফতিতাহ, বাবু নিসফিল কাদামাইনি ফিস সুজূদি, হাদীস নং ১১১৭, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

দু'আ ও ইসতিগফার পর্ব

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পছন্দনীয় দু'আ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) পছন্দ করতেন (الجوامع من الدعاء)[২৩৪] সামষ্টিক ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা দু'আ করতে। এগুলো ছাড়া অন্যগুলা পরিত্যাগ করতেন।[২৩৫]

তওবা ও ইসতিগফার

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, বান্দা যদি তার অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।[২৩৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর, যারা ভাল আমল করে খুশি হয়, এবং মন্দ কাজ করে তাওবা করে।[২৩৭]

আপদ-বিপদ গুনার কাফ্ফারা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: কোন মুসলমানের উপর আপতিত বিপদ তার গোনাহ মাফের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও।[২৩৮]

মজলিস সমাপ্তির দু'আ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন কোন মজলিসে (মিটিংয়ে) বসতেন অথবা সালাত আদায় করতেন, এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্তশব্দগুলি দ্বারা: হযরত আয়িশা (রা.) বলেন আমি জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি কোন মজলিসে বসেন বা কোন সালাত পড়েন, আমি আপনাকে দেখি এ সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এ শব্দগুলি পাঠ করে এর কারণ কি? তিনি বলেন; হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলবে এ শব্দগুলো তার জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে। এ দু'আটি (শব্দগুলি) হল "হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমারই প্রশংসা করছি, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই তোমার
কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।[২৩৯]

---

২৩৪ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ অন্তর্ভূক্ত করে এমন শব্দ দিয়ে। অথবা শব্দ কম অর্থ বেশি এমন শব্দ দিয়ে। দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*' প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুদ দা'ওয়াত, এর টীকা নং ৯, পৃ. ১৯৫ অধ্যায় 'কিতাবুদ দা'ওয়াত'

২৩৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুদ দু'আ, হাদীস নং ১৪৮২, পৃ. ২০৮

২৩৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু তা'দীলুন নিসাই বা'দুহুন্না বা'দান, হাদীস নং ২৫১৮, পৃ. ৩৬৪; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুত তাওবাতি, বাবু ফী হাদীসিল ইফকি, হাদীস নং ২৭৭০, পৃ. ২৭১

২৩৭ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذا أَحْسَنوا استبشَروا وإِذا أساؤوا اسْتَغْفَرُوا দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু আসমায়িল্লাহি তা'আলা, বাবুল ইসগিতফারি ওয়াত তাওবাতি, হাদীন নং ২৩৫৭, পৃ. ২০৬

২৩৮ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মারদা, বাবু মা জাআ ফী কাফ্ফারাতিল মারদি, হাদীস নং ৫২০৯, পৃ. ৮৪৩

২৩৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تكلّم بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: إِنْ تُكُلِّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تُكُلِّمَ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইফতিতাহি, বাবু নাও'উন আখারা মিনায যিকর বা'দাত তাসলীম, হাদীস নং ১৩২৭, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময়ের দু‘আ

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন ঘর হতে বের হতেন, তখন বলতেন: বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি পদস্খলন হওয়া ও বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারও অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।[২৪০]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ (স.) আমার ঘর হতে বের হতেন, তখনই আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন: আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে।[২৪১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন কোন মজলিসে বসতেন অথবা সালাত আদায় করতেন, কিছু বাক্য বলতেন। একদা আমি সে সব বাক্য সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: যদি মসলিসে ভাল কথা হয়ে থাকে, তবে এটা তার পক্ষথেকে মোহরস্বরূপ হবে কিয়ামত পর্যন্ত, আর যদি মন্দ কথ হতে থাকে, তবে এটা তার কাফ্ফারা হতে যাবে। বাক্যগুলো হচ্ছে: আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে তুমি ব্যতিত কোন মা‘বুদ নাই, আমি তোমার নিকট মাফ চাচ্ছি ও তাওবা করছি।[২৪২]

✿ হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন শয়ন করার ইচ্ছা করতেন, ডান হাত গালের নিচে রাখতেন; অতঃপর তিনবার বলতেন: আল্লাহ হুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়ওমা তুব‘আছু ইবাদাকা। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাগণকে কবর হতে উঠাবে।[২৪৩]

আশ্রয় প্রার্থনার দু‘আ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন: (এ দু‘আ পড়ে আশ্রয় চাইতেন) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, বার্ধক্যের কষ্ট, ঋণ ও গুনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আগুনের শাস্তি, আগুনের ফিৎনা, কবরের ফিৎনা, কবরের শাস্তি, ধনাঢ্যতার ও দারিদ্রতার ফিৎনা থেকে, মসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ বরফের ও শিশিরের পানি দ্বারা ধৌত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে এমনভাবে পরিস্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিস্কার হয়। এবং আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।[২৪৪]

---

২৪০ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুদ দাওয়াত আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মিনহু, হাদীস নং ৩৪৮৭,

২৪১ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়াকূল ইযা খারাজা মিন বাইতিহি, হাদীস নং ৫০৯৪

২৪২ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ১, কিতাবুস সাহব, বাবু নাওউন আখারা মিনায যিকর ব‘াদাত তাসলীম, হাদীস নং ১১৯১

২৪৩ عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়াকুল ‘ইনদান নাওম, হাদীস নং ৫০৪৫

২৪৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ،

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করছি তার অনিষ্ট থেকে এবং আমি যা করি নি তার অনিষ্ট থেকে।[২৪৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) চাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, হে আয়িশা! তুমি আল্লাহর কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর নিশ্চয়ই এটা অন্ধকার (রাত্রি) যখন তা আচ্ছন্ন হয়।[২৪৬]

হজ্জ পর্ব

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে জেহাদের ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছিলাম, তিনি বললেন: হজ্জ হল তোমাদের জেহাদ।[২৪৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরাক বাসীদের জন্য 'যাতু ইরক' নামক স্থানকে মীকাত হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন।[২৪৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) নারীদের উপর কি জিহাদ ওয়াজিব নয়? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; হ্যাঁ। তাদের উপর যে জেহাদ, তাতে মারামারি নেই, আর তা হলো হজ্জ ও ওমরা।[২৪৯]

ইহরাম ও তালবিয়্যাহ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর ইহরাম খোলার জন্য (জিল হজ্জ মাসের দশ তারিখ) বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (তাওয়াফে এফাযা) করার পূর্বে খোশবু লাগিয়ে দিতাম, এমন খুশবু যাতে মিশক (কস্তুরী) ছিল, যেন আমি এখনো রাসূলুল্লাহ (স.) এর (চুলের) সিঁথিতে খোশবু দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করতেছি। অথচ তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।[২৫০]

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ দ্র. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবুত তাওয়াযি মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরামি, হাদীস নং ৬০০৭, পৃ ৯৪২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাবুত তাও'উযি মিন শাররিল ফিতানি ওয়া গাইরিহা, হাদীস নং ৫৮৯, পৃ. ৩৪৭

২৪৫ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াত তাওবাতি ওয়াল ইসতিগফারি, বাবু তাও'উযি মিন শাররি মা আমিলা, হাদীস নং ২৭১৬, পৃ. ৩৪৯

২৪৬ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মিন সূরাতিল মু'আওয়াযাতাইন, হাদীস নং ৩৪২৫, পৃ. ১৭২

২৪৭ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الحَجُّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সাইর, বাবু জিহাদিন নিসাই, হাদীস নং ২৭২০; ২৭২১, পৃ. ৪০২

২৪৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল মানাসিকি, বাব ফিল মাওয়াকিতি, হাদীস নং ১৭৩৯, পৃ. ২৪৩; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু মীকাতি আহলি মিসর, হাদীস নং ২৬০৫

২৪৯ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ২, কিতাবুল মানাসিকি, বাবুল হাজ্জ জিহাদুন নিসা, হাদীস নং ২৯০১

২৫০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুত তাইয়্যিব ইনদাল ইহরামি, হাদীস নং ১৪৬৪, পৃ ২০৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবুত তাইয়্যিব লিল মুহাররামি ইনদাল ইহরামি, হাদীস নং ১১১৯

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ইহরাম বাঁধার পূর্বে লাগান খোশবুর আসর ইহরাম অবস্থায় বাকী থাকলে ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিদায় হজ্জের বৎসর (হজ্জের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল। আর কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়টির। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) শুধু হজ্জের ইহরামই বেঁধেছিলেন। ফলে যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন (তারা তাওয়াফ ও সায়ীর পর অর্থাৎ উমরার কাজ সমাপ্ত করে) ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন অর্থাৎ হালাল হয়ে গেলেন। আর যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা এবং যারা হজ্জ ও উমরা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা কুরবানির দিন (অর্থাৎ দশ তারিখ) না আসা পর্যন্ত হালাল হলেন না।[২৫১]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদাস হতে (মক্কার) বায়তুল হারামের দিকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধিবে, তার পূর্বাপরের গোনাহ মাফ করা হবে অথবা তিনি বলেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[২৫২] ইমাম নববী বলেছেন, হাদীসটি সবল নয়।

বিদায় হজ্জ

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল। আর কেউ কেউ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিল। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যে উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনে নি, সে যেন (উমরার কাজ শেষ করে) ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যায়। আর যে ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছে সে যেন উমরার সাথে হজ্জের তালবীয়াও বলে এবং হজ্জ ও উমরা উভয়টি হতে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত যেন ইহরাম না খোলে। অপর এক বর্ণনায় আছে। (দশ তারিখে) পশু কুরবানী করা পর্যন্ত যেন ইহরাম না খোলে। আর যে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যেন হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি (মক্কায় প্রবেশ কালে) ঋতুবতী হয়ে গেলাম। ফলে আমি (উমরার জন্য) খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীও করতে পারলাম না এবং আরাফাতের দিন না আসা পর্যন্ত আমি এ অবস্থায় থাকলাম। অথচ আমি উমরা ছাড়া অন্য কিছুর (অর্থাৎ হজ্জের) ইহরাম বাঁধি নি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন আমার মাথার চুল খুলে ফেলি এবং চিরুনি করি। আর হজ্জের ইহরাম বাঁধি এবং উমরা পরিত্যাগ করি। সুতরাং আমি এরূপ করলাম এবং যথারীতি হজ্জ আদায় করলাম। অতঃপর তিনি (আমার ভাই) আব্দুর রহমান বিন আবূ বকরকে আমার সঙ্গে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন: আমি যেন আমার সে অসমাপ্ত উমরার পরিবর্তে 'তানঈম' হতে উমরা করি।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করল, তারপর হালাল হয়ে গেল। অতঃপর তারা (১০ তারিখে) মিনা হতে

---

২৫১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুত তামাত্তু'ই ওয়াল ইকরানি ওয়াল ইফরাদি, হাদীস নং ১৪৮৭, পৃ ২১২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু বয়ানি ওজূহলি ইহরামি, হাদীস নং ১২১১

২৫২ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাব ফিল মাওয়াকীত, হাদীস নং ১৭৪১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবর্তন করে (হজ্জের জন্য) তাওয়াফ করল। আর যারা হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছিল, তারা শুধু (১০ তারিখে) একটি মাত্র তাওয়াফ করল। অর্থাৎ তাদের উমরার প্রথম তাওয়াফের প্রয়োজন হয় নি।[২৫৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) রাসূলুল্লাহ (স.) মক্কায় পৌঁছেছিলেন যিল হাজ্জ মাসের চার বা পাঁচ তারিখে। এ সময় তিনি একবার আমার কাছে এসেছিলেন খুব রাগান্বিত অবস্থায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.) কে আপনাকে রাগান্বিত করেছে? আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করুন। তিনি বললেন: তুমি কি জান না যে আমি এ ব্যাপারে লোকদিগকে প্রথমে নির্দেশ দিয়েছি, আর তারা তাতে ইতস্তত করছে। যদি আমি আমার ব্যাপারে প্রথমে বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝেছি। তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা খরিদ করতাম এবং এখনই হালাল হয়ে যেতাম, যেমন তারা হালাল হয়েছে।[২৫৪]

মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মক্কায় পৌঁছলেন তখন তাঁর উচু দিক হতে তাতে প্রবেশ করতেন এবং নিচ দিক হতে বের হতেন।[২৫৫]

✿ হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হজ্জ সম্পাদন করেছেন। (এ প্রসঙ্গে আমার খালা) হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মক্কায় পৌঁছলেন তখন প্রথমে যে কাজ দ্বারা তিনি হজ্জের কার্য শুরু করেছিলেন, তা হল - তিনি ওযু করলেন অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করলেন তবে তাকে উমরায় পরিণত করলেন না। (অর্থাৎ ইহরাম খুলেন নি) তারপর হযরত আবূ বকর (রা.) হজ্জ করেছিলেন। তিনি প্রথমে যে কাজ করেছিলেন তাও হল- বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ, তবে তা উমরা ছিল না। (অর্থাৎ এটাকে উমরায় পরিণত করে নি।) অতঃপর হযরত ‘উমর (রা.) তারপর ‘উসমান (রা.)ও এরূপ করেছিলেন।[২৫৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে (হজ্জের সফরে) বের হলাম। আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কোন তালবিয়া বলতাম না। যখন আমরা ‘সারেফ’ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়ে গেল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কাছে আসলেন। তখন আমি কাঁদতে ছিলাম। (তিনি আমার অবস্থা দেখে) বললেন, সম্ভবত ঋতুবতী হয়ে পড়েছ। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (আমাকে প্রবোধ দিয়ে) বললেন, এ এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তা‘আলা

---

২৫৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ العُمرة ثمَّ لَا يحل حَتَّى يحل مِنْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ . قَالَتْ: فَحِضْتُ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي بَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثمَّ طافوا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু কাইফা তুহিল্লুল হায়িয ওয়ান নুফাসা, হাদীস নং ১৪৮১, পৃ ২১০; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু বয়ানি ওজূহিল ইহরামি, হাদীস নং ১২১১, পৃ. ৩৮৫

২৫৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু বয়ানি ওজূহীল ইহরামি.., হাদীস নং ১২১১, পৃ. ৩৯২

২৫৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু মিন আইনা ইয়াখরুজু মিন মক্কাতা, হাদীস নং ১৫০৪, পৃ. ২১৪; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু ইসতিহবাবি দুখুলি মক্কাতা, হাদীস নং ১২৫৮, পৃ. ৪০৯

২৫৬ عَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حجَّ أَبُو بكرٍ فكانَ أَوَّلَ شيءٍ بدأَ بِهِ الطوَّافَ بالبيتِ ثمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مثلُ ذَلِك দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু মান তাফা বিল বাইত ইযা কাদিমা মক্কাতা.., হাদীস নং ১৫৩৬, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

আদমের কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। এটা চিরা-চরিত বিধান সুতরাং অনুতপ্ত হওয়ার কি আছে?) তবে তুমি তা করতে থাক যা হাজীরা করে। কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর না।[২৫৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। মদীনা রাওয়ানা হওয়ার রাতেই হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর মাসিক আরম্ভ হল। তিনি বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ধ্বংস হোক, নিপাত যাক! সে কি কুরবানীর দিনে তাওয়াফ করেছে? বলা হল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; তবে রওয়ানা হও![২৫৮]
ব্যাখ্যা: এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও হায়য গ্রস্তদের জন্য তা মাফ, যদি ১০ তারিখে তাওয়াফু ইফাযা করে থাকে।

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এ অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ্য। তিনি বললেন, তবে তুমি সওয়ার হতে লোকের পিছন দিয়ে তাওয়াফ কর। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বায়তুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন এবং তাতে সূরা তূর 'আত-তূর ওয়া কিতাবিম্‌মস্‌তূর' পাঠ করতেছিলেন।[২৫৯]

'আরাফাতে অবস্থান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আরাফাতের দিন অপেক্ষা আর এমন কোন দিন নাই, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দোযখ থেকে এত অধিক সংখ্যক মুক্তি দিয়ে থাকেন । তিনি সেদিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হয় এবং তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, এ সব লোকেরা কি চায়? সুতরাং তাঁরা যা চায় আমি তাদেরকে তা প্রদান করব।[২৬০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ এবং যারা তাদের রীতি অনুসরণ করত তাঁরা আরাফার দিন মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং জিনদেরকে বাহাদুর, শরীফ বা কুলীন বলে অভিহিত করত। আর সমস্ত আরব গোত্র আরাফাতের ময়দানে গিয়ে অবস্থান করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হল তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর (শ্রেষ্ঠ) নবীকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আরাফাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে অবস্থান করেন। এটাকে আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে এভাবে বলেছেন: অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন সেখান হতে যেখানে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে।[২৬১]

---

২৫৭ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু কাইফা কানা বাদউল হায়য.., হাদীস নং ২৯০, পৃ ৪৩; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু বায়ানি ওজূহিল ইহরাম, হাদীস নং ১২১১, পৃ. ৩৯০

২৫৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইদলাজ মিনাল মাসহাব, হাদীস নং ১৬৮২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু বয়ানি ওজূহুল ইহরাম ওয়া আন্নাহু ইয়াজূযু ইফরাদুল হজ্জ, হাদীস নং ১২১১

২৫৯ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাবু ইদখালিল বাঈর ফিল মাসজিদ লিল ইল্লাত, হাদীস নং ৪৫২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু জিওয়াযিত তাওয়াফ 'আলা বাঈর ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং ১২৭৬

২৬০ عن عائشة قالت إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাব ফী ফাদলিল হাজ্জ ওয়াল উমরাতি, হাদীস নং ১৩৪৮, ৪৩৬

২৬১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ

Dhaka University Institutional Repository

আরাফাত ও মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কুরবানির (পূর্ব) রাত্রে হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে (মিনায়) পাঠালেন এবং তিনি তথায় গিয়ে ফজরের পূর্বেই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে এফাদা করে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঐ দিনটি ছিল তাঁর কাছেই থাকার দিন।[২৬২]

কংকর নিক্ষেপ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রবর্তীত হয়। (তিরমিযী ও দারেমী) তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান ও সহীহ।[২৬৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সাহাবীরা) আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমরা মিনায় আপনার জন্য একটি বাড়ী তৈরি করব না? যা সর্বদা আপনাকে ছায়া দিবে। তিনি বললেন, না। মিনা তো সে ব্যক্তির উট বসানোর জায়গা যে প্রথমে সেখানে পৌছে।[২৬৪]

কুরবানির জন্য প্রেরিত পশু

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এক পাল ছাগল-ভেড়া বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে হাদীস্বরূপ পাঠালেন এবং তার গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিলেন।[২৬৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কুরবানীর পশুর মালা আমি আমার নিজের দু'হাতে তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি তা ওদের গলায় পরিয়েছেন এবং ওদেরকে এশ'আর করেছেন এবং হাদীরূপে (মক্কায়) পাঠিয়েছেন। কিন্তু এতে তার উপর কোন কিছু হারাম হয় নাই, যা পূর্বে তার উপর হালাল করা হয়েছিল।[২৬৬]

{حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু ফিল ওকূফি ও কাওলুহু তা'আলা সুম্মা আফীদু মিন হায়সু.., হাদীস নং ১২১৯ , পৃ. ৪০৩

২৬২ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ، الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুত তা'জীলে মিন জাময়িন, হাদীস নং ১৯৪২, পৃ. ২৬৮

২৬৩ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الجِمَارِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল হজ্জে ওয়াল 'উমরাতি 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু কাইফা তুরমাল জিমার, হাদীস নং ৯০৪, পৃ. ১০৯

২৬৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى؟ قَالَ: لَا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল হজ্জে ওয়াল উমরাতি আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ আন্না মিনা মুনাখু মান সাবাকা, হাদীস নং ৮৮২, পৃ. ১০৭

২৬৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইসতিহবাবি বা'সিল হাদি ইলাল হারাম.., হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৪২৫

২৬৬ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইসতিহবাবি বা'সিল হাদি ইলাল হারাম.., হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৪২৫; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু মান আশ'আরা ওয়া কাল্লাদা বেযিল হুলায়ফা সুম্মা আহরামা, হাদীস নং ১৬০৯, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল তার দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীর মালা নিজেই তৈরী করেছি। অতঃপর তিনি তা আমার পিতার সাথে (মক্কায়) পাঠিয়েছেন।[২৬৭]

মাথা মুণ্ডন

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর ইহরাম বাধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার পূর্বে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি।[২৬৮]

❁ হযরত আয়িশা ও হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) মহিলাদেরকে মাথায় চুল মুণ্ডাতে নিষেধ করেছেন।[২৬৯]

কুরবানী

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেহ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)।[২৭০] অপর বর্ণনায় এসেছে সে যেন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে।[২৭১] আরেক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানী করার ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে।[২৭২]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এমন একটি দুম্বা আনতে আদেশ করলেন, যার শিং আছে যা কালোতে হাঁটে অর্থাৎ যার পা কালো, কালোতে বসে অর্থাৎ যার পেট ও পাঁজর কালো, কালোতে দেখে অর্থাৎ যার চোখের মনি কালো। সুতরাং কুরবানির জন্য এরূপ একটি দুম্বা আনা হল। তখন তিনি বললেন হে আয়িশা! ছুরিটা দাও। তারপর বললেন, পাথরের উপরে একে ধারাল করো। তখন আমি তাই করলাম। অতঃপর তিনি তা নিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরলেন এবং পার্শ্বের উপরে শোয়ালেন অতঃপর একে জবাই করলেন, তারপর বললেন, বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদিও ওয়া আলে মুহাম্মাদিও ওয়া মিন উম্মাতে মুহাম্মাদিন। অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন ও মুহাম্মাদের উম্মতগণের পক্ষ হতে গ্রহণ করো। অতঃপর তা দ্বারা তিনি সকলকে খানা খাওয়ালেন।[২৭৩]

---

২৬৭ عن عائشة قالت فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু মানাসিকিল হজ্জ, বাবু মান আশ‘আরা ওয়া কাল্লাদা বেযিল হুলায়ফা সুম্মা আহরামা, হাদীস নং ১৬০৯, পৃ ২২৯; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইসতিহবাবি বা‘সিল হাদি ইলাল হারাম, হাদীস নং ১৩২১, পৃ. ৪২৫

২৬৮ عن عائشة رضي الله عنها كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুত তীব ‘ইনদাল ইহরামি ওয়া মা ইয়ালবাসু.., হাদীস নং ২৪৬৫, পৃ. ২০৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু তীব লিল মুহরিমি ‘ইনদাল ইহরামি, হাদীস নং ১১৯১, পৃ. ৩৭৮

২৬৯ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল হজ্জ ওয়াল উমরাহ আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মাজাআ ফী কারাহিয়াতিল হালক লিন নিসা, হাদীস নং ৯১৭, পৃ. ১১১

২৭০ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু মান দাখালা আলাই আশরু যিলহাজ্জ.., হাদীস নং ১৯৭৭

২৭১ عن أم سلمة ترفعه. قال: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু মান দাখাল আলাই আশরু যিলহাজ্জ.., হাদীস নং ১৯৭৭

২৭২ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু মান দাখাল আলাই আশারু যিলহাজ্জ.., হাদীস নং ১৯৭৭

২৭৩ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَر، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আদম সন্তান (মানুষ) কুরবানির দিন রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানি করা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় কাজ করে না। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন (কুরবানি দাতার পাল্লায়) কুরবানির পশু, এর শিং, এর লোম ও এর খরসমেত এসে হাজির হবে এবং কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা কুরবানি করে সন্তুষ্ট চিত্তে থাকো।[২৭৪]

কুরবানীর দিনের ভাষণ

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবতাহে' অবতরণ করা সুন্নাত নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (স.) তথায় এ জন্য অবতরণ করতেন যে, যখন তিনি বের হতেন তখন এটা তার জন্য সুবিধাজনক হত।[২৭৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'তানঈম' ইহরাম বাঁধলাম এবং মক্কায় পৌঁছে আমার কাযা উমরা পালন করলাম। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স.) আমার জন্য 'আবতাহ' নামক স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। যতক্ষণ না আমি উমরা করে অবসর হই। অতঃপর তিনি লোকদিগকে (মদীনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করতে আদেশ করলেন। এবং নিজে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। এবং বায়তুল্লায় পৌঁছে ফজরের পূর্বেই (বিদায়ী) তাওয়াফ করলেন। তারপর মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।[২৭৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নফরের রাত্রিতে (অর্থাৎ মদীনায় রওয়ানা হওয়ার রাত্রিতেই) হযরত সাফীয়্যা (রা.) ঋতুবতী হয়ে পড়লেন। তখন তিনি বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে ফেলেছি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক। সে কি কুরবানীর দিনে তাওয়াফ (অর্থাৎ তাওয়াফে এফাদা) করেছে? বলা হল জি-হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলিলেন, তবে রওয়ানা হও।[২৭৭]

❁ হযরত আয়িশা ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন।[২৭৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে তাঁর জন্য স্ত্রী ব্যতিত সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। আল্লামা বাগবী এ হাদীসটি শরহে সুন্নায় বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, এর সনদ দঈফ। আর আহমদ ও নাসায়ী হযরত

২, কিতাবুল আদাহী, বাবু ইসতিহবাবিদ দহিয়্যাতি ওয়া যাবহিহা.., হাদীস নং ১৯৬৭, পৃ. ১৫৫

২৭৪ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুল আদাহী 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফি ফাদলিল উদ্হিয়্যাতি, হাদীস নং ১৫২৬, পৃ. ১৮০

২৭৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইহতিসাবিন নুযূলি বিল মিহসাব ইয়াওমান নাফর.., হাদীস নং ১১৯১, পৃ. ৪২২

২৭৬ عن عائشة قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بالأبطحِ حَتَّى فَرَغْتُ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু তাওয়াফিল ওদা'য়ি, হাদীস নং ২০০৫, পৃ. ২৭৪

২৭৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুল ইদলাজি মিনাল মিহসাব, হাদীস নং ১৬৮২, পৃ. ২৩৮

২৭৮ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল হজ্জ ওয়াল উমরাতি আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী তাওয়াফিয যিয়ারাত বিল লাইল, হাদীস নং ৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন সে জামরায়ে আকাবায় কংকর মারল তখন তাঁর জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতিত সকল কিছু হালাল হয়ে গেল। [২৭৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) সে দিন (কুরবানীর দিন) তাওয়াফে এফাযার উদেশ্যে (মক্কায়) রওয়ানা হলেন শেষ বেলায় যখন যোহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মিনায় ফিরে আসলেন এবং তাশরীকের দিনসমূহে মিনায় অবস্থান করলেন। এসময় তিনি কংকর মারতেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত এবং প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কংকর মারতেন আর প্রত্যেক কংকর মারার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন এবং আল্লাহর নিকট কাতর সূরে অনুনয়-বিনয় করতেন। কিন্তু তৃতীয় জামরায় কংকর মেরে সেখানে অপেক্ষা করতেন না।[২৮০]

যা হতে মুহরিমকে বেঁচে থাকতে হয়

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। এ সময় আরোহীদল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবরে আসত আমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত। আর যখন তাঁরা আমাদের অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমরা তা খুলে দিতাম।[২৮১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হিল ও হেরেম যে কোন খানেই হত্যা করা যেতে পারে। সাপ, দাঁড় কাক, ই'দুর, হিংসু বা খেপা কুকুর ও চিল।[২৮২]

✿ হযরত মায়মূনা (রা.) এর ভাগিনা ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম্ম হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত মায়মুনা (রা.) কে বিবাহ করেছিলেন হালাল অবস্থায়; ইহরাম অবস্থায় না।[২৮৩]

বাধা প্রাপ্ত হলে যা করণীয়

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) (আপন চাচাতো বোন) যুবা'আ বিনতে যুবাইরের নিকট গেলেন এবং তাকে বলিলেন: সম্ভবত তুমি হজ্জ করতে ইচ্ছা করেছ? (হ্যাঁ তবে) খোদার কসম! আমি তো নিজেকে কখনো রুগী ছাড়া পাইনা তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে

---

২৭৯ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ দ্র. *শারহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, কিতাবুল হাজ্জ, বাবুল হালক ওয়াত তাকসীর, হাদীস নং ১৯৬২, পৃ. ২১০; *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু মানাসিকিল হজ্জ, বাবু মা ইয়াহিল্লু লিল মুহরিম বাদা রামিইয যিমার, হাদীস নং ৩০৮৪

২৮০ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুস মানাসিক, বাবুন ফী রমইজ জিমার, হাদীস নং ১৯৭৩, পৃ. ২৭০

২৮১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وجهها فإذا جاوزونا كشفناهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফিল মুহাররামাতি তুগাত্তী ওজহাহা, হাদীস নং ১৮৩৩, পৃ. ২৫৪

২৮২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু বাদ'উল খালকি, বাবু খামসি মিনাদ দাওয়াববি, হাদীস নং ৩১৩৬, পৃ. ৪৬৭ ; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু মা ইয়ানদিবু লিল মুহরিমি ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং ১১৯৮, পৃ. ৩৮১

২৮৩ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু তাহরীমি নিকাহিল মুহরিমি ওয়া তাহরীমি খাতবিহি, হাদীস নং ১৪১১

Dhaka University Institutional Repository

বললেন: তুমি হজ্জের নিয়ত কর এবং শর্তারোপ করে বল যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানেই আবদ্ধ করবে আমি সেখানেই হালাল হয়ে যাবো।[২৮৪]

আল্লাহই কা'বার মর্যাদা রক্ষক

✿ উম্মু মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: (শেষ জামানায়) কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য এক বিরাট বাহিনী রওয়ানা হবে। যখন তারা এক সমতল ময়দানে এসে পৌঁছবে তখন তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) কিভাবে তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই (পাইকারী ভাবে) যমীনে ধসিয়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে এমন সাধারণ লোকও তো থাকবে যারা ঐ সব মন্দ লোকদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হবে।[২৮৫]

আল্লাহই মদীনার মর্যাদা রক্ষক

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় আগমন করলেন, তখন (আমার পিতা) আবূ বকর (রা.) ও মুয়াজ্জিন বেলাল (রা.) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আসলাম। এবং এ খবর দিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় করো, যেভাবে মক্কা আমাদের প্রিয় অথবা তা হতেও অধিক। উহাকে আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং তার পালি ও পাল্লায় তথায় আড়ি ও মেরিতে বরকত দাও। আর উহার জ্বরকে জুহফায়ে স্থানান্তরিত করে দাও।[২৮৬]

বিবাহ পর্ব

বিবাহের নীতি

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ শাদী-বিবাহ হল, যা সর্বাপেক্ষা কম কষ্টে/ খরচে নির্বাহ হয়।[২৮৭]

কুমারী বিবাহ উত্তম

✿ হযরত আয়িশা (রা.) একদিন কৌতুকোচ্ছলে রাসূলুল্লাহ (স.)কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) যদি দুইটি সবুজবর্ণ মাঠ- একটি অ-চরানো অর্থাৎ যার ঘাস কোন পশু খায় নি, আর একটি চরানো অর্থাৎ যার ঘাস পশু খেয়েছে। এ দুইটির কোনটিতে আপনি উট চরাতে পছন্দ করবেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন,

---

২৮৪ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু জাওযি ইশতিরাতিল মুহরিমি.., হাদীস নং ১২০৮, পৃ. ৩৮৫; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল আকফাই ফিদ দীন, হাদীস নং ৪৮০১, পৃ ৭৬২

২৮৫ عن عائشة قالت قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু হাদামিল কাবাতি (দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে), পৃ. ২১৮

২৮৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بِالْجُحْفَةِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবুত তারগীবে ফী সাকানিল মাদীনাতি, হাদীস নং ১৩৭৬, পৃ. ৪৪৪; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবু বুনইয়ানিল কাবা, বাবু তাজভীযিন নাবিয়্যি (স.) 'আয়িশাতা.., হাদীস নং ৩৭১১, পৃ. ৫৫৭

২৮৭ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, আল-ফাসলুস সালিস, হাদীস নং ৩০৯৭, পৃ. ২৬৮,

Dhaka University Institutional Repository

সে মাঠে, যার ঘাস কোন পশু খায় নি। অর্থাৎ প্রথম সবুজবর্ণ মাঠে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ছাড়া আর কাউকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন নি।[২৮৮]

পাত্রী দেখা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: নারীকে বিবাহ করা হয় তিনটা বিষয় দেখে; তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য ও তার ধার্মিকতা। সুতরাং তোমাদের ধার্মিকতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।[২৮৯]

আবরণীয় অঙ্গ

✿ হযরত জাবির (রা.) হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট শিঙ্গা লাগানোর অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) আবূ তায়বাকে তাঁকে শিঙ্গা দিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি মনে করি, আবূ তায়বা তাঁর দুধ-ভাই অথবা না-বালেগ বালক ছিল।[২৯০]
ব্যাখ্যা: চিকিৎসার জন্য আবশ্যক হলে অন্য লোকও শিঙ্গা দিতে পারে এবং আবশ্যক স্থান দেখতে পারে। অনুরূপভাবে আল্ট্রাসনোগ্রাফী, এক্স-রে, ই.সি.জি ইত্যাদি সহ যে কোন ধরনের মেডিক্যাল চেক-আপ করনের প্রয়োজন হলে, তার জন্য শরীরের যে কোন অঙ্গ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আবরণমূক্ত করতে পারবে। আবশ্যকের অতিরিক্ত স্থান নয়।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (স.) এর লজ্জাস্থানের দিকে নজর করি নাই বা কখনও তা দেখি নাই।[২৯১]

পর্দা

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি ও হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ছিলেন। এ সময় হঠাৎ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম এসে তাঁর (রাসূলুল্লাহ) কাছে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তোমরা পর্দা কর! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখছে না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে তাকে দেখতে পাচ্ছ না?[২৯২] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, এ হুকুম বিশেষ করে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জন্য।

---

২৮৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا দ্র. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল আবকার, হাদীস নং ৫০৭৭

২৮৯ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ দ্র. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, খ. ৬, বাবু হাদীসু আস-সায়্যিদা 'আয়িশাত (রা.), হাদীস নং ২৪০৩৫

২৯০ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লি দাইন দাওয়া ওয়া ইসতিহবাবিত তাদাবী, হাদীস নং ২২০৬

২৯১ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুত তাসাত্তুরি 'ইনদাল জিমা'য়ি, হাদীস নং ১৯২২, পৃ. ৬১৯

২৯২ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ إِذْ أقبل ابْن مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল ইসতি'যান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ইহতিজাবিন নিসা মিনার রিজাল, হাদীস নং ২৯২৮; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী কাওলিহি তা'আলা কুল লিলমু'মিনীনা ইয়াগদুদনা মিন আবসারিহিন্না, হাদীস নং ৪১১২

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নিকট ছিলেন। এ সময় ঘরে এক নপুংসকও ছিল। সে উম্মু সালামা (রা.) এর ভাই আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়াকে বলল, হে আব্দুল্লাহ! আগামীতে আল্লাহ যদি তোমাদেরকে তাইফবাসীদের উপর বিজয় দান করেন, আমি তোমাকে গায়লানের কন্যাকে দেখাব। সে চারটি নিয়ে আগমন করে এবং আটটি নিয়ে প্রস্থান করে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; এরা যেন কখনও তোমাদের নিকট আসতে না পারে।[২৯৩]
ব্যাখ্যা: চারটি ও আটটি অর্থাৎ- আগমনের সময় তার পেটের উপর গোশতের চারটি ভাঁজ এবং যাবার সময় আটটি ভাঁজ দেখা যায়। অর্থাৎ সে খুব মোটা, থুলথুলে গোশত। তার এ বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বুঝতে পারলেন যে, সে নারী সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাই নিকট হতে নারীদের পর্দা করতে বললেন।

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কারো মোকাতাব গোলামের কাছে মুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করা পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে তার হতে অবশ্যই পর্দা করবে।[২৯৪] অর্থৎ এ গোলাম অচিরেই আযাদ হতে যাবে, তাই তার থেকে পর্দা করতে হবে।

বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: যে কোন নারী তাঁর ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে। তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ। কিন্তু যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে তবে সে মোহর পাওনা হবে। স্বামী যে তার লজ্জাস্থানকে হালাল করেছে সে জন্য। যদি ওয়ালিগণ বিবাদ করে, তবে তার ওয়ালী নেই তার ওয়ালী হল দেশের শাসক।[২৯৫]
(২) হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তাঁকে বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর আর যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ঘরে পাঠানো হলো, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বৎসর। তখন তাঁর সাথে তাঁর খেলনা ছিল। আর যখন তিনি তাঁকে ছেড়ে যান তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বৎসর।[২৯৬]

---

২৯৩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গোযওয়াতিত তায়িফ, হাদীস নং ৪০৬৯; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু মান'ইল মুখান্নাস মিনাদ দুখূল 'আল নিসাইল আজানিব, হাদীস নং ২১৮০

২৯৪ عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: - قال رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم إذا كان عندَ مُكاتبِ إحداكنَّ ما يؤدِّي، فلتحْتجبْ منهُ দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল 'ইতক, বাবুল মুকাতাব, হাদীস নং ২৫২০; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল বুয়ূ' আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফিল মুকাতাব ইযা কানা ইনদাহু মা ইউওয়াদ্দি, হাদীস নং ১২৭৯ ; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল 'ইতক, বাব ফিল মুকাতাবি ইউওয়াদ্দি বা'দা কিতাবাতিহি ফাই'উজিয আও ইয়ামূত, হাদীস নং ৩৯২৮

২৯৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা নিকাহ ইল্লাহ বিওলিয়্যে, হাদীস নং ১৮৭৯, পৃ. ৬০৫; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ লা নিকাহ ইল্লা বিওলিয়্যিন, হাদীস নং ১১০৮, পৃ. ১৩০; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাব, বাব ফিল ওয়ালি, হাদীস নং ২০৮৩, পৃ. ২৮৪

২৯৬ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু তাযভীজিল আবি আল-বিকর আস-সগীরাহ, হাদীস নং ১৪২২, পৃ. ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের বিজ্ঞপ্তি, খোতবা ও শর্ত

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোককে তার আনসারী স্বামীর গৃহে পাঠানো হলে রাসূলুল্লাহ (স.) (স্ত্রী পক্ষকে) বলেন: তোমাদের সাথে কি আমোদ-প্রমোদ কিছু নেই? আনসারদের তো আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে।[২৯৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসেই আমাকে তাঁর ঘরে তুলে নেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট তাঁর অন্য কোন স্ত্রী আমার অপেক্ষা অধিক আদরণীয় ছিল না।[২৯৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, বিবাহকে প্রচার করবে, তা মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং দফ বাজাবে।[২৯৯] (তিরমিযী, তিনি বলেন এটা গরীব হাদীস)

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট একটি আনসারী মেয়ে ছিল। তাকে আমি বিবাহ দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমরা কি গানের ব্যবস্থা কর নাই? এ আনসারী মহল্লাবাসীরা তো গানকে ভালবাসে।[৩০০] (ইব্ন হিব্বান তার সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেন)

❁ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রা.) তাঁর এক আনসারী আত্মীয়া মেয়েকে বিবাহ দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) এসে বললেন: মেয়েটাকে কি স্বামীর সাথে পাঠিয়েছ? লোকেরা বলল; হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, গান গাইতে পারে এমন কাউকে কি তার সাথে পাঠিয়েছ? আয়িশা (রা.) না। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আনসারীরা এমন সম্প্রদায় যাদের মধ্যে গানের ঝোঁক রয়েছে। যদি তাদের সাথে এরূপ বলার লোক পাঠাতে। (তাহলে ভাল হত) তোমাদের নিকট আমরা এসেছি। আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘজীবি করুন এবং আমাদেরকে ও দীর্ঘজীবি করুন।[৩০১]

যাদেরকে বিবাহ করা হারাম

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, দুধ (পানের) সম্পর্কের কারণে তা হারাম হয়, যা রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম।[৩০২]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার দুধ-চাচা আসলেন এবং আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া তাকে অনুমতি দিতে

---

[২৯৭] عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুন নিসওয়াতিল লাতি ইয়াহদীনা মার'আতু ইলা যাওজিহা, হাদীস নং ৪৮৬৭, পৃ ৭৭৫

[২৯৮] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইসতিহবাবিত তাযভীজ ফী শাওয়াল.., হাদীস নং ১৪২৩, পৃ. ৪৫৬

[২৯৯] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুন নিকাহ, বাবু মা জাআ ফী ইলানিন নিকাহ, হাদীস নং ১০৯৫, পৃ. ১২৯

[৩০০] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ أَلَا تُغَنِّينَ؟ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইগলানিন নিকাহ ওয়াল খুতবাহ ওয়াশ শরত, হাদীস নং ৩১৫৪, পৃ. ২৭২

[৩০১] عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أنكحت عَائِشَة ذَات قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نعم قَالَ: أرسلتم مَعَهَا من تغني؟ قَالَتْ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فحيانا وحياكم দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল গিনা ওয়াদ দাফ, হাদীস নং ১৯০০, পৃ. ৬১৩

[৩০২] عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুশ শাহাদাত আলাল আনসাবি, হাদীস নং ২৫০৩, পৃ ৩৫১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাবু ইউহরামু মিনার রিদাআতি মা ইউহরামু মিনা বিলাদাতি, হাদীস নং ১৪৪৪, পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অস্বীকার করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) আসলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তিনি তোমার চাচা। সুতরাং তাকে অনুমতি দাও। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমাকে তো দুধ নারীই পান করিয়েছে, পুরুষ তো পান করান নি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ তবু ও তিনি তোমার চাচাই। সুতরাং তিনি তোমার নিকট আসতে পারেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, এটা আমাদের প্রতি পর্দা ফরয হওয়ার পরের ঘটনা।[৩০৩]

✿ হযরত আব্বাস (রা.) এর স্ত্রী উম্মুল ফযল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ এক বা দু'বার চোষণ হারাম করে না। হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণনায় আছে এক বা দু'বার খাওয়ালে তা হারাম করে না।[৩০৪]

ব্যাখ্যা: বর্ণনার বিভিন্নতায় শব্দের কম-বেশি দেখানো হয়েছে; অর্থের নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাব ঠিক রেখে শব্দ কম-বেশি করা ফকীহ রাবীদের পক্ষে জায়েয আছে। অধিকাংশ ইমামের মতে দুধপনের বয়সের মধ্যে (আড়াই বছরের মধ্যে) দুধ বেশি বা কম পান করা হোক, তাতে হারাম হয়ে যাবে। কারণ কুরআনে এসেছে, 'তোমাদের সে সকল মা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে।'[৩০৫] আয়াতে বেশির কথা নাই। সুতরাং অল্প হলেও হারাম হয়ে যাবে।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: কুরআনে যা নাযিল হয়েছে তা হল, নিশ্চিত জানা দশবার খাওয়া হারাম করে। তারপর নিশ্চিত জানা পাঁচবারের দ্বারা তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল (স.) ইন্তেকাল করেন, অথচ তা (কুর'আনে) পড়া হত।[৩০৬]

ইব্‌ন হুমাম বলেন, এ হাদীসটি সনদগত সহীহ হলেও ভাবগত সহীহ নয়। কারণ এটা শেষোক্ত আয়াতের বিপরীত।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নিকট পৌঁছলেন, তখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ ছিল। মনে হয় যেন তিনি তা পছন্দ করেন নি। আয়িশা (রা.) বললেন, ইনি আমার দুধ-ভাই। তখন তিনি বললেন: দেখ, তোমার ভাই কারা? ভাই হয়ে দুধের বয়সে ক্ষুধায় দুধ খেলেই।[৩০৭]

ব্যাখ্যা: যখন ক্ষুধার একমাত্র খাদ্য থাকে দুধ, তখন পান করালে ভাই হয়, পরে পান করলে নয়। সম্ভবত লোকটি অন্য কারণে পরেই পান করেছিল, আর হযরত আয়িশা (রা.) মনে করেছিলেন পরে পান করলেও ভাই হয়। তাই তার সাথে পর্দা করা আবশ্যক নয়। দুধপান ও দুধদানের বয়সের সীমা হল, ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এর মতে দুই বছর। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে আড়াই বছর। এর পর শিশুকে দুধপান করানো জায়েয নয়। সুতরাং এরপর পান করালে দুধভাই হয় না।

---

৩০৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইয়াহিল্লু মিনাদ দুখূলি ওয়ান নাযরি.., হাদীস নং ৪৯৪১, পৃ. ৭৮৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাবু তাহরীমির রিদাআতি মিন মা.., হাদীস নং ১৪৪৫, পৃ. ৪৭৭

৩০৪ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان وفي أخرى لأم الفضل قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাবুন ফিল মাস্‌সাতি ওয়াল মাসসাতানে, হাদীস নং ১৪৫০, পৃ. ৪৬৮

৩০৫ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ দ্র. আল কুরআন, ৪ ; ২৩

৩০৬ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাবুত তাহরীম বিখাসি রাদ'আত, হাদীস নং ১৪৫২, পৃ. ৪৬৯

৩০৭ عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ ، قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুশ শাহতাদি আলাল আনসাবি, হাদীস নং ২৫০৪, পৃ. ৩৫১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুত রিদা'য়ি, বাবু ইন্নাম রাদাআতু মিনাল মাজা'আতি, হাদীস নং ১৪৫৫, পৃ. ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: দুধপান হারাম করে না যা বোঁটা হতে অন্ত্রে যায় তা ব্যতিত এবং যা দুধ ছাড়ানোর আগে খাওয়া হয়।[৩০৮]

দাসী মুক্তির পর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

❁ তাবি'ঈ হযরত 'উরওয়া (রহ.) হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বারীরা সম্পর্কে তাঁকে বললেন: তুমি তাকে খরিদ কর এবং আযাদ করে দাও। 'উরওয়া বলেন, তখন তার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে (স্বামী ত্যাগ করা বা না করার) অধিকার দিলেন। আর সে মতে সে (বারীরা) তার স্বামী হতে নিজেকে মুক্ত করল। যদি তাঁর স্বামী স্বাধীন হত, তবে তাকে এ অধিকার দেয়া হতনা।[৩০৯]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর এক দাস-দম্পতিকে আযাদ করতে ইচ্ছা করলেন এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাঁকে স্ত্রীর আগের স্বামীকে আযাদ করতে নির্দেশ দিলেন।[৩১০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বারীরাকে মুক্তি দেয়া হল, অথচ তখন সে মুগীসের অধীনে। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে (মুগীসের অধীনে থাকা না থাকার) এখতিয়ার দিয়ে বললেন: যদি সে তোমার মুক্তির পর তোমার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে তোমার এখতিয়ার নেই।[৩১১]

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মাহ্র

❁ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশের স্ত্রী ছিলেন। আব্দুল্লাহ হাবশায় মৃত্যবরণ করল। অতঃপর হাবশার বাদশা নাজ্জাশী তাকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ হতে তাঁকে চার হাজার আহ্র প্রদান করেন। অপর বর্ণনায় আছে: চার হাজার দেরহাম মাহ্র প্রদান করেন এবং শুরাহবীল ইব্ন হাসানের সাথে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট মদীনায় পাঠিয়ে দেন।[৩১২]

❁ হযরত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহের মাহ্র কত ছিল? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীদের মহর সাড়ে বার উকিয়া ছিল। যার পরিমাণ হল পাঁচ শত দেরহাম।[৩১৩]

---

৩০৮ عن أمِّ سلمةَ قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم لا يحرِّمُ من الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفطامِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুর রাদা'য়ী, বাবু মা জাআ আন্নার রাদাআতা লা তুহাররিমু ইল্লা ফিস সিগার দুনাল হাওলাইন, হাদীস নং ১১৬২

৩০৯ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي بَرِيرَةَ: خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফারায়িয, বাবু মীরাসিস সায়িবাতি, হাদীস নং ৬৩৭৩, পৃ ৯৯৯; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল ইতক, বাবু ইন্নামাল ওলাউ লিমান আতাকা, হাদীস নং ১৫০৪, পৃ. ৪৯৫

৩১০ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ দ্র. *সুনানু আবী দাঊদ*, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাব ফিল মামলূকীন ইউতাকানি মা'আন.., হাদীস নং ২২৩৭, পৃ. ৩০৪

৩১১ عن عائشة أَنْ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا: إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ দ্র. *সুনানু আবী দাঊদ*, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু মান কালা কানা হুররান, হাদীস নং ২২৩২, পৃ. ৩০৪

৩১২ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ দ্র. *সুনানু আবী দাঊদ*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুস সিদাক, হাদীস নং ২১০৭; *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৩৩৫০

৩১৩ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুস সিদাকি ওয়া জিওয়াযি কাওনিহি তালীমু কুরআন, হাদীস নং ১৪২৬, পৃ. ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও অধিকার

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যাবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।[৩১৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আর আমার কিছু সাথী ছিল, যারা আমার সাথে খেলত। যখন রাসূলুল্লাহ (স.) প্রবেশ করতেন তখন তারা আত্মগোপন করত, কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর তারা আমার সাথে খেলা করত।[৩১৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এরূপ করতে দেখেছি, তিনি আমার হুজরায় দাঁড়াতেন আর হাবশীরা তখন মসজিদের আঙ্গিনায় বর্শা নিয়ে খেলা করত এবং রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, যাতে আমি তাঁর কান ও কাঁদের মধ্য দিয়া তাদের খেলা দেখতে পারি। এসময় তিনি আমার কারণে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না আমি তা হতে ফিরতাম। এখন আন্দাজ কর অল্প বয়স্কা খেলা অনুরাগী বালিকার (খেলা দেখার) সময়ের পরিমাণ।[৩১৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আয়িশা, আমি বুঝি তুমি কখন আমার প্রতি খুশি থাক এবং কখন আমার প্রতি না খোশ হও। আমি বললাম আপনি কিভাবে তা বুঝেন? তিনি বললেন, তুমি যখন আমার প্রতি খুশি থাক, তখন বল; মুহাম্মদের খোদার শপথ; আর যখন আমার প্রতি না-খোশ থাক, তখন বল; ইব্রাহীমের খোদার শপথ। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম; হ্যাঁ, তবে আমি তখন আপনার নাম ছাড়া কিছুকে ত্যাগ করি না।[৩১৭] অর্থাৎ রাগের কারণে আপনার নাম ত্যাগ করলেও আমার অন্তরে আপনার মহব্বত পরিপূর্ণ থাকে।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সকল নারীরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য হেবা (দান) করেছেন, আমি তাদের নিন্দা করে বলতাম, কোন নারী কি (লজ্জা ও আত্মমর্যাদা ত্যাগ করে) নিজেকে এরূপ হেবা করে? কিন্তু যখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, " আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পৃথক করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা নিজের নিকটে স্থান দিতে পারেন এবং যাদেরকে পৃথক

---

৩১৪ عن أمِّ سلمةَ قالت: - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّم أيُّما امرأةٍ باتتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلتْ الجنَّةَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুম মুখতালিফাতুন ফিন নিকাহ, বাবু মা জাআ ফী হাক্কিয যাওজি আলাল মার'আতি, হাদীস নং **১১৭১**

৩১৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুল ইসতিমবাতি ইলান নাস, হাদীস নং ৫৭৭৯, পৃ. ৯০৫; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাবু ফাদলি 'আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ২৪৪০, পৃ. ২৮৬

৩১৬ عن عائشة قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بردائه لِأَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ على اللَّهْو দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাবু আসহাবিল হিরাব ফিল মাজিদ, হাদীস নং ৪৪৩, পৃ ৬৫ ও খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাব নাযরিল মারআতি ইলাল হাবশ ওয়া নাহবিহিম, হাদীস নং ৪৯৩৮ পৃ. ৭৮৭; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবু সালাতিল 'ঈদাইন, বাবুর রুখসাতি ফিল লাবি আল্লাযি লা মাসিয়াতা ফিহ, হাদীস নং ৮৯২, পৃ. ২৯১

৩১৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قُلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু গাইরাতিন নিসা ওয়া ওয়াজাদাহুন্না, হাদীস নং ৪৯৩০, পৃ ৭৮৭; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাবু ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ২৪৩৯, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তাদের মধ্য হতেও যাকে ইচ্ছা নিকটে রাখতে পারেন, এতে আপনার কোন অপরাধ হবে না।"[৩১৮] তখন আমি বললাম, আপনার রব কেবল আপনার বাসনা পূরণেই ত্বরান্বিত করেন।[৩১৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হলাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম তখন আবার প্রতিযোগিতা করলাম। কিন্তু এবার তিনি আমার উপর বিজয়ী হয়ে বললেন, ঐ জয়ের পরিবর্তে এই জয়।[৩২০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম, সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম। যখন তোমাদের কোন সাথী মরে যায়, তখন তাকে ছেড়ে দাও (তার দুর্নাম করোনা)।[৩২১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সে অধিকতর পূর্ণ মু'মিন, যে (মানুষের কাছে) উত্তম ব্যবহার কারী ও নিজের পরিবারের কাছে নরম ও মেহেরবান।[৩২২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাবুক বা হুনাইন যুদ্ধ হতে মদীনা আগমন করলেন; আর তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় একদিকে পর্দা টানানো ছিল। এসময় বাতাস প্রবাহিত হল আর পর্দার অপর দিক হতে আয়িশা (রা.) এর খেলার পুতুল প্রকাশিত হয়ে পড়ল। হুযুর (স.) বললেন, আয়িশা এটা কি? তিনি বললেন, আমার পুতুল। আয়িশা বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এদের মাঝখানে এক ঘোড়া দেখলেন, যার নেকড়া নির্মিত দু'টি ডানা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, এদের মাঝখানে যেটি দেখছি তা কি? তিনি বললেন, ঘোড়া। হুযুর বললেন, ঘোড়া আবার তার ডানা! আয়িশা (রা.) বললেন, আপনি কি শুনেন নাই, হযরত সোলায়মান (আ.) এর ঘোড়ার ডানা ছিল? আয়িশা বললেন, এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) হেসে দিলেন। যাতে তাঁর ভিতরের দাঁতগুলোও দেখা গেল।[৩২৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদল মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সেজদা করল। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া

---

৩১৮ *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫১

৩১৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقُولُ أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ وحديث جابر اتقوا الله في النساء وذكر في قصة حجة الوداع দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাব কাওলুহু তা'আলা: তুরজী মান তাশাউ মিনহুন্না ওয়া তু'বী ইলাইকা মান তাশাউ (৩৩ : ৫১), হাদীস নং ৪৫১০, পৃ. ৭০৬; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'ই বাবু জাওযি হিবাতিহা নাওবাতাহা লিদুররাতিহা, হাদীস নং ১৪৬৪, পৃ. ৪৭৩

৩২০ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিস সবাক আলার রিজাল, হাদীস নং ২৫৭৮, পৃ. ৩৪৮

৩২১ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৯৮৫, পৃ. ২২৯

৩২২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল ঈমানি 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব ফী ইসতিকমালিল ঈমান ওয়ায যিয়াদাতি ওয়ান নুকসান, হাদীস নং ২৭৪৫, পৃ. ৮৫

৩২৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু ফিল লাবি বিলবানাত, হাদীস নং ৪৯৩২, পৃ. ৬৭৫ ;

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলাল্লাহ! (স.) আপনাকে পশু ও গাছ সেজদা করে। (আর আমরা মানুষ) সুতরাং আপনাকে সেজদা করার জন্য আমরাই অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন; না না, তোমরা কেবল তোমাদের রবকেই সেজদা করবে এবং তোমাদের ভাইকে (অর্থাৎ আমাকে) শুধু তা'যীম করবে। আমি যদি কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম। তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি তাকে হলুদ রঙের পাহাড়কে কালো রঙের পাহাড়ে এবং কালো রঙের পাহাড়কে সাদা রঙের পাহাড়ে রূপান্তর করতে বলে, তবুও তার এটা করা উচিত।[৩২৪]

খোলা ও তালাক

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে (তাঁর নিকট না থাকার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন আর আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই (স.) এখতিয়ার করেছিলাম। এটাকে তিনি আমাদের জন্য কিছুই গণ্য করলেন না।[৩২৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) এর নিকট কিছু সময় বেশি অবস্থান করতেন। আর (এটা আমাদের সহ্য হত না) একদিন তিনি তাঁর নিকট কিছু মধু পান করলেন। খবর পেয়ে আমি ও হাফসা এ পরামর্শ করলাম, আমাদের মধ্যে যার নিকটই রাসূলুল্লাহ (স.) উপস্থিত হন না কেন সে যেন বলে: আমি আপনার মুখে কিকর ফলের গন্ধ পাচ্ছি, আপনি কি কিকর খেয়েছেন? রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) একজনের নিকট উপস্থিত হলেন আর তিনি তা বললেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যাক, যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) এর নিকট মধু খেয়েছি। আমি শপথ করলাম, আর কখনও খাব না কিন্তু তুমি কাকেও বলনা (তাতে জয়নবের মনে কষ্ট হবে)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) অন্য বিবিদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই মধু না খাওয়ার শপথ করলেন। এ সময় এ আয়াত নাযিল হল: হে নবী! আপনি কেন বিবিদের সন্তোষের জন্য সেটা হারাম করেন যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করছেন? আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[৩২৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, জবরদস্তিতে তালাক ও মুক্তি লাভ হয় না।[৩২৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, দাসীর তালাক দু'টি এবং তার ইদ্দত দুই হায়য।[৩২৮]

---

৩২৪ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু 'ইশরাতিন নিসা ওয়া মা লিকুল্লি ওয়াহিদাতিম মিনাল হুকূক, হাদীস নং ৩১৩০, পৃ. ২৮২

৩২৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু মিন খাইরি আযওয়াজিহি আও নিসা'য়িহি.., হাদীস নং ৪৯৬৩, পৃ. ৭৯২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাবু বয়ানি আন্ন তাখীরা ইমরাতিহি লা ইয়াকুনু তালাকান, হাদীস নং ১৪৭৭, পৃ. ৪৭৯

৩২৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى - إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4] দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু কাওলুহু তা'আলা লিমা তুহার্‌রিম মা আহাল্লাল্লাহু লাক, হাদীস নং ৪৯৬৬, পৃ. ৭৯৩; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবু ওজূবিল কাফ্‌ফারা 'আলা মান হাররাম ইমরা'আতাহু, হাদীস নং ১৪৭৪, পৃ. ৪৭৮

৩২৭ عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবুন ফিত তালাকি আলাল গলত, হাদীস নং ২১৯৩, পৃ. ২৯৮; *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবু তালাকিল মুকাররাহি ওয়ান নাসী, হাদীস নং ২০৪৬, পৃ. ৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

তিন তালাক, ইলা ও যেহার

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট রেফা'আ কুরাযীর স্ত্রী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি রেফা'আর নিকট ছিলাম। সে আমাকে তালাক দেয় এবং শেষ করে দেয়। এর পর আমি আব্দুর রহমান ইব্ন যুবায়েরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তার নিকট কাপড়ের গোছার ন্যায় (নরম পুরুষাঙ্গ) ব্যতিত কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কি তুমি রেফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও?" সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন; না, পার না, যে পর্যন্ত না তুমি আব্দুর রহমানের মধুর স্বাদ গ্রহণ কর।[৩২৯] (অতঃপর সে যদি তোমাকে ছেড়ে দেয় বা মরে যায়)।

লে'আন ও যেনা/ব্যভিচারের অপবাদ

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ওয়াক্কাসের পুত্র 'উতবা তার ভাই সা'য়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে ওছিয়াত করে গেল, যাম'আর বাঁদীর ছেলে আমার সন্তান। তুমি তাকে নিজের নিকট নিয়ে রাখবে। আয়িশা (রা.) বলেন, যখন মক্কা বিজয়ের তারিখ আসল, সা'য়াদ তাকে গ্রহণ করল এবং বলল, সে আমার ভাইয়ের ছেলে আর আবদ ইব্ন যাম'আ বলল, সে আমার ভাই। অতঃপর দু'জনই রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট গেল। সা'য়াদ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমার ভাই 'উতবা তার ব্যাপারে আমাকে ওসীয়ত করে গেছে। অপর দিকে আবদ ইব্ন যাম'আ বলল, সে আমার ভাই! আমার বাপের বাঁদীর ছেলে, তার বিছানায়ই জন্মগ্রহণ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: হে আবদ ইব্ন যাম'আ! সে তোমারই ভাগ্নে। সন্তান মায়ের (মা যার অধীনা সে-ই তাকে পাবে) আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (অথবা বঞ্চিত হওয়া)। আয়িশা বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স.) 'উতবার সাথে তার গঠনের মিল দেখলেন সুতরাং (আমার সতীন) সওদা বিন্ত যাম'আকে বললেন, তুমি এ ছেলে হতে পর্দা কর। অতঃপর সে ছেলে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও হযরত সাওদা (রা.)কে দেখতে পায় নি। অপর এক বর্ণনায় আছে। রাসূল (স.) বললেন: হে আবদ ইব্ন যাম'আ! সে তোমারই ভাই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তা এ জন্যই বললেন: যেহেতু সে তার বাপের বিছানায়ই জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩৩০]

ব্যাখ্যা: জাহেলী যুগে লোকেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হতো এবং পরে আবশ্যকবোধে তাতে প্রসবিত সন্তানকে নিজের বলেও গ্রহণ করত। এতে তাদের কোন লজ্জা ছিল না। ইসলাম এটাকে কঠোরভাবে রহিত করে দেয়। এ হাদীসে 'বিছানা' বলতে বৈধ স্ত্রী ও দাসী কে বুঝায়। এ ছেলে আইনগতভাবে হযরত সাওদার

---

৩২৮ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়বুন মুখতালিফাতুন ফিন নিকাহ, বাবু মা জাআ আন্না তালাকাল আমাতি তাতলীকাতিন, হাদীস নং ১১৬৫, পৃ. ১৪১; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাব ফী সুন্নাতি তালাকিল আব্দি, হাদীস নং ২১৮৯, পৃ. ২৯৭; *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবু ফী তালাকিল আমাতি, হাদীস নং ২০৮০, পৃ. ৬৭২

৩২৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু ইযা আদালা রজুলুন আহদান.., হাদীস নং ২৪৯৬, পৃ. ৩৫৯; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা তাহিল্লু মুতাল্লাকাতু সালাসান.., হাদীস নং ১৪৩৩, পৃ. ৪৬৩

৩৩০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وفي رواية قال هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওসাইয়া, বাবু কাওলিল মূসী লিওসিয়্যিহি.., হাদীস নং ২৫৯৪, পৃ. ৩৮২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাব আল-ওলাদ লিল ফারাশ, হাদীস নং ১৪৫৭, পৃ. ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভাই হলেও সতর্কতা ও উত্তমতার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) তার হতে পর্দা করার জন্য সাওদাকে উপদেশ দেন।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) খুব খুশি অবস্থায় আমার কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আয়িশা তুমি কি জান? এখন মুজায্যায মুদলেজী[৩৩১] এসেছিল; সে যখন 'উসামা ও যায়েদকে দেখল, তখন তারা চাদর গায়ে দিয়ে মাথা ঢেকে শুয়ে ছিল এবং তাদের পা খোলা ছিল। বলল: এ পা গুলি এক অন্য হতে উদ্ভূত।[৩৩২]
ব্যাখ্যা: হযরত যায়দ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর পোষ্য পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন ফর্সা আর তাঁর ছেলে উসামা (রা.) ছিলেন ঘোর কালো। এ কারণে কাফেররা তাঁর নসবের প্রতি সন্দেহ করত। মুজায্যায মুদলেজী যখন উসামাকে যায়দ হতে উদ্ভূত বলল, রাসূলুল্লাহ (স.) তখন খুব খুশি হলেন। এ কারণে অনেকেই মনে করেন, কিয়াফা একটি আইনগত দলীল। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা বলেন, কিয়াফা আইনগত দলীল নয়; বরং এটা কাফেরদের বিশ্বাস অনুসারে এটা তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে বিবেচিত। অথবা এটা আইনগত দলীলের সমর্থণ যোগায় বলে রাসূলুল্লাহ (স.) বেশি খুশি হলেন।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নিকট হতে বের হয়ে গেলেন। আয়িশা (রা.) বললেন: এতে আমার গায়রাত হল। অতঃপর তিনি আসলেন এবং দেখলেন আমি কি করছি? তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে আয়িশা, তোমার কি গায়রাত এসেছে? আমি বললাম, আমার মত মানুষ আপনার মত মানুষের প্রতি কেন গায়রাত করবে না? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: নিশ্চয়ই তোমার শয়তান তোমার নিকট এসেছে। আয়িশা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি আছে? তিনি বললেন; হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন, ফলে আমি তা থেকে নিরাপদে থাকি।[৩৩৩]

ইদ্দত ও শোক পালন

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা এক নির্জন স্থানে ছিল, তাই হার সম্পর্কে আশংকা করা হয়েছিল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে অন্য ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালন করার অনুমতি দিলে। (সে আবাস পাবে না এ জন্য নয়) অপর বর্ণনায় আছে, একদা আয়িশা বললেন: ফাতেমার কি হল? সে যে বলে, তালাক প্রাপ্তা নারী আবাস ও খোরপোষ পাবে না। এ ব্যাপারে সে আল্লাহকে কেন ভয় করে না?[৩৩৪]

---

৩৩১ শরীরের গঠন ও আকৃতি দেখে নৃতাত্ত্বিক পন্থায় বংশ পরিচয় দানের বিদ্যাকে 'কেয়াফা' বলা হয়। আর এ বিদ্যায় যে ব্যক্তি পারদর্শী তাকে কাইয়্যাফ বলা হয়। মুজায্যায মুদলেজী ছিলেন আরবের বিখ্যাত 'কিয়াফা' বিশেষজ্ঞ।

৩৩২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফারাইদ, বাব আল-কা'য়িফ, হাদীস নং ৬৩৮৮ ; ৬৩৯৯, পৃ. ১০০১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুর রিদা'য়ি, বাবুল আমালি বিইলহাকিল কা'য়িফিল ওলাদ, হাদীস নং ১৪৫৯, পৃ. ৪৭৩

৩৩৩ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ দ্র.*সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান নারি, বাবু তাহরীশিশ শয়তানি ওয়া বাসিহি সারাইয়াহু লি ফিতনাতিন নাসি.., হাদীস নং ২৮১৫

৩৩৪ عَن عائشةَ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحِشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَعْنِي النُّقْلَةَ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ تَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু কিস্‌সাতি ফাতিমা বিন্‌ত কাইস, হাদীস নং ৫০১৬ - ৫০১৭, পৃ. ৮০৩

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত উম্মু হাবীবা ও হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহশ্‌ (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নয়, কেবল স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন ব্যতিত।[৩৩৫]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রী লোক রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে, এখন তার চোখে অসুখ হয়েছে। আমরা কি তাকে সুরমা ব্যবহার করাতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; না। দুই কি তিনবার, প্রত্যেকবারই বললেন; না। অতঃপর তিনি বললেন, এটা শুধু চার মাস দশদিন মাত্র; অথচ তোমাদের একজন নারী জাহিলিয়াত যুগে একবছর পূর্ণ হলে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত।[৩৩৬]
ব্যাখ্যা: হামীদ ইব্‌ন নাফি‘ বলেন, আমি যয়নাবকে জিজ্ঞাসা করলাম। ‘একবছর পূর্ণ হলে উটের বিষ্ঠা নিক্ষপ করত’ এর অর্থ কি? তিনি বললেন, জাহিলিয়াতের যুগে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী পূর্ণ একবছর শোক পালন করত। সে খুব সংকীর্ণ ঘরে বাস করত এবং সর্বনিকৃষ্ট পরিধেয় পরিধান করত। কোন রকমের সুগন্ধি ও সুবাসিত জিনিস ব্যবহার করত না। একবছর পর তার নিকট উট, গাধা প্রভৃতি কোন পশু আনা হত। সে নিজের গুপ্তাঙ্গ পশুর গায়ে লাগাত। অতঃপর তাকে উট বা ছাগলের বিষ্ঠা দেয়া হত আর সে তা নিক্ষেপ করত। এভাবে তার শোক-পালন পর্ব শেষ হত। হাদীসে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সে তুলনায় এ পরিমাণ সময় কিছুই না।[৩৩৭]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার (প্রথম) স্বামী মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার নিকট গেলেন। তখন আমার মুখমণ্ডলে আমি ‘সাবের’ লাগিয়েছিলাম। তিনি বললেন, এটা কি উম্মু সালামা? আমি বললাম, এটা ‘সাবের’ এতে কোন সুগন্ধি নাই। তিনি বললেন, এটা চেহারাকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং রাতে ছাড়া এটা ব্যবহার কর না এবং দিনের বেলা তা মুছে ফেলে দিও। এছাড়াও খোশবু দ্বারা চুল পরিপাটি করিও না এবং মেহেদি দ্বারাও নয়, কেননা, এগুলো খেজাবের অন্তর্ভূক্ত। আমি বললাম, তবে আমি কি দিয়ে মাথা ধুব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, বরই পাতা দ্বারা। (বরই পাতা বেটে) এর দ্বারা তোমার মাথায় প্রলেফ দিবে।[৩৩৮]
ব্যাখ্যা: ‘সাবের’ এক ধরনের তিক্ত ঔষধবিশেষ। মেহেদি পাতা দ্বারা সে সময়ে মেয়েরা মাথা ধৌত করত। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বামীমৃত নারীর জন্য ইদ্দত পালনকালে চেহারা উজ্জ্বলকারী কোন জিনিস যথা স্নো, পাউডার, লিপষ্টিক এবং সুগন্ধি সাবান ও সেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষেধ। কারণ এটা শোকের পরিপন্থি।

---

৩৩৫ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جحش عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু তাহিদ্দু মুতাওয়াফ্‌ফা ‘আনহা যাওজুহা আরবা‘আতা আশহুর ওয়া আশরা, হাদীস নং ৫০২৪

৩৩৬ قَالَتْ زَيْنَبُ، وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু তাহিদ্দু মুতাওয়াফ্‌ফা ‘আনহা যাওজুহা আরবা‘আতা আশহুর ওয়া আশরা, হাদীস নং ৫০২৪

৩৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৩৮ عن أُمِّ سلمة: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু ফীমা তাজাতানিবুল মুতা‘ইদ্দাতু ফী ইদ্দাতিহা, হাদীস নং ২৩০৫; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, বাবুত তাকাল, হাদীস নং ৩৫৩৭

Dhaka University Institutional Repository

✽ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: স্বামীমৃত নারী লাল রঙে রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না, লাল মাটি দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করবে না এবং গহনা পরিধান করবে না। চুলে বা হাতে, পায়ে মেহেদি রঙ লাগাবে না এবং চোখে সুরমা লাগাবে না।[৩৩৯]

স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ বিন্ত ‘উতবা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আবূ সুফিয়ান বড় কৃপণ লোক। আমি তার অগোচরে যা গ্রহণ করি তা ব্যতিত তিনি আমার ও আমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ খরচ দেন না। তিনি বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় মত মাল (তার অগোচরে) ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে পার।[৩৪০]

দাস-দাসীর অধিকার

✽ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলতেন, তোমরা সালাতকে সঠিকভাবে পালন কর এবং যে সমস্ত দাস-দাসী তোমাদের অধীনে আছে তাদের হক আদায় কর।[৩৪১] ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবূ দাউদ এ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অর্থনীতি পর্ব

হালাল রিয্ক উপার্জন

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের উপার্জিত রিয্ক থেকে তোমরা যা ভক্ষণ কর তাই সর্বোত্তম উপার্জন। তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের উপার্জন। (তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা) আবূ দাউদ ও দারামীর এক রেওয়ায়তে আছে যে, তোমাদের উপার্জিত রিয্কই হচ্ছে তোমাদের উত্তম রিয্ক এবং তার সন্তানও তার রিযক এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।[৩৪২]

✽ হযরত ইব্ন ‘উমার এর গোলাম নাফে’ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিসর ও সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে পণ্য সামগ্রী চালান দিতাম। অতঃপর ইরাকে পণ্য সামগ্রী চালান দিলাম এবং হযরত আয়িশা (রা.) কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু’মিনীন! আমি তো মিসর ও সিরিয়ায় পণ্য সামগ্রী চালান দিতাম, এবার ইরাকে পণ্য চালান দিয়েছি (এবং এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাচ্ছি) উম্মুল মু’মিনীন বললেন, তুমি তা করো না। তোমার পূর্বের ব্যবসাস্থলে কি হল? (অর্থাৎ তোমার পূর্বের

---

৩৩৯ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু ফীমা তাজাতানিবুল মুতা‘ইদ্দাতু ফী ইদ্দাতিহা, হাদীস নং ২৩০৪; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, বাবুত তাকাল, হাদীস নং ৩৫৩৫

৩৪০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هندا بنت عتبَة قَالَت: يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح وَلَيْسَ يعطيني مَا يَكْفِينِي وَوَلَدي إِلَّا مَا أخذت مِنْهُ وَهُوَ يعلم فَقَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নাফকাত, বাবু ইযা লাম ইউনফিকির রজুলু ফালিল মার’আতি আন তাখুযা.., হাদীস নং ৫০২৯, পৃ. ৮০৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল আকযিয়্যাতি, বাবু কাযিয়্যাতি হিন্দা, হাদীস নং ১৭১৪, পৃ. ৭৫

৩৪১ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবুন নাফাকাতি ওয়া হাক্কিল মামলূক, হাদীস নং ৩২১৩

৩৪২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه . فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَده من كَسبه দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল ইজারাহ, বাবুন ফির রজুলি ইয়াকুলু মিন মালে ওলাদিহি, হাদীস নং ৩৫২৮ ; ৩৫২৯, পৃ. ৪৯৭; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, কিতাবুর রিদা‘য়ি, বাবু মা জাআ আন্নাল ওলিদা ইয়াকুলু মিন মালে ওলাদিহি, হাদীস নং ১৩৬৯, পৃ. ১৬২; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, কিতাবুল বয়ূ‘উ, বাবুল হাস্সি ‘আলাল কাসবি, হাদীস নং ৪৩৭৩; ৪৩৭৪; ৪৩৭৫. পৃ. ১৮৫-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা (মিসর ও সিরিয়া) ছেড়ে ইরাক নিয়ে যাচ্ছ কেন?) আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকে কোন এক দিক থেকে রিয্ক অন্বেষণের ব্যবস্থা করে দেয় তখন তা ছেড়ে দিও না। যদি না সেখানে লাভ শেষ হয়ে যায় বা ক্ষতি দেখা দেয়।[৩৪৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবূ বকর (রা.) এর একটি গোলাম ছিল। সে তাঁর জন্য রোজগার করত, আর আবূ বকর (রা.) ঐ উপার্জন থেকে ভক্ষণ করতেন। অতঃপর একদিন সে (গোলাম) কিছু নিয়ে আসলে আবূ বকর (রা.) তা থেকে ভক্ষণ করলেন। অতঃপর গোলাম বলল: আপনি কি জানেন এটা কি থেকে উপার্জিত? (অর্থাৎ এ সম্পদ হালাল না হারাম) হযরত আবূ বকর (রা.) তখন জানতে চাইলেন, এটা কি থেকে উপার্জিত? সে (গোলাম) বলল, আমি জাহিলী যুগে এক লোকের গণনা (ভবিষ্যৎ বাণী) করেছিলাম কিন্তু ভালোভাবে গণনা করি নি। (কারন আমি তা জানতাম না) আমি তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে সে ঐ গণনাকার্যের বিনিময়ে এ অর্থ দেয়। আর তা থেকেই আপনি খেয়েছেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর আবূ বকর (রা.) তাঁর হাত মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর পেটের সব কিছু বমি করে ফেলে দিলেন।[৩৪৪]

✿ আবূ সালামা ও তাঁর জাতির সাথে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ ছিল। আবূ সালামা (রা.) হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে এসে তাঁকে এ বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামা, ঐ জমি হতে বিরত থাকো। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে; কিয়ামতের দিন তার সাত স্তবক জমিন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[৩৪৫]

সম্পদ ব্যয়

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আবূ সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার সাওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তাদের জন্য খরচ কর। তুমি যে পরিমাণ তাদের জন্য খরচ করবে, তোমার সে পরিমাণ সাওয়াব হবে।[৩৪৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে সৎপথে খাদ্য ব্যয় করে সে তাঁর এ দানের পূণ্য লাভ করবে। তাঁর স্বামীও উপার্জনকারী হিসেবে এর পুরস্কার পাবে। আর তা রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে। কারো পুরস্কার কম করে দেয়া হবে না।[৩৪৭]

---

৩৪৩ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِفَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, খ. ২, কিতাবুত তিজারাতি, বাবু ইযা কুসসিমা লির রাজুলি রিযকুন মিন ওজহিন, হাদীস নং ২১৪৮, পৃ. ৩

৩৪৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامٌ يُخْرِّجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيءٍ فأكلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحسِنُ الكِهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعتُه فلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ قَالَتْ: فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু বুনইয়ানিল কাবা, বাবু আইয়্যামিল জাহিলিয়্যা, হাদীস নং ৩৬২৯, পৃ. ৫৪

৩৪৫ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল মুকাসাতি, বাবু তাহরীমিয যুলমি ওয়া গাসবিল আরদি ওয়া গাইরিহা, হাদীস নং ৩০২৫, পৃ. ৩৩

৩৪৬ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَاإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নাফাকাত, বাবু ওয়া হাল 'আলাল মারআতি মিনহু শাইউন, হাদীস নং ৫০৫৪ ; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন, হাদীস নং ১০০০১

৩৪৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু মান আমারা খাদিমাহু বিসসাদাকাতি, হাদীস নং ১৩৫৯, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন মাসআলা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা নামের এক দাসী এসে তাকে বলল: আমি নয় (৯) 'উকীয়াতের' বিনিময় দাসত্ব থেকে মুক্তির চুক্তি করেছি। বছরে এক উকীয়াত করে দিব সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, যদি তোমার মালিক রাজি হয় (এবং তুমিও পছন্দ কর) তা হলে আমি সব টাকা (উকীয়াত) দিয়ে তোমাকে (ক্রয় করে) মুক্ত করে দিব। আমি এরূপ করব যাতে তোমার ওয়ালার (মুক্তিদান সূত্রীয় উত্তরাধিকার-স্বত্ব) অধিকারিনী আমি হই। তারপর সে তার মালিকের কাছে গিয়ে একথা বললে তারা এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়; তবে যদি ওয়ালার অধিকার তাদের হয় তবে তারা রাজি। রাসূলুল্লাহ (স.) (সব কথা শুনার পর আয়িশা (রা.) কে) বললেন: তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদেরকে একত্র করে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান আদায় করে বলেন: এক শ্রেণীর লোকের এ অভ্যাস কেন যে, তারা এরূপ শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতে নাই? আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত বিরোধী যে কোন শর্তই করা হবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ একশত শর্তারোপ করলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলার বিধানই অগ্রগণ্য এবং আল্লাহর শর্তই সর্বাধিক মজবুত। নিশ্চয় মুক্ত করা সূত্রের উত্তরাধীকার-স্বত্ব একমাত্র মুক্তকারীর জন্যই সাব্যস্ত থাকবে।[৩৪৮]

অগ্রিম বিক্রয় ও বন্ধক রাখা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এক ইয়াহুদীর নিকট হতে কিছু খাদ্যবস্তু বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং তাঁর লৌহবর্ম ঐ ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন।[৩৪৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইহধাম ত্যাগ করাকালে তাঁর লৌহবর্ম প্রায় তিন মন যবের মূল্যের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।[৩৫০]

চাষাবাদ ও সেচ প্রকল্প

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে এমন জমীন আবাদ করেছে যা কারো মালিকানায় নয়; সে-ই তার হকদার। তাবি'ঈ উরওয়া ইব্ন যুবায়ের বলেন, হযরত উমার তাঁর খেলাফতকালে এ হুকুম দিয়েছেন।[৩৫১] (সুতরাং এটা মানসুখ নয়)

✿ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) কোন জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন, পানি, লবণ ও আগুন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন,

---

৩৪৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وُقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عُدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا أبعد فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল ইতকি, বাবু ইন্নামাল ওলাউ লিমান আতাকা, হাদীস নং ১৫০৪, পৃ. ৪৯৩-৪৯৪; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইতকি, বাবু ইসতিআনাতিল মুকাতিবি, হাদীস নং ২৪২৪, পৃ. ৩৪৮

৩৪৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا من يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيد দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল মুসাকাতি, বাবুর রিহন ওয়া জাওয়াযুহু ফিল হাদর, হাদীস নং ১৬০৩, পৃ. ৩১; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সলম, বাবুল কাফীলে ফিস সলম, হাদীস নং ২১৩৩, পৃ ৩০০

৩৫০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, বাবু মা কিলা ফী দার'য়িন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৭৫৯, পৃ ৪০৮

৩৫১ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قال عروة قضى به عمر في خلافته দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওয়াকালা, বাবু মান আহয়া আরদান মাওয়াতা, হাদীস নং ২২১০, পৃ ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এ পানির কথার তাৎপর্য তো বুঝলাম, কিন্তু লবন ও আগুনের কথার তাৎপর্য কি? তখন তিনি বললেন, হে হোমায়রা! (আয়িশা) যে আগুন দান করেছে সে যেন আগুনে যা পাক করেছে তা সবই দান করেছে। আর যে লবন দান করেছে, সে যেন লবন যা সুস্বাদু করেছে তা সবই দান করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে পানি পান করিয়েছে, যেখানে পানি পাওয়া যায় সেখানে, সে যেন একটি দাস আযাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে পানির শরবত পান করিয়েছে, যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে, সে যেন তাকে জীবন দান করেছে।[৩৫২]

রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচার পর্ব

রাজনৈতিক বিষয়

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এমন কিছু রাজনৈতিক নেতা বা শাসনকর্তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তোমরা তাঁদেরকে চিনবে এবং অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি অপছন্দ করবে সে নিষ্কৃতি পাবে। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে তুষ্ট হবে এবং আনুগত্য প্রকাশ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সাহাবীগণ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করে।[৩৫৩]

প্রশাসনিক বিষয়

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত করা হবে, যারা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল (অর্থাৎ তার মুখের উপর বলে দিল যে, তোমার এ কাজ শরী'আত বিরোধী)। সে ব্যক্তি তাঁর দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানল, সে ব্যক্তিও নিরাপদে রইল (অর্থাৎ গুনা হতে বেঁচে থাকল)। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং উক্ত শাসকের সে কাজে আনুগত্য করল (সে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে তার সাথে শরীক হয়ে গেল)। তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না; যে পর্যন্ত তারা সালাত পড়ে। আবারও বললেন, না; যে পর্যন্ত তারা সালাত পড়ে। রাবী বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত কাজকে অন্তরে অপছন্দ করল ও অগ্রাহ্য করল।[৩৫৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এ দু'আ করেছেন : হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন কাজের শাসক বা পরিচালক নিযুক্ত করা হয়, যদি সে তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়, যা তাদের জন্য বিপদ ও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তুমিও তার উপর এরূপ বিপদ চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপর কোন কাজের পরিচালক বা শাসক নিযুক্ত হয়। আর সে তাদের সাথে সদাচরণ করে, তুমিও তাদের সাথে অনুরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।[৩৫৫]

---

৩৫২ عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّار قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: يَا حميراء أَمن أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিজারাতি, বাব আল-মুসলিমূনা শুরাকাউ ফী সালাস, হাদীস নং ২৪৭৪

৩৫৩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا দ্র. *সহীহ্‌ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ওয়াজুবুল ইনকার আলাল উমারা ফীমা ইউখালিফুস শারআ, হাদীস নং ১৮৫৪

৩৫৪ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا দ্র. *সহীহ্‌ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ওজূবিল ইনকার আলার উমারা ফীমা ইউখালিফুশ শর'ই, হাদীস নং ১৮৫৪

৩৫৫ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যদি আল্লাহ তা'আলা কোন শাসকের কল্যাণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার জন্য একজন নিষ্ঠাবান উযীরের (পরামর্শদাতা) ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক কোন কাজ করতে ভুলে যান তখন উযির তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি তিনি উক্ত কাজ স্মরণে রাখেন, তখন উযির তাঁকে সে কাজে মদদ ও সাহায্য করেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কোন শাসকের সাথে এর বিপরীত অন্য কিছু (অকল্যাণ) করতে ইচ্ছা করেন। তখন তার জন্য একজন কুস্বভাবের উযীর নির্ধারণ করে দেন। যদি শাসক কাজ করতে ভুলে যান, উযীর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি তিনি স্মরণে রাখেনও, তবে উযীর তাঁকে সহযোগিতা করে না।[৩৫৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) (একদিন সাহাবাদিগকে লক্ষ্য করে) বলেছেন: তোমরা কি সকলে অবগত আছ যে, কিয়ামতের দিন সকলের আগে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়ায় কোন শ্রেণীর লোকেরা স্থান পাবে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন: ঐসমস্ত (আমীর ও শাসক) লোকেরা, যাদেরকে হক কথা বলা হলে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে। আর যখনই ন্যায্য হক ও অধিকার চাওয়া হয়, সাথে সাথে তা দিয়ে দেয় এবং মানুষের উপর অনুরূপভাবে শাসন করে, যেরূপ নিজের উপর শাসন করে।[৩৫৭] (অর্থাৎ শাসন ও বিচারের ব্যাপারে নিজের ও অন্যের মধ্যে পার্থক্য করে না।)

বিচারিক বিষয়

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আমি তো একজন মানুষই। তোমরা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়াবিবাদ (এর মামলা-মোকদ্দমা) নিয়ে আমার নিকট আগমন কর। আর সম্ভবত তোমাদের কেউ কেউ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের (প্রতিপক্ষের) চেয়ে অনক পটু ও পারদর্শী। সুতরাং ঘটনা উপস্থাপনের সময় আমি যা শুনি ঠিক তা অনুসারেই বিচার-ফয়সালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশত) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তাকে কেবলমাত্র এক খণ্ড আগুনের টুকরাই দিলাম।[৩৫৮]

ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির বৈশিষ্ট্য

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদা তাঁর হুজরার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর হুজরা থেকে বের হয়ে তাদের কাছে এসে বললেন: আমি তো একজন মানুষ। ঝগড়াকারীরা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়াবিবাদ (এর মামলা-মোকদ্দমা) নিয়ে আমার নিকট আগমন করে। আর সম্ভবত তাদের কেউ কেউ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের (প্রতিপক্ষের) চেয়ে অনক পটু ও পারদর্শী। সুতরাং ঘটনা উপস্থাপনের সময় আমি যা শুনি ঠিক তা অনুসারেই বিচার-ফয়সালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশতঃ) বিচার করে তার ভাইয়ের হক

أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ফাদীলাতিল ইমাম আল-আদিল.., হাদীস নং ১৮২৮, পৃ. ১২১

৩৫৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল খিরাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারাত, বাব ফী ইত্তিখাযিল ওযীর, হাদীস নং ২৯৩২, পৃ. ৪০৭

৩৫৭ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ দ্র. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩২৬২, পৃ. ৪০-৪১

৩৫৮ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আহকাম, বাবু মাওয়িজাতিল ইমাম লিলখুসূম, হাদীস নং ৬৫৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন জেনে নেয় এটা হলো দোজখের আগুনের একটি টুকরা। সে ইচ্ছা করলে এটা বহন করতে পারে আবার তা ত্যাগও করতে পারে।[৩৫৯]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এমন দুই ব্যক্তির ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যারা মীরাস সম্পর্কীয় বিবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসেছিল। অথচ তাদের কারো কাছে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই ছিল না। শুধু দাবী-ই দাবী। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন: যদি আমি তোমাদের কাউকে তার ভাইয়ের হক প্রদান করি (অর্থাৎ যে কেউ মিথ্যা বলে অপরের হক আমার মাধ্যমে নিয়ে যায়), তখন আমার সে ফয়সালা তার জন্য হবে (দোযখের) এক খণ্ড আগুন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এ কথা শুনে, তারা দু'জন কেঁদে দিল এবং তারা বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমার অংশটি আমার সঙ্গীকে (প্রতিপক্ষকে) প্রদান করলাম এবং আমার দাবী প্রত্যাহার করলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, না (এভাবে হবে না); বরং তোমরা উভয়ে মিলে মিশে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়ে যাও। আর বণ্টনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বণ্টনের পর উভয় ভাগে লটারি করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রতিপক্ষ সঙ্গীকে ঐ অংশ হতে মাফ করে দিবে, যার কাছে তোমার অংশ চলে গিয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ ফয়সালা আমি তোমাদের মধ্যে নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা করব। কেননা, এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন ওহী নাযিল হয় নি।[৩৬০]

ব্যাখ্যা: যদি কোন একটি বস্তুর ব্যাপারে দাবীদার দুইজন হয় এবং কারো কাছে দাবীর সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই না থাকে, এমতাবস্থায় ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, লটারি দ্বারা ফয়সালা করা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, সুফইয়ান সাওরী ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এর সর্বশেষ অভিমত হল: উভয়ের মধ্যে জিনিসটি আধাআধিভাবে ভাগ করে দিতে হবে। অবশ্য ভাগাভাগির পর অংশ নির্ধারণের জন্য লটারির আশ্রয় গ্রহণ করা উত্তম, যাতে আবার অংশ নির্ধারণের বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবেন যে, তিনি মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা করবেন, দুনিয়াতে একটি ফল দু'ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করার এ ক্ষুদ্র বিচারের দায়িত্বও যদি সে গ্রহণ না করত![৩৬১]

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হল, অতিশয় ঝগড়াটে লোক।[৩৬২]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এ সকল লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়:

---

৩৫৯ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আকযিয়াহ, বাব আল-হুকমু বিয যাহিরি ওয়াল লাহনু বিল হুজ্জাহ, হাদীস নং ১৭১৩

৩৬০ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, আওয়ালু কিতাবিল আকযিয়াহ, বাব ফী কাদাইল কাদী ইয়া আখতা'য়া, হাদীস নং ৩৫৮৩; ৩৫৮৪; ৩৫৮৫

৩৬১ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يومُ القيامةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَة قطّ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহামাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩২৪৩, পৃ. ৩৮-৩৯

৩৬২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মাযালিম, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া হুয়া আলাদ্দাল খিসাম (০২ : ২০৪), হাদীস নং ২৩২৫, পৃ. ৩৩২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইলম, বাব ফিল আলাদ্দিল খাসিম, হাদীস নং ২৬৬৮

Dhaka University Institutional Repository

(১) খেয়ানতকারী (পুরুষ) ও খেয়ানতকারিণী (নারী), (২) যার উপর শরী'আতের বিধান অনুযায়ী হদ কায়েম করা হয়েছে, (৩) শত্রুর; যদিও সে তার মুসলিম ভাই হয়, (৪) ঐ গোলাম বা ক্রীতদাস যাকে কোন ব্যক্তি দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে, অথচ সে বলে, অন্য লোকে তাকে আযাদ করেছে, (৫) যে ব্যক্তি নিজের আসল বংশসূত্র গোপন করে নিজেকে অন্য বংশসূত্রের সাথে সংযোজন করে; এবং (৬) যে ব্যক্তি কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ পরিবার ভুক্ত ভৃত্য বা খাদেম ইত্যাদি)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ অধস্তন একজন বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ দেমাশকী মুনকারুল হাদীস।[৩৬৩]

ধর্মত্যাগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে মুসলিম ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে সাক্ষ্য দেয়। তিন কাজের যে কোন একটি ব্যতিত তার খুন হালাল নয়। (এক) বিবাহিত ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হলে তাকে কংকর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। (দুই) যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে; তাকে কতল করা হবে অথবা শূলিতে চড়ান হবে কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা হবে। (অথবা কারারুদ্ধ করা হবে)। অথবা (তিন) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে, তার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে।[৩৬৪]

হদ ছাড়া সাধারণ অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: সম্মানী লোকদের হদ ব্যতিত সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও।[৩৬৫] (হদ কারো জন্য মার্জনীয় নয়)।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যথাসাধ্য মুসলিমদের উপর হতে হদ মওকুফ রাখ, যদি সামান্য পরিমাণও তার জন্য অব্যাহতির উপায় বের হয়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, শাসকের পক্ষে প্রদর্শনের ব্যাপারে ভুল করা, শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ভুল করা হতে অধিক উত্তম। তিরমিযীর বলেন, অনেকের মতে এ হাদীসটি আয়িশা (রা.) পর্যন্ত মাওকুফ। আর এটাই সহীহ।[৩৬৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি নির্দোষ বলে যখন আয়াত আল্লাহর কালামে নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ঐ আয়াতগুলি তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর মিম্বর হতে নেমে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ করলেন। সুতরাং লোকেরা তাদেরকে 'হদ্দে কযফ' বা মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রদান করলেন।[৩৬৭]

---

৩৬৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুশ শাহাত আন রাসূলিল্লাহি (স.), হাদীস নং ২৪০০, পৃ. ৫৩

৩৬৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল হুদূদ, বাবুল হুকমি ফীমান ইরতাদ্দা, হাদীস নং ২৩৫৩, পৃ. ৫৯৭

৩৬৫ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أقيلوا ذَوي الهيآت عثراتهم إِلَّا الْحُدُود দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল হুদূদ, বাব ফিল হদ্দি ইয়াশ'ফাউ, হাদীস নং ৪৩৭৫, পৃ. ৬০০

৩৬৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল হুদূদ আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী দার'য়িল হুদূদ, হাদীস নং ১৪৪৭

৩৬৭ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল হুদূদ, বাবু ফী হাদ্দিল কাযাফ, হাদীস নং ৪৪৭৪, পৃ. ৬১৪

Dhaka University Institutional Repository

চোরের হাত কর্তন

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: দীনারের (স্বর্ণ মুদ্রার) এক চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক (মূল্য) পরিমাণ চুরির দায় ব্যতিত চোরের হাত কাটা যাবে না।[৩৬৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এক চোরকে আনা হল। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ধারণা এটা ছিল না যে, আপনি তার হাত কেটে দিবেন; আমরা মনে করেছিলাম আপনি তাকে কিছুটা শাসিয়ে দিবেন। এর জওয়াবে তিনি বললেন, যদি (আমার কন্যা) ফাতিমাও (চুরিতে ধৃত) হত, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৩৬৯]

দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ অগ্রহণীয়

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযূম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। যাতে কুরায়শগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা (পরস্পরের মধ্যে) বলল, কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? আবার তারাই বলল, উসামা ইব্‌ন যায়দ ছাড়া আর কে এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? কারণ, সে হল রাসূলুল্লাহ (স.) এর অত্যন্ত প্রিয়। তারপর সে (তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সমীপে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ হতে একটি ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: হে জনগণ! জেনে রাখ, প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন ভদ্র-সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দিতাম।
মুসলিমের এক রেওয়াতে আছে। আয়িশা (রা.) বলেছেন, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা লোকদের নিকট হতে জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করত। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) তার হাত কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। অতঃপর ঐ মহিলার আপনজনেরা উসামার কাছে এসে আলোচনা করল, পরে উসামা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আলোচনা করলেন। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনার বিবরণ অবিকল পূর্বের মতন।[৩৭০]

মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শন

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৭১]

---

৩৬৮ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হুদূদ, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা: আস-সারিকু ওয়াস সারিকাতু ফাকতা'উ আইদিয়াহুমা (৫ : ৩৮), হাদীস নং ৬৪৬৮ ; ৬৪১০, পৃ. ১০০৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হুদূদ, বাবু হদ্দিস সারাকাতি ওয়া নিসাবিহা, হাদীস নং ১৬৮৪, পৃ. ৬৩

৩৬৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوا: مَا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا. قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا দ্র. *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল বয়ূ', বাবু যিকরি ইখতিলাফি আলফায, হাদীস নং ৪৮১০, পৃ. ২২২

৩৭০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু মা যুকিরা আন বানি ইসরাঈল, হাদীস নং ৩২৮৮, পৃ. ৪৯০ ; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল হুদূদ, বাবু কাত'য়িস সারিকিশ শরীফ ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং ১৬৮৮, পৃ. ৬৪

৩৭১ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবুন নাহয়ি আনিল মুসকিরি, হাদীস নং ৩৬৮৬

Dhaka University Institutional Repository

এখানে (مُفَتِّرٍ) মুফাত্তির বা মুফতির ওসব জিনিস কে বলা হয়, যা মানুষের দেহকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ সাধন করে। যেমন: মদ, ভাঙ, গাঁজা, তাড়ি ইত্যাদি।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কে 'বিতআ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, অর্থাৎ মধু হতে তৈরি মদ সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন: যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম।[৩৭২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে জিনিস এক 'ফারাক' পরিমাণ ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি করে, তা হাতের অঞ্জলি পরিমাণ ব্যবহার করাও হারাম।[৩৭৩]

রাষ্ট্রীয় বিষয়

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত আবূ বকর (রা.) কে খলীফা মনোনীত করা হল, তখন তিনি বললেন: আমার গোত্রের লোকেরা ভালোভাবে জানে যে, আমার ব্যবসার আয় আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণ প্রয়োজন মিটাতে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলিমদের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। (কাজেই নিজের ও পরিবারের জন্য কোন কাজ করা সম্ভব নয়) অতএব, আবূ বকরের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন এখন থেকে এ মাল (বায়তুল মাল) হতে খেতে থাকবে। আর সে (আবূ বকর) মুসলিমদের জন্য কাজ করবে।[৩৭৪]

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

✿ হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। একবার তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট একখানা পত্র লিখে আরয করলেন: আপনি আমাকে উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিখুন, বেশি লম্বা করবেন না। তিনি লিখলেন, আপনার উপর শান্তিবর্ষিত হোক! পর সমাচার, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ঠ হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের উপর সোর্পদ করে দেয়। 'ওয়াসসালামু আলাইক'।[৩৭৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আমলনামার দফতর তিন প্রকার (এক) এমন দফতর যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। তা হল আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা। এ সম্পর্কে মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) ঘোষণা দিয়েছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। (দুই) এমন দফতর আল্লাহ তা'আলা তাকে এমনিতেই ছাড়বেন না। তা হল, আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার পারস্পিরিক যুলুম-অত্যাচার, যতক্ষণ না

---

৩৭২ عن عائشة قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওয়াযূই, বাব ইয়াজূযুল ওয়াদূ বিন নবীয, হাদীস নং ২৩৯, পৃ. ৩৮; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু বয়ানি আন্না কুল্লা মুসকিরিন খামরুন, হাদীস নং ২০০১, পৃ. ১৬৭

৩৭৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আশরিবাতি, বাবুন নাহয়ি আনিল মুসকিরি, হাদীস নং ৩৬৮৭; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল আশরিবাতি আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মা আসকারা কাসীরুহু ওয়া কালীলুহু, হাদীস নং ১৯২৮, পৃ. ৯

৩৭৪ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল বয়ূ', বাবু কাসবিল ওয়া আমালিহি বিইয়াদিহি, হাদীস নং ১৯২৮, পৃ. ২৭৮

৩৭৫ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي. فَكَتَبَتْ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «من التمَس رضى الله بسخط النَّاس كفاهُ اللَّهُ مؤونة النَّاس وَمن التمس رضى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. وَالسَّلَام عَلَيْك দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল জুহুদ আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ২৫২৭, পৃ ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

একজনের নিকট হতে অন্যজন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। (তিন) এমন আমলনামা, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্ব দিবেন না। তা হল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার যুলুম বিষয়ক। এটা আল্লাহ তা'আলার মর্জির উপর ন্যাস্ত। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সাজা দিবেন। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তা হলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[৩৭৬]

জিহাদ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র খুলে গোসল করলেন, তখন জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যুদ্ধের অস্ত্র খুলে ফেলেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার শপথ আমরা তা খুলি নি। আপনি তাদের দিকে বের হোন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কোন দিকে বের হবো? জিবরাঈল (আ.) বললেন, বনূ কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ওদিকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের দিকে বের হয়ে পড়লেন।[৩৭৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বদর যুদ্ধে যাওয়ার পথে হাররাতুল ওয়াবার নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, তখন একজন মুশরিক ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করে নিজের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর? সে ব্যক্তি বলল, না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি কোন মুশরিকের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা কখনও চাবো না।[৩৭৮]

যুদ্ধবন্দীদের বিধি-বিধান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: (বদরের যুদ্ধের পরে) যখন মক্কার কাফেররা তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে পাঠাল, তখন (রাসূল (স.) এর কন্যা) হযরত যয়নব (রা.) তাঁর স্বামী আবূল 'আসের মুক্তির জন্যও কিছু মাল পাঠালেন। তন্মধ্যে ঐ হার খানাও ছিল যা হযরত খাদীজার কাছে ছিল, পরে হযরত খাদীজা (রা.) এটা আবূল 'আসের সাথে যয়নবের বিবাহের সময় দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) হারখানা দেখে (অতীত স্মৃতি স্মরণে) অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদিগকে বললেন: যদি তোমরা সমীচীন মনে কর, তা হলে যয়নবের কয়েদী (আবূল 'আস) কে ছেড়ে দাও এবং যয়নব যে সমস্ত মাল সম্পদ পাঠিয়েছে তা তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবাগণ বললেন; হ্যাঁ। (আমরা সকলেই এতে সম্মত আছি) সুতরাং মাল ব্যতিরেকেই আবূল 'আসকে মুক্ত করে দেয়া হল। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (স.) তার নিকট হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, সে যেন যয়নবকে মদীনায় তাঁর নিকট আসার পথে বাধা না দেয়। আর রাসূলুল্লাহ (স.) যায়দ ইব্‌ন হারিসা ও একজন আনসারীকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়কে বলে দিলেন,

---

৩৭৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدَّوَاوِينُ ثَلَاثَةٌ: دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ: ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بينهم وبينَ الله فذاك إِلَى اللَّهِ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ تجَاوز عَنهُ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুয যুলম, হাদীস নং ৪৯০৬, পৃ. ৪৩৫

৩৭৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মারজিইন নাবিয়্যি (স.) মিনাল আহযাব ওয়া মাখরাজুহু ইলা বনী কুরাইযা, হাদীস নং ৩৮৯১,

৩৭৮ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لَا يُسْهَمُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ العَدُوَّ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ مَعَ المُسْلِمِينَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুস সিয়ার, বাবু মা জা'আ ফী আহলিয যিম্মাতি ইয়াগযূনা মাআল মুশরিকিন, হাদীস নং ১৬০১

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা মক্কার অনতিদূরে (প্রায় আট মাইল দূরে) ইয়াজিজ উপত্যকা নামক স্থানে অবস্থান করবে। যয়নব সে পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তোমরা উভয়েই তার সঙ্গী হবে এবং তাকে মদীনায় নিয়ে আসবে।[৩৭৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বদরের যুদ্ধে যখন কুরায়শদিগকে বন্দী করলেন, তখন 'উকবা ইব্ন আবি মু'য়ীত ও নযর ইব্ন হারিসকে কতল করলেন। আর আবূ আয্যাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ ব্যতিত এমনিই ছেড়ে দিলেন।[৩৮০]

সন্ধি স্থাপন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নারীদের বায়'আত সম্পর্কে বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) এ আয়াত অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা করতেন: (يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)[৩৮১] অর্থ: হে নবী! যখন মু'মিন রমণীগণ আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে আসে, (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) তাদের মধ্যে যারা এ শর্ত মেনে নিত। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে মুখে বলে দিতেন, আমি তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর কসম! বায়'আত গ্রহণ কালে তাঁর হাত কখনও কোন রমনীর হাতকে স্পর্শ করে নি।[৩৮২] (বরং তিনি কেবল কথার দ্বারা বায়'আত গ্রহণ করতেন।)

গনীমতের মাল

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট রঙ্গিন পাথর বা নাগীন ভর্তি একট থলি আনা হল। তিনি সেগুলো আযাদ নারী ও দাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমার পিতাও (প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর) আযাদ এবং গোলামের জন্য বণ্টন করতেন।[৩৮৩]

কষ্টদায়ক জন্তু হত্যা

✿ হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: পাঁচটি জন্তু হত্যা করায় কোন পাপ নাই। সেগুলো হলো: কাক, চিল, বিচ্ছু এবং দু'চোখের উপর কালো দাগ বিশিষ্ট পাগলা কুকুর।[৩৮৪]

---

৩৭৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا: نَعَمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كونا ببطنِ يأحج حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بها দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফী ফিদা'য়িল আসীর বিলমাল, হাদীস নং ২৬৯২, পৃ. ৩৬৬; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৫১৫৮, পৃ. ৩৮-৩৯

৩৮০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু হুকমিল উসারা, আল-ফাসলুস সালিসু, হাদীস নং ৩৭৯৫, পৃ. ৩৪৬

৩৮১ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ দ্র. *আল কুরআন*, ৬০ : ১২

৩৮২ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: (يَا أَيُّهَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا جاءكَ المؤمناتُ يبايِعنكَ) فَمَنْ أَقَرَّتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا: قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সুলহি, আল-ফাসলুল আওয়ালু, হাদীস নং ৩৮৬৮, পৃ. ৩৫৪; *মুসনাদু আহামাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩৬৮৫

৩৮৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল খিরাজি ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারাত, বাবু ফী কাসমিল ফাই, হাদীস নং ২৯৫২, পৃ. ৪১০

৩৮৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১,আবওয়াবুল ইহসার ওয়া জাযাউস সাইদ, বাবু মা ইয়াক্তুলুল মুহরিমু মিনাদ দাওয়াব, হাদীস নং ১৭৩১

Dhaka University Institutional Repository

শপথ ও মান্নত পর্ব

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কালাম " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " "অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের 'লাগব' (অনর্থক) কসমের দরুন পাকড়াও করবেন না।" এ আয়াতটি কোন ব্যক্তির 'লা ওয়াল্লাহি' এবং 'বালা ওয়াল্লাহি' ধরনের উক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এটা ইমাম বুখারীর রেওয়ায়ত। আর শরহুস্ সুন্নাহ কিতাবের মধ্যে মাসাবীহ গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ এ হাদীসটি আয়িশা (রা.) হতে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৮৫]

গুনার কাজে মানতের কাফ্ফারা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা না করে।[৩৮৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: গুনাহের কাজে মানত আর তার কাফ্ফারা হল কসমের কাফ্ফারার ন্যায়।[৩৮৭]

খাদ্য ও পানীয় পর্ব

খাদ্যকে সম্মান করা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে প্রবেশ করে উল্টো করে ফেলে রাখা একটি খাদ্যের পাত্র দেখে তা হাতে তুলে নিলেন এবং তা মুছে খেয়ে ফেললেন আর বললেন, হে আয়িশা (রা.)! খাদ্যকে সম্মান কর, কেননা তা যে সম্প্রদায় হতে বিরাগ ভাজন হয়ে বেরিয়ে গেছে। তা কোনদিন তাদের কাছে আর ফিরে আসে না।[৩৮৮]

সন্দেহযুক্ত খাদ্য

✿ হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মারা গেল এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন: ঈঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খাও।[৩৮৯]

---

৩৮৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর, বাবু লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি, হাদীস নং ৪৩৩৭, পৃ. ৬৬৪ ; কিতাবুত তাফসীর, বাব লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি ফী আইমানিকুম ওলা কিন ইউআখিযুকুম বিমা কাসাবাতকুলুবুকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রহীম, হাদীস নং ৬২৮৬, পৃ. ৯৮৫

৩৮৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আইমানি ওয়ান নুযূর, বাবুন নযর ফিত তা'আতি, হাদীস নং ৬৩১৮, পৃ. ৯৯০; বাবুন নযর ফীমা লা ইয়ামলিকু ওয়া ফি মাসিয়াতি, হাদীস নং ৬৩২২, পৃ. ৯৯১

৩৮৭ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুন নুযূর ওয়াল আইমান আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জা'আ আন রাসূলিল্লাহ (স.) আল্লা নাযারা ফী মাসিয়াতি, হাদীস নং ১৫৬২; ১৫৬৩; ১৫৬৪, পৃ. ১৮৪; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর, বাবু মান রাআ আলাই কাফ্ফারাহ ইযা কানা ফী মাসিয়াতি, হাদীস নং ৩২৯০; ৩২৯২, পৃ. ৪৬৭; *সুনানুন নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আইমান, বাবুন নযর ফিল মাসিয়াতি, হাদীস নং ৩৭৭৮, পৃ. ১৩০

৩৮৮ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ. فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً. فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا، وَقَالَ: (يَاعَائِشَةُ! أَكْرِمِي كَرِيماً. فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ) দ্র. *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, বাবুন নাহি 'আন ইলকাইত ত'আম, হাদীস নং ৩৩৫৩

৩৮৯ عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال (ألقوها وما حولها وكلوه) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল যাবাইহ ওয়াস সায়দ , বাব ইযা ওকা'আতিল ফারাতু ফিস সামানিল জামিদ, হাদীস নং ৫২২০

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা: জমাট হওয়া বস্তুর ক্ষেত্রে এ হুকুম। যদি তা তরল হয়, তাহলে সম্পূর্ণ জিনিস নাপাক হবে।

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আরয করল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক বাস করে শিরকের সাথে যাদের যুগ নিকটবর্তী (অর্থাৎ নতুন মুসলিম হয়েছে, আগে তারা শিরকে লিপ্ত ছিল)। তারা অনেক সময় আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, (যবাহ করার সময়) তারা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে কি না। তিনি বলেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম লও এবং খাও।[৩৯০]

শিশুদের জন্য দু'আ ও তাহনীক

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে নবজাতক শিশুদের আনা হত, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন এবং তাদেরকে (শিশুদেরকে) তাহনীক[৩৯১] করতেন।[৩৯২]

খাদ্য দ্রব্য

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তালবীনা[৩৯৩] পীড়িত ব্যক্তির অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং দুশ্চিন্তার কিছুটা লাঘব করে।[৩৯৪]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স.) মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।[৩৯৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: সে গৃহবাসী অভুক্ত নহে, যাদের কাছে খেজুর আছে। অপর এক রেওয়ায়তে আছে, তিনি বলেছেন, হে আয়িশা! যে ঘরে খেজুর নেই, সে গৃহবাসী অভুক্ত। একথাটি তিনি দু'বার বা তিনবার বলেছেন।[৩৯৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মদীনার উচ্চভূমির আজওয়া খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর প্রাতঃকালে তা (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক।[৩৯৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমাদের উপর গোটা একটি মাস অতিবাহিত হত, তন্মধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, শুধু খোরমা ও পানি দ্বারাই আমাদের সময় পার হত। তবে কোন সময়ে কিছু গোশত (হাদিয়া স্বরূপ) এসে পড়লে (তা খাওয়ার সুযোগ হত) ।[৩৯৮]

---

[৩৯০] عَن عَائِشَةَ قَالَت: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: اذْكُرُوا أَنْتُم اسمَ اللَّهِ وكلوا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাওহীদ, বাব আস-সুআলু বিআসমাইল্লাহি তা'আলা, হাদীস নং ৬৯৬৩, পৃ. ১০৯৯

[৩৯১] কোন বুযুর্গ ব্যক্তি খোরমা চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে অথবা মাথার তালুতে দেয়াকে তাহনীক বলে।

[৩৯২] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাব ইসতিহবাবু তাহনীকিল মাওলূদ 'ইনদা বিলাদাহি, হাদীস নং ২১৪৭, পৃ. ২০৮

[৩৯৩] তালবীনা তরল ও লঘুপাক এক জাতীয় খাদ্য। মিহি ময়দা, দুধ ও মধু ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরনে প্রস্তুত করা হয়। ইহার অর্থ দুধ বা দধি। পাকানোর পরও তা দুধের ন্যায় তরল ও সাদা দেখায়। তাই তার নাম তালবীনা করা হয়েছে।

[৩৯৪] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْض الْحزن দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আতইমা, বাবুত তালবীনা, হাদীস নং ৫১০১, পৃ. ৮১৫ ; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবুত তালবীনা মুজাম্মাতুন লিফুআদিল মারীদ, হাদীস নং ২২১৬, পৃ. ২২৭

[৩৯৫] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاء وَالْعَسَل দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, বাবুল হালওয়া ওয়াল আসাল, হাদীস নং ৫১১৫, পৃ. ৮১৭

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স.) এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু'দিন আটার রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি, বরং দু'দিনের একদিন খেজুর (খেয়ে কাটাতেন)।[৩৯৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাত হয় যে, আমরা দুই কাল বস্তুও (খেজুর ও পানি) পেটপুরে খেতে পারি নি।[৪০০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায় এবং আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, (স্মরণ হওয়ার পর) সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।[৪০১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমরা ছুরি দ্বারা গোশতকে কেটো না। কেননা তা আজমীদের (পারসিক) আচরণ; বরং উহা (গোশত) দাঁত দ্বারা ছুটিয়ে খাও। কারণ এটা বেশি সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়ে ভাল। আবূ দাউদ ও বায়হাকী এবং তারা উভয়েই বলেছেন যে, এ হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়।[৪০২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাজা-পাকা খেজুর দ্বারা খরবুজা খেতেন। তিরমিযী, আর আবূ দাউদ এ কথাটি বর্ধিত করেছেন। এবং তিনি বলতেন, এটার (খরবুজা) শীতলতা ওটার (খেজুরের) উষ্ণতা এবং ওটার উষ্ণতা ওটার শীতলতা সংশোধন করে দেয়। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান ও গরীব।[৪০৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরিবারস্থ কারো জ্বর হলে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং তা চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন: এটা চিন্তাযুক্ত মনকে সুদৃঢ় করে এবং পীড়িতের (অসুস্থ ব্যক্তির) অন্তর হতে রোগের ক্লেশ এমনভাবে দূর করে, যেভাবে

---

৩৯৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু ফী ইদখালিত তামার ওয়া নাহবিহি, হাদীস নং ২০৪৬, পৃ. ১৮১

৩৯৭ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً.أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ.أَوَّلَ الْبُكْرَةِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু ফাদলি তামারিল মাদীনাতি, হাদীস নং ২০৪৮, পৃ. ১৮১

৩৯৮ عن عائشة قَالَتْ: كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাবু কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৬০৯৩ ; ৬০৯৪, পৃ. ৯৫৫

৩৯৯ عن عائشة قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تمر দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুল আইমান ওয়ান নযর, বাব ইযা হালাফা আন লাই ইয়াতাদিমু ফাআকাল তামারান, হাদীস নং ৬৩০৯ পৃ. ৯৮৯; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুয যুহদি ওয়ার রিকাক, হাদীস নং ২৯৭০; ২৯৭১, পৃ. ৪০৯-৪১০

৪০০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالمَاءِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আত‘ইমা, বাবু মান আকালা হাত্তা শাবি‘য়া, হাদীস নং ৫০৬৮, পৃ. ৮১০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, হাদীস নং ২৯৭১, পৃ. ৪০৯ -৪১০

৪০১ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَه وآخرَه দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল আত‘ইমা ‘আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জা'আ ফিত তাসমিয়াতি ‘আলাত ত‘আম, হাদীস নং ১৯২০, পৃ. ৭; عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আত‘ইমা, বাবুত তাসমিয়াতি ‘আলাত তা‘আম, হাদীস নং ৩৭৬৭, পৃ. ৫২৮

৪০২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আত‘ইমা, বাব ফী আকলিল লাহম, হাদীস নং ৩৭৭৮, পৃ. ৫৩০

৪০৩ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল আত‘ইমা ‘আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মা জা'আ ফী আকলিল বিত্তীখ বির্‌রুতাব, হাদীস নং ১৯০৪, পৃ. ৬; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আত‘ইমা, বাব ফিল জাম‘ই বাইনা লাওনাইন ফিল আকলি, হাদীস নং ৩৮৩৬, পৃ. ৫৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের নারীদের কেহ পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ড হতে ময়লা দূর করে থাকে। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[৪০৪]

✿ হযরত আবূ যিয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রা.) কে পিয়াজ (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বশেষ খানা যা খেয়েছেন, তন্মধ্যে পিয়াজ ছিল।[৪০৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ (স.) একটি গোলাম খরিদ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সম্মুখে কিছু খেজুর ঢেলে দিলেন। সে অধিক পরিমণে খেয়ে ফেলল। (এটা দেখে) রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ বেশি খাওয়া অশুভ (অকল্যাণকর)। অতএব, গোলামকে ফেরৎ দিতে নির্দেশ দিলেন।[৪০৬]

পানীয় দ্রব্য

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য সুকইয়া হতে মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত। কথিত আছে যে, সুকইয়া একটি ঝর্ণা বা কুপ। উহা ও মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান হল দু' দিনের পথ।[৪০৭]

✿ ইমাম যুহরী (রহ.) 'উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রা.) বলেনঃ ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। (তিরমিযী) তিনি বলেছেনঃ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা হল, এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স.) হতে যুহরী কর্তৃক মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ বর্ণনায় অন্য কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ নাই।[৪০৮]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে, বস্তুত সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিল্‌লো।[৪০৯] আর মুসলিমের বর্ণনায় আছেঃ যে ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করে, সে যেন তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গেল্‌ল।[৪১০]

নাকী' ও নাবীয

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম। তার উপর হতে শক্ত করে বাঁধা হত এবং নিচেও একটি মুখ ছিল। আমরা সকাল

---

৪০৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فصُنعَ ثمَّ أَمر فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادُ الحزين ويسرو عَن فؤاد السقيم كَمَا تسروا إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুত তিব্ব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা 'জাআ মা ইউ'আমুল মারীদ, হাদীস নং ২১১০, পৃ. ২৫

৪০৫ عَن أبي زيادٍ قَالَ: سُئلتْ عائشةُ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بصل দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, বাব ফী আকলিস সূম, হাদীস নং ৩৮২৯, পৃ. ৫৩৫

৪০৬ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غُلَامًا فَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَأَكَلَ الْغُلَامُ فَأَكْثَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شُؤْمٌ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, আল-ফাসলুস সালিস, হাদীস নং ৪০৫৪, পৃ.৩৬৮,

৪০৭ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السُّقْيَا. قِيلَ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আশরিবা, বাবুন ফী ঈকায়িল আনিয়াতি, হাদীস নং ৩৭৩৫, পৃ. ৫২৪

৪০৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُلْوَ البَارِدَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল আশরিবাতি, বাবু মা জা'আ আই'উশ শারাব কানা আহাব্বু ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ১৯৫৭, পৃ. ১১

৪০৯ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবু আনিয়াতিল ফিদ্দাহ, হাদীস নং ৫৩১১

৪১০ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাহ, বাব তাহরীমু ইসতিমালি আওয়ানিয যাহব ওয়াল ফিদ্দাহ ফিশ শুরবি.., হাদীস নং ২০৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বেলায় যে নাবীয বানাতাম তিনি তা বিকালে পান করতেন এবং বিকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা সকালে পান করতেন।[৪১১]

মেহমানের সম্মান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) মেযবানকে মেহমানের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।[৪১২]

চিকিৎসা পর্ব

ভেষজ ঔষধ

✿ হযরত আয়িশা ও রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর।[৪১৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট প্রেরণ করার জন্য মোটা-তাজা করার চেষ্টা করছিলেন। এ জন্য অনেক কিছু খেলেও তার উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছিল না। অবশেষে পাকা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেয়ে বেশ মোটা-তাজা হলাম।[৪১৪]

✿ খালিদ ইব্ন সা'দ বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। গালিব ইব্ন জাবর আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়েই আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। ইব্ন আবূ আতীক তাকে দেখতে এসে বললেন, তোমাদের উচিত কালো যিরা দিয়ে তার চিকিৎসা করা। পাঁচ বা সাতটি কালো যিরার দানা নিয়ে তা পিষে তেলের সাথে মিশিয়ে নাকের দু'পাশে ফোঁটা ফোঁটা করে দিবে। কেননা, হযরত আয়িশা (রা.) তাঁদেরকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছেন: এ কালো যিরা মৃত্যু ব্যতিত সকল রোগের ঔষধ।[৪১৫]

ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্র

✿ হযরত শিফা বিন্ত আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, তুমি যেভাবে হাফসাকে হাতের লেখা শিখিয়েছ, অনুরূপভাবে তাঁকে নামলা রোগের মন্ত্র শিখাও না কেন?[৪১৬]

---

৪১১ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাহী, বাবু ইবাহাতিন নাবীয আল্লাযী লাম ইয়াশদাদ্দু, হাদীস নং ২০০৫, পৃ. ১৬৭

৪১২ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُرْفَعَ দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, বাবুন নাহি আন ইউকামা আনিত তাআমি হাত্তা ইয়ার্‌ফা'আ, হাদীস নং ৩২৯৪

৪১৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু বাদইল খালকি, বাবু সিফাতিন নার ওয়া আন্নাহ মাখলূকাত, হাদীস নং ৩৯০, পৃ. ২৬১

৪১৪ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ. تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ. فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ. দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আত'ইমা, বাবুল কিস্‌সাই ওয়ার রুতাবি ইউজমায়ান, হাদীস নং ৩৩২৪

৪১৫ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ. فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ. فَخُذُوا مِنْهَا خَمْساً أَوْ سَبْعاً. فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هذَا الْجَانِبِ وَفِي هذَا الْجَانِبِ. فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ هذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ السَّامُ) দ্র. *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাব হাব্বাতুস সাওদাউ, হাদীস নং ৩৪৪৯

৪১৬ عَنِ الشَّفَاءِ بنت عبد الله قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ: أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ؟ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবু মা জাআ ফির রুকয়্যি, হাদীস নং ৩৮৮৭

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কারো উপর) বদ নজর লাগলে রাসূলুল্লাহ (স.) ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪১৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যে অসুখে মৃত্যুবরণ করলেন, তাতে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ দ্বারা নিজের উপর ঝাড়-ফুঁক দিতেন। অতঃপর তিনি যখন ভারী (শক্তিহীন বিহ্বল) হয়ে গেলেন তখন আমি ঐ গুলোর দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছিলাম এবং তিনি ওসবের বরকত হাসিলের জন্য নিজের হাত বুলাচ্ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি ইব্‌ন হিশামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁর ঝাড়-ফুঁক কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁর দু'হাতে ফুঁক দিতেন। তারপর তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন। [৪১৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মুগাররেবুন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মুগাররেবুন কি? তিনি বললেন, মুগাররেবুন ওসব লোক, যাদের মধ্যে জ্বিন অংশীদার হয়।[৪১৯]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর (উম্মু সালামা) ঘরে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় (বদ নজরের) চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর বদ নজর লেখেছে।[৪২০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, প্রতি রাতে বিছানায় শোয়ার সময় নবী (স.) দু'হাতের তালু একত্রিত করে তাতে সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ড হতে সারা শরীর তিন বার মাসেহ করতেন।[৪২১]

জ্যোতিষীর গণনা

❁ হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য বলে মনে পোষণ করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না।[৪২২]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (স.) কে জ্যোতিষীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। (অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাস করা যায়েজ কি না?) রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে বললেন, তারা কিছুই নয়। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে,

---

৪১৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবু রুকইয়াতিল 'আইন, হাদীস নং ৫৪০৬, পৃ. ৮৫৪; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু ইসতিহবাবির রুকইয়াতি মিনাল আইন.., হাদীস নং ২১৯৫, পৃ. ২২৩

৪১৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবুর রুকয়্যি বিল কুরআন, হাদীস নং ৫৩১০; ৫২৯৪, পৃ. ৮৫৬

৪১৯ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ رُئِيَ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيكُمُ الْمُغَرِّبُونَ؟ قُلْتُ: وَمَا الْمُغَرِّبُونَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাব ফিস সাবিয়্যি ইউলাদু, হাদীস নং ৫১০৭, পৃ. ৬৯৬

৪২০ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবুর রুকয়্যাতুল 'আইন, হাদীস নং ৫৪০৭

৪২১ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাবুত তা'ওয়াতি 'আন রাসূলিল্লাহি (স.), বাবু মা জাআ ফীমান ইয়াকরাউল কুরআনা 'ইনদাল মানামি, হাদীস নং ৩৩২৪, পৃ. ১৭৬

৪২২ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাব তাহরীমিল কাহানাহ. ওয়া ইতইয়ানুল কাহ্হান, হাদীস নং ২২৩০

Dhaka University Institutional Repository

যা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: ঐ কথাটি সত্য যা জিন শয়তান (উর্ধ্ব জগত হতে) তড়িৎ গতিতে শুনে নেয় তারপর মোরগের করকরানের মত শব্দ করে তার বন্ধুর কানে তা পৌঁছে দেয়। এরপর সে গণক ঐ একটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে থাকে।[৪২৩]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতাদের একটি দল মেঘের দেশে (অর্থাৎ পৃথিবী হতে নিকটতম আকাশে) নেমে আসেন এবং আসমানে যেসব বিষয়ের ফয়সালা হয়েছে পরস্পর তার আলোচনা করেন, সে সময় জিন-শয়তান কান লাগিয়ে রাখে। আর যখনই সে কোন কথা শুনতে পায়, তখনই তা গণকদের কানে পৌঁছে দেয় এবং তার নিজের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা উহার সাথে মিলিয়ে প্রকাশ করে। (ফলে একটি সত্য হয় আর সব কটি হয় মিথ্যা)।[৪২৪]

যাদু-টোনা

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর যাদু করা হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর ধারণা হত, তিনি কোন একটি কাজ করেছেন অথচ তা তিনি করে নি। এ অবস্থায় তিনি একদিন আমার নিকট ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে বার বার দু'আ করলেন। অতঃপর (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, তুমি কি অবগত হয়েছ? আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার নিকট দু'জন লোক (মানব আকৃতিতে দু'জন ফেরেশতা) আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। এর পর তাদের একজন আপন সাথীকে বলল, এ ব্যক্তির অসুখটা কি? বলল, এর উপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করল, কে তাঁকে যাদু করেছে? সে জওয়াব দিল, ইয়াহুদী লবীদ ইব্‌ন আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল তা কিসের সাহায্যে (করা হয়েছে)? দ্বিতীয় লোকটি বলল, চিরুনি এবং ঝরে পড়া চুলের মধ্যে এবং পুরুষ খেজুর গাছের নুতন খোলের মধ্যে। (হযরত আয়িশা বলেন,) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কতিপয় সাহাবীসহ সে কুপের কাছে গেলেন। এরপর বললেন, এটাই সে কুপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। তার পানি মেহেদী নিংড়ানো। আর কুপের আশপাশের খেজুর গাছগুলির মাথা যেন শয়তানের মাথার মত। অতঃপর তা (চুল ও চিরুনি) কুপ হতে বের করে ফেললেন।[৪২৫]

---

৪২৩ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كذبة দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু কাওলির রাজুলি লিশ শাই লাইসা বিশাই, হাদীস নং ৫৮৫৯, পৃ. ৯১৭ ; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাব তাহরীমিল কাহানাহ, হাদীস নং ২২২৮, পৃ. ২৩২

৪২৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ المَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু বাদয়িল খালক, বাবু সিফাতি ইবলীস ওয়া জুনূদুহ, হাদীস নং ৩১১৪, পৃ. ৪৬২

৪২৫ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذا كَانَ ذَات يَوْم وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا استفتيته جَاءَنِي رجلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ قَالَ فِي مَاذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُريتها وَكَأن ماءَها نُقَاعةُ الْحِنَّاء ولكأن نخلها رُءُوس الشَّيَاطِين فاستخرجه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবুস সাহার, হাদীস নং ৫৪৩৩, পৃ. ৮৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখলাকিয়াত
(শিষ্টাচার ও আচার-আচরণের বর্ণনা)

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যে, রেহেম আল্লাহ তা'আলারই শাখা বিশেষ, যে তাকে যুক্ত রাখবে আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন।[৪২৬]

সালাম ও কোমলতা অবলম্বন

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একদল ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আসতে অনুমতি চেয়ে বলল: 'আসসামু আলাইকুম'। তখন আমি (আয়িশা) জওয়াবে বললাম: 'বাল আলাইকুমুস সাম ওয়াল লা'নাৎ' (বরং তোমাদেরই শীঘ্র মৃত্যু হোক এবং আল্লাহর অভিশাপ তোমাদের উপরই বর্ষিত হোক) তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; হে আয়িশা! আল্লাহ সহনশীল, তিনি প্রত্যেক কাজে সহনশীলতাকেই পছন্দ করে। তখন আমি বললাম; আপনি শুনেন নি তারা কি বলেছে? তিনি বললেন; আমি ও তো তাদের জওয়াবে 'ওয়া আলাইকুম' বলেছি। অপর এক রেওয়ায়তে কেবল 'আলাইকুম' রয়েছে। (অর্থাৎ واو অক্ষরটি উল্লেখ নেই)।
বুখারীর অপর এক রেওয়ায়তে আছে, তিনি (আয়িশা) বলেন: একবার ইয়াহুদীগণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে আসল এবং বলল, 'আসসামু আলাইকা'। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমাদের উপরেও। কিন্তু হযরত আয়িশা বললেন: আসসামু আলাইকুম ওয়া লা'নাকুমুল্লাহ ওয়া গযিবা আলাইকুম'। (অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু ঘটুক এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও অসন্তুষ্টি বর্ষিত হোক।) রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; হে আয়িশা! থাম, কোমলতা অবলম্বন কর, কঠোরতা পরিহার কর এবং অশোভন উক্তি হতে বেঁচে থাক। তখন আয়িশা (রা.) বললেন: আপনি কি শুনেন নাই তারা কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি শুন নি আমি কি বলেছি? আমি তো তাদের বাক্য তাদের উপরই দিয়েছি এবং (জেনে রাখ) আমার দু'আ তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত। কিন্তু আমার উপর তাদের দু'আ অগৃহীত।

আর মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এটাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন; হে আয়িশা! তুমি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণকারিণী হয়ো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা ও অশালীন বাক্য ব্যবহার মোটেই পছন্দ করেন না।[৪২৭]

---

৪২৬ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ الله দ্র. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*(ঢাকা: ই. ফা. বা, ৩য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৪), বাবু ফাদলি সিলাতির রিহম, হাদীস নং ৫৫, পৃ. ৫৭; দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু মান ওয়াসালা ওয়াসালাহুল্লাহু, হাদীস নং ৫৯৮৯

৪২৭ عَن عائشةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ . وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْكُمْ وَلم يذكر الْوَاووَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ. قَالَتْ: إِنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا: السَّام عَلَيْكَ. قَالَ: وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عليكِ بالرِّفق وإياك والعنفَ والفُحْشَ . قَالَت: أَو لم تسمع مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَو لم تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحبُّ الفُحْشَ والتفحُّش দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুর রিফক ফিল আমর কুল্লিহি, হাদীস নং ৫৬৭৮, পৃ. ৮৯০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবুন নাহই আন ইবতিদাই আহলিল কিতাব বিস সালাম, হাদীস নং ২১৬৫, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

করমর্দন ও আলিঙ্গন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (অভিযান শেষে) মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমার ঘরে ছিলেন। যায়দ এসে ঘরের দরজায় টোকা দিতেই রাসূলুল্লাহ (স.) খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তাঁর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: আল্লাহর কসম! এর আগে বা পরে আমি আর কোন দিন তাকে এভাবে খালি গায়ে দেখি নি। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে গলাগলি করলেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন।[৪২৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আচার-আচরণে এবং মহৎ চরিত্রে, অপর এক রেওয়ায়তে আছে- আলাপ-আলোচনায় ও কথাবার্তায় ফাতিমা (রা.) অপেক্ষা অন্য কাকেও আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি নি। ফাতিমা যখনই তাঁর কাছে আসতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে চুমু খেতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। আর যখনই রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কাছে যেতেন তখন তিনিও তাঁর জন্য দাঁড়াতেন এবং তাঁর হাত খানা চুমু খেতেন ও তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন।[৪২৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে একটি শিশু আনা হল, তিনি শিশুটিকে চুমু খেলেন এবং বললেন: তোমরা জেনে রেখ এসব শিশুরা হল কার্পণ্যতা ও ভীরুতার কারন। এবং তারা হল আল্লাহ তা'আলার দেয়া সুগন্ধি।[৪৩০]

মুচকি হাসি

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কে এমন ভাবে হাসতে দেখি নি যে, অট্টহাসিতে তাঁর মুখগহব্বর ও কণ্ঠতালু পর্যন্ত দেখতে পাই। বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।[৪৩১]

সুন্দর নাম রাখা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমার অন্তরাত্মা 'খবীস' (কলুষিত) হয়ে গিয়েছে। বরং সে যেন বলে আমার মন খারাপ লাগছে।[৪৩২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা (এসে) বলল: হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি এবং তার নাম মুহাম্মদ ও কুনিয়াত আবূল কাসেম রেখেছি, অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে আপনি নাকি এটা পছন্দ করেন না। তখন তিনি বললেন : কিসে আমার নাম হালাল করল আর আমার কুনিয়াত হারাম করল? অথবা তিনি বলেছেন: কিসে আমার কুনিয়াত

---

৪২৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البابَ فقامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাবুল ইসতিযান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফিল মুআনাকাহ ওয়াল কুবলাহ, হাদীস নং ২৮৭২, পৃ. ৯৭

৪২৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا. وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مجلسِها দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু মা জাআ ফিল কিয়াম, হাদীস নং ৫২১৭

৪৩০ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ ريحَان الله দ্র. *শারহুস সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, কিতাবুল ইস্তিযান, বাবু রাহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহি, হাদীস নং ৩৪৪৮

৪৩১ عَن عائشةرضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يتبسم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবুত তাবাস্সুম ওয়াদ দিহক, হাদীস নং ৫৭৪১

৪৩২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু লা ইয়াকুল খাবাসাত নাফসি, হাদীস নং ৫৮২৫ ; ৫৮২৬, পৃ. ৯১৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু কারাহিয়্যাতি কাওলিল ইনসানি খাবাসাত নাফসি, হাদীস নং ২২৫০, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হারাম করল আর আমার নাম হালাল করল? (আবূ দাউদ) ইমাম মুহীউসসুন্নাহ বলেছেন, হাদীসটি গরীব।[৪৩৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।[৪৩৪]

কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমরা কুরায়শদের ব্যঙ্গ-কবিতা (দুর্নামজনিত) আবৃত্তি কর। কেননা, এটা তাদের তীরের আঘাত অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক।[৪৩৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাসসান (রা.) এর প্রতি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, তুমি সে পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে (মুশরিকদের বিদ্রুপাত্মক উক্তি) মোকাবিলা করতে থাক যে পর্যন্ত জিব্রাঈল তোমার মদদ করতে থাকবে। হযরত আয়িশা (রা.) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এটাও বলতে শুনেছি, হাসসান (কবিতার দ্বারা) কাফেরদের নিন্দা করে নিজেও পরিতৃপ্তি পেয়েছে এবং অপরকেও পরিতৃপ্তি দান করেছে।[৪৩৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত হাসসানের জন্য মসজিদে (নববীতে) মিম্বার স্থাপন করতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ থেকে গর্বের কবিতা আবৃত্তি করতেন অথবা বলেছেন, তাঁর পক্ষ হতে (মুশরিকদের) প্রতিবাদমূলক কবিতা পাঠ করতেন। এবং রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রুহুল কুদুস দ্বারা হাসসানকে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ হতে প্রতিবাদ করতে থাকেন অথবা বলেছেন গর্ব প্রকাশ করতে থাকেন।[৪৩৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এটা এক প্রকার ভাব প্রকাশ। তবে এর ভালটি ভাল আর মন্দটি মন্দ।[৪৩৮]

---

৪৩৩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحرم كنيتي؟ أَو ماالذي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي؟ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু ফির রুখসাতি ফিল জাম'ই বাইনাহুমা, হাদীস নং ৪৯৬৮, পৃ. ৬৭৯

৪৩৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كَانَ يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيحَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাব আবওয়াবুল ইসতিযান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফি তাগয়ীরিল আসমা, হাদীস নং ২৯৯৫, পৃ. ১০৭

৪৩৫ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুত তাওবাহ, বাব ফাদাইলু হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.), হাদীস নং ২৪৯০, পৃ. ৩০০

৪৩৬ عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُوله . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুত তাওবাহ, বাব ফাদাইলি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.), হাদীস নং ২৪৯০, পৃ. ৩০০

৪৩৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল ইসতিযানি ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফি ইনশাদিশ শি'র, হাদীস নং ৩০০৩, পৃ ১০৭

৪৩৮ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ দ্র. আবুল হাসান আলী ইব্ন উমার ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহদী আদ-দারাকুতনী, তাহ্কীক: শু'আইব আল-আরনাঊত, *সুনানুদ দারাকুতনী*(বৈরূত: মুআস্সাতুল রিসালা, ১ম সংস্করণ ১৪২৪/২০৪), খ. ৫, কিতাবুল ওয়াকালা, খাবারুল ওয়াহিদ ইয়াজিবুল আমাল, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

জিহ্বা সংযম, গীবত ও গাল-মন্দ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমরা তাকে অনুমতি দাও। লোকটি হল স্বীয় গোত্রের মন্দ ব্যক্তি। যখন সে বসল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) হাসি-খুশী চেহারায় তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং মৃদু হাস্যে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর লোকটি যখন চলে গেল তখন হযরত আয়িশা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) এ লোকটি সম্পর্কে প্রথমে আপনি এমন এমন উক্তি করলেন। (এর কারণ কি?) তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আচ্ছা, তুমি কখনো আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় সে ব্যক্তি মন্দ বলে সাব্যস্ত হবে যার অশ্লীলতার ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে।[৪৩৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললাম: সাফিয়্যা সম্পর্কে আপনাকে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যদি তোমার এ কথাকে সমুদ্রের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় তবে তা সমুদ্রের পানির রঙ পরিবর্তন করে দিবে।[৪৪০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আমি কারো বিদ্রুপ বা অনুরূপ আচরণ করা পছন্দ করি না। যদিও আমার জন্য এরূপ এরূপ হয়। তিনি (তিরমিযী) বলেছেন হাদীসটি সহীহ।[৪৪১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আবূ বকর (রা.) এর নিকট দিয়ে গমন করলেন। এ সময় তিনি (আবূ বকর রা.) নিজের গোলামকে ভর্ৎসনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন: ভর্ৎসনাকারীও আবার সিদ্দীকও? কা'বা ঘরের রবের কসম! একই ব্যক্তির মধ্যে এ দু'স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা.) সে দিনই কিছু গোলাম আযাদ করে দিলেন। অতঃপর রাসূল (স.) এর খেতমতে এসে বললেন, আমি ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করব না।[৪৪২]

---

৪৩৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ:ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَس تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ: كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتى عهدتني فحاشا؟ ؟ إِن شَرّ النَّاس مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ: اتِّقَاءَ فُحْشِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু লাম ইয়াকুনিন নাবিয়্যু (স.) ফাহিশান আও মুতাফাহ্হিশান, হাদীস নং ৫৬৮৫, পৃ. ৮৯১; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাকু মাদারাতি মান ইয়াত্তাকি ফাহশাহু, হাদীস নং ২৫৯১, পৃ. ৩২২

৪৪০ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাতি, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ২৬২৪, পৃ ৭৩; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল গিবাতি, হাদীস নং ৪৮৭৫

৪৪১ عن عائشة قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لي كَذَا وَكَذَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাতি, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ২৬২৩, পৃ. ৭৩

৪৪২ عن عائشة قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَا أَعُودُ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু হিফযিল লিসানি ওয়াল গিবাতি ওয়াশ শাতাম, হাদীস নং ৪৬৫৪, পৃ.৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: ‘রেহম’ আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে এবং সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথ মিলাবে আল্লাহও তাকে মিলাবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।[৪৪৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং তথায় কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? (ফেরেশতাগণ) বললেন, হারেসা ইব্ন নো’মান (রা.)। তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করত।[৪৪৪]

সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে আসল (এসে দেখল সাহাবাগণ নিজেদের শিশু সন্তানদিগকে চুমু দিয়ে আদর করছেন।) তখন সে বলল, তোমরা কি শিশুদিগকে চুমু দাও? আমরা তো শিশুদের চুমু দিইনা। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যদি আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের অন্তর হতে স্নেহ-মমতা বের করে ফেলেন তবে আমি কি তা বাঁধা দিতে সক্ষম হব? [৪৪৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একমহিলা আসল এবং তার সাথে ছিল তার দু’টি কন্যা। মহিলা আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল, তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাই তাকে দিলাম, অতঃপর সে তাকে তার দু’টি কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল এবং সে নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাকে বললাম, তখন তিনি বললেন, যে এসব কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে, তবে এ কন্যাগণ তার জন্য দোযখের আগুন হতে অন্তরায় হবে।[৪৪৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: মানুষের সাথে তাদের মর্যাদানুযায়ী ব্যবহার কর।[৪৪৭]

রুগীর সেবা–শুশ্রূষা ও রোগের প্রতিদান

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ্য হতেন রাসূলুল্লাহ (স.) তার শুশ্রূষা করতেন, তাঁর হস্ত মোবারক রোগীর শরীরে স্পর্শ করাতেন এবং বলতেন, হে মানুষের

---

৪৪৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, বাবু সিলাতির রিহম, হাদীস নং ২৫৫৫, পৃ. ৩১৫

৪৪৪ عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ দ্র. *শারহুস সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, কিতাবুল ইসতিযান, বাব বির্রুল ওয়ালিদাইন, হাদীস নং ৩৪১৮

৪৪৫ عَن عائشةَ قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَوَ أملكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওলাদি ওয়া তাকবীলুহা, হাদীস নং ৫৬৫২, পৃ. ৮৮৬; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু রহমাতিহি (স.) আস-সিবইয়ানা, হাদীস নং ২৩১৭, পৃ. ২৫৪

৪৪৬ عن عائشة قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু ইত্তাকুন নারা ওয়া লাও বিশিক্কি তামারাহ, হাদীস নং ১৩৫২, পৃ. ১৮৯; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, হাদীস নং ২৬২৯, পৃ. ৩৩০

৪৪৭ عن عائشة قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أنزِلوا النَّاس منازَلهم দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাব ফী তানযীলিন নাস মানাযিলিহিম, হাদীস নং ৪৮৪২, পৃ. ৬৬৫

Dhaka University Institutional Repository

রব! রোগের কষ্ট দূর করে দাও। তাকে আরোগ্য করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আরোগ্য দিতে পারে না। তুমি সুস্থতা দিলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না।[৪৪৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষ যখন কোন রোগে আক্রান্ত হয় বা আহত হয় বা যখম হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: তার আঙ্গুলে বিসমিল্লাহ বলে মাটি নিয়ে তাতে মুখের থুথু মিশ্রিত করে তা খতস্থানে বা রোগের স্থানে লাগিয়ে দিলে আমাদের রবের নির্দেশে আরোগ্য লাভ করবে।[৪৪৯]

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা করণীয়

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন তোমরা কোন রোগীর নিকট অথবা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন উত্তম কথা বলবে। কেননা, তোমরা যা বল, তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলেন।[৪৫০]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যদি কোন মুসলিম বিপদে আক্রান্ত হয়। আর সে তাই বলে, যা আল্লাহ তা'আলা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর বলে, হে আল্লাহ! প্রতিফল দাও আমাকে আমার এ বিপদে এবং উত্তম বিনিময় দাও আমাকে তা অপেক্ষা। তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিপদ অপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করবেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামা (রা.) মারা গেলেন, আমি মনে মনে বললাম, এমন কোন মুসলিম আছে কি, যিনি আবূ সালামা অপেক্ষা উত্তম হতে পারেন? কেননা, আবূ সালামার পরিবারই তো প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট হিজরাত করে এসেছিলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, তথাপিও আমি তা বললাম, আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবূ সালামার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (স.) কে দান করলেন।[৪৫১]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন আবূ সালামার নিকট পৌঁছলেন, তখন তাঁর চক্ষু খোলা ছিল। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর বললেন, রূহ যখন কবয করা হয়, তখন চক্ষু তার অনুসরণ করে। তখন আবূ সালামার পরিবারের কিছু লোক চীৎকার করে কেঁদে উঠল। এসময় রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অজথা কিছু করো না। কেননা, তোমরা যা বলবে, তার ওপর ফেরেশতাগণ আমীন বলবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামাকে মাফ করে দাও এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তাঁর পিছনে যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হয়ে যাও। ইয়া রব্বাল আলামীন!

---

৪৪৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্বি, বাবু রুকইয়াতিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৫৪১২ ; ৫৪১১, পৃ. ৮৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু ইসতিহবাবি রুকইয়াতিল মারীদ, হাদীস নং ২১৯১, পৃ. ২২২

৪৪৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعِهِ: بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তিব্ব, বাবু রুকইয়াতিন নাবিয়্য (স.), হাদীস নং ৫৪১৪ ; ৫৪১৩, পৃ. ৮৫৫ ; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুস সালাম, বাবু ইসতিহবাবির রুকইয়াতি মিনাল আইন, হাদীস নং ২১৯৪, পৃ. ২২৩।

৪৫০ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা ইউকালু 'ইনদাল মারীদ ওয়াল মায়্যিত, হাদীস নং ৯১৯

৪৫১ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা ইউকালু 'ইনদাল মসীবাত, হাদীস নং ৯১৮

Dhaka University Institutional Repository

তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তাঁর জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তাঁর জন্য আলোর ব্যবস্থা কর।[৪৫২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এন্তেকাল করলেন, তাঁকে একটি ডোরাদার ইয়ামানী চাদরে ঢেকে দেয়া হলো।[৪৫৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) 'উসমান ইব্‌ন মায'উন (রা.) কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছেন, আর তিনি তখন কাঁদছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র অশ্রু 'উসমান ইব্‌ন মায'উন এর চেহারায় পড়ে।[৪৫৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, (আমার পিতা আবূ বকর রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছেন।[৪৫৫]

মৃতের জন্য রোধন

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামা মারা গেলেন, আমি বললাম, আহ! একজন পরদেশী মুসাফির পরদেশে মারা গেলেন (অর্থাৎ মক্কার মানুষ মদীনায় মারা গেলেন)। আমি তাঁর জন্য এমন কাঁদা কাঁদবো যা (ভবিষ্যতে) আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং আমি তাঁর জন্য কাঁদার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলাম। হঠাৎ দেখি, অপর একটি স্ত্রীলোকও আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি কি এমন ঘরে শয়তান প্রবেশ করাতে চাও, যা হতে আল্লাহ তাকে বেরকরে দিয়েছেন দুইবার। (উম্মু সালামা বলেন) সুতরাং আমি কাঁদা হতে বিরত থাকলাম আর কাঁদলাম না।[৪৫৬] দুইবার অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা এ ঘর হতে শয়তানকে দুইবার বের করে দিয়েছেন। একবার তাদের হাবশায় হিজরাত করার দ্বারা, দ্বিতীয়বার মদীনায় হিজরাত করার দ্বারা।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (রা.) এর কাছে (মুতার যুদ্ধে) হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তিনি তখন মসজিদে গিয়ে বসলেন; তখন তাঁর চেহারা মুবারকে শোকের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং আমি তা দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন, জা'ফরের ঘরের মহিলারা রোদন করছে। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে তাদেরকে বারণ করতে বললেন। সুতরাং সে চলে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার সে এসে বলল, তাঁরা তাদের কথা মানছে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তাদেরকে বারণ কর। অতঃপর সে তৃতীয়বার এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ

---

৪৫২ عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبي سَلَمَة قد شَقَّ بَصرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَير فَإِن الْمَلَائِكَة يُؤمنُونَ على ماتقولون ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবুল বারূদ ওয়াল হিবারাতি ওয়াশ শামলাহ, হাদীস নং ৫৪৭৭

৪৫৩ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবুন ফী ইগমাদিল মায়্যিত ওয়াদ দু'আ লাহু ইয়া হাযারা, হাদীস নং ৯২০

৪৫৪ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল জানাইয, বাবু ফী তাকবীলিল মাইয়্যিত, হাদীস নং ৩১৬৩; *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল জানাইয আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী তাকবীলি মাইয়্যিত, হাদীস নং ৯৯৪

৪৫৫ عن ابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ وعائشةَ قالوا: إن أبا بكرٍ قبَّلَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم وهو ميِّتٌ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল জানাইয আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী তাকবীলি মাইয়্যিত, হাদীস নং ৯৯৪; *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা জাআ ফী তাকবীলিল মাইয়্যিত, হাদীস নং ১৪৫৭

৪৫৬ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟ مَرَّتَيْنِ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أبك দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবুল বুকা আলাল মাইয়্যিত, হাদীস নং ৯২২

Dhaka University Institutional Repository

(স.)! আল্লাহর কসম, তারা আমাকে পরাজিত করেছে। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (স.) (শেষবার) বলেছেন, তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। হযরত আয়িশা বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তোমার মুখে ছাই পড়ুক, রাসূলুল্লাহ (স.) তোমাকে যা করতে বলেছেন, তুমি তা করতে পারলে না, অথচ বারবার এসে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিরক্ত করা থেকেও ছাড়লে না।[৪৫৭]

প্রতিবেশীর প্রতি অধিকার

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: হযরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার এ ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ করে দিবেন।[৪৫৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কার নিকট হাদিয়া পাঠাবো। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তার নিকট।[৪৫৯]

সম্পর্ক ত্যাগ ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন : কোন মুসলমানের উচিত নয় যে, তিন দিনের অধিক অপর কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। অতঃপর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় তাকে তিনবার সালাম করবে। যদি সে একবারও জাওয়াব না দেয়, তবে সে তার গুনাহ নিয়ে ফিরবে।[৪৬০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় বিবি সাফিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সে সময় বিবি যয়নবের কাছে একটি অতিরিক্ত সওয়ারী ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বিবি যয়নবকে বললেন, তাঁকে (সাফিয়াকে) ঐ উটটি দিয়ে দাও। উত্তরে বিবি যয়নব বললেন: আমি কি ঐ ইহুদিনীকে তা প্রদান করব? এ কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত হলেন এবং যিলহজ্জ, মহররম ও সফর মাসের কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।[৪৬১]

---

৪৫৭ عائشة تقول: لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، وَاللهِ، مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ দ্র. *সহীহ্ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবুত তাশদীদ ফিন নিয়াহাতি, হাদীস নং ৯৩৫

৪৫৮ عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . متفق عليه . দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুল ওসাআত বিল জার, হাদীস নং ৫৬৬৮, পৃ. ৮৮৯; *সহীহ্ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, বাবু রাহমাতিহি (স.) আস-সিবইয়ানা.., হাদীস নং ২৬২৪, পৃ. ৩২৯

৪৫৯ عَن عَائِشَة قَالَت: يَا رَسُول الله إِن لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أقربهما مِنْك بَابا দ্র. *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, বাবু ইউহদিউ ইলা আকরাবিহিম বাবান, হাদীস নং ১০৮

৪৬০ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمِنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاء بإثمه দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবু ফীমান ইয়াহজারু আখাহুল মুসলিম, হাদীস নং ৪৯১৩, পৃ. ৬৭২

৪৬১ عن عائشة قَالَتْ: اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ: أَعْطِيهَا بَعِيرًا . فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحُجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু তারকুস সালাম আলা আহলিল আহওয়া, হাদীস নং ৪৬০২, পৃ. ৬৩২

Dhaka University Institutional Repository

লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা অন্য কিছুর কারণে যা দান করেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন।[৪৬২]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যানের অংশ দেয়া হয়েছে। আর যাকে সে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে ইহ ও পরকালের বিরাট কল্যাণ হতে (মাহরূম) বঞ্চিত করা হয়েছে।[৪৬৩]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি: ঈমানদারগণ তাদের উত্তম চরিত্রের দ্বারা (নফল এবাদতকারী) রাত্রি জাগরণকারী ও দিনের বেলায় রোযা পালনকারীর মর্যাদালাভ করবে।[৪৬৪]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যে ঘরের বাসিন্দাদের জন্য উপকার করতে চান, তাদের মধ্যে কোমলতা দান করেন। আর যে ঘরের বাসিন্দাদের প্রতি ক্ষতির ইচ্ছা করেন, তাদেরকে এটা হতে বঞ্চিত রাখেন।[৪৬৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছ, অতএব আমার স্বভাব-চরিত্রকেও উত্তম কর।[৪৬৬]

মন-গলানো উপদেশমালা

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার (আখেরাতে) ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তিরই মাল, যার (আখেরাতে) কোন মাল নাই। আর দুনিয়ার জন্য সে ব্যক্তি সঞ্চয় করে যার আকল বা বুদ্ধি নাই।[৪৬৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঘরে একখানা পাখির ছবি সম্বলিত পর্দা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) তা দেখতে পেয়ে বললেন: হে আয়িশা! ওটা পরিবর্তন করে ফেল। কেননা, আমি যখনই ওটা দেখি, তখনই দুনিয়ার (বিলাসী জীবন) আমার স্মরণে এসে যায়।[৪৬৮]

---

[৪৬২] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ لِعَائِشَةَ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شانه দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহি ওয়াল আদাবি, বাবু ফাদলির রিফক, হাদীস নং ২৫৯৩, পৃ. ৩২২

[৪৬৩] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِي حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ দ্র. *শারহুস সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, কিতাবুল ইস্তিযান, বাবুর রিফ্ক, হাদীস নং ৩৪৯১, পৃ. ৭৪

[৪৬৪] عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وصائم النَّهَار দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফী হুসনিল খুলুক, হাদীস নং ৪৭৯৮, পৃ. ৬৬১

[৪৬৫] عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ দ্র. *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, আল-ইকতিসাদ ফীন্নাফাকাতি ওয়া তাহরীমু আকলিল মাল, হাদীস নং ৬১৩৭, পৃ. ৪৯৫

[৪৬৬] عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ حسَّنَت خَلقي فأحسِنْ خُلقي দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুর রিফক ওয়াল হায়া ওয়া হুসনিল খুলুক, হাদীস নং ৪৮৭২, পৃ.৪৩২; *মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩২৫৬, পৃ. ৪০।

[৪৬৭] عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, আল-ফাসলুস সালিসু, হাদীস নং ৪৯৮৪, পৃ. ৪৪৪; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.) হাদীস নং ২৩২৮৩, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

দান-হেবা বা উপহার

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হাদিয়া কবুল করতেন এবং তার প্রতিদান করতেন।[৪৬৯]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, পরস্পরে হাদীয়া (উপহার) দিবে। কেননা, উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে।[৪৭০]

উত্তরাধিকার বিহীন মীরাস বণ্টন

❁ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুক্ত গোলাম মারা গেল এবং কিছু মীরাস রেখে গেল, কিন্তু তার কোন আত্মীয় বা সন্তান ছিল না। তখন রাসূল (স.) বললেন : তার মীরাস তার গ্রামবাসীদের কোন ব্যাক্তিকে দাও।[৪৭১]

পোশাক ও অঙ্গসজ্জা পর্ব

পোশাক-পরিচ্ছদ

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে জামা বা কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় পোশাক।[৪৭২]
ব্যাখ্যা: সে যুগের মানুষ জামা বা কোর্তা অপেক্ষা চাদর পরিধান করা বেশি পছন্দ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) জামা বা কোর্তাই বেশি পছন্দ করতেন। কারণ, এর দ্বারা সতর ঢাকা বা শরীরের আবরণ বেশি হয়, খুলে যাওয়া বা সতর অনাবৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, খরচ কম হয় এবং বিনয়-নম্রতা ও শিষ্টাচার প্রকাশ পায় বেশি।

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) ইযার সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এ ব্যাপারে নারীর বিধান কি? তিনি বললেন, এক বিঘত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তখন উম্মু সালামা (রা.) বললেন, এমতাবস্থায় তাঁর অঙ্গ (পা) খুলে যাবে। তিনি বললেন, তবে এক হাত, এর অধিক যেন না হয়।[৪৭৩]

---

৪৬৮ عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ حوِّليه فإني إذا رَأَيْته ذكرت الدُّنْيَا দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, আল-ফাসলুস সালিসু, হাদীস নং ৪৯৯৭

৪৬৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হিবাহ ওয়া ফাদলিহা, বাবুল মুকাফা'আতি ফিল হিবা, হাদীস নং ২৪৪৫, পৃ. ৩৫২

৪৭০ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল বুয়ূ', বাবুল আতাইয়া, হাদীস নং ২৮৯৬, পৃ. ২৬১

৪৭১ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল ফারাইদ, বাবু ফী মীরাসি যাবিল আরহাম, হাদীস নং ২৯০২, পৃ. ৪০১

৪৭২ عن أمِّ سلمةَ قالت: - (كانَ أحبُّ الثِّيابِ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم القميصَ) দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফিল কুমুস, হাদীস নং ১৮১৭ ; *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা জাআ ফিল কামীস, হাদীস নং ৪০২৫

৪৭৩ عَن أم سَلمَة قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُرْخِي شِبْرًا فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী কাদরিল যায়ল, হাদীস নং ৪১১৭

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আবূ বুরদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আয়িশা (রা.) একখানা চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইযার (লুঙ্গি) আমাদিগকে দেখিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) এ কাপড় দু'টি পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।[৪৭৪]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। আর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের আঁশ।[৪৭৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যে গিদ্দা বা বালিশে হেলান দিয়েছিলেন, তা ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল আঁশ।[৪৭৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা গীষ্মের দুপুরে আমাদের গৃহে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আবূ বকরকে বলে উঠল, ঐ যে রাসূলুল্লাহ (স.) চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে এ দিকে আগমন করছেন।[৪৭৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আয়িশা (রা.)! যদি তুমি (দুনিয়া ও আখেরাতে) আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখ, তবে দুনিয়ার সম্পদের এ পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাক, আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড়কে পুরাতন (ব্যবহারে অনুপযোগী) মনে কর না। তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।[৪৭৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যবহারে দু'খানা কাতারী মোটা কাপড় ছিল। যখন তিনি (এটা পড়ে) বসতেন এবং ঘর্মাক্ত হতেন, তখন কাপড় দু'খানা তাঁর উপর ভারী হয়ে যেত। (ঠিক সে সময়) সিরিয়া হতে (তেজারতী চালানে) জনৈক ইয়াহুদীর কিছু কাপড় আসল। তখন আমি বললাম, যদি আপনি কাউকে তার কছে পাঠিয়ে দু'খানা কাপড় খরিদ করে নিতেন স্বচ্ছলতা সাপেক্ষে মূল্য পরিশোধের শর্তে, তবে কতই না ভাল হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) এক ব্যক্তিকে তার (ইয়াহুদীর) নিকট পাঠালেন। তখন সে (ইয়াহুদী) বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার মালটি আত্মসাৎ করতে চাচ্ছ। (ইয়াহুদী বাহ্যত কথাটি প্রেরিত লোকটিকে বললেও প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স.) কেই উদ্দেশ্য করে বলেছিল। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ (স.) কে ইয়াহুদীর উক্তিটি জানাল।) তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ সে (ইয়াহুদী) মিথ্যা বলেছে। সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে অধিক খোদাভীরু ও পরহেযগার এবং আমানত পরিশোধকারী।[৪৭৯]

---

৪৭৪ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবুল আকসিয়াতি ওয়াল খামাইস, হাদীস নং ৫৪৮০, পৃ. ৮৬৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়াল যীনাত, বাবুত তাওয়াদু'ই ফিল লিবাস.., হাদীস নং ২০৮০, পৃ. ১৯৩

৪৭৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাবু কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আসহাবিহি.., হাদীস নং ৬০৯১, পৃ. ৯৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবুত তাওয়াদুই ফিল লিবাস, হাদীস নং ২০৮২

৪৭৬ عن عائشة قَالَتْ: كَانَ وِسَادُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مَنْ أَدَمٍ حشْوُهُ ليفٌ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবুত তাওয়াদু'ই ফিল লিবাস, হাদীস নং ২০৮২, পৃ. ১৯৩

৪৭৭ عن عائشة قَالَت: بَينا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৬০৯১

৪৭৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيه দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী তারকী'য়িস সাওবি, হাদীস নং ১৮৩৯, পৃ. ৩১০

৪৭৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ وَكَانَ إذا قعد فرق ثَقُلَا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ. فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا تُرِيدُ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وآداهُم للأمانة দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল বুয়ূ'

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য একখানা কালো বর্ণের চাঁদর তৈরি করা হল। তিনি তা পরিধান করলেন। যখন তিনি তাতে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন এবং পশমের দুর্গন্ধ পেলেন, তখন তা খুলে ফেললেন।[৪৮০]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা (আমার বোন) আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা.) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মহিলারা যখন বালেগ হয়, তখন তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়। তবে কেবলমাত্র এটা এবং এটা-এ বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দু'হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৪৮১]

❁ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কাছে আসলেন। সে সময় তিনি (উম্মু সালামা) ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন: কাপড় দ্বারা এক পেঁচই যথেষ্ট, দুই পেঁচ দেয়ার প্রয়োজন নেই।[৪৮২]

পাদুকা পরিধান

❁ হযরত কাসেম ইব্ন মুহাম্মাদ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কখনও কখনও একখানা জুতা পরিধান করে চলতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়িশা (রা.) নিজেই একখানা জুতা পরিহিতা অবস্থায় চলেছেন।[৪৮৩]

❁ ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আয়িশা (রা.) কে বলা হল, এক মহিলা (পুরুষদের ন্যায়) জুতা পরিধান করে। তখন হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স,) এমন সকল মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।[৪৮৪]

চুল আঁচড়ানো

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।[৪৮৫]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সবোর্ত্তম খোশবু যা আমি পেতাম, তা আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর গায়ে লাগাতাম।[৪৮৬]

'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফির রুখসাতি.., হাদীস নং ১২৮১, পৃ. ১৪৬; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, কিতাবুল বুয়ূ', বাবুল বাইয়ি ইলাল আজালিল মালূমি, হাদীস নং ৪৫৪৯, পৃ. ১৯৭

৪৮০ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: صُنِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوف فقذفها দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফিস সাওদ, হাদীস নং ৪০৭৪, পৃ. ৫৬৩

৪৮১ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَاب رقاق فَأَعْرض عَنهُ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফীমা তুবদিউল মারআতু মিন যীনাতিহা, হাদীস নং ৪১০৪, পৃ. ৫৬৭

৪৮২ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: لَيَّةً لَا لَيَّتَينِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফীল ইখতিমার, হাদীস নং ৪১১৫

৪৮৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল লিবাস আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফির রুখসাতি.., হাদীস নং ১৮৩৬, পৃ. ৩১০

৪৮৪ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاء দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবু লিবাসিন নিসাই, হাদীস নং ৪০৯৯, পৃ. ৫৬৬

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাথায় সিঁথি কাটতাম, তখন আমি তাঁর মাথার মধ্যস্থল হতে সিঁথি কাটতাম এবং মাথার সম্মুখের চুল উভয় চক্ষুর মাঝামাঝি স্থান বরাবর হতে (উভয় পার্শ্বে) ছেড়ে দিতাম।[৪৮৭]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স.) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাথার চুল জুম্মার[৪৮৮] (কাঁধের) উপরে এবং ওয়াফরার (কানের) নিচে ছিল।[৪৮৯]

✿ কারীমা বিন্‌ত হুমাম (রা.) হতে বর্ণিত। একদা জনৈকা মহিলা মেন্ধী দ্বারা (চুল) খেযাব লাগানো সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন: এর ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এর ব্যবহারকে পছন্দ করি না। কেননা, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (স.) এর গন্ধ পছন্দ করতেন না।[৪৯০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা (আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী) হিন্দা বিন্‌ত ‘উতবা বললেন, হে আল্লাহর নবী! (স.) আপনি আমাকে বায়‘আত করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়‘আত করাব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার হাতলীদ্বয় পরিবর্তন করে নিবে। কেননা, তোমার হাতের তালুদ্বয়কে দেখতে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাচ্ছে।[৪৯১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একমহিলা হাতে চিঠি নিয়ে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর দিকে ইশারা করল। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেলে বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না, এটা কি কোন পুরুষের হাত না নারীর হাত? তখন মহিলাটি বলল; ববং এটা মহিলার হাত। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই তোমার হাতের নখগুলি মেহেদী দ্বারা পরিবর্তন করে নিতে।[৪৯২]

---

৪৮৫ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুর হায়য, বাবু গোসলিল হায়িয রাসা যাওজিহা, হাদীস নং ২৯১ ; ২৯২, পৃ. ৮৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু যাওজিল গোসলি রাসা যাওজিহা, হাদীস নং ২৯৭, পৃ. ১৪২

৪৮৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবুত তীব ফির র'াস ওয়াল লিহইয়াতি, হাদীস নং ৫৫৭৯, পৃ. ৮৭৭; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবুত তীব লিল মুহরিমি ‘ইনদাল ইহরাম, হাদীস নং ১১৯০, পৃ. ৩৭৮

৪৮৭ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا فَرَقْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ صَدَّعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তারাজ্জুল, বাবু মা জাআ ফিল রিফক, হাদীস নং ৪১৮৯, পৃ. ৫৭৬

৪৮৮ জুম্মা অর্থ: মাথার পশ্চাদভাগের কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকা চুল। ওয়াফরা অর্থ: কান পর্যন্ত বেয়ে নামা চুল। দ্র. আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী, অনু. ও সম্পা. হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, মিসবাহুল লোগাত(ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ ১৪২৪/২০০৩), পৃ. ১০৬ ও ১০০৭

৪৮৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল লিবাস আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফিল জুম্মাহ ওয়া ইত্তিখাজু শা‘রি, হাদীস নং ১৮০৮, পৃ. ৩০৮

৪৯০ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ، كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيحَهُ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তারজ্জুল, বাব ফিল খিদাব লিন নিসাই, হাদীস নং ৪১৬৪, পৃ. ৫৭৩; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, কিতাবুত তারাজ্জুল, বাবু কারাহিয়াতিল রীহিল হিনা, হাদীস নং ৫০০৩, পৃ. ২৩৭

৪৯১ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَايِعْنِي، قَالَ: لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তারাজ্জুল, বাব ফিল খিযাবে লিন নিসাই, হাদীস নং ৪১৬৫, পৃ. ৫৭৩

৪৯২ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا، كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুত তারাজ্জুল, বাব ফিল খিযাব লিন নিসা‘ই, হাদীস নং ৪১৬৫, পৃ. ৫৭৩; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, কিতাবুল বুয়ূ‘, বাবুল খিযাব লিন নিসা‘ই, হাদীস নং ৫০০২, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় (গোসলের জন্য) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইযারসমেত প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন।[৪৯৩]

❁ আবূল মালীহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হিমস অধিবাসিনী কয়েকজন মহিলা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, সিরিয়া হতে। তখন হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, সম্ভবত তোমরা ঐ এলাকার অধিবাসিনী, যেখানের মহিলারা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে? তারা বলল; হ্যাঁ। তখন হযরত আয়িশা (রা.) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ব্যতিত অন্য কোথাও তার স্বীয় কাপড় খোলে, তাহলে সে যেন তার ও তার প্রভুর মধ্যে পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে নিজ ঘর ব্যতিত অন্য কোথাও কাপড় খুলল সে যেন তার ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মধ্যে পর্দা নষ্ট করে দিল।[৪৯৪]

ছবি ইসলামী সংস্কৃতি নয়

❁ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) চিন্তিত অবস্থায় ভোরে উঠলেন এবং বললেন: জিবরাঈল (আ.) এ রাতে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নি। আল্লাহর কসম! তিনি তো কখনও আমার সাথে ওয়াদা দিয়ে খেলাফ করেন নি। অতঃপর তাঁর মনে পড়ল সে কুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর তাঁবুর নিচে ছিল। তখনই তিনি ওটাকে ওখান থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর ওটাকে ওখান থেকে বেরকরে দেয়া হল। অতঃপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সে জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। পরে যখন বিকাল হল, হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, গত রাতে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। তিনি বললন; হ্যাঁ (সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলাম)। কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (স.) সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এমন কি ছোট ছোট বাগানের (হেফাযাতে রক্ষিত) কুকুরগুলিও মারার হুকুম দিলেন (কারণ এর জন্য কুকুর পোষার প্রয়োজন নেই)। তবে বড় বড় বাগানের কুকুরগুলি ছেড়ে দিলেন (ওগুলিকে মারতে বললেন না)।[৪৯৫]

---

[৪৯৩] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল হিমাম, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৪০০৯, পৃ. ৫৫৭; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল ইসতিযান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী দুখূলিল হাম্বাম, হাদীস নং ২৯৫৪, পৃ. ১৩০

[৪৯৪] عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল ইসতিযান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী দুখূলিল হাম্বাম, হাদীস নং ২৯৫৫, পৃ. ১৩০; *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ২, কিতাবুল হাম্মাম, বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৪০১০, পৃ. ৫৫৭

[৪৯৫] عَنْ مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي ، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবু তাহরীমি তাসবীরি সূরাতিল হায়ওয়ান, হাদীস নং ২১০৫

Dhaka University Institutional Repository

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আপন গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন।[৪৯৬]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি একটি গদি (বা আসন) খরিদ করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলি ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (স.) (বাহির হতে) তা দেখলেন; দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমি (আমার গুনাহের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি। বলুন তো, আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; এ গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমি তা খরিদ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এসব ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান কর, অতঃপর বললেন, ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে।[৪৯৭]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে ছিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃতি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রা.) সে কাপড় খণ্ড দ্বারা দু'টি বালিশ বানালেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন।[৪৯৮]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) কোন এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। আর আমি (তাঁর অবর্তমানে) একখানা কাপড় নিয়ে পর্দা স্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। যখন তিনি সফর শেষে ফিরে আসলেন এবং পর্দাটি দেখলেন, তখন তিনি তা টেনে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এ আদেশ করেন নি যে, আমরা ইট এবং পাথরকেও যেন কাপড়-চোপড় পরিধান করাই।[৪৯৯]

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সকল লোক, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদৃশ্যতা করে।[৫০০]

---

৪৯৬ عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবু নাকদিস সুওর, হাদীস নং ৫৬০৮, পৃ. ৮৮০

৪৯৭ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ: إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবু মান কারিহাল কু'উদ আলাস সুওর, হাদীস নং ৫৬১২, পৃ. ৮৮০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবু তাহরীমি তাসবীরি সূরাতিল হায়ওয়ান, হাদীস নং ২১০৭, পৃ. ১৯৯

৪৯৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ওতিয়া মিনাত তাসাবীর, হাদীস নং ৫৬১০ ; ৫৬১১, পৃ. ৮৮০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবু তাহরীমি তাসবীরি সূরাতিল হায়ওয়ানাত, হাদীস নং ২১০৭, পৃ. ১৯৯

৪৯৯ عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবু তাহরীমি তাসবীরি সূরাতিল হায়ওয়ানাত, হাদীস নং ২১০৭, পৃ. ১৯৯

৫০০ عن عائشة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخلق الله দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ওতিয়া মিনাত তাসাবীর, হাদীস নং ৫৬১০; ৫৬১১, পৃ. ৮৮০; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাত, বাবু তাহরীমি তাসবীরি সূরাতিল হায়ওয়ানাত, হাদীস নং ২১০৭ , পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) (ওফাতের প্রাক্কালে) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কেউ (আবিসিনিয়ার) মারিয়া গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) হযরত উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা.) হিজরাত করে হাবশা দেশে গিয়েছিলেন, তারা ঐ গির্জার সৌন্দর্য এবং তাতে যে সব ছবি ছিল তার বর্ণনা করলেন। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (স.) মাথা তুলে বললেন: তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তাদের নেক বান্দাহ মারা যেত, তখন তারা ঐ ব্যক্তির কবরের উপর মসজিদ বানাত। অতঃপর তথায় তারা এসব ছবি বানাত, প্রকৃতপক্ষে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।[৫০১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর শামাইল, ফাদাইল এবং ওয়াফাত পর্ব

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাদাসিধা জীবনযাপন

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স.) এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু'দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হন নি। এমন অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাত হয়।[৫০২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) দুনিয়ার মধ্য হতে তিনটি জিনিসকে ভালবাসতো। খাদ্য, নারী ও সুগন্ধি। এর মধ্যে দু'টি তো তিনি লাভ করেছেন। আর একটি লাভ করেন নি। লাভ করেছেন নারী ও সুগন্ধি। আর (পর্যাপ্ত পরিমাণ) খাদ্য লাভ করেন নি।[৫০৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর শামাইল ও মু'জেযা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে কখনও মুখ খুলে দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখি নি যে, তাঁর কণ্ঠতালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি মুচকি হাসতেন।[৫০৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) অনর্গল কথাবার্তা বলতেন না, যেভাবে তোমরা অনর্গল বলতে থাক; বরং তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন, এমন কি যদি কোন ব্যক্তি তা গুনতে চাইত, তবে তা গুনতে পারত।[৫০৫]

✿ আসওয়াদ (রহ.) বলেন। আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) গৃহের অভ্যন্তরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজ করতেন। আর যখন নামাজের সময় হত সালাতের দিকে বের হয়ে যেতেন। [৫০৬]

---

৫০১ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً يُقَالُ لَهَا: مَارِيَّةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَة وَأم حَبِيبَة أتتا أرضَ الْحَبَشَة فَذَكرنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّور أُولَئِكَ شرار خلق الله দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাব আস-সালাতু ফিল বাই'য়াতি, হাদীস নং ৪২৪, পৃ. ৬২; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিইস সালাত, বাবুন নাহই 'আন বিনাইল মাসজিদ, হাদীস নং ৫২৮, পৃ. ২০১

৫০২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آل مُحَمَّد من خبر الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাবু কাইফা কানা আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আসহাবিহি, হাদীস নং ৬০৮৯, পৃ. ৯৫৫; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল যুহুদ ওয়ার রাকাইক, হাদীস নং ২৯৭০, পৃ. ৪০৯

৫০৩ عن عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ الطَّعَامُ وَالنِّسَاءُ وَالطِّيبُ فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ. দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুর রিকাক, বাবু ফাদলিল ফুকারাই ওয়া মা কানা মিন আইশিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৫০৩০, পৃ. ৪৪৬; *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৩৩০২

৫০৪ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল আদাব, বাবুত তাবাস্সুম ওয়াদ দিহক, হাদীস নং ৫৭৪১, পৃ. ৮৯৯

৫০৫ عن عائشة قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফাতিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩৩৭৫, পৃ. ৫০২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাবু ফী হাদীসিল ইফক, হাদীস নং ২৪৯৩, পৃ. ৩০১

 Dhaka University Institutional Repository

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)কে দু'টি ব্যাপারে যখনই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন তিনি উভয়টির মধ্যে যেটি সহজতর সেটিই গ্রহণ করেছেন। তবে এ শর্তে যে সেটি যেন কোন প্রকারের গোনাহের কাজ না হয়। কিন্তু যদি তা গোনাহের কাজ হত, তবে তিনি তা হতে সকলের চেয়ে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের কোন ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলত, তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নিতেন।[৫০৭]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থা ব্যতিত কখনও কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেন নি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ হতে কোন প্রকার কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সে ব্যক্তি হতে কোন প্রকার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যদি কেহ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে শাস্তি দিতেন।[৫০৮]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশোভন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি হাট-বাজারে শোর-গোলকারী ছিলেন না এবং তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা নিতেন না; বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন।[৫০৯]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে নিজের জুতা মেরামত করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং ঘরের কাজ-কর্ম করতেন; যেমনি তোমাদের কেউ নিজের ঘরের কাজ-কর্ম করে থাকে। হযরত আয়িশা (রা.) এটাও বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড়-চোপড় হতে উকুন বাছতেন, নিজ বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন।[৫১০]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যেভাবে অনর্গল বিরতিহীন কথাবার্তা বল, রাসূলুল্লাহ (স.) অনুরূপভাবে কথা বলতেন না; বরং তিনি প্রতিটি বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন। ফলে যে ব্যক্তি তাঁর নিকট বসত, সে তা স্মরণ রাখতে পারত।[৫১১]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়িশা! যদি আমি ইচ্ছা করতাম তা হলে পাহাড় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। একদা আমার কাছে

---

[৫০৬] عن الأسود قال سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خدمَة أَهله فَإِذا حضرت الصَّلَاة خرج إِلَى الصَّلَاة দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল জামা'আত ওয়াল ইমামাত, বাবু মান কানা ফী হাজাতি আহলিহি, হাদীস নং ৬৪৪, পৃ. ৯৩; খ. ২, কিতাবুন নাফাকাত, বাবু খিদমাতির রজুলি ফী আহলিহি, হাদীস নং ৫০৪৮ পৃ. ৮০৮

[৫০৭] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يُنتهك حرمةُ الله فينتقم لله بهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফাতিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৩৩৬৭, পৃ. ৫০১; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু মাবাআদাতুহু (স.) লিল আসামি, হাদীস নং ২৩২৭, পৃ. ২৫৬

[৫০৮] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু মাবাআদাতুহু (স.) লিল আসামি, হাদীস নং ২৩২৮, পৃ. ২৫৬

[৫০৯] عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মা জাআ ফিল মুদারাতি, হাদীস নং ২০৮৫, পৃ. ১৯

[৫১০] عن عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ. দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৫০৩৯, পৃ. ১৯

[৫১১] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ من جَلَسَ إِلَيْهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭১৯, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

একজন ফেরেশতা আসলেন, তার কোমর ছিল কা'বা শরীফের সমান। (অর্থাৎ প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট) তিনি এসে বললেন, আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তা হলে 'নবী এবং বান্দা হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন কিংবা যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে 'নবী ও বাদশাহ হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যখন আমি জিবরাঈল (আ:) এর দিকে তাকালাম, তখন তিনি আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, নিজেকে নিম্নস্তরে রাখ। অপর এক রেওয়ায়তে আছে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, উল্লিখিত কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) জিবরাঈলের দিকে তাকালেন, যেন তিনি তার কাছে মশওয়ারা (পরামর্শ) চাচ্ছেন। তখন জিবরাঈল হাতে ইশারা করলেন যে, আপনি বিনয় গ্রহণ করুন। কাজেই জবাবে বললাম: আমি 'নবী এবং বান্দা' হয়ে থাকতে চাই। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: এরপর হতে রাসূলুল্লাহ (স.) আর কখনও হেলান দিয়ে খেতেন না; বরং তিনি বলতেন; আমি সে ভাবে খানা খাবো, যেভাবে একজন গোলাম খায় এবং সেভাবে বসব যেভাবে একজন গোলাম বসে।[৫১২]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর ফাদাইল

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের পর সাহাবাগণ যখন তাঁকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করলেন, (তখন মতবিরোধ দেখা দিল) তাঁরা বললেন, আমরা কি অন্যান্য মৃত্যুর ন্যায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর গায়ের জামা খুলে গোসল দিব? এ ব্যাপারে যখন মতবিরোধ চরমে উঠল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। (অর্থাৎ সকলে ঝিমিয়ে পড়লেন।) ফলে তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও বাকী ছিলনা যার থুতি নিজের বক্ষের সাথে লেগে যায় নি। অতঃপর ঘরের এক পার্শ্ব হতে জনৈক উক্তিকারী বলে উঠলেন: (সে উক্তিকারী কে? লোকেরা তাকে চিনতে পারে নি।) তোমরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে নিজ জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দাও। অতঃপর তাঁরা উঠে রাসূলুল্লাহ (স.) কে কাপড়-চোপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দিলেন। তাঁরা জামার উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলেন এবং জামা দ্বারা দেহ মোবারাক মলে দিলেন।[৫১৩]

✿ নুবায়হা ইব্ন ওহাব (রহ.) বলেন: একদা হযরত কা'ব (রা.) হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট গমন করলেন। তখন সেখানে রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে হযরত কা'ব বললেন, এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন ভোরে সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান হতে অবতরণ করেন না। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর রওয়া শরীফকে বেষ্টন করে নিজেদের পাখাকে বিছিয়ে দেন। (অর্থাৎ এভাবে বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে রওয়া শরীফের সম্মান প্রদর্শন করেন) এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকেন। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তারা ঊর্ধ্বে গমন করেন। আবার সে পরিমাণ ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং তাঁরাও ঐরূপ করেন। (এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।) অবশেষে যখন পৃথিবী ফেঁটে যাবে, তখন তিনি রওয়া শরীফ হতে সত্তর হাজার ফেরেশতার সমারোহে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন।[৫১৪]

---

৫১২ عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ جَاءَنِي مَلَكٌ وَإِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ وفى رواية فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ فَأَشَارَ جِبْرِيلُ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ. فَقُلْتُ: نَبِيًّا عَبْدًاقَالَتْ: فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ متكأ يَقُولُ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ العبدُ. দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু আহওয়ালি কিয়ামাত ওয়া বাদইল খালকি, বাবু ফী আখলাকিহি ওয়া শামাইলিহি (স.), হাদীস নং ৫৮৩৫; ৫৮৩৬ পৃ. ৫২১

৫১৩ عن عائشة قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: لَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثِيَابه كَمَا تجرد مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رجل إِلَّا وذقته فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ؟ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফিতান, বাবুল কারামাত, হাদীস নং ৫৬৯৬, পৃ. ৫৪৫

৫১৪ عن نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبٌ: مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বপ্ন

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.)কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। (অর্থাৎ তিনি মুসলিম কিনা?) হযরত খাদীজা (রা.) তো রাসূলুল্লাহ (স.) এর সম্মুখে বলেছিলেন: ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে ছিলেন। কিন্তু আপনার নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: ওয়ারাকাকে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে, তাঁর গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি সে জাহান্নামী হত, তা হলে তাঁর গায়ে অন্য ধরনের কাপড় থাকত।[৫১৫]

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাওদা যখন বেশি বৃদ্ধা হয়ে যান, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আপনার নিকট আমার প্রাপ্য (পালা) আমি আয়িশা (রা.)কে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) আয়িশার জন্য দু'পালা নির্ধারণ করতেন। তাঁর নিজের পালা ও হযরত সাওদা (রা.) এর পালা।[৫১৬]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে রোগে রাসূলুল্লাহ (স.) এন্তেকাল করেছেন, সে রোগে তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন, আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? তিনি ইচ্ছা করছিলেন আয়িশা (রা.) এর (ঘরে থাকার) দিনের কথা। সুতরাং তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে অনুমতি দিলেন, যে ঘরে ইচ্ছা তিনি থাকতে পারেন। অতঃপর তিনি আয়িশা (রা.) এর ঘরেই ছিলেন। এমন কি তিনি তথায়ই এন্তেকাল করেন।[৫১৭]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন কোন সফরে যেতে ইচ্ছা করতেন, স্ত্রীগণের মধ্যে লটারি দিতেন এবং তাতে যার নাম উঠত তাকেই সাথে নিয়ে যেতেন।[৫১৮]

✽ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে পালা বণ্টন করতেন এবং ন্যায়বিচার করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আমার শক্তি অনুসারে পালা বণ্টন করলাম। সুতরাং যাতে শুধু তোমার শক্তি রয়েছে আমার শক্তি নেই, তাতে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা কর না।[৫১৯]

إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّونَهُ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফিতান, বাবুল কারামাত, হাদীস নং ৫৭০৩, পৃ. ৫৪৫

৫১৫ عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة . فقالت له خديجة إنه كان قد صدقك ولكن مات قبل أن تظهر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুর রুইয়া আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী রুইয়ান নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৩৯০, পৃ. ৫২ ;

৫১৬ عن عائشة أن سودة لما كبرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল মারআতি তাহিবু ইয়াওমাহা, হাদীস নং ৪৯১৪, পৃ. ৭৮৪

৫১৭ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাব ইযা ইসতাযানার রাজুলু নিসাআহু.., হাদীস নং ৪৯১৯, পৃ. ৭৮৫

৫১৮ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها معه দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হিবাহ ওয়া ফাদলিহা, বাবু হিবাতিল মারআতি লি গাইরি যাওজিহা, হাদীস নং ২৪৫৩, পৃ ৩৫২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুত তাওবাহ, বাব ফী হাদীসিল ইফক, হাদীস নং ২৭৭০

৫১৯ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাব ফিল কিসম বাইনান নিসা, হাদীস নং ২১৩৪, পৃ. ২৯০; *সুনানু ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল কিসমাতি বাইনান নিসা, হাদীস নং ১৯৭১, পৃ. ৬৩৪; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুন নিকাহ আন

 Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতকালীন অবস্থা

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হল যে, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেয়া অবস্থায় এন্তেকাল করেছেন। আর তাঁর এন্তেকালের পূর্বক্ষণে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি ছিল এরূপ) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর মিসওয়াক হাতে আমার কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) সে সময় আমাতে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) ঐ মেসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মেসওয়াক করতে চাচ্ছেন। কাজেই আমি বললাম আমি মেসওয়াকটি আপনার জন্য নিব? তিনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোধক ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমি মেসওয়াকটি তার (আব্দুর রহমান) নিকট হতে নিয়ে তাঁর (রাসূলুল্লাহ স.) কাছে দিলাম। (মেসওয়াকটি ছিল শক্ত বিধায়) তা তাঁর জন্য কষ্টকর হল। তখন আমি বললাম, আমি কি এটাকে চিবিয়ে নরম করে দিব? তিনি মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ-বোধক ইঙ্গিত করলেন। তাই তখন আমি এটাকে (চিবিয়ে) নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি তা ব্যবহার করলেন। আর তাঁর সম্মুখে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি তাতে উভয় হাত ঢুকিয়ে হাত দু'টি দ্বারা আপন চেহারা মাছেহ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অবশ্যই মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেন, "ফির রাফীকিল আ'লা।" অর্থ: উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত কর), এ কথা বলতে বলতে তিনি এন্তেকাল করেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসে।[৫২০]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীকেই তাঁর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। আর রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তাঁর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হন। সে সময় আমি তাঁকে কুরআনের এ আয়াত পড়তে শুনলাম, (অর্থ) "সেসব লোকদের সঙ্গে, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যথা নবী, সিদ্দীক, শোহাদা ও সালেহীনগণ।" এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে সে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।[৫২১] এবং তিনি আখিরাতকেই এখতিয়ার (পছন্দ) করেছেন।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাত হল, তখন তাঁর দাফনের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) হতে এ ব্যাপারে একটি কথা শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে যে স্থানে দাফন করা

রাসূলিল্লাহ, বাবু মা জাআ ফিত তাসবিয়াতি বাইনাদ দারাইর, হাদীস নং ১১৪৯, পৃ. ১৩৬; *সুনানুন নাসাঈ*, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মাইলির রাজুলি ইলা বাদিন, হাদীস নং ৩৮৮২, পৃ. ১৪৬

৫২০ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَبِيَدِهِ سِوَاكٌ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ للموتِ سَكَراتٍ . ثُمَّ نصب يَده فَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى . حَتَّى قُبِضَ ومالت يَده দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল খুমুস, বাবু মা জাআ ফী বুয়ূতি আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স.).., হাদীস নং ২৯৩৩, পৃ ৪৩৭; খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারদিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওফাতিহি, হাদীস নং ৪১৮৬; ৪১৮৪, পৃ. ৬৪০

৫২১ عن عائشة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: مامن نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ من الصديقين والنبيين وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাব কাওলুহু তা'আলা ফাউলাইকা মাআল্লাযিনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিয়্যিন, হাদীস নং ৪৩১০, পৃ. ৬৬০; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাব ফী ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ২৪৪৪, পৃ. ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দ করেন, সে স্থানে তাঁর রূহ কবয করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (স.)কে তাঁর বিশ্রামস্থলেই তোমরা দাফন কর।[৫২২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সুস্থাবস্থায় প্রায়ই বলতেন; প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়া হয়। তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়। (অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন।) হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর। এ সময় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। অতঃপর চৈতন্য ফিরে আসলে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন তিনি আমাদের কাছে থাকা পছন্দ করবেন না। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আর আমি এতে বুঝতে পারলাম, সুস্থ অবস্থায় তিনি যে কথাটি বলতেন, এটা দেখি সে কথারই বহিঃপ্রকাশ। আর সে কথাটি হল, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়ার পর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বশেষ এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন, 'আল্লাহুম্মা আররাফীকাল আ'লা'।[৫২৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যে রোগে এন্তেকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বলছিলেন, হে আয়িশা! খায়বরে (বিষ-মিশ্রত) যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, আমি তার যন্ত্রনা অনুভব করি আর এখন মনে হচ্ছে, আমার শিরাগুলি সে বিষের ক্রিয়ায় ফেটে যাচ্ছে।[৫২৪]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন, হায় আমার মাথা (ব্যথায় আমি মরণাপন্ন)! তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যদি তা (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু) ঘটে যায়, আর আমি বেঁচে থাকি, তা হলে (চিন্তার কোন কারণ নাই) আমি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করব এবং তোমার জন্য দু'আ করব। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, হায় আফসোস! আল্লাহর কসম! আমার তো মনে হচ্ছে আপনি আমার মৃত্যুই কামনা করছেন। আর যদি তাই ঘটে তাহলে তো আপনি সে দিনের শেষাংশে আপনার অন্য কোন বিবির সাথে রাত্রি যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, (নিজের মাথা ব্যথা এবং মৃত্যুর আলোচনা বাদ দাও; বরং আমার মাথা (আরও অধিক)। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন,) আমি সিদ্ধান্ত করছিলাম অথবা বলছিলাম, আমি ইচ্ছা করছিলাম কোন লোক পাঠিয়ে আবূ বকর ও তাঁর পুত্র (আব্দুর রহমান) কে ডেকে আনব এবং তাদেরকে (খেলাফত সম্পর্কে) অসিয়ত করে যাব, যেন লোকেরা বলতে না পারে (অমুক ব্যক্তি খেলাফতের অধিক উপযোগী); কিন্তু পরে আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলাই (আবূ বকর ব্যতিত অন্যের খেলাফত) গ্রহণ করবেন না। আর ঈমানদারগণও তা মেনে নিবে না। অথবা তিনি বলছেন, আল্লাহ তা'আলাই প্রতিহত করবেন এবং ঈমানদারগণও গ্রহণ করবেন না।[৫২৫]

---

৫২২ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. قَالَ: مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يحبُ أَن يُدْفَنَ فِيهِ . ادفنوه فِي موضعِ فراشِهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ১, আবওয়াবুল জানাইয আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ১০২৩, পৃ. ১২১

৫২৩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرَ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ ورأسه على فَخذي غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى . قُلْتُ: إِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا. قَالَتْ: وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اللَّهُمَّ الرفيق الْأَعْلَى দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মারদিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওফাতিহি, হাদীস নং ৪১৭৩, পৃ. ৬৩৮; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাব ফী ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ২৪৪৪, পৃ. ২৮৯

৫২৪ عن عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ وَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبهري من ذَلِك السم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু মারদিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওফাতিহি, হাদীস নং ৪১৬৫, পৃ. ৬৩৭

৫২৫ عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: وَا رأساه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَيَاهْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بل أَنا وَا رأساه لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ

Dhaka University Institutional Repository

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বাকী নামক কবরস্থানে এক জানাযায় শামিল হওয়ার পর আমার কাছে ফিরে এলেন। তখন আমাকে তিনি এমন অবস্থায় পেলেন যে, আমি মাথা ব্যথায় আক্রান্ত। আর আমি বলছি হায়! ব্যথায় আমার মাথা গেল! (আমার অবস্থা দেখে) তিনি বললেন, না; বরং হে আয়িশা! আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছি। আর তাতে তোমার ক্ষতিই বা কি? যদি তুমি আমার আগে মরে যাও, তা হলে আমি তোমাকে গোসল করাবো, কাফন পরাবো তোমার নামাযে জানাযা পড়ব এবং আমি তোমাকে দাফন করব। (এ কথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যেন আপনাকে এমন অবস্থায় মনে করছি, আপনি আমার শেষকৃত্য সম্পাদন করে আমার হুজরায় ফিরে আসবেন এবং আপনার কোন এক বিবির সাথে সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) হাসলেন। (হযরত আয়িশা বলেন,) এর পর হতেই তাঁর সে রোগের সূচনা হল, যে রোগে তিনি এন্তেকাল করেছেন।[৫২৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ওফাতের পর দীনার-দিরহাম, বকরী-উট কিছুই রেখে যান নি। আর কোন কিছুর ওসীয়তও করেন নি।[৫২৭]

সাহাবীগণের ফদীলত পর্ব

হযরত আবূ বকর (রা.) এর ফদীলত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর (ওফাতের) রোগ-শয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবূ বকর এবং তোমার ভাই (আব্দুর রহমানকে) আমার কাছে ডেকে আন, আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখে দিব। (অর্থাৎ লিখে নিতে আদেশ করব) কেননা, আমার ভয় হচ্ছে যে, (খেলাফতের) অভিলাষী অভিলাষ পোষণ করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি এ দাবী করে বসতে পারে, (খেলাফতের) আমিই হকদার, অথচ সে তার হকদার নয়। আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকেরা আবূ বকর ব্যতিত অন্য কারোও খেলাফত মেনে নিবেন না।[৫২৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে জামা'আতে বা সমাবেশে আবূ বকর উপস্থিত থাকবেন; সে জামা'আতে তিনি ছাড়া অন্য কারো ইমামতি করা উচিত হবে না।[৫২৯] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে (লক্ষ্য করে) বললেন, আপনি দোযখের আগুন হতে আযাদপ্রাপ্ত (আতীক)। সে দিন হতে তিনি 'আতীক' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন।[৫৩০]

يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মারদা, বাবু মা রুখখিসা লিলমারীদ.., হাদীস নং ৫৩৪২, পৃ. ৮৪৬

৫২৬ عن عائشة قَالَتْ: رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يومٍ من جنازةٍ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهْ قَالَ: وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ؟ قُلْتُ: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بُدِيءَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু আহওয়ালিল কিয়ামাতি ওয়া বাদ'ইল খালক, বাবু ওয়াফাতিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ৫৭১৯, পৃ. ৫৪৯

৫২৭ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবুল ওসীয়ত, বাবু তারকিল ওসীয়ত লিমান লাইসা লাহু শাইউন, হাদীস নং ১৬৩৫, পৃ. ৪৩

৫২৮ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا وَلَا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু মিন ফাদাইলি আবী বকর সিদ্দীক (রা.), হাদীস নং ২৩৮৭, পৃ. ২৭৩

৫২৯ عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭৫৫, পৃ. ২০৯

৫৩০ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتَ عتيقُ اللَّهِ من النَّار . فَيَوْمئِذٍ سمي عتيقا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭৬০, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ‘উমার (রা.) এর ফদীলত

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বসা ছিলেন। এমন সময় আমরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শোরগোল ও হৈ চৈ শুনতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) উঠে সে দিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী (সুদানী) বালিকা নাচছে। আর ছেলে-মেয়েরা তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আয়িশা! এদিকে আস এবং (তামাশা) দেখ! (হযরত আয়িশা বলেন,) সুতরাং আমি গেলাম এবং আমার থুতনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাঁধের উপর তাঁর কাঁধ ও মাথার মধ্যখান দিয়ে ঐ বালিকাটির নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি তৃপ্তি হয় নি? তোমার কি তৃপ্তি হয় নি? আমি বলতে লাগলাম, না। আমার এ ‘না’ বলার উদ্দেশ্য ছিল, দেখি তাঁর অন্তরে আমার স্থান কতটুকু আছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ ‘উমার (রা.) সেখানে উপস্থিত হলেন। ‘উমার (রা.)কে দেখামাত্রই লোকজন তাঁর নিকট হতে এদিক-সেদিক সরে পড়ল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি দেখছি, জিন ও ইনসানের শয়তানগুলি ‘উমারের ভয়ে পলায়ন করছে। হযরত আয়িশা বলেন, আমি ফিরে আসলাম।[৫৩১] আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

আবূ বকর ও ‘উমার (রা.) উভয়ের ফদীলত

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক চাঁদনী রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাথা আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আকাশে যতগুলি নক্ষত্র আছে এ পরিমাণ কারো নেকী হবে কি? তিনি বললেন; হ্যাঁ, হবে। ‘উমারের নেকী এ পরিমাণ। আমি বললাম, তবে আবূ বকরের (স.) নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন, ‘উমারের সমস্ত নেকী আবূ বকরের নেকীসমূহের মধ্য হতে একটি নেকীর সমান।[৫৩২]

হযরত ‘উসমান (রা.) এর ফদীলত

❁ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) উরু অথবা গোড়ালি হতে কাপড় খোলা অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত আবূ বকর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর হযরত ‘উমার এসে অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দিলেন। তখনও তিনি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। এর পর হযরত ‘উসমান এসে অনুমতি চাইলেন। এবার রাসূলুল্লাহ (স.) বসে পড়লেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। এরপর যখন ‘উসমান চলে গেলেন। তখন হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ বকর আসলেন, তখন আপনি তাঁর জন্য একটুও নড়েন নি এবং তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নি। অতঃপর ‘উসমান আসলে আপনি বসে পড়লেন এবং নিজ কাপড়-চোপড় ঠিক করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি সে ব্যক্তি হতে লজ্জাবোধ করবো না, যাঁকে দেখলে ফেরেশতাগণও লজ্জাবোধ করেন?

---

৫৩১ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ لِي: أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ إِذ طلع عمر قَالَت فَارْفض النَّاس عَنْهَا. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لأنظر إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ قَالَتْ: فَرَجَعْتُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭৭৪, পৃ. ২১০

৫৩২ عن عائشة قَالَتْ: بَيْنَا رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجري لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ عُمَرُ . قُلْتُ: فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ দ্র. *মেশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আবী বকর ওয়া ‘উমার (রা.), হাদীস নং ৬০৬৮, পৃ. ৫৬০

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'উসমান হলেন অধিক লাজুক ব্যক্তি। সুতরাং আমি আশঙ্কা করলাম, যদি আমি তাঁকে এ অবস্থায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করি, তাহলে তিনি লজ্জায় আগমনের উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না।[৫৩৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত 'উসমান (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে 'উসমান! হয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে লোকেরা যদি তোমার জামাটি খুলে ফেলতে চায়, তখন তুমি তাদের ইচ্ছানুযায়ী সে জামাটি খুলে ফেলবে না।[৫৩৪]

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) এর ফদীলত

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: কোন মুনাফিক হযরত আলী (রা.) কে মহব্বত করে না এবং কোন মু'মিন হযরত আলী (রা.) এর প্রতি হিংসা রাখে না।[৫৩৫]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) কে গালি দিল, সে যেন আমাকেই গালি দিল।[৫৩৬]

'আশরায়ে মুবাশ্শারাহ (রা.) এর ফদীলত

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) (কোন এক অভিযান হতে) মদীনায় আগমনের পর রাত্রিতে (দুশমনের আশঙ্কায়) জেগে রইলেন এবং বললেন, যদি কোন পূণ্যবান ব্যক্তি এ রাত্রটি আমাকে পাহারা দিত! (তবে কতইনা উত্তম হত) এমন সময় হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ আগন্তুক কে? তিনি বললেন, আমি সা'য়াদ। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, আমার অন্তরে শত্রুদের পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর (নির্বিঘ্নে) ঘুমিয়ে পড়লেন।[৫৩৭]

✿ হযরত ইব্ন আবূ মুলাইকা (রহ.) বলেন। আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে বলতে শুনেছি, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (স.) (তাঁর জীবদ্দশায়) যদি কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে যেতেন। তাহলে কাকে নিযুক্ত করতেন? উত্তরে হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, আবূ বকর (রা.) কে। আবার

---

[৫৩৩] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ - أَوْ سَاقَيْهِ - فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَان فَجَلَست وسوَّيت ثِيَابك فَقَالَ: أَلا أستحي من رجل تَسْتَحي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجته দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু ফাদাইলি 'উসমান (রা.), হাদীস নং ২৪০১, পৃ. ২৮০

[৫৩৪] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৭৮৯, পৃ. ২১২

[৫৩৫] عن أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব নামবিহীন, হাদীস নং ৩৮০১

[৫৩৬] عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي দ্র. মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৫৫২৩

[৫৩৭] عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِي إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا سَعْدٌ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তামান্না, বাবু কাওলিহি (স.) লাইত কাযা ওয়া কাযা, হাদীস নং ৫৭০৪, পৃ. ১০৭৪; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু ফাদলি সা'য়াদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হাদীস নং ২৪১০, পৃ. ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাস করা হল, আবূ বকরের পর কাকে? তিনি বললেন, 'উমার (রা.) কে। পুনরায় জিজ্ঞাস করা হল, 'উমারের পর কাকে? তিনি বললেন, আবূ ওরায়দা ইব্‌নুল জাররাহকে।[৫৩৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর বিবিগণকে বলতেন, আমার পর তোমাদের অবস্থা কি হবে? তা আমাকে চিন্তিত রাখে। আর একমাত্র সাবের ও সিদ্দীকগণই তোমাদের ব্যাপারে সবরের পরিচয় দিবে। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, অর্থাৎ (সাবেরীন ও সিদ্দীকীন দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স.) সেসব লোকদিগকে বুঝিয়েছেন) যারা দান-সদকা করেন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রা.) আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমানকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আব্বাকে বেহেশতের 'সালসাবিল' নহর হতে পরিতৃপ্ত করুন। এ আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জন্য একটি বাগান দান করেছিলেন, যা চল্লিশ হাজারে (দীনারে) বিক্রয় হয়েছে।[৫৩৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরিবার-পরিজনদের ফদীলত

✿ হযরত সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি বললাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এমন অবস্থায় দেখেছি, অর্থাৎ স্বপ্নে তাঁর মাথা ও দাড়ি মুবারক ধুলাবালিতে মিশ্রিত। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনার এ অবস্থা কেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, এই মাত্র আমি হোসাইনের শাহাদাতের স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম।[৫৪০]

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। তা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে দিলেন। অতঃপর তিনি আবার তাঁর সাথে কথা বললেন। এবার হযরত ফাতিমা (রা.) হেসে দিলেন। তিনি (হযরত উম্মু সালামা রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর আমি হযরত ফাতিমা (রা.)কে (ঐদিনের) কান্নার ও হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বলেছেন, অচিরেই তিনি এন্তেকাল করবেন, এ কথা শুনে আমি কেঁদে দিয়েছি। তারপর তিনি আমাকে আবার বললেন, আমি মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান ব্যতিত জান্নাতী সকল নারীগণের সরদার হব।[৫৪১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ভোরে রাসূলুল্লাহ (স.) একখানা কালো রঙের পশমী নকশী কম্বল গায়ে দিয়ে বের হলেন। এমন সময় হাসান ইব্‌ন আলী সেখানে আসলেন, তিনি তাঁকে কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন তারপর হোসাইন আসলেন, তাঁকেও হাসানের সাথে ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা আসলেন, তাঁকেও এটিতে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর আলী আসলেন, তাঁকেও

---

[৫৩৮] عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ؟ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ؟ بَعْدَ عُمَرَ، قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা.), বাবু ফাদাইলি আবী বকর আস-সিদ্দীক (রা.), হাদীস নং ২৩৮৫, পৃ. ২৭২; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাবিকি আবী 'উবাইদা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌নুল জাররাহ (রা.), হাদীস নং ৩৮৪৫, পৃ. ২১৭

[৫৩৯] عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يَهُمُّنِي مِنْ بَعْدِي وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِّيقُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَعْنِي الْمُتَصَدِّقِينَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابنُ عوفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ ألفا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবি আব্দির রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.), হাদীস নং ৩৮৩৩, পৃ. ২১৬

[৫৪০] سَلْمَى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবুল হাসান ও হুসাইন (রা.), হাদীস নং ৩৭০৪

[৫৪১] أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا قَالَتْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু ফাদলি আযওয়াজুন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ৩৮২৮

Dhaka University Institutional Repository

উহার ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন। আয়াতের অনুবাদ: হে আমার আহলে বায়ত! আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে গোনাহের অপবিত্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চান।[৫৪২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ তাঁর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত ফাতিমা (রা.) আসলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ (স.) এর চলার ভঙ্গির সাথে স্পষ্ট মিল ছিল। যখন তিনি তাঁকে দেখলেন, তখন বললেন, হে আমার কন্যা! তোমার আগমন মুবারক হউক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে নিজের কাছে বসালেন। তারপর চুপে চুপে তাঁকে কিছু বললেন, এতে হযরত ফাতিমা (রা.) ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাঁর অস্থিরতা দেখলেন, তখন তিনি পুনরায় তাঁকে কানে চুপে চুপে কিছু বললেন। এবার তিনি হাসতে লাগলেন। (আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) যখন সেখান হতে উঠে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (স.) চুপি চুপি তোমার সাথে কি কথা বলেছেন? উত্তরে হযরত ফাতিমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাই না। (হযরত আয়িশা রা. বললেন) রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের পর আমি হযরত ফাতিমা (রা.) কে বললাম, তোমার উপর আমার যে অধিকার রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলতেছি, সে রহস্য সম্পর্কে তুমি আমাকে জরুরি অবহিত করবে। হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, এখন সে কথাটি প্রকাশ করতে কোন আপত্তি নাই। প্রথমবার যখন তিনি চুপে চুপে আমাকে কিছু কথা বললেন, তখন তিনি আমাকে বলছিলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রতিবৎসর (রমযান মাসে) একবার কুরআন মজীদ আমার সাথে দাওর করতেন। কিন্তু এ বৎসর তিনি তা দু'বার দাওর করেছেন। এতে আমি ধারণা করি যে, আমার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রযাত্রী। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর যখন তিনি আমার অস্থিরতা দেখতে পেলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে চুপে চুপে বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে বেহেশতের নারীকুলের সরদার অথবা বলেছেন, ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়ের সরদার।

অপর এক রেওয়ায়তে আছে, তিনি চুপে চুপে আমাকে এ খবরটি দিয়েছেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপে চুপে আমাকে এ খবরটি দিলেন, যে তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাদগামী হব। তখন আমি হেসে দিলাম।[৫৪৩]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) 'উসামার নাকের শ্লেষ্মা দূর করতে চাইলে আয়িশা (রা.) বললেন, আপনি এটা রাখুন; এই কাজটি আমিই করব। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আয়িশা! তুমি উসামাকে স্নেহ করবে। কেননা, আমি তাকে অত্যধিক ভালবাসি।[৫৪৪]

---

৫৪২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু ফাদাইলি আহলি বায়তিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৪২৪, পৃ. ২৮২

৫৪৩ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لِمَا أَخْبَرْتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِينَ سَارَّ بِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فإنه أَخْبرنِي: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كل سنة مرّة وَإِنَّهُ قد عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنِّي نعم السّلف أَنا لَك فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِيَ الثَّانِيَةَ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أتبعه فَضَحكت দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইসতিযান, বাবু মান নাজা বাইনা ইয়াদাইন নাস ওয়া মান লাম ইউখবির বি সিররি সাহিবিহি.., হাদীস নং ৫৯২৮, পৃ ৯৩০; *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু মিন ফাদাইলি ফাতিমা বিন্ত আন-নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৪৫০, পৃ. ২৯০

৫৪৪ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবি উসামা ইব্ন যায়দ (রা.), হাদীস নং ৩৯০৭, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ফদীলত

✿ হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি: আমার (ওফাতের) পর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে অঞ্জলি ভরে দান করবে, সে সাচ্চা ঈমানদার ও নেক্কার। হে আল্লাহ! তুমি আব্দুর রহমান ইব্ন আওফকে জান্নাতে সালসাবিল হতে পান করাও।[৫৪৫]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিবি খাদীজা (রা.) এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, ততটা ঈর্ষা রাসূলুল্লাহ (স.) এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিও নি। কিন্তু (ঈর্ষার কারণ ছিল এই যে,) রাসূলুল্লাহ (স.) অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন। প্রায়ই বকরী যবাই করে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা হযরত খাদীজা (রা.) এর বান্ধবীদের জন্য (হাদীয়াস্বরূপ) পাঠাতেন। আমি কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতাম, “মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ব্যতিত আর কোন স্ত্রীলোকই নাই”। তখন তিনি উত্তরে বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপ ছিল, এরূপ ছিল। আর তাঁর পক্ষ হতে আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে।[৫৪৬]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় খুললাম। তখন দেখতে পেলাম, তুমিই। অতঃপর আমি (মনে মনে) বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই পূর্ণ হবে।[৫৪৭]

✿ হযরত আবূ সালামা হতে বর্ণিত। হযরত আয়িশা (রা,) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিবরাঈল (আ.) তোমাকে সালাম বলেছে। হযরত আয়িশা (জওয়াবে) বললেন, তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। হযরত আয়িশা বলেন, আমি যা দেখতে পাই না, তিনি (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল) তা দেখতে পান।[৫৪৮]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে লোকেরা তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠাবার জন্য আমি আয়িশার (ঘরে রাত্রি যাপনের) দিনের লক্ষ্য রাখত। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলেন হযরত আয়িশা, হাফসা, সাফীয়্যাও সাওদা (রা.)। আর অপর দলে ছিলেন হযরত উম্মু সালামা ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। উম্মু সালামার দলের স্ত্রীগণ উম্মু সালামাকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আলাপ করুন। তাঁকে বলুন, তিনি যেন সমস্ত মানুষকে বলে দেন যে, কেহ রাসূলুল্লাহ (স.) কে হাদীয়া দিতে চাইলে তিনি তাঁর যেই স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুক না কেন, সে খানেই যেন পাঠিয়ে দেন। অতঃপর উম্মু সালামা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে বললেন: হে উম্মু সালামা! আয়িশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, একমাত্র আয়িশা

---

৫৪৫ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ إِنَّ الَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِي لَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৫৫৯

৫৪৬ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صدائق خَدِيجَة فَيَقُول: إِنَّهَا كَانَت وَكَانَت وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وُلْدٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল ইসতিযান, বাবু কাওলুল্লাহি তা‘আলা লা তানফাউশ শাফাআতু ইন্দাহু ইল্লা লিমান আযিনা লাহু.., হাদীস নং ৭০৪৬

৫৪৭ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল আবকার, হাদীস নং ৪৭৯০, পৃ. ৭৬০

৫৪৮ عَن أبي سَلمَة أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ . قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি, বাবু ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৫৫৭, পৃ ৫৩২

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক কাপড়ে থাকাকালে আমার কাছে অহী আসে নি। উম্মু সালামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। অতঃপর স্ত্রীগণ হযরত ফাতিমা (রা.) কে ডেকে এনে এ ব্যাপারে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পাঠালেন। ফাতিমা গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে বললেন, হে স্নেহময়ী! আমি যা পছন্দ করি, তুমি কি তা পছন্দ কর না? ফাতিমা বললেন; হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তা হলে তুমি আয়িশাকে ভালবাস।[৫৪৯]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত জিবারাঈল (আ.) তাঁর (অর্থাৎ আয়িশার) আকৃতির একটি জিনিস সবুজ বর্ণের রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে এনে রাসূলুল্লাহ (স.)কে বললেন: ইনি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী হবেন।[৫৫০]

সমষ্টিগতভাবে ফযীলতের বর্ণনা

✿ হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি আশা করি, ইনশা আল্লাহ বদর এবং হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারীদের কেহই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। হযরত হাফসা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেন নি? 'অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।' তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি শুন নি? আল্লাহ তা'আলা তো একথাও বলেছেন, 'অতঃপর আমি তাদেরকে মুক্তি দেব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'আসহাবে শাজারাহ' যারা ঐ বৃক্ষের নিচে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাদের কেহই ইনশাআল্লাহ দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে না।[৫৫১]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হযরত আম্মারকে যখন দু'টি কাজের যে কোনটি করার এখতিয়ার (স্বাধীনতা) দেয়া হয়েছে, তিনি উভয়ের মধ্যে কঠোরটিকে গ্রহণ করেছেন।[৫৫২]

✿ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) (অসময়ে) হযরত যুবায়র (রা.) এর ঘরে বাতি জ্বলতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়িশা! আমার মনে হয়, আসমা প্রসব করেছেন। সুতরাং আমি তার নাম রাখা পর্যন্ত তোমরা তাঁর নাম রাখবে না। অতঃপর তিনি তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ এবং একটি খোরমা চিবিয়ে নিজ হাতে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিলেন। [৫৫৩]

---

[৫৪৯] عن عائشة قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ. فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا: لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ . قَالَتْ: أَتُوب إِلَى الله من ذَاك يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ فَأَرْسَلْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَأَحِبِّي هَذِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হিবাতি ওয়া ফাদলিহা, বাবু ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ২৪৩৫, পৃ. ৩৫০

[৫৫০] عَنْ عَائِشَةَ أَن جِبْرِيل جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ফাদলি আয়িশাতা (রা.), হাদীস নং ৩৯৬৭, পৃ. ২২৮

[৫৫১] عن حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: [وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا واردها] قَالَ: فَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: [ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتقَوا] وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تحتهَا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাহ (রা.), বাবু মিন ফাদাইলি আসহাবিশ শাজারাহ, হাদীস নং ২৪৯৬

[৫৫২] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أمرينِ إلا اخْتَار أرشدهما দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার ওয়া কুনইয়াতুহু আবূল ইয়াকযান (রা.), হাদীস নং ৩৮৮৬, পৃ. ২২০

[৫৫৩] عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ: يَا عَائِشَةَ مارى أَسْمَاءَ إِلَّا قَدْ نُفِسَتْ وَلَا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيَهُ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهِ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মানাকিবি আব্দিল্লাহ ইব্‌ন আয-যুবাইর, হাদীস নং ৩৯১৫, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ তথা উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রতি বিশেষ নির্দেশ ছিল: হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ব কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।[৫৫৪]

কুরআনুল হাকীম-এর এ নির্দেশ অনুযায়ী উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও সাধ্যমত আমল করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাহাজ্জুদের নামাযে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে এবং বিনয় ও বিনম্র চিত্তে কুরআনের বড় বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন। তাতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) মাঝে মাঝে তাঁর পিছনে ইকতেদা করতেন। আবার মাঝে মাঝে পাশে থেকে কুরআন তেলাওয়াত কানলাগিয়ে শুনতেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে কেবলমাত্র হযরত আয়িশা (রা.) এর বিছানা ব্যতিত অন্যকারো বিছানায় থাকাবস্থায় কুরআন নাযিল হয় নি। এমতাবস্থায় নাযিলকৃত আয়াতের প্রথম ধ্বনি স্বাভাবিকভাবে তাঁর কানেই আসত। যেমন: তিনি বলেন, সূরাতুল বাকারা ও সূরাতুন নিসা নাযিল হওয়ার সময় আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে ছিলাম।[৫৫৫]

মোটকথা, এসব পরিবেশ ও অবস্থার কারণে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) কুরআনের প্রতিটি আয়াতের পাঠ পদ্ধতি, ভাব ও তাৎপর্য এবং হুকুম-আহকাম বের করার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই 'তাফসীর শাস্ত্রে' উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান মূল্যায়ন কল্পে বিস্তৃতভাবে ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে গবেষণা হওয়া দরকার। যেহেতু আমাদের অভিসন্দর্ভের বিষয় "হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান: একটি পর্যালোচনা।" তাই এখানে উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত তাফসীরমূলক কয়েকটি হাদীস উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হলো।

সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌঁড়ানো

✿ আল্লাহ তা'আলার বাণী: باب: قوله: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা 'উমরা করে, তাদের পক্ষে এ দুইটির তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই।[৫৫৬]

একদিন উরওয়াহ্ বললেন: খালাম্মা! এ আয়াতের অর্থ তো এটাই যে, কেউ যদি সাফা-মারওয়াহ্ তাওয়াফ না করে তা হলেও কোন দোষ নেই। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, ভাগ্নে! তুমি ঠিক বলো নি। যদি আয়াতটির অর্থ তাই হতো যা তুমি বুঝেছো, তাহলে আল্লাহ এভাবে বলতেন: لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ ওদের তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই। মূলত আয়াতটি আনসারদের শানে নাযিল হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলাম পূর্ব জীবনে মানাত দেবির উপাসনা করতো। মানাতের মূর্তি ছিল কুদাইদ এর কাছে 'মুশাল্লাল' পাহাড়ে। এ কারণে তারা সাফা-মারওয়ার তাওয়াফকে খারাপ মনে করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট জিজ্ঞেস করে, ইসলামের পূর্বে আমরা এমন করতাম, এখন এর বিধান কি? এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ

---

৫৫৪ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا দ্র. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৪

৫৫৫ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খ. কিতাবুল ফাদায়িলিল কুরআন, বাবু তা'লীফিল কুরআন, হাদীস নং ২৬০৯

৫৫৬ *আল কুরআন*, ২ : ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

عَلِيمٌ তাইতো রাসূলুল্লাহ (স.) সাফা ও মারওয়াহ্ তাওয়াফ করেছেন। এখন তা ত্যাগ করার অধিকর কারো নেই।[৫৫৭]

হযরত আয়িশা (রা.) এর এ তাফসীর দ্বারা যে মূলনীতিটা বেরিয়ে আসে তা হলো, কুরআন বুঝার জন্য শুধু আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা জানলেই হবে না; বরং আরবী সাহিত্য সম্পর্কেও অভিজ্ঞ হতে হবে। এমন কি এ ক্ষেত্রে আরবদের বাকবিধি ও শব্দের ব্যবহৃত জানাও আবাশ্যক।

আয়াতুত্ তাত্হীর

সূরাতুল আহযাব এর ৩৩ নং আয়াতটিকে আয়াতুত্ তাত্হীর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর ঘরে অবস্থান করছিলেন, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। হে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও অবিলতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। এ আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) কে ডেকে আনেন এবং বলেন, এরা আমার আহলুল বায়ত বা পরিবারের সদস্য। হযরত উম্মু সালামা (রা.) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমিও কি আহলুল বায়তের অন্তর্গত? বললেন, হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। অপর এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এনে তাঁদের মাথার উপর কম্বল উড়িয়ে দেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলুল বায়ত। এদেরকে আপনি পবিত্র করুণ। এ দু'আ শুনে হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমিও কি তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবো? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি তোমার স্থানেই আছ এবং বেশ ভালো আছ।[৫৫৮]

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ আরোপ

✿ আল্লাহ তা'আলার বাণী: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} অর্থাৎ কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ- নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোন দোষ নেই, এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।[৫৫৯]

একদিন হযরত 'উরওয়া বললেন: অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য আপোষ-মীমাংসা করে নেওয়া তো একটি সাধারণ ব্যাপার। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ হুকুম নাযিলের কি প্রযোজন ছিল? হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: এ আয়াত সে স্ত্রীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যার স্বামী তার কাছে তেমন আসে না। অথবা স্ত্রীর বয়স বেশি হওয়ার কারণে স্বামীকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয়। এমন বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী যদি তালাক নিতে না চায় এবং স্ত্রী অবস্থায় থেকে স্বামীর নিকট প্রাপ্য নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়, তাহলে এমন আপোষ-নিষ্পত্তি খারাপ নয়। বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা উত্তম।[৫৬০]

---

৫৫৭ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} দ্র. সহীহুল *বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাওলুহু ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'য়াইরিল্লাহ, হাদীস নং ৪২২৫, পৃ. ৬৪৬

৫৫৮ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু ওয়া মিন সূরাতিল আহযাব, হাদীস নং ৩২০৫

৫৫৯ *আল কুরআন*, ০৪ : ১২৮

৫৬০ *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া

✿ আল্লাহ তা‘আলার বাণী: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } তোমরা সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে।[৫৬১]
‘মধ্যবর্তী সালাত’ বলতে কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) ও হযরত উসামা (রা.) এর মতে, মধ্যবর্তী সালাত হলো জুহরের সালাত। কোন কোন সাহাবীর মতে, ফজরের সালাত। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন: এ আয়াতে মধ্যবর্তী সালাত বলতে আসরের সালাত বুঝানো হয়েছে। তিনি নিজের এই তাফসীরের উপর এতখানি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, নিজের মাসহাফখানির পার্শ্বটীকায় صلوة العصر কথাটি লিখিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা (রা.) এর দাস আবূ ইউনুস বলেন, তিনি আমাকে একখানি কুরআন লেখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে, আমাকে জানাবে। আমি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন তিনি صلوة الوسطى এর পরে صلوة العصر কথাটি লেখান। তারপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট থেকে এমনই শুনেছি।[৫৬২]

পবিশেষে বলা যায়, সনদ গণনারভিত্তিতে তাকরার (পুনরুক্তি)সহ উম্মাহাতুল মু’মিনীন বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ২৮২২টি। মতন গণনারভিত্তিতে তাকরার (পুনরুক্তি) ব্যতিত বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্যকরে এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচশত হাদীস অর্থ ও প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটি হাদীসে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিষয়স্তুর আলোকে হাদীসটি পুনরুক্তির চাহিদা থাকে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পুনরুক্তি পরিহার করা হয়েছে। একই বিষয়ে অনেক হাদীস পাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে অর্থ ও ভাব এক কিন্তু শব্দ ভিন্ন এমন অনেক হাদীসও পরিহার করা হয়েছে। সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, মু’আত্তা, সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইব্‌ন মাজা, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, শু‘আবুল ঈমান, সুনানুদ্ দারামী, সুনানুদ দারাকুতনী, কোন কোন ক্ষেত্রে মেশকাতুল মাসাবীহ থেকেও হাদীস নেয়া হয়েছে যদিও এটি হাদীসের মূল কিতাব নয়। তবে বুখারী ও মুসলিমকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তরপর সুনানুল আরবা‘আ, অতঃপর মুসনাদুল ইমাম আহমাদ এবং অন্য কিতাবসমূহ থেকে হাদীস নেয় হয়েছে। সর্বপরি বিষয়বস্তুর দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উম্মাহাতুল মু’মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহে ‘আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, আদাব, আহকাম, ফিতান, আশরাত ও মানাকিব এ আটটি প্রধান বিষয়সহ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব দিকই উল্লেখিত হয়েছে।

---

[৫৬১] *আল কুরআন*, ০২ : ২৩৮

[৫৬২] عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى- فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, বাব কাওলুহু তা‘আলা হাফিযু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উসতা, হাদীস নং ২৯০৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার নীতি, প্রকৃতি ও বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ
উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতি

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সকলেই ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্না, মনোযোগী, সুন্নাতের অনুকরণপ্রীয়; বিধায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর যে কোন হাদীসই তাঁরা শুনতেন সাথে সাথে মুখস্ত করে রাখতেন অথবা কোন আমল সরাসরি দেখে আমলের মাধ্যমে শিখে রাখতেন। তাই অনায়াসেই তাঁরা সেগুলো লোকদের নিকট বর্ণনা করতে পারতেন। অপর দিকে যে সব হাদীস তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শুনেন নি, বরং অন্যের মাধ্যমে শুনেছেন, সেগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই এরপর পূর্ণ আস্থা জন্মালে তা বর্ণনা করতেন। নিম্নে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার মূলনীতিসমূহ তুলে ধরা হলো:

ভালভাবে বুঝে বর্ণনা করা

অধিকাংশ সাহাবীগণ সাধারণত একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন কথা শুনতেন বা তাঁকে কোন কাজ করতে দেখতেন, তারপর হুবহু সে কথা বা কাজের বর্ণনা অন্যদের নিকট দিতেন। এক্ষেত্রে কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর রীতি ছিল ভিন্ন। তাঁরা কখনও কোন কথা বা ঘটনা ভালভাবে না বুঝে অন্যের নিকট বর্ণনা করতেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন কথা বা আচরণ বুঝতে অক্ষম হলে তাঁরা বারবার প্রশ্ন করে তা ভালভাবে বুঝে নিতেন। তাঁদের এ ধরনের বহু জিজ্ঞাসা হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[১] সাধারণ সাহাবীগণের সে সুযোগ খুব কমই হতো, যেমন উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)সহ অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর একটি অভ্যাস ছিল কোন বিষয় ভালোভাবে না বুঝলে দ্বিধাহীন চিত্তে সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামনে উপস্থাপন করতেন এবং ভালোভাবে বুঝে নিতেন। এর অসংখ্য উদাহরণ আমরা হাদীসের মধ্যে পাই। যেমন:

(১) একবার রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। তখন আয়িশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (স.) আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন: তার থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, এ হলো আমলের উপস্থাপন। কিন্তু যার আমলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য।[২]

(২) একসময় হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! এর কারণ কী যে, কুরআনে যেভাবে পুরুষের কথা উল্লেখ রয়েছে সেভাবে আমাদের (মহিলাদের) উল্লেখ নেই? এ প্রশ্নের পর

---

১ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ، إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(সাহরানপুর: মাতবাউ' আসাহহিল মাতালিব, তা. বি.), খ. ১, কিতাবুল ইলম, বাবু মান সামি'আ শাইআন ফারাজা'আহু হাত্তা ই'য়ারিফাহু, হাদীস নং ১০৩

২ فسوف يحاسب حسابا يسيرا দ্র. আল-কুরআন, ৮৪ : ৮, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরু ইবনে কাসীরে বলা হয়, এরূপ ব্যাখ্যা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ীতে 'আয়িশা (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। عن عائشة رضى الله عنها فالت قال رسول الله :إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا فقلت : أ ليس الله يقول : فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال : ذاك العرض إنه من نوقش الحساب عذب দ্র. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর আল-কারশী আল-বসরী আদ-দিমাশকী, আল-মুহাক্কিক: সামী ইব্‌ন মুহাম্মাদ সালামা, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*(বৈরূত: দারু তাইয়্যিবাহ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯), খ. ৮, পৃ. ৩৫৭; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ইলম, বাবু মান সামি'আ শাইআন ফারাজা'আহু হাত্তা ই'য়ারিফাহু, হাদীস নং ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ান এবং সূরাতুল আহযাবের ৩৫ তম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ, রোযাদার নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকরকারী পুরুষ ও জিকরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৩]

(৩) একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবী জাহান্নামে যাবে না। হাফসা (রা.) এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন:[৪] وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ তোমাদের সকলকে জাহান্নামে হাযির করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে এ কথাও তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:[৫] ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا অর্থাৎ অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরু লোকদের নাজাত দেব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।[৬]

(৪) জেহাদ ইসলামের একটি অন্যতম ফর্‌য। হযরত আয়িশা (রা.) এর ধারণা ছিল যে, অন্যান্য ফরযের ক্ষেত্রে যেমনি নারী-পুরুষের কোনো প্রভেদ নাই; তেমনি এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। অতএব একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করেই বসলেন। উত্তর পেলেন, হজ্জ হলো নারীদের জেহাদ।[৭] অন্য একদিন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) জেহাদ হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। আমরা নারীরা কি জেহাদ করব না? তিনি বললেন, না। তবে সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে - হজ্জ মাবরূর।[৮] মাবরূর অর্থ হলো পূণ্যময় এবং পরোপকারময়। এটি হজ্জ কবূল হওয়ার শর্ত। যে হজ্জের মধ্যে বেশি বেশি নেক আমল, মানুষের খেদমত সেটিই মাবরূর হজ্জ। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হজ্জের কল্যাণকর্ম হলঃ খাদ্য খাওয়ানো এবং সুন্দর কথা বলা।[৯]

(৫) বিয়েতে বর-কনে উভয়ের সম্মতি থাকা শর্ত। কুমারী মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে লজ্জায় সম্মতি মুখে প্রকাশ করে না। এ কারণে হযরত আয়িশা (রা.) একদিন প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (স.) বিবাহে কি

---

৩ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال قالت فلم يرعنى منه يومئذ الا ونداؤه على المنبر قالت وأنا أسرح شعرى فلففت شعرى ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر يا أيها الناس ان الله يقول في كتابه { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات } إلى آخر الآية { أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما } দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বল ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আসাদ আশ-শায়বানী, *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*(মুলতানঃ নাশরুস সুন্নাহ, তা. বি.), খ. ৬ মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৬৬৪৫

৪ *আল-কুরআন*, ১৯ : ৭১

৫ *আল-কুরআন*, ১৯ : ৭২

৬ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا দ্র. মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ ইমাম মুসলিম আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(কলিকাতাঃ দারু ইশা'আতে ইসলামিয়্যা ও আসাহহুল মাতাবি', খ. সংখ্যা ২, তা. বি.), খ. ১, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবাহ, বাবু ফাদায়িলি আসহাবিশ শাজারা আহলি বায়আতির রিদওয়ান, হাদীস নং ২৪৯৬

৭ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল জেহাদ ওয়াস সায়র, বাবু জিহাদিন নিছা, হাদীস নং ২৬৬৩

৮ عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال أ فلا نجاهد ؟ قال لا لكن افضل الجهاد الحج المبرور দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাব ফাদলুল হজ্জিল মাবরুর, হাদীস নং ১৫২০

৯ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নীসাপুরী, তাহকীকঃ মুস্তফা আব্দুল কাদির আতা, *আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহায়ন*(বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯০, খ. সংখ্যা ৪), খ. ১ম, কিতাবুস সাওম, বাব বিসমিল্লাহির রহমানির রমীম আওয়ালু কিতাবিল মানাসিক, পৃ. ৬৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের সম্মতি প্রয়োজন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; হ্যাঁ, প্রয়োজন। আয়িশা (রা.) বললেন, মেয়েরা তো চুপ থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তাদের চুপ থাকাই সম্মতি।[১০]

(৬) ইসলামে প্রতিবেশীর বহু অধিকারের কথা এসেছে। আর এই অধিকারদানের সুযোগ সাধারণত মেয়েদের কাছেই একটু বেশি আসে। কিন্তু প্রতিবেশী একাধিক হলে কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে? উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে তা ভালভাবে জানা ছিল না, তাই তিনি একদিন প্রশ্ন করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। এমতাবস্থায় হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে আমি তাদের মধ্যে কাকে প্রাধান্য দিব। তিনি জবাব দিলেন, যে প্রতিবেশীর দরজা তোমার ঘরের অধিক নিকটবর্তী, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।[১১]

(৭) একদা রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, আল্লাহ ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করে না। আয়িশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমাদের মধ্যে কেউ তো মৃত্যুকে পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আমার কথার অর্থ এটা নয়। তার অর্থ হল: মু'মিন ব্যক্তি যখন আল্লাহর রহমত, রিযামন্দি এবং জান্নাতের অবস্থানের কথা শুনে তখন তাঁর অন্তর আল্লাহর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। আর কাফির ব্যক্তি যখন আল্লাহর আযাব ও অসন্তুষ্টির কথা শোনে তখন সে আল্লাহর সামনে যেতে অপছন্দ করে। আল্লাহ ও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করে।[১২]

(৮) একবার হযরত আয়িশা (রা.) সাদাকা গুনে গুনে প্রদান প্রসঙ্গ রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে তুল্লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আয়িশা গুনে গুনে দিবে না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা ও তোমাকে গুনে গুনে দিবেন।[১৩]

(৯) হযরত আবূ সালামা হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন আসরের নামাযের পর হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হুজরায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর দুই রাকা'আত নামায আদায় করলেন। তখন হযরত উম্মু সালামা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এগুলো কি নামায আপনি যে এখন আদায় করলেন? তিনি বললেন, বানূ তামীম গোত্রে প্রতিনিধি আগমন করায় তাঁদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, আমি যোহরের পরের দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করতে পারি নি। এ হলো সেই দুই রাকা'আত।[১৪] হযরত উম্মু সালামা (রা.) জানতেন যে আসরের ও ফযরের নামাযের

---

১০ عن زكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول : سالت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينكحها اهلها ا تستامر ام لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وشلم : نعم تستامر –فقالت عائشة فقلت : له فانها تستحى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك اذنها اذا هى سكتت দ্র. মুহাম্মাদ ইব্নুল হাজ্জাজ ইমাম মুসলিম আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(কলিকাতা: দারু ইশা'আতে ইসলামিয়্যা ও আসাহহুল মাতাবি', তা. বি.), খ. ১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইসতিযানিস সাইয়্যিব ফিন নিকাহি বিন নুতকি ওয়াল বিকরি বিস সুকূত, হাদীস নং ১৪২০

১১ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, মুসনাদু 'আয়িশা (রা.), হাদীস নং ২৬০২৬; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিলম, বাবু আইয়্যাল জিওরি আকরাবু, হাদীস নং ২০৯৯

১২ صلى الله عليه وسلم قال : من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت : فقلت يا رسول الله كلنا يكره الموت قال : ليس كذلك و لكن المؤمن اذا بشر برحمة الله و رضوانه و جنته احب لقاء الله و احب الله لقاءه و ان الكافر اذا بشر بعذاب الله و سخطه كره لقاء الله و كره الله لقاءه দ্র. মুহাম্মাদ ইব্নু 'ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন মূসা ইব্ন আদ-দাহ্হাক, আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্ তিরমিযী*(দিল্লী: কুতুব খানায় রশিদীয়্যা, তা. বি, খ. সংখ্যা ২), খ. ১, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা জাআ ফীমান আহাব্বা লিকাআল্লাহ আহাব্বাল্লাহ লিকাআহু, হাদীস নং ৯৮৭

১৩ عن عَائِشَةِ أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ قَالَ أَبُو دَاوُد و قَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ দ্র. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নু আশ'আস ইব্ন ইসহাক আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(ঢাকা: হামীদিয়্যা লাইব্রেরী লিমিটেড, তা. বি.), খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাব ফিশ শুহহি, হাদীস নং ১৪৪৯

১৪ عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله ما هذه الصلاة ما كنت تصليها قال قدم وفد بنى تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৫৫৮; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু অফদি আব্দুল কায়স, হাদীস নং ৪৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

পরে আর কোন সুন্নাত / নফল নামায নেই। তাই তাঁর কাছে একটু খটকা লাগায় তিনি ভালভাবে বুঝার জন্য প্রশ্ন করলেন।

(১১) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সময় স্বর্ণের 'আওযাহ' নামক গহনা পরিধান করতাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এটা কি সে কানযের অন্তর্ভূক্ত? (যার সম্পর্কে কুরআন কারীম ভয় প্রদর্শন করেছে) রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যা যাকাত দানের পরিমাণে পৌঁছে এবং যার যাকাত প্রদান করা হয়, তা সে কানয নয়।[১৫]

(১২) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আবূ সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার সাওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তাদের জন্য খরচ কর। তুমি যে পরিমাণ তাদের জন্য খরচ করবে, তোমার সে পরিমাণ সাওয়াব হবে।[১৬]

(১৩) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ছিলেন। এসময় হঠাৎ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম এসে তাঁর (রাসূলুল্লাহ) কাছে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তোমরা পর্দা কর! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখছে না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে তাকে দেখতে পাচ্ছ না?[১৭]

(১৪) উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতিত কোন মা'বূদ নেই। আরবের জন্য মহাবিপদ সে দুর্যোগের কারণে, যা অতি নিকটবর্তী। আজ ইয়াজূজ মাজূজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও উহার নিকটবর্তী (তর্জনী) অঙ্গুলী দুইটি গোল করে দেখালেন। তখন হযরত যয়নাব (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশি হবে।[১৮]

(১৫) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর দাসীর একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে গমন করলেন, তখন বললেন, আহ্! তারা যদি এর চামড়াটা নিয়ে দাবাগাত করত এবং এটা থেকে উপকৃত হত। এ কথা শুনে হযরত মায়মূনা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এটাতো মৃত। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এর (মৃত পশুর) গোস্ত হারাম, চামড়া নয়।[১৯]

---

১৫ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবুল কানয মা হুয়া যাকাতুল হুলিয়্যি, হাদীস নং ১৩৩৭

১৬ عن أم سلمة: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، وإنما هم بني؟ قال: (نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم) দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নাফাকাত, বাবু ওয়া হাল 'আলাল মারআতি মিনহু শাইউন, হাদীস নং ৫০৫৪; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন.., হাদীস নং ১০০০১

১৭ عن نبهان مولى أم سلمة: أنه حدثه أن أم سلمة حدثته: - أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه هذا حديث حسن صحيح. দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ. ২, আবওয়াবুল ইসতি'যান ওয়াল আদাব আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাবু মা জাআ ফী ইহতিজাবিন নিসা মিনার রিজাল, হাদীস নং ২৯২৮; সুনানু আবী দাউদ, খ. ২, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী কাওলিহি তা'আলা: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ, হাদীস নং ৪১১২

১৮ وعن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها . قالت زينب فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাবু কিস্‌সাতিল ই'য়াজূজ ও মা'জূজ, হাদীস নং ৩৩৪৬

১৯ عن ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৮৩৮;

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: (শেষ জামানায়) কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য এক বিরাট বাহিনী রওয়ানা হবে। যখন তারা এক সমতল ময়দানে এসে পৌছবে তখন তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। যারা মাঝখানে থাকবে তারাও রেহাই পাবে না। হযরত সাফীয়্যা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (স.) কিভাবে তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই (পাইকারীভাবে) যমীনে ধসিয়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে এমন সাধারণ লোকও তো থাকবে যারা ঐ সব মন্দ লোকদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম-শেষ সকলকেই যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হবে।[২০]
(১৭) একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: (انى لارجو ان لايدخل النار ان شاء الله احد شهد بدرا و الحديبة) আমি আশা করি আল্লাহ চায় তো, বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী কেউই জাহান্নামে যাবে না। একথা শুনে হযরত হাফসা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আল তো বলেছেন (وان منكم الا واردها)[২১] তোমাদের সবাইকে জাহান্নামে হাযির করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ তা ঠিক, তবে আল্লাহ তা'আলা তো এ কথাও বলেছেন, (ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا)[২২] অতঃপর আমি আল্লাহভীরু লোকদের নাজাত দেব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।[২৩]

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব প্রশ্ন বেয়াদবী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি সাহসিকতা না দেখালে মুহাম্মদ (স.) এর উম্ম নবুওয়াতের অনেক গূঢ় রহস্য থেকে অজ্ঞ থেকে যেত।

সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন। বিশেষভাবে যে সকল হাদীস তাঁরা সরাসরি শোনেন নি, বরং অন্যের মাধ্যমে শুনেছেন, সেগুলোর বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। চূড়ান্ত রকমের যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ ও খোঁজ-খবর নেয়ার পর পূর্ণ আস্থা অর্জন করলে, তখন বর্ণনা করতেন। এই সর্তকতার অংশ হিসেবে তাঁদের অনেকেই হাদীসের একমাত্র উৎস রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত সান্নিধ্যে অনেক দিন থাকার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেন। হযরত সাওদা বিন্ত যাম'আ রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দাম্পত্যকাল (১৩) তের বছর হলেও হাদীস বর্ণনা করেন মাত্র ৫টি। হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্ত হারিস (রা.) এর দাম্পত্যকাল (৭) সাত বছর হলেও মাত্র (৭) সাতটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত সাফিয়া বিন্ত হুয়ায় (রা.) এর দাম্পত্যকাল (৬) ছয় বছর হলেও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা (১০) দশটি। হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) এর দাম্পত্যকাল সাত (৭) বছর কিন্তু হাদীস বর্ণনা করেন মাত্র (১১) এগারটি।

সহীহু মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু তাহারাতি জুলূদিল মাইতাতি বিদ দাবাগাত, হাদীস নং (৩৬৫) ১০৪

২০ عن صفية أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وأخرهم ولم ينج أوسطهم قالت قلت يا رسول الله أرأيت المكره منهم قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু সাফীয়্যাউম্মিল মু'মিনীন (রা.), হাদীস নং ২৬৯০১

২১ আল-কুরআন, ১৯ : ৭১

২২ *আল-কুরআন*, ১৯ : ৭২

২৩ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, বাবু মিন ফাদায়িলি আসহাবিশ শাজার, হাদীস নং ২৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর উদ্দেশ্যে বিদায় হজ্জের বছর বলেন, তোমরা আমার পরে ঘরে অবস্থান করবে। এ কথা শোনার পর তাঁরা বলেন, আমরা আর কখনো ঘর থেকে বের হব না, বাহনে চড়ব না। ঘরে বসেই আল্লাহর ইবাদত করব।[২৪] তাই দেখা যায় যে, অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত থাকায় তাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার একটি কারণ।

এ মূলনীতির আলোকে অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পুনঃপুন যাচাই-বাছাই করতেন। যেমনঃ উরওয়া বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) এক বছর আমাদের সাথে হজ্জ পালন করলেন, তখন আমি তাঁর কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছি অতঃপর সে হাদীসটি আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে শুনিয়েছি। এক বছর পর তিনি যখন আবার হজ্জ করতে আসলেন, হযরত আয়িশা (রা.) তখন এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালেন সেই হাদীসটি আবার শুনে আসার জন্য। আব্দুল্লাহ কোন রকমের কম-বেশি ছাড়াই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। লোকটি ফিরে এসে হাদীসটি হযরত আয়িশা (রা.) কে শোনান। তিনি তখন বলেন, আল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর এর কথা স্মরণ আছে।[২৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলতেন, রমযান মাসে কেউ অপবিত্র হলে সুবহি সাদিকের পূর্বে তাড়াতাড়ি তাকে গোসল সম্পন্ন করতে হবে। তা নাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। তখন আবূ বকর ও তার পিতা আব্দুর রহমান উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা ও হযরত আয়িশা (রা.) এর সাথে দেখা করে আবূ হুরায়রা (রা.) এর কথার সত্যতা জানতে চান। তাঁরা দুই জনই তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) কে অপবিত্র অবস্থায় উঠতে এবং রোযা রাখতে দেখা গেছে। তখন তাঁরা দু'জন আবূ হুরায়রা (রা.) কে একথা জানালেন। তিনি একথা শুনে অনুতপ্ত হলেন এবং বললেন, আমি কি করবো? ফাদল ইব্ন আব্বাস আমাকে এমন কথাই বলেছেন। তবে একথা সত্যি যে, এ ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা ও আয়িশা (রা.) এর জ্ঞান বেশি।[২৬]

তাই দেখা যায় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর সতর্কতার জন্য আবূ হুরায়রা (রা.) এর মত সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবীও তাঁদের মতামতকে সমীহ করতেন।

সনদ বলিষ্ঠকরণ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার আর একটি মূলনীতি হল, সনদের মধ্যবর্তী রাবী কমিয়ে আলী সনদের রূপান্তরিত করে সনদকে শক্তিশালী করা। এ জন্য তাঁরা অন্যান্য সাহাবী (রা.) থেকে প্রাপ্ত হাদীস সাধারণত বর্ণনা করতেন না। যদি কেউ তাঁদের কাছে এমন কোন বিষয়ের হাদীস জিজ্ঞাসা করত, যা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে সরাসরি শুনে নি। তখন তাঁরা প্রশ্নকারীকে মূল বর্ণনাকারীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কারণ এতে হাদীসটির বর্ণনা সূত্রের মাধ্যম কমে যেত এবং সনদ বলিষ্ঠ হত। যেমন:

---

২৪ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ ، قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু যয়নাব বিন্ত জাহাশ যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৭৫১

২৫ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল ই'তিসাম বিলকিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাবু মা ইউযকারু মিন যাম্মির রায় ওয়া তাকাল্লুফিল কিয়াস, হাদীস নং ৭৩০৭

২৬ أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له قال فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألناهما عن ذلك فأخبرتانا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم فلقينا أبا هريرة فحدثه أبى فتلون وجه أبي هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৬৭২

Dhaka University Institutional Repository

* আসরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (স.) দু'রাআত নফল নামায পড়তেন কি না। এ বিষয়ে কিছু লোক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে জানতে চাইলে, তিনি তাদেরকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার কাছে পাঠিয়ে দেন। কারণ উক্ত হাদীসের মূল রাবী হলেন তিনি।[২৭]
* কিছু লোক মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে প্রশ্ন করলে, তিনি তাদেরকে হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে প্রায় সফরে থাকতেন। তিনি এ হাদীসের মূল রাবী।[২৮]
* ইমরান ইব্ন হিতান বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে রেশমী পোষাক পরিধান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে বললেন, তুমি ইব্ন আব্বাস (রা.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। ইব্ন আব্বাস (রা.) এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি এ বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) কে জিজ্ঞাসা কর। কারণ তিনি এ হাদীসের মূল রাবী।[২৯]

পবিত্র কুরআন বিরোধী বর্ণনা বর্জন

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট হল, কোন হাদীসের অর্থ বা মর্ম যদি কুরআনুল কারীমের কথার বিরোধী হয়, সে হাদীসটি তাঁরা গ্রহণ করতেন না, সঠিক বলে বিশ্বাস করতেন না এবং বর্ণনাও করতেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে সে হাদীসটি সঠিক নয়। পরবর্তীকালে হাদীস বিশারদগণ এটাকে হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এখন মূলনীতিটি সহীহ হাদীস নির্ণয়ের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল।

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার ও আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেন, পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয় হয়।[৩০]
ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন উমার (রা.) এন্তেকাল করলেন, তখন আমি ঐ কথা (পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়) হযরত আয়িশা (রা.) কে বললাম, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা উমার (রা.) এর উপর রহম করুক। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (স.) এ হাদীস বর্ণনা করেন নি যে, পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে মু'মিন ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। বরং বলেছেন, পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে কাফির ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। তিনি আরো

---

২৭ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا ، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا، وَإِنَّهُ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الخَادِمَ، فَقُلْتُ: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ، فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ؟ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু অফদি আব্দিল কায়স, হাদীস নং ৪৩৭০

২৮ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুত তাহারাত, বাবুত তাওকীত ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, হাদীস নং ২৭৬

২৯ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الحَرِيرِ فَقَالَتْ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلْ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল লিবাস, বাবু লুবসিল হারীরে ওয়া ইফতিরাশিহি লিররিজালি, হাদীস নং ৫৮৩৫

৩০ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ البُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল জানাইয, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (স.) ইউআয্যাবুল মাইয়্যিতু বিবা'দি বুকাই আহলিহি আলাইহি, হাদীস নং ১২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, এ ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ঠ।[৩১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেহই অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না।[৩২] রাবী ইব্ন আবী মুলায়কা বলেন, হযরত ইব্ন উমার (রা.) যখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর এমন বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা শুনলেন তখন তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নি।

হযরত আমরা বিন্ত আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) একদা এক ইয়াহুদীর লাশের পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন, তখন তার পরিবার-পরিজন তার জন্য কান্নাকাটি করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তারা তার জন্য কাঁদছে, আর কবরে তার উপর শাস্তি হচ্ছে। অর্থাৎ কান্নাকাটি শাস্তির কারণ নয়। বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, একদিকে পরিবার-পরিজন কান্না করছে, অপর দিকে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।[৩৩]

(২) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করতেন, দিন, কাল ও ক্ষণ না দেখে চলার দোষেই মানুষের উপর বিপদ-আপদরূপ অশুভ ঘটনা ঘটে থাকে। এই বর্ণনা যখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কর্ণগোচর হল, তিনি তখন আতঙ্কিত হয়ে বললেন, কসম ঐ পবিত্র মহাশক্তির, যিনি আবুল কাসেমের উপর কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) কখনও এরূপ বলেন নি। এভাবে আবূ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়িতকে কুরআন বিরোধী প্রামণিত করে তিনি তাঁর মতের সমর্থনে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। পৃথিবীতে ও তোমাদের জীবনের উপর এমন কোন মুসীবত আসে না, যা উপস্থিত হবার পূর্বে কিতাবে (লাওহি মাহফুযে) লিখিত হয় নি।[৩৪]

(৩) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এক খণ্ড তৃণও পাই, তার বিনিময় কোন অবৈধ সন্তানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়াকে পছন্দ করি না। এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, অবৈধ সন্তানকে দাসত্ব অবস্থা থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলে তার কোন সওয়াব হবে না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এ হাদীস শোনার পর বললেন, আল্লাহ তা'আল আবূ হুরায়রা (রা.) এর উপর রহমত নাযিল করুন। এ রেওয়ায়িতটি তিনি ভাল করে শোনেন নি অথবা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। কারণ কুরআন বিরোধী বর্ণনা কখনও সহীহ হতে পারে না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, এবং তুমি কি জান কঠিন পথ কি? গ্রীবা (দাসত্ব/বন্দিদশা) মুক্ত করে দেয়। [৩৫]

---

৩১ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল জানাইয, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (স.) ইউআয্যাবুল মাইয়্যিতু বিবা'দি বুকাই আহলিহি আলাইহি, হাদীস নং ১২৮৮

৩২ আল-কুরআন, ৮ : ১৬৪ ; ১৭ : ১৫

৩৩ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا: سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল জানাইয, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (স.) ইউআয্যাবুল মাইয়্যিতু বিবা'দি বুকাই আহলিহি আলাইহি, হাদীস নং ১২৮৯

৩৪ مَا أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ দ্র. আল-কুরআন, : ৫৭ : ২২

৩৫ ما ادرك ما العقبة فك رقبة দ্র. আল-কুরআন, ৯০ : ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যের বর্ণনা সংশোধন করা

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর আর একটি মূলনীতি হল: তাঁরা নিজের বর্ণনাসমূহকে যে কোন রকমের ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেমনি মুক্ত রেখেছেন, তেমনিভাবে বহুক্ষেত্রে অন্যদের বর্ণনাসমূহও সংশোধন করে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যা 'ইদরাক' নামে পরিচিত।[৩৬] যেমন:

(১) হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) এর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে একটি নতুন কাপড় চেয়ে নিয়ে পরিধান করেন। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন; একজন মুসলিম যে লেবাসে (পোশাকে) মারা যায় তাকে সেই লেবাসেই উঠানো হবে।[৩৭] এ কথা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) জানতে পেয়ে বলেন; আল্লাহ আবূ সা'ঈদ খুদরীকে ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) এখানে লেবাস বলতে বুঝাতে চেয়েছেন মানুষের আমল বা কর্ম। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স.) তো স্পষ্টভাবে বলেছেন: কেয়ামতের দিন মানুষ খালি গা, খালি পা ও খালি মাথায় উঠবে।[৩৮]

(২) ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধে যে সকল কাফির মৃত্যু বরণ করে, তাদেরকে বদর নামক কুপে একত্রে মাটি চাপা দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) সে কালীবে বদরের কাছে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, তোমাদের রব আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তার সত্যতা তোমরা পেয়েছ কি?[৩৯]
সাহাবীগণ (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনি কি মৃত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করেছেন? হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) তাঁর পিতা হযরত উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) কে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি কি এমন ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছেন যাদের প্রাণ নেই? রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দেন: মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতে সেই স্বত্তার শপথ! আমি যা বলি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাওনা।[৪০]
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে যখন এ কথা উল্লেখ করা হল, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এমন কথা বলেন নাই, বরং তিনি বলেছেন: এখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছে যে, আমি যা তাদেরকে বলতাম, তা সবই সঠিক।[৪১]
অতঃপর হযরত আয়িশা (রা.) পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন: আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না।[৪২]
পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর যুক্তি-প্রমাণ মেনে নিয়ে দুইটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। প্রখ্যাত তাবেই হযরত কাতাদা (রা.) বলেন: বদরে নিহত কাফেরদের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি মুজিযা হিসেবে তাদেরকে সেই সময়ের জন্য শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৪৩]

---

৩৬ মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৬), প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৮

৩৭ إنَّ الميِّت يبعث في ثيابه التي يموت فيها দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুল জানাইজ, বাব মা ইয়াসতাহাব্বু মিন তাত্‌হীরে ছিয়াবিল মাইয়্যেত 'ইনদাল মাওতি, হাদীস নং ৩১১৪

৩৮ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাত, বাব মাজাআ ফী শানিল হাশর, হাদীস নং ২৫৩৯

৩৯ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল মাগাযী, বাবু কাতলি আবী জাহল, হাদীস নং ৩৯৮০

৪০ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল মাগাযী, বাবু কাতলি আবী জাহল, হাদীস নং ৩৯৭৬

৪১ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الحَقُّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল মাগাযী, বাবু কাতলি আবী জাহল, হাদীস নং ৩৯৮০

৪২ ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى দ্র. *আল-কুরআন*, ২৭ : ৮০

৪৩ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবাইরসহ কয়েকজন সাহাবী (রা.) খলীফা মারওয়ান ইব্নুল হাকাম এর কাছে ছিলেন। তখন তাঁরা আব্দুল্লাহ ইব্নুয যুবাইর (রা.) এর আসরের পরে দুই রাক'আত নফল নামায আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। মারওয়ান তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, হে যুবাইর এর ছেলে! তুমি এ আমল কার থেকে গ্রহণ করেছ? তিনি জবাব দিলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে, আবূ হুরায়রা হযরত আয়িশা (রা.) থেকে। তখন মারওয়ান কয়েক জনকে হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে পাঠালেন বিষয়টি জানার জন্য। হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে তাঁরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাঁদেরকে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে পাঠিয়ে দেন, কারণ তিনি এ হাদীসের মূল বর্ণনাকারী। উম্মু সালামা (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়িশা (রা.) কে ক্ষমা করুক। আমি অপাত্রে বিষয়টি রাখলাম। সংশোধন করে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যোহরের নামায আদায় করলেন, তখন তাঁর নিকট গনিমতের মালামাল আনা হলে, তিনি তা বণ্টনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় মুয়াজ্জিন এসে আসরের নামাযের আযান দিল। অতঃপর তিনি আমার কাছে আসলেন। সে দিন ছিল আমার পালা। তিনি খুব দ্রুত দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! এ কি নামায? এ হলো যুহরের পরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায, যা আমি তখন আদায় করতে পারি নাই। কারণ এই সম্পদ বন্টন আমাকে ব্যস্ত রেখে ছিল এমন কি আসরের আযান হলে আসরের নামায আদায় করলাম। কিন্তু এই দুই রাক'আত ত্যাগ করতে আমি পছন্দ করি নি। তিনি আরো বললেন, আমি তাঁকে এর আগে ও পরে আর কখনও এই দুই রাক'আত আদায় করতে দেখি নি। ইব্নুয যুবাইর বলেন, আল্লাহু আকবার! তিনি কি উহা মাত্র একবার আদায় করেন নি? আমি জীবনে আর কখনও উহা ছাড়ব না।[৪৪] কত নিখুঁতভাবে প্রেক্ষাপট তুলে হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণনাকে সংশোধন করে দিয়েছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)।

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত মায়মূনা (রা.) কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেন।[৪৫] উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) এ বর্ণনা নাকচ করে দেন। তিনি তা সংশোধন করে বলেন, মুহরিম নয় বরং হালাল অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। যেমন: হযরত মায়মূনা (রা.) এর ভাই ইয়াযীদ ইবনিল আসাম হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে সরফ নামক স্থানে বিবাহ করেন এমন অবস্থায় যে আমি এবং তিনি দু'জনই হালাল ছিলাম।[৪৬] অর্থাৎ আমাদের কেহই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম না।

মূল প্রেক্ষাপট উপস্থাপন

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার আর একটি মূলনীতি হল: পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে মূল প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে এর সমাধান বের করা। যথা:

---

৪৪ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ. فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ: مَا رَكْعَتَانِ زَعَمَتْ عَائِشَةُ أَنَّكِ أَخْبَرْتِهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِعَائِشَةَ، لَقَدْ وَضَعَتْ أَمْرِي عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ، صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، وَقَدْ أُتِيَ بِمَالٍ، فَقَعَدَ يَقْسِمُهُ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَكَانَ يَوْمِي، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا رَسُولَ اللهِ، أُمِرْتَ بِهِمَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشَغَلَنِي قَسْمُ هَذَا الْمَالِ حَتَّى جَاءَنِي الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا " فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: اللهُ أَكْبَرُ، أَلَيْسَ قَدْ صَلَّاهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ وَاللهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (রা.), হাদীস নং ২৬৬১৬

৪৫ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুল মুহরিম ইয়াতাযাওয়াজু, হাদীস নং ১৮৪৪

৪৬ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ
দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবুল মুহরিম ইয়াতাযাওয়াজু, হাদীস নং ১৮৪৩

Dhaka University Institutional Repository

(১) তালাক প্রাপ্তা মহিলা স্বামীগৃহে ইদ্দত পালন করবে এটাই ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু ফাতিমা (রা.) নাম্মী জনৈকা মহিলা সাহাবী তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা থেকে এর বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে ইদ্দত পালন কালীন সময়ে স্বামীর গৃহ থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এ ঘটনা অনেক সাহাবীর কাছে তাঁর মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করলে অনেকেই তা মেনে নেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী এতে আপত্তি করেন। ঘটনাক্রমে মারওয়ানের শাসনামলে (৬৮৪-৬৮৫) এ ধরনের একটি মুকাদ্দামা দায়ের হয়। একপক্ষ ফাতিমা (রা.) এর ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) তা জানতে পেরে ফাতিমা (রা.) কে তিরস্কার করে বলেন, তাঁর এ ঘটনা বর্ণনাতে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। তাঁর স্বামীর গৃহটি ভীতিকর ও অপ্রতিরোধ্য ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে অন্যত্র ইদ্দত পালন করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[৪৭]

(২) হযরত আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, আবূ উবায়দা ও আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা.) সহ অনেক সাহাবী থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) ছাগলের বাহুর গোশত বেশি পছন্দ করতেন।[৪৮]
এ সব বর্ণনার ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, মূল বিষয়টি হল, রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট বাহুর গোশতই বেশি প্রিয় ছিল তা নয়, বরং অনেক দিন পর পর তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। তাই তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হত। কারণ বাহুর গোশত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় এবং গলে যায়।[৪৯]
(৩) কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি রাখা যাবে না। যেমন: হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তোমরা কুরবানীর গোশত তিন দিন পর্যন্ত খাও।[৫০] সালামা ইব্ন আল-আকওয়া (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করে সে যেন তিনদিন পর তাঁর ঘরে আর গোশ্তের কোন অংশই না রাখে।[৫১]
তবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) মূল প্রেক্ষাপট তুলে ইরশাদ করেন, কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছিলেন। কারণ তখন জনগণ অভাব-অনটনের মধ্যে ছিল। এ অবস্থা উত্তরণের পর তিনি তা পুনরায় সংরক্ষণের অনুমতি দান করলেন।[৫২]

---

৪৭ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ - فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ -: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ غَلَبَنِي، وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুত তালাক, বাবু কিস্সাতি ফাতিমা বিন্ত কায়স, হাদীস নং ৫৩২১

৪৮ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাবু কাওলিল্লাহ তা'আল: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ হাদীস নং ৩৩৪০

৪৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল আতয়িমা আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব মাজাআ ফী আইয়্যিল লাহাম কানা আহাব্বা ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ১৮৩৮

৫০ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল আত'ইমা, বাব মা ইউকালু মিন লুহূমিল আদাহী হাদীস নং ৫৫৭৪

৫১ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতবুল আত'ইমা, বাব মা ইউকালু মিন লুহূমিল আদাহী, হাদীস নং ৫৫৬৯

৫২ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا দ্র. সুনানু ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত, ২য়, কিতাবুল আদাহী, বাবু ইদদিখারি লুহূমিল আদাহী, হাদীস নং ৩১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

(৪) হযরত কুরাইব উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর আরাফার দিনে রোযা সম্পর্কে মানুষ যখন সন্দেহ প্রকাশ করল; তখন তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহ স. এর) কাছে দুধ ভর্তি পাত্র প্রেরণ করলেন। তিনি অবস্থান স্থলে থাকা অবস্থায় তা থেকে পান করলেন। আর লোকজন তা দেখছিলেন।[৫৩] হযরত মায়মূনা (রা.) কিভাবে মানুষের সন্দেহ দূর করলেন! বাস্তব চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে মানুষের চোখের সামনে তিনি প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) সেই আরাফার দিন রোযা রাখেন নি। এটা শুধু উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ননার বৈশিষ্ট্য। অন্য সাহাবীগণ (রা.) এর বর্ণনায় তেমনটা পাওয়া যায় না।

(৫) আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কে মারওয়ানের নিকট হাদীস বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর ওযু কর। (আবূ হুরায়রা (রা.) এর বর্ণিত এ হাদীস শুনে) মারওয়ান উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কাছে ছাগলের উরুর গোস্ত খেয়েছেন। অতঃপর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন; কিন্তু তিনি পানি স্পর্শ করেন নি।[৫৪]

আগুনে পাকানো জিনিস খেলে ওযু করতে হয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর এ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিজের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত, তা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাস্তব আমলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন। 'আগুনে পাকানো জিনিস খেলে ওযু ভাঙ্গে না, কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে ওযু না করে সালাত আদায় করেছেন'[৫৫] হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীসটি কাজী নাসির উদ্দীন আলবানীসহ অন্যান্য হাদীস বিশারদদের মতেও সহীহ।

নারী সংক্রান্ত বিধি-বিধান সুস্পষ্টকরণ

সাহাবীগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাহ্যিক জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্মময় জীবনের উভয় দিকই অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। বিশেষকরে নারী সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের হাদীস আমরা তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পাই। কিছু কিছু মাস'আলার ক্ষেত্রে দেখা যায় সাহাবাগণ (রা.) কোন রেওয়ায়িতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের মতকে প্রত্যাখান করেছেন। আজ পর্যন্ত এ সব মাস'আলায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর বর্ণনাই গৃহীত হয়ে আসছে। বিশেষকরে নারী সংক্রান্ত মাস'আলায়। যেমন:

---

[৫৩] عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ দ্র. দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল হজ্জ, বাবু সাওমি ইয়াওমি আরাফাহ, হাদীস নং ১৯৮৯

[৫৪] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ مَرْوَانَ، قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَهَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَتِفًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৬১২

[৫৫] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً দ্র. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্নু শু'আইব ইব্ন আলী আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ, *সুনানুন নাসাঈ*(করাচি:আদাব মঞ্জিল, তা. বি.), খ. ১, কিতাবুত তাহারাত, বাবু তারকিল ওযু মিম্মা গাইয়ারাতিন নারু, হাদীস নং ৪৯১; ইব্নু মাজা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্নু ইয়াযীদ আল-কাযবীনী, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *সুনানু ইব্ন মাজা*(বৈরূত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৩৯৫/১৯৭৫), খ. ১, কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, বাবুর রুখসাতি ফী যালিকা, হাদীস নং ৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

(১) উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে খবর পৌঁছল যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) গোসলের সময় মহিলাদের চুলের খোপা খুলে চুল ভিজানোর নির্দেশ দেয়। অতঃপর আয়িশা (রা.) বললেন, তাঁর কথা শুনে আমার অবাক লাগে। তিনি মহিলাদেরকে এ কথা বলে দেন না কেন যে, তারা তাদের মাথা মুণ্ডন করে ফেলবে। আমি ও রাসূলুল্লাহ (স.) একই পাত্র থেকে (ফরয) গোসল করতাম। আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দিতাম, চুলে খোপা খুলতাম না।[৫৬]
হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) এর এই ফাতওয়ার জবাব আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণনা থেকেও সুস্পষ্টভাবে পাই। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি ঘন চুল বিশিষ্ট নারী। আমি কি ফরয গোসলের সময় আমার চুলে শক্ত খোপা খুলে ফেলব? রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দিলেন, না। বরং তুমি তিন পসলা পানি তোমার মাথায় ঢেলে দিয়ে মাথা ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।[৫৭]

(২) হযরত উরওয়া (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর নতুন ওযু না করেই সালাত আদায় করতেন। উরওয়া বলেন, তিনি কে? মনে হয় আপনি ছাড়া আর কেউ নয়। এ কথা শুনে তিনি (আয়িশা) হাসলেন।[৫৮]

(৩) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করতেন, নামায আদায়রত পুরুষের সামনে দিয়ে যদি নারী, গাধা বা কুকুর যায়,তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়।[৫৯] হযরত আয়িশা (রা.) একথা শুনে রেগে যান। তিনি বলেন, আমরা, নারীদেরকে তোমরা গাধা ও কুকুরের সমান করে দিয়েছো। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামনে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, আর তিনি নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতেন। যখন সিজদায় যেতেন, হাত দিয়ে টোকা দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।[৬০]

(৪) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) একদিন আলোচনার মধ্যে বলেন, রোযার দিনে কেউ যদি সকালে নাপাকী অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে সে যেন সে দিন রোযা না রাখে। সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার এ বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ভোরে জুনুবী (অপবিত্র) হয়ে উঠলেও ঐ দিন রোযা রাখতেন।[৬১]

---

[৫৬] عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ দ্র. *সহীহ্ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু হুকমি দাফাইরিল মুগতাসিলা, হাদীস নং ৩৩১

[৫৭] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ দ্র. *সহীহ্ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবু হুকমি দাফাইরিল মুগতাসিলা, হাদীস নং ৩৩০

[৫৮] عنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ দ্র. *সুনানুত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, আবওয়াবুত তহারাত আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব তারকুল ওযু মিনাল কুবলা, হাদীস নং ৮৬

[৫৯] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, মুসনাদু আবী হুরায়রা (রা.) হাদীস নং ৯৪৯০

[৬০] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ، فَقَبَضْتُهُمَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুস সালাত, বাবু হাল ইয়াগমিযুর রাজুলু ইমরাতাহু ইনদাস সুজূদি, হাদীস নং ৫১৯

[৬১] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ দ্র. *সহীহ্ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সিহ্হাতি সাওমি মান তলা'আ 'আলাইহিল ফাজরু ওয়া হুয়া জুনুব, হাদীস নং ১১০৯

Dhaka University Institutional Repository

(৫) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সিয়াম পালনরত অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদেরকে চুমু দিতেন।[৬২] অনুরূপ বর্ণনা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

(৬) হযরত মুয়া'বিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা.) তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে কাপড় পড়ে রাসূলুল্লাহ (স.) স্ত্রী সহবাস করেন, সে কাপড় পরিধান করেই কি তিনি সালাত আদায় করতেন? উম্মু হাবীবা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। যখন ঐ কাপড়ে নাপানীর কোন চিহ্ন দেখা না যেত।[৬৩]

(৭) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার ঋতুস্রাব অবস্থায় আমার সাথে শয়ন করতেন। তাঁর ও আমার মাঝে কাপড়ের ব্যবধান থাকতো।[৬৪]

ফিকহী সমাধান প্রদান

কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে যে সিদ্ধান্ত সম্মানিত আলিমগণের নিকট গৃহীত হয় তাই ফিকহ। আর এই কুরআন ও হাদীসের প্রধান উৎসের আলোতে যারা সরাসরি আলোকিত তাদের বর্ননা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের পথ ও মত পাওয়া যাবে এটাই সহজ কথা। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এক ধরনের ফিকহী সমাধান নিহীত রয়েছে, যা সাধারণ সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসে পরিলক্ষিত হয় না। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে । যেমন:

(১) হযরত বারীরা (রা.) এর হাদীসের একমাত্র রাবী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)। এই বারীরা (রা.) ছিলেন একজন দাসী। তাঁর মনিব তাঁকে এ শর্তে বিক্রি করতে চায় যে, তিনি মুক্ত হলে তাঁর 'ওয়ালা' এর অধিকারী হবে সেই মনিব নিজে। হযরত আয়িশা (রা.) এর নিকট এসে বারীরা (রা.) তাঁর এ অবস্থার কথা তাঁকে বললেন। হযরত আয়িশা (রা.) তাঁকে ক্রয় করে মুক্তি দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁর মনিবের 'ওয়ালা'র শর্তটি মানতে রাজি হলেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘরে আসলে তিনি বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, তুমি নির্দ্বিধায় তাঁকে ক্রয় করে মুক্তি দিতে পার। আল্লাহর কিতাবের বিরোধী শর্ত স্বাভাবিকভাবেই রহিত হয়ে যাবে। বারীরা (রা.) দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করলেন। লোকেরা তাঁকে সাদাকা দিত। তিনি সেই সাদাকা থেকে কিছু খাদ্য (গোস্ত) রাসূলুল্লাহ (স.) কে হাদিয়া স্বরূপ দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) তা গ্রহণ করতেন।[৬৫]

---

৬২ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুস সিয়াম, বাবু বয়ানি আন্নাল কুবলাতা ফিস সাওমি লাইছাত মুহার্‌রামাহ আল মান লাম তুহারিরক শাহওয়াতাহু, হাদীস নং ১১০৭

৬৩ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তহারাত, বাবুস সালাত ফিস সাওবিল্লাযি ইউসীবু আহলাহু ফীহ, হাদীস নং ৩৬৬

৬৪ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাবুল ইদ্‌তিজা'য়ী মা'আল হায়িয ফী লিহাফিন ওহিদ, হাদীস নং ২৯৫

৬৫ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاَءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا، وَيَكُونُ الوَلاَءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল মাসাজিদ, বাবু যিকরিল বাই'য় ওয়াশ শিরা আলাল মিম্বারে ফিল মাসজিদ, হাদীস নং ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বারীরা (রা.) দাসী অবস্থায় যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, মুক্ত হয়ে তাঁকে আর স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেন না।[৬৬]

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত এ হাদীসের মাধ্যমে শরী'আতের কয়েকটি বিধানের হুক্ম (সিদ্ধান্ত) পাওয়া যায়। তা হলো:

এক. মুক্তিদানকারী ব্যক্তিই হবে আল-ওয়ালার[৬৭] অধিকারী।

দুই. দাসত্ব অবস্থায় যদি একটি দাস ও একটি দাসীর বিয়ে হয় এবং পরে স্ত্রী দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু স্বামী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাকে, তাহলে দাস স্বামীকে গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার স্ত্রী লাভ করে।

তিন. যদি দান-সাদাকা পাওয়ার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি কোন কিছু দান-সাদাকা হিসেবে পায় এবং সে তা থেকে কিছু এমন ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেয় যে সাদাকা পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয আছে।[৬৮]

(২) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিল। আর কেউ কেউ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিল। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: যে উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনে নি, সে যেন (উমরার কাজ শেষ করে) ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যায়। আর যে ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছে সে যেন উমরার সাথে হজ্জের তালবীয়াও বলে এবং হজ্জ ও উমরা উভয়টি হতে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত যেন ইহরাম না খোলে। অপর এক বর্ণনায় আছে। (দশ তারিখে) পশু কুরবানী করা পর্যন্ত যেন ইহরাম না খোলে। আর যে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যেন হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি (মক্কায় প্রবেশ কালে) ঋতুমতী হয়ে গেলাম। ফলে আমি (উমরার জন্য) খানায়ে কা'বা তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীও করতে পারলাম না এবং আরাফাতের দিন না আসা পর্যন্ত আমি এ অবস্থায় থাকলাম। অথচ আমি উমরা ছাড়া অন্য কিছুর (অর্থাৎ হজ্জের) ইহরাম বাঁধি নি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন আমার মাথার চুল খুলে ফেলি এবং চিরুনি করি। আর হজ্জের ইহরাম বাঁধি এবং উমরা পরিত্যাগ করি। সুতরাং আমি এরূপ করলাম এবং যথারীতি হজ্জ আদায় করলাম। অতঃপর তিনি (আমার ভাই) আব্দুর রহমান বিন আবূ বকরকে আমার সঙ্গে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন: আমি যেন আমার সে অসমাপ্ত উমরার পরিবর্তে 'তানঈম' হতে উমরা করি।[৬৯]

---

৬৬ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ ، فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল 'ইতক, বাবু বাই'য়িল ওয়ালা ওয়া হিবাতিহ, হাদীস নং ২৫৩৬

৬৭ কেউ যদি দাস মুক্ত করে তাহেল সে মনিব ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মধ্যে ইসলামী বিধান মতে এক প্রকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আল-ওয়ালা'(অভিভাবকত্ব) বলে। যার ফলে মুক্তিদানকারী মনিব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং আইনগতভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস পূর্বের মনিবের বংশের লোক বলে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। এ কারণে এ 'আল-ওয়ালা' সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যাধিক। দ্র. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৮-১৬৯

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

৬৯ وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها . وفي رواية فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه . قالت فحضت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت حتى قضيت حجي بعث معي عبد

Dhaka University Institutional Repository

হাফেয ইব্‌ন কায়্যিম (রহ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর অত্র হাদীসটি অবলম্বন করে হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাস'আলা বের করেন। সেগুলো হলোঃ

এক. যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরা করার নিয়্যত করে অর্থাৎ 'কিরান' হজ্জের নিয়্যত করবে তার জন্য একটি তাওয়াফ ও সাঈ করলে হয়ে যাবে।

দুই. নারীদের ক্ষেত্রে শারীরিক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাওয়াফুল কুদুম রহিত হয়ে যাবে।

তিন. নারীদের বিশেষ অবস্থা দেখা দিলে হজ্জের পরে উমরার নিয়্যত করা যায়িজ।

চার. নারীরা বিশেষ অবস্থায় শুধু কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্য সব কাজ আদায় করতে পারবে।

পাঁচ. তানঈম নামক স্থানটি 'হারাম' এর অন্তর্ভূক্ত নয়। হারাম এর বাইরে।

ছয়. উমরা বছরে দুই বার বা মাসেও দুইবার আদায় করা যায়।

সাত. হযরত আয়িশা (রা.) এর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মক্কার বাইরের লোকেরা মক্কা থেকেই অর্থাৎ তানঈম নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জ করতে পারবে।

(৩) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। মদীনা রাওয়ানা হওয়ার রাতেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর ঋতু আরম্ভ হল। তিনি বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ধ্বংস হোক, নিপাত যাক! সে কি কুরবানীর দিনে তাওয়াফ করেছে? বলা হল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন; তবে রওয়ানা হও![৭০]

এ হাদীস থেকে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) মাস'আলা বের করেন যে, শেষ তাওয়াফ আবশ্যক নয় এবং ঋতুমতী স্ত্রীলোকগণ এটা সম্পাদন করতে না পারলেও কোন ক্ষতি নাই।

(৪) সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার বলেন, আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.) দু'জনে আবূ হুরায়রা (রা.) এর কাছে একত্রিত হলেন, এসময়ে তাঁরা একজন মহিলার বিষয়ে আলোচনা করলেন যিনি স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক দিন পর সন্তান প্রসব করল। ইব্‌ন আব্বাস বললেন, সে মহিলার ইদ্দত হবে দুই ইদ্দতের শেষ ইদ্দত অর্থাৎ মৃত্যুর ইদ্দত ও গর্ভধারণের ইদ্দত বা চারমাস দশদিন ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। আর আবূ সালামা (রা.) বললেন, তার ইদ্দত শেষ সে এখনই বিবাহ বসতে পারবে। ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ সালামা (রা.) এর মধ্যে যখন বিতর্ক তীব্র হল, তখন আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি আমার ভাই আবূ সালামা (রা.) এর মত সমর্থন করি। অতঃপর তাঁরা এ বিতর্কিত বিষয়টি সমাধান কল্পে ইব্‌ন আব্বাসের গোলাম কুরাইবকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে প্রেরণ করলেন। এসব শুনে হযরত উম্মু সালামা (রা.) বললেন, সুবাই'আ নামে আসলাম গোত্রের এক মহিলা স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর সন্তান প্রসব করল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে বিষয়টি উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।[৭১]

এখানে আবূ হুরায়রা, আবূ সালামা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর মধ্যে বিতর্কিত বিষয়টির সুন্দর সমাধান পাওয়া গেল উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে।

الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হায়য, বাব কাইফা তুহিল্লুল হায়িয বিলহাজ্জ ওয়াল উমরাতি, হাদীস নং ৩১৯

৭০ عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى،أطافت يوم النحر قيل: نعم، قال: فانفري দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ইদলাজ মিনাল মাসহাব, হাদীস নং ১৬৮২; *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু বয়ানি ওজূহুল ইহরাম ওয়া আন্নাহু ইয়াজূযু ইফরাদুল হজ্জ .., হাদীস নং ১২১১

৭১ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুত তালাক, বাবু ইনকিদায়িল ইদ্দাতিল মুতাওয়াফ্‌ফা আনহা যাওজুহা ওয়া গাইরিহা বিওয়াদ'য়িল হামল, হাদীস নং ১৪৮৫

Dhaka University Institutional Repository

(৫) একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর খালা মায়মূনা (রা.) এর সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত দেখে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! তোমার কি হয়েছে? বললেন, উম্মু আম্মার (তাঁর স্ত্রী) আমার চুল চিরুণী করে দিতো, অথচ সে বর্তমানে মাসিক স্রাবে ভুগছে। তিনি বললেন, কী চমৎকার! আমার ও রকম দিনে রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কোলে মাথা মুবারক রেখে শুইতেন, কুরআন পাঠ করতেন, আমরা সে অবস্থায় মাসজিদে বিছানা রেখে আসতাম। হে বৎস! ওসব কি কখনও হাতে হয়?[৭২]

(৬) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা ও হযরত যয়নাব বিন্ত জাহশ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নয়, কেবল স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন ব্যতিত।[৭৩]

কুরআনুল কারীমের প্রাধান্য প্রকাশ

উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার একটি মূলনীতি হল: পবিত্র কুরআনুল কারীমের অর্থ ও ভাবকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা। কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিভঙ্গিকে ম্লান করে দেয় বা কুরআনের ভাবকে বাঁধাগ্রস্থ করে, এমন রেওয়ায়িত তাঁরা সমর্থন করতেন না। তাঁদের কাছে এমন রেওয়ায়িত সঠিক বলে বিবেচিত হত না। তাঁদের বর্ণিত হাদীসে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও হযরত কা'ব (রা.) দুই জনে বলেন, নবী মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে দুই বার কথা বলেছেন আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তা'আলাকে দুই বার দেখেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মাসরূক (রহ.) বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর সাথে দেখা করে, তাঁকে প্রশ্ন করেছি, মুহাম্মাদ (স.) কি তাঁর রবকে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ যা শুনে আমার দেহের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। একটু পর আমি তেলাওয়াত করলাম (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى),[৭৪] এ আয়াত থেকে তুমি কি বুঝেছ? সে তো হযরত জিবরীল (আ.)। যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ তাঁর রবকে দেখেছেন অথবা তিনি তাঁকে আদিষ্ট কোন কিছু গোপন করেছেন বা তিনি পাঁচটি বিষয়ে জানেন যা আল্লাহ বলেন:[৭৫] (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) নিশ্চয় সে বড় মিথ্যাবাদী। কিন্তু তিনি জিবরাঈল (আ.) কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন দুই বার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে একবার আবার আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করার সময় আরএকবার দেখেছেন। তাঁর ছয় শত ডানা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।[৭৬]

---

৭২ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ شَعِثًا؟ قَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟ لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ حَائِضٌ، قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا، أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي حِجْرِهَا، وَتَقُومُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَتَبْسُطُ لَهُ দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, খ. ৬, হাদীসু মায়মূনাবিন্ত আল-হারিস আল-হিলালীয়্যা (রা.), হাদীস নং ২৬৮৩৪

৭৩ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুত তালাক, বাবু তাহিদ্দু মুতাওয়াফ্ফা 'আনহা যাওজুহা আরবা'আতা আশহুর ওয়া আশরা, হাদীস নং ৫০২৪

৭৪ তিনি তো তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছে। দ্র. আল-কুরআন, ৫৩ : ১৮

৭৫ নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করেব। দ্র. আল-কুরআন, ৩১ : ৩৪

৭৬ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي قُلْتُ: رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى} ، قَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ، أَوْ يَعْلَمُ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাসরূক (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) কে প্রশ্ন করলেন, আম্মা! মুহাম্মাদ (স.) কি তাঁর রব আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন? আয়িশা (রা.) বললেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছো যা শুনে আমার শরীরের লোম সোজা হয়ে যাচ্ছে। যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (স.) তাঁর রবকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলে।[৭৭] অতঃপর তাঁর রিওয়ায়েতের সমর্থনে তিনি নিম্নে উক্ত আয়াত দুইটিকে প্রমাণ স্বরূপ তেলাওয়াত করলেন: لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ অর্থাৎ দৃষ্টিসমূহ তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।[৭৮] তারপর তিনি এই আয়াতটিও পাঠ করেন: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ অর্থাৎ কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত পাঠাবেন।[৭৯]

(২) নিকাহ মুত'আ বলা হয়, কোন মহিলার সঙ্গে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ- যথা: নেক সন্তান ও এর প্রতিপালনের জন্য অপেক্ষমাণ থাকা লক্ষ্য থাকে না। বরং চুক্তিটি হয়তো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হবে, সময় শেষ হয়ে গেলে চুক্তিও শেষ হয়ে যাবে অথবা চুক্তিটি অনির্দিষ্টভাবে বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পুরুষ ঐ মহিলার নিকট থাকবে বিবাহও ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হবে।[৮০]

নিকাহ মু'আক্কাত হল নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ। যেমন: কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলল, আমি তোমাকে একদিনের জন্য বিবাহ করছি অথবা এক মাসের জন্য বিবাহ করছি।[৮১] মুত'আ বা মু'আক্কত এ ধরনের সাময়িক বিবাহের নামে নির্লজ্জ আচরণ জাহিলী যুগে এবং ইসলামের সূচনাকাল থেকে ৭ম হিজরী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ৭ম হিজরীর খায়বরের যুদ্ধের সময় এ জাতীয় বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)সহ আরো কয়েক জন সাহাবী এ বিয়ে জায়েয আছে বলে বর্ণনা করতেন; কিন্তু সাহাবীগণের অধিকাংশ হারাম বলে বিশ্বাস করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) এর এক ছাত্র একদিন এ জাতীয় বিয়ের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি তা হারাম বলে উত্তর দিলেন। আর এর দলীল তিনি হাদীস দিয়ে দেন নি; বরং কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দিলেন।[৮২] (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।[৮৩] তিনি আরো বললেন, এ আয়াতে উল্লিখিত এই দুই পদ্ধতি স্ত্রী ও দাসী ব্যতিত আর তৃতীয় কোন পথ দেখি না। আর মুত'আ বা মু'আক্কাত এর মাধ্যমে লাভ করা নারী স্ত্রী বা দাসী কোনটি নয়।

الخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى انَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ ، لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন 'আন রাসূলিল্লাহ (স.), বাব ওয়া মিন সূরাতে ওয়ান নজম, হাদীস নং ৩২৭৮

৭৭ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهْ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلاَثٍ، مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ} {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুত তাফসীর, বাবু সূরা ওয়ান নজম, হাদীস নং ৪৮৫৫

৭৮ *আল-কুরআন*, ৬ : ১০৩

৭৯ *আল-কুরআন, ৪২: ৫১*

৮০ মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*(ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯), খ. ৫, পৃ. ৭৯

৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৮২ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬০; হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৮৩ *আল-কুরআন*, ২৩ : ০৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের কোন অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু যত বেশিই জানুক না কেন, একজন স্ত্রী তার চেয়ে অনেক বেশিই জেনে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গোটা দেহ ছিল প্রতিটি মুহূর্তের জন্য একটি দৃষ্টান্ত ও আদর্শস্বরূপ। এ কারণে তাঁর জীবনের প্রতিটি সময়ের প্রতিটি কর্ম আইন ও বিধানের মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং বলা যায়, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জানার ও দেখার যে সুযোগ লাভ করেন তা অন্যদের জন্য ছিল অসম্ভব। তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কথা ও কর্মগুলো তাঁদের কাছে যেমনি প্রস্ফুটিত হয়েছে, তেমনিভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলীর প্রতিচ্ছবিও তাঁদের কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। কারণ মাসজিদুন নববী ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) এর শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনের একমাত্র কেন্দ্র। আর এ মাসজিদের গা ঘেঁষেই ছিলো তাঁদের হুজরাসমূহ। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এখানে সম্পাদিত কথা ও কর্ম ঘরে বসেই দেখতে ও শুনে পারতেন। তথাপিও তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাষণ শুনতে মাসজিদে আসতেন, অনেক সময় দেয়ালে কান লাগিয়ে মনোযোগের সাথে শুনতেন ও হিফয করতেন। তাই তাঁদের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) নবুওয়ী জীবনের সব সময়ের সব কাজের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

১. হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগের সহিত তাকালে দেখা যায় যে, মানব জীবনের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাতে স্থান লাভ করেছে। ওহীর সূচনা থেকে শুরু করে নবী জীবনের সমাপ্তি তথা রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকাল পর্যন্ত ছোট বড় সব বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীসসমূহে চিত্রিত হয়েছে। এক ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে। এর পর ঈমানের দাবী পূরণের জন্য জ্ঞানার্জন থেকে আরম্ভ করে যা যা দরকার তা সবই হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষত নারী জীবনের অনেক একান্ত খুঁটিনাটি বিষয় যা অনান্য সাহাবীদের দ্বারা জানা সম্ভব ছিল না, তা মুসলিম নারী সমাজ তাঁর বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে অবহিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়, যা হযরত আয়িশা (রা.) এর চেয়ে এতবেশি আর কেউ জানতেন না। উম্মুল মু'মিনীনের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবার প্রধানরা তা জানতে পেরেছেন।

সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সুন্দর সমাধান, যা সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকগণ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে তা জানতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় সক্রান্ত অনেক মাসআলা, যা আয় ও ব্যয়ে ভারসম্য রক্ষা ও বরকত লাভের মাইল ফলক। অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ উপার্জনকারীরা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর হাদীস থেকে তার মূল্যবান দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা শিক্ষা নীতি, শিক্ষার ফযীলত, জ্ঞানীর মর্যাদা ও জ্ঞান পাপীদের ফিতনা থেকে দূরে থাকার সুস্পষ্ট আহবান রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে সে বিষয়ে অমূল্য রত্ন খুঁজে পেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা রোগ প্রতিরোধ ও রুগী ও রোগের চিকিৎসার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হযরত 'অয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত বের করতে পারেন।

সেনিটেশন তথা স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ সুন্দর ও সুস্থ্য জীবনের জন্য অতিব প্রয়োজনীয় বিষয়। সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীস থেকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। শারঈ বিধি-বিধান ও ঈমান-আকীদা সংক্রান্ত জরুরি বিষয়, যা এক

Dhaka University Institutional Repository

জন খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য খুবই প্রয়োজন। মুজতাহিদগণ হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীস থেকে এ সব অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ইস্তেমবাত করতে পারবে।

ইবাদাতের জন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যা করা হয় বা যা বর্জন করা হয় তাই ইবাদত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করণীয় ইবাদতঃ ওযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সিয়াম, বিবাহ-তালাক, মাহর, মান্নত-শপথ, সালাম, করমর্দন-আলিঙ্গন, সদ্ব্যবহার, সৃষ্টির প্রতি দয়া, রুগীর সেবা-শুশ্রূষা, প্রতিবেশীর অধিকার প্রদান ইত্যাদি। বর্জনীয় ইবাদতঃ গীবত-গালমন্দ, সম্পর্ক ত্যাগ, দোষান্বেষণ, মদ্য পান, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, জ্যোতিষীর গণনা, যেনার অপবাদ, যুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি। সর্ব স্তরের মুসলিম হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস থেকে তাদের করণীয় ও বর্জনীয় ইবাদতের একটি পরিস্কার ধারণা লাভ করতে পারে।

কিয়ামতের অবস্থা, শিঙ্গায় ফুঁৎকার, হাশরের বর্ণনা, পরকালের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি বিষয়ের অনেক মূল্যবান হাদীস, যা মানুষের চরিত্র গঠনে ও সৎকর্মশীল হতে সহায়তা করে। পোশাক-পরিচ্ছেদ, পাদুকা, চুল আঁচাড়ানো, পর্দা, ছবি ইত্যাদি, যা জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বক্ষণিক বিষয়। সমাজের সকল মানুষ হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে সেব বিষয়ে উত্তমরূপে শিখতে পারে।

আবূ বকর, উমার ও উসমান (রা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন চরিত, নবী করীম (স.) এর পরিবার-পরিজন ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা, ফযীলত ও 'আশারায় মুবাশ্‌শারা-এর সফল জীবনের চিত্র তাঁর বর্ণিত হাদীসে বিধৃত হয়েছে। যাতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নির্মল আদর্শ রয়েছে। সফল ও সার্থক জীবন গঠনের প্রত্যাশী সকল মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের আলোকে জীবন গড়ার একটি ভিত্তি হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে গ্রহণ করতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে যদি শুধু হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসসমূহকে একটি আলাদা কিতাবে বিষয় অনুসারে সাজানো হলে; তাতেও 'আকায়িদ, আদাব, সিয়ার, তাফসীর, আহকাম, ফিতান, আশরাত ও মানাকিব এ আটটি প্রধান বিষয় সহ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব দিকই এসে যাবে। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সে কিতাবটিকে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির দিক থেকে "আল-জামি'উস সহীহ" নামে নাম করণ অত্যন্ত সার্থক, সুন্দর ও যৌক্তিক হবে।

২. হযরত উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) ইলম হাদীসের একমাত্র উৎস রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান স্থান পেয়েছে। নারী প্রকৃতির কথা বিবাহ, স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর ইদ্দত পালন, শোক পালন, ঋতুস্রাব, প্রসবোত্তরস্রাব, সন্তান লালন-পালন, দুগ্ধদান, সন্তানের জন্য ব্যয়, স্বামীর খেদমত, পর্দা, ওযু, গোসল, মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায়, নফল রোযা, নফল সালাত ইত্যাদি বিষয়ের অনেক খুটি-নাটি তথ্য তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়।

নবী প্রকৃতির স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) এর চুল মোবারক, তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, গুনাবলী, পছন্দ-অপছন্দ, লেবাস-পোষাক, আহলুল বাইত, আত্নীয় স্বজন, ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত, বিচার-ফয়সালা, সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান তাঁর বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মা জানতে পেরেছে।

এছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কুরআনের তাফসীর, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পরিবার পরিচালনাসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওযু-গোসল, সালাত, সিয়াম, যাকাত, সাদাকা, হজ্জ, কুরবানী, সাহাবাদের ফযীলত, হযরত আলী (রা.) এর ফযীলত, আহলুল বাইত এর ফযীলত, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ফযীলত, বায়তুল মুকাদ্দাস-এর ফযীলত, নিষিদ্ধ পানীয়, বিভিন্ন দু'আ বিপদের সময় দু'আ, সালাতের পর দু'আ, তাসবীহাত, রুগীর সেবা শুশ্রূষা, চিকিৎসা, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট করণীয়, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহারে হুকুম, সুগন্ধি ব্যবহার, রেশমী কাপড় ব্যবহার, সর্বোত্তম আমল, আজীবন রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতের শর্তে দাস মুক্তি, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর অতি আদরের নাতী হযরত

Dhaka University Institutional Repository

হাসান (রা.) এর শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর বক্তব্যদানের মিম্বরের ফযীলত, তাঁর হাস্য-রসিকতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত রূপ-রেখা জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয়েছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসসমূহে।

৩. হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) সৌভাগ্যক্রমে সাতটি বছর নবুওয়াত ও রিসালাতের আলোতে থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের ভাণ্ডার থেকে অসংখ্য হাদীস বুকে ধারণ করে আমলের মাধ্যমে হিফাযাত করেছিলেন। তম্মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৬৫টি হাদীস তাঁর মাধ্যমে মুসলিম উম্মার কাছে পৌঁছেছে। আর তাতে ফুটে উঠেছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও বিভাগের স্বরূপ ও প্রকৃতি। তহারাত, ওযূ-গোসলের আহকাম ও ফযীলত, মিসওয়াকের ব্যবহার ও উহার গুরুত্ব, মহিলাদের স্বামী এবং নিকট আত্মীয়দের মৃত্যুতে শোক পালনের বিধান, সুন্নাত ও নফল নামাযের নিয়ম ও ফযীলত, আযানের উত্তরদান, রোযা পালনের আহকাম ও ফযীলত, সুগন্ধি ব্যবহার, নামাযের পোষাক, তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি আমলের কথা, বেশি ফযীলতের কথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও বেশি বেশি আল্লাহর যিকির-তাসবীহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীস পাঠ করলে স্মরণে আসে এবং মন আমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৪. হযরত হাফসা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা বিন্‌ত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) আল্লাহর একান্ত মেহেরবানীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন হাদীসের আলোতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করেছিলেন। তিনি হাদীস বেশি বেশি বর্ণনা করার চেয়ে বেশি বেশি আমল করা পছন্দ করতেন। হজ্জ-উমরা, এহরাম ও কুরবানীর বিধান, ঝাড়-ফুঁক এর হুক্‌ম, সাভাবিকভাবে মানুষের ক্ষতি করে এমন পাঁচটি প্রাণী হত্যার হুক্‌ম, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর স্বরূপ, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের ফযীলত, দাজ্জালের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী ও মাশরিক থেকে একদল সৈন্যের আগমন যারা 'বাইদা' ভূগর্ভে বিলিন হয়ে যাবে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন, আশুরা ও অন্যান্য নফল রোযার ফযীলত, সাহাবীগণের ফযীলত, দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় মাসনূন দু'আ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাঁর বর্ণিত হাদীস থেকে শরী'আতের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়।

৫. হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র সোহবতে থেকে হাদীসের আলোতে পরিপূর্ণ আলোকিত হতে পেরেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের ওপর কঠোরভাবে আমল করে পরহেযগারী জীবন গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসসমূহে সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে আহার-নিদ্রা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন, ওযূ ও ফরয গোসলের নিয়ম, বিভিন্ন ধরনের নফল ইবাদতের পদ্ধতি, সালাত আদায়ের ধরন ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়। যেমনঃ কুকুর ও প্রাণীর ছবির হুক্‌ম, ঘি বা মাখন জাতীয় খাদ্যে ইদুর জাতীয় প্রাণী পতিত হলে তা খাওয়ার হুক্‌ম, মৃত ছাগল বা এ জাতীয় প্রাণীর চামড়ার হুক্‌ম, গুইসাপের গোশত খাওয়ার হুক্‌ম, নবীয (খোরমা ভিজানো পানি) এর হুক্‌ম, ঋণ গ্রহণের বিধান, নারীদের হায়য সংক্রান্ত মাস'আলা, গোলাম আযাদ, মাসজিদুল হারাম এর ফযীলত, মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধের বিধান, মোজার উপর মাসেহ, জানাযার সালাত, বিতির সালাত, নফল সালাত, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট ধারণা আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

৬. হযরত যয়নাব (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

আত্মমর্যাদাবোধ, দানশীলতা, দীনদারী, অধিক সিয়াম পালনসহ নানা গুণে অন্যন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহাশ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র সোহবতে সাতটি বছর ইলম হাদীসের আলোতে নিজের জীবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের বছর উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা আমার পরে ঘরে অবস্থান করবে।[৮৪] তিনি বলতেন রাসূলুল্লাহ (স.) এ কথার পর আমি আর কখনোও কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহন করব না। ঘরে বসেই ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকব। তাই তাঁর বর্নিত হাদীসের সংখ্যা কম। তাঁর হাদীসের মাধ্যমে ইয়'জুজ-মা'জুজ এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, পাপই মানবতার ধ্বংসের একমাত্র কারণ, ইস্তিহাযা (অনিয়ন্ত্রিত স্রাব) রোগে আক্রান্ত মহিলাদের নামাযের বিধান, পিতা বা স্বামীর মৃত্যুতে নারীদের শোক পালনের বিধান, স্বামীর খেদমত, পর্দার, মিসওয়াকের গুরুত্ব, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওযু ও চুল মুবারক আচড়ানো, বেশি বেশি নফল রোযার পালনের উৎসাহ আমরা তাঁর হাদীস থেকে পেয়ে থাকি।

৭. হযরত সাফীয়্যা (রা.) বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর 'ইতিকাফের বিবরণ, শয়তানের ওসওয়াসার স্বরূপ, কাবা ঘর ধ্বংসের লক্ষ্যে আগত সৈন্যদলের ভূধসে নিঃশেষ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, নবীয (খোরমা ভিজানো শরবত) এর হুক্ম, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাজ্জ পালনের সফর ও দুনিয়াতে পাপাচার সয়লাব হলে যে গযব আসে তা থেকে ভালো মানুষও রক্ষা পায় না ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা তাঁর বর্ণিত হাদীস থেকে শিখতে পারি।

৮. হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

সর্বদা ইবাদতে রত, সিয়াম সাধনায় ব্যস্ত উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ইবাদতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) গৃহে ফিরে তাঁকে প্রায়ই তাসবীহ-তাহলীলে মগ্ন দেখতে পেতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন কিন্তু সেগুলো তিনি আমলের মধ্যে বেশি সীমাবদ্ধ রাখেন। যাতে করে মানুষ তাঁকে দেখে নেক আমলে উৎসাহ পান। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসে ইসলামী শরী'আতের বেশ কিছু বিধি-বিধান পাওয়া যায়ঃ সাদকাগ্রহণকারী সাদকাকৃত মালের মালিক হয়ে যান; তা অন্যকে দিলে তা হাদিয়া হিসেবে গন্য হবে। রেশমি পোষাক পরিধানের হুক্ম, সকাল ও সন্ধায় পাঠের মাসনূন কিছু তাসবীহ ও তাহলীল, স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর নফল রোযা রাখার বিধান।

৯. হযরত সাওদা (রা.) এর হাদীসের স্বরূপ ও প্রকৃতি

উদার ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু হাদীস শিখে তার আলোকে তাঁর বর্ণাঢ্য আমলী জিন্দেগী গঠন করেন। বার্ধক্য ও শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় বর্ণনার ধারাবহিকাতায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম। তবুও তিনি বিভিন্ন শর'ঈ বিধান প্রবর্তনের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হন। পর্দার বিধান নাযিলের সৌভাগ্যময় অসীলাও তিনিই। চামড়া পরিশোধন করে ব্যবহারের বিধান, বদলী হজ্জের বিধান, রাসূলুল্লাহ (স.) এর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য বরাদ্দ রাতটি তিনি হযরত আয়িশা (রা.) কে দান করে, সতীনের প্রতি অহিংসা ও উদারতার অনন্য উদাহরণ তাঁর বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়

---

[৮৪] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফারদিল হাজ্জ, হাদীস নং ১৭২২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ

মুহাদ্দিসীন ও জারাহ ও তা'দীলের ইমামগণের মতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে ভুল-ত্রুটি তুলনামূলকভাবে কম। তার প্রকৃত কারণ হল, সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা বা কাজ একবার বা দুবার দেখতেন বা শুনতেন, তারপর তা আমল করতেন এবং বর্ণনা করতেন। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত সাহচার্যের কারণে তাঁর কথা বার বার শুনতে এবং কোন কাজ বার বার দেখতেন। এভাবে তাঁরা তা হৃদয়ে ভালভাবে গেঁথে নিতে পারতেন। এছাড়াও তাঁরা কোন কিছু না বুঝলে বার বার প্রশ্নকরে বুঝে নিতেন তারপর আমলে পরিণত করতেন এবং অন্যদের কাছে বর্ণনা করতেন। সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) এর এ সুযোগ খুব কমই হত।

সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহে উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীস

হিজরী প্রথম শতকের শেষ দিকে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ও বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ উমাইয়্যা খলীফা হযরত উমার ইব্ন আব্দুল আযীয (রহ. জ. ৬১হি. মৃ. ১০১হি.), যাকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা বলা হয়। তিনি সরকারি ফরমান জারি করে সামগ্রিকভাবে হাদীস সঙ্কলন ও গ্রন্থায়নের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র নির্দেশ জারি করেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন কর।[৮৫] এছাড়াও তিনি বিশেষভাবে মদীনার গভর্নর আবূ বকর ইব্ন হাযম্ (রহ.) কে ফরমান লিখে পাঠান, দৃষ্টি দাও রাসূলুল্লাহ (স.) সব হাদীসের প্রতি এবং তা লিখে পাঠাও। কারণ আমি আলিমগণের পরোলোকগমন ও ইলম মুছে যাওয়ার আশংকা করছি। তবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস ব্যতিত অন্য কিছু গ্রহণ করবে না।[৮৬] খলীফার নির্দেশে আবূ বকর ইব্ন হাযম (রহ.) সহ সকল গভর্নর যথাসাধ্য হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনের দায়িত্বপালন করেছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (রহ. মৃ. ১২৪হি.), যাকে প্রথম হাদীস সংকলক বলা হয়।[৮৭] অবশ্য ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ.) সংকলিত 'কিতাবুল মু'আত্তা' সর্ব প্রথম সংকলিত, বহুল পরিচিত ও সমাদৃত হাদীস গ্রন্থ।
এরপর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[৮৮] কারণ এ সময়ে হাদীস সঙ্কলন ও গ্রন্থায়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়। এ যুগে মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু ইব্ন মাজা সঙ্কলিত হয়।

---

৮৫ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ بِلَفْظِ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْآفَاقِ: انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُوهُ আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নবাবী*(কায়রো: দারু তাইয়্যিবাহ, তা. বি.), খ. ১, বাবু আওয়ালু মুসান্নিফ ফিস সহীহিল মুজার্‌রদ, পৃ. ৯৩

৮৬ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهَابَ العُلَمَاءِ، وَلاَ تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতবুল ইলম, বাবু কাইফা ইউকবাদুল ইলম; أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ سُنَّتِهِ، أَوْ حَدِيثِ عُمَرَ، أَوْ نَحْوِ هَذَا فَاكْتُبْهُ لِي، فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ দ্র. মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক, আল-মুহাক্কিক: মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল- আজাম, *আল-মুআত্তা*(আবুদাবী: মু'আস্‌সাতু যায়িদ ইবন সুলতান আলী নাহ্ইয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪২৫/২০০৪), বাবু ইক্‌তিতাবিল ইলম, হাদীস নং ৯৩৬

৮৭ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ دَوَّنَهُ بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ দ্র. *তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নবাবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাবু আওয়ালু মুসান্নিফ ফিস সহীহিল মুজার্‌রদ, পৃ. ৯৩

৮৮ بأن القرن الثالث الهجرى يُعَدُّ العصر الذهبي لتدوين العلوم الإسلامية عامة، وعلوم السُّنَّة النبوية خاصة দ্র. আবূ বাসির মুহাম্মাদ ইব্ন মাতার ইব্ন উসমান, *তাদবীনুস সুন্নাহ আন-নবাবিয়া নাশআতুহু ওয়া তাতাওউরুহু* মিনাল কারনিল আওয়াল ইলা নিহায়াতিল কারনিস সাবি'ই আল-হিজরী(রিয়াদ: মামলাকাতুল আরাবিয়্যা আস-সাউদিয়া, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬), পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এরপর থেকে হিজরী ৫ম শতকের মধ্যে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও অনেক হাদীস গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়।

বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের দিক দিয়ে হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা যেতে পারে। **প্রথম স্তর:** এ স্তরের কিতাবসমূহে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি: সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম ও মু'আত্তা। **দ্বিতীয় স্তর:** এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। দঈফ হাদীস এতে খুব কম আছে। সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানুদ দারিমী, সুনানু ইব্‌ন মাজা ও মুসনাদু আহমাদ। তৃতীয় স্তর: এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, দঈফ, শাজ ও মুনকার সব রকমের হাদীসই এ স্তরে রয়েছে। চতুর্থ স্তর: এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত দঈফ ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসই রয়েছে। পঞ্চম স্তর: উপরি-উক্ত স্তরসমূহে যে সব হাদীসের কথা বলা হয়েছে, তার কোনটাই নাই;[৮৯] বরং অগ্রহণযোগ্য ও মাওযূ হাদীসে ভরপুর রয়েছে যে সব কিতাব। আমরা এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ ও তাঁদের সমসাময়িক রাবীদের বর্ণিত হাদীসের তুলনামূলক বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণের প্রয়াস চালাব।

প্রথম স্তরের কিতাবসমূহ

সহীহুল বুখারী, সহীহু মুসলিম[৯০] ও **মুআত্তা**[৯১] দুনিয়ায় এ কিতাব তিনটির যত অধিক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে আর কোন কিতাবের এরূপ হয় নি। আলোচনান্তে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এ

---

৮৯ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*(ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, জানুয়ারী, ২০০৪ ই.), পৃ. ১২-১৩

৯০ আসমানের নিচে কিতাবুল্লার পরে বিশ্বের সর্বাধিক সহীহ হিসেবে খ্যাত সহীহুল বুখারী ও সহীহু মুসলিম। এ সহীহাইনের প্রণেতা ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসের অধিক বিশুদ্ধতার জন্য পাঁচটি শর্তারোপ করেন বা রাবীগণকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা:

(ক) ১ম শ্রেণী: যাঁদের হেফয বা লেখার দ্বারা হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা (যবত) অত্যধিক এবং আপন শায়খ বা শিক্ষকের সাথে মোলাযামাত (সম্পর্ক) ঘনিষ্ঠতর ছিল।

(খ) ২য় শ্রেণী: যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অত্যধিক বটে, কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর নয়।

(গ) ৩য় শ্রেণী: যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অত্যধিক নয়, কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর।

(ঘ) ৪র্থ শ্রেণী: যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ করার ক্ষমতাও অত্যধিক নয় এবং শায়খের সাথে সম্পর্কও ঘনিষ্টতর নয়।

(ঙ) ৫ম শ্রেণী: যাঁদের মধ্যে এই দুইটি গুণও স্বল্প, আবার অন্যান্য ক্রুটিও রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) সাধারণত প্রথম শ্রেনীর রাবীদের হাদীসই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীস কোথাও কোথাও শুধু প্রথম শ্রেণীর হাদীসের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীস বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীস এদের (১ম+২য় শ্রেণীর) সাহায্যের জন্য ব্যবহার করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের 'শরায়িত' বলতে এটাই বুঝায়। দ্র. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৯১ ইমাম মালিক মদীনার সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর সময় ব্যয় করে হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দিতে 'মু'আত্তা' রচনা করেন। তিনি এ কিতাব লিখে মদীনার ৭০ জন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট পেশ করেন এবং তাঁরা সকলেই একে জোরালো কণ্ঠে সমর্থন করেন। এ কারণে তিনি এর নাম দেন 'মু'আত্তা' বা সমর্থিত। মুআত্তা কিতাবের কদর তা লেখার যুগেই এত বেশি ছিল যে, সহস্রাধিক বিশিষ্ট আলিম ইমাম মালিকের নিকট তাঁর এ কিতাব শিক্ষাগ্রহণ করেন। মুহাদ্দিসগণের বিচারে এর সমস্ত হাদীসই সহীহ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: আছমানের নীচে কিতাবুল্লাহর পর ইমাম মালিক (রহ.) এর 'মু'আত্তা'ই হল বিশ্বস্ততর কিতাব। দ্র. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; মুহাদ্দিস শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবী (রহ. মৃ. ১১৭৬ হি.) ও তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী (রহ. মৃ. ১২৩৯ হি.) 'মুআত্তা'কে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের 'সহীহাইন' এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। তাঁরা বলেন: মু'আত্তা হল সহীহাইনের আসল বা মাতা। সহীহাইনের হাদীসের সংখ্যা 'মু'আত্তা'র দশ গুণ হলেও ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, সনদ বিচারের নিয়ম এবং হাদীস

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ ও তাঁদের সমযুগের ও সমমানের রাবীদের বর্ণিত হাদীসমূহ এ কিতাবগুলোতে তুলনামূলকভাবে কি পরিমাণ সংকলিত হয়েছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

এক. হযরত আয়িশা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি এবং তাঁর সমমানের রাবী অর্থাৎ এমন সাহাবী, যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজারের ঊর্ধ্বে এবং তিন হাজরের নিচে। এদের সংখ্যা সর্বমোট তিন জন: হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০টি ও হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ২২৮৬টি।[৯২] নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রথম স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলো:

সারণি নং ১

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)- ২২১০	৯৭২	৭৪১	১৫৩
হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) - ২৬৩০	৫৮৯	৪৯৭	২৩
হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)- ২২৮৬	৪৮০	৩৩৩	৩৬

আমরা উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর সমমানের রাবী রয়েছে আরো দুই জন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হযরত আয়িশা (রা.) এর চেয়ে ৪২০টি বেশি। অথচ সর্বাধিক সহীহ কিতাব বুখারীতে তাঁর চেয়ে হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীস বেশি স্থান পেয়েছে ৩৮২টি। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, বুখারীর শর্ত মতে আয়িশা (রা.) এর হাদীস বেশি সহীহ হিসেবে গণ্য হয়েছে।
তারপর তাঁর সমমানের রাবী হলেন হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭৬টি বেশি। অথচ বুখারীতে হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীসের অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে সহীহু মুসলিম ও মুআ'ত্তা কিতাবদ্বয়েও প্রায় একই অবস্থা দেখা যায়, এ থেকে সহজে বুঝা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর কঠিন শারাইত এর আলোকে তাঁর সমসাময়িক ও সমমানের রাবীদের তুলনায় বেশি সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এর কারণ হযরত আয়িশা (রা.) উম্মুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা লাভ করার সৌভাগ্যে তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.) এর থেকে হাদীস বর্ণনার যে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

হতে ফিক্হ বের করার তরিকা 'মু'আত্তা' হতেই শিক্ষাগ্রহণ করেন। হাদীসের পরবর্তী কিতাব সমূহ 'মু'আত্তা'রই বর্ধিত সংস্করণ স্বরূপ। 'মুআত্তা'র হাদীসের সংখ্যা: ইমাম মালিক প্রথমে এক লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে দশ হাজার হাদীস তাঁর কিতাবে স্থান দেন। অতঃপর ঐ দশ হাজার হাদীস হতে ছাঁটাই করতে করতে মাত্র ১৭২০টি হাদীস শেষ পর্যন্ত বাকী রাখেন। এর মধ্যে হাদীসুর রাসূল বা মারফূ' হাদীস মাত্র ৮২২টি ও ২২২টি মুরছাল হাদীস। বাকী সবগুলি সাহাবা ও তাবি'ঈনের আসার। তিনি তাঁর কিতাবে হাদীসের সাথে আসারকেও স্থান দিয়েছেন। দ্র. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৯২ وأكثرهم حديثا ستة من المكثرين، وهم على التوالي - أبو هريرة: روى 5374 حديثا، وروى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل. - ابن عمر: روى 2630 حديثا.- أنس بن مالك: روى 2286 حديثا. - عائشة أم المؤمنين: روت 2210 أحاديث দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, আল-মাবহাসুল আওয়াল, মা'রিফাতুস সাহাবা, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দুই. হযরত উম্মু সালামা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮টি এবং তাঁর সমমানের রাবী অর্থাৎ এমন সাহাবী যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩০০ তিনশতের ঊর্দ্ধে এবং চারশতের নিচে। এমন রাবীর সংখ্যা দুইজন: আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী[৯৩] (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ৩৬০ এবং হযরত বারা'আ ইব্ন আযিব[৯৪] (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ৩০৫। নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রথম স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি নং ২

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) ৩৭৮	৫৪	৫২	২৩
আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী (রা.)- ৩৬০	০৫	০৫	০২
হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) -৩০৫	৫৬	৩৪	০২

আমরা উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর সমমানের রাবী রয়েছে আরো দুই জন হযরত আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী ও হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর চেয়ে সামান্য কম। কিন্তু সর্বাধিক সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের দু'জনের চেয়ে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, বুখারী, মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর শরায়িত অনুসারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস বেশি সহীহ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

তিন. হযরত মায়মূনা, উম্মু হাবীবা ও হাফসা (রা.) ও তাদের সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা, হযরত উম্মু হাবীবা ও হযরত হাফসা (রা.) এ তিনজনের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬ (ছিয়াত্তর)[৯৫], ৬৫ (পয়ষট্টি)[৯৬] ও ৬০ (ষাট)[৯৭]। এ তিনজনের সমপর্যায়ের রাবী অর্থাৎ যাদের হাদীসের সংখ্যা একশতের নিচে এবং পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে। এ পর্যায়ে পুরুষের মধ্যে

---

৯৩ নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবূ মূসা, তিনি এ উপনামেই সমধিক পরিচিত। পিতার নাম কায়েস ও মাতার নাম তাইয়্যেবা। তিনি ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম কবুলকারীদের অন্যতম। প্রথমে তিনি হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০টি। তিনি তৃতীয় স্তরের রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাঁর থেকে অনেক সাহাবী ও তাবি'য়ী হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্নু সায়াদ বলেন, তিনি ৪২ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, বাব আবূ মূসা আল-আশ'আরী, পৃ. ৪০-৫০

৯৪ নাম (البراء) আল-বারা'আ, উপনাম আবূ উমারা ও আবূ তোফায়েল। পিতার নাম আযিব, পিতা-পুত্র দু'জনই সাহাবী ছিলেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি মুকিল্লূন রাবীদের স্তরের, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩০৫টি। যেমন: (مُسْنَدُهُ) ثَلَاثُ مائَةٍ وَخَمْسَةُ أَحَادِيْثَ. দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, বাব বারাআ ইব্ন আযিব, পৃ. ৪০; *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাব আল-বারাআ ইব্ন আযিব ইব্ন হারিস.., পৃ. ১৫৫

৯৫ আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইব্নুজ জাওযী, *তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসার* (দিল্লীঃ জায়্যিদ বরকী প্রেস, তা.বি.), পৃ. ৩৫৬; তবে হযরত মায়মূনা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নিয়ে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। মাতালিইল আনোয়ার গ্রন্থে ৭৭টি এবং আল-কামাল ফী মারিফাতির রিজাল গ্রন্থে ৪৬টি হাদীসের কথা এসেছে। দ্র. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৯৬ مُسْنَدُهَا خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ حَدِيْثًا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ২, বাব উম্মু হাবীবা উম্মুল মু'মিনীন, পৃ. ৪৭৭

৯৭ *আসমাউস সাহাবা আর-রুয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন দুইজন: হযরত শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস[৯৮] (রা.) এর হাদীস ৬০টি ও যুবাইর ইব্‌ন মুত‘য়িম[৯৯] (রা.) এর হাদীস ৬০টি। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন, আসমা বিন্‌ত উমায়স[১০০] (রা.) হাদীস ৬০টি, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর[১০১] (রা.) হাদীস ৫৮টি ও আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ[১০২] (রা.) হাদীস সংখ্যা ৮২টি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রথম স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলো।

---

৯৮ নাম (شداد) শাদ্দাদ, উপনাম আবূ ইয়া‘লা। পিতার নাম আওস, তিনি প্রসিদ্ধ আনসার সাহাবী হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) এর ভাতিজা, ‘নাজার গোত্রের সন্তান। প্রথমে তিনি সিরিয়ায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে ফিলিস্তিন চলে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করেন এবং ৫৮ হিজরীতে ৭৫ বছরে ইনতিকাল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সর্বমোট ৬০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, বাব শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন সা‘লাবা, পৃ. ৬৯৪; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৩, বাব শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস, পৃ. ২৫৮; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, খ. ২, বাব খ. ৪, বাব শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস, পৃ. ৮৫

৯৯ নাম (جبير) যুবাইর, উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুত‘য়িম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফেল ইব্‌ন আব্দ মান্নাফ। হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত মু‘আবিয়া (রা.) এর রাজত্বকালে ৫৭ হিজরীতে মদীনায় ইনতিকাল করেন। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, বাব যুবাইর ইব্‌ন মু‘তয়িম ইব্‌ন আদী, পৃ. ২৩২; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ১, বাব যুবাইর ইব্‌ন মু‘তয়িম, পৃ. ৫১৫; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ১, বাব যুবাইর ইব্‌ন মু‘তয়িম, পৃ. ৫৭০

১০০ নাম (اسماء) আসমা, পিতার নাম উমায়স, মায়ের নাম হিন্দা (খাওলা) বিন্‌ত আউফ। তিনি উম্মুল মু‘মিনীন হযরত মায়মূনা এর সৎ বোন। হযরত আলী (রা.) এর ভাই জা‘ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) এর সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। ইসলামের প্রথম দিকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স.) এর মক্কায় আকরামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বেই স্বামীর সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আসমা (রা.) এর আগে মাত্র ৩০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে ১৪ বছর থাকার পর ৭ম হিজরীতে খয়বার বিজয়ের পর মদীনায় হিজরাত করেন। মুতার যুদ্ধে হযরত জা‘ফর (রা.) শাহাদাত বরণ করার পরে হুনায়ন যুদ্ধের সময় হযরত আবূ বকর (রা.) এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। হযরত আবূ বকর (রা.) এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত আসমা (রা.) এর তৃতীয় বিয়ে হয়। ৮০ হিজরীতে হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। এর কিছু দিন পরই হযরত আসমা (রা.) ইনতিকাল করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা ৬০টি। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব আসমা বিন্‌ত উমায়স ইব্‌ন মা‘দ, পৃ. ১৭৮৪; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব আসমা বিন্‌ত উমায়স, পৃ. ১২; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, খ. ৪, বাব আসমা বিন্‌ত উমায়স, পৃ. ৫১৭; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব আসমা বিন্‌ত উমায়স ইব্‌ন মা‘দ, পৃ. ১৪-১৫

১০১ নাম আসমা, উপাধী ‘যাতুন কিতাকায়ন’ রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর পিতা আবূ বকর (রা.) মদীনায় হিজরাতের প্রাককালে তিনি তাঁদের থলেতে কিছু পাথেয় এবং একটি মশকে পানি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তার মুখ বাঁধার জন্য হাতের নাগালে কোন রশি খুজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে নিজের কোমারের নিতাক বা বন্ধনী খুলে দুই টুকরা করে থলে ও মশকের মুখ বেঁধে দেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জন্য দু‘আ করেন এভাবে: ‘আল্লাহ যেন তাঁকে এর বিনিময়ে জান্নাতে দুইটি নিতাক দান করেন।’ এ থেকে তিনি যাতুন নিতাকায়ন উপাধীতে ভূষিতা হন। মাতার নাম কায়লা বা কাতিলা বিন্‌ত আব্দুল উয্‌যা। নানা আব্দুল উয্‌যা ছিলেন কুরায়শদের বিখ্যাত সর্দার। উম্মুল মু‘মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) হলেন তাঁর বৈমাত্রেয় বোন। ইসলামের প্রাথমিক পর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে মাত্র ১৭ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ৭৩ হিজরীতে জামাদিউল আউয়াল মাসে একশত বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনিই মুহাজির মহিলাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (স.) এ থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮টি। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব আসমা বিন্‌ত আবী বকর আস-সিদ্দীক, পৃ. ১৭৮১; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব আসমা বিন্‌ত আবী বকর, পৃ. ৭; *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব আসমা বিন্‌ত আবী বকর, পৃ. ৫২০; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮-৩৭৩

১০২ নাম আসমা, কুনিয়াত উম্মু সালামা বা উম্মু আমির। পিতার নাম ইয়াযীদ। তিনি হযরত মু‘আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) এর ফুফাতো বোন এবং উম্মুল মু‘মিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.) এর বান্ধবী ছিলেন। স্বামী গৃহে গমনের সময় হযরত ‘আয়িশা (রা.) কে যারা সাজিয়ে-গুজিয়ে প্রস্তুত করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন, হযরত আসমা (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতমা। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, দীনদার ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর গৃহে প্রায়ই গমন করতেন, তাঁর খেদমত করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্‌ন আস-সাকান, পৃ. ১৭৮৭; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্‌ন

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা-৭৬	৫৪	৫২	২৫
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) ৬৫	১২	১৪	০৭
উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) - ৬০	২০	১৪	০৮
হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আউস ৬০	২	১	–
হযরত যুবাইর ইব্ন মুত'য়িম-৬০	২২	১৩	০১
হযরত আসমা বিন্ত উমায়স- ৬০	০১	০৫	০৩
হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর- ৫৮	২৭	১৬	০৮
হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ-৮২	–	–	–

আমরা উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা, উম্মু হাবীবা ও হাফসা (রা.) এর সমস্তরের রাবী রয়েছে আরো পাঁচ জন দুইজন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। এই পাঁচ জন সাহাবীর এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উম্মুল মু'মিনীন এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি বা কম। অথচ সর্বাধিক সহীহ হিসেবে খ্যাত বুখারী, মুসলিম ও মুআ'ত্তায় তাঁদের চেয়ে উম্মুল মু'মিনীন তিন জনের হাদীস অনেক বেশি স্থান পেয়েছে।

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর শারাইত মোতাবেক উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা, উম্মু হাবীব ও হাফসা (রা.) এর হাদীস তাঁদের সমসাময়িক ও সমমানের সাহাবী রাবীগণের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ হিসেবে গন্য হয়েছে।

চার. যয়নাব বিন্ত জাহশ (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহশ (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা (১১) এগারটি। তাঁর সমপর্যায়ের রাবী রয়েছেন দুইজন হযরত বুসরা বিন্ত সাফওয়ান[১০৩] (রা.) ও যুবা'আ বিন্ত আয-যুবায়র[১০৪] (রা.) তাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও ১১ এগারটি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রথম স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলোঃ

আস-সাকান ইব্ন রাফি, পৃ. ১৬; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব আসমা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্ন আস-সাকান, পৃ. ৫২৫; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব আসমা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্ন আস-সাকান, পৃ. ২১; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২-৩৩৫

১০৩ নাম (بسرة) বুসরা, পিতার নাম সাফওয়ান ইব্ন নাওফিল ইব্ন আসাদ বিন আব্দুল উযযা। মাতার নাম সালিমা বিন্ত উমাইয়্যা ইব্ন হারিসা। তিনি ছিলেন ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল এর ভাতিজী। তিনি হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বাই'য়াত গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করেন। মুগীরা ইব্ন আবুল আস (রা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এগারটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব বুসরা বিন্ত সাফওয়ান, পৃ. ৩৮; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব বুসরা বিন্ত সাফওয়ান, পৃ. ৫১; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭ - ৪২৮

১০৪ নাম (ضباعة) যুবা'আ, পিতার নাম যুবায়র ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দুল মান্নাফ। মাতার নাম আতীকা বিন্ত আবূ ওয়াহাব। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচাতো বোন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে মিকদাদ ইব্ন উমার ইব্ন সা'লাবা (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) ও স্বামী মিকদাদ (রা.) এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এগারটি। দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব যুবা'আ বিন্ত যুবায়র, পৃ. ১৮৭৪; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব যুবা'আ বিন্ত যুবায়র, পৃ. ২২০; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬- ৪৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৪

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.) ১১	১০	৭	০৩
হযরত বুসরা বিন্‌ত সাফওয়ান (রা.) -১১	–	–	০১
যুবা'আ বিন্‌ত আয-যুবায়র (রা.) -১১	০১	০৩	–

উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহশ (রা.) এর সমসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী রয়েছে আরো দুই জন হযরত বুসরা বিনত সাফওয়ান ও যুবা'আ বিনত আয-যুবায়র (রা.) এ তিনজনের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা একেবারে সমান অর্থাৎ ১১টি। সর্বাধিক সহীহ কিতাব বুখারীতে হযরত যয়নাব (রা.) এর ১১টি হাদীসের মধ্যে ১০টিই স্থান পেয়েছে। অথচ অপর দুই জনের মধ্যে হযরত যুবা'আ (রা.) এর ১১টির মধ্যে ০১টি ও হযরত বুসরা (রা.) এর ১১টি হাদীস থেকে একটিও বুখারীতে স্থান পায় নি। প্রায় অনুরূপ অবস্থা সহীহু মুসলিম ও মুআত্তা কিতাবদ্বয়েও দেখা যাচ্ছে।

অতএব এ অবস্থা দেখে খুব সহজেই বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর শরায়িত অনুসারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহশ (রা.) এর হাদীস তাঁর সমকক্ষ দুই জন হযরত বুসরা ও যুবা'আ (রা.) এর হাদীসের তুলনায় বেশি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে।

পাঁচ. হযরত সাফীয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যাবিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) এর বর্ণিত সর্বমোট হাদীস ১০টি। একই সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন আরও চারজন মহিলা সাহাবী (রা.)। তাঁরা হলেনঃ উম্মু মুবাশশির আল-আনসারীয়্যা,[১০৫] উম্মু কুরয,[১০৬] উম্মু কুলসূম বিন্‌ত উকবা,[১০৭] উম্মু হিশাম বিন্‌ত হারিসা আল-

---

[১০৫] নাম খালীদাহ (خليدة), কুনিয়াত উম্মু মুবাশশির বা উম্মু বাশর। পিতার নাম আল-বারা ইব্‌ন মারূর আল-আনসারীয়্যা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী হলেন জলীলুল কদর সাহাবী হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত সর্বমোট হাদীস দশটি। দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব উম্মু বাশর ইব্‌নাতুল বারা'আ, পৃ. ২৯৪; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব উম্মু বাশর বিন্‌ত আল-বারা'আ, ৩৬৪; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬- ৪৪৭

[১০৬] উম্মু কুরয (أم كرز) সম্ভবত এটি তাঁর কুনিয়াত, তবে তিনি এনামেই পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না অথবা এটিই তাঁর একমাত্র নাম। তিনি বনূ কা'ব শাখার খুযা'আ কবীলার একজন ভদ্র মহিলা। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) কুরবানীর উটের গোস্ত বণ্টন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি দশটি হাদীস বর্ণনা করেন। দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব উম্মু কুরয আল-খুযা'আ, পৃ. ৩৭২; *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব উম্মু কুরয আল-খুযা'আইয়্যা, ১৯৫১; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব উম্মু কুরয অল-খুযা'আইয়া, ৪৫৮; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

[১০৭] উম্মু কুলসূম (أم كلثوم) সম্ভবত এটা তাঁর কুনিয়াত, এ নামেই তিনি পরিচিত, তাঁর আসল নাম জানা যায় না। তাঁর পিতার নাম উকবা ইব্‌ন আবূ মুঈত। মাতার নাম (أروى) আরওয়া বিন্‌ত কুরায়য ইব্‌ন রাবী'য়া। তিনি হযরত উসমান (রা.) এর বৈপিত্রেয় বোন। মহিলাদের মদীনায় হিজরাতের আগেই উম্মু কুলসূম (রা.) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মদীনায় হিজরাতকারী প্রথম নারী। বিশিষ্ট্য সাহাবী হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.) তাঁর প্রথম স্বামী। তিনি মূতার যুদ্ধে শহীদ হলে যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি তালাক দিলে আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি ইনতিকাল করলে মিসর বিজেতা হযরত আমর ইব্‌নুল আ'স (রা.) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত উম্মু কুলসূম (রা.) হযরত আলী (রা.) এর খেলাফত কালে ইনতিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দশটি। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব উম্মু কুলসূম বিন্‌ত উকবা ইব্‌ন আবূ মু'য়ীত; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, বাব উম্মু কুলসূম বিন্‌ত উকবা; *আল-ইসাবা ফী*

Dhaka University Institutional Repository

আনসারিয়্যা।[১০৮] নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রথম স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলো:

সারণি নং ৫

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.)- ১০	৬	৪	–
উম্মু মুবাশ্‌শির আল-আনসারীয়্যা-১০	–	০১	–
উম্মু কুরয (রা.) ১০	–	–	–
উম্মু কুলসূম বিন্‌ত উকবা ১০	১	০১	–
উম্মু হিশাম বিন্‌ত হারিসা আল-আনসারিয়্যা ১০	–	০১	–

আমরা উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০টি। এর মধ্যে সহীহুল বুখারীতে ৬টি সহীহু মুসলিমে ৪টি স্থান পেয়েছে এবং মুআ'ত্তায় তাঁকে নিয়ে ০৩টি অর্থাৎ তিনি হাদীসের বর্ণনাকারী নন; তবে তিনি হাদীসের প্রধান চরিত্র বা উপজীব্য বিষয়। অপরদিকে হযরত সাফীয়্যা (রা.) সমমানের রাবী হলেন ৪ জন যথা : উম্মু মুবাশ্‌শির, উম্মু কুরয, উম্মু কুলসূম ও উম্মু হিশাম (রা.)। তাঁদের সকলেরই বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০টি কিন্তু উম্মু কুলসূম (রা.) এর মাত্র একটি (১) হাদীস বুখারীতে স্থান পেয়েছে। আর কারোই কোন হাদীস বুখারীতে স্থান পায় নি। সহীহু মুসলিমে একটি একটি করে তাঁদের তিন জনের তিনটি (৩) হাদীস স্থান পেয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর শারাইত মোতাবেক উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস তাঁদের সমসাময়িক ও সমমানের সাহাবী রাবীগণের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

ছয়. হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) এর বর্ণিত মোট হাদীস (৭) সাতটি। হাদীস বর্ণনায় তাঁর সমমানের রাবী আছে আরও তিনজন। তাঁরা হলেন, উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান,[১০৯] উম্মু খালিদ বিন্‌ত

তাময়ীযিস সাহাবা, খ. ৮, বাব উম্মু কুলসূম বিন্‌ত উকবাহ ; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩-৪৪৫

১০৮ উম্মু হিশাম (أم هشام) এ কুনিয়াতেই তিনি পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। পিতা হারিসা ইব্‌ন আন-নুমান আল-আনসারিয়্যাহ। মাতা উম্মু খালিদ বিন্‌ত খালিদ ইব্‌ন ইয়াঈশ ইব্‌ন কায়স। উম্মু হিশাম রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আতে রিদওয়ানেও তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন। উমারা ইব্‌নুল হাবহাব ইব্‌ন সা'দ (রা.) হলেন তাঁর স্বামী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে দশটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আব্দুর রহমান ইব্‌ন সা'দ ও খাবীব ইব্‌ন আব্দুর রহমান ও আমারা হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, বাব উম্মু হিশাম, পৃ. ৩৯৫; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব উম্মু হিশাম, পৃ. ৪৮৭

১০৯ উম্মু হারাম (أم حرام) এ উপনামই তাঁর নামে পরিণত হয়। কারণ তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম রুমাইসা বা গুমাইসা কিন্তু তা সঠিক নয়। পিতার নাম মিলহান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুন্দুব। তাঁর মায়ের নাম মুলায়কা বা মালিকা। পিতার দিক থেকে উম্মু হারাম (রা.) সালমা বিন্‌ত যায়দ বা সালমা বিন্‌ত আমর ইব্‌ন যায়দ নাযারীর পৌত্রী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব এর মাতা ছিলেন। এ দিক থেকে উম্মু হারাম (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খালা বলা হতো। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) এর মাতা উম্মু সুলায়ম (রা.) তাঁর সহোদরা ছিলেন এবং হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা.) ছিলেন সহোদর। তিনি তাঁর ভাই হারাম ইব্‌ন মিলহান ও বোন উম্মু সুলায়ম এর সাথে প্রথম দিকেই মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী আমর ইব্‌ন কায়স উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর ছেলেও শাহাদাত বরণ করেন এবং হারাম ইব্‌ন মিলহানও বিরে মাউনায় শহীদ হন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে দয়ার হকদার বলে মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যখনই কূবার দিকে তাশরীফ আনতেন তখনই উম্মু হারাম (রা.) এর ঘরে মেহমান হতেন। খানা খেয়ে বিশ্রাম করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সাতটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা.) এর

Dhaka University Institutional Repository

খালিদ,[১১০] যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.)।[১১১] তাঁদের সকলের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা (৭) সাতটি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে প্রথম স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলো:

সারণি নং ৬

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) ৭	০১	০১	-
উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা.) - ৭	১	১	-
উম্মু খালিদ বিন্‌ত খালিদ (রা.) -৭	০৬	-	-
যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) -৭	০১	০১	-

সাত. হযরত সাওদা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.) এর বর্ণিত মোট হাদীস (৫) পাঁচটি। তাঁর সমসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী আরোও দুইজন রাবী রয়েছেন: উম্মু বুজায়দ[১১২] ও উম্মু আয়মান[১১৩] (রা.)। নিম্নের ছকের মাধ্যমে সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান দেখানো হলো:

খিলাফত কালে ইনতিকাল করেন। দ্র. *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, বাব উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান, পৃ. ৩০৪; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব উম্মু হারাম, পৃ. ৫৩৭

১১০ তাঁর নাম (أمة) আমাত, উপনাম উম্মু খালিদ, এ নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম খালিদ ইব্‌ন আবূ উহায়হা সা'য়ীদ ইব্‌নুল আস আল-কুরায়শিয়া আল-উমুবিয়্যা। মাতার নাম আমীমা বা হুমায়না বিন্‌ত খালফ ইব্‌ন আস'আদ আল-খুযা'ইয়া। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই হাবশায় হিজরাত করেন এবং হাবশায় অবস্থান কালে উম্মু খালিদ জন্মগ্রহণ করে। প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর তিনি পিতার সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। এরপর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং আমর ও খালিদ নামে দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) হতে সাতটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যু সন জানা যায় না; তবে মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সবশেষে ইনতিকাল করেন। দ্র. *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, খ. ৪, বাব উম্মু খালিদ বিন্‌ত খালিদ, পৃ. ৪৬১; *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, বাব উম্মু খালিদ বিন্‌ত খালিদ, পৃ. ৩১৩; হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৭১

১১১ তাঁর প্রথম নাম ছিল (برة) বাররাহ, রাসূলুল্লাহ (স.) এ নাম পরিবর্তন করে রাখেন (زينب) যয়নাব। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তৃতীয় হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মু সালামা (রা.) কে বিবাহ করেন। তখন যয়নাব দুধের শিশু ছিলেন। মায়ের সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সংসারে আসেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে খুব মহব্বত করতেন। হাটতে শুরু করলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) গোসলের সময় তাঁর চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিতেন, ফলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর চেহারার সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় নি। প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তাঁকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যাম'আ (রা.) এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। তাঁর ঔরসে ৬ ছেলে ও ৩ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হাররার যুদ্ধে তাঁর দুই ছেলে শহীদ হন। এর দশ বছর পর ৭৩ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্য থেকে হযরত 'আয়িশা, মা উম্মু সালামা, উম্মু হাবীবা এবং যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সাতটি। দ্র. *আল-ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, বাব যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা, পৃ. ১৮৫৪-১৮৫৫; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব যয়নাব বিন্‌ত আবী সালামা, পৃ. ২০০-২০২; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, খ. ৮, বাব যয়নাব বিন্‌ত আবী সালামা, পৃ. ১৫৯

১১২ তাঁর প্রকৃত নাম (حواء) হাওয়া। উপনাম উম্মু বুজায়দ, এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর স্বামী কায়স এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট বায়'আত গ্রহণকারী মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেন। দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, বাব হাওয়া উম্মু বুজায়দ আল-আনসারিয়্যা; তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

১১৩ মূল নাম (بركة) বারাকাহ। কুনিয়াত উম্মু আয়মান, এ কুনিয়াতেই তিনি বেশি পরিচিত। পিতার নাম সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হিসন ইব্‌ন মালিক। তিনি আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন এবং মুহাম্মাদ (স.) এর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিবের দাসী। পিতার ইনতিকালের পর উম্মু আয়মান রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাতা আমিনা এর সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৭

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	সহীহুল বুখারীতে	সহীহু মুসলিমে	মুআ'ত্তায়
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) -৫	তাঁকে নিয়ে ৯	তাঁকে নিয়ে ৩	–
হযরত উম্মু বুজায়েদ (রা.) - ৫	–	–	০১
হযরত উম্মু আয়মান (রা.) - ৫	তাঁকে নিয়ে ৩	তাঁকে নিয়ে ৪	–

উপরে উল্লিখিত ছয় ও সাত নং সারণিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ০৭টি এবং উম্মু মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ০৫টি। এই দুই জনের হাদীস সংখ্যায় বেশি কম হওয়ায় তাঁদের সমসাময়িক ও সমমানের রাবীগণের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য ফুটে ওঠে নি; যেমনটি ঘটেছিল অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ক্ষেত্রে। উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। সেগুলো আমলের মাধ্যমে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। পরিবেশ পরিস্থিতি ও তাঁদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সেগুলো বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আসে নি।

দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহ

সুনানু নাসাঈ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী, সুনানু ইব্ন মাজা ও মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরের প্রধান প্রথম চারটি কিতাবকে একত্রে সুনানুল আরবাআ (سنن الاربع) বলা হয়। যেহেতু এই স্তরের কিতাবের সব হাদীস নিশ্চিত সহীহ না; বরং সহীহ, হাসান, দঈফ, মুনকার, মুরসাল, মুনকাতি, শায, মাওদূ ইত্যাদি হাদীসের সমাহার। তাই এ দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহের হাদীসগুলোর সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী[১১৪] সেগুলোকে সহীহ, হাসান, দঈফ, মুনকার, শায, মাওদূ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে যেগুলো সুনানুল আরবাআতে স্থান পেয়েছে; সেগুলো কিতাবের নাম অনুসারে উল্লেখ করে, নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তিক আলাদাভাগে বিভক্ত করে দেখান হয়েছে। এর সাথে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সমসাময়িক ও সমমানের রবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহও অনুরূপভাবে পাশাপাশি উল্লেখ করে তুলনামূলকভাবে দেখানো হয়েছে; যাতে সহজেই বুঝা যায় যে, কোন বর্ণনাকারীর হাদীস অপেক্ষাকৃত বেশি সহীহ।

থাকতেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর দেখা-শুনার দায়িত্ব এক রকম তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। মায়ের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে امى بعد امى বা 'আমার মায়ের পরের মা' বলে অভিহিত করতেন। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, هذه بقية اهل بيتى বা 'এই হলো আমার পরিবারের অবশিষ্ট ব্যক্তি।' রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ফযীলত সম্পর্কে বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَتَزَوَّجْ أم أيمن বা 'যে ব্যক্তি জান্নাতী রমনী বিবাহ করতে চায়, সে যেন উম্মু আয়মানকে বিয়ে করে।' রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে তিনি পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে তিনি ইনতিকাল করেন। দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব উম্মু আয়মান, পৃ. ৪৮০

১১৪ নাসিরুদ্দীন আলবানী: আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইব্ন আদম নাজাতী আল-আলবানী ইউরোপ মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার এশকদারা নগরীতে ১৩৩৩/১৯১৪ সনে জন্মগ্রহন করেন। ১৯২২সালে তিনি পিতার সাথে দামিস্কে চলে আসেন। এখানেই তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর হাদীস ও ফিক্‌হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ইসলামী পত্র-পত্রিকা পড়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন কুসংস্কার, দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ১৯৫৫ খৃ. তিনি দামিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়-এর শরিয়াহ ফ্যাকাল্টির গৃহীত ইসলামী ফিকহ বিষয়ক বিশ্বকোষ এর ব্যবসা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের তাখরীজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এ কাজে গভীরভাবে নিয়োজিত হন। এরপর সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হাদীস কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। ৬০ এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুল হাদীস মনোনীত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা তিন শতাধিক। ১৯৯৯ সালে ২রা অক্টোবর শনিবার আম্মানে নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন। দ্র. ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবিদের অবদান*(ঢাকা: ই.ফা.বা. ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৫), পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এক. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী অর্থাৎ এমন সাহাবী, যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজারের ঊর্দ্ধে ও তিন হাজারের নিচে। এদের সংখ্যা সর্বমোট তিনজন: হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০টি ও হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ২২৮৬টি।[১১৫] নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান এবং সনদ পরীক্ষার ফলাফলা প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

সারণি নং ১

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা		নাসাঈ	আবূ দাউদ	তিরমিযী	ইব্ন মাজা
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)-২২১০		৬৭৯	৪৮৫	৩৮৭	৪১৩
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ ও হাসান	৬৫৮	৪২৬	৩০৯	৩৩৯
	দঈফ	১৩	৫৭	৪৯	৬১
	মুনকার	০৩	০১	০৪	০২
	শায	০৫	০১	০৩	০২
	মাওদূ'	–	–	–	০৩
	মন্তব্য নাই	০৩	–	২২	০৬
হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) - ২৬৩০		৩৯৭	২৮৬	৩৮২	২৯৩
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ ও হাসান	৩৮১	২৪৬	৩০৭	২৩৫
	দঈফ	০৮	২৯	৪০	৪৭
	মুনকার	–	০৩	০১	০২
	শায	০৪	০১	০১	০১
	মাওদূ'	–	০১	০১	০৬
	মন্তব্য নাই	০৪	০৬	৩২	০২
হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-২২৮৬		১৩৭	১৬০	১৬৯	২২৭
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ ও হাসান	১৩১	১৩৯	১৫৭	১৬৭
	দঈফ	০৪	২০	৪৪	৪৮
	মুনকার	০১	–	০১	–
	শায	–	–	০১	০১
	মাওদূ'	–	–	–	০৮
	মন্তব্য নাই	০১	০১	১২	০৩

আমরা উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর সমমানের রাবী রয়েছে আরো দুই জন একজন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হযরত আয়িশা (রা.) এর চেয়ে ৪২০টি বেশি। অথচ দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাব নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাতে তাঁর চেয়ে হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীস বেশি স্থান পেয়েছে যথাক্রমে ২৮২, ১৯৯, ০৫, ১২০টি। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম নাসাঈ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা (রহ.) শর্ত মতেও হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস বেশি গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। অতঃপর তাঁর সমমানের দ্বিতীয় রাবী হলেন হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এর বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা হযরত আয়িশা (রা.) এর মোট হাদীসের সংখ্যার চেয়ে ৭৬টি বেশি। অথচ নাসাঈ, আবূ দাউদ,

---

১১৫ عائشة أم المؤمنين: روت 2210 أحاديث -2 ابن عمر: روى 2630 حديثا -3 أنس بن مالك: روى 2286 حديثا -4 দ্র. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, আল-মাবহাসুল আওয়াল, মা'রিফাতুস সাহাবা, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তিরমিযী ও ইব্ন মাজাতে হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীসের চেয়েও অনেক কম যথাক্রমে ৫৪২, ৩২৫, ২১৮, ৪১৩টি হাদীস কম স্থান পেয়েছে।

অনুরূপভাবে সনদ পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে সহীহ ও হাসান মানের হাদীস তুলনা করলে প্রায় একই অবস্থা দেখা যায়, হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীসসমূহের মধ্যে থেকে নাসাঈতে ৬৭৯টির মধ্যে ৬৫৮টি সহীহ ও হাসান, আবূ দাউদ-এ ৪৮৫টির মধ্যে ৪২৬টি সহীহ ও হাসান, তিরমিযীতে ৩৮৭টির মধ্যে ৩০৯টি সহীহ ও হাসান ও ইব্ন মাজাতে ৪১৩টির মধ্যে ৩৩৯টি সহীহ ও হাসান।

পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) এর হাদীসসমূহের মধ্যে থেকে নাসাঈতে ৩৯৭টির মধ্যে ৩৮১টি সহীহ ও হাসান, আবূ দাউদ-এ ২৮৬টির মধ্যে ২৪৬টি সহীহ ও হাসান, তিরমিযীতে ৩৮২টির মধ্যে ৩০৭টি সহীহ ও হাসান ও ইব্ন মাজাতে ২৯৩টির মধ্যে ২৩৫টি সহীহ ও হাসান

এ তুলনা থেকে সহজে বুঝা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস ইমাম নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (রহ.) এর শারাইত এর আলোকে তাঁর সমসাময়িক ও সমমানের রাবীদের তুলনায় বেশি সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

দুই. হযরত উম্মু সালামা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট ৩৭৮টি।[১১৬] তাঁর সমমানের রাবী অর্থাৎ ৩০০ তিনশতের ঊর্দ্ধে এবং চারশতের নিচে যাঁদের বর্ণনা, এমন রাবীর সংখ্যা দুইজন: আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ৩৬০[১১৭] এবং হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) এর হাদীসের সংখ্যা ৩০৫।[১১৮] নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান সনদ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

সারণি নং ২

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা		নাসাঈ	আবূ দাউদ	তিরমিযী	ইব্ন মাজা
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)- ৩৭৮		৭৮	৬২	৬৭	৬৫
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ ও হাসান	৭১	৪০	৫০	৪৭
	দঈফ	০৫	১৯	১১	১৪
	মুনকার	-	০১	-	০১
	শায	০১	-	-	০১
	মাওদূ'	-	-	-	মুরসাল ০১
	মন্তব্য নাই	০১	০২	০৬	০১
আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী (রা.)- ৩৬০		০১	০২	০১	০১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ ও হাসান	০১	০২	০১	০১
হযরত বারা'আ ইব্ন আযিব (রা.) -৩০৫		২৭	২৬	৩১	২৫
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ ও হাসান	২৫	২০	২৬	২২
	দঈফ	০১	০৫	০৩	০৩
	মন্তব্য নাই	০১	০১	০২	–

আমরা উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর সমমানের রাবী রয়েছে আরো দুই জন হযরত আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী ও হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর চেয়ে সামান্য কম। কিন্তু দ্বিতীয়

১১৬ وَيَبْلُغُ مُسْنَدُهَا ثَلاَثَ مائَةٍ وَثَمَانِيَةً وَسَبْعِيْنَ حَدِيْثاً দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ২, পৃ. ৪৬৭

১১৭ وَلَهُ فِي مُسْنَدِ بَقِيٍّ ثَلاَثُ مائَةٍ وستون حديثًا দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪০

১১৮ (مُسْنَدُهُ) : ثَلاَثُ مائَةٍ وَخَمْسَةُ أَحَادِيْثَ. দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

স্তরের সহীহ কিতাব নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাতে তাঁদের দু'জনের চেয়ে হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে।

অপরদিকে নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাতে স্থান পাওয়া উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীসের মধ্যে থেকে সহীহ ও হাসান পর্যায়ে রয়েছে যথাক্রমে ৭১, ৪০, ৫০ও ৪৭টি কিন্তু উক্ত কিতাবসমূহে স্থান পাওয়া হযরত আবূ মূসা (রা.) এর হাদীসের মধ্য থেকে সহীহ ও হাসান পর্যায়ে রয়েছে যথাক্রমে ০১, ০২, ০১ ও ০১টি। তেমনি ভাবে অপর রাবী হযরত বারাআ (রা.) এর হাদীসের মধ্য থেকে সহীহ ও হাসান পর্যায় রয়েছে যথাক্রমে ২৫, ২০, ২৬ ও ২২টি

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, বুখারী, মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর ন্যায় সুনানুল আরবাআ এর ইমামদের শরায়িত অনুসারেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর হাদীস বেশি সহীহ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

তিন. হযরত মায়মূনা, উম্মু হাবীবা ও হাফসা (রা.) ও তাঁদের সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা, হযরত উম্মু হাবীবা ও হযরত হাফসা (রা.) এই তিনজনের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬, ৬৫ ও ৬০। এ তিনজনের সমপর্যায়ের রাবী অর্থাৎ যাদের হাদীসের সংখ্যা একশতের নিচে এবং পঞ্চাশের উর্দ্ধে। এ পর্যায়ে পুরুষের মধ্যে রয়েছেন দুইজন: হযরত শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা.) হাদীস ৬০টি ও যুবাইর ইব্‌ন মুত'য়িম (রা.) হাদীস ৬০টি। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন, আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা.) হাদীস ৬০টি, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা.) হাদীস ৫৮টি ও আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা.) হাদীস সংখ্যা ৮২টি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান সনদ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

সারণি নং ৩

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	নাসাঈ	আবূ দাউদ	তিরমিযী	ইব্‌ন মাজা
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা-৭৬	২৮	১৪	০৫	১১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	২৭সহীহ/ হাসান ১ শায	সবই সহীহ ও হাসান –	সবই সহীহ –	সবই সহীহ –
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা-৬৫	৩৬	০৯	১১	০৮
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	৩ দঈফ	সবই সহীহ	১ দঈফ, ১ মন্তব্য নাই	২ দঈফ
উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) -৬০	৩৯ (৩৭ সহীহ)	৬ (৫ সহীহ)	৬	৭
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	১ দঈফ, ১ মুনকার	১ হাসান	সবই সহীহ	সবই সহীহ
হযরত শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস ৬০	৭	৫	৫	৬
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	১ দঈফ	১ দঈফ	২ দঈফ	৩ দঈফ
হযরত যুবাইর ইব্‌ন মুত'য়িম-৬০	১৩	১৭	১২	১১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	১ দঈফ	৩ দঈফ	১ দঈফ	১ দঈফ
হযরত আসমা বিন্‌ত উমায়স- ৬০	০১	২	৩	২ (১ দঈফ)
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	৬ তাকে নিয়ে	২ তাকে নিয়ে	৬ তাকে নিয়ে	৪ তাকে নিয়ে
হযরত আসমা বিন্‌ত আবূ বকর- ৫৮	১০	১০	১১	৯
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	সবই সহীহ	১ দঈফ ১ মন্তব্য নাই	১ দঈফ
হযরত আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ-৮২	২	৬	৯	৭
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই দঈফ	৩ দঈফ	২ দঈফ ১ মন্তব্য নাই	২ দঈফ

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা, উম্মু হাবীবা ও হাফসা (রা.) এর সমস্তরের রাবী রয়েছে আরো পাঁচ জন; দুইজন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। এই পাঁচ জন সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উম্মুল মু'মিনীন এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি বা কম। অথচ দ্বিতীয় স্তরের সহীহ হিসেবে খ্যাত নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাতে তাঁদের চেয়ে উম্মুল মু'মিনীন তিন জনের হাদীস অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। আবার সহীহ ও হাসান মানের হাদীসও তাঁদের সমমানের পাঁচ জনের তুলনায় অনেক বেশি।

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক (রহ.) এর সুনানুল আরবাআ এর ইমামদের শারাইত মোতাবেক উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা, উম্মু হাবীব ও হাফসা (রা.) এর হাদীস তাঁদের সমসাময়িক ও সমমানের সাহাবী রাবীগণের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

চার. যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা (১১) এগারটি। তাঁর সমপর্যায়ের রাবী রয়েছেন দুইজন হযরত বুসরা বিন্‌ত সাফওয়ান (রা.) ও যুবা'আ বিন্‌ত আয-যুবায়র (রা.) তাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও ১১ এগারটি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান সনদ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

সারণি নং ৪

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	নাসাঈ	আবূ দাউদ	তিরমিযী	ইব্‌ন মাজা
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.)- ১১	**৩**	**৩**	**৫**	**২**
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	সবই সহীহ	সবই সহীহ	সবই সহীহ
হযরত বুসরা বিন্‌ত সাফওয়ান (রা.) -১১	৫	১	১	১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	সহীহ	সহীহ	সহীহ
যুবা'আ বিন্‌ত আয-যুবায়র (রা.) -১১	২	২ (১ সহীহ)	১	২ (১ সহীহ)
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	১ দঈফ	সহীহ	১ দঈফ

উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহ্‌শ (রা.) এর সমসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী রয়েছে আরো দুই জন হযরত বুসরা বিনত সাফওয়ান ও যুবা'আ বিনত আয-যুবায়র (রা.) এ তিনজনের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা একেবারে সমান অর্থাৎ ১১টি। দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাব সুনানুল আরবাআতে হযরত যয়নাব (রা.) এর ১১টি হাদীসের মধ্যে ৩, ৩, ৫ ও ২টি স্থান পেয়েছে এবং সবগুলোই সহীহ ও হাসান স্তরের হাদীস। অথচ অপর দুই জনের মধ্যে হযরত যুবা'আ (রা.) এর ১১টির মধ্যে ৫, ১, ১ ও ১টি ও হযরত বুসরা (রা.) এর ১১টি হাদীস থেকে ২, ২, ১ ও ১ স্থান পায়।

অতএব এ অবস্থা দেখে খুব সহজেই বুঝা যায় যে, সুনানুল আরবাআ এর ইমামদের এর শরায়িত অনুসারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহ্‌শ (রা.) এর হাদীস তাঁর সমকক্ষ দুই জন হযরত বুসরা ও যুবা'আ (রা.) এর হাদীসের তুলনায় বেশি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. হযরত সাফীয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.) এর বর্ণিত সর্বমোট হাদীস ১০টি। একই সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন আরও চারজন মহিলা সাহাবী (রা.)। তাঁরা হলেন: উম্মু মুবাশশির আল-আনসারীয়্যা, উম্মু করয, উম্মু কুলসূম বিন্ত উকবা, উম্মু হিশাম বিন্ত হারিসা আল-আনসারিয়্যা। নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান সনদ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

সারণি নং ৫

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	**নাসাঈ**	**আবূ দাউদ**	**তিরমিযী**	**ইব্ন মাজা**
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.)- ১০	৩	২	৩	৩ (২ সহীহ)
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	সবই সহীহ	সবই সহীহ	১ দঈফ
উম্মু মুবাশশির আল-আনসারীয়্যা-১০	–	২	১	–
		সবই সহীহ	সহীহ	–
উম্মু করয (রা.) ১০	৪	৩	১	৩
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	সবই সহীহ	সহীহ	সবই সহীহ
উম্মু কুলসূম বিন্ত উকবা ১০	–	১	১	১
	–	সহীহ	সহীহ	সহীহ
উম্মু হিশাম বিন্ত হারিসা আল-আনসারিয়্যা ১০	১	২	–	–
	শায	সবই সহীহ	–	–

উপরে উল্লিখিত সারণিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০টি। এর মধ্যে নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাতে যথাক্রমে ৩, ২. ৩ ও ৩টি স্থান পেয়েছে। অপরদিকে হযরত সাফীয়্যা (রা.) সমমানের রাবী হলেন ৪ জন যথা : উম্মু মুবাশ্শির, উম্মু কুরয, উম্মু কুলসূম ও উম্মু হিশাম (রা.)। তাঁদের সকলেরই বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০টি কিন্তু তাঁদের মধ্যে দুই জন উম্মু কুরয ও উম্মু হিশাম এর ৪ ও ১ হাদীস নাসাঈতে স্থান পেয়েছে। আর কারোই কোন হাদীস নাসাঈতে স্থান পায় নি। অনুরূপভাবে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্নু মাজাতেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস তুলনামূলকভাবে বেশি স্থান পেয়েছে তাঁর সমমানের চার জন রাবীর হাদীসের চেয়ে।
এ দ্বারা বুঝা যায় যে, সুনানুল আরবাআ এর ইমামগণের শারাইত অনুসারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হাদীস তাঁদের সমসাময়িক ও সমমানের সাহাবী রাবীগণের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

ছয়. হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) এর বর্ণিত মোট হাদীস (৭) সাতটি। হাদীস বর্ণনায় তাঁর সমমানের রাবী আছে আরও তিনজন। তাঁরা হলেন, উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান, উম্মু খালিদ বিন্ত খালিদ, যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা.)। তাঁদের সকলের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা (৭) সাতটি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান সনদ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৬

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	নাসাঈ	আবূ দাউদ	তিরমিযী	ইব্ন মাজা
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) ৭	১	৩	১	–
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ	সবই সহীহ	সহীহ	–
উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা.) - ৭	১	২	১	১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	–	–	–	–
উম্মু খালিদ বিন্ত খালিদ (রা.) -৭	–	১	–	–
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	–	–	–	–
যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা.) -৭	২	২	১	১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	–	–	–	–

সাত. হযরত সাওদা (রা.) ও তাঁর সমমানের রাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.) এর বর্ণিত মোট হাদীস (৫) পাঁচটি। তাঁর সমসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী আরোও দুইজন রাবী রয়েছেন: উম্মু বুজায়েদ ও উম্মু আয়মান (রা.)। নিম্নের ছকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের সহীহ কিতাবসমূহে তাঁদের হাদীসের অবস্থান সনদ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করে বিশুদ্ধতার পর্যায় দেখানো হলো:

সারণি নং ৭

নাম ও সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা	নাসাঈ	আবূ দাউদ	তিরমিযী	ইব্ন মাজা
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) -৫	১ (৬ তাঁকে নিয়ে)	১	১	৩ তাঁকে নিয়ে
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সবই সহীহ	সহীহ	সহীহ	সবই সহীহ
হযরত উম্মু বুজায়েদ (রা.) ৫	১	১	১	০০
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	সহীহ	সহীহ	সহীহ	–
হযরত উম্মু আয়মান (রা.) -৫	১	–	–	১
নাসিরুদ্দীন আলবানীর সনদ নিরীক্ষার পর প্রদত্ত অভিমত	মুনকার	–	–	হাসান

উপরে উল্লিখিত ছয় ও সাত নং সারণিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়্যা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ০৭টি এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ০৫টি। এই দুই জনের হাদীস সংখ্যা বেশি কম হওয়ায় তাঁদের সমসাময়িক ও সমমানের রাবীগণের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য ফুটে ওঠে নি; যেমনটি ঘটেছিল অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর ক্ষেত্রে। উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনেক হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। সেগুলো আমলের মাধ্যমে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। পরিবেশ পরিস্থিতি ও তাঁদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সেগুলো বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আসে নি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু বিবাহ : হাদীস বর্ণনার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন ৪০ বছর বয়স্কা মহিলা হযরত খাদীজা (রা.) কে বিবাহ করেন। ৬৫ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) এন্তেকাল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স ৫০ বছর। ভরা যৌবনে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত, যতদিন হযরত খাদীজা (রা.) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি আর কোন বিবাহ করেন নি। বার্ধক্য বয়সে অর্থাৎ ৫০ থেকে ৬৩ এ ১৩ বছরে তিনি বহু স্ত্রী গ্রহণ করেন। তবে বহু স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম প্রবর্তক নন; বরং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা ছিল এবং বর্তমানেও আছে। ইয়াহুদীরাও বহু স্ত্রী গ্রহণ করত। যেমন: আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান (আ.) এর ৭০০ জন স্ত্রী ও ৩০০ জন দাসী ছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ কিতাবে উল্লেখ করেন, হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ.) বলেন, আমি আজ রাতে একশত স্ত্রীর সাথে মিলন করব। আর প্রত্যেক স্ত্রী একটি করে পুত্র সন্তান জন্ম দিবে। তারা সকলেই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে। তখন (তাঁর সাথি) মালিক বললেন, ইনশা আল্লাহ বল। কিন্তু তিনি ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর তিনি তাঁর একশত স্ত্রীর সাথে মিলন করলেন; কিন্তু মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভে একটি অপূর্নাঙ্গ সন্তান জন্মগ্রহণ করল আর কারো গর্ভে কোন সন্তানই হল না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যদি সে ইন্‌শা আল্লাহ বলত, তবে প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভেই পুত্র সন্তান হতো।[১১৯]

অপর দিকে খ্রিস্টান ধর্মসহ পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই বহু বিবাহের অনুমতি আছে।[১২০] এছাড়াও বহুবিবাহ পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলের সাধারণ সুন্নাত ছিল। যেমন: হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর তিন জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন হাজেরা, সারা ও কতূরা।[১২১] হযরত ইয়াকূব (আ.) এর চার জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন লায়আ, রাহীল, যিলফা ও বালিহা।[১২২] হযরত মূসা (আ.) এর তিন জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন- সফূরা, আল-কূশিয়া ও বিনতুল কায়নী।[১২৩] হযরত দাউদ (আ.) এর নয় জন স্ত্রী ছিলেন।[১২৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্মভূমি আরব দেশের অধিবাসীদের দশ বা দশের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অতি সাধারণ রীতি ছিল। যেমন: হযরত কায়স ইব্‌ন সাবিত যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর আট জন স্ত্রী ছিল। হযরত গায়লান ইব্‌ন সালামা আস-সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল।[১২৫] হযরত নাওফিল ইব্‌ন মুআবিয়ার নিকট পাঁচ জন স্ত্রী ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স.)

---

১১৯ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু কাওলির রজুলি লাআতুফান্নাল লাইলাতা আলা নিছাই, হাদীস নং ৫২৪২; *ফাতহুল বারী*, খ. ১৯, পৃ. ৩৩৯

১২০ وكانت الكنيسة النصرانية تأذن في التعدد ولا تعارض فيه দ্র. *মাজাল্লাতুল বুহূস আল-ইসলামিয়্যা*, খ. ২৫, বাব হিকমাতু তাআদ্দুদি যাওজাতির রসূল (স.), পৃ. ১৯৫

১২১ كان لابراهيم عليه السلام ثلاث زوجات حسبما ورد فى التوراة والانجيل- هاجر - سارة – قطورة দ্র. মাহমূদ মাহদী আল-ইস্তামবূলী ও মুস্তফা আবুন নসর আশ-শিবলী, *নিসউ হাওলার রাসূল* স.(জেদ্দা: মাকতাবাতুস সাওয়াদী লিত-তাওযী, ৫ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৫), বাব তয়াদ্দুদু যাওজাতির রসূল (স.), পৃ. ৩২৮

১২২ كان ليعقوب عليه السلام اربع زوجات هن ليئة – راحيل – زلفة - بلهة দ্র. *নিসউ হাওলার রাসূল* (স.), বাব তয়াদ্দুদু যাওজাতির রসূল (স.), পৃ. ৩২৯

১২৩ وكان لموسى عليه السلام ثلاث زوجات هن صفورة – المرأة الكوشية – بنت القينى দ্র. প্রাগুক্ত, বাব তয়াদ্দুদু যাওজাতির রসূল (স.), পৃ. ৩৩০

১২৪ وكان لداودعليه السلام تسع وزوجات দ্র. প্রাগুক্ত, বাব তয়াদ্দুদু যাওজাতির রসূল (স.), পৃ. ৩৩০

১২৫ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুন নিকাহ, বাব মাজা'আ ফির রজুলি ইউসলিমু ওয়া 'ইন্দাহু 'আশরু নিছওয়াতিন, হাদীস নং ১১২৮; *সুনানু ইব্‌ন মাজা*, কিতাবুন নিকাহ, বাবুর রজুলি ইউসলিমু ওয়া ইন্দাহু আকসারু মিন আরবায়ি নিছওয়াতিন, হাদীস নং ১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদেরকে বললেন, তোমরা চার জন পছন্দ করে স্ত্রী হিসেবে রাখ, আর বাকীদের ছেড়ে (তালাক) দাও।[১২৬]

সর্বোপরি বহু বিবাহের অনুমতি মহান আল্লাহ তা'আলাই তাঁর প্রিয় রাসূল (স.) কে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী- হে নবী! আমরা আপনার জন্য সে সকল স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি, যাদের মোহরানা আপনি আদায় করেছেন। আর আপনার করায়ত্ব দাসীদের আপনার জন্য হালাল করেছি। এ ছাড়াও আপনার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো এবং খালাতো বোন যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে, তাদেরকে বিবাহের জন্য হালাল করেছি এবং কোন মু'মিন নারী নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করলে নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে তাও হালাল। এটা কেবল আপনার জন্য; অন্য কোন মু'মিনের জন্য হালাল নয়।[১২৭] এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীদের সংখ্যা যখন নয় জন হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা আর বিবাহ করতে এবং বিবাহিতদের তালাক দিতে নিষেধ করে দিলেন। যেমন: আল্লাহর বাণী, এরপর আর কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করলেও।[১২৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের ইচ্ছা, যৌবিক চাহিদা ও মনের ইচ্ছা পুরণের জন্য বিবাহ করেন নি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই তিনি বিবাহ করেছেন। পাত্রি পছন্দের বিষয়টিও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশেই সম্পন্ন হয়েছে। যেমন: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে বলেছেন, বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মধ্যে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি একখণ্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হলো, এ হলো আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তাঁর মুখাবরণ উম্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।[১২৯] কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পাত্রি পছন্দ করেছেন এবং বিবাহ কার্যও সম্পাদন করেছেন। যেমন: উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.) এর ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী; অতঃপর যখন যায়দ তার সাথে স্বীয় প্রয়োজন সমাপ্ত করল অর্থাৎ তালাক দিল, তখন আমি তাঁকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম।[১৩০]

ইসলামী শরী'আতের একটি সাধারণ বিধান হলো, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ থাকে, সে ক্ষেত্রে কিয়াস করা যায়েয নাই। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী; আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা হুকম প্রদান করেন তখন কোন মু'মিন নারী ও পুরুষের কোন প্রকার ইখতিয়ার থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হন।[১৩১]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু বিবাহ নিয়ে সমালোচনা করা তো দূরের কথা কিয়াস করলেও ঈমান চলে যায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আলীমুল হাকীম তথা মহা জ্ঞানীদের

---

১২৬ وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات وكان عند نوفل بن معاوية خمس زوجات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات. وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد দ্র. *মাজাল্লাতুল বুহূস আল-ইসলামিয়্যা*, খ. ২৫, বাব হিকমাতু তাআদ্দুদি যাওজাতির রসূল (স.), পৃ. ১৯৫

১২৭ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৫০

১২৮ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ দ্র. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫২

১২৯ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَاكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, খ. ১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু তাজভীযিন নাবিয়্যি (স.) আয়িশাতা, হাদীস নং ৩৮৮৫; খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল আবকার, হাদীস নং ৫০৭৮; খ. ২, কিতাবুত তাবীর, বাবু কাশফিল মারআতি ফিল মানাম, হাদীস নং ৭০১১

১৩০ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৭

১৩১ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মহা জ্ঞানী, তাই তার এ কাজে তথা রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক হিকমাত নিহীত রয়েছে। এ হিকমতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হিকমত হলো, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের পারিবারিক ও নারী বিষয়ে কিছু কিছু বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীসগুলো সংরক্ষরণ ও প্রচার-প্রসারের একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি নিজেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আর আমি নিজেই এর রক্ষক।[১৩২]

পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ঠিক অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসকেও ধ্বংস, বিকৃতি ও বিলুপ্তির করাল গ্রাস হতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হাদীসের উৎপত্তিকাল হতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে এর সংরক্ষণের জন্য সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীস উৎপত্তির পরপরই সরাসরি তা উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও কতিপয় সাহাবীর হাতে সংরক্ষিত থাকে। অতঃপর তাঁদের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস পরবর্তী স্তরগুলোতে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার হাদীস বর্ণনাসূত্রে মুসলিম উম্মা গ্রহণ করেন, যার অধিকাংশ হাদীসই সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদণ্ডে সহীহ ও হাসান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রসূল (স.) কে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে ওহী মাতলুর সাথে সাথে ওহী গায়রি মাতলূ তথা হাদীস বর্ণনার একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস বর্ণনার জন্যই যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যাধিক্য অপরিহার্য ছিল সে বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১. রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)

চল্লিশ বছর বয়স্কা বিধবা মহিলা হযরত খাদীজা (রা.) কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর যৌবনকালের ২৫টি বছর সংসার করেছেন। ৬৫ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) এন্তেকাল করেন, তখন রসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স ৫০ বছর। ওহী নাযিলের পর সকলে যখন তাঁকে অস্বীকার করছিল, মক্কার কাফির-মুশরিক ঐক্যবদ্ধভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছিল, তখন খাদীজা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন, অভয় দিয়েছিলেন, সাহস যোগিয়ে ছিলেন, ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে সব সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে ইসলামের সূচনা পর্বগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত খাদীজা (রা.) এর মত বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, ও ধন্যাঢ্য নারীকে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা দিয়ে ছিলেন। তাঁর হাদীসগুলো সাধারণত হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন। প্রথম ওহী লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স.) কাঁপতে কাঁপতে হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছে আসলেন। সুস্থ্য হওয়ার পর তাঁকে সব ঘটনা জানিয়ে যখন বল্লেন আমি আমার জীবনের উপর আশঙ্কাবোধ করছি, তখন হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে অভয় দিলেন এভাবে: আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।[১৩৩] উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের নিখুঁত চারিত্রিক সনদ বিশ্ববাসী পেয়েছেন। তিনি না হলে হয়ত হাদীসের এ অংশটি মানুষের কাছে এভাবে পৌছত না।

---

[১৩২] إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ দ্র. *আল-কুরআন*, ১৫ : ০৯

[১৩৩] فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওহী, বাবু কাইফা কানা বাদ'উল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ৩; *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাইফা কানা বাদ'উল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

২. রাসূলুল্লাহ (স.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.)

আমুল হুয্ন বা চরম শোকের বছর, রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স যখন ৫০, ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ইসলামের কারণে সর্বহারা মুহাজির ও বিধবা মহিলা হযরত সাওদা (রা.) যখন আশঙ্কা করছেন যদি তিনি পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যান, তবে তারা হয়ত নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে ঈমান কেড়ে নিবে না হয় জীবন কেড়ে নিবে, সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স.) ৫৫ বছর বয়স্কা বিধবা হযরত সাওদা (রা.) এর পাশে দাড়ান, তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৩৪] তাই বাস্তব অবস্থা বলে দিচ্ছে অসহায় বিধবা মুসলিম নারীদের আশ্রয়, নিরাপত্তা বিধানই এই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।
ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের সাথে হযরত সাওদা (রা.) ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন। যেমন: পর্দার আয়াত সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতেন, আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তা করেন নি। এক রাতে 'ইশার সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ দেহের অধিকারিণী। (ফেরার পথে) 'উমার (রা.) তাঁকে ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুক্ম নাযিল করেন।[১৩৫] এ ঘটনার পর পর্দা সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিধান। তাই দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর বিবাহের মধ্যে একটি শর'ঈ প্রয়োজনও নিহীত ছিল।

৩. রাসূলুল্লাহ (স.) এর তৃতীয় স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা.)

রাসূলুল্লাহ (স.) এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী হিসেবে হযরত আয়িশা (রা.) ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে স্বামী সংসারে গমন করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) বয়স ৫৫ বছর। শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বয়সে তিনি যেন নবুওয়াতের মাদরাসায় ভর্তি হয়ে একাধারে ৯টি বছর রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত সান্নিধ্যে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। পবরর্তীতে যিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ (রা.) এর মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সরাসরি কোন ধরনের মাধ্যম ছাড়া হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনিই অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইফ্ক, ঈলা, তাহরীম, তাখয়ীরসহ আরো অগণিত শর'ঈ হুক্ম-আহকাম সংশ্লিষ্ট হাদীস উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তিকালের পর প্রায় অর্ধশতাব্দি যাবত এ পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তীক্ষ্ম মেধাবী ছাত্রী হযরত আয়িশা (রা.) এর বিবাহ যদি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে না হতো, তাহলে অনেক হাদীস বিশেষকরে নারী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ হয়ত মানুষের কাছে অজানাই থেকে যেত। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (স.) এর সাহাবীগণ হাদীস নিয়ে যখনই কোন সমস্যায় পড়তাম, আয়িশা (রা.) কে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে জ্ঞানগর্ভ সমাধান পেতাম।[১৩৬] বিশিষ্ট তাবি'ঈ

---

১৩৪ فتزوج من سودة رضى الله عنها وهى من المؤمنات المهاجرات – فلما توفى زوجها السكران بن عمرو رضى الله عنه خافت إن عادت الى اهلها أن يعذبوها ويفتنوها فى دينها بل ربما قتلوها...وكان عمرها وقتئذ خمس و خمسون سنة দ্র. *নিসউ হাওলার রাসূল* (স.), প্রাগুক্ত, বাব আল-হিকমাতু ওয়াত্ তায়াদ্দুদি আযওয়াজিন নাবিয়্যি (স.), পৃ. ৩৩৫

১৩৫ عن عائشة: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুল ওযূ, বাব খুরুজুন নিছাই লিলবারাযি, হাদীস নং ১৪৬

১৩৬ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْماً দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মিন ফাদলি আয়িশা (রা.), হাদীস নং ৩৮৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মাসরূক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবীগণ এবং বড় বড় তাবি'ঈনও হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন; এমন কি ফারায়িয বিষয়েও।[১৩৭]
এছাড়াও হযরত আয়িশা (রা.) এর বিবাহের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজের চিরাচরিত বহু ভ্রান্ত রীতি ও কুসংস্কার দূর হয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।
রাসূলুল্লাহ (স.) এন্তেকালের সময় হযরত আয়িশা (রা.) এর গৃহে থাকা পছন্দ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এর কারণ হলোঃ আয়িশা (রা.) ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, মনন ও প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারিণী। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইচ্ছা ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোর যাবতীয় কথা, কাজ ও আচরণ যেন পূর্ণরুপে সংরক্ষিত থাকে। আর তার জন্য আয়িশা (রা.)ই বেশি উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এ স্বপ্ন সফল হয়েছিল।[১৩৮] রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকাল মুহূর্তের সব হাদীসই হযরত আয়িশা (রা.) এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে।

তাই দেখা যায় হাদীস ও সুন্নাতের সংক্ষরণ, প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই হযরত আয়িশা (রা.) এর মতো একজন কম বয়স্কা মেধাবী নারীকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

৪. রাসূলুল্লাহ (স.) এর চতুর্থ স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.)

হযরত খুনায়স ইব্ন হুযাফা (রা.) বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে হযরত হাফসা (রা.) বিধবা হন। অতঃপর হযরত উমার (রা.) মেয়ের এহেন দুরবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর দুই বন্ধু হযরত আবূ বকর ও হযরত উসমান (রা.) এর কাছে হাফসা (রা.) কে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন; কিন্তু তাঁরা সাড়া না দেয়ায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে অভিযোগ উত্থাপন করলে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, হাফসাকে বিয়ে করবে উসমানের চেয়েও ভালো এক ব্যক্তি এবং উসমান বিয়ে করবে হাফসার চেয়েও ভালো এক মহিলাকে। তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স.) হাফসা (রা.) কে ঘরে তুলে নেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স ৫৫ বছর।
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত হাফসা (রা.) কে তালাক দেয়ার পর জিবরীল (আ.) এসে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললেন, হাফসা খুব বেশি রোযা পালনকারিণী এবং অধিক সালাত আদায়কারিনী। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন। জিবরীল (আ.) এর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে আবার ফিরিয়ে নেন।[১৩৯]
ড. আবদুল মা'বুদ বলেন, পারিবারিক মনোমালিন্য ও তালাক সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মাধ্যমে হযরত হাফসা (রা.) এর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও শরী'আতের কিছু বিধান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন:

- তালাক দান একটি বৈধ কাজ। যদি সে তালাক হয় কোন প্রয়োজন বা কল্যাণের নিমিত্তে, তবে তা কামালিয়াত বা পূর্ণতার পরিপন্থী নয়।
- খোদ আল্লাহপাক হাফসার বেশি রোযা ও বেশি নামায পড়ার সনদ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন।
- জান্নাতেও তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।
- তাকে খুশি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) দুইটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেন।
- আয়িশা (রা.) বলেন, হাফসা বাপের বেটি। তাঁর বাপ যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ়সংকল্প, হাফসাও তেমন।

---

১৩৭ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأَكَابِرَ يَسْأَلُوْنَهَا، عَنِ الفَرَائِضِ দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন, পৃ. ৪৫৬

১৩৮ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খ. ৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭; *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪

১৩৯ عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، فَرَاجِعْهَا দ্র. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আন-নিসাপুরী, *আল-মুসদাতরাক আলাস সাহীহায়ন*(বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯০), খ. ৪, বাব যিকরু উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিন্ত উমার, হাদীস নং ৬৭৫৪

Dhaka University Institutional Repository

✹ দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাট মনোমালিন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) এর আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয়।[১৪০]

এছাড়াও হযরত আবূ বকর (রা.) এর খিলাফত কালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআনুল কারীমের যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়, তা তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত উমার (রা.) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এ পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) এর যুগে বিভিন্ন এলাকায় কুরআনের লিখন ও পঠনে মতপার্থক্য দেখাদিলে হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত কপিটির সাহায্যে খলীফার তত্ত্বাবধানে কুরায়শী রীতিতে যে কুরআন পূণরায় সংকলিত হয়, তাই আজ আমাদের মাঝে বিদ্যমান।[১৪১] তাই কুরআন সংকলনের ইতিহাসের সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর নামটিও মিশে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে। তাই দেখা যায় যে, হযরত হাফসা (রা.) এর জীবনপরিক্রমাই বলে দেয় যে, এ বিবাহের পেছনে শর'ঈ প্রয়োজন ও গুরুত্ব ছিল প্রধান কারণ।

৫. রাসূলুল্লাহ (স.) এর পঞ্চম স্ত্রী হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.)

উবায়দা ইব্‌নুল হারিস (রা.) বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে হযরত যয়নাব বিনত খুযায়মা (রা.) বিধবা হন। রাসূলুল্লাহ (স.) ৫৫ বছর বয়সে বহুগুণে গুণী বিধবা ও অসহায় যয়নাব (রা.) কে বিবাহ করেন, যিনি উম্মুল মাসাকিন বা গরীব-দুঃখীদের মা হিসেবে বিখ্যাত।[১৪২] রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিয়ের মাত্র তিন বা আট মাস পরেই তিনি এন্তেকাল করেন।[১৪৩] তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.)।[১৪৪] উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে এ ভাগ্য আর কারো হয় নি। যদিও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.)ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় এন্তেকাল করেন, তবে তখন জানাযার বিধান চালু হয় নি।[১৪৫] স্বামী তাঁর স্ত্রীর জানাযার সালাত পড়ানোর একটি জীবন্তরূপ মুসলিম উম্মা এভাবে পেত না যদি হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা.) উম্মুল মু'মিনীন-এর মর্যাদা না পেতেন।

৬. রাসূলুল্লাহ (স.) এর ষষ্ঠ স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা (রা.)

কুরআন পাঠে পারদর্শী ও ইসলামের জন্য যিনি সহায়-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে প্রথমে হাবশা ও পরে মদীনায় হিজরাত করেন, চার জন ইয়াতীম সন্তানের জননী বিধবা ও অসহায় উম্মু সালামা (রা.) কে চতুর্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স.) বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বছর। হিজরাত প্রসঙ্গ উঠলে, তিনি একটু গর্বের সাথে বলতেন, আবূ সালামার পরিবার ইসলামের জন্য যে দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে, আমার জানা মতে আহলুল বায়ত বা নবী পরিবারের আর কেউ তেমন হয় নি।[১৪৬] হুদায়বিয়ার সন্ধির সংকটময় মুহূর্তে বুদ্ধিদীপ্ত ও বিচক্ষণতাপূর্ণ পরামর্শ হাদীসের পাতায় এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[১৪৭] রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ

---

১৪০ *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮

১৪১ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন, বাবু জাময়িল কুরআন, হাদীস নং ৪৯৮৬

১৪২ وكانت تسمى أم المساكين لإحسانها إليهم দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১, বাব গুযওয়াতুল খন্দক, পৃ. ৪৪৩

১৪৩ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১, বাব গুযওয়াতুল খন্দক, পৃ. ৪৪৩; *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫৭

১৪৪ صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১, বাব গুযওয়াতুল খন্দক, পৃ. ৪৪৩

১৪৫ وَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ سُنَّةُ الْجِنَازَةِ الصَّلاةَ عَلَيْهَا দ্র. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫

১৪৬ كانت تقول: ما أعلم أهل بيت أصابهم في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة দ্র. *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, বাব উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়্যা, পৃ. ৩২৯

১৪৭ দেখুন, فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، দ্র. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতে ফিল জিহাদে ওয়াল মুসালাহাতি মা'য়া আহলিল হারবি, হাদীস নং ২৭৩১

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। তাঁর কাছে সব কাজের চেয়ে হাদীস শ্রবণের গুরুত্ব ছিলো বেশি। হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ছিল তাঁর বর্ণাঢ্য দাম্পত্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তা বহু হাদীসের মাধ্যমে ইতিপূর্বে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।[১৪৮] হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আমরণ আপোষহীন, ত্যাগী ও উদারহৃদয়। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু লাভ করায় তাঁর হাদীসের দেখমতের ধারাবাহিকতাও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান ছিল। ইলম হাদীস বিকাশের স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য তাঁর মত একজন প্রতিভাধর নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন ছিল।

৭. রাসূলুল্লাহ (স.) এর সপ্তম স্ত্রী হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা.)

তালাক প্রাপ্তা ফুফাত বোন যয়নাবকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (স.) এর সাথে কোন অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়া ৭ম আসমান থেকে বিবাহ দেন,[১৪৯] তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স ৫৭ বছর। পালক পুত্র আর নিজের ঔরস জাত পুত্র এক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।[১৫০] হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.) কে যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বলে সম্বোধন করতাম। এ আয়াত নাযিলের পর আমরা দ্রুত এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।[১৫১] আরবের হাজার বছরের প্রচলিত কুসংস্কার মুলোৎপাটন করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্ভেজাল সুন্নাহ্ সমাজে কায়েম করার জন্য এ বিবাহ ছিল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তিকালের পর তিনি সর্বপ্রথম এন্তেকাল করেন। তাঁর এন্তেকাল একটি হাদীসের ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ওফাতের পূর্বে একদিন তাঁর স্ত্রীগণকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে খুব দ্রুত আমার সাথে মিলিত হবে।' এখানে তিনি হাত লম্বা দ্বারা দানশীলতা বুঝিয়েছেন। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন শব্দগত অর্থ বুঝে পরস্পর পরস্পরের হাত মেপে দেখতেন কার হাত লম্বা বেশি। কিন্তু হযরত যয়নাব (রা.) যখন সবার আগে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা.) 'হাত লম্বা' এ কথার অর্থ বুঝতে পেরে বললেন: যয়নাব (রা.) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারিণী। কারণ তিনি নিজের হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং তা সদকা করে দিতেন।[১৫২] তাই দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর আনীত জীবন বিধান পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা সরাসরি এ বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

৮. রাসূলুল্লাহ (স.) এর অষ্টম স্ত্রী হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)

মুসলিম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) এর চরম দুশমনের বিধবা স্ত্রী যার স্বামী বনু মুসতালিক যুদ্ধে নিহত হলে তিনি যুদ্ধবন্দী হয়ে হযরত সাবিত ইব্‌ন কায়স ভাগে পড়লে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি বনী মুস্তালিক গোত্র প্রধান হারিস ইব্‌ন আবূ দীদারের কন্যা। আমি কি বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়, আমি নিজেকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।[১৫৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিবাহ সম্পন্ন

---

[১৪৮] عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة تحدث انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهى تمتشط : أيها الناس فقالت لماشطتها لفي رأسي قالت فقالت فديتك إنما يقول أيها الناس قلت ويحك أو لسنا من الناس فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, বাব হাদীসু উম্মি সালামা যাওজিন নাবিয়্যি (স.), হাদীস নং ২৬৫৮৮

[১৪৯] فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا দ্র. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৭

[১৫০] ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ দ্র. আল-কুরআন, ৩৩ : ০৫

[১৫১] أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ২, প্রাগুত্ত, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাব উদঊহুম লিআবাইহিম হুয়া আকসাতু ইন্দাল্লাহ, হাদীস নং ৪৭৮২

[১৫২] عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ দ্র. *সহীহু মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুত্ত, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাতি (রা.), বাবু মিন ফাদাইলি যয়নাব, উম্মুল মু'মিনীন (রা.), হাদীস নং ২৪৫২

[১৫৩] فَقَالَتْ: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ وَقَدْ كَاتَبْتُ فَأَعِنِّي দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৩, বাব জুয়ায়রিয়া (রা.) উম্মুল মু'মিনীন, পৃ. ৫০৭

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে, যদি এই গোত্র প্রধানের মেয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তবে মুসলিমদের সাথে বনূ মুস্তালিক গোত্রের শত্রুতার চির অবসান ঘটবে। হয়েও ছিল তাই। এরপর বনূ মুস্তালিক গোত্রের আর কেউ কোন দিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিরোধিতা করে নি; বরং ক্রমান্বয়ে তারা ইসলামে দীক্ষিত হন।[১৫৪] আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স.) বৈবাহিক সম্পর্ককে ইসলাম প্রচারের একটি বিশ্বস্ত ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেন।

৯. রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবম স্ত্রী হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, ইসলামের প্রধান শত্রু এবং বিখ্যাত কুরায়শ নেতা আবূ সুফইয়ানের মেয়ে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিবাহ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন:[১৫৫] যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৫৬] খাঁটি ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারিণী, যিনি ঈমানের কারণে মাতা-পিতাসহ সকল আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছেন, অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন, দেশ ত্যাগ করেছেন, বিদেশে বিধবা হয়েছেন তবুও ঈমানের উপর তিনি ছিলেন অটল। রাসূলুল্লাহ (স.) ৫৭ বছর বয়সে এমন একজন পরীক্ষিত ঈমানদার নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে হাদীসের প্রধান উৎসের কাছে সার্বক্ষণিক অবস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। আর তিনি সে উৎস থেকে সরাসরি অসংখ্য হাদীস গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তিকালের পরেও প্রায় ৩৩ বছর যাবত তিনি অসংখ্য সাহাবী ও তাবি'ঈনকে সে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন।

১০. রাসূলুল্লাহ (স.) এর দশম স্ত্রী হযরত সাফীয়্যা (রা.)

হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর পিতা, স্বামী, ভাইসহ সকল নিকটআত্মীয় নিহত হলে যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দেখা করলে, রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কট্টর ইয়াহুদী তোমার পিতাকে আমার শত্রুতায় সদা ব্যস্ত অবস্থায়ই আল্লাহ নিয়ে গেছে। তখন সাফীয়্যা (রা.) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! (স.) আল্লাহ তা'আলা তো কিতাবে বলেছেন, কেউ অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না।[১৫৭] তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে স্বাধীনতা দিয়ে বললেন, তুমি যদি ইসলাম পছন্দ কর,তবে তোমাকে আমার জন্য রাখব। আর যদি ইয়াহুদী ধর্ম পছন্দ কর, তবে আমি তোমাকে অচিরেই মুক্ত করে দেব, যাতে তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হতে পার। সাফীয়্যা (রা.) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (স.) আপনার এখানে আগমনের অনেক আগেই আমি ইসলামকে পছন্দ করেছি এবং আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।[১৫৮] তিনি আরো বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) আপনি কি আমাকে কুফর বা ইসলামকে বেঁচে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন? তাহলে মুক্ত হয়ে সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আমার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)ই অধিক প্রিয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বিয়ে করেন।[১৫৯] তখন তাঁর বয়স ৫৮ বছর।

---

১৫৪ আহমদ মানসূর, *বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মাদ স.*(ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেসন্স, ১৯৯৫ ই.), পৃ. ২৪৮-২৪৯

১৫৫ قال: نَزَلَتْ حِينَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم حبيبة بنت أبي سفيان بْنِ حَرْبٍ. দ্র. *জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৯; আত্-তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৯

১৫৬ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ দ্র. আল কুরআন, ৬০ : ৭

১৫৭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى দ্র. আল কুরআন, ৬ : ১৬৪

১৫৮ لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: لَمْ يَزَلْ أَبُوكِ مِنْ أَشَدِّ يَهُودَ لِي عَدَاوَةً حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ولا تزر وازرة وزر أخرى . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: اخْتَارِي. فَإِنِ اخْتَرْتِ الإِسْلامَ أَمْسَكْتُكِ لِنَفْسِي وَإِنِ اخْتَرْتِ الْيَهُودِيَّةَ فَعَسَى أَنْ أُعْتِقَكِ فَتَلْحَقِي بِقَوْمِكِ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ هَوَيْتُ الإِسْلامَ وَصَدَّقْتُ بِكَ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوَنِي حَيْثُ صِرْتُ إِلَى رَحْلِكَ দ্র. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৭

১৫৯ خيرتنى الكفر و الاسلام فالله و رسوله أحب الى من العتق وان ارجع إلى قومى فأمسلها رسول الله صلى الله وسلم لنفسه দ্র. নিসাউ হাওলার রাসূল (স.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

এ বিবাহের পিছনে মুসলিমদের সাথে বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার বিরাজমান বিরোধিতা ও শত্রুতা হ্রাসকরণ ও প্রশমনের অভিপ্রায় ছিল, যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও হাদীস শিক্ষাগ্রহণের অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন, যা পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাইত তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তিকালের পর প্রায় ৪০ বছর যাবত হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর গৃহ ইলম হাদীসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যেমনঃ সুহায়রা বিন্‌ত জায়ফার নাম্মী এক মহিলা একবার হজ্জ আদায় করে হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদীনায় আসেন। তিনি হযরত সাফীয়্যা (রা.) এর হুজরায় প্রবেশ করে দেখতে পান, সেখানে কূফার বহু মহিলা বসে আছেন। তারা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছে। আর তিনি খুব সুন্দরভাবে তাদের জবাব দিচ্ছেন।[১৬০] এভাবে বহু হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হাদীস প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর জীবন ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন। তাই হাদীসের প্রয়োজনেই তাঁর উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার প্রয়োজনিয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে।

১১. রাসূলুল্লাহ (স.) এর একাদশ স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা.)

আবূ রুহমের বিধবা স্ত্রী মায়মূনা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) উমরাতুল কাজার সময়কালে বিবাহ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স ৫৮ বছর, এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) আর কাউকে বিবাহ করেন নি।[১৬১] ইমাম ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী ও হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য নিজেকে দান করে ছিলেন।[১৬২] এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়, এবং কোন মু'মিন নারী নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করলে নবী তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে তাও হালাল। এটা কেবল আপনার জন্য; অন্য কোন মু'মিনের জন্য হালাল নয়।[১৬৩]

অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) বিধবা ও অসহায় মহিলা মায়মূনা (রা.) এর মধ্যে বিশুদ্ধ আকীদা, দৃঢ় ঈমানসহ ইলম হাদীস ও ফিকহী প্রতিভা লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার ঈঙ্গিতে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। তাইত তিনি পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস চর্চার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর গৃহটি হাদীস নিকেতনে রূপলাভ করেছিল, যেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের পরেও প্রায় ৫০ বছর যাবত হাদীসের তালীম ও তারবিয়াতদানে ব্যস্ত ছিলেন।

মূলকথা হল, একজন মানুষের জীবনের প্রধানত কয়েকটি দিক থাকে। যেমনঃ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। মানুষের কর্মজীবন বা বাস্তব জীবন শুরু হয় পরিবার গঠনের মাধ্যমে। পারিবারিক জীবন হল সার্বিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। রাসূলুল্লাহ (স.) এর পারিবারিক জীবন প্রায় ৩৮ বছর অর্থাৎ ২৫ থেকে শুরু হয়ে ৬৩ বছর পর্যন্ত। এর মধ্যে নবুওয়াতী জীবন ২৩ বছর। এই নবুওয়াতী জীবনের প্রথম ১০ বছর যাবত তাঁর স্ত্রী ছিলেন মাত্র একজন। তখন তিনি মানুষকে শুধু ঈমানের দাওয়াত দিতেন। পরবর্তী (২৩-১০) ১৩ বছরে আস্তে আস্তে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জসহ সব হুকম-আহকাম ও বিধি-বিধান একের পর এক নাযিল হতে থাকে। তখন দীনের কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামগ্রিক জীবনের কেন্দ্রে অবস্থানের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মেধাবী, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাগ্রণের সম্পূর্ণ

---

১৬০ صهيرة بنت جيفر سمعه منها قالت حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلن لها ان شئتن سألتن وسمعنا وان شئتن سألنا وسمعتن فقلنا سلن فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر فقالت أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر দ্র. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং ২৬৯২৩; ২৬৯২২

১৬১ وكانت آخر امرأة تزوجها رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذلك سنة سبع في عمرة القضية দ্র. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৪

১৬২ قَالَ ابْن شهاب: وهي التي وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وكذلك قَالَ قتادة، قَالَ: وفيها نزلت: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ দ্র. *আল-ইসতীয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. 8, ক্রমিক নং ৪০৯৯, পৃ. ১৯১৬-১৯১৭

১৬৩ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ দ্র. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৫০

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী। এ যেন বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের এক দল বাছাইকৃত একান্ত শিক্ষার্থী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর চলমান ব্যবহারিক জীবনের ভীতর-বাহির সবকিছু খুব কাছে থেকে দেখে, শুনে, বুঝে রাতে দিনে সব সময় শিখতেন। মদীনার মাসজিদুন নবাবী হলো রাসূলুল্লাহ (স.) এর সব ধরনের শিক্ষামূলক কর্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। এ মাসজিদের এক অংশ ব্যবহৃত হত আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরাসমূহ ছিল মাসজিদের গা-ঘেঁষে। দিন-রাত এখানে যত তালীম-তারবীয়াতের আসর বসত, উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাতে ঘরে বসেই অংশগ্রহণ করতে পারতেন। দূরত্ব বা অন্যকোন কারণে কোন কথা বা কথার ভাব না বুঝলে রাসূলুল্লাহ (স.) হুজরায় আসলে জিজ্ঞাসা করে সাথে সাথে বুঝে নিতেন। এভাবে তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অসংখ্য হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ২৮২২টি। এসব হাদীসের বিষয়বস্তু পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনকে শামিল করে। তবে পারিবারিক ও নারীবিষয়ক অনেক হাদীস শুধু তাঁদের থেকেই পাওয়া যায়। মনে হয় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যা যদি বেশি না হত; তবে এতদ্বিষয়ের কিছু হাদীস পৃথিবীর মানুষের কাছে হয়ত এমনভাবে পৌছত না। তাই হাদীস বর্ণনার স্বার্থেই যেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু স্ত্রীগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে অর্থাৎ নবুয়ত ঘোষণার প্রথম প্রভাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে দীনের (তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের) দাওয়াত প্রচারে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিলেন। তেমনি নবুওয়াতী জীবনে শেষভাগে যখন সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জসহ যাবতীয় ইবাদাত-বন্দিগী, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সার্বিক দিক-নির্দেশনা পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে একে একে অবতীর্ণ হতে শুরু করল; তখন তা যেন পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকে সেজন্য অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মত অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, মনন, প্রখর স্মরণশক্তি, কর্মঠ ও ত্যাগী কিছু নারীকে মহান আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ (স.) নামক চাঁদের আলোয় তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তিকালের পর তাঁরা অর্ধশতাব্দিরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববাসীকে হাদীসে নববীর সেই আলো বিতরণ করছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে নবুয়তের সে নূর বিতরণের কাজে তাঁরা আমরণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ত্যাগের উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। নারী হয়েও ইলম হাদীস শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা রণাঙ্গনে বীর সৈনিকদের মত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের হাতেই হাদীস চর্চার প্রকৃত পথ প্রস্তুত হয়েছে। আর হাদীস বর্ণনার সে পথ অনুসরণ করে ১৩শ শতাব্দির অধিককাল ধরে হাজার হাজার হাদীস বিশারদ নবুয়তের সে নূরের সন্ধান করছে। সে আলোয় তাঁরা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলোকিত করছে। এ সুদূর প্রসারী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল (স.) কে বহুস্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। যা ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থার আলোকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর আনীত বিধান তথা হাদীস বর্ণনা বা প্রচার-প্রসারের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার অংশবিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূল (স.) কে দু'টি জিনিস দিয়েছেন: একটি কিতাব আর দ্বিতীয়টি হাদীস বা সুন্নাহ্। কিতাবুল্লাহ হল কুরআনুল কারীম, যা হুবহু ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। সুন্নাহ্ বা হাদীস হল ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান। হাদীস মূলত কুরআনুল কারীম এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও জীবন ঘনিষ্ঠ ব্যাখ্যা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর জীবন আলেখ্য এবং ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। হাদীস ব্যতিত আল-কুরআনের মর্ম ও ভাব বুঝা অসম্ভব। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বহু হুকুম-আহকাম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ আহকাম এর বিস্তারিত বিবরণ এবং বাস্তবায়নের ব্যবহারিক পন্থা তুলে ধরেন নি; বরং এর দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি তাঁর রাসূল (স.) এর উপর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী: এবং আপনার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে আপনি লোকদের সামনে ওসব বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেদিন, যে গুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল হাকীমের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনুল কারীমের সাথে সাথে হাদীসের গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পবিত্র সত্তাই হলেন মূলত হাদীসের চলমান শিক্ষক। তিনি সর্ব অবস্থায় সব ধরনের লোকজনকে হাদীসের (তাঁর বাণী, কাজ ও বক্তব্যের) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে শিক্ষাদিতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সার্বক্ষণিক সহচর সাহাবীগণ হাদীস শিক্ষার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবীগণও কোন দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। বিশেষকরে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার চিত্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে। শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পরিবেশে রাসূলুল্লাহ (স.) এর অধিক নিকটতম সাহচর্য পাওয়ার কারণে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর চলমান জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে তাঁরা সদাসর্বদা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কর্মময় জীবনের উভয় দিকই তাঁদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর অর্ধশতাব্দিরও বেশি সময় যাবত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে নবুওয়াতের সে নূর (হাদীস) বিতরণের কাজে নিরলস পরিশ্রম করে তাঁরা ত্যাগের উজ্জ্বল উপমা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের হাতেই হাদীস চর্চার প্রকৃত পথ প্রস্তুত হয়েছে। ইল্ম হাদীসে তাঁদের সে অতুল অবদান আজ বিরল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

তাঁদের সেই অনবদ্য অবদানকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ কল্পে গ্রহীত "হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে বিস্তারিত আলোচনা সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি মূলত অত্র গবেষণা বিষয়ের সিনপ্সিস বা সংক্ষিপ্তসার। এখানে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, গবেষণার পদ্ধতি, পরিধি, উৎস, তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ গঠন ও গবেষণার সময়কাল আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হাদীস-সুন্নাহ এর অর্থ, প্রতিশব্দ ও ব্যবহার এবং হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত পরিভাষা ও সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজীনয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীস শব্দের অর্থ নতুন বস্তু বা বিষয় যা পুরাতনের বিপরীত অর্থাৎ আধুনিক। রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক আনীত ও প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি (Life style) হলো নতুন, অত্যাধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, বাস্তবসম্মত জীবন ব্যবস্থা। এতে লোকাচার, কুসংস্কার ও ভাসাভাসা ধারণার স্থান নেই; বরং যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক ও গবেষণা নির্ভর বিশুদ্ধ জ্ঞান এই জীবন পদ্ধতির মূল চালিকা শক্তি। এ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারকে ভেজালমুক্ত রাখা ও হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য মুহাদ্দিসগণ সনদ বলার বা লেখার রীতি প্রবর্তন করেন। এ সনদই হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের প্রধান মানদণ্ড । হাদীসের বর্ণনা সূত্র বা Reference কে বলা হয় সনদ। সনদ আসলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ রহমত। এ উম্মত বৈ পূর্ববর্তী কোন উম্মতের জন্য এরূপ কোন বিশেষ দান ছিল

Dhaka University Institutional Repository

না। সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ এবং গাইরে সহীহ হাদীসের পার্থক্য নিরূপণ করা অতি সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন পরিচিতি প্রসঙ্গে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিক্রমা, মর্যাদা ও গুণাবলীর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রায় ৩৮ বছরের পারিবারিক জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা ছিল ১১ জন। তাঁদের মধ্যে দু'জন তাঁর জীবদ্দশায় এন্তেকাল করেন। বাকী নয় জন তাঁর এন্তেকালের পরও অর্ধশতাব্দির বেশি সময় যাবত বেঁচে ছিলেন।

তাঁরা সকলেই গুণাবলীর চমৎকারিত্বে, রূপের মাধুর্যে, চরিত্রের সৌন্দর্যে, অন্তরের কোমলতায়, আদর্শের কঠোরতায়, স্মৃতি শক্তির প্রখরতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কথার স্পষ্টতায়, দয়া-মমতার প্রাচুর্যে, নীতি-নৈতিকার মাপকাঠিতে এককথায় সার্বিক দিকদিয়ে সর্ব যুগের সকল নারীদের সেরা ছিলেন। আর এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অগণিত নবী ও রাসূলের সর্দার সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করেছিলে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-বলে পবিত্র কুরআনুল হাকীমে ঘোষণা করেন, তখন থেকেই জগতের সকল মুসলমারে মনের মনি কোঠায় এক বিশাল মর্যাদা ও সম্মানের আসন লাভ করেন। কারণ তাঁরা রিসালাত ও নবুওয়াতের নূরের কাছে সরাসরি অবস্থানের সুযোগলাভে ধৈন্য হয়েছিলেন। সে নূরের আভায় তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। কুরআন ও হিকমতের প্রকৃত শিক্ষা মূল উৎসের কাছ থেকে হাতে-কলমে গ্রহণ করেছিলেন। দিবা-নিশি, সকাল-সন্ধা অহরহ শত শত সত্যের বাণী তাঁদের কানে শুনতে পেতেন। এভাবে তাঁরা শরী'আতের সকল শাখায় প্রভূত বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। এভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যুগলবন্দি হওয়ার কারণে তাঁদের পূর্বের গুণাবলি শত গুণে বৃদ্ধি পেয়ে যে গুণোৎকর্ষ সাধিত হয় তাতে তাঁরা সর্ব যুগের সেরা নারীদের শ্রেষ্ঠতম স্থান অলঙ্কৃত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর অবদান বিষয়ে তাঁদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান কার্যক্রম, তাঁরা কার কাছ থেকে কিভাবে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং কাকে কিভাবে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁরা শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বয়সে অনুকূল পরিবেশে রাসূলুল্লাহ (স.) এর অধিক নিকটতম সাহচর্য লাভে ধৈন্য হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে সদাসর্বদা হাদীস শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। তাঁদের শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিও ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত। কারণ তাঁরা ছিলেন সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হুজরাসমূহ ছিল মূলত জ্ঞানগৃহ। কারণ জ্ঞানগর্ভ বাণী কুরআনুল হাকীম সেখানে নাজিল হতো অথবা অন্যত্র অবতীর্ণ বাণী সেখানে পঠিত ও আলোচিত হতো। তাছাড়া যে মসজিদটি ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) এর গণশিক্ষাকেন্দ্র, ভাগ্যক্রমে তাঁদের গৃহগুলোও ছিল সেই মসজিদুন নবাবী সংলগ্ন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর এন্তেকালের পর তাঁর কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন জানা-বুঝা ও অনুকরণ-অনুসরণের প্রবল আগ্রহ-উদ্দিপনা নিয়ে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত মসজিদ পানে মানুষের আনা-গোনা বাড়তে থাকে। তখন থেকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরাসমূহ আল-হাদীসের বিদ্যালয়ে রূপলাভ করতে থাকে। সেখানে তাঁরা নিয়মিত হাদীসের দার্স দিতেন। প্রায় অর্ধশতাব্দিরও বেশি সময় ধরে তাঁরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে নবুওয়াতের সে নূর (হাদীস) বিতরণের কাজে নিরলস পরিশ্রম করে ত্যাগের উজ্জ্বল উপমা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের হাতেই হাদীস চর্চার প্রকৃত পথ প্রস্তুত হয়েছে। ইল্‌ম হাদীসে তাঁদের সে অতুল অবদান আজ বিরল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন বর্ণিত হাদীসসমূহের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাসে ঈমানিয়াত, 'আমলিয়াত, আখলাকিয়াত ও তাফসীর এই চারটি পরিচ্ছেদের অধীনে তাঁদের বর্ণিত সব হাদীস জমা করা হয়েছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) বর্ণিত হাদীসসমূহে একজন মানুষের সার্বিক জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণরূপে স্থান পেয়েছে। নারী সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের হাদীস আমরা তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পাই। এ ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, পরকালীন অবস্থা, শার'ঈ বিধি-বিধান, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি বিষয়েও তাঁদের থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় যেন হাদীস বর্ণনায় এ মহৎ উদ্যোগ তাঁরা না গ্রহণ করলে নারী বিষয়ক অনেক হাদীস ও শার'ঈ বিধি-বিধানের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় মুসলিম উম্মাহর কাছে হয়ত অস্পষ্ট থেকে যেতো।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হাদীস বর্ণনার নীতি, প্রকৃতি ও বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর প্রায় সকলেই ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, মনোযোগী, সুন্নাতের অনুকরণপ্রীয় ও শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বয়সী। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) এর যে কোন হাদীসই তাঁরা শুনতেন সাথে সাথে মুখস্ত করে রাখতেন অথবা কোন আমল সরাসরি দেখে শিখে রাখতেন। তাই অনায়াসেই তাঁরা সেগুলো লোকদের নিকট বর্ণনা করতে পারতেন। এছাড়াও যেসব হাদীস তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শুনেন নি, বরং অন্যের মাধ্যমে শুনেছেন, সেগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁদের গ্রহীত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো আজ হাদীস বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই-এর সুদৃঢ় নীতিমালায় পরিণত হয়েছে।
মুহাদ্দিসগণ এবং জারাহ-তা'দীলের ইমামগণের মতে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে ভুল-ত্রুটি তুলনামূলকভাবে কম। তার প্রকৃত কারণ হল, সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী বা কাজ একবার বা দু'বার দেখতেন বা শুনতেন, তারপর তা আমল করতেন এবং বর্ণনা করতেন। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ (স.) এর একান্ত সাহচার্যের কারণে তাঁর বাণী বার বার শুনতেন এবং কোন কাজ বার বার দেখতেন। এভাবে তাঁরা তা হৃদয়ে ভালভাবে গেঁথে নিতে পারতেন। এছাড়াও তাঁরা কোন কিছু না বুঝলে প্রশ্নকরে বুঝে নিতেন, তারপর আমলে পরিণত করতেন এবং অন্যদের কাছে বর্ণনা করতেন। সাধারণ সাহাবীগণ (রা.) এর এ সুযোগ খুব কমই হত।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর ৬৩ বছর জীবনকালের মধ্যে নবুওয়াতী জীবন ২৩ বছর। এই নবুওয়াতী জীবনের প্রথম ১০ বছর যাবত তাঁর স্ত্রী ছিলেন মাত্র একজন। তখন তিনি মানুষকে শুধু ঈমানের দাওয়াত দিতেন। পরবর্তী ১৩ বছরে পর্যায়ক্রমে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জসহ সব হুক্‌ম-আহকাম ও বিধি-বিধান একের পর এক নাযিল হতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামগ্রিক জীবনের কেন্দ্রে অবস্থানের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মেধাবী, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাগ্রণের সম্পূর্ণ উপযোগী। এ যেন বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের এক দল বাছাইকৃত একান্ত শিক্ষার্থী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর চলমান ব্যবহারিক জীবনের ভিতর-বাহির সবকিছু খুব কাছে থেকে দেখে, শুনে, বুঝে রাতে দিনে সব সময় শিখতেন। মদীনার মাসজিদুন নবাবী হলো রাসূলুল্লাহ (স.) এর সব ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। এ মাসজিদের এক অংশ ব্যবহৃত হত আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর হুজরাসমূহ ছিল মাসজিদের গা-ঘেঁষে। দিন-রাত এখানে যত তালীম-তারবীয়াতের আসর বসত, উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাতে ঘরে বসেই অংশগ্রহণ করতে পারতেন। দূরত্ব বা অন্যকোন কারণে কোন কথা বা কথার ভাব না বুঝলে রাসূলুল্লাহ (স.) হুজরায় আসলে জিজ্ঞাসা করে সাথে সাথে বুঝে নিতেন। এভাবে তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অসংখ্য হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এসব হাদীসের বিষয়বস্তু পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনকে শামিল করে। তবে পারিবারিক ও নারীবিষয়ক অনেক হাদীস শুধু তাঁদের থেকেই পাওয়া যায়। মনে হয় উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর সংখ্যা যদি বেশি না হত; তবে এতদ্বিষয়ের কিছু হাদীস পৃথিবীর মানুষের কাছে হয়ত এমনভাবে পৌঁছত না। তাই হাদীস বর্ণনার স্বার্থেই যেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল।